বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত।

পঞ্চম—নবম স্কন্ধ

মূল—অনুবাদ—বিবৃতি সহ

কাশীরাজ সভাপণ্ডিত

শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন অনূদিত

সুলভ সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচারব্রত—বহুশাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদক

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-যন্ত্রে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

১৯০৯

[মূল্য ৪৲ টাকা

সূচীপত্র

পঞ্চম স্কন্ধ

ষষ্ঠ স্কন্ধ

সপ্তম স্কন্ধ

অষ্টম স্কন্ধ

নবম স্কন্ধ

শ্রীমদ্ভাগবত

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

প্রিয়ব্রতো ভাগবত আত্মারামঃ কথং মুনে। গৃহেঽরমত যম্মূলঃ কর্ম্মবন্ধঃ পরাভবঃ ॥ ১ ॥
ন নূনং মুক্তসঙ্গানাং তাদৃশানাং দ্বিজর্ষভ। গৃহেষ্বভিনিবেশোঽয়ং পুংসাং ভবিতুমর্হতি ॥২॥
মহতাং খলু বিপ্রর্ষে উত্তমঃশ্লোকপাদয়োঃ। ছায়ানির্ব্বৃতচিত্তানাং ন কুটুম্বে স্পৃহামতিঃ ॥৩॥
সংশয়োঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্ দারাগারসুতাদিষু। সক্তস্য যৎ সিদ্ধিরভূৎ কৃষ্ণে চ মতিরচ্যুতা ॥৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

বাঢ়মুক্তং ভগবত উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দমকরন্দরস আবেশিতচেতসো ভাগবত-পরমহংসদয়িতকথাং কিঞ্চিদন্তরায়বিহতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিন্বন্তি ॥৫॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! রাজা প্রিয়ব্রত পরমভাগবত, আত্মজ্ঞ ও আত্মাতেই রতিসম্পন্ন ছিলেন, তিনি কিরূপে গৃহে আসক্ত হইয়াছিলেন? এই গৃহাশ্রমমূলক কর্ম্মবন্ধনও স্বরূপের তিরস্কার হয় অর্থাৎ গৃহাশ্রমে আসক্ত ব্যক্তির আত্মস্বরূপ জ্ঞান হয় না এবং কর্ম্মজন্য বন্ধ হয়। ১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রিয়ব্রতের ন্যায় মুক্তসঙ্গ পুরুষের নিশ্চয়ই গৃহে অভিনিবেশ হইতে পারে না। ২

হে বিপ্রর্ষে! উত্তমশ্লোক ভগবানের পাদ-দ্বয়ের ছায়ায় মহৎ লোকগণের চিত্ত নিবৃত্ত থাকে, সুতরাং তাহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদিতে স্পৃহাযুক্ত বুদ্ধি হইতে পারে না। ৩

হে ব্রহ্মন্! আমার এই সংশয় যে, স্ত্রী-পুত্র-গৃহ প্রভৃতিতে আসক্ত প্রিয়ব্রতের যে সিদ্ধি হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিত ভক্তি ছিল, অর্থাৎ গৃহাসক্ত ব্যক্তির সিদ্ধি বা ভগবানে মতি হয় না, প্রিয়ব্রতের কিরূপে হইল, ইহাই আমার সংশয়। ৪

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সত্য বলিয়াছ, ভাগবত পরমহংসগণের প্রিয় পুণ্যশ্লোক ভগবানের শ্রীমচ্চরণারবিন্দের মকরন্দরসে যাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট, তাঁহারা ভগবৎকথাকেই আপনাদের পরম মঙ্গলময় পদবী জ্ঞান করেন, কোনও কারণে এই পদবী প্রতিহত হইলেও ঐ পরম মঙ্গলময় পথ তাঁহারা কখনও একেবারে পরিত্যাগ করেন না, এ কথা অতি সত্য। ৫

বিবৃতি—অভিনিবেশ আয়ুর অভাব হইলেও এই সকল শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনিত্য পদার্থের সহিত আমার বিয়োগ যেন না হয়, এই প্রকার সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ মরণ-ত্রাস। যাহা একবার স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করা হইয়াছে, তত্ত্যাগের অসহিষ্ণুতা। ২

আত্মারামের গৃহাসক্তি ও গৃহাসক্তের কৃষ্ণাসক্তি

যর্হি বাব হ রাজন্ স রাজপুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ পরমভাগবতো নারদস্য চরণোপসেবয়াঽঞ্জসাবগতপরমার্থসতত্ত্বো ব্রহ্মসত্রেণ দীক্ষিষ্যমাণোঽবনিতলপরিপালনায়াম্নাতপ্রবরগুণগণৈকান্তভাজনতয়া স্বপিত্রোপামন্ত্রিতো ভগবতি বাসুদেব এবাব্যবধানসমাধিযোগেন সমাবেশিতসকলকারকক্রিয়াকলাপো নৈবাভ্যনন্দদ্ যদ্যপি তদপ্রত্যাম্নাতব্যং তদধিকরণ আত্মনোঽন্যস্মাদসতোঽপি পরাভবমন্বীক্ষমাণঃ ॥৬॥

অথ হ ভগবানাদিদেব এতস্য গুণবিসর্গস্য পরিবৃংহণানুধ্যানব্যবসিতসকলজগদভিপ্রায় আত্মযোনিরখিলনিগমনিজগণপরিবেষ্টিতঃ স্বভবনাদবততার ॥৭॥

স তত্র তত্র গগনতল উড়ুপতিরিব বিমানাবলিভিরনুপথমমরপরিবৃঢ়ৈরভিপূজ্যমানঃ পথি পথি চ বরূথশঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসাধ্যচারণমুনিগণৈরুপগীয়মানো গন্ধমাদনদ্রোণীমবভাসয়ন্নুপসসর্প ॥ ৮ ॥

হে রাজন্! যে সময়ে রাজপুত্র পরমভাগবত প্রিয়ব্রত নারদের চরণসেবার দ্বারা অনায়াসে পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মসত্রে দীক্ষিত হইবেন, সেই সময়ে স্বায়ম্ভুব মনু জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতকে রাজনীত্যুক্ত সকল প্রধান প্রধান গুণের একান্ত আশ্রয় জানিয়া অবনীতল পরিপালনের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিলে ঐ রাজপুত্র প্রথমতঃ তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রাজ্যভার না লইবার কারণ এই—তিনি নিরবচ্ছিন্ন সমাধি-যোগের দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে আপনার ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপারসমূহ সমর্পণ করেন, হে মহারাজ! যদিও পিতার আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত, তথাপি প্রিয়ব্রত এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, রাজ্যাধিকার অলীক, এবং এই রাজ্যপ্রপঞ্চ হইতে পরাভব হয়, ইহা আলোচনা করিয়া প্রথমে রাজ্যগ্রহণে সম্মত হয়েন নাই। অনন্তর ভগবান্ আদিদেব ব্রহ্মা (রাজা যেমন চর দ্বারা মণ্ডলেশ্বরগণের অভিপ্রায় অবগত হয়েন সেইরূপ) এই গুণসৃষ্টির বৃদ্ধি করার বিষয় নিরন্তর চিন্তা করায় সকলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মূর্তিমান বেদ ও মরীচি প্রভৃতি সমস্ত নিজ জনের সহিত স্বভবন সত্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৬-৭

(অবতরণ সময়ে) সেই সেই স্থানে ব্রহ্মা গগনমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান হইয়াছিলেন এবং বিমানচারী দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও দলে দলে সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণমধ্যে মুনিগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে স্তুত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের গুহা প্রকাশ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮

সম্ভব হয় না ইহা সত্য, পরন্তু ভগবন্মায়ার প্রভাবে কখন কখন ঐ দুর্বিতর্ক্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। তবে যাঁহাদের চিত্ত একবার ভগবৎপাদপদ্ম-মকরন্দরসে আবিষ্ট হয়, তাঁহারা সেই প্রিয়তমের কথা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; পরন্তু তাঁহাদের ঐ কথা অন্তরায় দ্বারা মধ্যে প্রতিহত হইতে পারে, রাজর্ষি ভরতের কথা মনে করিয়াই শুকদেব এই কথা বলিতেছেন। মধ্যে গৃহাসক্তি জন্মিয়া ব্যাঘাত ঘটিলেও একেবারে উহা বন্ধ হয় না। ৫

বিবৃতি—প্রিয়ব্রত বাল্যকাল হইতে সংসারবিরক্ত ছিলেন বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বনে বাস করিতেন, ইহা জানিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে কনিষ্ঠ উত্তানপাদকে রাজ্যভার অর্পণ করা হয়। উত্তানপাদ হইতে প্রাচেতস দক্ষ পর্য্যন্তের রাজ্যকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অর্দ্ধ সময় অতিবাহিত হয়। প্রাচেতস দক্ষ পূর্ব্বজন্মের ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্ত তপস্যায় গমন করিলে তখন অরাজক উপস্থিত হয়, মনুও উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রিয়ব্রতকে রাজ্যগ্রহণার্থ অনুরোধ করেন, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে ব্রহ্মা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া প্রিয়ব্রতকে রাজ্যগ্রহণে বাধ্য করেন, তদবধি পঞ্চম মন্বন্তর পর্য্যন্ত ইনি ও ইঁহার বংশধরগণ রাজ্য করেন; স্বারোচিস মন্বন্তরে দক্ষ রাজ্যভার গ্রহণ করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। ৭

তত্র হ বা এনং দেবর্ষির্হংসযানেন পিতরং ভগবন্তং হিরণ্যগর্ভমুপলভমানঃ সহসৈবাভ্যুত্থায়ার্হণেন সহ পিতাপুত্রাভ্যামবহিতাঞ্জলিরুপতস্থে ॥৯॥

ভগবানপি ভারত তদুপনীতার্হণঃ সূক্তবাক্যেনাতিতরামুদিতগুণগণাবতারসুজয়ঃ প্রিয়ব্রতমাদিপুরুষস্তং সদয়হাসাবলোক ইতি হোবাচ ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নিবোধ তাতেদমৃতং ব্রবীমি মাসূয়িতুং দেবমর্হস্যপ্রমেয়ম্।
বয়ং ভবস্তে তত এষ মহর্ষির্বহাম সর্ব্বে বিবশা যস্য দিষ্টম্ ॥১১॥
ন তস্য কশ্চিৎ তপসা বিদ্যয়া বা ন যোগবীর্য্যেণ মনীষয়া বা।
নৈবার্থধর্ম্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ ॥১২॥
ভবায় নাশায় চ কর্ম্ম কর্ত্তুং শোকায় মোহায় সদা ভয়ায়।
সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগমব্যক্তদিষ্টং জনতাঙ্গ ধত্তে ॥১৩॥

(সেই সময় নারদ প্রিয়ব্রতকে উপদেশ দিতেছিলেন এবং মনুও প্রিয়ব্রতকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় আসিয়াছিলেন) সেই স্থানে দেবর্ষি নারদ হংসযানে অবতরণকারী ভগবান্ পিতা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইয়া সহসা পূজোপহারসহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মনু ও প্রিয়ব্রত কৃতাঞ্জলি হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও উঁহারা সকলেই স্তব করিয়াছিলেন। ৯

হে ভারত! তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মাও নারদ কর্ত্তৃক উপনীত পূজোপহার স্বীকার করিলেন, এবং সুন্দর মিষ্ট বাক্যের দ্বারা অতিশয় গুণ, যশঃ ও সর্ব্বোৎকৃষ্টতা বর্ণিত হইলে আদিপুরুষ ব্রহ্মা সদয় হাস্যাবলোকন পূর্ব্বক প্রিয়ব্রতকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ১০

(ব্রহ্মা শঙ্কা করিয়াছিলেন যে, আমি যদি প্রবৃত্তিনিষ্ঠ বাক্য বলি, তবে প্রিয়ব্রত আমার প্রতি অসূয়া করিবে; সুতরাং আমি ঐরূপ বলিব না, হরিই আমার মুখে ঐ কথা বলিতেছেন, এই বলিয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্তিনিষ্ঠার রহস্য বলিতেছেন) ব্রহ্মা বলিলেন, হে তাত! আমি যাহা বলিতেছি তাহা অবধারণ কর, এই সকল সত্যই বলিতেছি। অর্থাৎ আমি শত্রু নহি যে দুঃখ দিব, অথবা প্রতারণা করিব, (নিজের নিজের পিতার ন্যায় আমাকেও অপ্রমাণ করিতে পার না) সত্যস্বরূপ অপ্রমেয় দেবকে দোষারোপ করিও না। হে বৎস! তুমি তোমার পিতা এবং তোমার গুরু মহর্ষি নারদ ও আমি, আমরা সকলেই বিবশ হইয়া যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকি। ১১

কোন শরীরধারী তপস্যা অথবা বিদ্যা কিম্বা সমাধি, বুদ্ধি, বল দ্বারা স্বতঃ বা পরতঃ তাঁহার নির্ম্মিত বিষয় অন্যথা করিতে পারে না এবং অর্থ ও ধর্ম্ম দ্বারাও তাঁহার কৃত কার্য্য বিনষ্ট করিতে কেহ সমর্থ হয় না। ১২

(এই পরাধীনতার জন্য অনুশোচনার কিছুই নাই। কারণ, দেহধারী সকলেই ঈশ্বরাধীন হইয়া ভাল মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে এবং সুখ-দুঃখ বহন করে, এই কথা বলিতেছেন) হে প্রিয়ব্রত! জীবসকল জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ, ভয়, সুখ দুঃখ এই সকলের নিমিত্ত পরমেশ্বরদত্ত দেহযোগ সর্ব্বদাই ধারণ করে, তাহা অন্যথা করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। ১৩

বিবৃতি—প্রিয়ব্রত রাজ্য করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার নিশ্চয়, ব্রহ্মার নিশ্চয় যে প্রিয়ব্রতকে রাজা করিতেই হইবে, সুতরাং ব্রহ্মা নিজ পৌত্রের নিকট হাস্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১০

যদ্বাচি তন্ত্র্যাং গুণকর্ম্মদামভিঃ সুদুস্তরৈর্বৎস বয়ং সুযোজিতাঃ।
সর্ব্বে বহামো বলিমীশ্বরায় প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ ॥১৪॥
ঈশাভিসৃষ্টং হ্যবরুন্ধ্মহেঽঙ্গ দুঃখং সুখং বা গুণকর্ম্মসঙ্গাৎ।
আস্থায় তৎ তদ্‌যদযুঙ্‌ক্ত নাথশ্চক্ষুষ্মতান্ধা ইব নীয়মানাঃ ॥১৫॥
মুক্তোঽপি তাবদ্বিভৃয়াৎ স্বদেহমারব্ধমশ্নন্নভিমানশূন্যঃ।
যথানুভূতং প্রতিযাতনিদ্রঃ কিন্ত্বন্যদেহায় গুণান্ ন বৃঙ্‌ক্তে ॥১৬॥
ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্‌যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥১৭॥

(কর্ম্মকরণেও পরাধীনতা বলিতেছেন) হে বৎস! আমরা পরমেশ্বরের বাক্যরূপ রজ্জুতে সুদুষ্কর গুণ-কর্ম্ম-নাম দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকেই (পরমেশ্বরকেই) পূজোপহার প্রদান করি, ফলতঃ বলীবর্দ্দাদি চতুষ্পদ সকল নাসিকায় বদ্ধ হইয়া যেমন দ্বিপদ মনুষ্যের ইচ্ছানুসারে তাহাদের নিমিত্ত কর্ম্ম করে, তেমনি আমরা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকি।১৪

(ভোগবিষয়ে পারতন্ত্র্য বলিতেছেন) হে বৎস! প্রিয়ব্রত! ঈশ্বরপ্রদত্ত বস্তুই আমরা প্রাপ্ত হই এবং গুণ ও কর্ম্ম সঙ্গে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করি। যেমন প্রভুপ্রদত্ত কণিশ প্রভৃতি বলীবর্দ্দাদি পশুগণ ভোগ করে, সেইরূপ এই সুখদুঃখ গুণকর্ম্মের সঙ্গ হেতু তিনিই প্রদান করেন, যেমন বলীবর্দ্দাদির কণিশাদি ভক্ষণে নিজের স্বাধীনতা নাই, তেমনি আমরা ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখ বা দুঃখই ভোগ করি, আমাদের আত্মেচ্ছায় কিছুই হয় না, যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধগণ ছায়া বা আতপে গমন করিয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন, তদ্রূপ। ১৫

(এইরূপ সুখদুঃখ ভোগ কেবল অবিদ্বান্ ব্যক্তিরাই করে না, মুক্ত ব্যক্তিরাও করিয়া থাকে এই কথা বলিতেছেন) হে প্রিয়ব্রত! মুক্ত ব্যক্তিও নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির স্বপ্নানুভূত বিষয় স্মরণের ন্যায় অভিমানশূন্য হইয়া আরব্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন, দেহ ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার দেহান্তরের আরম্ভক গুণ বা কর্ম্ম অথবা বাসনা থাকে না। ১৬

("যে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়া ভোগ উপভোগ করেন, তাঁহার কখন অভিমানশূন্যতা বা মোক্ষ হয় না। অতএব গৃহত্যাগ করিয়া বনে বাস করাই উচিত" ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে বৎস! যে ব্যক্তি প্রমত্ত অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয়, তাহার বনেতেও ভয় অর্থাৎ সংসার হয়, সে যদি সঙ্গভয়ে বন হইতে বনান্তরে গমন করে, তথাপি সে স্থানেও তাহার সংসার হইয়া থাকে। কারণ, তাহার সহিত ছয় জন শত্রু সর্ব্বদাই রহিয়াছে (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃ এই ছয় জন শত্রু) পরন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয় ও আত্মরতি, তাঁহার গৃহাশ্রম কি অনিষ্ট করিতে পারে? ১৭

বিবৃতি—ভগবানের বাক্য বেদ, উহাতে সত্ত্বাদিগুণ, তদুচিত কর্ম্ম ও ব্রাহ্মণাদি নাম উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই সেই বাক্যানুসারে কর্ম্ম করে সুতরাং ঐ বাক্যরূপ রজ্জুতে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ আমরা পরমেশ্বরেরই পূজোপহার বহন করি; যেমন বিদ্ধনাসিক বলীবর্দ্দাদি চতুষ্পদগণ মনুষ্যগণের ইচ্ছায় তাহাদের নিমিত্ত ভার বহন করে সেইরূপ ১৪

এই সুখ-দুঃখদান ব্যাপারে ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ নাই, কারণ—যেমন গৃহস্বামী নিজের বহু বলীবর্দ্দমধ্যে সাধু কর্ম্মকারী বলীবর্দ্দকে উৎকৃষ্ট স্থানে রাখে, উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রদান করে ও অসাধু কর্ম্মকারীকে নিকৃষ্ট স্থানে রাখে ও নিকৃষ্ট খাদ্য প্রদান করে, সেই ভক্ষ্যদাতা ইহাই মনে করে যে, আমি কর্ম্মানুসারে তাহার ফল প্রদান করিতেছি সুতরাং

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো গৃহেষু নির্বিশ্য যতেত পূর্বম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জ্জিতারীন্ ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ ॥১৮॥
ত্বস্ত্বব্জনাভাঙ্ঘ্রিসরোজকোশদুর্গাশ্রিতো নির্জ্জিতষট্‌সপত্নঃ।
ভুঙ্ক্ষ্বেহ ভোগান্ পুরুষাতিদিষ্টান্ বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব ॥১৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি সমভিহিতো মহাভাগবতো ভগবতস্ত্রিভুবনগুরোরনুশাসনমাত্মনোলঘুতয়াবনতশিরোধরো বাঢ়মিতি সবহুমানমুবাহ ॥২০॥

ভগবানপি মনুনা যথাবদুপকল্পিতাপচিতিঃ প্রিয়ব্রতনারদয়োরবিষমমভিসমীক্ষমাণয়োরাত্মসমবস্থানমবাঙ্মনসং ক্ষয়মব্যবহৃতং প্রবর্ত্তয়ন্নগাৎ ॥২১॥

হে প্রিয়ব্রত! যে ব্যক্তি ছয়টি শত্রুকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহার প্রথমে গৃহে থাকিয়া ঐ সকলের গতি নিরোধপূর্ব্বক জয়ার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ সে গৃহে থাকিয়াই ছয় শত্রুর গতিরোধ পূর্ব্বক তাহাদিগকে জয় করিতে চেষ্টা করিবে। লোকেও দেখা যায়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়া বলবান্ শত্রুগণকে জয় করিয়া থাকেন, পরে শত্রুগণ ক্ষীণবল হইলে ইচ্ছামত স্থানে বিচরণ করেন। ১৮

(গৃহরূপ দুর্গ প্রাকৃত লোকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তোমার পক্ষে তাহা নহে ইহাই বলিতেছেন) হে বৎস! তুমি ভগবান্ পদ্মনাভের পাদপদ্মরূপ দুর্গাশ্রয় করিয়াছ, অতএব যদিও তোমার ছয় রিপু নির্জ্জিত হইয়াছে, তথাপি যাবৎ দেহ থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত ঈশ্বরদত্ত ভোগ সকল উপভোগ কর; পরে বিমুক্তসঙ্গ হইয়া স্বীয় স্বরূপের ভজনা করিও অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ হইও। ১৯

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! মহাভাগবত প্রিয়ব্রত এই প্রকার অভিহিত হইয়া ত্রিভুবনগুরু ব্রহ্মার অনুশাসন বাক্য—নিজে তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্র বলিয়া অবনত মস্তকে 'তাহাই হইবে' বলিয়া বহু সমাদরে বহন করিয়াছিলেন। ২০

মনু সন্তুষ্ট হইয়া সানন্দ মনে যথাবিধি ব্রহ্মার পূজা করিলেন, ব্রহ্মাও মনুদত্ত পূজোপহার গ্রহণ করিয়া প্রিয়ব্রত ও নারদের সমক্ষেই আপনার ধাম, যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, সুতরাং ব্যবহারশূন্য—তথায় গমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রিয়ব্রতকে নিবৃত্তি পথ হইতে প্রবৃত্তিমার্গে প্রবর্ত্তিত করিয়া ও তাঁহাদের দ্বারা অবিষমভাবে দৃষ্ট হইয়া গমন করিয়াছিলেন। ২১

আমার ইহাতে কোন দোষ নাই, যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি কোন অন্ধকে পথে লইয়া যাইবার সময় শীতলপথে কণ্টকাদি দেখিয়া উত্তপ্ত পথে লইয়া যায়, তাহাতে অন্ধ ইহা মনে করে না যে, আমাকে কষ্ট দিতে এইরূপ লইয়া যাইতেছে, পরন্তু এই ব্যক্তি আমার হিতকারী বলিয়া প্রশংসাই করে, এই স্থলেও ঠিক সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ১৫

বিবৃতি—প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার পৌত্র, তিনি দেখিলেন, ত্রিলোকগুরু পিতামহের উপদেশ অবশ্যই পালন করা কর্ত্তব্য; সুতরাং অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ স্বীকার করিলেন।২০

ব্রহ্মা মনে করিয়াছিলেন—প্রিয়ব্রতের যোগভ্রংশ হইল ও নারদের একটি শিষ্য গেল, ইহাতে তাহারা আমার গমন সময়ে কোপ দৃষ্টি করিবে, কিন্তু তদ্রূপ ঘটিল না, প্রিয়ব্রত ও নারদ তাঁহাকে অনিমিষনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন, ক্রোধে বা ক্ষোভে বক্রদৃষ্টি করেন্ নাই। পরন্তু প্রিয়ব্রতকে যোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মা কৃতকার্য্য হইলেও নিবৃত্তকে পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত করাতে তাঁহার নিজ অন্তঃকরণমধ্যে বিষাদ জন্মিয়াছিল। ২১

মনুরপি পরেণৈবং প্রতিসন্ধিতমনোরথঃ সুরর্ষিবরানুমতেনাত্মজমখিল-ধরামণ্ডলস্থিতিগুপ্তয় আস্থাপ্য স্বয়মতিবিষমবিষয়বিষজলাশয়াশায়া উপররাম ॥২২॥

ইতিহ বাব স জগতীপতিরীশ্বরেচ্ছয়াধি-নিবেশিতকর্ম্মাধিকারোঽখিলজগদ্বন্ধধ্বংসনপরানুভাবস্য ভগবত আদিপুরুষস্যাঙ্ঘ্রিযুগলানবরতধ্যানানুভাবেন পরিরন্ধিতকষায়াশয়োঽবদাতোঽপি মানবর্দ্ধনো মহতাং মহীতলমনুশশাস ॥২৩॥

অথ চ দুহিতরং প্রজাপতের্বিশ্বকর্ম্মণ উপযেমে বর্হিষ্মতীং নাম, তস্যামু হ বাব আত্মজানাত্মসমানশীলগুণকর্ম্মরূপবীর্য্যোদারান্ দশ ভাবয়াম্বভূব কন্যাঞ্চ যবীয়সীমূর্জ্জস্বতীং নাম ॥২৪॥

আগ্নীধ্রেধ্মজিহ্বযজ্ঞবাহুমহাবীরহিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠসবনমেধাতিথিবীতিহোত্রকবয় ইতি সর্ব্ব এবাগ্নিনামানঃ ॥২৫॥

এতেষাং কবির্মহাবীরঃ সবন ইতি ত্রয় আসন্নূর্দ্ধরেতসঃ ত আত্মবিদ্যায়ামর্ভভাবাদারভ্য কৃতপরিচয়াঃ পারমহংস্যমেবাশ্রমমভজন্ ॥২৬॥

মনুও ভগবান্ ব্রহ্মা দ্বারা নিজ মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় তিনি নারদের অনুমত্যনুসারে অখিল ধরামণ্ডল স্থিতি ও পালন নিমিত্ত আত্মজ প্রিয়ব্রতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া দুস্তর বিষয়-বিষ-জলাশয়স্বরূপ সংসারের ভোগবাসনা হইতে উপরত হইয়াছিলেন। ২২

হে রাজন্! এইরূপে সেই জগতীপতি প্রিয়ব্রত ঈশ্বরেচ্ছায় কর্ম্মাধিকার প্রাপিত ও অখিল জগদ্বন্ধন ধ্বংসনপরপ্রভাব ভগবান্ আদিপুরুষের পাদপদ্ম-যুগলের ধ্যানানুভাব দ্বারা রাগাদি মল দগ্ধ করাতে শুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহৎ ব্যক্তিগণের মানবর্দ্ধনকারী, সুতরাং ব্রহ্মার আদেশে পৃথিবী শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, (প্রিয়ব্রত নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইলেও ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার কর্ম্মাধিকার প্রাপ্তি হইয়াছিল) কিয়ৎকাল পরে তিনি প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ২৩

ঐ ভার্য্যায় তাঁহার তুল্য শীল, গুণ, কর্ম্ম, রূপ ও বীর্য্যসম্পন্ন, উদারপ্রকৃতি দশটি পুত্র ও সর্ব্ব কনিষ্ঠা উর্জ্জস্বতী নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ২৪

আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি, ইঁহারা সকলেই অগ্নি নামে অভিহিত ছিলেন, সেই দশ জনের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন এই তিন জন উর্দ্ধরেতা ছিলেন। ২৫

সেই তিন জন বাল্যকালাবধি আত্মবিদ্যা অভ্যাস করিয়া পারমহংস্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ২৬

বিবৃতি—মনু নিজ পুত্র প্রিয়ব্রতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিবার উদ্দেশ্যেই তথায় গিয়াছিলেন; পরন্তু তাঁহাকে কোন প্রয়াস পাইতে হয় নাই, ব্রহ্মাই সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন, তজ্জন্য মনু সন্তুষ্ট হয়েন ও পুত্রকে রাজ্য দিয়া বনে গমন করেন। ২২

তস্মিন্ন হ বা উপশমশীলাঃ পরমর্ষয়ঃ সকলজীবনিকায়াবাসস্য ভগবতো বাসুদেবস্য ভীতানাং শরণভূতস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দাবিরতস্মরণাবিগলিতপরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষেণ সমীয়ুঃ ॥২৭॥

অন্যস্যামপি জায়ায়াং ত্রয়ঃ পুত্রা আসন্ উত্তমস্তামসো রৈবত ইতি মন্বন্তরাধিপতয়ঃ ॥২৮॥

এবমুপশমায়নেষু স্বতনয়েষ্বথ জগতীপতির্জগতীমর্ব্বুদান্যেকাদশ পরিবৎসরাণামব্যাহতাখিল-পুরুষকার-সারসংভৃত-দোর্দ্দণ্ডযুগলাপীড়িতমৌর্ব্বীগুণস্তনিতবিরমিতধর্ম্মপ্রতিপক্ষো বর্হিষ্মত্যাশ্চানুদিনমেধমান-প্রমোদপ্রসরণযৌষিণ্যব্রীড়াপ্রমুষিত-হাসাবলোকরুচিরক্ষ্বেল্যাদিভিঃ পরাভূয়মানবিবেক ইবানববুধ্যমান ইব মহামনা বুভুজে ॥২৯॥

যাবদবভাসয়তি সুরগিরিমনুপরিক্রামন্ ভগবানাদিত্যো বসুধাতলমর্দ্ধেনৈব প্রতপত্যর্দ্ধেনাচ্ছাদয়তি তদা হি ভগবদুপাসনোপচিতাতিপুরুষ-প্রভাবস্তদনভিনন্দন্ সমজবেন রথেন জ্যোতির্ম্ময়েণ রজনীমপি দিনং করিষ্যামীতি সপ্তকৃত্বস্তরণিমনু পর্য্যক্রামদ্ দ্বিতীয় ইব পতঙ্গঃ ॥৩০॥

ঐ আশ্রমে তাঁহারা তিন জনেই উপশমশীল ও পরম ঋষি হইয়া যিনি নিখিল জীবের আবাস ও ভবভীত জনগণের রক্ষক, সেই ভগবান্ বাসুদেবের চরণারবিন্দ স্মরণ করিয়া অবিচলিত পরম ভক্তিযোগপ্রভাবে স্ব স্ব অন্তঃকরণ বিশেষরূপে শুদ্ধ করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সেই অন্তঃকরণমধ্যে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ অধিগত হওয়ায় সেই প্রত্যগাত্মাতে দেহাদি উপাধি বিসর্জ্জন দ্বারা তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হইল। হে রাজন্! প্রিয়ব্রতের অন্য ভার্য্যার গর্ভে তিনটি পুত্র হইয়াছিল, তাহাদের নাম উত্তম, তামস, রৈবত, ইঁহারা তিন মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন। ২৭

সে যাহা হউক, উক্ত পুত্রত্রয় উপশম আশ্রয় করিলে মহামনা জগতীপতি প্রিয়ব্রত একাদশ অর্ব্বুদ বৎসর যাবৎ পৃথিবী ভোগ করেন, তাঁহার বাহুদণ্ডযুগল অখণ্ডনীয় বলে পরিপূর্ণ ছিল, তদ্দ্বারা ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিয়া টঙ্কারধ্বনি করিলে যুদ্ধ ব্যতিরেকেও ধর্ম্মপ্রতিপক্ষ সমস্ত ব্যক্তি নিরস্ত হইয়া যাইত। তাঁহার বিষয়ভোগও সামান্য ছিল না, পরম প্রেয়সী বর্হিষ্মতীর সহিত অনুদিন বর্দ্ধমান আমোদ-প্রমোদ ক্রীড়া-কৌতুক ও হাস্য-পরিহাসাদি দ্বারা বিজ্ঞান-বিবেক যেন পরাভূত হইয়াছিল, এ নিমিত্ত তিনি যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতেন। ২৮

হে মহারাজ! ভগবান্ আদিত্য যখন সুমেরু পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ প্রকাশমান ও অর্দ্ধভাগ তিমিরাবৃত হইতেছিল, তখন ঐ রাজা উহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া 'আমি নিজ প্রভাবে রজনীকে দিন করিব' এইরূপ স্থির করিয়া সূর্য্যতুল্য বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় সাতবার সূর্য্যের পশ্চাৎ দিকে ভ্রমণ করিলেন, অর্থাৎ সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে প্রিয়ব্রত স্বয়ং উদয়াচলে আরোহণ করেন'। হে রাজন্! প্রিয়ব্রতের ঐ প্রকার আচরণ অসম্ভব নহে। কারণ, ভগবানের উপাসনা করাতে তাঁহার অলৌকিক প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, পরন্তু যখন তিনি ঐরূপ করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া বলিলেন, হে বৎস! নিরস্ত হও, এ তোমার অধিকার নহে। প্রিয়ব্রতের রথচক্রাগ্র দ্বারা যে সাতটি গর্ত্ত হইয়াছিল, ঐ সপ্তখাত সপ্ত সমুদ্র হইয়াছে। ২৯-৩০

যে বা উহ তদ্রথচরণনেমিকৃতাঃ পরিখাতাস্তে সপ্ত সপ্ত সিন্ধব আসন্ যত এব কৃতাঃ সপ্ত ভুবো দ্বীপাঃ ॥৩১॥

জম্বূ-প্লক্ষ-শাল্মলি-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাকপুষ্করসংজ্ঞাঃ তেষাং পরিমাণং পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদুত্তরো-যথাসংখ্যং দ্বিগুণমানেন বহিঃ সমন্তত উপক্লৃপ্তাঃ ॥৩২॥

ক্ষীরোদেক্ষুরসোদসুরোদঘৃতোদক্ষীরোদদধিমণ্ডোদশুদ্ধোদাঃ সপ্ত জলধয়ঃ সপ্তদ্বীপপরিখা ইবাভ্যন্তরদ্বীপসমানা একৈকশ্যেন যথানুপূর্ব্বং সপ্তস্বপি বহির্দ্বীপেষু পৃথক্ পৃথক্ পরিত উপ-কল্পিতাঃ। তেষু জম্ব্বাদিষু বর্হিষ্মতীপতিরনুব্রতানাত্মজানাগ্নীধ্রেধ্মজিহ্ব-যজ্ঞবাহু-হিরণ্যরেতো-ঘৃতপৃষ্ঠমেধাতিথি-বীতিহোত্রসংজ্ঞান্ যথাসংখ্যেনৈকৈকস্মিন্নেকমেবাধিপতিং বিদধে ॥৩৩॥

দুহিতরঞ্চোর্জ্জস্বতীং নামোশনসে প্রাযচ্ছদ্‌যস্যামাসীদ্দেবযানী নাম কাব্যসুতা ॥৩৪॥

নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য পুংসাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিতষড়্‌গুণানাম্।
চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্ ॥৩৫॥

স এবমপরিমিতবলপরাক্রম একদা তু দেবর্ষিচরণানুশয়নানুপতিত-গুণবিসর্গ-সংসর্গেণা-নির্ব্বৃতমিবাত্মানং মন্যমান আত্মনির্ব্বেদ ইদমাহ ॥৩৬॥

অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতং যদভিনিবেশিতোঽহমিন্দ্রিয়ৈরবিদ্যারচিতবিষমবিষয়ান্ধকূপে তদলমল-মমুষ্যা বনিতায়া বিনোদমৃগং মাং ধিগ্ধিগিতি গর্হয়াঞ্চকার ॥৩৭॥

সেই সাতটি সাগর দ্বারা পৃথিবীর সাতটি দ্বীপ বিরচিত হয়, তাহাদের নাম যথা,—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। ইহাদের পরিমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপ হইতে ক্রমশঃ দ্বিগুণ, ইহারা সমুদ্রের বহির্ভাগে চারিদিকে আছে। ৩১-৩২

যেমন সমুদ্রের বহির্ভাগে এক এক দ্বীপ, ঐরূপ দ্বীপ সকলের বাহিরে এক এক সমুদ্র, অর্থাৎ লবণজল, ইক্ষুজল, সুরাজল, ঘৃতজল, দধিজল, দুগ্ধজল এবং শুদ্ধজল, এই সমস্ত সমুদ্র ঐ সপ্ত দ্বীপের পরিখা তুল্য হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল সাগরবেষ্টিত যে সকল দ্বীপ, তৎসমুদায়ের যে পরিমাণ, তত্তুল্য যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাগরের পরিমাণের সমান। ঐ সকল আবার পৃথক্ পৃথক্ অসঙ্কীর্ণ রূপে বহির্ভাগেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে, অভ্যন্তরে নাই। বর্হিষ্মতীপতি প্রিয়ব্রত, সেই সকল জম্বু প্রভৃতি সপ্তদ্বীপে আপনার তুল্য চরিত্র, আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি, বীতিহোত্র নামক সপ্ত পুত্রকে এক এক করিয়া এক এক দ্বীপে অধিপতি রূপে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার উর্জ্জস্বতী নামে যে এক কন্যা ছিল, দৈত্যাচার্য্য শুক্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহারই গর্ভে দেবযানী নামে শুক্রের এক কন্যা উৎপন্ন হয়েন। ৩৩-৩৪

হে রাজন্! যে সকল পুরুষ ভগবানের ভক্ত এবং ভগবানের চরণরেণু দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের এ প্রকার পুরুষকার অসম্ভাবিত নহে; যেহেতু, অন্ত্যজ ব্যক্তি ভগবানের নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে সংসারবন্ধন ত্যাগ করে। ৩৫

রাজা প্রিয়ব্রত, দেবর্ষি নারদের চরণাশ্রয়সময়ে যে রাজ্যাদি প্রপঞ্চ উপস্থিত হয়, তাহাতে সংসর্গ দ্বারা একদা আপনাকে অনির্বৃত বোধ করিয়া মনে মনে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন। ৩৬

অহো! কি অন্যায় করিয়াছিলাম, অবিদ্যা-রচিত বিষয়রূপ অন্ধকূপে ইন্দ্রিয় আমাকে অভিনিবেশিত করিয়াছিল, সকল বিষয়ই বৃথা। হায়! আমি এই বনিতার ক্রীড়ামৃগ হইয়াছি, আমাকে ধিক্, এই বলিয়া আপনিই আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ৩৭

পরদেবতা-প্রসাদাধিগতাত্ম-প্রত্যবমর্শেনানুপ্রবৃত্তেভ্যঃ স্বপুত্রেভ্য ইমাং যথাদায়ং বিভজ্য ভুক্তভোগাঞ্চ মহিষীং মৃতকমিব সহমহাবিভূতিমপহায় স্বয়ং নিহিতনির্ব্বেদো হৃদি গৃহীতহরি-বিহারানুভাবো ভগবতো নারদস্য পদবীং পুনরেবানুসসার ॥৩৮॥

তস্য হ বা এতে শ্লোকাঃ।

প্রিয়ব্রতকৃতং কর্ম্ম কো নু কুর্য্যাদ্বিনেশ্বরম্। যো নেমিনিম্নৈরকরোচ্ছায়াং ঘ্নন্ সপ্ত বারিধীন্॥৩৯॥

ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিদ্গিরিবনাদিভিঃ। সীমা চ ভূতনির্ব্বৃত্যৈ দ্বীপে দ্বীপে বিভাগশঃ॥৪০॥

ভৌমং দিব্যং মানুষঞ্চ মহিত্বং কর্ম্মযোগজম্। যশ্চক্রে নিরয়ৌপম্যং পুরুষানুজনপ্রিয়ঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবিজয়ে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

হে রাজন্! পরদেবতা হরির অনুগ্রহে প্রিয়ব্রতের বিবেক উদয় হইল। অতএব অনুগত পুত্রদিগের মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া ভুক্তভোগা সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর সহিত স্বীয় মহিষীকে মৃত শরীরের মত পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নারদোপদিষ্ট পথের অনুসরণ করিলেন। মহারাজ! মহিষী ও সম্পত্তি অনেক দিন ভোগ করিলেও তাহা পরিত্যাগ করা যদিও কঠিন হয়, অথচ প্রিয়ব্রতের হৃদয়ে নির্ব্বেদ ও হরির বিহার-চিন্তা উদিত হওয়ায় বিশেষ প্রভাব জন্মিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভার্য্যা ও সম্পত্তি ত্যাগ করা দুষ্কর হইল না। ৩৮

তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক আছে। প্রিয়ব্রতের কৃত কর্ম্মের ঈশ্বর ব্যতিরেকে কে অনুকরণ করিতে পারে? তাঁহার প্রভাবের কথা আর কি বলিব, তিনি অন্ধকার ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় রথচক্রাগ্র দ্বারা সাতটি সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন। ৩৯

এবং বিভাগক্রমে দ্বীপ রচনা করিয়া পৃথিবীর সংস্থান এবং প্রাণিসকলের বিবাদভঞ্জনার্থ নদী, পর্ব্বত, বনাদি দ্বারা প্রত্যেক দ্বীপের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ৪০

তিনি ভৌম, দিব্য, মানুষ-যোগ ও কর্ম্মজ বৈভবকে নরকতুল্য বোধ করিয়াছিলেন, ভগবদ্ভক্ত জনই তাঁহার প্রিয় ছিল। ৪১

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং পিতরি সম্প্রবৃত্তে তদনুশাসনে বর্ত্তমান আগ্নীধ্রো জম্বূদ্বীপৌকসঃ প্রজা ঔরসবদ্ধর্ম্মাবেক্ষমাণঃ পর্য্যগোপায়ৎ ॥১॥

স চ কদাচিৎ পিতৃলোককামঃ সুরবরবনিতাক্রীড়াচলদ্রোণ্যাং ভগবন্তং বিশ্বসৃজাং পতিমাভৃতপরিচর্য্যোপকরণ আত্মৈকাগ্র্যেণ তপস্যারাধয়াম্বভূব ॥২॥

তদুপলভ্য ভগবানাদিপুরুষঃ সদসি গায়ন্তীং পূর্ব্বচিত্তিং নামাপ্সরসমভিযাপয়ামাস ॥৩॥

সা চ তদাশ্রমোপবনমতিরমণীয়ং বিবিধনিবিড়বিটপিবিটপনিকর-সংশ্লিষ্টপুরটলতারূঢ়স্থলবিহঙ্গমমিথুনৈঃ প্রোচ্যমানশ্রুতিভিঃ প্রতিবোধ্য-মানসলিলকুক্কুটকারণ্ডব-কলহংসাদিভির্বিচিত্রমুপকূজিতামলজলাশয়কমলাকরমুপবভ্রাম ॥৪॥

তস্যাঃ সুললিতগমনপদবিন্যাসগতিবিলাসায়াশ্চানুপদং খণখণায়মানরুচিরচরণাভরণস্বনমুপাকর্ণ্য নরদেবকুমারঃ সমাধিযোগেনামীলিতনয়ননলিনমুকুলযুগলমীষদ্বিকচয্য ব্যচষ্ট ॥৫॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! এইরূপে প্রিয়ব্রত পরমার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় পুত্র আগ্নীধ্র তাঁহার অনুশাসন মতে প্রবর্ত্তমান হইয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক জম্বুদ্বীপনিবাসী প্রজাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ১

সেই আগ্নীধ্র একদা পুত্রকাম হইয়া দেববনিতাগণের ক্রীড়াভূমি মন্দর পর্ব্বতের গহ্বরে গমন পূর্ব্বক পুষ্পাদি বিবিধ পূজোপকরণযুক্ত হইয়া তপস্যা সহকারে একাগ্র চিত্তে ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন। ২

ভগবান্ আদিপুরুষ আগ্নীধ্রের তপস্যার কারণ অবগত হইয়া দেবসভায় পূর্ব্বচিত্তিনামে যে এক জন অপ্সরা গান করিতেছিল, তাহাকে আগ্নীধ্রের সন্তোষার্থ তন্নিকটে প্রেরণ করিলেন। ৩

সেই পূর্ব্বচিত্তি আগ্নীধ্রের আশ্রমসমীপবর্ত্তী উপবনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়াছিল, ঐ উপবন অতিশয় রমণীয় ছিল, তথায় নিবিড়তর বিবিধ বৃক্ষের স্কন্ধে স্বর্ণলতিকা সকল সংশ্লিষ্ট ছিল, তদুপরি বহুবিধ স্থলচর ময়ূরাদি পক্ষিসকল স্ত্রী-পুরুষে বসিয়া ষড়্জাদি মধুরস্বরে গান করিতেছিল, তাহাদের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া কুক্কুট, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণও প্রতিবোধিত হইয়া বিচিত্র রূপ শব্দ করিতেছিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন তত্রস্থ কমলপূর্ণ অমল জলাশয় সকল কোলাহল করিতেছে। ৪

সুললিত গমন বিষয়ে পদবিন্যাস দ্বারা গতিবিলাসপরায়ণা পূর্ব্বচিত্তির প্রতি পদবিক্ষেপে খণ খণ ইত্যাকার মধুর চরণাভরণ শব্দ শ্রবণ করিয়া রাজকুমার আগ্নীধ্র সমাধিযোগে আমীলিত নয়ন-কমল-মুকুলযুগল ঈষৎ বিকসিত করিয়া অবলোকন করিয়াছিলেন। ৫

তামেবাবিদূরে মধুকরীমিব সুমনস উপজিঘ্রন্তীং দিবিজমনুজমনোনয়নাহ্লাদদুঘৈর্গতি-বিহার-ব্রীড়া-বিনয়াবলোক-সুস্বরাক্ষরাবয়বৈর্মনসি নৃণাং কুসুমায়ুধস্য বিদধতীং বিবরং নিজমুখবিগলিতামৃতাসবসহাসভাষণামোদমদান্ধ-মধুকরনিকরোপরোধেন দ্রুতপদন্যাসেন বল্গুস্পন্দনস্তনকলসকবরভাররশনাং দেবীং তদবলোকনেন বিবৃতাবসরস্য ভগবতো মকরধ্বজস্য বশমুপনীতো জড়বদিতি হোবাচ ॥৬॥

কা ত্বং চিকীর্ষসি চ কিং মুনিবর্য্য শৈলে মায়াসি কাপি ভগবৎপরদেবতায়াঃ।
বিজ্যে বিভর্ষি ধনুষী সুহৃদাত্মনোঽর্থে কিংবা মৃগান্ মৃগয়সে বিপিনে প্রমত্তান্ ॥৭॥
বাণাবিমৌ ভগবতঃ শতপত্রপত্রৌ শান্তাবপুঙ্খরুচিরাবতিতিগ্মদন্তৌ।
কস্মৈ যুযুঙ্ক্ষসি বনে বিচরন্ ন বিদ্মঃ ক্ষেমায় নো জড়ধিয়াং তব বিক্রমোঽস্তু ॥৮॥
শিষ্যা ইমে ভগবতঃ পরিতঃ পঠন্তি গায়ন্তি সাম সরহস্যমজস্রমীশম্।
যুষ্মচ্ছিখাবিলুলিতাঃ সুমনোঽভিবৃষ্টীঃ সর্ব্বে ভজন্ত্যৃষিগণা ইব বেদশাখাঃ ॥৯॥

অনতিদূরে ভ্রমরীর ন্যায় কুসুমসমূহের আঘ্রাণপরায়ণা, দেব ও মনুষ্যগণের মনোনয়নাহ্লাদকর গতি, বিহার, লজ্জা ও বিনয় যুক্তাবলোকন, সুস্বর বাক্য, এবং মনোহর নেত্রাদি অবয়ব দ্বারা মনুষ্যগণের মনে কামদেবের প্রবেশদ্বারসৃষ্টিকারিণী, এবং নিজ মুখনির্গলিত অমৃতাসববৎ সহাস্য বাক্য এবং নিশ্বাস-সুরভিগন্ধে আকৃষ্ট অন্ধ মধুকরনিকরে উপদ্রুতা, অতএব দ্রুত পদবিক্ষেপ নিবন্ধন স্তনযুগল, কবরীভার ও রসনা (চন্দ্রহার) কম্পিত হইয়াছিল, সেই পূর্ব্বচিত্তিকে দর্শন করায় আগ্নীধ্র মকরধ্বজের বশবর্ত্তী হইয়া জড়ের ন্যায় (কখন স্ত্রী, কখন- পুরুষরূপে সম্বোধন করিয়া) বক্ষ্যমাণ বাক্যসকল বলিয়াছিলেন। ৬

আগ্নীধ্র বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি কে? এই পর্ব্বতে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তুমি কি ভগবান্ পরদেবতার মায়া? হে সখে! তুমি এই দুইটি গুণরহিত ধনুঃ কি আপনার নিমিত্ত ধারণ করিতেছ? এই দুইটিতে তোমার কি নিজের কোন কার্য্য আছে? অথবা মৃগতুল্য অজিতেন্দ্রিয় অস্মদ্বিধ পুরুষদিগকে অন্বেষণ করিতেছ, অর্থাৎ আমাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত কি ঐ দুইটি ধারণ করিতেছ? (কটাক্ষ অবলোকন করিয়া বলিতেছেন) হে সুভ্রু! তোমার এই দুইটি কটাক্ষ দুইটি বাণস্বরূপ, তোমার নয়নকমলদ্বয় যেন ইহার পত্র, আহা! দুইটিই বিভ্রমে মন্থর হইতেছে, যদিও উহাতে পুঙ্খ নাই, তথাচ অতিশয় রুচির দৃষ্ট হইতেছে। আর দুইটিরই অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ, তুমি উহা প্রয়োগ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, কাহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তথাপি ভয়ে জড়বৎ হইয়াছি, অতএব প্রার্থনা করি, তোমার এই বিক্রম যেন আমাদের মঙ্গলের জন্য হয়। ৭-৮

(অনন্তর তদীয় অঙ্গপরিমলমুগ্ধ ভ্রমরগণকে তাহার অনুগমন করিতে দেখিয়া বলিতেছেন) হে ঈশ! আপনার এই শিষ্যগণ আপনার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া অনবরত সরহস্য সামবেদ পাঠ ও গান করিতেছে, এবং আপনার কেশপাশ হইতে যে সকল কুসুম বৃষ্টি হইতেছে, এই সকল ভ্রমর, ঋষিগণ যেমন বেদশাখার ভজনা করেন, সেইরূপ ঐ কুসুম সেবন করিতেছে। ৯

বাচং পরং চরণপঞ্জরতিত্তিরীণাং ব্রহ্মন্নরূপমুখরাং শৃণবাম তুভ্যম্‌ ।
লব্ধা কদম্বরুচিরঙ্কবিটঙ্কবিম্বে যস্যামলাতপরিধিঃ ক্ব চ বল্কলং তে ॥১০॥
কিং সংভৃতং রুচিরয়োর্দ্বিজ শৃঙ্গয়োস্তে মধ্যে কৃশো বহসি যত্র দৃশিঃ শ্রিতা মে।
পঙ্কোঽরুণঃ সুরভিরাত্মবিষাণ ঈদৃগ্‌যেনাশ্রমং সুভগ মে সুরভীকরোষি ॥১১॥
লোকং প্রদর্শয় সুহৃত্তম তাবকং মে যত্রত্য ইত্থমুরসাবয়বাবপূর্ব্বৌ ।
অস্মদ্বিধস্য মনউন্নয়নৌ বিভর্ত্তি বহ্বদ্ভুতং সরসরাসসুধাদি বক্ত্রে ॥ ১২ ॥
কা বাত্মবৃত্তিরদনাদ্ধবিরঙ্গ বাতি বিষ্ণোঃ কলাস্যনিমিষোন্মকরৌ চ কর্ণৌ।
উদ্বিগ্নমীনযুগলং দ্বিজপঙ্‌ক্তিশোচিরাসন্নভৃঙ্গনিকরং সর ইন্মুখং তে ॥ ১৩ ॥

(পরে নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া বলিলেন) হে ব্রহ্মন্‌! তোমার চরণস্থ নূপুরদ্বয়ের অন্তর্গত রত্ন সকলের বাক্য মাত্র শুনিতেছি। অথবা তোমার চরণপঞ্জরান্তর্গত তিত্তিরি পক্ষিগণ অনুমিত হইতেছে, কারণ, যাহার বক্তাকে দেখা যায় না, তাদৃশ পারস্পরিক কলহময়ী বাণী শুনিতেছি। (অনন্তর তাহার পীতবর্ণ পরিধান বসনকে নিতম্বের কান্তিরূপে কল্পনা করিয়া বলিলেন) তুমি আপনার সুন্দর নিতম্বমণ্ডলে এই কদম্ব-কুসুমের দীপ্তি কোথায় লাভ করিলে? (পরে মেখলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন) ঐ যাহাতে জলদঙ্গারের রেখা রহিয়াছে, উহা কি? আর তোমার বল্কল কোথায় গেল? তদনন্তর স্তনদ্বয় অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজ! তোমার এই স্তনদ্বয়ের মধ্যে কি মনোহর বস্তু পরিপূর্ণ আছে, যেহেতু দেখিতেছি, তুমি মধ্যভাগে কৃশ হইয়া অতি কষ্টে বহন করিতেছ, যাহাতে আমার দৃষ্টি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হে সুভগ! তোমার পয়োধরদ্বয়ের উপরে এই অপূর্ব্ব অরুণবর্ণ সুগন্ধ পঙ্ক কোথা হইতে আসিল? যাহার দ্বারা তুমি আমার আশ্রম আমোদিত করিতেছ? ১০-১১

হে সুহৃত্তম! তোমার বাসস্থান কোথায়, আমাকে একবার দেখাও, যে স্থানের লোক এই প্রকার অপূর্ব্ব অবয়ব বক্ষঃস্থল দ্বারা ধারণ করে, যাহা আমাদের ন্যায় লোকের মনঃক্ষোভক, হে বন্ধো! তোমার লোকস্থ জনসকল ঐ আশ্চর্য্য অবয়ব ধারণ করে এমত নহে, তাহাদের মুখে মধুর আলাপ ও বিলাসসহ অদ্ভুত অধরামৃতও আছে। ১২

হে সখে! কোন্‌ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তুমি দেহ ধারণ কর, যেহেতু তুমি বিষ্ণুর অংশ, বিষ্ণু ভোজন করেন না, তুমি তাহার অংশ হইয়া আহার করিবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? হে মিত্র! আমি আদর করিয়া তোমাকে বিষ্ণুর অংশ বলিতেছি না, এই যে দেখিতেছি, তোমার কর্ণদ্বয়ে বিষ্ণুর ন্যায় মকরাকৃতি কুণ্ডল বিরাজ করিতেছে, তাহার নিকটে নিমেষ-রহিত দুইটি নয়ন শোভা পাইতেছে, তোমার বদন-মণ্ডল সরোবর সদৃশ তাহাতে নয়নদ্বয় চঞ্চল মীন তুল্য এবং অভ্যন্তরে দন্তপংক্তি হংসশ্রেণীবৎ শোভা পাইতেছে এবং সমীপে এই কেশকলাপ ভ্রমরসমূহের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৩

যোঽসৌ ত্বয়া করসরোজহতঃ পতঙ্গো দিক্ষু ভ্রমন্ ভ্রমত এজয়তেঽক্ষিণী মে।
মুক্তং ন তে স্মরসি বক্রজটাবরূথং কষ্টোঽনিলো হরতি লম্পট এষ নীবীম্ ॥১৪॥
রূপং তপোধন তপশ্চরতাং তপোঘ্নং হ্যেতন্নু কেন তপসা ভবতোপলব্ধম্।
চর্ত্তুং তপোঽর্হসি ময়া সহ মিত্র মহ্যং কিংবা প্রসীদতি স বৈ ভবভাবনো মে ॥১৫॥
ন ত্বাং ত্যজামি দয়িতং দ্বিজদেবদত্তং যস্মিন্ মনো দৃগপি নো ন বিযাতি লগ্নম্।
মাং চারুশৃঙ্গ্যর্হসি নেতুমনুব্রতং তে চিত্তং যতঃ প্রতিসরন্তু শিবাঃ সচিব্যঃ ॥১৬॥
শ্রীশুক উবাচ।

ইতি ললনানুনয়াতিবিশারদো গ্রাম্যবৈদগ্ধ্যয়া পরিভাষয়া তাং বিবুধবধূং বিবুধমতিরধিসভাজয়ামাস ॥১৭॥

সা চ ততস্তস্য বীরযূথপতের্বুদ্ধিশীলরূপবিদ্যাবয়ঃশ্রিয়ৌদার্য্যেণ পরাক্ষিপ্তমনাস্তেন সহাযুতাযুতপরিবৎসরোপলক্ষণং কালং জম্বূদ্বীপপতিনা ভৌমস্বর্গভোগান্ বুভুজে ॥১৮॥

তস্যামুহ বা আত্মজান্ স রাজবর্য্য আগ্নীধ্রো নাভিকিংপুরুষ-হরিবর্ষেলাবৃত-রম্যক-হিরণ্ময়-কুরুভদ্রাশ্বকেতুমালসংজ্ঞান্ নব পুত্রানজনয়ৎ ॥১৯॥

হে সখে! তুমি নিজ করসরোজ দ্বারা এই যে কন্দুকটি আহত করিতেছ, ইহা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার নয়নদ্বয়কে চঞ্চল করিতেছে, হে বন্ধো! তোমার এই বক্র কেশকলাপ আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা কি তুমি জানিতে পারিতেছ না, আর এই ধূর্ত্ত পবন তোমার কটিবন্ধন হরণ করিতেছে, ইহাও কি তোমার স্মরণ হইতেছে না। ১৪

হে তপোধন! তোমার এই রূপ, তপস্বীদিগের তপোনাশক, তুমি কি প্রকার তীব্র তপস্যা দ্বারা এই অপূর্ব্ব রূপ লাভ করিয়াছ, হে মিত্র! অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত তপস্যা কর, অথবা সৃষ্টি-বিস্তারকারী সেই ভগবান্ ব্রহ্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আমার ভার্য্যা করিয়া দিউন। ১৫

হে দ্বিজ! দেবদত্ত তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিব না, যে তোমাতে আমার মনঃ ও নয়ন সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, উহা আর নিবৃত্ত হইবে না, অতএব হে চারুশৃঙ্গি! যেস্থানে তোমার চিত্ত যায়, তথায় আমাকে লইয়া চল, আমি তোমার অনুগত, আর তোমার এই সখিগণ অনুকূল হইয়া আমার অনুবৃত্তি করুক। ১৬

হে রাজন্! দেবসদৃশ বুদ্ধি রাজা আগ্নীধ্র, ললনাদিগের অনুনয় বিষয়েও তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল, এইরূপ গ্রাম্য বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বিবিধ আলাপ দ্বারা দেবললনার অনুবৃত্তি করিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন। ১৭

সেই পূর্ব্বচিত্তিও বীর যূথপতি সেই রাজা আগ্নীধ্রের বুদ্ধি, শীল, রূপ, বিদ্যা, বয়স, শ্রী ও উদারতা দ্বারা আকৃষ্টচিত্তা হইয়াছিলেন এবং অযুতাযুত বৎসরকাল, সেই জম্বুদ্বীপপতির সহিত ভৌম স্বর্গ ভোগ করিয়াছিলেন। ১৮

সেই পূর্ব্বচিত্তিতে রাজা আগ্নীধ্র, নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল সংজ্ঞক নয়টি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১৯

সা তু সূতাথ সুতান্ নবানুবৎসরং গৃহ এবাপহায় পূর্ব্বচিত্তির্ভূয় এবাজং দেবমুপতস্থে ॥২০॥

আগ্নীধ্রসুতাস্তে মাতুরনুগ্রহাদৌৎপত্তিকেনৈব সংহননবলোপেতাঃ পিত্রা বিভক্তা আত্মতুল্য-নামানি যথাবিভাগং জম্বুদ্বীপবর্ষাণি বুভুজুঃ ॥২১॥

আগ্নীধ্রো রাজাহতৃপ্তঃ কামানামপ্সরসমেবানুদিনমধি মন্যমানস্তস্যাঃ সলোকতাং শ্রুতি-ভিরবারুন্ধ যত্র পিতরো মাদয়ন্তে ॥২২॥

সম্পরেতে পিতরি নব ভ্রাতরো মেরুদুহিতৃর্মেরুদেবীং প্রতিরূপামুগ্রদংষ্ট্রীং লতাং রম্যাং শ্যামাং নারীং ভদ্রাং দেববীতিমিতিসংজ্ঞা নবোদ্বহন্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে আগ্নীধ্রবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সেই পূর্ব্বচিত্তি বৎসর বৎসর এক একটি করিয়া নয়টি পুত্র প্রসব করিয়া ঐ সকল পুত্রগণকে গৃহে রাখিয়াই পুনর্ব্বার ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ২০

আগ্নীধ্রপুত্রগণ জননীর অনুগ্রহে স্বভাবতঃ দৃঢ়াঙ্গ ও বলসম্পন্ন ছিলেন। অতএব আগ্নীধ্র তাঁহা-দিগের মধ্যে পৃথিবী বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা আত্মতুল্য নামে অংশানুসারে জম্বুদ্বীপের এক এক বর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন। ২১

আগ্নীধ্র রাজা বিষয় সকল ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, তিনি সর্ব্বদা বিষয়পরতন্ত্র হইয়া অপ্সরাকেই অনুদিন চিন্তা করিতেন, অতএব বেদোক্ত কর্ম্ম করায় তাঁহার সেই লোক প্রাপ্তি হইল, যেখানে পিতৃগণ আনন্দ ভোগ করেন। ২২

পিতার মৃত্যুর পর নয় ভ্রাতা যথাক্রমে মেরুর নয়টি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহাদের নাম যথা—মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রা, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেবদীধিতি। ২৩

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নাভিরপত্যকামোঽপ্রজয়া মেরুদেব্যা ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমবহিতাত্মাঽযজত ॥১॥

তস্য হ বাব শ্রদ্ধয়া বিশুদ্ধভাবেন যজতঃ প্রবর্গ্যেষু প্রচরৎসু দ্রব্যদেশকালমন্ত্রর্ত্বিগ্‌দক্ষিণা বিধানযোগোপপত্ত্যা দুরধিগমোঽপি ভগবান্ ভাগবতবৎসলতয়া সুপ্রতীক আত্মানমপরাজিতং নিজজনাভিপ্রেতার্থবিধিৎসয়া গৃহীতহৃদয়ো হৃদয়ঙ্গমং মনোনয়নানন্দনাবয়বাভিরামমাবিশ্চকার ॥২॥

অথ হ তমাবিষ্কৃতভুজযুগলদ্বয়ং হিরণ্ময়ং পুরুষবিশেষং কপিশকৌশেয়াম্বরধরমুরসি বিলসচ্ছ্রীবৎসললামং দরবর-বনরুহ-বনমালাচ্ছূর্য্যমৃত-মণিগদাদিভিরুপলক্ষিতং স্ফুটকিরণপ্রবরমণিময়-মুকুটকুণ্ডলকটককটিসূত্রহারকেয়ূরনূপুরাদ্যঙ্গভূষণ-বিভূষিতমৃত্বিক্‌সদস্যগৃহপতয়োঽধনা ইবোত্তম-ধনমুপলভ্য সবহুমানমর্হণেনাবনতশীর্ষাণ উপতস্থুঃ ॥৩॥

ঋত্বিজ ঊচুঃ।

অর্হসি মুহুরর্হত্তমার্হণমস্মাকমনুপথানাম্। নমো নম ইত্যেতাবৎ সদুপশিক্ষিতম্। কোঽর্হতি পুমান্ প্রকৃতিগুণব্যতিকরমতিরনীশ ঈশ্বরস্য পরস্য প্রকৃতিপুরুষয়োরর্ব্বাক্তনাভির্নাম-রূপাকৃতিভী রূপনিরূপণম্ ॥৪॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! নাভি পুত্রকামী হইয়া অনপত্যা স্বীয় মহিষী মেরুদেবীর সহিত একাগ্রচিত্তে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে আরাধনা করেন। ১

বিশুদ্ধভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞকারী রাজার যে সময়ে প্রবর্গ্য নামক কর্ম্ম সকল হইতেছিল, তখন দ্রব্য দেশ কাল মন্ত্র ঋত্বিক্ দক্ষিণা এবং বিধি এই সপ্ত উপায় দ্বারা দুষ্প্রাপ্য হইলেও ভাগবত জনের প্রতি বাৎসল্যনিবন্ধন পরমসুন্দর ভগবান্ ভক্ত কর্তৃক আকৃষ্টচিত্ত হইয়া নিজ ভক্তজনের অভিপ্রেতার্থ বিধানের ইচ্ছায় মনঃ ও নয়নানন্দন মধুরাবয়ব-যুক্ত হৃদয়ঙ্গম মূর্ত্তি তথায় প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। ২

হে মহারাজ! অনন্তর চতুর্ভুজ হিরণ্ময় পুরুষ-বিশেষ, যিনি কপিশবর্ণ কৌশেয় বসনধারী, যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন দ্বারা মনোহর, আর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং বনমালা ও কৌস্তুভ প্রভৃতি দ্বারা উপলক্ষিত, মহা তেজস্বিপ্রবর মণিময় মুকুট, কুণ্ডল, কটক, কটিসূত্র, হার, কেয়ুর, নূপুর প্রভৃতি অঙ্গ-ভূষণের দ্বারা বিভূষিত সেই ভগবান্‌কে ঋত্বিক্, সদস্য ও গৃহপতিগণ দর্শন করিয়া দরিদ্র যেমন উত্তম ধন লাভ করিয়া উহাকে বহু সম্মান করে, সেই-রূপ বহু সম্মান করিলেন এবং অবনতমস্তক হইয়া বিবিধ উপহার দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া-ছিলেন। ৩

(ঋত্বিক্‌গণ স্তব করিয়া বলিলেন) হে পূজ্যতম! ভৃত্য আমাদের পূজা বারম্বার নিজেই গ্রহণ কর। হে ভগবন্! আমরা নমোনমঃ এইমাত্রই সাধুগণের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছি। হে অচিন্ত্য! প্রপঞ্চাসক্ত বুদ্ধি অনীশ্বর কোন পুরুষ পরমেশ্বরের—প্রকৃতি ও পুরুষের অর্ব্বাক্তন অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তী নাম রূপ আকৃতি দ্বারা রূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়? ৪

সকলজননিকায়বৃজিননিরসনশিবতমপ্রবরগুণগণৈকদেশকথনাদৃতে ॥ ৫ ॥

পরিজনানুরাগবিরচিতশবলসংশব্দসলিলসিতকিসলয়তুলসীদূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি সংভৃতয়া সপর্য্যয়া কিল পরম পরিতুষ্যসি ॥৬॥

অথানয়াপি ন ভবত ইজ্যয়োরুভারভরয়া সমুচিতমর্থমিহোপলভামহে ॥ ৭ ॥

আত্মন এবানুসবনমঞ্জসাঽব্যতিরেকেণ বোভূয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য কিন্তু নাথাশিষ আশাসানানামেতদভিসংরাধনমাত্রং ভবিতুমর্হতি ॥৮॥

তদ্‌যথা বালিশানাং লয়মাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পরমবিদুষাং পরমপরমপুরুষ প্রকর্ষকরুণয়া স্বমহিমানঞ্চাপবর্গাখ্যমুপকল্পয়িষ্যন্ স্বয়ং নাপচিত এবেতরবদিহোপলক্ষিতঃ ॥৯॥

অথায়মেব বরো হ্যর্হত্তম যর্হি বর্হিষি রাজর্ষের্ব্বরদর্ষভো ভবান্ নিজপুরুষেক্ষণবিষয় আসীৎ ॥১০॥

অসঙ্গনিশিতজ্ঞানানলবিধূতাশেষমলানাং ভবৎস্বভাবানামাত্মারামাণাং মুনীনামনবরতপরিগুণিতগুণগণ পরমমঙ্গলায়নগুণগণকথনোঽসি ॥১১॥

অথ কথঞ্চিৎ স্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভনদুরবস্থানাদিষু বিবশানাং নঃ স্মরণায় জ্বরমরণদশায়ামপি সকলকশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাণি ভবন্তু ॥১২॥

সকল জনসমূহের পাপনাশক মঙ্গলময় শ্রেষ্ঠ গুণসমূহের একদেশ কথন ব্যতীত, অর্থাৎ ভগবদ্‌-গুণকীর্ত্তন ব্যতীত নাম রূপ আকৃতি নির্দ্দেশ করিতে কোন ব্যক্তিই সমর্থ হয়েন না। ৫

হে প্রভো! ভৃত্যগণ অনুরাগবশে গদ্‌গদাক্ষর বাক্যে ও সলিল পল্লব তুলসী দূর্ব্বাঙ্কুরযুক্ত পূজা দ্বারা হে পরম! তুমি পরিতুষ্ট হইয়া থাক। ৬

হে বিভো! আমরা অনেকাঙ্গে সমৃদ্ধ এই যে যজ্ঞ করিতেছি, ইহাতে তোমার কোন প্রয়োজন আমরা দেখি না। যে হেতুক নিজেতে অত্যন্তরূপে উৎ-পত্তিশীল যে অশেষ পুরুষার্থ, তাহাই তোমার স্বরূপ। কিন্তু নাথ! সকাম আমাদের এই যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা আমাদেরই নিমিত্ত হউক, অর্থাৎ ইহা দ্বারা তোমার কোনই প্রয়োজন নাই। ৭-৮

হে প্রভো! অজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বয়ং আপনাদের শ্রেয়ঃ জানিতে পারে না, তাহাদের নিকট প্রকৃষ্ট করুণা দ্বারা অপবর্গ নামক স্বীয় মহিমা ও তাহাদের অভিলষিত সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তুমি পূজিত হইয়াও অন্যান্য সাপেক্ষ ব্যক্তির ন্যায় দৃষ্ট হও, অতএব হে পরমপুরুষ! আমাদের এই পূজায় তোমার কোন উপকার দর্শিবে না, ইহা আমাদেরই উগযোগী হউক। ৯

হে পূজ্যতম! ইহাই আমাদের বর যে, তুমি রাজর্ষির এই যজ্ঞে অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইয়াছ।১০

হে প্রভো! তোমার দর্শন অতি দুর্লভ, যে সকল আত্মারাম মুনিগণের বৈরাগ্য দ্বারা তীক্ষ্ণীভূত জ্ঞানাগ্নিতে অশেষ মন্দ নির্দ্দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষেও কেবল তোমার গুণকথন পরম মঙ্গলজনক, অতএব তাঁহারা অনবরতই তোমার গুণগানের স্তব করিয়া থাকেন। ১১

হে ভগবন্! ইহা নিবেদন করিবার অযোগ্য হইলেও আবশ্যক বলিয়া এই একটি বিষয় নিবেদন করিতেছি, ক্ষুধা, স্খলন, পতন, জৃম্ভন এবং দুরবস্থা-দির সময় বিবশ, অর্থাৎ স্মরণ করিতে অসমর্থ আমাদের স্মরণ করিবার জন্য জ্বর ও মরণদশাতেও যেন সকল পাপনাশক তোমার গুণকৃত নাম সকল আমাদের বচনগোচর হয়, অর্থাৎ যে সময়ে দেহ বাক্য অবশ, মৃত্যু উপস্থিত, সেই সময়ে তোমাকে স্মরণ করিবার নিমিত্ত সকল পাপনাশক তোমার নাম যেন বলিতে পারি। ১২

কিঞ্চায়ং রাজর্ষিরপত্যকামঃ প্রজাং ভবাদৃশীমাশাসান ঈশ্বরমাশিষাং স্বর্গাপবর্গয়োরপি ভগবন্তমুপধাবতি প্রজায়ামর্থপ্রত্যয়ো ধনদমিবাধনঃ ফলীকরণম্ ॥১৩॥

কো বা ইহ তেঽপরাজিতোঽপরাজিতয়া মায়য়াঽনবসিতপদব্যানাবৃতমতির্বিষয়-বিষরয়ানাবৃতপ্রকৃতিরনুপাসিতমহচ্চরণঃ ॥১৪॥

যদুহ বাব তব পুনরদভ্রকর্ত্তরিহ সমাহূতস্তত্রার্থধিয়াং মন্দানাং নস্তদ্‌যদ্দেবহেলনং দেবদেবার্হসি সাম্যেন সর্ব্বান্ প্রতিবোঢ়ুমবিদুষাম্ ॥১৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি নিগদেনাভিষ্টূয়মানো ভগবাননিমিষর্ষভো বর্ষধরাভিবাদিতাভিবন্দিতচরণঃ সদয়মিদমাহ ॥১৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অহোবতাহমৃষয়ো ভবদ্ভিরবিতথগীর্ভির্বরমসুলভমভিযাচিতো যদমুষ্যাত্মজো ময়া সদৃশো ভূয়াদিতি। মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ। অথাপি ব্রহ্মবাদো ন মৃষা ভবিতুমর্হতি। মমৈব হি মুখং যদ্দ্বিজদেবকুলম্ ॥১৭॥

তত্রাগ্নীধ্রীয়েঽংশকলয়াঽবতরিষ্যাম্যাত্মতুল্যমনুপলভমানঃ ॥১৮॥

হে নাথ! আমাদের আর একটি বর প্রার্থনীয় আছে, তুমি স্বর্গ ও অপবর্গের প্রভু, তোমার নিকট অপত্য কামনা করিয়া এই রাজর্ষি অধন ব্যক্তির ধনদ নিকটে তুষকণা প্রার্থনার ন্যায় ঐহিক ফলকামনায় ধাবমান হইতেছেন। কারণ, প্রজাতেই ইঁহার পুরুষার্থ বোধ হইতেছে, অতএব ঐরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। ১৩

হে প্রভো! রাজর্ষির এই প্রকার প্রার্থনা অসঙ্গত নহে, তোমার মায়া অপরাজিত, তাহার বর্ত্ম কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না; তাহার নিকট কোন্ ব্যক্তি অপরাজিত আছে, তাঁহার দ্বারা কাহার বুদ্ধি আবৃত না হয়? আর মহাপুরুষদিগের চরণোপাসনা না করিলে কাহার প্রকৃতি বিষয়রূপ বিষের বেগে আচ্ছন্ন না হয়? ১৪

হে বহুকার্য্যকারিন্! আমরা তোমাকে অতি ক্ষুদ্র কার্য্যের নিমিত্ত এখানে আহ্বান করিয়াছি, আমরা সেই বিষয়চিত্ত মন্দবুদ্ধি, আমাদের এই দেবহেলন অর্থাৎ ক্ষুদ্র কার্য্যার্থ তোমাকে আহ্বান করা রূপ অবহেলা তুমি নিজের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতাগুণে ক্ষমা কর; কারণ, আমরা অজ্ঞ, হে রাজন্! নাভি রাজার ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক এইরূপ গদ্যময় বাক্য দ্বারা স্তূয়মান সকল দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্, বর্ষপতি ও তাঁহার ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিতপাদপদ্ম হইয়া সদয়ভাবে এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৫

ভগবান্ বলিলেন, হে ঋষিগণ! সত্যবাদী তোমরা আমার নিকট যে অসুলভ বর প্রার্থনা করিয়াছ যে, এই রাজার আমার সদৃশ পুত্র হয়। কিন্তু আমার সদৃশ একমাত্র আমিই। কারণ, তাদৃশ দ্বিতীয় নাই। তথাপি ব্রাহ্মণবাক্য অন্যথা হইতে পারে না; কারণ, দ্বিজাতিগণমধ্যে দেবতুল্য ব্রাহ্মণগণই আমার মুখ। ১৬

সুতরাং সেই আগ্নীধ্র বংশে আমি অংশে অবতীর্ণ হইব, যেহেতু আমার সদৃশ কাহাকেও দেখিতে পাই না। ১৭-১৮

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি নিশাময়ন্ত্যা মেরুদেব্যাঃ পতিমভিধায়ান্তর্দ্দধে ভগবান্ ॥১৯॥

বর্হিষি তস্মিন্নেবং বিষ্ণুদত্ত ভগবান্ পরমর্ষিভিঃ প্রসাদিতো নাভেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া তদবরোধায়নে মেরুদেব্যাং ধর্ম্মান্ দর্শয়িতুকামো বাতরশনানাং শ্রমণানামৃষীণামূর্দ্ধমন্থিনাং শুক্লয়া তনুবাহবততার ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবাবির্ভাবো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

শুকদেব বলিলেন, নাভিপত্নী মেরুদেবী শুনিতে পান, এইরূপে নাভিকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ১৯

হে বিষ্ণুদত্ত! মহর্ষিগণ যজ্ঞে ঐরূপ প্রসন্ন করাতে নাভির প্রিয় করিতে ভগবানের ইচ্ছা হইল, তদনন্তর দিগ্বাসা তপস্বী জ্ঞানী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম প্রদর্শনার্থ এই নাভি রাজার অন্তঃপুরে তদীয় ভার্য্যা মেরুদেবীর গর্ভে শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ঋষভ রূপে অবতীর্ণ হইলেন। ২০

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ হ তমুৎপত্ত্যৈবাভিব্যজ্যমানভগবল্লক্ষণং সাম্যোপশমবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যমহাবিভূতিভিরনুদিনমেধমানানুভাবং প্রকৃতয়ঃ প্রজা ব্রাহ্মণা দেবতাশ্চাবনিতলসমবনায়াতিতরাং জগৃধুঃ ॥১॥

তস্য হ বা ইত্থং বর্ষ্মণা বরীয়সা বৃহৎশ্লোকেন চৌজসা বলেন শ্রিয়া যশসা বীর্য্যশৌর্য্যাভ্যাঞ্চ পিতা ঋষভ ইতীদং নাম চকার ॥২॥

যস্য হি ইন্দ্রঃ স্পর্দ্ধমানো ভগবান্ বর্ষে ন ববর্ষ, তদবধার্য্য ভগবানৃষভদেবো যোগেশ্বরঃ প্রহস্যাত্মযোগমায়য়া স্বং বর্ষমজনাভং নামাভ্য বর্ষৎ ॥৩॥

নাভিস্তু যথাভিলষিতং সুপ্রজাস্ত্বমবরুধ্যাতিপ্রমোদভরবিহ্বলো গদ্গদাক্ষরয়া গিরা স্বৈরং গৃহীতনরলোকসধর্ম্মং ভগবন্তং পুরাণপুরুষং মায়াবিলসিতমতির্বৎস তাতেতি সানুরাগমুপলালয়ন্ পরাং নির্ব্বৃতিমুপগতঃ ॥৪॥

বিদিতানুরাগমাপৌরপ্রকৃতি জনপদো রাজা নাভিরাত্মজং সময়সেতুরক্ষায়ামভিষিচ্য ব্রাহ্মণেষূপনিধায় সহ মেরুদেব্যা বিশালায়াং প্রসন্ননিপুণেন তপসা সমাধিযোগেন নরনারায়ণাখ্যং ভগবন্তং বাসুদেবমুপাসীনঃ কালেন তন্মহিমানমবাপ ॥৫॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ ঋষভদেবের জন্ম হইবামাত্র তাঁহার অঙ্গে ভগবল্লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং সর্ব্বত্র সমত্ব, উপশম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, মহৈশ্বর্য্যসহ তাঁহার প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল। তদব লোকনে অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণগণ, দেবতা ও প্রজাগণ পৃথিবীপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে অভিলাষ করিয়াছিলেন। মহারাজ! তাঁহার কবিদিগের বর্ণনীয় অতি শ্রেষ্ঠ শরীর এবং তেজঃ, বল, শ্রী, যশঃ, বীর্য্য, শৌর্য্য ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পিতা নাভি তাঁহার 'ঋষভ' এই নাম রাখিলেন। ১-২

হে রাজন্! ভগবান্ ইন্দ্র স্পর্দ্ধা করিয়া যাঁহার রাজ্যমধ্যে বর্ষণ করেন নাই, তাহা অবগত হইয়া ভগবান্ যোগেশ্বর ঋষভদেব হাস্য করিয়া যোগমায়া দ্বারা আপনার অজনাভ বর্ষে বৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৩

নাভিরাজা অভিলাষানুরূপ সুসন্তান লাভ করায় অতিশয় হর্ষভরে বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং ভগবান্ পুরাণপুরুষ, যিনি স্বেচ্ছাক্রমে মানুষশরীর গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে স্নেহবশতঃ বৎস! তাত! এই প্রকার সম্বোধন পূর্ব্বক সুমহৎ অনুরাগ সহকারে লালন-পালন করিয়া সাতিশয় প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। ৪

কিয়দ্দিন পরে নাভিরাজা দেখিলেন, পুত্র যোগ্য হইয়াছে। পুরবাসী, জনপদবাসিজনগণ ও অমাত্য সকল তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে; অতএব ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার্থ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অর্পণ করিয়া মেরুদেবীর সহিত বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন, এবং অনুদ্বেগকর অথচ কঠোর তপস্যা ও সমাধি যোগ অবলম্বন করিয়া নর-নারায়ণ নামক ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা করতঃ যথাকালে তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হইলেন। ৫

বিবৃতি—হে রাজন্! নাভি রাজার এ প্রকার আচরণ অসম্ভব নহে। কারণ, যদিও সাক্ষাৎ ভগবান্ তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি মায়া দ্বারা 'ইনি আমার পুত্র' তাঁহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ৪

যস্য হ পাণ্ডবেয় শ্লোকাবুদাহরন্তি—

কো নু তৎ কর্ম্ম রাজর্ষের্নাভেরন্বাচরেৎ পুমান্। অপত্যতামগাদ্‌যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্ম্মণা ॥৬॥

ব্রহ্মণ্যোঽন্যঃ কুতো নাভের্বিপ্রা মঙ্গলপূজিতাঃ। যস্য বর্হিষি যজ্ঞেশং দর্শয়ামাসুরোজসা ॥৭॥

অথ হ ভগবানৃষভদেবঃ স্বং বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমনুমন্যমানঃ প্রদর্শিতগুরুকুলবাসো লব্ধবরৈর্গুরুভিরনুজ্ঞাতো গৃহমেধিনাং ধর্ম্মাননুশিক্ষমাণো জয়ন্ত্যামিন্দ্রদত্তায়ামুভয়লক্ষণং কর্ম্ম সমাম্নায়াম্নাতমভিযুঞ্জন্নাত্মজানামাত্ম-সমানানাং শতং জনয়ামাস ॥৮॥

যেষাং খলু মহাযোগী ভরতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠগুণ আসীদ্ যেনেদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি ॥ ৯ ॥

তমনু কুশাবর্ত্ত ইলাবর্ত্তো ব্রহ্মবর্ত্তো মলয়ঃ কেতুর্ভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃগ্‌বিদর্ভঃ কীকট ইতি নব নবতিপ্রধানাঃ ॥১০॥

কবির্হরিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ। আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ ॥১১॥

ইতি ভাগবতধর্ম্মদর্শনা নব মহাভাগবতাস্তেষাং সুচরিতং ভগবন্মহিমোপবৃংহিতং বসুদেব-নারদসংবাদমুপশমায়নমুপরিষ্টাদ্বর্ণয়িষ্যামঃ ॥১২॥

যবীয়সামেকাশীতির্জায়ন্তেয়াঃ পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্ম্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ ॥১৩॥

হে পাণ্ডবেয়! তদ্বিষয়ে মহর্ষিরা দুইটি শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন।—কোন্ মানব রাজর্ষি নাভির সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্ম তাহার পর করিতে পারিবে? যাঁহার বিশুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ হরি স্বয়ং তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ৬

এবং সেই নাভিরাজা ভিন্ন ব্রহ্মণ্য (ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন অথবা ব্রাহ্মণভক্ত) কে আছে? ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাদি দ্বারা পূজিত হইয়া মন্ত্রবলে যাঁহার যজ্ঞে ভগবান্ যজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করাইয়াছিলেন। ৭

অনন্তর ভগবান্ ঋষভদেব আপনার বর্ষকে কর্ম্মক্ষেত্র মনে করিয়া অন্য লোকের উপদেশার্থ গুরুকুলে বাস করেন, পরে লব্ধদক্ষিণ গুরুগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান ও শ্রুতি-স্মৃতির উভয়বিধ কর্ম্মবিধি অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রদত্তা জয়ন্তী নাম্নী ভার্য্যায় আত্মতুল্য গুণশালী একশত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ৮

হে রাজন্! যে পুত্রগণের মধ্যে মহাযোগী ভরত জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন ছিলেন, যাঁহার নামে লোক সকল এই বর্ষকে ভারতবর্ষ বলিয়া থাকে। ঋষভদেবের অন্য যে নবাধিক নবতি সংখ্যক পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্র, স্পৃক্, বিদর্ভ এবং কীকট এই নয়টি প্রধান; ইঁহারা নয় জনেই ঐ ভরতের অনুগত ছিলেন। এই নয় জনের পর কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন, এই নয় জন। ৯-১১

ইঁহারা ভাগবত ধর্ম্মপ্রদর্শক ও মহাভাগবত। ইঁহাদের ভগবন্মহিমোপবৃংহিত সুচরিত্র অগ্রে (একাদশ স্কন্ধে) বসুদেব-নারদসংবাদে বর্ণন করিব, যাহা হইতে উপশম লাভ করা যায়। ১২

ঐ সকলের কনিষ্ঠ একাশীতি জন জায়ন্তেয় অর্থাৎ ঋষভপুত্র, সকলেই পিতার আজ্ঞা প্রতিপালক, অতিশয় বিনীত, বেদজ্ঞ, যজ্ঞশীল ও বিশুদ্ধ কর্ম্মসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ১৩

ভগবানৃষভসংজ্ঞ আত্মতন্ত্রঃ স্বয়ং নিত্যনিবৃত্তানর্থপরম্পরঃ কেবল আনন্দানুভব ঈশ্বর এব বিপরীতবৎ কর্ম্মাণ্যারভমানঃ কালেনানুগতং ধর্ম্মমাচরণেনোপশিক্ষয়ন্নতদ্বিদাং সম উপশান্তো মৈত্রঃ কারুণিকো ধর্ম্মার্থযশঃপ্রজানন্দামৃতাবরোধেন গৃহেষু লোকং নিয়ময়ৎ ॥১৪॥

যদ্‌যচ্ছীর্ষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ত্ততে লোকঃ ॥ ১৫ ॥

যদ্যপি স্ববিদিতং সকলধর্ম্মং ব্রাহ্মং গুহ্যং ব্রাহ্মণৈর্দর্শিতমার্গেণ সামাদিভিরুপায়ৈর্জনতামনুশশাস ॥ ১৬ ॥

দ্রব্যদেশ-কাল-বয়ঃশ্রদ্ধর্ত্বিগ্বিবিধোদ্দেশোপচিতৈঃ সর্ব্বৈরপি ক্রতুভির্যথোপদেশং শতকৃত্ব ইয়াজ ॥১৭॥

ভগবতর্ষভেণ পরিরক্ষ্যমাণ এতস্মিন্ বর্ষে ন কশ্চন পুরুষো বাঞ্ছত্যবিদ্যমানমিবাত্মনোঽন্যস্মাৎ কথঞ্চন কিমপি কর্হিচিদবেক্ষতে ভর্ত্তর্যনুসবনং বিজৃম্ভিতস্নেহাতিশয়মন্তরেণ ॥১৮॥

স কদাচিদটমানো ভগবানৃষভো ব্রহ্মাবর্ত্তগতো ব্রহ্মর্ষিপ্রবরসভায়াং প্রজানাং নিশাময়ন্তীনামাত্মজানবহিতাত্মনঃ প্রশ্রয়প্রণয়ভরসুযন্ত্রিতানপ্যুপশিক্ষয়ন্নিতি হোবাচ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবানুচরিতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভগবান্ ঋষভদেব যদিও আপনিই আপনার প্রভু, সুতরাং অনর্থপরম্পরা হইতে নিবৃত্ত এবং বিশুদ্ধ আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর, তথাপি অনীশ্বরের ন্যায় বিবিধ কর্ম্মাচরণ দ্বারা কালে অনুগত যে ধর্ম্ম, তাহা অনভিজ্ঞ লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং তিনি স্বয়ং শান্ত ও দান্ত ছিলেন, তথাপি দয়াপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, যশঃ, প্রজা, ভোগ ও মোক্ষ সংগ্রহ দ্বারা গৃহস্থাশ্রমে লোকদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। ১৪

শ্রেষ্ঠ লোকেরা যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকেরা তাহারই অনুবর্ত্তন করে। ১৫

যদিও তিনি সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিপাদক বেদরহস্য স্বয়ং অবগত ছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মণদিগের প্রদর্শিত পথে সামাদি উপায় দ্বারা জনসমূহকে শাসন করিতেন। ১৬

তিনি দ্রব্য, দেশ, কাল, যৌবন, শ্রদ্ধা, ঋত্বিক্, নানাদেবতার উদ্দেশ ইত্যাদি দ্বারা বৃদ্ধিশীল যজ্ঞ দ্বারা একশত বার যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১৭

হে রাজন্! ভগবান্ ঋষভদেব কর্ত্তৃক এই ভারতবর্ষে পরিরক্ষ্যমাণ কোন মানবই অন্যের নিকট হইতে আপনার নিমিত্ত কিছুই কখনও প্রার্থনা করিত না, পরন্তু অণুক্ষণ বৃদ্ধিশীল ঋষভদেবের স্নেহাতিশয় ব্যতীত প্রজারা আর কিছুই বাঞ্ছা করিত না। ১৮

ঐ ভগবান্ ঋষভদেব এক সময় দেশপর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে উপনীত হয়েন, তথায় প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, আপনার সন্তানগণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ সংযত এবং বিনয় ও প্রণয় দ্বারা সুযন্ত্রিত, তথাপি প্রজাশাসনার্থ তাঁহাদিগকে প্রজাগণের সমক্ষে শিক্ষা দান করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। ১৯

পঞ্চম অধ্যায়

॥ঋষভ উবাচ

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুধ্যেদ্যস্মাদ্ব্রহ্মসৌখ্যন্ত্বনন্তম্ ॥১॥
মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥২॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥৩॥
নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম্ম যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোহয়মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥৪॥
পরাভবস্তাবদবোধজাতো যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ কর্ম্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥৫॥

ঋষভদেব বলিলেন, হে পুত্রগণ! মনুষ্যলোকে দেহধারিগণের মধ্যে এই মানবদেহ, কষ্টপ্রদ বিষয় সকল ভোগের যোগ্য নহে; কারণ, ঐ বিষয় সকল বিষ্ঠাভোজী শূকরগণেরও ভোগ্য হয়। হে বৎসগণ! তপস্যাই একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু, যেহেতুক, তাহার দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয় এবং শুদ্ধসত্ত্ব হইলে তাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মসুখ হইয়া থাকে। ১

হে পুত্রগণ! পণ্ডিতেরা মহৎসেবা মুক্তির দ্বার এবং যোষিৎসঙ্গীদিগের সঙ্গকে নরকের দ্বার বলিয়া থাকেন, যাঁহারা সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সাধু ও সর্ব্বপ্রাণিতে সমচিত্ত, তাহারাই মহৎ। ২

অথবা যাঁহারা আমি যে ঈশ্বর, আমাতে সৌহার্দ্দ করিয়া তাহাই পরম পুরুষার্থ বোধ করেন, যাঁহাদের বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সকলে এবং পুত্র-কলত্র ধনাদি-যুক্ত গৃহে প্রীতি নাই এবং যাঁহারা লোকমধ্যে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ অপেক্ষায় অধিক ধনে স্পৃহাশূন্য, তাঁহারাই মহৎ। ৩

হে পুত্রগণ! মনুষ্য যখন ইন্দ্রিয়প্রীতির নিমিত্ত ব্যাপৃত হয়, তখন প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া সে বিরুদ্ধ কর্ম্ম (পাপ) করিয়া থাকে, যে বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে আত্মার ক্লেশপ্রদ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, পুনর্ব্বার সেই ক্লেশদ কর্ম্ম করাকে আমি ভাল বলিয়া মনে করি না। ৪

হে বৎসগণ! পুরুষ যাবৎ আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষ না করে, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার নিকট অজ্ঞানকৃত আত্মস্বরূপের পরাভব হইয়া থাকে, কেন না, যে পর্য্যন্ত ক্রিয়া থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত মনঃ কর্ম্মাত্মকরূপে প্রকাশ পায়, সেই কর্ম্মাত্মক মনই দেহবন্ধের কারণ। ৫

বিবৃতি—আত্মার পরাভব কর্ম্মপারতন্ত্র্য, এবং উহাই জীবের বন্ধন, সেই বন্ধনও অজ্ঞানকৃত, উহা সেই পর্য্যন্তই থাকে—যাবৎকাল সে আত্মতত্ত্ব জানিতে না চায়। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম নষ্ট হয় না, যে পর্য্যন্ত ক্রিয়া থাকে, তাবৎকাল এই মনও কর্ম্মাত্মক থাকে। ৫

এবং মনঃ কর্ম্ম বশং প্রযুঙ্‌ক্তে অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥৬॥
যদা ন পশ্যত্যযথা গুণেহাং স্বার্থে প্রমত্তঃ সহসা বিপশ্চিৎ।
গতস্মৃতির্বিন্দতি তত্র তাপানাসাদ্য মৈথুন্যমগারমজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥
পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈর্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥ ৮ ॥
যদা মনোহৃদয়গ্রন্থিরস্য কর্ম্মানুবদ্ধো দৃঢ় আশ্লথেত।
তদা জনঃ সংপরিবর্ত্ততেঽস্মান্মুক্তঃ পরং যাত্যতিহায় হেতুম্ ॥৯॥
হংসে গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্ত্যা বিতৃষ্ণয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ।
সর্ব্বত্র জন্তোর্ব্যসনাবগত্যা জিজ্ঞাসয়া তপসেহানিবৃত্ত্যা ॥১০॥

জীব অবিদ্যোপাধিযুক্ত হইলে এইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মনকে আপনার বশীভূত করে অর্থাৎ পুনর্ব্বার কর্ম্মকরণে প্রবৃত্ত করায়। যে পর্য্যন্ত বাসুদেবরূপী আমাতে প্রীতি না করে, তাবৎকাল দেহযোগ হইতে মুক্ত হয় না। ৬

(কেবল যে দেহযোগ লাভ করে, এমত নহে; অন্যরূপ অনর্থও প্রাপ্ত হয় এই কথা বলিতেছেন) হে পুত্রগণ! সহসা স্বার্থে অনবহিত বিদ্বান্ ব্যক্তি যখন ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টাকে অলীক বলিয়া না দেখে অর্থাৎ ঐ সকল আত্মার নহে এরূপ নিশ্চয় না করে, তখন আত্মবিস্মৃত হওয়ায় সেই অজ্ঞ মিথুনসুখ-প্রাপক গৃহপ্রাপ্ত হইয়া তাপ সকল লাভ করে। ৭

(স্ত্রী-পুরুষের মিথুনীভাব সুখসম্পাদক, এই কথাই সকলে বলে, তবে তাহা হইতে তাপ লাভ কেন হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন) হে বৎসগণ! পুরুষের স্ত্রীর সহিত এই মিথুনীভাবকে তাহাদের পরস্পর দুর্ভেদ্য হৃদয়গ্রন্থি পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। অতএব গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র, আত্মীয় ও বিত্ত দ্বারা লোকের আমি ও আমার এইরূপ মোহ উৎপন্ন হয়। (তাহা হইলে কখন এই হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া যায় ও সে মুক্ত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) যখন সেই ব্যক্তির কর্ম্ম দ্বারা অনুরুদ্ধ দৃঢ়তর মনোরূপ হৃদয়গ্রন্থি (জ্ঞান বৈরাগ্য ত্যাগ দ্বারা) শিথিল হয় অর্থাৎ মিথুনীভাব হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তির সংসারের হেতুভূত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত ও পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ৮-৯

(সংসার হেতু ত্যাগের কথা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন, উহার পঁচিশটি সাধন আছে তাহা বলিতেছেন) হংস ও গুরুস্বরূপ আমাতে ভক্তি (সেবা) ও অনুবৃত্তি (তৎপরতা), বিতৃষ্ণা (ইহলোকে ও পরলোকে ভোগবাসনা নিবৃত্তি), শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, লোকান্তরেও দুঃখানুসন্ধান, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, তপস্যা ও কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা অহঙ্কার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে। ১০

বিবৃতি—যে বস্তু যাহার অধীন হয় সে তদাত্মক হয়, এই নিয়মানুসারে মন কর্ম্মপরতন্ত্র বলিয়া কর্ম্মাত্মক, সুতরাং কর্ম্ম মনকে সর্ব্বদা কর্ম্মনিষ্ঠ করায়। উপাধিকে লিঙ্গ বলে, তাহাতে অধ্যাস নিবন্ধন্ তদ্রূপ ক্রিয়মাণ হয়, পরন্তু সকল কর্ম্মকে নির্ম্মূল করে ভক্তি, এই কথাই শ্লোকে বলা হইয়াছে।৬

স্ত্রীর সহিত পুরুষের মিলনে সুখ হয়, তাপ হয় না এ কথা যাহারা বলে, তাহারা অতিশয় মূঢ়, কারণ, স্ত্রী ও পুরুষের জন্মাবধি এক একটা হৃদয়গ্রন্থি আছে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনে আর একটি হৃদয়গ্রন্থি হয়, তাহা অতি স্থূল ও দুর্ভেদ্য। প্রথমোক্ত হৃদয়গ্রন্থি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়ে আমি

মৎকর্ম্মভির্মৎকথয়া চ নিত্যং মদ্দেবসঙ্গদ্গুণকীর্ত্তনান্মে।
নির্ব্বৈরসাম্যোপশমেন পুত্রা জিহাসয়া দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ ॥১১॥
অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্র্যক্।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শশ্বদসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো লিঙ্গং ব্যপোহেৎ কুশলোঽহমাখ্যম্ ॥১৩॥
কর্ম্মাশয়ং হৃদয়গ্রন্থিবন্ধমবিদ্যয়াসাদিতমপ্রমত্তঃ।
অনেন যোগেন যথোপদেশং সম্যগ্ব্যপোহ্যোপরমেত যোগাৎ ॥১৪॥
পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুঃ পিতা মল্লোককামো মদনুগ্রহার্থঃ।
ইত্থং বিমন্যুরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞান্ ন যোজয়েৎ কর্ম্মসু কর্ম্মমূঢ়ান্।
(কং যোজয়ন্ মনুজোঽর্থং লভেত নিপাতয়ন্ নষ্টদৃশং হি গর্ত্তে) ॥১৫॥
লোকঃ স্বয়ং শ্রেয়সি নষ্টদৃষ্টির্যোঽর্থান্ সমীহেত নিকামকামঃ।
অন্যোন্যবৈরঃ সুখলেশহেতোরনন্তদুঃখঞ্চ ন বেদ মূঢ়ঃ ॥১৬॥

আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করণ, আমার কথা কথন, যাহারা আমাকেই পরমারাধ্য দেব বলিয়া জানে, তাহাদের সহিত নিত্য সঙ্গ, আমার গুণকীর্ত্তন, নির্ব্বৈরতা, সমতা, উপশম, আত্মদেহ ও গৃহে 'আমি, আমার' এই বুদ্ধি পরিত্যাগের বাসনা দ্বারা অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। ১১

অধ্যাত্মশাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জ্জন স্থানে অবস্থান, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন এই সকলের সম্যক্ প্রকার জয়, সংশ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য, নিরন্তর অপ্রমাদে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অপরিত্যাগ ও বাক্যসংযম দ্বারা অহঙ্কার নিবৃত্ত হয়। ১২

সর্ব্বত্র মদ্ভাবনায় নৈপুণ্য, অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞান, সমাধি, এই সকল দ্বারা ধৈর্য্য যত্ন ও উদ্যমযুক্ত হইয়া অহঙ্কার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে। ১৩

অবিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত কর্ম্ম সকলের আধার রূপ হৃদয়গ্রন্থিবন্ধ প্রমাদশূন্য হইয়া এই কথিত উপায় দ্বারা যেমন উপদেশ করিলাম, সেই প্রকার সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া শেষে ঐ উপায় হইতেও বিরত হইবে। মল্লোককামী ও আমার অনুগ্রহপ্রার্থী, পিতা পুত্রকে, গুরু শিষ্যকে ও রাজা প্রজা সকলকে এইরূপ শিক্ষা দিবেন, কিন্তু উপদিষ্ট হইয়া যদি কেহ শিক্ষিত বিষয় না করে, তাহা হইলেও তিনি (উপদেশক) কোপশূন্য থাকিবেন, যাহারা তত্ত্ব জানে না, শ্রেয়োবোধে কর্ম্মেতেই মূঢ়, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না। ১৪-১৫

যে ব্যক্তি অতিশয় কামনাপরতন্ত্র, অতএব নিজে নিজের মঙ্গলপথে অন্ধ, সে কেবল অর্থ চেষ্টা করে, এবং অতি ক্ষুদ্র সুখের জন্য পরস্পর বৈরতা করে, অতএব সেই মূঢ় তাহাতে তাহার অনন্ত দুঃখ হইবে, ইহা জানে না। ১৬

ও আমার এইরূপ মোহ জন্মায়, দ্বিতীয়টি দ্বারা পুত্র মিত্র গৃহ ক্ষেত্র ধন ইত্যাদি বিষয়ে মোহ জন্মে অতএব সংসারাশ্রমে স্ত্রীর সহিত মিলন সুখের নহে, পরন্তু মহা মোহের উৎপাদক বলিয়া দুঃখের কারণ। ৮

বিবৃতি—যদিও ফল সিদ্ধ হইলে সাধনবিরতি সিদ্ধই হয়, তথাপি যতকাল দেহপাত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত উহা অভ্যাস করিবে; এই আশঙ্কা হইতে পারে, তন্নিরাকরণার্থ—এই শ্লোকে উপায়স্বরূপ ত্যাগ কথা বলা হইয়াছে। ১৪

কস্তং স্বয়ং তদভিজ্ঞো বিপশ্চিদবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানম্ ।
দৃষ্ট্বা পুনস্তং সঘৃণঃ কুবুদ্ধিং প্রযোজয়েদুৎপথগং যথান্ধম্ ॥১৭॥
গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥১৮॥
ইদং শরীরং মম দুর্ব্বিভাব্যং সত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্মঃ।
পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম্ম আরাদতো হি মামৃষভং প্রাহুরার্য্যাঃ ॥১৯॥
তস্মাদ্ভবন্তো হৃদয়েন জাতাঃ সর্ব্বে মহীয়াংসমমুং সনাভম্ ।
অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা ভরতং ভজধ্বং শুশ্রূষণং তদ্ভরণং প্রজানাম্ ॥২০॥
ভূতেষু বীরুদ্ভ্য উদুত্তমা যে সরীসৃপাস্তেষু সবোধনিষ্ঠাঃ ।
ততো মনুষ্যাঃ প্রমথাস্ততোঽপি গন্ধর্ব্বসিদ্ধা বিবুধানুগা যে ॥২১॥

অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান, সেই কুবুদ্ধি দেখিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ দয়াবান্ কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি পুনর্ব্বার ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত করাইবে? অর্থাৎ কেহই তাহা নিয়োগ করিবে না; অন্ধ ব্যক্তি বিপথে গমন করিতেছে ইহা দেখিয়া অভিজ্ঞ দয়ালু কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহাকে সেই পথে যাইতে উপদেশ প্রদান করিবেন? ১৭

যে ব্যক্তি উপদেশ দ্বারা সংসারবদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া না দেন, তিনি গুরু নহেন, পিতা নহেন, জননী নহেন, দেবতা নহেন এবং পতি নহেন। ১৮

হে পুত্রগণ! আমার এই মনুষ্যাকার শরীর অবিতর্ক্য অর্থাৎ আমার ইচ্ছাবিলসিত, ইহা প্রাকৃত মনুষ্যের তুল্য নহে, আমার হৃদয়তত্ত্ব স্বরূপ যাহাতে ধর্ম্ম বিরাজমান, এবং আমার পশ্চাদ্ভাগে অধর্ম্ম, অর্থাৎ আমি দূর হইতেই অধর্ম্মকে উৎসারিত করিয়াছি, অতএব আর্য্যগণ আমাকে ঋষভ (শ্রেষ্ঠ) বলিয়া থাকেন। ১৯

তোমরা সকলে আমার শুদ্ধ সত্ত্বময় হৃদয় দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে তোমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর এই মহত্তম ভরতকে ভজনা কর, বৎসগণ! ভরতের শুশ্রূষা করিলেই প্রজাপালন প্রভৃতি কর্ত্তব্য পালন করা হইবে। ২০

হে পুত্রগণ! ব্রাহ্মণদিগের সেবা করাও তোমাদের কর্ত্তব্য, যেহেতু চেতনাচেতন ভূতসকলের মধ্যে স্থাবর শ্রেষ্ঠ, স্থাবর অপেক্ষা সর্পাদি সরীসৃপ প্রাণী শ্রেষ্ঠ, সরীসৃপ অপেক্ষা জ্ঞানসম্পন্ন পশ্বাদি শ্রেষ্ঠ, পশু হইতে মানবগণ উত্তম, মানব হইতে প্রমথগণ ভূতপ্রেতাদি শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গন্ধর্ব্বগণ, তদপেক্ষায় সিদ্ধগণ, তদপেক্ষায় দেবানুগগণ শ্রেষ্ঠ। ২১

বিবৃতি—যে ব্যক্তি জন্ম-মরণের পথে বর্ত্তমান অর্থাৎ সংসারপথে রহিয়াছে, তাহাকে ভক্তিমার্গোপদেশ দ্বারা যিনি মুক্ত না করেন, তিনি গুরু নহেন। যেমন তাদৃশ গুরু নহেন বলিয়া দৈত্যরাজ বলি কুলগুরু শুক্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাদৃশ গুরুকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; তাঁহার অনুবর্ত্তনাদি না করিলেও সে প্রত্যবায়ী হয় না। বিভীষণ স্বজন অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রহ্লাদ পিতাকে, ভরত মাতা কৈকেয়ীকে, খট্বাঙ্গ রাজা ইন্দ্রাদি দেবতাকে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী যাজ্ঞিক পতিকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ত্যাগই করিবে; অথবা যিনি তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন না, তিনি তাহার গুরু প্রভৃতি নহেন অর্থাৎ তাহার প্রণাম অনুবর্ত্তনাদি গ্রহণ করিবেন না, যদি গ্রহণ করেন, তবে তিনি প্রত্যবায়ী হয়েন। অতএব গুরু হইবার জন্য শিষ্য করিবেন না, স্বজন হইবার জন্য বন্ধুতা করিবেন না, পিতা হইবার জন্য পুত্রোৎপাদনে যত্ন করিবেন না, জননী হইবার জন্য অন্যকে গর্ভে ধারণ করিবেন না, দেবতা হইবার জন্য পূজা গ্রহণ করিবেন না, পতি হইবার জন্য পাণিগ্রহণ করিবেন না। ১৮

দেবাঽসুরেভ্যো মঘবৎপ্রধানা দক্ষাদয়ো ব্রহ্মসুতাস্তু তেষাম্।
ভবঃ পরঃ সোঽথ বিরিঞ্চবীর্য্যঃ স মৎপরোঽহং দ্বিজদেবদেবঃ ॥২২॥
ন ব্রাহ্মণৈস্তুলয়ে ভূতমন্যৎ পশ্যামি বিপ্রাঃ কিমতঃ পরন্তু।
যস্মিন্ নৃভিঃ প্রহুতং শ্রদ্ধয়াহমশ্নামি কামং ন তথাগ্নিহোত্রে ॥২৩॥
ধৃতা তনূরুশতী মে পুরাণী যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্।
শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র ॥ ২৪ ॥
মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষামকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্ ॥২৫॥
সর্ব্বাণি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া ভবদ্ভিশ্চরাণি ভূতানি সুতা ধ্রুবাণি।
সম্ভাবিতব্যানি পদে পদে বো বিবিক্তদৃগ্‌ভিস্তদুহার্হণং মে ॥২৬॥
মনোবচোদৃক্‌করণেহিতস্য সাক্ষাৎকৃতং মে পরিবর্হণং হি।
বিনা পুমান্ যেন মহাবিমোহাৎ কৃতান্তপাশান্ন বিমোক্তুমীশেৎ ॥২৭॥

দেবানুগগণ হইতে অসুরগণ শ্রেষ্ঠ, অসুরগণাপেক্ষায় দেবগণ শ্রেষ্ঠ, দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান, ইন্দ্র অপেক্ষায় ব্রহ্মপুত্র দক্ষাদি উত্তম, দক্ষাদি অপেক্ষা ভগবান্ শঙ্কর শ্রেষ্ঠ, পরন্তু তিনি ব্রহ্মার বলে বলীয়ান্, এ নিমিত্ত তাঁহার অপেক্ষা ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা মৎপরায়ণ সুতরাং সেই ব্রহ্মা হইতে আবার আমি শ্রেষ্ঠ, আমিও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া থাকি, অতএব ব্রাহ্মণেরা আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হওয়ায় সর্ব্বপূজ্য, এ নিমিত্ত অবশ্য তাঁহাদের সেবা করিবে। ২২

(অনন্তর তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন) হে ব্রাহ্মণগণ! আমি কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের তুল্য দেখি না, অতএব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। (ব্রাহ্মণগণকে শ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ এই যে) মনুষ্যেরা ব্রাহ্মণমুখে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রকৃষ্ট রূপ হোম করিলে তাহাতে আমার যেমন তৃপ্তিকর ভোজন হয়, অগ্নিহোত্রাদিতে আমি সেরূপ ভোজন করি না। ২৩

যে ব্রাহ্মণগণ, ইহলোকে যাঁহারা আমার রমণীয়া বেদমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের মধ্যে পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ এবং শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রতাপ এই অষ্টগুণ বিদ্যমান, সেই সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমি কাহাকে শ্রেষ্ঠ দেখিব। ২৪

(ব্রাহ্মণগণের নিস্পৃহত্ব বলিতেছেন) অনন্ত, পরাৎপর, স্বর্গ ও অপবর্গের অধিপতি আমার নিকটেও যাঁহাদের কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নাই, সেই আমার ভক্ত অকিঞ্চন ব্রাহ্মণগণের রাজ্যাদি লিপ্সা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ফলতঃ তাঁহাদের অন্য কিছু প্রার্থনীয় হইতে পারে না। ২৫

হে পুত্রগণ! স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যে সকল ভূত আছে, সে সকলেও আমার অধিষ্ঠান জানিয়া তোমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের সম্মান করিও, তৎকালে তোমাদের দৃষ্টি যেন মৎসরাদিশূন্য হয়। হে বৎসগণ! সর্ব্বভূতের প্রতি সম্মান করাই আমার পূজা এবং আমার পূজাই মনঃ বাক্য চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। আমার উপাসনা ব্যতীত কোন পুরুষ, মহামোহময় কৃতান্ত-পাশ হইতে কদাপি মুক্ত হইতে পারে না। ২৬-২৭

শ্রীশুক উবাচ।

এবমনুশাস্যাত্মজান্ স্বয়মনুশিষ্টানপি লোকানুশাসনার্থং মহানুভাবঃ পরমসুহৃদ্ভগবানৃষভাপদেশ উপশমশীলানামুপরতকর্ম্মণাং মহামুনীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যধর্ম্মমুপশিক্ষমাণঃ স্বতনয়শতজ্যেষ্ঠং পরমভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভরতং ধরণিপরিপালনায়াভিষিচ্য স্বয়ং ভবন এবোর্ব্বরিতশরীরমাত্রপরিগ্রহ উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ প্রকীর্ণকেশ আত্মন্যারোপিতাহবনীয়ো ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ প্রবব্রাজ ॥২৮॥

জড়ান্ধমূকবধিরপিশাচোন্মাদকবদবধূতবেশোঽভিভাষ্যমাণোঽপি জনানাং গৃহীতমৌনব্রতস্তূষ্ণীংবভূব ॥২৯॥

তত্র তত্র পুরগ্রামাকরখেটবাটখর্ব্বটশিবিরব্রজঘোষসার্থগিরিবনাশ্রমাদিষ্বনুপথমবনিচরাপসদৈঃ পরিভূয়মানো মক্ষিকাভিরিব বনগজস্তর্জ্জনতাড়নাবমেহনষ্ঠীবনগ্রাবশকৃদ্রজঃপ্রক্ষেপপূতিবাতদুরুক্তৈস্তদবিগণয়ন্নেবাসৎসংস্থান এতস্মিন্ দেহোপলক্ষণে সদপদেশ উভয়ানুভবস্বরূপেণ স্বমহিমাবস্থানেনাসমারোপিতাহং মমাভিমানত্বাদবিখণ্ডিতমনাঃ পৃথিবীমেকচরঃ পরিবভ্রাম ॥৩০॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! মহানুভব পরম সুহৃৎ ভগবান্ ঋষভদেব, যদিও আপনার পুত্রগণ স্বয়ং শিক্ষিত ছিলেন, তথাপি লোকদিগের অনুশাসনার্থ তাঁহাদিগকে ঐ প্রকার উপদেশ দিয়া আপনি উপশমশীল উপরতকর্ম্মা মহামুনিদিগের ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্যলক্ষণ পারমহংস্য ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার মানসে আপনার শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পরম ভাগবত ভরতকে অবনীতল পরিপালনের নিমিত্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, পরে তাঁহার শরীরমাত্র পরিগ্রহ অবশিষ্ট ছিল, অতএব উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর ও বিমুক্তকেশ হইয়া আহবনীয় অগ্নি আপনাতেই সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৮

জনগণ কর্ত্তৃক অভিভাষ্যমাণ হইলেও তিনি জড়, মুক, অন্ধ, বধির, পিশাচ অথবা উন্মত্তের ন্যায় অবধূতবেশে মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া তুষ্ণীম্ভূত থাকিতেন। ২৯

তিনি এই প্রকারে একাকী পৃথিবী পর্য্যটন করেন, পুর গ্রাম আকর (খনি), খেট (কৃষকপ্রধান গ্রাম), বাট (পুষ্পবাটিকা) খর্ব্বট, বিশিষ্ট গ্রাম, শিবির (সেনানিবাসস্থান), ব্রজ (গোস্থান), ঘোষ (গোপস্থান), সার্থ (পান্থদিগের সম্মিলন স্থান), পর্ব্বত, বন, এবং আশ্রম ইত্যাদি যে সকল স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানে পথে মক্ষিকাগণ যেমন বন্য হস্তীকে ব্যাকুল করে, তাহার ন্যায় দুরাত্মা জনগণ ভয়প্রদর্শন, তাড়ন, গাত্রে মূত্র ও শ্লেষ্মা ত্যাগ, প্রস্তর, বিষ্ঠা ও ধূলি প্রক্ষেপ, সম্মুখে অধোবায়ু ত্যাগ এবং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা নানাপ্রকারে তাঁহাকে অভিভূত করিতে লাগিলেও তিনি সে সকল কিছুই গণনা (গ্রাহ্য) করিতেন না, যেহেতু মিথ্যাময় এই সংসার—যাহা নামমাত্রে সৎ, ইহাতে সৎ ও অসতের অনুভবস্বরূপ স্বীয় মহিমায় যে অবস্থান, তাহার দ্বারা তাঁহার (আমি ও আমার) এইরূপ অভিমান দূরীভূত হইয়াছিল, অতএব কিছুতেই তাঁহার মনোমধ্যে বিকার জন্মাইতে পারে নাই। ৩০

অতিসুকুমারকর-চরণোরঃস্থল-বিপুলবাহ্বংসযুগলবদনাদ্যবয়ববিন্যাসঃ প্রকৃতিসুন্দরস্বভাবহাস-সুমুখো নবনলিনদলায়মান-শিশিরতারারুণায়তনয়নরুচিরঃ সদৃশসুভগকপোলকর্ণকণ্ঠনাসো নিগূঢ়-স্মিতবদনমহোৎসবেন পুরবনিতানাং মনসি কুসুমশরাসনমুপদধানঃ পরাগবলম্বমান-কুটিল-জটিল-কপিশকেশ-ভূরিভারোঽবধূত-মলিন-নিজশরীরেণ গ্রহগৃহীত ইবাদৃশ্যত ॥৩১॥

যর্হি বাব স ভগবান্ লোকমিমং যোগস্যাদ্ধা প্রতীপমিবাচক্ষাণস্তৎপ্রতিক্রিয়াকর্ম্ম বীভৎসিত-মিতি ব্রতমাজগরমাস্থিতঃ শয়ান এবাশ্নাতি পিবতি খাদত্যবমেহতি হদতি স্ম চেষ্টমান উচ্চরিত আদিগ্ধোদ্দেশঃ ॥৩২॥

তস্য হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধ্যবায়ুস্তং দেশং দশযোজনং সমন্তাৎ সুরভিং চকার ॥৩৩॥

এবং গোমৃগকাকচর্য্যয়া ব্রজংস্তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানঃ কাকমৃগগোচরিতঃ পিবতি খাদত্যব-মেহতি স্ম ॥৩৪॥

ইতি নানাযোগচর্য্যাচরণো ভগবান্ কৈবল্যপতির্ঋষভোঽবিরতপরমমহানন্দানুভব আত্মনি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে ভগবতি বাসুদেব আত্মনোঽব্যবধানানন্তরোদরভাবেণ সিদ্ধসমস্তার্থ-পরিপূর্ণো যোগৈশ্বর্য্যাণি বৈহায়সমনোজবান্তর্দ্ধানপরকায়প্রবেশদূরগ্রহণাদীনি যদৃচ্ছয়োপগতানি নাঞ্জসা নৃপ হৃদয়েনাভ্যনন্দৎ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
ঋষভদেবানুচরিতে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

তাঁহার কর, চরণ, বক্ষঃস্থল, বিশাল বাহুযুগল ও বদনাদি অবয়ব অতিশয় সুকুমার ছিল,তিনি স্বভাবতই সুন্দর, এবং স্বভাবসিদ্ধ হাস্য দ্বারা সুন্দর মুখ, নব-নলিনদলবৎ সন্তাপহর তারকাযুক্ত অরুণবর্ণ আয়ত নয়ন দ্বারা মনোহর, অনূ্যনাধিক ও সুভগ কপোল, কর্ণকণ্ঠনাসিকাশালী, নিগূঢ় হাস্যযুক্ত বদনবিভ্রম দ্বারা পুরবনিতাগণের হৃদয়মধ্যে কুসুমশরকে উদ্দীপিতকারী অগ্রভাগে কপিশবর্ণ জটাযুক্ত কুটিললম্বিত কেশ-কলাপ সেই ঋষভ দেব অবধূত মলিন নিজ শরীর দ্বারা গ্রহগৃহীতের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৩১

অনন্তর ভগবান্ ঋষভদেব যখন দেখিলেন, লোক সকল তাঁহার যোগের প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি ঐ সকলের প্রতি ক্রিয়াকরণ নিতান্ত ঘৃণার বিষয় বিবেচনা করিয়া 'আজগর' ব্রত অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ একস্থানে থাকিয়া আহার, পান, চর্ব্বণ ও মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে বিষ্ঠালিপ্ত হইয়াছিল। ৩২

তাঁহার পুরীষভারের সুরভি গন্ধ দ্বারা সৌগন্ধ-যুক্ত বায়ু চতুর্দ্দিকে দশ যোজন স্থান ব্যাপিয়া গন্ধে আমোদিত করিয়াছিল। (ভগবান্ ঋষভদেব যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া) গো, মৃগ, কাক তুল্য আচরণ দ্বারা কখন যাইতে যাইতে, কখন অবস্থিতি বা উপবেশন করিতে করিতে পান-ভোজন ও মল-মূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন; ফলত, গো, মৃগ কিম্বা কাকতুল্য তাঁহার আচরণ হইয়াছিল। ৩৩-৩৪

হে নৃপ! ভগবান্ কৈবল্যপতি ঋষভদেব এইরূপ নানাবিধ যোগচর্য্যা দ্বারা অবিরত পরম মহানন্দানুভব করিতেন এবং সর্ব্বভূতের আত্মা আত্মভূত ভগবান্ বাসুদেবে নিজের অভেদ নিবন্ধন অন্য লোকের ন্যায় মধ্যে দেহোপাধি ব্যবধান না থাকায় স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত ফলে পরিপূর্ণ ছিলেন। অতএব যদৃচ্ছালব্ধ খেচরত্ব, মনোজবত্ব (মনের তুল্য দেহের বেগ), অন্তর্দ্ধান, পরকায় প্রবেশ এবং দূরদর্শন প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্যকে তিনি বস্তুতঃ মনের দ্বারাও অভিনন্দন করেন নাই। ৩৫

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

ন নূনং ভগব আত্মারামাণাং যোগসমীরিতজ্ঞানাবভর্জ্জিতকর্ম্মবীজানামৈশ্বর্য্যানি পুনঃ ক্লেশদানি ভবিতুমর্হন্তি যদৃচ্ছয়োপগতানি ॥১॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

সত্যমুক্তং কিন্ত্বিহ বা একে ন মনসোঽদ্ধা বিশ্রম্ভমনবস্থানস্য শঠকিরাত ইব সঙ্গচ্ছন্তে ॥২॥

তথা চোক্তম্—

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে। যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপ ঐশ্বরম্ ॥৩॥
নিত্যং দদাতি কামস্য চ্ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ। যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী ॥৪॥
কামো মন্যুর্মদো লোভঃ শোকমোহভয়াদয়ঃ। কর্ম্মবন্ধশ্চ যন্মূলঃ স্বীকুর্য্যাৎ কো নু তদ্বুধঃ ॥৫॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ভগবন্! যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহাদের যোগ দ্বারা উদ্দীপিত জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্মবীজ রাগাদি দগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহাদের নিকট যদৃচ্ছাক্রমে যোগৈশ্বর্য্য সকল উপস্থিত হইলেও উহারা ক্লেশপ্রদ হইতে পারে না, তবে কেন ভগবান্ ঋষভদেব যদৃচ্ছায় উপস্থিত ঐ সকল যোগৈশ্বর্য্যকে অভিনন্দন করেন নাই? ১

শুকদেব বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, কিন্তু কতকগুলি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চঞ্চল মনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন না। যেমন ধূর্ত্ত ব্যাধ মৃগ ধৃত হইলেও তাহাতে বিশ্বাস করে না, অথবা মৃগগণ যেমন শঠ কিরাতকে বিশ্বাস করে না, সেইরূপ। ২

অতএব পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, মন চঞ্চল থাকিতে কুত্রাপি কাহারও সহিত সখ্য করা বিধেয় নহে। কারণ, ঐরূপ মনকে বিশ্বাস করায় মহাদেবেরও চিরকালের সঞ্চিত তপস্যা বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে বিনষ্ট হইয়াছিল। ৩

হে রাজন্! যে যোগী প্রতিনিয়ত মনকে বিশ্বাস করিয়া কামের অবকাশ প্রদান করে, তাহার পর যাহারা শত্রু—ক্রোধাদি তাহাদের অবকাশ প্রদান করে, মন তাহাকে যোগ হইতে ভ্রষ্ট করে, যেমন ব্যভিচারিণী পত্নী, উপপতিকে আসিবার অবকাশ দিয়া কৃতবিশ্বাস পতির বিনাশসাধন করে, সেইরূপ। ৪

হে রাজন্! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শোক, মদ এবং ভয়াদি ও কর্ম্মবন্ধ সকল যাহার জন্য হয়, সেই মনকে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার বশীকৃত বলিয়া স্বীকার করিবে। ৫

বিবৃতি—যেমন কোন নীচজাতীয় ব্যক্তিকে বারম্বার ধর্ম্মকথা শিক্ষা দিলে এবং সে সাধুভাব ধারণ করিলেও তাহাকে গৃহের ধন-রত্নাদি স্থান দেখাইয়া দিলে সে নিজের স্বভাবজ চৌর্য্যাদি স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যেমন গৃহপতির সর্ব্বনাশ করে, সেইরূপ মন শম-দমাদি দ্বারা শোধিত হইলেও এবং শ্রবণ-মননাদিতে ধৈর্য্য ধারণ করিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিরোধ না করিলে কোন বিষয়ে নিমগ্ন হইয়া বিবেক জ্ঞানাদিকে অপহরণ করিয়া থাকে। এই অধ্যায় হইতে রাজর্ষি ভরতের চরিত্র বলিবেন, তাঁহারও এই রূপ ঘটিয়াছিল এই কথা বলিবেন, তাহারই ইহা ভূমিকা মাত্র। ২

যখন ব্যভিচারিণী জানিতে পারে যে, স্বামী তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছে, তখন সে উপপতিকে অবকাশ দিয়া তদ্দ্বারা পতিকে হত্যা করায়, ইহা যেরূপ, মনকে বিশ্বাস করিলেও যোগীর সেইরূপ যোগভ্রংশ হয়। ৪

অথৈবমখিললোকপালললামো বিলক্ষণৈর্জড়বদবধূতবেশ-ভাষাচরিতৈরবিলক্ষিত-ভগবৎ-প্রভাবো যোগিনাং সাম্পরায়বিধিমনুশিক্ষয়ন্ স্বকলেবরং জিহাসুরাত্মন্যাত্মানমসংব্যবহিতমনর্থান্তর-ভাবেণ নিরীক্ষ্যমাণ উপরতানুবৃত্তিরুপররাম ॥৬॥

তস্য হ বা এবং মুক্তলিঙ্গস্য ভগবত ঋষভস্য যোগমায়াবাসনয়া দেহ ইমাং জগতীমভিমানা-ভাসেন সংক্রমমাণঃ কোঙ্কবেঙ্কটকুটকান্ দক্ষিণকর্ণাটকান্ দেশান্ যদৃচ্ছয়োপগতঃ কুটকাচলোপ-বন আস্যে কৃতাশ্মকবল উন্মাদ ইব মুক্তমূর্দ্ধজোঽসংবীত এব বিচচার ॥৭॥

অথ সমীরবেগবিধূতবেণুবিকর্ষণজাতোগ্রদাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ ॥৮॥

যস্য কিলানুচরিতমুপাকর্ণ্য কোঙ্কবেঙ্কটকুটকানাং রাজাঽর্হন্নামোপশিক্ষ্য কলাবধর্ম্ম উৎকৃষ্য-মাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধর্ম্মপথমকুতোভয়মপহায় কুপথপাষণ্ডমসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দং সম্প্রবর্ত্তয়িষ্যতে ॥৯॥

ভগবান্ ঋষভদেব যদিও অখিল লোকপালদিগের শিরোভূষণস্বরূপ, তথাপি তাঁহার সঙ্গে একটিও অনুচর ছিল না, অবধূতের ন্যায় নানা বেশ, নানা ভাষা ও নানা আচার অবলম্বন করাতে তন্নিষ্ঠ ভগবৎ-প্রভাবও লক্ষিত হইল না, তিনি ঐরূপে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া কি প্রকারে দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা যোগীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিজ কলেবর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন ; অতএব আত্মাতেই সাক্ষাৎ অবস্থিত পরমাত্মাকে আপনার সহিত অভেদরূপে অবলোকন করিয়া দেহাভিমান হইতে উপরত হইলেন। ৬

এইরূপে দেহাভিমানশূন্য সেই ভগবান্ ঋষভদেবের দেহ যোগমায়া ও বাসনা দ্বারা এই পৃথিবী অভিমানাভ্যাসবশে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কূটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে যদৃচ্ছাক্রমে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেখানে কূটকাচলের উপবনে তিনি কোন বাসনায় কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড লইয়া মুখের মধ্যে দিলেন, পরে উন্মত্তের ন্যায় মুক্তকেশ হইয়া নগ্ন দেহেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৭

অনন্তর বায়ুবেগে সেই উপবনের বেণু সকল অতিশয় কম্পিত হইল, তাহাদের পরস্পর ঘর্ষণে ভয়ানক দাবানল উৎপন্ন হইয়া ঐ বনকে সর্ব্বতো-ভাবে গ্রাস করিয়া তাঁহার দেহের সহিত দগ্ধ করিয়াছিল। ৮

(ঋষভদেব যে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বলিতেছেন) যে ঋষভদেবের আচরণ শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক বেঙ্কট কুটকাচলের আর্হৎনামা রাজা উহা শিক্ষা করিয়া কলিকালে নিজের ধর্ম্ম-পথ অকুতোভয়ে ত্যাগ করিবেন, এবং স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা পাষণ্ডরূপ কুপথ প্রবর্ত্তন করাইবেন, কারণ, কলিতে অধর্ম্মই হইয়া উঠিবে, অতএব ভবিতব্য অর্থাৎ প্রাণীদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল দ্বারা ঐ রাজার মতি মোহিত হইবে। ৯

বিবৃতি—ঋষভদেব মনোদ্বারা অভিমান ত্যাগ করিলেও কোন সংস্কারবলে তাঁহার দেহ চলিত, যেমন কুম্ভকারের চক্র, কুম্ভকার ঐ চক্র কিছু কাল ঘুরাইয়া বন্ধ করিয়া দিলেও সে যেমন কিছুকাল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া থাকে, সেইরূপ অভিমানাভ্যাস দ্বারা সেই জীবন্মুক্তদিগের গমনাদি অবিদ্যা বাসনা দ্বারা হইয়া থাকে। এই স্থলে তদপেক্ষায় বিশেষ এই যে, যোগমায়া দ্বারা দেহ চলিত। ৮

যেন হ বাব কলৌ মনুজাপসদা দেবমায়াবিমোহিতাঃ স্ববিধিনিয়োগ-শৌচচারিত্র-বিহীনা দেবহেলনান্যপব্রতানি নিজনিজেচ্ছয়া গৃহ্ণানা অস্নানানাচমনাশৌচকেশোল্লুঞ্চনাদীনি কলিনাঽধর্ম্ম-বহুলেনোপহতধিয়ো ব্রহ্মব্রাহ্মণযজ্ঞপুরুষলোকবিদূষকাঃ প্রায়েণ ভবিষ্যন্তি ॥১০॥

তে চ হ্বর্ব্বাক্তনয়া নিজলোকযাত্রয়াঽন্ধপরম্পরয়াশ্বস্তাস্তমস্যন্ধে স্বয়মেব প্রপতিষ্যন্তি ॥১১॥

অয়মবতারো রজসোপপ্লুত-লোক-কৈবল্যোপশিক্ষণার্থঃ ॥১২॥

তস্যানুগুণান্ শ্লোকান্ গায়ন্তি—

অহো ভুবঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা দ্বীপেষু বর্ষেষ্বধিপুণ্যমেতৎ।
গায়ন্তি যত্রত্যজনা মুরারেঃ কর্ম্মাণি ভদ্রাণ্যবতারবন্তি ॥১৩॥
অহো নু বংশো যশসাবদাতঃ প্রৈয়ব্রতো যত্র পুমান্ পুরাণঃ।
কৃতাবতারঃ পুরুষঃ স আদ্যশ্চচার ধর্ম্মং যদকর্ম্মহেতুম্ ॥১৪॥
কো ন্বস্য কাষ্ঠামপরোঽনুগচ্ছেন্মনোরথেনাপ্যভবস্য যোগী।
যো যোগমায়াঃ স্পৃহয়ত্যুদস্তা হ্যসত্তয়া যেন কৃতপ্রযত্নাঃ ॥১৫॥

হে রাজন্! যাহার ফলে এই কলিযুগে নিকৃষ্ট মানবগণ, দেবমায়ায় বিমূঢ় হইয়া নিজের বিধি, নিয়োগ, শৌচ, আচার, চারিত্র্যবিহীন হইবে এবং নিজ নিজ ইচ্ছায় দেবগণকে অবজ্ঞা, অস্নান, অনাচমন, অশৌচ অথবা কেশমুণ্ডন প্রভৃতি নিকৃষ্ট ব্রত গ্রহণ করিবে। অধর্ম্মবহুল কলি দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞপুরুষ ও লোক-বিদূষক (নিন্দক) প্রায়শঃ হইবে। ১০

তাহারা অন্ধপরম্পরাক্রমে প্রবর্ত্তিত অবেদমূলক স্বেচ্ছাচারপ্রসূত নিজ লোকযাত্রায় আশ্বস্ত হইয়া আপনা হইতেই ঘোর নরকে পতিত হইবে। ১১

(এই অনর্থকারী ঋষভাবতার কেন হইল, এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন) এই ঋষভাবতার, রজো-গুণ দ্বারা উপপ্লুত জনগণের মোক্ষমার্গ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ তাহার গুণবর্ণন পূর্ব্বক বহু শ্লোক গান করিয়া থাকেন। ১২

সপ্ত-সাগরযুক্ত পৃথিবীর দ্বীপ সকল মধ্যে যে বর্ষ-সকল, তন্মধ্যে এই ভারতবর্ষ পুণ্যবান্ দেশ। যেহেতু, এই ভারতবর্ষবাসী জনগণ ভগবান্ মুরারির অবতারযুক্ত কর্ম্মসকল সর্ব্বদা গান করিয়া থাকে। ১৩

অহো! প্রিয়ব্রতের বংশ যশঃ দ্বারা অতিশয় শুদ্ধ (কিম্বা উজ্জ্বল) হইয়াছে। যেহেতু, পুরাণ আদিপুরুষ ভগবান্ তাঁহার বংশে অবতীর্ণ হইয়া মোক্ষজনক ধর্ম্ম আচরণ করিয়া গিয়াছেন। ১৪

অন্য কোন যোগী মনোরথ দ্বারাও ইঁহার—যিনি অজ, তাঁহার অনুগামী অর্থাৎ ইনি যে দিকে গিয়াছেন, তাঁহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে? অর্থাৎ কেহই সমর্থ হইবে না; কারণ, তিনি অবস্তু বলিয়া যে সকল যোগমায়া অর্থাৎ সিদ্ধি উপেক্ষা করিয়াছেন, অন্য যোগীরা তাহা পাইবার জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন। ১৫

ইতি হ স্ম সকলবেদলোকদেবব্রাহ্মণগবাং পরম-গুরোর্ভগবত ঋষভাখ্যস্য বিশুদ্ধাচরিত-মীরিতং পুংসাং সমস্তদুশ্চরিতাভিহরণম্। পরমমহামঙ্গলায়নমিদমনুশ্রদ্ধয়োপচিতয়ানু-শৃণোত্যাশ্রাবয়তি বাহবহিতো ভগবতি তস্মিন্ বাসুদেব একান্ততো ভক্তিরনয়োরপি সমনু-বর্ত্ততে ॥১৬॥

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধবৃজিনসংসারপরিতাপোপতপ্যমানমনুসবনং স্নাপ-য়স্তস্তয়ৈব পরয়া নির্ব্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ ॥১৭॥

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥১৮॥

নিত্যানুভূতনিজলাভনিবৃত্ততৃষ্ণঃ শ্রেয়স্যতদ্রচনয়া চিরসুপ্তবুদ্ধেঃ।
লোকস্য যঃ করুণয়াহভয়মাত্মলোকমাখ্যন্নমো ভগবতে ঋষভায় তস্মৈ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবানুচরিতং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হে রাজন্! ভগবান্ ঋষভদেব লোক, বেদ, দেব, ব্রাহ্মণ এবং গোসকলের পরমগুরু, তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের মধ্যে যাহা কথিত হইল, তাহা পুরুষদের সমস্ত দুশ্চরিত্রের অপহারী এবং পরম মহৎ মঙ্গলের নিকেতন, যে ব্যক্তি অবহিত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে তাহা শ্রবণ করে অথবা শ্রবণ করায়, তাহাদের দুই জনেরই সেই ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তি অনুবৃত্তা হয়। যে ভক্তিতে পণ্ডিতগণ অবিরত বিবিধ পাপরূপ সংসারতাপে সন্তপ্ত আত্মাকে স্নান করাইয়া তাহা দ্বারা পরম নির্বৃতি লাভ করেন এবং বিনা প্রার্থনায় ভগবানের অনুগ্রহে আপনা হইতে উপস্থিত পরম পুরুষার্থ মুক্তিকেও আদর করেন না, কারণ, তাঁহারা ভগবানের দান বলিয়া সকল পুরুষার্থই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৬-১৭

হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের এবং যদুদিগের পতি অর্থাৎ পালক, গুরু (উপদেষ্টা), দৈব (উপাস্য), প্রিয়, কুলের নিয়ন্তা এবং কদাচিৎ দৌত্যাদি কার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন, হে মহারাজ! ভগবান্ তোমাদের প্রতি এইরূপ আছেন, এবং যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তাহাদিগকে মুক্তিও দান করেন কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ কখনও কাহাকেও দেন না। ১৮

নিত্য অনুভূত নিজ লাভ দ্বারা যাঁহার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি দেহাদ্যর্থচেষ্টা দ্বারা শ্রেয়োবিষয়ে চিরসুপ্ত লোক সকলের প্রতি করুণা করিয়া অভয় পদ আত্মস্বরূপ বলিয়া-ছিলেন, সেই ভগবান্ ঋষভদেবকে নমস্কার করি। ১৯

বিবৃতি—ঋষভোপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া নমস্কার করিতেছেন। ঋষভদেব নিত্য আত্মানুভূতিলাভে তৃষ্ণারহিত থাকিলেও অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও যে সকল লোক দেহাদির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকায় আত্মতত্ত্বানুশীলনে চিরনিদ্রিত অর্থাৎ যাহারা সংসারদুঃখ নিবৃত্তির জন্য কোন দিন ভাবে না, তাহাদের প্রতি করুণা করিয়া আত্মস্বরূপ বলিয়াছিলেন, সুতরাং পরমকারুণিক সেই ঋষভদেবকে নমস্কার করি। ১৯

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ভরতস্তু মহাভাগবতো যদা ভগবতাবনিতলপরিপালনায় সঞ্চিন্তিতস্তদনুশাসনপরঃ পঞ্চজনীং বিশ্বরূপদুহিতরমুপযেমে ॥১॥

তস্যামু হ বা আত্মজান্ কাৎস্ন্যেনানুরূপানাত্মনঃ পঞ্চ জনয়ামাস ভূতাদিরিব ভূতসূক্ষ্মাণি ॥২॥

সুমতিং রাষ্ট্রভৃতং সুদর্শনমাবরণং ধূম্রকেতুমিতি। অজনাভং নামৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যত আরভ্য ব্যপদিশন্তি ॥৩॥

স চ বহুবিন্মহীপতিঃ পিতৃপিতামহবদুরুবৎসলতয়া স্বে স্বে কর্ম্মণি বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তমানঃ পর্য্যপালয়ৎ ॥৪॥

ঈজে চ ভগবন্তং যজ্ঞক্রতুরূপং ক্রতুভিরুচ্চাবচৈঃ শ্রদ্ধয়াহৃতাগ্নিহোত্র-দর্শ-পূর্ণমাস-চাতুর্ম্মাস্য-পশু-সোমানাং প্রকৃতিবিকৃতিভিরনুসবনং চাতুর্হোত্রবিধিনা ॥৫॥

সম্প্রচরৎসু নানাযাগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষ্বপূর্ব্বং যৎ তৎ ক্রিয়াফলং ধর্ম্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্ব্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎ কর্ত্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্যমৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্য্যুভির্গৃহ্যমানেষু স যজমানো যজ্ঞভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ কর্ত্তৃক মহাভাগবত ভরত যখন পৃথিবী পরিপালনের নিমিত্ত চিন্তা লাভ করেন, তখনই তাঁহার অনুশাসন ক্রমে বিশ্বরূপদুহিত পঞ্চজনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১

অহঙ্কার যেমন পঞ্চতন্মাত্রকে সৃষ্টি করে, সেইরূপ তিনিও সেই পঞ্চজনীতে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। উহাদের নাম সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু। এই বর্ষ অজনাভ নামে পূর্ব্বে খ্যাত বর্ষ ছিল, যাহার সময় হইতে ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হয়। ২-৩

সেই সর্ব্বজ্ঞ স্বধর্ম্মানুবর্ত্তনকারী রাজা ভরত, পিতা ও পিতামহের ন্যায় অতিশয় প্রজাবৎসলতা প্রযুক্ত স্ব স্ব কর্ম্মে বর্ত্তমান প্রজাগণকে পরিপালন করিয়াছিলেন। যজ্ঞ ও যজ্ঞরূপী ভগবান্‌কে রাজা ভরত মহা ক্রতু সকল দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে আরাধনা করিয়াছিলেন; আহৃত অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য পশুযাগ ও সোমযাগ সকলের সকলাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ অনুষ্ঠান দ্বারা এবং চাতুর্হোত্র বিধানানুসারে ঐ যজ্ঞ সকল করিয়াছিলেন। ৪-৫

হে রাজন্! অঙ্গক্রিয়ার অনুষ্ঠানযুক্ত নানাবিধ যজ্ঞ সকল যখন প্রবৃত্ত হইত এবং ঋত্বিক্‌গণ-প্রক্ষেপার্থ হবিগ্রহণ করিতেন, তখন যজমান ঐ রাজা ভরত তত্তদনুষ্ঠান জন্য যে অপূর্ব্ব অর্থাৎ ঐ সকল ক্রিয়ার ফল ও যাহার নাম ধর্ম্ম, তাহা পরব্রহ্ম ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বাসুদেবেই বর্ত্তমান আছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া যজ্ঞভাগহারী সূর্য্যাদি দেবগণকে ঐ বাসুদেবের চক্ষুরাদি অবয়বে ধ্যান করিতেন। ভরতের এই আত্মনৈপুণ্যে অচিরেই রাগাদি ক্ষীণ হইয়াছিল। ৬

বিবৃতি—নিজ নামে বিখ্যাত হওয়ায় ভরত যে অতিশয় ধার্ম্মিক ও গুণবান্ ছিলেন, তাহাই সূচিত হইয়াছে। ৩

স্বাধিকারানুরূপ আহৃত অগ্নিহোত্রাদি দ্বিবিধ—সকলাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ, ভরত উভয়রূপেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ শব্দে যাহাতে যূপ নাই এবং ক্রতু শব্দে যাহাতে যূপ আছে তাহা বুঝায়। 'অনুসবনং' এই পর্য্যন্ত অথবা চাতুর্হোত্র বিধিনা এই পর্য্যন্ত গদ্যের ছেদ বুঝিতে হইবে। ৫

রাজা ভরত যাগাদি জন্য অপূর্ব্ব যে বাসুদেবে

এবং কর্ম্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষ-রূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালারিদরগদাদিভিরুপলক্ষিতে নিজপুরুষহৃল্লিখিতেনাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়াঽজায়ত ॥৭॥

এবং বর্ষাযুতসহস্রপর্য্যন্তাবসিতকর্ম্মনির্ব্বাণাবসরোঽধি ভুজ্যমানং স্বতনয়েভ্যো রিকৃথং পিতৃপৈতামহং যথাদায়ং বিভজ্য স্বয়ং সকলসম্পন্নিকেতাৎ স্বনিকেতাৎ পুলহাশ্রমং প্রবব্রাজ ॥৮॥

যত্র হ বাব ভগবান্ হরিরদ্যাপি তত্রত্যানাং নিজজনানাং বাৎসল্যেন সন্নিধাপ্যত ইচ্ছা-রূপেণ ॥ ৯ ॥

যত্রাশ্রমপদান্যুভয়তোনাভিভির্দৃষচ্চক্রৈশ্চক্রনদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্ব্বতঃ পবিত্রী-করোতি ॥ ১০ ॥

তস্মিন্ বাব কিল স একলঃ পুলহাশ্রমোপবনে বিবিধকুসুমকিশলয়তুলসিকাম্বুভিঃ কন্দমূল-ফলোপহারৈশ্চ সমীহমানো ভগবত আরাধনং বিবিক্ত উপরতবিষয়াভিলাষ উপসংভৃতোপশমঃ পরাং নির্ব্বৃতিমবাপ ॥১১॥

এবম্ভূত কর্ম্মবিশুদ্ধি দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব রাজা—ভরতের হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত আকাশ যাঁহার অভি-ব্যক্তির স্থান এবং যিনি মহাপুরুষাকার ও শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, শঙ্খ, চক্র, গদাদি দ্বারা শোভমান, নিজ পার্ষদ নারদাদিহৃদয়ে চিত্রতুল্য নিশ্চল পুরুষ-রূপে আপনা হইতেই দেদীপ্যমান, সেই পরমপুরুষ পরমব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবে অনুদিন বর্দ্ধিতবেগা মহতী ভক্তি জন্মিয়াছিল। ৭

হে রাজন্! রাজর্ষি ভরত আপনার রাজ্য ভোগাদৃষ্ট সমাপ্তির কাল সহস্র অযুত বৎসর পর্য্যন্ত অবধারিত করিয়াছিলেন, সেই কাল ঐ প্রকারে যাপিত হইলে পিতৃ-পিতামহ ধন যাহা অধিকার করিয়া তিনি ভোগ করিতেছিলেন, তাহা যথাশাস্ত্র আপনার সন্তানগণমধ্যে বিভাগ করিয়াছিলেন, পরে সকল সম্পত্তির নিকেতন নিজালয় হইতে পুলহাশ্রমে (হরিক্ষেত্রে) গিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। ৮

হে রাজন্! যে ক্ষেত্রে (বিদ্যাধর কুণ্ডে) ভগবান্ অদ্যাপি তত্রত্য নিজ জনের (ভক্তগণের) প্রতি বাৎসল্য নিবন্ধন ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তিতে সন্নিহিত হইয়া রহিয়াছেন। ৯

যে স্থানের উভয় দিকে সরিৎশ্রেষ্ঠা গণ্ডকী নদী শিলামধ্যগত চক্র দ্বারা আশ্রমস্থান সকলকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিতেছেন, সেই সকল শিলার এমন আশ্চর্য্য গঠন যে, উহাদের প্রত্যেকের উপরে ও অধোদিকে নাভি বিদ্যমান আছে। ১০

হে রাজন্! সেই পুলহাশ্রমের উপবনে মহাত্মা ভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী, জল এবং ফলমূলাদি উপকরণ প্রদানপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন, তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহার বিষয়াভিলাষ উপরত ও শমগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। ১১

ভাবনা করিতেন, তাহার কারণ—তত্তদ্দেবতা-প্রকাশক মন্ত্র সকলের মধ্যে যে ইন্দ্রাদি দেবতা আছে, তিনি তাহাদের নিয়ামক, অতএব তিনিই পরম দেবতা। ঐই অপূর্ব্ব সম্বন্ধে দুইটি পক্ষ আছে, মীমাংসকগণ বলেন—কর্ম্মানুষ্ঠান সমকালেই সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন ফল অপূর্ব্ব, অথবা কালান্তরে ফলোৎপাদিকা কর্ম্মশক্তি। মীমাংসা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে—

'যাগাদেব ফলং তদ্ধি শক্তিদ্বারেণ সিধ্যতি।
সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মকং বাপি ফলমেবোপজায়তে।' ইতি। ৬

তয়েত্থমবিরতপুরুষপরিচর্য্যয়া ভগবতি প্রবর্দ্ধমানানুরাগভরদ্রুতহৃদয়শৈথিল্যঃ প্রহর্ষবেগেণাত্মন্যুদ্ভিদ্যমানরোমপুলককুলক ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবৃত্তপ্রণয়বাষ্পনিরুদ্ধাবলোকনয়ন এবং নিজরমণারুণচরণারবিন্দানুধ্যানপরিচিতভক্তিযোগেন পরিপ্লুতপরমাহ্লাদগম্ভীরহৃদয়হ্রদাবগাঢ়ধিষণস্তামপি ক্রিয়মাণাং ভগবৎসপর্য্যাং ন সস্মার ॥১২॥

ইত্থং ধৃতভগবদ্‌ব্রত ঐণেয়াজিনবাসসানুসবনাভিষেকার্দ্রকপিশকুটিলজটাকলাপেন চ বিরোচমানঃ সূর্য্যবর্চ্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে সূর্য্যমণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদুহোবাচ ॥১৩॥

পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান।
স্বরেতসাদঃ পুনরাবিশ্য চষ্টে হংসং গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ ॥১৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ভরতচরিতে ভগবৎপরিচর্য্যায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

হে রাজন্! অবিরত এইরূপ পরমপুরুষ-পরিচর্য্যা দ্বারা ভগবানে প্রবর্দ্ধমান অনুরাগে রাজর্ষি ভরতের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল, সুতরাং আর কোন উদ্যম ছিল না, প্রহর্ষবেগে ভরতের শরীরে রোমাঞ্চ সকল উদ্ভিন্ন হইল আর ঔৎসুক্যবশে প্রেমাশ্রু প্রবৃত্ত হইয়া নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি নিরুদ্ধ হইল, এই প্রকার নিজ প্রিয়তমের অরুণবর্ণ চরণারবিন্দ ধ্যানে বর্দ্ধিত ভক্তিযোগ দ্বারা সর্ব্বতোব্যাপ্ত পরমানন্দ গভীর হৃদয়হ্রদে তাঁহার বুদ্ধি নিমগ্ন হইয়াছিল; সুতরাং তিনি যে প্রতিনিয়ত ভগবানের পূজা করিতেন, তাহাও তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ১২

হে মহারাজ! এইরূপ ভগবদ্‌ব্রতধারী ভরত, মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা, স্নানজলে আর্দ্র কপিশবর্ণ কুটিল জটাকলাপ দ্বারা দীপ্তিমান্ ছিলেন, এবং সূর্য্যার্ঘ্য দান দ্বারা ভগবান্ হিরণ্ময় পুরুষকে সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যমণ্ডলে উপাসনা করিতে করিতে এই কথা বলিতেন। ১৩

প্রকৃতির পর শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সূর্য্যদেবের সেই ভর্গ অর্থাৎ তাঁহার আত্মস্বরূপ তেজঃ, আমাদিগের কর্ম্মফল দান করে, যেহেতু তাঁহা হইতে মনের দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, এবং স্বসৃষ্ট বিশ্বের সর্ব্বত্র অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া আপনার চিৎশক্তি দ্বারা পালনাকাঙ্ক্ষী জীবগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; অতএব আমরা বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক সেই ভর্গেরই শরণাপন্ন হই। ১৪

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

একদা তু মহানদ্যাং কৃতাভিষেকনৈয়মিকাবশ্যকো ব্রহ্মাক্ষরমভিগৃণানো মুহূর্ত্তত্রয়মুদকান্ত উপবিবেশ ॥১॥

তত্র তদা রাজন্ হরিণী পিপাসয়া জলাশয়াভ্যাসমেকৈবোপজগাম ॥২॥

তয়া পেপীয়মান উদকে তাবদেবাবিদূরেণ নদতো মৃগপতেরুন্নাদো লোকভয়ঙ্কর উদপতৎ ॥৩॥

তমুপশ্রুত্য সা মৃগবধূঃ প্রকৃতিবিক্লবা চকিতনিরীক্ষণা সুতরামপি হরিভয়াভিনিবেশব্যগ্রহৃদয়া পারিপ্লবদৃষ্টিরগততৃষা ভয়াৎ সহসৈবোচ্চক্রাম ॥৪॥

তস্যা উৎপতন্ত্যা অন্তর্ব্বত্ন্যা উরুভয়াবগলিতো যোনিনির্গতো গর্ভঃ স্রোতসি নিপপাত ॥৫॥

উৎপ্রসবোৎসর্পণ-ভয়খেদাতুরা স্বগণেন বিযুজ্যমানা কস্যাঞ্চিদ্দর্য্যাং কৃষ্ণসারসতী নিপপাতাথ চ মমার ॥৬॥

তন্ত্বেণকুণকং কৃপণং স্রোতসানূহ্যমানমভিবীক্ষ্যাপবিদ্ধং বন্ধুরিবানুকম্পয়া রাজর্ষির্ভরত আদায় মৃতমাতরমিত্যাশ্রমপদমনয়ৎ ॥৭॥

তস্য হ বা এণকুণক উচ্চৈরেতস্মিন্ কৃতনিজাভিমানস্যাহরহস্তৎপোষণপালনপ্রীণন-লালনানুধ্যানেনাত্মনিয়মাঃ সহযমাঃ পুরুষপরিচর্য্যাদয় একৈকশঃ কতিপয়েনাহর্গণেন বিযুজ্যমানাঃ কিল সর্ব্ব এবোদবসন্ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! একদা ঐ ভরত, মহানদী গণ্ডকীতে স্নান এবং নিত্য-নৈমিত্তিক ও আবশ্যক কর্ম্মসকল সমাপন করিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন, জপকালে ঐ নদীর তীরে তিন মুহূর্ত্ত কাল উপবেশন করিয়াছিলেন। ১

সেই সময়ে একটি হরিণী জলপান করিবার নিমিত্ত সেই জলাশয়ের সমীপে আগমন করিয়াছিল। ২

সেই হরিণী যখন অত্যাসক্তি পূর্ব্বক জলপান করিতেছিল, সেই সময়ে অবিদূরে গর্জ্জনকারী সিংহের লোকভয়ঙ্কর মহানাদ উত্থিত হইয়াছিল। ৩

সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া স্বভাবতঃ ব্যাকুলা সেই মৃগবধূ, সিংহভয়ে ব্যগ্রহৃদয়া পরিভ্রান্তদৃষ্টি হইয়া তৃষ্ণা অপগত না হইলেও সহসা নদী উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল। ৪

সেই গর্ভিণী উল্লম্ফনপরায়ণা হরিণীর গুরুতর ভয়ে বিচলিত যোনিনির্গত গর্ভ নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল। ৫

হে রাজন্! গর্ভপাত, উল্লম্ফন, ভয় ও পরিশ্রমে অতিশয় পীড়িতা, স্বগণবিরহিতা হইয়া ঐ হরিণী কোন একটি পর্ব্বতগহ্বরে নিপতিত ও মৃত হইয়াছিল। ৬

সেই হরিণশিশু স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। সেই বন্ধুহীনকে দেখিয়া রাজা ভরত দয়াপরবশ হইয়া মাতৃহীন হরিণশিশুটিকে গ্রহণ করিয়া আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। ৭

সেই হরিণশিশুতে ক্রমে রাজর্ষি ভরতের 'এ আমার' এই অভিমান হইল, অতএব অহরহঃ তৃণাদি দ্বারা তাহার পোষণ, বৃকাদি হইতে রক্ষণ ও কণ্ডূয়নাদি দ্বারা প্রীতিসম্পাদন এবং চুম্বনাদি দ্বারা লালনাদিতেই তিনি আসক্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহার আপনার নিয়ম (স্নানাদি), যম (অহিংসাদি) এবং ভগবৎপরিচর্য্যা প্রভৃতি প্রতিদিন এক একটি নিবৃত্ত হইয়া কয়েক দিনের মধ্যে সমুদায় উৎসন্ন হইয়া গেল। ৮

অহোবতায়ং হরিণকুণকঃ কৃপণ ঈশ্বররথচরণপরিভ্রমণরয়েণ স্বগণসুহৃদ্বন্ধুভ্যঃ পরিবর্জ্জিতঃ শরণঞ্চ মোপসাদিতো মামেব মাতাপিতরৌ ভ্রাতৃজ্ঞাতীন্ যৌথিকাংশ্চৈবোপেয়ায় নান্যং কঞ্চন বেদ ময্যতিবিস্রব্ধশ্চাতএব ময়া মৎপরায়ণস্য পোষণপালনপ্রীণনলালনমনসূয়ুনানুষ্ঠেয়ং শরণোপেক্ষাদোষ বিদুষা ॥৯॥

নূনং হ্যার্য্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে॥১০॥

ইতি কৃতানুষঙ্গ আসনশয়নাটনস্নানাশনাদিষু সহ মৃগজহুনা স্নেহানুবদ্ধহৃদয় আসীৎ ॥১১॥

কুশকুসুমসমিৎপলাশফলমূলোদকান্যাহরিষ্যমাণো বৃকশালাবৃকাদিভ্যো ভয়মাংশসমানো যদা সহ হরিণকুণকেন বনং সমাবিশতি ॥১২॥

পথিষু চ মুগ্ধভাবেন তত্র তত্র বিষক্তমতিপ্রণয়ভরহৃদয়ঃ কার্পণ্যাৎ স্কন্ধেনোদ্বহতি। এবমুৎসঙ্গ উরসি চাধায়োপলালয়ন্ মুদং পরমামবাপ ॥১৩॥

ক্রিয়ায়ামনির্ব্বর্ত্ত্যমানায়ামন্তরাপ্যুত্থায়োত্থায় যদৈনমভিচক্ষীত তর্হি বাব স বর্ষপতিঃ প্রকৃতিস্থেন মনসা তস্মা আশিষ আশাস্তে স্বস্তি তাদ্বৎস তে সর্ব্বত ইতি ॥১৪॥

অন্যদা ভৃশমুদ্বিগ্নমনা নষ্টদ্রবিণ ইব কৃপণঃ সকরুণমতিতর্ষেণ হরিণকুণকবিরহবিহ্বলহৃদয়সন্তাপস্তমেবানুশোচন্ কিল কশ্মলং মহদভিরম্ভিত ইতিহোবাচ ॥১৫॥

(ভরত এই সকল চিন্তা করিতেন যে,) আহা! এই হরিণশিশু অতি দীন, কালের গতিক্রমে স্বজন-বন্ধু-বান্ধবপরিবর্জ্জিত হইয়া আমারই শরণাগত, এবং আমাতে অতিশয় বিশ্বস্ত হইয়া আমাকেই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও যূথপতি বলিয়া জানে, অতএব মৎপরায়ণ এই হরিণশিশুর পোষণ, পালন, প্রীণন ও লালন এবং শরণাগতের উপেক্ষায় যে দোষ হয়, তাহা যখন আমি জানি, তখন আমার উহা কর্ত্তব্য।৯

নিশ্চয়ই উপশমশীল, দীনবান্ধব, আর্য্য সাধুগণ এইরূপ বিষয়ের নিমিত্ত আপনাদের গুরুতর অর্থও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ১০

এইরূপ কৃতাসক্তি ভরত, হরিণশিশুর সহিত উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজনাদি ব্যাপারে স্নেহবদ্ধহৃদয় হইয়াছিলেন। ১১

কুশ, পুষ্প, যজ্ঞকাষ্ঠ, পত্র, ফল, মূল ও জল আহরণের নিমিত্ত যখন বনে যাইতেন, তখন পাছে বৃক-কুক্কুরাদি আসিয়া ভক্ষণ করে, এই ভয়ে আশঙ্কা করিয়া ঐ শাবককে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিতেন। পথে যাইতে যাইতে মুগ্ধভাবে তাহাতে আসক্তবুদ্ধি রাজা, অতিশয় স্নেহনিবদ্ধচিত্ত হইয়া এক একবার তাহাকে স্কন্ধে লইয়া বহন করিতেন, কখন ক্রোড়ে, কখন বক্ষঃস্থলে রাখিয়া লালন করিতেন এবং তাহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। ১২-১৩

নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত না হইতেই সেই কার্য্যমধ্যে এক একবার উঠিয়া যখন তখন ঐ হরিণশিশুকে দেখিতেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষপতি ভরত প্রকৃতিস্থ মনে উহাকে বৎস! তোমার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। ১৪

যখন হরিণশিশুকে দেখিতে পাইতেন না, তখন কৃপণ ব্যক্তির ধননাশে যেরূপ কাতরতা হয়, সেইরূপ কাতর হইয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশে দয়ার্দ্রচিত্ত রাজা হরিণশিশু-বিরহবিহ্বল হৃদয়ও সন্তপ্ত হইতেন এবং তাহার জন্য অনুশোচনা করিতে থাকিতেন। এবং অতিশয় মোহগ্রস্ত হইয়া এই কথা সকল বলিতেন।১৫

অপি বত স বৈ কৃপণ এণবালকো মৃতহরিণীসুতোঽহহো মমানার্য্যস্য শঠকিরাতমতেরকৃত-সুকৃতস্য কৃতবিস্রম্ভ আত্মপ্রত্যয়েন তদবিগণয়ন্ সুজন ইবাগমিষ্যতি ॥১৬॥

অপি ক্ষেমেণাস্মিন্নাশ্রমোপবনে শষ্পাণি চরন্তং দেবগুপ্তং দ্রক্ষ্যামি ॥১৭॥

অপি চ ন বৃকঃ শালাবৃকোঽন্যতমো বা নৈকচরো (একচরো) বা ভক্ষয়তি ॥১৮॥

নিম্লোচতি হ ভগবান্ সকলজগৎক্ষেমোদয়স্ত্রয্যাত্মাদ্যাপি ন মম মৃগবধুন্যাস আগচ্ছতি ॥১৯॥

অপিস্বিদকৃতসুকৃতমাগত্য মাং সুখয়তি হরিণরাজকুমারো বিবিধরুচিরদর্শনীয়-নিজ-মৃগ-দারক বিনোদৈরসন্তোষং স্বানামপনুদন্ ॥২০॥

ক্ষ্বেলিকায়াং মাং মৃষাসমাধিনামীলিতদৃশং প্রেমসংরম্ভেণ চকিতচকিত আগত্য পৃষদপরুষ-বিষাণাগ্রেণ লুঠতি ॥২১॥

আসাদিতহবিষি বর্হিষি দুষিতে ময়োপালব্ধো ভীতভীতঃ সপদ্যুপরতরাস ঋষিকুমারবদব-হিতকরণকলাপ আস্তে ॥২২॥

কিং বা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যাঽনয়া যদিয়মবনিঃ সবিনয়-কৃষ্ণসার-তনয়তনুতর-সুভগ-শিবতমাখরখুরপদপঙ্‌ক্তিভির্দ্রবিণবিধুরাতুরস্য কৃপণস্য মম দ্রবিণপদবীং সূচয়ন্ত্যাত্মানঞ্চ সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকং দ্বিজানাং স্বর্গাপবর্গকামাণাং দেবযজনং করোতি ॥২৩॥

আহা! সেই হরিণশিশু মৃত হরিণীর সন্তান, অতিশয় দীন, যদিও আমি অনার্য্য, শঠ ও কিরাতের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন, ভাগ্যহীন, তথাপি সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, অতএব সুজনের ন্যায় আপনার বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা আমার অপরাধ গণনা না করিয়া কি আসিবে না? এই আশ্রমোপবনে কোমল তৃণভক্ষণপর, দেবরক্ষিত সেই হরিণশিশুকে কুশলী দেখিতে পাইব কি? ১৬-১৭

বৃক, কুক্কুর অথবা যূথচর শূকরাদি তাহাকে ভক্ষণ করে নাই ত? ১৮

যাহার উদয়ে জগতের মঙ্গল হয়, সেই ভগবান্ বেদস্বরূপ সূর্য্যদেব অস্তমিত হইতেছেন, এখনও সেই মৃগবধূর ন্যাসস্বরূপ মৃগশাবকটি কেন আসিল না? ১৯

আহা! সেই হরিণ রাজকুমার, দর্শনীয় বিবিধ মৃগবালকোচিত বিলাস দ্বারা আত্মীয়গণের খেদ নিবারণ করিতে করিতে আসিয়া পুনর্ব্বার কি আমাকে সুখী করিবে? আমি কোন পুণ্য করি নাই, আমার ভাগ্যে কি এরূপ ঘটিবে? ২০

খেলার সময়ে প্রণয়-কোপবশে মিথ্যা সমাধি দ্বারা নিমীলিতনয়ন আমাকে চকিত চকিতভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া জলকণার ন্যায় আপনার কোমল শৃঙ্গাগ্র দ্বারা স্পর্শ করিত। ২১

কুশের উপর হোমীয় দ্রব্য রক্ষা করিলে সেই মৃগশাবক চাপল্যপ্রযুক্ত ঐ কুশ আকর্ষণপূর্ব্বক কদাচিৎ দূষিত করিত—তখন আমি উহাকে তিরস্কার করিতাম, তাহাতে সে অতিশয় ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঋষিকুমারের ন্যায় সংযতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিত। ২২

(এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া ভরত বাহিরে নির্গত হইয়াছিলেন, তথায় হরিণখুর-চিহ্ন দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন) অরে মন্দভাগ্য ভরত! এই পৃথিবী কত তপস্যা করিয়াছে, (তুমি বৃথা তপস্যার গর্ব্ব কর, তুমি তাদৃশ তপস্যা কর নাই) সে পরম সৌভাগ্যবতী, যেহেতু এই অবনী, বিনীত কৃষ্ণসারতনয়ের ক্ষুদ্রতর সুন্দর মঙ্গলময় কোমল খুরপদচিহ্ন দ্বারা ধনবিরহকাতর দীনতম আমার নিকটে সেই রত্নের পথ প্রকাশ করিয়া দিতেছে এবং নিজেকেও সর্ব্বতোভাবে কৃতকৌতুক স্বর্গাপবর্গকামী দ্বিজগণের যজ্ঞস্থান করিয়াছে। ২৩

অপিস্বিদসৌ ভগবানুডুপতিরেনং মৃগপতিভয়ান্মৃতমাতরং মৃগবালকং স্বাশ্রমপরিভ্রষ্টমনুকম্পয়া কৃপণজনবৎসলঃ পরিপাতি ॥২৪॥

কিংবাত্মজবিশ্লেষজ্বরদবদহনশিখাভিরুপতপ্যমানহৃদয়স্থলনলিনীকং মামুপসৃতমৃগীতনয়ং শিশিরশান্তানুরাগগুণিতনিজবদনসলিলামৃতময়গভস্তিভিঃ স্বধয়তীতি চ ॥২৫॥

এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ। কথমিতরথা জাত্যন্তর এণকুণক আসঙ্গঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া প্রাকৃপরিত্যক্ত-দুস্ত্যজ-হৃদয়াভিজাতস্য। তস্যৈবমন্তরায়বিহতযোগারম্ভণস্য রাজর্ষের্ভরতস্য তাবন্মৃগার্ভকপোষণপালনপ্রীণনলালনানুষঙ্গেণাবিগণয়ত আত্মানমহিরিবাখুবিলং দুরতিক্রমঃ কালঃ করালরভস আপদ্যত ॥২৬॥

তদানীমপি পার্শ্ববর্ত্তিনমাত্মজমিবানুশোচন্তমভিবীক্ষমাণো মৃগ এবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেণ কলেবরং মৃতমনু নমৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবন্মৃগশরীরমবাপ ॥২৭॥

(অনন্তর উর্দ্ধদিকে চাহিয়া উদয়শীল চন্দ্র দর্শন হইলে তন্মধ্যে মৃগচিহ্ন দেখিয়া তাহাকেই নিজ মৃগশাবক মনে করিয়া ভরত বলিয়াছেন) আহা! এই আশ্রমপরিভ্রষ্ট, মৃতমাতৃক মৃগশাবককে দেখিয়া ঐ দীনজনবৎসল ভগবান্ চন্দ্রমা উহাকে দয়া করিয়া সিংহের ভয়ে নিজের নিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, অথবা সিংহভয়ে যাহার মাতা মরিয়াছে, সেই হরিণশাবককে অন্য পূর্ব্ববৎ। ২৪

(পরে চন্দ্রকিরণ-স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া বলিলেন) আহা! আমি মৃগীতনয়ের অনুগামী হওয়ায়, আত্মজবিয়োগ জন্য জ্বরতাপ, দাবাগ্নিশিখা দ্বারা নিরন্তর আমার হৃদয়স্থলপদ্ম উত্তপ্ত হইতেছিল, বোধ হয় ভগবান্ চন্দ্র অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আপনার শান্ত সুশীতল বদন সলিলরূপ অমৃতময় কিরণ দ্বারা আমাকে সুখী করিতেছেন। ২৫

হে রাজন্! এইরূপ অঘটমান (অসম্ভাব্য) মনোরথাকুলহৃদয় সেই যোগতাপস ভরত, মৃগশাবকাভাসরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা যোগানুষ্ঠান হইতে ও ভগবদারাধনা হইতে বিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া দুস্ত্যজ ঔরসসন্তানদিগকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার অন্য জাতীয় মৃগতনয়ে হঠাৎ আত্মপুত্রবৎ আসক্তি কেন হইবে? এই প্রকার বিঘ্ন দ্বারা যোগারম্ভবিহত হইলে আত্মচিন্তায় পরাঙ্মুখ রাজর্ষি ভরত সেই মৃগশাবকেরই লালন-পালন, পোষণ, প্রীতিসম্পাদন এবং প্রণয়াদিতে আসক্ত থাকাকালে সর্প যেমন মূষিকগর্ত্ত প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় তীব্রবেগে দুরতিক্রমণীয় মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৬

হে রাজন্! সেই সময়েও তিনি ধ্যানযোগে দেখিতেছিলেন, যেন সেই মৃগশাবক সন্তানের ন্যায় পার্শ্বে বসিয়া শোক করিতেছে, অতএব মৃগতেই আসক্তচিত্ত হইয়া সেই মৃগশাবক সহিত আত্মদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় মৃগশরীর প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি দেহের সহিত নষ্ট হইল না। ২৭

তত্রাপি হ বা আত্মনো মৃগত্বকারণং ভগবদারাধনসমীহানুভাবেনানুস্মৃত্য ভৃশমনুতপ্যমান আহ ॥২৮॥

অহো কষ্টং ভ্রষ্টোঽহমাত্মবতামনুপথাদ্‌যদ্বিমুক্তসমস্তসঙ্গস্য বিবিক্তপুণ্যারণ্যশরণস্যাত্মবত আত্মনি সর্ব্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণমননসঙ্কীর্ত্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেনা-শূন্যসকলযামেন কালেন সমাবেশিতং সমাহিতং কাৎর্স্ন্যেন মনস্তৎ তু পুনর্মমাবুধস্যারান্মৃগসুত-মনু পরিসুস্রাব ॥২৯॥

ইত্যেবং নিগূঢ়নির্ব্বেদো বিসৃজ্য মৃগীং মাতরং পুনর্ভগবৎক্ষেত্রমুপশমশীলমুনিগণদয়িতং শালগ্রামং পুলস্ত্যপুলহাশ্রমং কালঞ্জরাৎ প্রত্যাজগাম ॥৩০॥

তস্মিন্নপি কালং প্রতীক্ষমাণঃ সঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিগ্ন আত্মসহচরঃ শুষ্কপর্ণতৃণবীরুধা বর্ত্তমানো মৃগত্বনিমিত্তাবসানমেব গণয়ন্ মৃগশরীরং তীর্থোদকক্লিন্নমুৎসসর্জ্জ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে আদিভরতচরিতেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সেই মৃগজন্মেও আপনার মৃগত্বের কারণ ভগবদারাধনার্থ চেষ্টার অনুভাবের দ্বারা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৮

আহা! কি কষ্ট! আমি ধীরগণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, যেহেতু সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জনশূন্য পুণ্যারণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ধীরভাবে শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন, অনুস্মরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিনিবেশ দ্বারা ক্ষণমাত্রও বৃথা নষ্ট না করিয়া বহুকালে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে যে মনকে স্থাপিত ও স্থিরীকৃত করিয়াছিলাম, তাহা সেই মৃগশাবকের সঙ্গে তাহা হইতে একেবারে নিঃসৃত হইয়া আসিয়াছে। হায়, আমি কি মূর্খ! ২৯

এই প্রকার তাঁহার মনোমধ্যে অনাবিষ্কৃত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি তাঁহার মৃগী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যে কালঞ্জর পর্ব্বতে জন্মিয়াছিলেন, তাহা হইতে পুনরায় উপশমশীল মুনিগণের প্রিয়তম শালগ্রাম নামক হরিক্ষেত্রে পুলস্ত্য পুলহাশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ৩০

সেই আশ্রমেও কালের প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন এবং সঙ্গ হইতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া একাকী শুষ্কপত্র, তৃণ, লতা ভোজন করিয়া জীবনধারণ করতঃ কবে মৃগত্বের নিমিত্ত অবসান হইবার সময় আসিবে, ইহাই মাত্র গণনা করিতে লাগিলেন, অনন্তর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তত্রত্য তীর্থের অর্দ্ধোদকে নিজ শরীর পরিত্যাগ করিলেন। ৩১

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ কস্যচিদ্দ্বিজবরস্যাঙ্গিরসপ্রবরস্য শমদমতপঃ-স্বাধ্যায়াধ্যয়ন-ত্যাগ-সন্তোষ-তিতিক্ষা-প্রশ্রয়-বিদ্যানসূয়াত্মজ্ঞানানন্দযুক্তস্যাত্মসদৃশশ্রুতশীলাচাররূপৌদার্য্যগুণা নব সোদর্য্যা অঙ্গজা বভূবুঃ, মিথুনঞ্চ যবীয়স্যাং ভার্য্যায়াম্ ॥১॥

যস্তু তত্র পুমাংস্তং পরমভাগবতং রাজর্ষিপ্রবরং ভরতমুৎসৃষ্ট-মৃগ-শরীরং চরমশরীরেণ বিপ্রত্বং গতমাহুঃ ॥২॥

তত্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিজমানো ভগবতঃ কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসনশ্রবণস্মরণগুণবিবরণচরণারবিন্দযুগলং মনসা বিদধদাত্মনঃ প্রতিঘাতমাশঙ্কমানো ভগবদনুগ্রহেণানুস্মৃতস্বপূর্ব্বজন্মাবলিরাত্মানমুন্মত্তজড়ান্ধবধিরস্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য ॥৩॥

তস্যাপি হ বা আত্মজস্য স বিপ্রঃ পুত্রস্নেহানুবদ্ধমনা আ সমাবর্ত্তনাৎ সংস্কারান্ যথোপদেশং বিদধান উপনীতস্য চ পুনঃ শৌচাচমনাদীন্ কর্ম্মনিয়মাননভিপ্রেতানপি সমশিক্ষয়ৎ। অনুশিষ্টেন হি ভাব্যং পিতুঃ পুত্রেণেতি ॥৪॥

স চাপি তদুহ পিতৃসন্নিধাবেবাসধ্রীচীনমিব স্ম করোতি। ছন্দাংস্যধ্যাপয়িষ্যন্ সহ ব্যাহৃতিভিঃ সপ্রণবশিরস্ত্রিপদাং সাবিত্রীং গ্রৈষ্মবাসন্তিকান্ মাসানধীয়ানমপ্যসমবেতরূপং গ্রাহয়ামাস ॥৫॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! আঙ্গিরসগোত্র-জাত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শম, দম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিদ্যা, বিনয়, অনসূয়া আত্মজ্ঞান ও আনন্দযুক্ত কোন ব্রাহ্মণের আত্মসদৃশ শীল, আচার, রূপ ও ঔদার্য্য গুণসম্পন্ন নয়টি পুত্র এক জননীর গর্ভজাত, অতএব তাহারা সহোদর ছিল। ঐ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা ভার্য্যাতেও এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। উঁহাদের মধ্যে যেটি পুরুষ, তিনি পরমভাগবত রাজর্ষিপ্রবর ভরত, তিনি মৃগশরীর ত্যাগ করিয়া চরম দেহে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১-২

সেই জন্মেও ভগবদনুগ্রহে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সকল স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় স্বজন ও অন্য জনের সঙ্গে পুনরায় আপনার পতন হয়, এই আশঙ্কায় ভগবানের চরণযুগলের শ্রবণ, স্মরণ ও গুণবর্ণনে কর্ম্মবন্ধ ধ্বংস হয়, ইহা মনোমধ্যে ধারণা করতঃ লোকদিগের নিকট আপনাকে জড়, অন্ধ, অথবা বধিরস্বরূপে দেখাইয়াছিলেন। ৩

জড় হইলেও পুত্রস্নেহে আবদ্ধহৃদয় সেই ব্রাহ্মণ, সেই পুত্রেরও সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সংস্কার সকল যথাশাস্ত্র বিধান করিলেন, এবং উপনয়ন দিয়া উপনীতের যে সকল শৌচ-আচমনাদি কর্ম্ম-নিয়ম পুত্রের অভিমত না হইলেও তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন। কারণ, পুত্র পিতার নিকটেই শিক্ষিত হইবে। ৪

কিন্তু ঐ ভরতও পিতার নিকটে সেই সকল অসমীচীনের ন্যায় করিতেন, ঐ ব্রাহ্মণ, পুত্রকে বেদ পড়াইবেন বলিয়া বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে তাহাকে প্রণব ও ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রী শিক্ষা করাইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, অর্থাৎ তরত চারিমাসেও গায়ত্রী শিক্ষা করিতে পারিলেন না। ৫

এবং স্বতনুজ আত্মন্যনুরাগাবেশিতচিত্তঃ শৌচাধ্যয়ন-ব্রতনিয়ম-গুর্ব্বনল-শুশ্রূষণাদ্যৌপ-কুর্ব্বাণককর্ম্মাণ্যনভিযুক্তান্যপি সমনুশিষ্টেন ভাব্যমিত্যসদাগ্রহঃ পুত্রমনুশাস্য স্বয়ং তাবদনধিগত-মনোরথঃ কালেনাপ্রমত্তেন স্বয়ংগ্রহ এব প্রমত্ত উপসংহৃতঃ ॥৬॥

অথ যবীয়সী দ্বিজসতী স্বগর্ভজাতং মিথুনং সপত্ন্যা উপন্যস্য স্বয়মনুসংস্থয়া পতি-লোকমগাৎ ॥৭॥

পিতর্য্যুপরতে ভ্রাতর এনমতৎপ্রভাববিদস্ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব পর্য্যবসিতমতয়ো ন পর-বিদ্যায়াং জড়মতিরিতি ভ্রাতুরনুশাসননির্ব্বন্ধান্ন্যবৃৎসন্ ॥৮॥

স চ প্রাকৃতৈর্দ্বিপদপশুভিরুন্মত্তজড়বধিরমূকেত্যভিভাষ্যমাণো যদা তদনুরূপাণি প্রভাষতে কর্ম্মাণি চ কার্য্যমাণঃ পরেচ্ছয়া করোতি বিষ্টিতো বেতনতো বা যাচ্ঞয়া যদৃচ্ছয়া বোপসাদিতমল্পং বহু মৃষ্টং কদন্নং বাভ্যবহরতি পরং নেন্দ্রিয়প্রীতিনিমিত্তং নিত্যনিবৃত্তনিমিত্তস্বসিদ্ধবিশুদ্ধানুভবা-নন্দস্বাত্মলাভাধিগমঃ সুখদুঃখয়োর্দ্বন্দ্বনিমিত্তয়োরসম্ভাবিতদেহাভিমানঃ ॥৯॥

এইরূপে আত্মভূত নিজ পুত্রে অনুরাগবশতঃ আবিষ্টচিত্ত সেই ব্রাহ্মণ শৌচ, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, গুরু, অনল শুশ্রূষা প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনভিযুক্ত পুত্রকে অর্থাৎ সেই সকল শিক্ষা করিতে যত্নহীন পুত্রকে পিতা সন্তানকে সুশিক্ষিত করিবে, এই অসদাগ্রহে ব্যগ্র হইয়া সর্ব্বদাই উপদেশ করিতেন ; পুত্র কোনরূপে পণ্ডিত হয়, তাঁহার মনে এই অভিলাষ ছিল, কিন্তু তাহা কোন ক্রমেই সুসিদ্ধ হইল না ; আশামাত্রেই কাল অতিবাহিত হইল, ঐরূপে প্রমত্ত থাকার সময়ে অপ্রমত্ত কাল আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিয়াছিল। ৬

ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা স্বগর্ভজাত ঐ পুত্র-কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি অনুমরণ দ্বারা পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭

পিতার মৃত্যুর পর, বেদবিদ্যাতেই পর্য্যবসিত-বুদ্ধি অর্থাৎ বেদাভ্যাস ব্যতীত অপর আত্মতত্ত্বাদির আলোচনাবিমুখ, পরাবিদ্যায় পরিশ্রমহীন, ভরতের ভ্রাতৃগণ ভরত জড়বুদ্ধি বলিয়া তাহাকে উপদেশ বা শিক্ষাদানের নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা ভরতের প্রভাব জানিতে পারেন নাই। ৮

প্রাকৃত দ্বিপদ পশুগণ তাঁহাকে জড় বা মূক অথবা বধির এই বলিয়া যেরূপ সম্ভাষণ করিত, তিনিও তদনুরূপ করিতেন এবং তাহারা যে কর্ম্ম করাইত, সেইরূপ পরের ইচ্ছায় তিনি কর্ম্ম সকল করিতেন। মূল্য ব্যতীত বল পূর্ব্বক যে কার্য্য করান হয়, তাহার নাম বিষ্টি (বেগার), তাদৃশ এবং বেতন দ্বারা যাচ্ঞা বা যদৃচ্ছাক্রমে যে কিছু খাদ্য দ্রব্য অল্প বা বহু, উৎকৃষ্ট বা কদন্ন যাহা উপস্থিত হইত, তাহাই তিনি আহার করিতেন।

পরন্তু ইন্দ্রিয়প্রীতির নিমিত্ত নহে ; কারণ, সর্ব্বদা উৎপাদকশূন্য, এবং অভিব্যঞ্জকশূন্য কেবলানুভবানন্দ রূপ আত্মাকে তিনি লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাদৃশ আনন্দময় আত্মানুভূতি তাঁহার হইয়াছিল, অতএব মান ও অপমানরূপ দ্বন্দ্ব-জনিত সুখ ও দুঃখ বিষয়ে তাঁহার দেহাভিমান ছিল না। ৯

শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু বৃষ ইবানাবৃতাঙ্গঃ পীনঃ সংহননাঙ্গঃ স্থণ্ডিলসংবেশনামর্দ্দনামজ্জনরজসা মহামণিরিবানভিব্যক্তব্রহ্মবর্চ্চসঃ কুপটাবৃতকটিরুপবীতেনোরুমসিনা দ্বিজাতিরিতি ব্রহ্মবন্ধুরিতি সংজ্ঞয়াঽতজ্জ্ঞজনাবমতো বিচচার ॥১০॥

যদা তু পরত আহারং কর্ম্মবেতনত ঈহমানঃ স্বভ্রাতৃভিরপি কেদারকর্ম্মণি নিরূপিতস্তদপি করোতি কিন্তু সমং বিষমং ন্যূনমধিকমিতি ন বেদ কণপিণ্যাকফলীকরণকুল্মাষস্থালীপুরীষাদীন্যপ্যমৃতবদভ্যবহরতি ॥১১॥

অথ কদাচিৎ কশ্চিদ্বৃষলপতির্ভদ্রকাল্যৈ পুরুষপশুমালভতাপত্যকামঃ ॥১২॥

তস্য হ দৈববিমুক্তস্য পশোঃ পদবীং তদনুচরাঃ পরিধাবন্তো নিশি নিশীথসময়ে তমসাবৃতায়ামনধিগতপশব আকস্মিকেন বিধিনা কেদারান্ বীরাসনেন মৃগবরাহাদিভ্যঃ সংরক্ষমাণমঙ্গিরঃপ্রবরসুতমপশ্যন্ ॥১৩॥

অথ ত এনমনবদ্যলক্ষণমবমৃষ্য ভর্ত্তৃকর্ম্মনিষ্পত্তিং মন্যমানা বদ্ধ্বা রশনয়া চণ্ডিকাগৃহমুপনিন্যুর্মুদা বিকসিতবদনাঃ ॥১৪॥

অতএব শীতোষ্ণ বাতবর্ষাদিতে বৃষের ন্যায় অনাবৃতাঙ্গ, পুষ্ট, দৃঢ়াবয়ব, ভূমিশয়ন, তৈল অমর্দ্দন, অস্নান দ্বারা সর্ব্বদা ধূলিধূসরিতদেহ, এবং ধূলিসমাচ্ছন্ন মহামণির ন্যায় অপ্রকাশিত ব্রহ্মতেজ, মলিন ছিন্ন বসনে তাঁহার কটিদেশ আবৃত থাকিত, গলদেশে অতি মলিন যজ্ঞোপবীত থাকায় ইনি দ্বিজাতি ব্রহ্মবন্ধু এইরূপ সংজ্ঞা দ্বারা অতজ্জ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অভিহিত ও অবজ্ঞাত হইয়া ভরত বিচরণ করিতেন। ১০

যখন তিনি পরের নিকট হইতে কর্ম্ম করিয়া বেতন দ্বারা আহার মাত্র পাইবার অপেক্ষা করিতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে আহারের লোভ দেখাইয়া শালিক্ষেত্রের কর্দ্দম-বিলোড়নাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন, তিনি তাহাও করিতেন, কিন্তু কিরূপ করিলে ক্ষেত্র সম, বিষম, ন্যূন বা অধিক হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহাকে তণ্ডুলকণা (ক্ষুদ), পিণ্যাক (খইল), তুষ, কীটদূষিত কলায় এবং স্থালীলগ্ন দগ্ধান্ন প্রভৃতি যাহা দিত, তাহাই অমৃততুল্য বোধ করিয়া ভোজন করিতেন। ১১

(এই সকল দ্বারা ভরতের রাগাদিরাহিত্য ও অলৌল্য বর্ণিত হইয়াছে) অনন্তর কোন এক সময়ে পুত্রকামনায় এক শূদ্র সামন্ত চৌররাজ, ভদ্রকালীর প্রীতির নিমিত্ত নরপশু বলিদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ১২

সেই চৌররাজের নরপশু দৈবক্রমে বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করিলে সেই নরপশুর অন্বেষণার্থ শূদ্র সামন্তের অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে কোথাও সেই নরপশুকে লাভ করিতে না পারিয়া দৈব বিধানানুসারে ক্ষেত্রমধ্যে বীরাসনে বসিয়া মৃগবরাহাদি হইতে ক্ষেত্ররক্ষায় নিযুক্ত আঙ্গিরসশ্রেষ্ঠ, জড়রূপী ব্রাহ্মণ ভরতকে দেখিতে পাইয়াছিল। ১৩

অনন্তর তাহারা ভরতকে অনিন্দ্য সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন জানিয়া এবং উহার দ্বারা কর্ত্তার কার্য্য সম্পন্ন হইবে মনে করিল, পরে রজ্জু দ্বারা ভরতকে বন্ধন করিয়া হর্ষোৎফুল্লমুখে চণ্ডিকার গৃহে লইয়া গিয়াছিল। ১৪

অথ পণয়স্তং স্ববিধিনাভিষিচ্যাহতেন বাসসাচ্ছাদ্য ভূষণালেপস্রক্তিলকাদিভিরুপস্কৃতং ভুক্তবন্তং ধূপদীপমাল্যলাজকিশলয়াঙ্কুরফলোপহারোপেতয়া বৈশসসংস্থয়া মহতা গীতস্তুতিমৃদঙ্গ-পণবঘোষেণ চ পুরুষপশুং ভদ্রকাল্যাঃ পুরত উপবেশয়ামাসুঃ ॥১৫॥

অথ বৃষলরাজপণিঃ পুরুষপশোরসৃগাসবেন দেবীং ভদ্রকালীং যক্ষ্যমাণস্তদভিমন্ত্রিতমসি-মতিকরালং নিশিতমুপাদদে ॥১৬॥

ইতি তেষাং বৃষলানাং রজস্তমঃপ্রকৃতীনাং ধনমদ-রজ-উৎসিক্তমনসাং ভগবৎকলাধীরকুলং কদর্থীকৃত্যোৎপথেন স্বৈরং বিহরতাং হিংসাবিহারাণাং কর্ম্মাতিদারুণং যদ্ব্রহ্মভূতস্য সাক্ষাদ্-ব্রহ্মর্ষিসুতস্য নির্ব্বৈরস্য সর্ব্বভূতসুহৃদঃ সূনায়ামপ্যননুমতমালভনং তদুপলভ্য ব্রহ্মতেজসাতি-দুর্ব্বিষহেণ দন্দহ্যমানেন বপুষা সহসোচ্চচাট সৈব দেবী ভদ্রকালী ॥১৭॥

ভৃশমমর্ষরোষাবেশরভসবিলসিতভ্রূকুটিবিটপকুটীলদংষ্ট্রারুণেক্ষণাটোপাতিভয়ানকবদনা হন্তু-কামেবেদং মহাট্টহাসমতিসংরম্ভেণ বিমুঞ্চন্তী তত উৎপত্য পাপীয়সাং দুষ্টানাং বৃষলানাং তেনৈবা-সিনা বিবৃক্ণশীর্ষ্ণাং গলাৎ স্রবন্তমসৃগাসবমত্যুষ্ণং সহ গণেন নিপীয়াতিপানমদবিহ্বলোচ্চৈস্তরাং স্বপার্ষদৈঃ সহ জগৌ ননর্ত্ত চ বিজহার চ শিরঃকন্দুকলীলয়া ॥১৮॥

অনন্তর চৌরগণ নিজেদের বিধানানুসারে তাঁহাকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইল, এবং অলঙ্কার, গন্ধ, মাল্য, তিলক দিয়া অলঙ্কৃত করিল, তাহার পর তাঁহাকে ভোজন করাইয়া ধূপ দীপ মাল্য লাজ (খৈ) নবীন পত্র, অঙ্কুর ও ফল ইত্যাদি উপহার দিয়া পূজা পূর্ব্বক উচ্চ গীত স্তুতি এবং মৃদঙ্গ-পণবাদি সুমহৎ বাদ্যের সহিত ভদ্রকালীর সম্মুখে আনিয়া অধোবদন করিয়া বসাইল। ১৫

অনন্তর তস্কররাজের পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত চৌরবিশেষ নরপশুর শোণিত রূপ আসব দ্বারা ভদ্র-কালীর অর্চ্চনার নিমিত্ত, দেবী ভদ্রকালীর মন্ত্রে অভি-মন্ত্রিত অতি ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিল। ১৬

সেই সকল রজস্তমঃ প্রকৃতি, ধনমদে মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী হিংসাপরায়ণ অতএব ভগবানের অবতার-বিশেষ ব্রাহ্মণকুলের অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে উৎপথে বর্ত্তমান বৃষল-(শূদ্র) গণের এইরূপ দারুণ কর্ম্ম হইয়াছিল, যে কর্ম্ম ব্রহ্মভূত সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি-পুত্র, নির্ব্বৈর, সর্ব্বভূতসুহৃৎ ভরতের বধ্যস্থানে সকলের অননুমত এই হনন, উহা জানিতে পারিয়া অতি দুর্ব্বিষহ ব্রহ্মতেজে দন্দহ্যমান গাত্রে সহসা সেই দেবী ভদ্রকালীই প্রতিমা পরিত্যাগ করিয়া বহির্নির্গতা হইয়াছিলেন। ১৭

অতিশয় অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধবেগে ভ্রূকুটি-কুটিল দংষ্ট্রা অরুণনয়ন, সম্ভ্রমে অতি ভয়ানকবদনা ভদ্র-কালী যেন এই জগৎকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া অতি ক্রোধে মহা অট্টহাস্য করিতে করিতে সেই স্থান হইতে সেই পাপিষ্ঠ, দুষ্ট শূদ্রতস্করগণের মধ্যে লম্ফ-প্রদান পূর্ব্বক পতিত হইয়া তাহাদের সেই অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করিলেন, এবং তাহাদের গলদেশ হইতে নির্গত অত্যুষ্ণ আসবতুল্য রুধির নিজ পরিবার-গণসহ পান করিয়া অত্যন্ত পানে বিহ্বলা হইয়া পার্ষদগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গান ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, আর সেই দুষ্ট তস্করদিগের ছিন্ন মস্তক লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিয়াছিলেন। ১৮

বিবৃতি—অমর্ষ শব্দে অপরাধের অসহনকে বুঝায়, দেবীর এই অসহিষ্ণুতাও অতিশয় ক্রোধের কারণ; ব্রহ্মতেজে শরীর দগ্ধ হওয়ায়, তস্করগণের মস্তক লইয়া কন্দুক দ্বারা যেরূপ ক্রীড়া করে, তাদৃশ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ১৮

এবমেব খলু মহদভিচারাতিক্রমঃ কাৎস্ন্যেনাত্মনে ফলতি ॥১৯॥

ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত মহদদ্ভুতং যদসম্ভ্রমঃ স্বশিরশ্ছেদ আপতিতেঽপি বিমুক্তদেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্ব্বসত্ত্বসুহৃদাত্মনাং নির্ব্বৈরাণাং সাক্ষাদ্ভগবতাঽনিমিষারিবরায়ুধেনাপ্রমত্তেন তৈস্তৈর্ভাবৈরভিরক্ষ্যমাণানাং তৎপাদমূলমকুতশ্চিদ্ভয়মুপসৃতানাং ভাগবতপরমহংসানাম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
জড়ভরতচরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

(দেবীর আরাধকগণের উপর এইরূপ বিপরীত ফল কেন হইল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) মহদ্ব্যক্তিদিগের প্রতি অভিচার রূপ অতিক্রম করিলে তাহা নিজের উপরেই সম্পূর্ণরূপে ফলিয়া থাকে। ১৯

হে বিষ্ণুদত্ত! পরীক্ষিৎ! স্বশিরশ্ছেদ উপনীত হইলেও যে এই প্রকার অব্যাকুলতা ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত বা অসম্ভব ব্যাপার নহে, কারণ, যাঁহারা ভগবানের উপাসক, পরমহংস এবং যাঁহারা দেহাদিতে আত্মভাবরূপ সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থিবিমুক্ত, এবং সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃৎ, নির্ব্বৈর, এবং স্বয়ং ভগবান্ সতর্ক হইয়া কালচক্ররূপ প্রধান অস্ত্র দ্বারা সেই সেই ভাবে অর্থাৎ ভদ্রকালী প্রভৃতির রূপে সর্ব্বদা যাঁহাদিগকে রক্ষা করেন, এবং যাঁহারা সেই অভয় চরণারবিন্দের আশ্রিত, সেই পরমহংসগণের সম্বন্ধে কিছুই অদ্ভুত নহে। ২০

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ সিন্ধুসৌবীরপতে রহূগণস্য ব্রজত ইক্ষুমত্যাস্তটে তৎকুলপতিনা শিবিকাবাহকপুরুষান্বেষণসময়ে দৈবেনোপসাদিতঃ স দ্বিজবর উপলব্ধঃ, এষ পীবা যুবা সংহননাঙ্গো গোখরবদ্ধুরং বোঢ়ুমলমিতি পূর্ব্ববিষ্টিগৃহীতৈঃ সহ গৃহীতঃ প্রসভমতদর্হ উবাহ শিবিকাং স মহানুভাবঃ ॥১॥

যদা হি দ্বিজবরস্যেষুমাত্রাবলোকানুগতের্ন সমাহিতা পুরুষগতিস্তদা বিষমগতাং স্বশিবিকাং রহূগণ উপধার্য্য পুরুষানধিবহত আহ হে বোঢ়ারঃ সাধ্বতিক্রামত কিমিতি বিষমমুহ্যতে যানমিতি ॥২॥

অথ ত ঈশ্বরবচঃ সোপালম্ভমুপাকর্ণ্যোপায়াৎ তুরীয়াচ্ছঙ্কিতমনসস্তং বিজ্ঞাপয়াম্বভূবুঃ ॥৩॥

ন বয়ং নরদেব প্রমত্তা ভবন্নিয়মানুপথাঃ সাধ্বেব বহামঃ, অয়মধুনৈব নিযুক্তোঽপি ন দ্রুতং ব্রজতি নানেন সহ বোঢ়ুমুহ বয়ং পারয়াম ইতি ॥৪॥

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর একদা সিন্ধু ও সৌবীর দেশের অধিপতি রহূগণ শিবিকারোহণে যাইতেছিলেন, ইক্ষুমতী নদীর তীরে শিবিকাবাহকগণের দলপতি শিবিকাবাহক পুরুষগণকে অন্বেষণ করিবার কালে দৈবক্রমে সেই দ্বিজবর ভরতকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি স্থূলকায়, যুবা ও দৃঢ়াঙ্গ, সুতরাং বৃষ এবং গর্দ্দভের ন্যায় ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বে যে সকল বাহককে ধরিয়া নিয়োজিত করা হইয়াছিল, তাহাদের সহিত তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বাহকতায় নিযুক্ত করিল, মহানুভব ভরত যদিও সেই কার্য্যের অযোগ্য ছিলেন, তথাপি অন্য বাহকদের সঙ্গে শিবিকা বহন করিয়াছিলেন। ১

যখন প্রাণিহিংসা পরিহারার্থ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরত একটি বাণ ত্যাগ করিলে যতদূর পর্য্যন্ত গমন করে, সেই পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া গমন করিতেছিলেন, তাহাতে অপর বাহকগণের সহিত তাঁহার গতি সমান হইতেছিল না, তখন রাজা রহূগণ নিজের শিবিকার এই বিষম গতি লক্ষ্য করিয়া বাহক পুরুষগণকে বলিয়াছিলেন, হে বাহকগণ! ভাল ভাবে গমন কর, কেন এইরূপ বিষমভাবে শিবিকা বহন করিতেছ? ২

অনন্তর পূর্ব্ববাহকগণ তিরস্কারপূর্ণ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্থ উপায় (দণ্ড) হইতে ভীতচিত্ত হইয়া সেই রাজাকে জানাইয়াছিল। ৩

হে নরদেব! আমরা অনবহিত নহি, আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ভালরূপেই বহন করিতেছি কিন্তু এই যে ব্যক্তি অধুনা নিযুক্ত হইয়াছে, এ ব্যক্তি দ্রুত চলিতে পারিতেছে না, ইহার সহিত আমরা বহন করিতে পারিব না। ৪

বিবৃতি—সিন্ধু ও সৌবীর দেশদ্বয়ের রাজা রহূগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া কপিলাশ্রমে যাইতেছিলেন, তাঁহার গমনকালীন পথিমধ্যে যে ঘটনা হয়, তাহা বলিতেছেন। জড় ভরত স্বপালক ভ্রাতৃগণ ও প্রতিবেশিবর্গকে স্বদর্শন দ্বারা কৃপা করিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত তামস স্বঘাতকরূপে উপস্থিত চৌরগণকে দেবী দ্বারা ঘাতিত করিয়া মুক্তির অধিকারী করিয়া কৃপা করেন এবং সাত্ত্বিক রাজা রহূগণকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা কৃপা করেন। সেই জ্ঞানোপদেশ কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, তাহাই এই উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। সেকালে রাজগণ বলপূর্ব্বক লোক সকলকে দিয়া কার্য্য করাইয়া লইতেন, রহূগণও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই, তাঁহার শিবিকাবাহকগণের প্রধান ব্যক্তি সেইরূপ লোকসংগ্রহ করিতে গিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ব্রহ্মভূত জড় ভরতকে দেখিতে পায় এবং তাঁহাকে আনিয়া শিবিকাবাহন কার্য্যে বাধ্য করে। ১

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারিটি রাজ্যপালনের উপায় বলিয়া নীতিশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চতুর্থ উপায় দণ্ড। ৩

সাংসর্গিকো দোষ এব নূনমেকস্যাপি সর্ব্বেষাং সাংসর্গিকাণাং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চিত্য নিশম্য কৃপণবচো রাজা রহূগণ উপাসিতবৃদ্ধোঽপি নিসর্গেণ বলাৎকৃত ঈষদুত্থিতমন্যুরবিস্পষ্ট-ব্রহ্মতেজসং জাতবেদসমিব রজসাবৃতমতিরাহ ॥৫॥

অহো কষ্টং ভ্রাতর্ব্যক্তমুরু পরিশ্রান্তো দীর্ঘমধ্বানমেক এব উহিবান্ সুচিরং নাতিপীবা ন সংহননাঙ্গো জরসা চোপদ্রুতো ভবান্ সখে নো এবাপর এতে সংঘট্টিন ইতি বহু বিপ্রলব্ধোঽপ্য-বিদ্যয়া রচিতদ্রব্যগুণকর্ম্মাশয়ে স্বচরমকলেবরেঽবস্তুনি সংস্থানবিশেষেঽহং মমেত্যনধ্যারোপিত-মিথ্যাপ্রত্যয়ো ব্রহ্মভূতস্তূষ্ণীং শিবিকাং পূর্ব্ববদুবাহ ॥৬॥

অথ পুনঃ স্বশিবিকায়াং বিষমগতায়াং প্রকুপিত উবাচ রহূগণঃ কিমিদমরে ত্বং জীবন্মৃতো-ঽসি মাং কদর্থীকৃত্য ভর্তৃশাসনমতিচরসি প্রমত্তস্য চ তে করোমি চিকিৎসাং দণ্ডপাণিরিব জনতায়া যথা স্বাং প্রকৃতিং ভজিষ্যসীতি ॥৭॥

এবং বহ্বববদ্ধমভিভাষমাণং নরদেবাভিমানং রজসা তমসানুবিদ্ধেন মদেন তিরস্কৃতাশেষ-ভগবৎপ্রিয়নিকেতং পণ্ডিতমানিনং স ভগবান্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ সর্ব্বভূতসুহৃদাত্মা যোগেশ্বর-চর্য্যায়াং নাতিব্যুৎপন্নমতিং স্ময়মান ইব বিগতস্ময় ইদমাহ ॥৮॥

রাজা রহূগণ নিশ্চয়ই একজনেরও সাংসর্গিক দোষ অপর সকল সাংসর্গিক ব্যক্তির হইতে পারে, এই নিশ্চয় করিয়া ও সেই সকল দীন বাহকগণের বাক্য শুনিয়া তিনি বৃদ্ধসেবী হইলেও স্বভাব বশীভূত হওয়ায় ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং রজোগুণে আচ্ছন্নবুদ্ধি ঐ রাজা ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় যাঁহার ব্রহ্মতেজ অবিস্পষ্ট ছিল, সেই ভরতকে (শ্লেষ বাক্যে) বলিলেন। ৫

আহা! কি কষ্ট! হে ভ্রাতঃ! নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ, একাকী অনেকক্ষণ দীর্ঘ পথ বহন করিয়া আসিয়াছ, এবং তুমি স্থূলও নও এবং দৃঢ়াঙ্গও নও, জরা তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে, হে সখে! এই সকল বহনকারীরা কি তোমার সহচর নহে? এইরূপভাবে বহু তিরস্কৃত হইয়াও ভরত মৌনভাবেই শিবিকা বহন করিয়াছিলেন। (ভরতের মৌনী হইবার কারণ) ভরত ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছিলেন। অবিদ্যারচিত দ্রব্যগুণ কর্ম্মাশয়-সমন্বিত নিজ চরম দেহে "আমি আমার" এইরূপ মিথ্যা ধারণা তাঁহার ছিল না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন। ৬

অনন্তর পুনর্ব্বার শিবিকার বিষম গতি হইলে রহূগণ রোষপরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন, অরে! তুমি কি জীবন্মৃত? আমাকে অনাদর করিয়া প্রভুর আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক চলিতেছ? দণ্ডপাণি ধর্ম্মরাজ যেমন জনসমূহের চিকিৎসা করেন, আমিও সেইরূপ অনবহিত তোমার চিকিৎসা করিব, যাহাতে তুমি আপনার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। ৭

গর্ব্বশূন্য, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ও আত্মা, ব্রহ্মভূত সেই ভগবান্ ব্রাহ্মণ ভরত, যোগেশ্বরদিগের আচরণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, নরদেবাভিমানী, এইরূপ অসম্বদ্ধভাষী এবং রজস্তমোগুণানুবিদ্ধ মদ দ্বারা মত্ত, অতএব তিরস্কৃত অশেষ ভগবৎপ্রিয় আশ্রয়, পণ্ডিতাভিমানী রাজা রহূগণকে যেন ঈষৎ উপহাস করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন। ৮

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

ত্বয়োদিতং ব্যক্তমবিপ্রলব্ধং ভর্ত্তুঃ স মে স্যাদ্‌যদি বীর ভারঃ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা পীবেতি রাশৌ ন বিদাং প্রবাদঃ ॥৯॥
স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ ক্ষুত্তৃড়্‌ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।
নিদ্রা রতির্মন্যুরহংমদঃ শুচো দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি ॥১০॥
জীবন্মৃতত্বং নিয়মেন রাজন্নাদ্যন্তবদ্‌যদ্বিকৃতস্য দৃষ্টম্‌।
স্বস্বাম্যভাবো ধ্রুব ঈড্য যত্র তর্হ্যুচ্যতেঽসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ ॥১১॥
বিশেষবুদ্ধের্বিবরং মনাক্‌ চ পশ্যাম যন্ন ব্যবহারতোঽন্যৎ।
ক ঈশ্বরস্তত্র কিমীশিতব্যমথাপি রাজন্‌ করবাম কিং তে ॥১২॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, (বক্রোক্তিতে রাজা ভরতকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন) হে বীর! তুমি যাহা বলিয়াছ, সে সকল কথা মিথ্যা নহে, হে বীর! যদি ভার পদার্থ থাকে, এবং সেই ভার যদি বহনকর্ত্তার দেহের হয় এবং উহা যদি গমনকর্ত্তা আমাতে প্রসক্ত হয়, এবং গমনকর্ত্তার যদি প্রাপ্য বর্ত্ম থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে সে ভার না থাকাতে তোমার ঐ বাক্য বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু আমার তাহা কিছুই নাই সুতরাং যাহা বলিয়াছ, তাহা মিথ্যা বা অসঙ্গত নহে, পরন্তু তুমি যে আমাকে 'স্থূল নহ' এইরূপ বলিয়াছ, ঐরূপ বাক্য বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরা চেতন পদার্থকে উদ্দেশ করিয়া বলেন না। ৯

(পূর্ব্বোক্ত কথা বিস্তৃতভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন) হে রাজন্‌! দেহাভিমানের সহিত যে জাত, তাহারই স্থূলত্ব, কৃশত্ব, আধি (মনঃপীড়া), ক্ষুধা, ব্যাধি, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, জরা, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, অহঙ্কার, মদ, এবং শোক উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমার দেহাভিমান নাই, সুতরাং স্থূলত্ব-কৃশত্বও নাই, অথবা দেহ জন্মিলে যে জন্মে, তাহারই স্থূলত্বাদি থাকে; আমি জাত নহি, সুতরাং আমার নাই। (পূর্ব্বে রাজা 'তুমি জীবন্মৃত' এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার উত্তর এই) হে রাজন্‌! কেবল (নিয়ত করিয়া) আমিই জীবন্মৃত নহি, যেহেতুক, বিকৃত অর্থাৎ পরিণামশীল পদার্থমাত্রেরই আদি ও অন্ত আছে। (আর যে প্রভুর আদেশ অতিক্রম করিতেছ এই যে বলিয়াছ, তাহার উত্তর এই) হে স্তুত্য! যেস্থানে স্ব-স্বামিভাব ধ্রুব, সেই স্থানেই আদেশ ও কর্ম্ম দুই যুক্ত হইতে পারে,—নতুবা হইতে পারে না; কারণ, যদি তোমার রাজ্যভ্রংশ হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে আমি রাজা হই, তাহা হইলে ইহাই আবার বিপরীত হইবার সম্ভব, অর্থাৎ আমিও তোমাকে শিবিকা বহন করাইয়া বলিতে পারি, অরে! ভাল করিয়া বহন কর। ১০-১১

(যে পর্য্যন্ত আমি রাজা, তাবৎ তোমার প্রভু হইতেছি ইহার উত্তরে বলিতেছেন) রাজা ও ভৃত্য এই বিশেষ বুদ্ধির অবকাশ-ব্যবহার ব্যতীত দেখিতে পাই না, কারণ, কে প্রভু? আর প্রভুত্বই বা কি? তথাপি যদি তোমার স্বামী বলিয়া অভিমান থাকে, তবে আজ্ঞা কর, আমি তোমার কি কর্ম্ম করিব? ১২

বিবৃতি—রাজা রহূগণ শ্লেষ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রান্ত ও দীর্ঘ পথ অতিক্রমের কথা বলেন, প্রথমে তাহারই উত্তর দিতেছেন, হে রাজন্‌! তুমি প্রমাদি নাই বলিয়াছ, তাহা অতি স্পষ্ট এবং সেইরূপ সত্য, কারণ, ভার নামে যদি কোন পদার্থ থাকে এবং সে যদি বহনকর্ত্তার দেহের হয়, এবং তাহা যদি আমাতে প্রসক্ত হয়, তাহা হইলে এই সময়ে ভার না থাকায় মিথ্যা হয়, অথচ ইহা নাই; কারণ, ভার ও বহনকারী দেহ দুই-ই অনিত্য, আর যে বলিয়াছ তুমি অতি স্থূল নহ, ইহা বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরা বলে না, মূর্খেরাই বলে; কারণ, স্থূল বা কৃশ দেহই হইয়া থাকে—আত্মা নহে, সুতরাং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। ফল কথা—আমার দেহই স্থূল, আমি স্থূল নহি। ৯

উন্মত্তমত্তজড়বৎ স্বসংস্থাং গতস্য মে বীর চিকিৎসিতেন।
অর্থঃ কিয়ান্ ভবতা শিক্ষিতেন স্তব্ধপ্রমত্তস্য চ পিষ্টপেষঃ ॥১৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

এতাবদনুবাদপরিভাষয়া প্রত্যুদীর্য্য স মুনিবর উপশমশীল উপরতানাত্ম্যনিমিত্ত উপভোগেন কর্ম্মারব্ধং ব্যপনয়ন্ রাজযানমপি তথৈবোবাহ ॥১৪॥

স চাপি পাণ্ডবেয় সিন্ধুসৌবীরপতিস্তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াং সম্যক্‌শ্রদ্ধয়াধিকৃতাধিকারস্তদ্ধৃদয়-গ্রন্থিবিমোচনং দ্বিজবচ আশ্রুত্য বহুযোগগ্রন্থসম্মতং ত্বরয়াবরুহ্য শিরসা তৎপাদমূলমুপসৃতঃ ক্ষমাপয়ন্ বিগতনৃপদেবস্ময় উবাচ ॥১৫॥

কস্ত্বং নিগূঢ়শ্চরসি দ্বিজানাং বিভর্ষি সূত্রং কতমোঽবধূতঃ।
কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ ক্ষেমায় নশ্চেদসি নোত শুক্লঃ ॥১৬॥
নাহং বিশঙ্কে সুররাজবজ্রান্ন ত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রাচ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ ॥১৭॥

(তুমি প্রমত্ত, আমি তোমার চিকিৎসা করিতেছি, যাহা দ্বারা তুমি নিজ প্রকৃতি লাভ করিবে; রাজার এই কথার উত্তরে বলিতেছেন) হে রাজন্! উন্মত্ত, মত্ত, কিম্বা জড়ের ন্যায় বর্ত্তমান, বস্তুতঃ ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত, আমার হে বীর! তোমার কৃত চিকিৎসা (দণ্ড) দ্বারা অথবা শিক্ষা দ্বারা—কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? কারণ, মুক্ত ব্যক্তির অর্থ বা অনর্থ কিছুই নাই। যদি আমি মুক্ত না হই, কিন্তু প্রমত্ত বা স্তব্ধ হই, তবে তাহা হইলেও আমার শিক্ষাদি পিষ্টপেষণবৎ ব্যর্থ; কারণ, জড়স্বভাব লোক কখনও শিক্ষা দ্বারা পটু হইতে পারে না। ১৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! উপশমশীল মুনিবর সেই ভরত এই প্রকার রহূগণ রাজার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া, উপভোগ দ্বারা আরব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় করিবার জন্য পূর্ব্ববৎ রাজযান (শিবিকা) বহন করিয়াছিলেন, ভরতের দেহে আত্মবুদ্ধির কারণ অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছিল, সুতরাং রাজযান বহন করিতে ক্লেশ বা অপমান তিনি বোধ করেন নাই। ১৪

হে পাণ্ডবেয়! সেই সিন্ধু-সৌবীরপতি রহূগণও সম্যক্ শ্রদ্ধা দ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসার অধিকারী ছিলেন, এবং তিনি সেই হৃদয়গ্রন্থিমোচনকর বহু যোগগ্রন্থ-সম্মত, দ্বিজবর জড়ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি শীঘ্র শিবিকা হইতে নামিয়া 'আমি অধিরাজ' এই গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়ভরতের পাদমূলে নিজের মস্তক রাখিয়া তাঁহার নিকট নিজাপরাধ ক্ষমা করাইতে করাইতে বলিতে লাগিলেন। ১৫

হে প্রভো! আপনি দ্বিজাতিগণমধ্যে কে গূঢ় ভাবে বিচরণ করিতেছেন? কারণ, আপনি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেছেন, অথবা দত্তাত্রেয়াদির মধ্যে কোন্ অবধূত? আপনি কাহার সন্তান? কোথায় থাকেন? এখানে কোন্ স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন? যদি আপনি আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই আসিয়া থাকেন, তবে কি আপনি শুক্ল, অর্থাৎ কপিল মুনি। ১৬

হে ব্রাহ্মণ! আমি ইন্দ্রের বজ্রকে ভয় করি না, ভগবান্ ত্রিলোচনের শূল হইতেও ভয় পাই না, যমের দণ্ড হইতেও শঙ্কা করি না এবং অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র হইতেও ভয় পাই না; কিন্তু ব্রাহ্মণকুলের অবমাননায় অত্যন্ত শঙ্কা করি। ১৭

তদ্‌ব্রহ্মন্নসঙ্গো জড়বন্নিগূঢ়বিজ্ঞানবীর্য্যো বিচরস্যপারঃ।
বচাংসি যোগগ্রথিতানি সাধো ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্ ॥১৮॥
অহঞ্চ যোগেশ্বরমাত্মতত্ত্ববিদাং মুনীনাং প্রবরং গুরুং বৈ।
প্রষ্টুং প্রবৃত্তঃ কিমিহারণং যৎ সাক্ষাদ্ধরিং জ্ঞানকলাবতীর্ণম্ ॥১৯॥
স বৈ ভবান্ লোকনিরীক্ষণার্থমব্যক্তলিঙ্গো বিচরত্যপিস্বিৎ।
যোগেশ্বরাণাং গতিমন্ধবুদ্ধিঃ কথং বিচক্ষীত গৃহানুবন্ধঃ ॥২০॥
দৃষ্টঃ শ্রমঃ কর্ম্মত আত্মনো বৈ ভর্ত্তুর্গন্তুর্ভবতশ্চানুমন্যে।
যথাঽসতোদানয়নাদ্যভাবাৎ সমূল ইষ্টো ব্যবহারমার্গঃ ॥২১॥
স্থাল্যগ্নিতাপাৎ পয়সোঽপি তাপস্তত্তাপতস্তণ্ডুলগর্ভরন্ধিঃ।
দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ তৎসংসৃতিঃ পুরুষস্যানুরোধাৎ ॥২২॥

যে হেতু অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছি, সেই জন্য আমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করুন, বিজ্ঞানরূপ প্রভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া অসঙ্গরূপে অনন্ত মহিমা আপনি জড়ের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন, হে সাধো! আপনি যে সকল যোগগ্রথিত বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আমাদের মনের দ্বারাও ভেদ করিবার সাধ্য নাই। অথবা সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যক্তিরাও ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন না। ১৮

হে ব্রহ্মন্! আমিও, যোগেশ্বর ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণের প্রধান, এবং গুরুজ্ঞানশক্তি দ্বারা অবতীর্ণ সাক্ষাৎ হরি কপিলদেবকে এই সংসারে কি আশ্রয়ের বিষয় অর্থাৎ নিস্তারক? তাহা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ১৯

হে ব্রহ্মন্! সেই কপিলই কি আপনি? লোকসকলকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত, নিজ চিহ্ন গোপন করিয়া এইভাবে বিচরণ করিতেছেন কি? গৃহাসক্ত সাদৃশ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যোগেশ্বরদিগের গতি কিরূপে দেখিতে পাইবে? ২০

(ভরত বলিয়াছিলেন, আমার শ্রম নাই এবং ব্যবহার বিষয় মিথ্যা, প্রথমার্দ্ধ দ্বারা প্রথমের ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ দ্বারা দ্বিতীয়ের খণ্ডন করিতেছেন) হে প্রভো! আমার কর্ম্ম হইতে শ্রম হয় ইহা দেখা যায়, ভারবহন ও গমনকর্ত্তা আপনারও শ্রম হয় ইহা অনুমান করি, সুতরাং আমার শ্রম নাই, এ কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? এবং ব্যবহারমার্গও অলীক হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে অসৎ ঘট দ্বারা জলানয়ন সম্ভব হইত না, সুতরাং ব্যবহারমার্গ সমূল অর্থাৎ সত্য। (পূর্ব্বে ভরত বলিয়াছেন "স্থৌল্যাদি উপাধি ধর্ম্ম বাস্তবিক পক্ষে উহা আমার নাই" কিন্তু উহা ঔপাধিক হইলেও কেন থাকিবে না, এই কথা বলিতেছেন) স্থালীর (পাক-পাত্রের) অগ্নিতাপে স্থালীমধ্যবর্ত্তী দুগ্ধের তাপ হয়, সেই দুগ্ধাদির উত্তাপে তত্রস্থ তণ্ডুলের বহির্ভাগ তপ্ত হয় এবং বহির্ভাগের উত্তাপে তণ্ডুলের মধ্যভাগের পাক নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে কিছুমাত্র মিথ্যা নাই, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন ইহাদের সম্বন্ধ হইতে পুরুষের সংসার হইবে, ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। ২১-২২

বিবৃতি—কার্য্য করিলে শ্রম হয়, ইহা আমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সেই জন্য ভারবহনাদিতে আপনারও শ্রম হয়, ইহা অনুমান করি, এই অনুমানের আকার এইরূপ—আপনি ভারবহনাদি দ্বারা শ্রান্ত, যেহেতুক আপনি ভারবহনের কর্ত্তা। যথা—যে কর্ত্তা সে শ্রান্ত হয়, যেমন আমি যুদ্ধাদি দ্বারা শ্রান্ত হই, এইরূপ ব্যবহারের সত্যতার অনুমানও হয়, যেমন প্রপঞ্চ সত্য, কারণ, তাহার অর্থ ক্রিয়াকারিতা আছে, পরন্তু যাহার নাই, সে মিথ্যা, যেমন মিথ্যা ঘটাদি, তাহার

শাস্তাভিগোপ্তা নৃপতিঃ প্রজানাং যঃ কিঙ্করো বৈ ন পিনষ্টি পিষ্টম্।
স্বধর্ম্মমারাধনমচ্যুতস্য যদীহমানো বিজহাত্যঘৌঘম্ ॥ ২৩॥
তন্মে ভবান্ নরদেবাভিমানমদেন তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য।
কৃষীষ্ট মৈত্রীদৃশমার্ত্তবন্ধো যয়া তরে সদবধ্যানমংহঃ ॥২৪॥
ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি।
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্‌নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জড়ভরতরহূগণসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(স্ব-স্বামিভাব অনিত্য বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন) হে ব্রহ্মন্! যখন যিনি রাজা হয়েন, সেই সময়ে তিনি প্রজাগণের শাস্তা ও রক্ষিতা হয়েন, যে আমার ন্যায় ভগবান্ অচ্যুতের কিঙ্কর, সে পিষ্টপেষণ করে না, কারণ, উহাতে স্তব্ধত্বাদি না গেলেও ঈশ্বরের আজ্ঞা সম্পাদন দ্বারা স্তব্ধের শিক্ষাদানও ফলবৎ হয়, প্রজাশাসন রূপ স্ব-স্বধর্ম্ম পালনই ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনা, রাজা করিতে চেষ্টমান হইয়া নিজের পাপসমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ২৩

হে আর্ত্তবন্ধো! যেহেতু আপনার বাক্য সকল আমার বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে; সেই কারণে নরদেবাভিমানে যে আমি আপনার ন্যায় সাধু ব্যক্তিকে তুচ্ছ বোধ করিয়াছি, সেই আমার প্রতি আপনি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করুন, যাহার দ্বারা আমি সাধু ব্যক্তির অবজ্ঞারূপ পাপ হইতে নিস্তার পাইব। ২৪

হে প্রভো! আপনি বিশ্বসংসারের সুহৃৎ ও সখা এবং সর্ব্বত্র সমদর্শন বলিয়া আত্মদেহেও আপনার আত্মীয়ত্বাভিমান নাই, কিন্তু তাহা হইলেও স্বকৃত মহদ্ব্যক্তির অবমাননা হইতে মাদৃশ ব্যক্তি অচিরকাল মধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এমন কি শূলপাণির ন্যায় অতি সমর্থ ব্যক্তিও বিনষ্ট হইয়া থাকেন। ২৫

দ্বারা জলানয়ন চলে না অগ্নির উত্তাপে স্থালী উত্তপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ দুগ্ধ বা জলকে তপ্ত করে, সেই দুগ্ধ বা জলের তাপে তণ্ডুল তপ্ত হইয়া শিথিলাবয়ব বা সিদ্ধ হয়; ইহা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সত্য, সেইরূপ পুরুষের যে সংসার হয়, উহাও দেহ, ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মাশয় মনের সন্নিকর্ষনিবন্ধন তাহাদের অনুরোধেই হইয়া থাকে। যেমন নিদাঘে দেহের সন্তাপ হইলে ইন্দ্রিয় তপ্ত হয়, তাহা হইতে প্রাণের ও তাহা হইতে মনের সন্তাপ হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেইরূপ দেহের স্থূলত্বাদি দ্বারা আত্মার স্থৌল্য কেন হইবে না? ২১-২২

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

অকোবিদঃ কোবিদবাদবাদান্ বদস্যথো নাতি বিদাং বরিষ্ঠঃ।
ন সূরয়ো হি ব্যবহারমেতং তত্ত্বাবমর্শেন সহামনন্তি ॥১॥
তথৈব রাজন্নুরুগার্হমেধবিতানবিদ্যোরুবিজৃম্ভিতেষু।
ন বেদবাদেষু হি তত্ত্ববাদঃ প্রায়েণ শুদ্ধো নু চকাস্তি সাধুঃ ॥২॥
ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্‌বরীয়সীরপি বাচঃ সমাসন্।
স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং ন যস্য হেয়ানুমিতং স্বয়ং স্যাৎ ॥৩॥
যাবন্মনো রজসা পূরুষস্য সত্ত্বেন বা তমসা বানুরুদ্ধম্।
চেতোভিরাকূতিভিরাতনোতি নিরঙ্কুশং কুশলঞ্চেতরং বা ॥৪॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! তুমি অবিদ্বান্ হইয়াও বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যেরূপ বাক্য বলেন, তাদৃশ বলিতেছ, অথচ তুমি অত্যন্ত বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহ, যেহেতু তুমি স্বামি-ভৃত্যভাবরূপ লৌকিক ব্যবহারকে সত্য বলিতেছ, পরন্তু পণ্ডিতগণ ইহা তত্ত্ববিচারের সহিত কখনও বলেন না। ১

(বৈদিক ধর্ম্মফলব্যবহারও সত্য নহে, ইহা বলিতেছেন) যেরূপ দৃষ্ট ফল ব্যবহারিক কর্ম্ম সকলে তত্ত্ববাদ নাই, সেইরূপ গৃহস্থগণ সম্বন্ধে যে সকল যজ্ঞ-বিস্তার কথিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ক বিদ্যাতে অধিক-রূপে বিলসিত যে বেদবাদ, তাহাতে নিশ্চয়ই তত্ত্ববাদ প্রকাশ পায় না, প্রায়শঃ হিংসাদিশূন্য ও রাগাদিশূন্য তত্ত্ববাদ প্রকাশ পায়, এই শেষোক্ত বাক্য ঈশ্বরে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মসকলের জ্ঞানবৈরাগ্য দ্বারা পরমার্থফলত্বাভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। (যিনি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারও কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখা যায়; তবে কিরূপে উহার অসত্যতা প্রমাণ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) সেই জনের সম্বন্ধে যথাযথরূপে তত্ত্ব গ্রহণের নিমিত্ত কনিষ্ঠা বেদান্তবাণীও সমর্থা নহে। স্বপ্নদৃষ্টান্ত দ্বারা গৃহীর সুখ, দৃশ্যত্বাদি হেতুমূলক হেয় বলিয়া যে জনের স্বয়ং অনুমিত হয় না; (প্রপঞ্চের সত্যতা খণ্ডনপূর্ব্বক সংসারের সত্যতা খণ্ডন করিবার নিমিত্ত উহা যে মনোবিলসিত, এই কথাই অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত বলিতেছেন) হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত পুরুষের মন সত্ত্ব রজঃ বা তমো-গুণের দ্বারা বশীভূত থাকে, তাবৎ পর্য্যন্তই মন নিরঙ্কুশ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম বিস্তার করে। ২-৪

বিবৃতি—তত্ত্ববিচার করিলে স্বামি-ভৃত্য ভাব-রূপ লৌকিক ব্যবহার সত্য বলিতে পারা যায় না, কিন্তু যাহারা তত্ত্ববিচার করে না, তাহারাই উহাকে সত্য বলে। সুতরাং তোমার এই পণ্ডিতের মত বাক্য শুনিয়াও তুমি যে বিদ্বান্ নহ, ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। ১

কর্ম্মিগণের সুখ নশ্বর ও অতি ক্ষুদ্র, উহা স্বাপ্নসুখের ন্যায় সুতরাং হেয়। এইরূপ অনুমান বেদান্তে করিলেও কর্ম্মিগণ সম্বন্ধে ঐ বাক্যতত্ত্ব গ্রহণ করাইতে পারে না, বৈষয়িক সুখের সহিত আত্মার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ না থাকায় সেই সুখ আত্মার সম্বন্ধে শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক। জ্ঞানী ব্যক্তির অবিনশ্বর সার্ব্বকালিক মহদ্‌ব্রহ্ম সুখ আছে, সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানীর মধ্যে মহদ্‌ভেদ রহিয়াছে, ইহাই তত্ত্বগ্রহণে যুক্তি। ৩

মন গুণময়, সে বলপূর্ব্বক বিবেকাদিকে নষ্ট করিয়া পুণ্য বা পাপে পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করে, সুতরাং পুরুষের ঐ পুণ্য বা পাপানুষ্ঠানে গুণ বা দোষ কি? ৪

স বাসনাত্মা বিষয়োপরক্তো গুণপ্রবাহো বিকৃতঃ ষোড়শাত্মা।
বিভ্রৎ পৃথঙ্‌নামভি রূপভেদমন্তর্ব্বহিষ্ট্বঞ্চ পুরৈস্তনোতি ॥৫॥
দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তঞ্চ তীব্রং কালোপপন্নং ফলমাব্যনক্তি।
আলিঙ্গ্য মায়ারচিতান্তরাত্মা স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ ॥৬॥
তাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ।
তস্মাম্মনো লিঙ্গমদো বদন্তি গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্য ॥ ৭ ॥
গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ।
যথা প্রদীপো ঘৃতবর্ত্তিমশ্নন্ শিখাঃ সধূমা ভজতি হ্যন্যদা স্বম্।
পদং তথা গুণকর্ম্মানুবদ্ধং বৃত্তীর্মনঃ শ্রয়তেহন্যত্র তত্ত্বম্ ॥৮॥
একাদশাসন্ মনসো হি বৃত্তয় আকূতয়ঃ পঞ্চ ধিয়োহভিমানঃ।
মাত্রাণি কর্ম্মাণি পুরঞ্চ তাসাং বদন্তি হৈকাদশ বীর ভূমীঃ ॥৯॥

(সেই মনই ধর্ম্মাধর্ম্ম বাসনাযুক্ত হইয়া নানাবিধ দেহ-বৈচিত্র্য সম্পাদন করে, এই কথা বলিতেছেন) সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বাসনাযুক্ত মনই আত্মোপাধি বলিয়া আত্মা এবং বিষয় সকলে উপরত অর্থাৎ অনুবিদ্ধ হয়। অতএব গুণ দ্বারা ইতস্ততঃ চাল্যমান সুতরাং বিকৃত অর্থাৎ কামাদি পরিণামবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ মন পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণমধ্যে প্রধান, অতএব পৃথক্ নাম দ্বারা শরীরভেদ ধারণ করে এবং সেই দেহের জন্য আত্মার উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ পায়। ৫

ঐ মনঃ সংসার-চক্রচ্ছলে মায়া দ্বারা জীবোপাধি রচনা করিয়া আপনার জীবাত্মাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সুখ, দুঃখ অথবা মোহ, যাহা আপনার কর্ম্মের কাল-প্রাপ্ত দুর্নিবার ফল—তাহারও সৃজন করে। ৬

(মনোনিবন্ধন সংসারই জীবের প্রতি ফলবান্ হয়, এই কথা বলিতেছেন) তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই স্থূল, সূক্ষ্ম অর্থাৎ জাগ্রত স্বপ্নস্বরূপ ব্যবহার প্রকাশমান হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের দৃশ্য হয়, সেই কারণে পণ্ডিতগণ মনকে গুণাভিমানিত্বরূপ পর ও তদ্রাহিত্যরূপ অবরের কারণ বলিয়া থাকেন। (একই মন কিরূপে বিরুদ্ধ-স্বভাব সংসার ও মোক্ষের কারণ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) মন গুণে অনুরক্ত হইলেই তাহা প্রাণিগণের বিপদের নিমিত্ত হয়, আর সেই মনই আবার নির্গুণ হইলে জীবের মঙ্গলের হয়, যেমন প্রদীপ যখন ঘৃতযুক্ত বর্ত্তি দগ্ধ করে, সে সেই সময়ে ধূমযুক্ত শিখা ধারণ করে; অন্য সময়ে অর্থাৎ ঘৃত ক্ষয় হইলে নিজের স্বরূপ শুক্ল ভাস্বর রূপ ধারণ করে। সেইরূপ গুণকর্ম্মানুবিদ্ধ মনও নানা বৃত্তি আশ্রয় করে, অন্য সময়ে তত্ত্ব আশ্রয় করে। ৭-৮

হে বীর! মনের একাদশটি বৃত্তি, তন্মধ্যে ক্রিয়া-কার পাঁচটি, জ্ঞানাকার পাঁচটি, আর অহঙ্কার; এই একাদশটি তাহাদের বিষয়, ইহাই পণ্ডিতেরা বলেন, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়-গণের, বিসর্গাদি পাঁচটি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, অহঙ্কারের দেহ গেহরূপ একটি, এই একাদশ বৃত্তির বিষয় বলেন। ৯

বিবৃতি—এই মনই সংসার ও মোক্ষের কারণ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট জনসমূহের মোক্ষ ও সংসার হয়, অর্থাৎ উৎকৃষ্টের মোক্ষ ও নিকৃষ্টের সংসার হয়। ৭

বিবৃতি—ঘৃতযুক্ত বর্ত্তি দগ্ধ করিবার সময় প্রদীপের শিখা ধূমযুক্ত দেখা যায়, পরন্তু ঘৃত নিঃশেষ হইলে উহার শিখা শুক্ল ভাস্বর হয়, সেইরূপ মনও যখন গুণকর্ম্মে অনুবিদ্ধ হয়, তখনই নানা বৃত্তি ধারণ করে, অন্য সময়ে তত্ত্ব আশ্রয় করে অর্থাৎ ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদ অবলম্বন করিয়া থাকে। ৮

গন্ধাকৃতিস্পর্শরসশ্রবাংসি বিসর্গরত্যর্ত্ত্যভিজল্পশিল্পাঃ।
একাদশং স্বীকরণং মমেতি শয্যামহং দ্বাদশমেক আহুঃ॥১০॥
দ্রব্যস্বভাবাশয়কর্ম্মকালৈরেকাদশামী মনসো বিকারাঃ।
সহস্রশঃ শতশঃ কোটীশশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞতো ন মিথো ন স্বতঃ স্যুঃ॥১১॥
ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতীর্জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ।
আবির্হিতাঃ কাপি তিরোহিতাশ্চ শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ॥১২॥
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥১ ॥
যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানামাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ॥১৪॥

পণ্ডিতগণ গন্ধ, রূপ, স্পর্শ, রস, শব্দ এবং বিসর্গ রতি, গতি, বাক্য ও শিল্প এই দশটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং আমার বলিয়া স্বীকার করা অভিমানের বিষয় বলিয়া থাকেন, এবং বিবেকিগণের মধ্যে কোন কোন আচার্য্য দ্বাদশতম আর একটি বিষয় আছে, ইহা বলেন, উহার এই ভোগায়তন শরীর যাহা পুরুষের শয্যা অর্থাৎ জীবদেহে শয়ান আছেন, দেহ তাহার শয্যাস্থানীয়। ১০

হে রাজন্! ঐ একাদশ বৃত্তি যাহা মনের বিকার মাত্র, উহারা আবার দ্রব্য, স্বভাব, সংস্কার অদৃষ্ট এবং কাল দ্বারা শত সহস্র কোটি কোটি ভেদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ সকল ঐরূপে কোটি কোটি প্রকার হইলেও ক্ষেত্র হইতেই হইয়া থাকে, এবং তাহার সত্তাতেই সত্তা লাভ করে, পরস্পর হইতে বা আপনা হইতে হয় না। ১১

মায়ারচিত, জীবোপাধি, এবং অবিশুদ্ধ কর্ত্তা মনের এই সকল প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন বিভূতি—যাহা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আবির্ভূত হয় এবং সুষুপ্তাবস্থায় তিরোভূত থাকে, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষী, এই কারণে সকল অবস্থাতেই ঐ সকলকে দেখিতে পান। ১২

(ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ—এক ত্বংপদবাচ্য জীব, অপর তৎপদবাচ্য ঈশ্বর, পূর্ব্বে জীবের স্বরূপ বলা হইয়াছে, ইদানীং ঈশ্বরের স্বরূপ বলিতেছেন) হে রাজন্! সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ, অর্থাৎ পূর্ণ, পুরাণ অর্থাৎ জীবসমূহের কারণস্বরূপ, সাক্ষাৎ—অর্থাৎ অপরোক্ষ, এবং স্বয়ংপ্রকাশ, তিনি অজ ও ব্রহ্মাদিরও প্রভু, তিনি নারায়ণ ভগবান্ বাসুদেব অর্থাৎ তিনি ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যশালী সর্ব্বভূতের আশ্রয়, এবং নিজের অধীন যে মায়া, তাহার দ্বারা জীবের নিয়ন্তারূপে বিদ্যমান। ১৩

হে রাজন্! যেমন বায়ু স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মারূপে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট ও তাহাদের নিয়ন্তা, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেব, জগতে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণ করেন। ১৪

বিবৃতি—শরীরের একটি নাম পুর। এই পুরে জীব শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ নামে উক্ত হয়েন। ১০

ন যাবদেতাস্তনুভৃন্নরেন্দ্র বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।
বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্‌সপত্নো বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ ॥১৫॥
ন যাবদেতন্মন আত্মলিঙ্গং সংসারতাপাবপনং জনস্য।
যচ্ছোকমোহাময়রাগলোভবৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে ॥১৬॥
ভ্রাতৃব্যমেতং তদদভ্রবীর্য্যমুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ।
গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণরহূগণসংবাদে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

হে নরেন্দ্র! দেহী যে পর্য্যন্ত জ্ঞানোদয় দ্বারা ...ই মায়াকে বিদূরিত করিয়া এবং সঙ্গত্যাগী ও ...য় রিপু জয়কারী হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, ...তাবৎকাল সে এই সংসারপথে ভ্রমণ করিয়া ...াকে। ১৫

(বিষয়ানুরক্ত মনই অনর্থের হেতু, এই বিষয় যে পর্য্যন্ত জানা না যায়, তাবৎকাল বৈরাগ্য হয় না। সুতরাং ভ্রমণ করে, এই কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত জীবের মনকে আত্মার উপাধি ও সংসারতাপ সকলের ক্ষেত্র বলিয়া নিশ্চয় না ...রে, সেই পর্য্যন্ত সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না, ...। মনঃ রোগ, শোক, মোহ, লোভ, রাগ ও বৈর ...ই সকল দ্বারা সংযুক্ত হইয়া মমতা জন্মায়, এই ...নই সংসারতাপ জন্মায়, সেই ঐ সকল তাপের ক্ষেত্র। ১৬

হে রাজন্! অধিকবীর্য্যশালী এবং উপেক্ষায় ...র্দ্ধিষ্যমাণ শত্রু, এই মনকে, তুমি সাবধানে ও গুরু-...প হরির চরণোপাসনা রূপ অস্ত্রযুক্ত হইয়া ...ঐ ব্যলীক অর্থাৎ মিথ্যাভূত শত্রুকে বিনাশ ...কর। ১৭

ইতি পঞ্চমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরহূগণ উবাচ

নমো নমঃ কারণবিগ্রহায় স্বরূপতুচ্ছীকৃতবিগ্রহায়।
নমোঽবধূত দ্বিজবন্ধুলিঙ্গনিগূঢ়নিত্যানুভবায় তুভ্যম্ ॥ ১ ॥
জ্বরামরার্ত্তস্য যথাঽগদং স্যান্নিদাঘদগ্ধস্য যথা হিমাম্ভঃ।
কুদেহমানাহিবিদষ্টদৃষ্টের্ব্রহ্মন্ বচস্তেঽমৃতমৌষধং মে ॥ ২ ॥
তস্মাদ্ভবন্তং মম সংশয়ার্থং প্রক্ষ্যামি পশ্চাদধুনা সুবোধম্।
অধ্যাত্মযোগগ্রথিতং তবোক্তমাখ্যাহি কৌতূহলচেতসো মে ॥৩॥
যদাহ যোগেশ্বর দৃশ্যমানং ক্রিয়াফলং সদ্ব্যবহারমূলম্।
ন হ্যঞ্জসা তত্ত্ববিমর্শনায় ভবানমুষ্মিন্ ভ্রমতে মনো মে ॥৪॥

রাজা রহূগণ বলিলেন, হে যোগেশ্বর, ঈশ্বরের ন্যায় লোকরক্ষণার্থ দেহ যাঁহার, এবং পরমানন্দ প্রকাশ দ্বারা তুচ্ছীকৃত দেহ যাঁহার, দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ নিন্দিত ব্রাহ্মণের বেশ দ্বারা নিত্যানুভব যাঁহার প্রচ্ছন্ন—সেই আপনাকে বারম্বার নমস্কার করি। ১

হে যোগিবর! জ্বররোগে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে যেমন সুস্বাদু ঔষধ, এবং নিদাঘসন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে যেমন সুশীতল জল হইয়া থাকে, হে ব্রহ্মন্! এই কুৎসিত দেহে অভিমানরূপ যে সর্প তৎকর্ত্তৃক বিশেষরূপে দষ্টদৃষ্টি আমার পক্ষে আপনার অমৃততুল্য বাক্য সেইরূপ মহৌষধ হইয়াছে। ২

অতএব আমার যে যে বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা আমি আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করিব, সম্প্রতি আপনি অধ্যাত্মযোগগ্রথিত অতি দুর্ব্বোধ যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, ঐ সকল জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্ত আমার নিকট উহা সুবোধ করিয়া ব্যাখ্যা করুন। ৩

হে যোগেশ্বর! আপনি যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ভারবহনাদি ক্রিয়া ও তাহার ফল শ্রমাদি প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হওয়ায় অবাধিত ব্যবহারের মূল অর্থাৎ কারণ হইলেও যথার্থরূপে তত্ত্ববিচারক্ষম নহে, এ বিষয়ে আমার মন ভ্রান্ত হইতেছে। ৪

বিবৃতি—জ্বরাদি রোগে পীড়িত ব্যক্তির কাছে যেমন ঔষধ অতি আদরের দ্রব্য এবং রৌদ্রতাপদগ্ধ ব্যক্তির যেমন শীতল জল অতিশয় প্রীতিপ্রদ হয়, সেইরূপ দেহে আত্মাভিমানরূপ সর্পে আমার বিবেকদৃষ্টিকে দংশন করায় আমি অন্ধ ছিলাম, এক্ষণে আপনার অমৃততুল্য বাক্য মহৌষধের ন্যায় আমার অতিশয় প্রীতি প্রদান করিতেছে অর্থাৎ সর্পবিষে নিরন্তর দগ্ধ আমার উপর আপনি অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন, উহাই আমার মহৌষধ। পূর্ব্বে ভরত বলিয়াছেন, যাহা ব্যবহার দশায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে হয়, উহাও তত্ত্বালোচনা করিলে জানা যায় যে, উহা মিথ্যা। সেই বিষয়ে সন্দিহান রাজা বিনয়সহকারে বলিতেছেন যে, ঐ বিষয়টি অতিশয় দুর্ব্বোধ, আপনি উহা যাহাতে সুবোধ হয় সেইরূপ বলুন; আমার ঐ বিষয়ের সন্দেহ এখনও যায় নাই। ২-৪

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাং যঃ পার্থিবঃ পার্থিব কস্য হেতোঃ।
তস্যাপি চাঙ্ঘ্র্যোরধি গুল্ফজঙ্ঘাজানূরুমধ্যোরশিরোধরাংসাঃ ॥৫॥
অংসেঽধি দার্ব্বী শিবিকা চ যস্যাং সৌবীররাজেত্যপদেশ আস্তে।
যস্মিন্ ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানো রাজাস্মি সিন্ধুষ্বিতি দুর্ম্মদান্ধঃ ॥৬॥
শোচ্যানিমাংস্ত্বং হ্যধিকষ্টদীনান্ বিষ্ট্যা নিগৃহ্নন্ নিরনুগ্রহোঽসি।
জনস্য গোপ্তাস্মি বিকত্থমানো ন শোভসে বৃদ্ধসভাসু ধৃষ্টঃ ॥৭॥
যদা ক্ষিতাবেব চরাচরস্য বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্।
তন্নামতোঽন্যদ্ব্যবহারমূলং নিরূপ্যতাং সৎ ক্রিয়য়ানুমেয়ম্ ॥৮॥

(রহূগণের বাক্যশ্রবণে) বিপ্ররূপী ভরত বলিলেন, হে পার্থিব! যে পার্থিব-বিকার সেই—কোন কারণে পৃথিবী গমন করিতে থাকিলে, ঐ জন ভার-বাহকাদি ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, যে পাষাণাদি চলে না, সে উহা হইতে ভিন্ন এবং সেই জড় বলিয়া তাহার ভার বা শ্রম নাই। বাস্তবিক পক্ষে যদি শ্রমের নিরূপণ করা যায়, তবে কিন্তু তাহারও শ্রম হয়, কিন্তু তাহা হয় না। (অবয়ব ব্যতীত অবয়বীর নিরূপণ হয় না এই আশয়ে বলিতেছেন) তাহারও চরণদ্বয়ের উপর্য্যুপরি ক্রমশঃ গুল্ফ, জানু, জঙ্ঘা উরু, মধ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, গলদেশ ও স্কন্ধ, এবং স্কন্ধের উপরে কাষ্ঠবিকার যে শিবিকা, যাহাতে সৌবীররাজ এইরূপ যাহার নাম সেই পার্থিব-বিকার উপবিষ্ট আছে, যে পার্থিব বিকারে 'আমি সিন্ধুদেশের রাজা' এইরূপ অভিমান থাকায় দুরতিক্রমণীয় মত্ততায় অন্ধ হইয়া আছেন। ৫-৬

এই সকল ভারবাহক শিবিকাবহনরূপ কষ্ট ভোগ করে অথচ বেতন পায় না। সুতরাং অতিশয় দীন ও দয়ার পাত্র, ইহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া তুমি অতিশয় নির্দ্দয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ; অথচ 'আমি জনসকলের রক্ষাকর্ত্তা' এই বলিয়া যে তুমি আত্মশ্লাঘা কর, সেই তুমি অতিশয় ধৃষ্ট অর্থাৎ নির্লজ্জ, মহাজনদিগের সভায় তুমি শোভা পাইতে পার না। ৭

(উত্তরোত্তর অবয়ব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবয়বের ভার বহন করে, ইহাও বলা যায় না; কারণ, তাহাদের নিরূপণ করা যায় না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন) হে রাজন্! যখন পৃথিবীতেই চরাচর পদার্থসকলের নাশ ও উৎপত্তি আমরা জানিতে পারি, তখন পৃথিবী ভিন্ন অন্য বিকারের অভাব নিবন্ধন নামমাত্রে অন্য ঐ ব্যবহারের মূল কারণ এবং অর্থক্রিয়া দ্বারা তাহা সৎ বলিয়া অনুমিত, ইহা নিশ্চয় কর। ৮

বিবৃতি—উক্ত শ্লোকদ্বয়ে দেখা যায়—পৃথিব্যাদি শিবিকান্ত সকলেরই ভারবহন ব্যাপারের কর্তৃত্ব আছে। সুতরাং উহাতে কি সকলেরই শ্রম হয় অথবা কাহারও কাহারও হয়? সকলের শ্রম হয় না, কারণ, পৃথিবী ও শিবি-কার শ্রম দেখা যায় না, যদি বল চরণাদির শ্রম উপলব্ধ হয়, তাহাও বলা চলে না; কারণ, শিবিকার অভাবে গুল্ফাদির ভারবহনকারী চরণের শ্রম উপলব্ধি যেহেতু হয় না, এবং অতি সুকোমলাঙ্গী রমণীরও অলঙ্কারাদি বা শিশু-পুত্র বহনে শ্রম দেখা যায় না, সুতরাং উহা অভিমানের ফল, নিরভিমান ব্যক্তিদের সুখ ও দুঃখ নাই, ইহাই দেখা যায়। ৬

নিরভিমান মুক্ত ব্যক্তিরও প্রারব্ধ সুখ-দুঃখ ভোগ দেখা যায়, সুতরাং আপনারও ভারবহন শ্রম হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। সুতরাং আপনার কথিত ব্যবহারের অপ্রামাণ্য কথা বিচারসহ নহে। ইহার উত্তরে ভরত বলেন যে, আমাদের ন্যায় ব্যক্তির সত্য সত্য কোন সুখ

এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্তমসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ ॥৯॥
এবং কৃশং স্থূলমণুর্বৃহদ্‌যদসচ্চ সজ্জীবমজীবমন্যৎ।
দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম্মনাম্নাজয়াবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্ ॥১০॥
জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরন্ত্বহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥১১॥
রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥১২॥
যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥১৩॥

হে রাজন্! এইরূপ যাহাতে পৃথিবী শব্দের ব্যবহার আছে, তাহাকেও মিথ্যা বলিয়া নিরূপণ কর; কারণ, আপনার কারণীভূত পরমাণুতে লয় পায়, অতএব পরমাণু ব্যতীত ক্ষিতি নাই, (পরমাণু তাহা হইলে সত্য? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) এবং সেই পরমাণুগণও কার্য্যানুপপত্তি জন্য বাদিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে. তাহাদের সমূহের দ্বারাই বিশেষ করা হইয়াছে অর্থাৎ যাহাদের সমূহই পৃথিবী এই বুদ্ধির অবলম্বন, হে রাজন্! এই প্রপঞ্চ মায়া-বিলসিত মাত্র, এ কারণ পরমাণু সকলও অবিদ্যা-কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু যেরূপই হউক, কোন রূপেই সেই সকল সত্য নহে। ৯

হে রাজন্! এইরূপ কৃশ, স্থূল, অণু, বৃহৎ, সৎ, অসৎ, জড়, অজড় প্রভৃতি যাহা কিছু দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল, কর্ম্ম নামে অবিদ্যাকল্পিত, এবং সেই এই দ্বৈত সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা তুমি জানিও। (তাহা হইলে সত্য কোন্ পদার্থ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) বিশুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য পরিপূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন, এবং নির্ব্বিকার যে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ সত্য এবং তাহাকেই পণ্ডিতেরা বাসুদেব বলিয়া থাকেন। ১০-১১

হে রহূগণ! এই প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্তি মহাজন-দিগের সেবা ব্যতীত তপস্যা অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা, ইজ্যা অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম এবং অন্নাদির সংবিভাগ, বা গৃহাশ্রমোচিত পরোপকার কিম্বা বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি বা সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা হইতে পারে না।১২

হে নরেন্দ্র! যে মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট সর্ব্বদা উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুবাদ প্রস্তূত, অর্থাৎ কীর্ত্তিত হয়, সেই মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট গ্রাম্যকথা হয় না, সেই গুণানুবাদ প্রতিদিন সেবা করিলে অর্থাৎ শ্রবণ-মনন করিলে ভগবান্ বাসুদেবে মুমুক্ষুজনের সদ্‌বুদ্ধি হয়। অর্থাৎ তাদৃশ শ্রবণই তাদৃশ সদ্‌বুদ্ধি দান করে। ১৩

দুঃখ নাই, যাহা তোমরা দেখ, উহা অভ্যাস মাত্র। যেমন স্বপ্ন-প্রবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট সর্পের মিথ্যাত্ব জ্ঞান হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত ভয় ও কম্পাদি থাকে, আর স্বপ্নকালে তাহাদের নিকট ঐ সর্প সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হয়, সেইরূপ তোমাদের ব্যবহারও আভাস মাত্র, সত্য নহে। ইহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছি এই বলিয়া 'বাচারম্ভণম্' ইত্যাদি প্রযুক্ত মৃত্তিকার যেমন নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য, এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। ৮

বিবৃতি—এই কথাই তৃতীয়ে 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' ইত্যাদি দ্বারা পঞ্চমে 'মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ' ইত্যাদি দ্বারা বার বার বলিয়াছেন, যাঁহারা ভগবৎকৃপাভাজন, তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত তাদৃশ জ্ঞান হয় না। ১২

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ ॥১৪॥
সা মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা নো জহাতি।
অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি ॥১৫॥
তস্মান্নরোঽসঙ্গসুসঙ্গজাতজ্ঞানাসিনৈবেহ বিবৃক্নমোহঃ।
হরিং তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং লব্ধস্মৃতির্যাত্যতিপারমধ্বনঃ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ব্রাহ্মণরহূগণসংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

হে রাজন্! আমি পূর্ব্বজন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম এবং ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়সঙ্গবিমুক্ত ছিলাম, ভগবানের আরাধনা করিতাম কিন্তু দৈববশে একটা মৃগের সহিত সঙ্গ হওয়ায় আমি মৃগ হই এবং তাহাতেই আমার উদ্দেশ্য সকল বিফল হয়। ১৪

হে বীর! কিন্তু কৃষ্ণার্চ্চনা হইতে উৎপন্না সেই স্মৃতি, আমাকে মৃগদেহেও পরিত্যাগ করে নাই; সেই কারণে আমি জনসঙ্গ হইতে ভীত হইয়া অসঙ্গ ও প্রচ্ছন্নরূপে পর্য্যটন করিতেছি। অতএব মানবগণ—অসঙ্গ মহদ্ব্যক্তির সুসঙ্গে জাত জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা নিজের মোহপাশ ছেদন করিয়া সংসারমার্গের শ্রেষ্ঠ পার যে হরি, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কারণ, ভগবানের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কথন ও শ্রবণ দ্বারা স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মস্মৃতি লাভ হয়; তাহাতে বৈরাগ্য-ভক্তি প্রভৃতি হওয়ায় হরিকে পাওয়া যায়, ইহাকেই সংসার পার হওয়া বলে। ১৫-১৬

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

দুরত্যয়েঽধ্বন্যজয়া নিবেশিতো রজস্তমঃসত্ত্ববিভক্তকর্ম্মদৃক্।
স এষ সার্থোঽর্থপরঃ পরিভ্রমন্ ভবাটবীং যাতি ন শর্ম্ম বিন্দতে ॥১॥
যস্যামিমে ষণ্নরদেব দস্যবঃ সার্থং বিলুম্পন্তি কুনায়কং বলাৎ।
গোমায়বো যত্র হরন্তি সার্থিকং প্রমত্তমাবিশ্য যথোরণং বৃকাঃ ॥২॥
প্রভূতবীরুত্তৃণগুল্মগহ্বরে কঠোরদংশৈর্মশকৈরুপদ্রুতঃ।
ক্বচিৎ তু গন্ধর্ব্বপুরং প্রপশ্যতি ক্বচিৎ ক্বচিচ্চাশুরয়োল্মুকগ্রহম্ ॥৩॥
নিবাসতোয়দ্রবিণাত্মবুদ্ধিস্ততস্ততো ধাবতি ভো অটব্যাম্।
ক্বচিচ্চ বাত্যোত্থিতপাংশুধূম্রা দিশো ন জানাতি রজস্বলাক্ষঃ ॥৪॥

(পূর্ব্বাধ্যায়ে সংসারমার্গের পরপারে যাইবার কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই পথ ও পথিকের কথা বলা হইতেছে) ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! দুস্তর সংসারমার্গে মায়া কর্ত্তৃক নিবেশিত, রজস্তমঃ-সত্ত্ব দ্বারা বিভক্ত কর্ম্মসকল দ্রষ্টা, সেই এই বণিক্ সকল অর্থপর হইয়া ভবাটবীর মধ্যে গমন করে, পরন্তু কোন প্রকারে সুখ প্রাপ্ত হয় না। ১

হে নরদেব! যে অরণ্যমধ্যে এই ছয় জন দস্যু অযোগ্য নায়কচালিত বণিক্দলকে বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করে অর্থাৎ তাহাদের ধর্ম্মার্জ্জিত ধন অপহরণ করে, এবং যে বহুতর শৃগাল সেই সার্থবাহ-গণকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, মেষপালমধ্যে বৃকগণ প্রবেশ করিয়া অসাবধান মেষগণকে হরণ করে, সেইরূপ। ২

এই ভবাটবীমধ্যে প্রভূত লতা, তৃণ ও গুল্ম দ্বারা দুষ্প্রবেশ ক্ষেত্রে ঐ বণিক্দল, তীব্র দংশ (ডাঁশ) ও মশক দ্বারা উপদ্রুত হয়, কোথায়ও গন্ধর্ব্বপুর দেখিতে পায়, কোন কোন স্থানে অতিশয় বেগবান্ পিশাচকে দেখিতে পায়। ৩

হে রাজন্! নিবাসস্থান জল ও ধনে আত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন অর্থাৎ ঐ দ্রব্য সকল আমার এই বুদ্ধি-যুক্ত বণিক্দল সেই অরণ্যমধ্যে ধাবিত হয়, কোথায়ও বাত্যাজনিত ধূলিপটলাচ্ছন্ন দিক্ সকলকে রজোব্যাপ্তনয়ন হওয়ায় জানিতে পারে না অর্থাৎ দিগ্ভ্রান্ত হইয়া থাকে। ৪

বিবৃতি—ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহার ব্যাখ্যা থাকিলেও এই স্থানেও ইহার ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে, যেমন বণিকের দল অর্থকামনায় গমন করিতে করিতে কখনও অটবীমধ্যে গমন করে, সেইরূপ জীব সকল সুখের আশায় এই সংসার-অরণ্যে গমন করে পরন্ত তাহাতে সুখ হয় না। ১

ছয় জন দস্যু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। শৃগাল পদে তত্তুল্য স্ত্রী-পুত্রগণ—তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার পিতা, এই বলিয়া প্রবেশ করিয়া অসাবধান জীবকে ইতস্ততঃ লইয়া যায়। এই সংসারক্ষেত্রে জীব কাম, কর্ম্ম দ্বারা দুস্তর গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান থাকিয়া দুর্জ্জন দ্বারা উপদ্রুত হয়, এবং গন্ধর্ব্বপুর সদৃশ অঘটমান দেহাদিকে ইহা সত্য বলিয়া দেখে এবং কোন কোন স্থানে অতি বেগবান্ পিশাচতুল্য সুবর্ণকে উপাদেয় রূপে দেখে। ২-৩

অথচ সংসারারণ্যভ্রমণকারী জীব বাত্যাসদৃশী ভ্রমণশীলা যে স্ত্রী তাহাতে জাত অনুরাগে অপ্রকাশমান দিগ্দেবতাগণ যে ঐ কর্ম্মের সাক্ষী, তাহা জানিতে পারে না। ৪

অদৃশ্যঝিল্লীস্বনকর্ণশূল উলূকবাগ্‌ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা ।
অপুণ্যবৃক্ষান্ শ্রয়তে ক্ষুধার্দ্দিতো মরীচিতোয়ান্যভিধাবতি ক্বচিৎ ॥৫॥
ক্বচিদ্বিতোয়াঃ সরিতোঽভিযাতি পরস্পরং বালষতে নিরন্ধঃ ।
আসাদ্য দাবং ক্বচিদগ্নিতপ্তো নির্ব্বিদ্যতে ক্ব চ যক্ষৈর্হৃতাসুঃ ॥৬॥
শূরৈর্হৃতস্বঃ ক্ব চ নির্ব্বিণ্নচেতাঃ শোচন্ বিমুহ্যন্নুপযাতি কশ্মলম্ ।
ক্বচিচ্চ গন্ধর্ব্বপুরং প্রবিষ্টঃ প্রমোদতে নির্ব্বৃতবন্মুহূর্ত্তম্ ॥৭॥
চলন্ ক্বচিৎ কণ্টকশর্করাঙ্ঘ্রির্নগান্ রুরুক্ষুর্বিমনা ইবাস্তে ।
পদে পদেঽভ্যন্তরবহ্নিনার্দ্দিতঃ কৌটুম্বিকঃ ক্রুধ্যতি বৈ জনায় ॥৮॥
ক্বচিন্নিগীর্ণোঽজগরাহিনা জনো নাবৈতি কিঞ্চিদ্বিপিনেঽপবিদ্ধঃ ।
দষ্টঃ স্ম শেতে ক্ব চ দন্দশূকৈরন্ধোঽন্ধকূপে পতিতস্তমিস্রে ॥৯॥

কোন স্থানে ঝিল্লী (ঝিঁ ঝিঁ) নামে ভূরি ভূরি কীটের কঠোর শব্দে তাহাদের কর্ণপীড়া হয় এবং কোন স্থানে পেচক সকলের কুৎসিত রবে তাহাদের অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়, হে রাজন্! ঐ বণিক্‌দল উক্ত প্রকারে খিন্ন হইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইলে যাহাদের ছায়াও পাপের কারণ, তাদৃশ অপুণ্য বৃক্ষ সকলকে আশ্রয় করে, কোথাও বা মরীচিকা দেখিয়া জলপানার্থ সেই দিকে গমন করে। ৫

এবং তাহারা কখনও কখনও জলশূন্য নদী সকলের দিকে গমন করে আর কখন কখন নিরন্ন হইয়া পরস্পরের নিকট অর্থাৎ দায়াদগণের নিকটে অন্নাদি বাঞ্ছা করে, কখন বা দাবানলমধ্যে পড়িয়া অগ্নিতপ্ত বণিক্‌গণ বিষণ্ন হয় এবং যক্ষ-রাক্ষস কর্ত্তৃক প্রাণতুল্য ধন অপহৃত হওয়ায় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। ৬

কোন কোন স্থানে অন্য শূরগণ কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া বিষণ্নচিত্ত হয় এবং তাহার জন্য শোক করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, কোথাও বা গন্ধর্ব্বপুরে প্রবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল নির্বৃতের ন্যায় হইয়া আমোদ-প্রমোদ করে। ৭

পর্ব্বত আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কোথাও চলিতে চলিতে পদে কণ্টক শর্করা (কাঁকর) বিদ্ধ হওয়ায় অন্যমনস্কের ন্যায় হইয়া থাকে, কখন বা কোন কোন কুটুম্বী (বৃহৎ পরিবার) পুরুষ অভ্যন্তর-বর্ত্তী জঠরানলের জ্বালায় পীড়িত হওয়ায় ক্ষুধায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে লোকের উপর ক্রুদ্ধ হয়। ৮

হে রাজন্! উক্ত অটবীমধ্যে কোন কোন স্থানে কোন ব্যক্তি অজগর সর্প কর্ত্তৃক গিলিত হইয়া (অর্থাৎ নিদ্রারূপ অজগর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া) কিছুই জানিতে পারে না। কোথাও বা কোন কোন লোক অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের ন্যায় পড়িয়া থাকে এবং তাহাকে হিংস্র জন্তুগণ (অর্থাৎ দুর্জ্জনগণ) দংশনে (পীড়িত) করে, কোথাও অন্ধ লোকেরা অন্ধকূপে পড়িয়া অন্ধকারে নিমগ্ন হয় অর্থাৎ দুঃখে লীন হয়। ৯

বিবৃতি—সংসারবনে জীবগণ পরোক্ষে অপ্রিয় বক্তার বাক্যে কর্ণপীড়া বোধ করে এবং প্রত্যক্ষ অপ্রিয় বক্তার বাক্যে ব্যথিতচিত্ত হয়, এবং যাহাদের ছায়াস্পর্শেও পাপ হয়, তাদৃশ অধার্ম্মিক লোককে ভিক্ষার্থ আশ্রয় করে এবং মরীচিকা জলসদৃশ অদাতা লোকদিগকেও কখনও ভিক্ষার্থ আশ্রয় করে। ৫

সংসারকাননেও মানবগণ নিরন্ন হইয়া পরস্পর দায়াদ-গণসমীপে অন্নাদি পাইতে ইচ্ছা করে পরন্তু পায় না। যেমন জলশূন্য নদীতে পড়িয়া জললাভের সম্ভাবনা থাকে না পরন্তু নদীগর্ভে পতিত হইয়া হাত পা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা থাকে সেইরূপ। এবং দাবাগ্নি তুল্য গৃহে থাকিয়া শোকাগ্নিতে বিষণ্ন হয়, এবং যক্ষ-রাক্ষস তুল্য রাজগণ যখন

কর্হিস্মচিৎ ক্ষুদ্ররসান্ বিচিন্বংস্তন্মক্ষিকাভির্ব্যথিতো বিমানঃ।
তত্রাতিকৃচ্ছ্রং প্রতিলব্ধমানো বলাদ্বিলুম্পন্ত্যথ তাংস্ততোঽন্যে॥১০॥
ক্বচিচ্চ শীতাতপবাতবর্ষপ্রতিক্রিয়াং কর্ত্তুমনীশ আস্তে।
ক্বচিন্মিথো বিপণন্ যচ্চ কিঞ্চিদ্বিদ্বেষমৃচ্ছত্যুত বিত্তশাঠ্যাৎ॥১১॥
ক্বচিৎ ক্বচিৎ ক্ষীণধনস্তু তস্মিন্ শয্যাসনস্থানবিহারহীনঃ।
যাবৎ পরাদপ্রতিলব্ধকামঃ পারক্যদৃষ্টির্লভতেঽবমানম্ ॥১২॥
অন্যোন্যবিত্তব্যতিষঙ্গবৃদ্ধবৈরানুবন্ধো বিবহন্ মিথশ্চ।
অধ্বন্যমুষ্মিন্ উরুকৃচ্ছ্রবিত্তবাধোপসর্গৈর্বিহরন্ বিপন্নঃ॥ ১৩॥
তাংস্তান্ বিপন্নান্ স হি তত্র তত্র বিহায় জাতং পরিগৃহ্য সার্থঃ।
আবর্ত্ততেঽদ্যাপি ন কশ্চিদত্র বীরাধ্বনঃ পারমুপৈতি যোগম্॥১৪॥
মনস্বিনো নির্জ্জিতদিগ্গজেন্দ্রা মমেতি সর্ব্বে ভুবি বদ্ধবৈরাঃ।
মৃধে শয়ীরন্ ন তু তদ্‌ব্রজন্তি যন্ন্যস্তদণ্ডো গতবৈরোঽভিযাতি॥১৫॥

কোন কোন স্থানে কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্ররস অর্থাৎ মধু পক্ষান্তরে পরদারাদি অন্বেষণ করিতে গিয়া মক্ষিকা কর্ত্তৃক পক্ষান্তরে সেই স্ত্রীবর্গের বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ব্যথিত ও অবজ্ঞাত হয়েন, যদি অতি কষ্টে সেই সেই বিষয়ে লব্ধমান অর্থাৎ লব্ধদারাদি হয়, তবে অন্য লোক আসিয়া তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, এবং তাহাদের নিকট হইতে অপরে লইয়া যায়। ১০

সেই অটবীমধ্যে কোন কোন স্থানে শীত, রৌদ্র, বাতাস ও বৃষ্টির প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইয়া বসিয়া থাকে; কোথাও কোন ব্যক্তি পরস্পর যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বিনিময় করিতে গিয়া ধনবঞ্চনা করায় বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। ১১

কোথাও বা কোন কোন মানব ক্ষীণধন হইয়া শয্যা, আসন, স্থান এবং বিহারহীন হওয়ায় অন্যের নিকট উহা প্রার্থনা করে, কিন্তু যখন অন্য হইতে কামনা পূর্ণ হয় না, তখন পরকীয় বস্তুর প্রতি অভিলাষ করে, তন্নিমিত্ত সে অপমান লাভ করে। ১২

হে রাজন্! ঐ ভবাটবীর পথে কোন কোন ব্যক্তি পরস্পর ধনবিনিময় করিয়া বৈরানুবন্ধ বৃদ্ধি করে, কেহ কেহ বা পরস্পরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ করে, কোন কোন লোক অতিশয় পরিশ্রম এবং ধননাশ ও অন্যান্য উপসর্গ দ্বারা ভ্রমণকালে বিপন্ন হইতেছে। ১৩

হে বীর! সেই সেই বিপন্ন অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে সেই সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া এবং নূতন উৎপন্নগণকে সঙ্গে লইয়া যে বণিক্‌গণ যাত্রা করিয়াছিল, তাহারা অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন (ফিরিয়া আসা) করে নাই, এবং কোন ব্যক্তিই ঐ পথের শেষ সীমা প্রাপ্ত হয় নাই। ১৪

হে রাজন্! যাঁহারা মনস্বী ও দিগ্‌গজ সকলের জয়কারী, তাঁহারাও এই ভবাটবীমধ্যে আমার এই ভূমি, আমার এই ভূমি, বলিয়া ভূমির নিমিত্ত পরস্পর বৈরানুবন্ধ করেন, এবং সমরক্ষেত্রে শয়ন করেন, কিন্তু হিংসানিবৃত্ত সন্ন্যাসী যে বিষ্ণুর পরমপাদ লাভ করেন, তাহা তাঁহারা কখনই প্রাপ্ত হয়েন না। ১৫

তাহাদের প্রাণতুল্য অর্থ হরণ করিয়া লয়, তখন নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। গন্ধর্ব্বপুরসদৃশ পিতৃপুত্রাদি সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষণকালের জন্য নির্বৃতের ন্যায় হয় ও আনন্দবোধ করে। ৩-৭

প্রসজ্জতি কাপি লতাভুজাশ্রয়স্তদাশ্রয়াব্যক্তপদদ্বিজস্পৃহঃ ।
কচিৎ কদাচিদ্ধরিচক্রতস্ত্রসন্ সখ্যং বিধত্তে বককঙ্কগৃধ্রৈঃ ॥১৬॥
তৈর্বঞ্চিতো হংসকুলং সমাবিশন্নরোচয়ন্ শীলমুপৈতি বানরান্ ।
তজ্জাতিরাসেন সুনির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ পরস্পরোদ্বীক্ষণবিস্মৃতাবধিঃ॥১৭॥
দ্রুমেষু রংস্যন্ সুতদারবৎসলো ব্যবায়দীনো বিবশঃ স্ববন্ধনে ।
কচিৎ প্রমাদাদ্গিরিকন্দরে পতন্ বল্লীং গৃহীত্বা গজভীত আস্থিতঃ ॥১৮॥
অতঃ কথঞ্চিৎ স বিমুক্ত আপদঃ পুনশ্চ সার্থং প্রবিশত্যরিন্দম ।
অধ্বন্যমুষ্মিন্নজয়া নিবেশিতো ভ্রমন্ জনোঽদ্যাপি ন বেদ কশ্চন ॥১৯॥
রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য সংন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং জ্ঞানাসিমাদায় তরাতি পারম্ ॥২০॥

শ্রীরাজোবাচ ।

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্ ।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥২১॥

হে রাজন্! ঐ ভবাটবীমধ্যে কোন কোন ব্যক্তি লতা শাখা আশ্রয় করিয়া তত্রস্থ পক্ষীদের অস্ফুটাক্ষর মধুরধ্বনিতে সস্পৃহ হইয়া তাহাতে আসক্ত হয়, কোন স্থানে বা কখন কখন সিংহসমূহ হইতে ভীত হইয়া কঙ্ক, গৃধ্র, বক ইত্যাদির সহিত সখ্য বিধান করে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ১৬

কিন্তু তাহাদের নিকট বঞ্চিত হইয়া অর্থাৎ ফলের আশায় নিরাশ হইয়া নিজেই গিয়া হংসকুলে প্রবিষ্ট হয়, এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার প্রিয় বোধ না হওয়ায় বানরগণ সমীপে গমন করে এবং তজ্জাতীয় ক্রীড়া দ্বারা আপনার ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করে, পরস্পর মুখসন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আপনার জীবনের অবধি অর্থাৎ মৃত্যু বিস্মৃত হয়। ১৭

কোথাও কোন ব্যক্তি পুত্র-কলত্রাদির প্রতি বাৎসল্যপ্রযুক্ত, তাহাদের নিমিত্ত বৃক্ষ সকলে অর্থাৎ দৃষ্টার্থ বিষয়ে রমণ করিতে করিতে সম্ভোগেচ্ছায় অতি দীন হয় সুতরাং আপনার বন্ধনে বিবশ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হয়। কোথাও বা কোন ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ গিরিগহ্বরে পতিত হইয়া তত্রস্থ হস্তিভয়ে লতা অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করে। ১৮

হে শক্রতাপন! ঐ পুরুষ ঐ প্রকার বিপদ হইতে কদাচিৎ কোন প্রকারে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্তু ভবাটবীর পথে মায়া কর্ত্তৃক প্রবেশিত হইয়া ভ্রমণকারী কোন লোক অদ্যাপি যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। ১৯

হে রহূগণ! তুমিও মায়া কর্ত্তৃক সংসারারণ্যের পথে নিবেশিত হইয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্বপ্রাণীদিগের প্রতি ন্যস্তদণ্ড অর্থাৎ হিংসাশূন্য হও এবং সকল প্রাণিগণের সহিত মিত্রতা কর এবং বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া হরিসেবা দ্বারা লব্ধ তীক্ষ্ণ জ্ঞানাসি গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ভবাটবী পার হইয়া যাও। রাজা রহূগণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অখিল জন্মমধ্যে মনুষ্যজন্মই সর্ব্বাপেক্ষা শোভন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং স্বর্গাদি দেবাদিরূপ শ্রেষ্ঠ জন্মে কি প্রয়োজন? কারণ, ঐ সকল জন্মে ভগবান্ হৃষীকেশের যশঃশ্রবণ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত আপনাদের ন্যায় মহাত্মাগণের প্রচুর সমাগম হয় না। ২০-২১

বিবৃতি—সংসারকাননের যাত্রী কদাচিৎ লতাসদৃশ সুকুমারাঙ্গী বনিতার বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহার অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে আসক্ত হয়; পরে জন্মমরণভয়ে ত্রাস প্রাপ্ত হইয়া এবং কোন কোন বকাদির ন্যায় ধূর্ত্ত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়া তাহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ১৬

ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভির্হতাংহসোং ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা
মৌহূর্ত্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ ॥২২॥
নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যো নমো যুবভ্যো নম আ বটুভ্যঃ।
যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গাশ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু রাজ্ঞাম্ ॥ ২৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যেবমুত্তরামাতঃ স বৈ ব্রহ্মর্ষিসুতঃ সিন্ধুপতয় আত্মসতত্ত্বং বিগণয়তঃ পরানুভাবঃ পরমকারুণিকতয়োপদিশ্য রহূগণেন সকরুণমভিবন্দিতচরণঃ পূর্ণার্ণব ইব নিভৃতকরণোর্ম্ম্যাশয়ো ধরণিমিমাং বিচচার ॥২৪॥

সৌবীরপতিরপি সুজনসমবগতপরমাত্মসতত্ত্ব আত্মন্যবিদ্যাধ্যারোপিতাঞ্চ দেহাত্মমতিং বিসসর্জ্জ এবং হি নৃপ ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ ॥২৫॥

শ্রীরাজোবাচ।

যো হ বা ইহ বহুবিদা মহাভাগবত ত্বয়াভিহিতঃ পরোক্ষেণ বচসা জীবলোক-ভবাধ্বা স হ্যার্য্যমনীষয়া কল্পিতবিষয়ো নাঞ্জসাঽব্যুৎপন্নলোকসমধিগমঃ। অথ তদেবৈতদ্ দুরধিগমং সমবেতানুকল্পেন নির্দ্দিশ্যতামিতি ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হে ভগবন্! সেই মহাত্মাগণের পদধূলি দ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তির পক্ষে ভগবান্ বিষ্ণুতে নির্ম্মল ভক্তি হওয়া অদ্ভুত ব্যাপার নহে, কারণ, মুহূর্ত্তমাত্র আপনার সঙ্গলাভে আমার কুতর্কের মূলীভূত অবিবেক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। (ব্রহ্মবিদ্‌গণ কোন্ রূপে বিচরণ করেন, তাহা জানিতে না পারায় সকলকে নমস্কার করিতেছেন) মহদ্ব্যক্তিগণকে নমস্কার, শিশুদিগকে নমস্কার, ক্রীড়ারত বটুগণ ও যুবকগণকে নমস্কার, আর যে সকল ব্রাহ্মণগণ অবধূতবেশে মহীতলে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে রাজাদিগের মঙ্গল হউক। ২২-২৩

শুকদেব বলিলেন, হে উত্তরানন্দন! সেই ব্রহ্মর্ষিপুত্র, ব্রহ্মজ্ঞ, মহাকারুণিক ভরত সিন্ধুপতি অবমন্তা রহূগণকে দয়া প্রকাশপুরঃসর আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া এবং রহূগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া পূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধ হৃদয়ে ধরণীতলে বিচরণ করিয়াছিলেন। ২৪

সৌবীরপতি রাজা রহূগণও সুজন ভরতের নিকট তত্ত্ব সহিত পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হে নৃপ! ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করায় এই প্রকার মহিমা অর্থাৎ ভরতের আশ্রয়ে রহূগণের দেহাত্মবোধ নষ্ট হইল। পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ভাগবতোত্তম! আপনি বহুজ্ঞ, পরোক্ষ বাক্য দ্বারা যে জীবলোকের সংসারপথ বর্ণন করিয়াছেন, বিবেকী পুরুষদিগের বুদ্ধি দ্বারা ঐ বিষয় কল্পিত হইতে পারে কিন্তু অব্যুৎপন্ন লোকদিগের পক্ষে উহা সহসা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। অতএব সেই দুরধিগম্য বিষয় সকলের অনুরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া বুঝাইয়া বলুন। ২৫-২৬

বিবৃতি—রহূগণের অবজ্ঞায় এবং তৎকৃত পাদবন্দনে ভরত অক্ষুব্ধহৃদয় ছিলেন, তিনি ব্রহ্মভূত সুতরাং নিন্দা বা স্তবে তুল্য জ্ঞানকারী ছিলেন। ২৪

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

স হোবাচ।

স এষ দেহাত্মমানিনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষ-বিকল্পিত-কুশলাকুশল-সমবহার-বিনির্ম্মিত-বিবধ-দেহাবলিভির্বিয়োগসংযোগাদ্যনাদিসংসারানুভবস্য দ্বারভূতেন ষড়িন্দ্রিয়বর্গেণ তস্মিন্ দুর্গাধ্ববদসুগমেঽধ্বন্যাপতিত ঈশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোর্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং যথা বণিক্সার্থোঽর্থপরঃ স্বদেহনিষ্পাদিতকর্ম্মানুভবঃ শ্মশানবদশিবতমায়াং সংসারাটব্যাং গতো নাদ্যাপি বিফলবহুপ্রতিযোগেহস্তত্তাপোপশমনীং হরিগুরুচরণারবিন্দমধুকরানুপদবীমবরুন্ধে। যস্যামুহ বা এতে ষড়িন্দ্রিয়নামানঃ কর্ম্মণা দস্যব এব তে ॥১॥

তদ্‌যথা পুরুষস্য ধনং যৎ কিঞ্চিদ্ধর্ম্মৌপয়িকং বহুকৃচ্ছ্রাধিগতং সাক্ষাৎ পরমপুরুষারাধনলক্ষণো যোঽসৌ ধর্ম্মস্তন্তু সাম্পরায় উদাহরন্তি তদ্ধর্ম্ম্যং ধনং দর্শনস্পর্শনশ্রবণাস্বাদনাবঘ্রাণসঙ্কল্পসমবসায়গৃহগ্রাম্যোপভোগেন কুনাথস্যাজিতাত্মনো যথা সার্থস্য তথা বিলুম্পন্তি ॥২॥

অথ চ যত্র কৌটুম্বিকা দারাপত্যাদয়ো নাম্না কর্ম্মণা বৃকশৃগালা এবানিচ্ছতোঽতিকদর্য্যস্য কুটুম্বিন উরণকবৎ সংরক্ষ্যমাণং মিষতোঽপহরন্তি ॥৩॥

শুকদেব বলিলেন, সেই এই জীবগণ দেহাত্মবাদিগণের সত্ত্বাদি গুণবিশেষ দ্বারা বিভক্ত; ভাল মন্দ ও মিশ্রিত কর্ম্ম সকল বিনির্ম্মিত দেহসমূহ দ্বারা বিয়োগ ও সংযোগাদি রূপ যে অনাদি সংসারানুভব তাহার দ্বারভূত ষড়িন্দ্রিয়বর্গ (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও মন) দ্বারা সেই দুর্গম পথের ন্যায় অতিশয় অসুগম পথে আপতিত হইয়া ঈশ্বরের বশবর্ত্তিনী মায়া দ্বারা এই জীবলোকে যেমন বণিক্‌সমূহ অর্থার্জ্জনের নিমিত্ত স্বদেহ-নিষ্পাদিত কর্ম্ম অনুভব করে, এবং শ্মশানের ন্যায় অতিশয় অমঙ্গলজনক সংসাররূপ অরণ্যে গমন করে এবং বিঘ্নসমূহ দ্বারা প্রতিহত বহু প্রযত্ন সেই জীবলোক সেই তাপের উপশম যাহাতে হয়, সেই গুরুরূপী যে ভগবান্ হরি, তাঁহার চরণারবিন্দের মকরন্দসেবীদিগের পদবী অর্থাৎ ভাগবতজনের অনুষ্ঠিত ভক্তিমার্গ অদ্যাপি প্রাপ্ত হইতেছে না। যে সংসারঅরণ্যে এই ছয় ইন্দ্রিয় নামধারী যাহারা, তাহারাই কর্ম্ম দ্বারা দস্যুতুল্য। ১

যেহেতুক সংসারে বহুকষ্টে প্রাপ্ত, ধর্ম্মের কারণ যে কিছু ধন পুরুষ লাভ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া থাকেন, এবং যাহা সাক্ষাৎ পরমপুরুষের আরাধনারূপ ধর্ম্ম, তাহাকে পণ্ডিতেরা পারলৌকিক ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্মার্জ্জিত ধন সেই ব্যক্তি অনবহিত হইলে ইন্দ্রিয়-দস্যুগণ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, অবঘ্রাণ, সংকল্প ইত্যাদি দ্বারা হরণ করে, যেমন বণিক্‌গণের সঙ্গীরাই বণিক্ অসাবধান হইলে তাহার ধন হরণ করে সেইরূপ, সেই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গৃহমধ্যে গ্রাম্য বস্তু উপভোগে আসক্ত থাকে, এ জন্য কিছুমাত্র জানিতে পারে না। ২

(হে রাজন্! তথায় বহু শৃগাল আছে এই যে বলিয়াছি তাহার অর্থ এই) অথচ যে সংসারারণ্যে পরিবার সংক্রান্ত যে সমস্ত স্ত্রী-পুত্র আছে, তাহারাই কার্য্যতঃ শৃগাল ও বক তুল্য, যেহেতু অতিশয় লুব্ধ, কুটুম্বী পুরুষ মেষশাবক তুল্য, যে সকল বস্তু যত্নে রক্ষা করে, তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ সকল ব্যক্তিরা বল পূর্ব্বক তাহা অপহরণ করে। ৩

যথা হ্যনুবৎসরং কৃষ্যমাণমপ্যদগ্ধবীজং ক্ষেত্রং পুনরেবাবপনকালে গুল্মতৃণবীরুদ্ভির্গহ্বরমিব ভবত্যেবমেব গৃহাশ্রমঃ কর্ম্মক্ষেত্রং যস্মিন্ ন হি কর্ম্মাণ্যুৎসীদন্তি যদয়ং কামকরণ্ড এষ আবসথঃ ॥৪॥

তত্র রতো দংশ-মশক-সমাপসদৈর্মনুজৈঃ শলভশকুন্ততস্করমূষিকাদিভিরুপরুধ্যমানবহিঃপ্রাণঃ ক্বচিৎ পরিবর্ত্তমানোঽস্মিন্নধ্বন্যবিদ্যাকামকর্ম্মভিরুপরক্তমনসানুপপন্নার্থং নরলোকং গন্ধর্ব্বনগরমুপপন্নমিতি মিথ্যাদৃষ্টিরনুপশ্যতি ॥৫॥

তত্র ক্বচিদাতপোদকনিভান্ বিষয়ানুপধাবতি পানভোজনব্যবায়াদিব্যসনলোলুপঃ ॥৬॥

ক্বচিচ্চাশেষদোষনিষদনং পুরীষবিশেষং তদ্বর্ণ-গুণ-নির্ম্মিতমতিঃ সুবর্ণমুপাদিৎসত্যগ্নিকামকাতর ইবোল্মুকপিশাচম্ ॥৭॥

অথ কদাচিন্নিবাসপানীয়দ্রবিণাদ্যনেকাত্মোপজীবনাভিনিবেশ এতস্যাং সংসারাটব্যামিতস্ততঃ পরিধাবতি ।৮॥

(ভবাটবীমধ্যে বহু তৃণ গুল্ম লতাদির কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই) যেমন প্রতি বৎসর ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে ও তত্রস্থ বীজ দগ্ধ না হওয়ায় পুনরায় বপন সময়ে তৃণ গুল্ম লতা ইত্যাদি দ্বারা উহা দুর্গম গহ্বর তুল্য হয়, তাহার ন্যায় এই গৃহাশ্রম কর্ম্মসকলের ক্ষেত্রস্বরূপ, ইহাতেও কর্ম্মসকল একেবারে উৎপন্ন হয় না, কারণ, এই গৃহ কাম কর্ম্ম সকলের করণ্ড অর্থাৎ উহার আধার পেটিকা প্রভৃতির তুল্য। অর্থাৎ যেমন কর্পূরপাত্রের কর্পূর ক্ষয় হইয়া গেলেও তাহার গন্ধ ক্ষয় হয় না, তাহার ন্যায় কর্ম্মসকল নষ্ট হইলেও তাহার বাসনা ক্ষীণ না হওয়ায় একেবারে উৎসন্ন হয় না। ৪

সেই গৃহাশ্রমে রত অর্থাৎ আসক্ত জনগণ দংশ (ডাঁশ) মশক তুল্য নীচ ব্যক্তিগণ ও পতঙ্গ পক্ষী চোর মূষিক প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হইয়া ধন সম্পদ্ যাহার বাহিরের প্রাণস্বরূপ—সেই গৃহস্থও এই পথে ভ্রমণ করিতে করিতে অবিদ্যা কাম ও কর্ম্মে উপরক্ত মনের দ্বারা গন্ধর্ব্বপুর সদৃশ অঘটমান নরলোককে সত্য সত্য বলিয়া অবলোকন করে, অপর কোন স্থানে পান ভোজন, গ্রাম্যধর্ম্ম (স্ত্রীসঙ্গ) ইত্যাদি বিষয়ের নিমিত্ত লোলুপ হইয়া মৃগতৃষ্ণার জল তুল্য বিষয় সকলের প্রতি ধাবমান হয়। ৫-৬

যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তি অগ্নিকামী হইয়া অরণ্যে অগ্নি সদৃশ জাজ্বল্যমান পিশাচবিশেষকে দেখিয়া ধাবমান সেই পিশাচের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ এই সংসারের পুরুষ অশেষ দোষের আশ্রয় কিম্বা বিশেষ অতএব অপবিত্র সুবর্ণকে রজোগুণের বর্ণ ও গুণ দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া উহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। ৭

আবার নিবাসস্থান জল ধন ইত্যাদি যে সকল বস্তু নিজের উপজীব্য, তাহার নিমিত্ত অভিনিবিষ্ট হইয়া পুরুষ এই সংসার-গহনে ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়। ৮

বিবৃতি—সুবর্ণ অগ্নির বিষ্ঠা বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শীতাতুর ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে অগ্নির জাজ্বল্যমান ইতস্ততো ধাবমান পিশাচবিশেষকে অগ্নি মনে করিয়া তাহার পশ্চাতে অনুধাবন করে কিন্তু তাহাকে প্রাপ্ত হয় না, যদি কখন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই পিশাচ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। ৭

ক্বচিচ্চ বাত্যৌপম্যয়া প্রমদয়ারোহমারোপিতস্তৎকালরজসা রজনীভূতা ইবাসাধুমর্য্যাদো রজস্বলাক্ষো দিগ্দেবতা অতিরজস্বলমতির্ন বিজানাতি ॥৯॥

ক্বচিৎ সকৃদবগতবিষয়বৈতথ্যঃ স্বয়ং পরাভিধ্যানেন বিভ্রংশিতস্মৃতিস্তয়ৈব মরীচিতোয়-প্রায়াংস্তানেবাভিধাবতি ॥১০॥

ক্বচিদুলূক-ঝিল্লী-স্বনবদতিপরুষ-রভসাটোপং প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা রিপুরাজকুলনির্ভর্ৎসিতে-নাতিব্যথিতকর্ণমূলহৃদয়ঃ ॥১১॥

স যদা দুগ্ধপূর্ব্বসুকৃতস্তদা কারস্করাদ্যপুণ্য-দ্রুমলতা-বিষোদপানবদুভয়ার্থশূন্য-দ্রবিণান্ জীবন্মৃতান্ স্বয়ং জীবন্ ম্রিয়মাণ উপধাবতি ॥১২॥

একদা অসৎপ্রসঙ্গান্নিকৃতমতির্ব্যুদকস্রোতঃস্খলনবদুভয়তোঽপি দুঃখদং পাষণ্ডমভি-যাতি ॥ ১৩ ॥

যদা তু ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতঃ পরবাধয়ান্ধ আত্মনে নোপনমতি তদা হি পিতৃপুত্রবর্হিস্মতঃ পিতৃপুত্রান্ বা স খলু ভক্ষয়তি ॥১৪॥

সংসারমধ্যে কোথাও বাত্যার ন্যায় যে প্রমদা তৎকর্ত্তৃক ক্রোড়ে আরোপিত হয়, তাহাতে তৎকালে যে অনুরাগ জন্মে, তাহা দ্বারা ধূলিদূষিত নেত্র সদৃশ হইয়া মর্য্যাদা অতিক্রম করে এবং রজোগুণাচ্ছন্ন বুদ্ধি হইয়া মর্য্যাদাতিক্রমের সাক্ষীভূত দিগ্দেবতা-গণকে সে জানিতে পারে না। ৯

সংসারমধ্যে মানব এক একবার বিষয় সকলকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করে, কিন্তু নিজে দেহাভিনিবেশ নিবন্ধন উহা বিস্মৃত হইয়া যায় এবং সেই স্মৃতিভ্রংশ দ্বারা মৃগতৃষ্ণিকার জলসদৃশ মিথ্যা বিষয় সকলের দিকে ধাবিত হয়। ১০

এই সংসার-গহনে কোথাও পেচক ও ঝিল্লীর (ঝিঁ ঝিঁ কীটের) ন্যায় অতি কঠোর উৎসাহ সম্ভ্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে শত্রু রাজকুলের ভর্ৎসনায় মানবের কর্ণমূল ও হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইয়া থাকে। ১১

সংসারে সেই মানবের যখন পূর্ব্ব সুকৃত উপভুক্ত হইয়া যায়, তখন বিষতিন্দুক প্রভৃতি অপুণ্য বৃক্ষলতা ও বিষকূপ তুল্য দৃষ্টাদৃষ্ট ফলশূন্য ধনকে উপজীব্য করিয়া স্বয়ং ম্রিয়মাণ হইয়াও জীবন্মৃত লোকের নিকট দৌড়িয়া যায়। ১২

কদাচিৎ অসৎসঙ্গে মানবের বুদ্ধি বঞ্চিত হয়, তাহাতে জলশূন্য নদীগর্ভে পতিত হইলে যেমন তৎক্ষণাৎ মস্তক ফুটিয়া যায় ও পরে ক্লেশ পায়, তাহার ন্যায় ঐ পাষণ্ডের নিকট গমন করিয়া ইহ-কালে ও পরকালে দুঃখ পায়। ১৩

যে সময়ে ঐ পুরুষ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয় এবং পরপীড়নপ্রদ জীবিকা দ্বারা অন্ধ হয় এবং কোন-রূপে নিজের নিকট অন্ন উপস্থিত হয় না, তখন পিতা পুত্র প্রভৃতির তৃণমাত্রও যাহাতে দেখিতে পায়, তাহা ভক্ষণ করে অথবা পিতা পুত্রাদিকে পীড়া দান করে। ১৪

বিবৃতি—পূর্ব্বে নিবাসতোয় ইত্যাদি স্থলে উহা অর্জ্জনের প্রয়াস বলা হইয়াছে, এই স্থানে বাধিত বিষয়ে পুনঃপ্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং পৌনরুক্তি দোষ হয় নাই। ১০

কচিদাসাদ্য গৃহং দাববৎ প্রিয়ার্থবিধুরমসুখোদর্কং শোকাগ্নিনা দহ্যমানো ভৃশং নির্বেদমুপগচ্ছতি ॥১৫॥

কচিৎ কালবিষমিতরাজকুলরক্ষসাপহৃতপ্রিয়তমধনাসুর্মৃতক ইব বিগতজীবলক্ষণ আস্তে ॥ ১৬ ॥

কদাচিন্মনোরথোপগত পিতৃ-পিতামহাদ্যসৎ সদিতি স্বপ্ননির্বৃতিং ক্ষণমনুভবতি ॥১৭॥

কচিদ্‌গৃহাশ্রমকর্ম্মচোদনাতিভরগিরিমারুরুক্ষমাণো লৌকিকব্যসনকর্ষিতমনাঃ কণ্টকশর্করাক্ষেত্রং প্রবিশন্নিব সীদতি ॥১৮॥

কচিচ্চ দুঃসহেন কায়াভ্যন্তরবহ্নিনা গৃহীতসারঃ স কুটুম্বায় ক্রুধ্যতি ॥১৯॥

স এব পুনর্নিদ্রাজগরগৃহীতোঽন্ধে তমসি মগ্নঃ শূন্যারণ্য ইব শেতে নান্যৎ কিঞ্চন বেদ শব ইবাপবিদ্ধঃ ॥২০॥

কদাচিদ্ভগ্নমানদংষ্ট্রো দুর্জ্জনদন্দশূকৈরলব্ধনিদ্রাক্ষণো ব্যথিতহৃদয়েনানুক্ষীয়মাণ-বিজ্ঞানোঽন্ধকূপেঽন্ধবৎ পততি ॥২১॥

কর্হিস্মচিৎ কামমধুলবান্ বিচিন্বন্ যদা পরদারপরদ্রব্যাণ্যবরুন্ধানো রাজ্ঞা স্বামিভির্বা নিহতঃ পতত্যপারে নিরয়ে ॥২২॥

কখনও বা প্রিয়ার্থশূন্য পরিণামে সুখলেশহীন অতএব দাবানল তুল্য গৃহ প্রাপ্ত হইয়া মানব শোকানলে দগ্ধ হইয়া অত্যন্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। ১৫

(কখনও যক্ষগণ প্রাণ তুল্য ধন হরণ করায় নির্বেদ প্রাপ্ত হয় ইহার অর্থ বলিতেছেন) কখন কখন রাজগণ কাল বশতঃ প্রতিকূল হইয়া রাক্ষস তুল্য ব্যবহার করে, তাহারা প্রিয়তম ধনরূপ প্রাণ হরণ করিয়া লয়, তাহাতে ঐ মানব মৃতব্যক্তির ন্যায় হর্ষাদিশূন্য হইয়া থাকে। (কখনও গন্ধর্ব্বপুরে প্রবিষ্ট হয় ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতেছেন) কখন কখন পিতৃ-পিতামহাদিরূপ অসৎ পদার্থকে সৎরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজের মনোরথ লাভ করে এবং তাহাতে ক্ষণকাল স্বপ্নতুল্য সুখ অনুভব করে। ১৬-১৭

কখন কখন গৃহাশ্রমোচিত কর্ম্মপ্রেরণার আতিশয্য-রূপ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তাহার অন্ত পাইতে ইচ্ছুক মানব লৌকিক ব্যসনে পতিত হয়, সুতরাং কণ্টক ও কাঁকরপূর্ণ ক্ষেত্রে পতিত ব্যক্তির ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। কখন কখন বা বহু কুটুম্ব-(পরিজন) যুক্ত পুরুষ (স্বচ্ছন্দ ভোজনাভাবে) দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী দুঃসহ জঠরানলে পীড়িত হইয়া ধৈর্য্যহীন হয় ও পরিজনবর্গের উপর ক্রোধ করিয়া থাকে। ১৮-১৯

সেই ব্যক্তিই পুনর্ব্বার নিদ্রারূপ অজগরের বশতাপন্ন হয় ও শূন্যারণ্য সদৃশ গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, সে কিছুই জানিতে পারে না—যেন স্বজনপরিত্যক্ত শবের তুল্য হয়। ২০

এই সংসার-অরণ্যে কখন কখন পুরুষের গর্ব্ব-রূপ দংষ্ট্রা ভগ্ন হইয়া যায় এবং দুর্জ্জনরূপ সর্পগণ তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না, সুতরাং ব্যথিত হৃদয়ের দ্বারা প্রতিক্ষণে তাহার বিজ্ঞানক্ষয় হইতে থাকে, সুতরাং অজ্ঞানান্ধ হইয়া অন্ধবৎ অন্ধকূপে পতিত হয়। ২১

কখনও বা মানব মধুকণা তুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য বিষয় অন্বেষণ করিতে করিতে পরস্ত্রী পরদ্রব্যাদি গ্রহণ করে, তখন রাজা অথবা ঐ সকল দ্রব্যের স্বামিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সত্বই নরকমধ্যে পতিত হয়। ২২

অথ চ তস্মাদুভয়থাপি হি কর্ম্মাস্মিন্নাত্মনঃ সংসারাবপনমুদাহরন্তি ॥২৩॥

মুক্তস্ততো যদি বন্ধাদ্দেবদত্ত উপাচ্ছিনত্তি তস্মাদপি বিষ্ণুমিত্র ইত্যনবস্থিতিঃ ॥২৪॥

কচিচ্চ শীতবাতাদ্যনেকাধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকীয়ানাং দশানাং প্রতিনিবারণেঽকল্পো দুরন্তচিন্তয়া বিষণ্ণ আস্তে ॥২৫॥

কচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্ধনমন্যেভ্যো বা কাকিণিকামাত্রমপ্যপহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্বা বিদ্বেষমেতি বিত্তশাঠ্যাৎ ॥২৬॥

অধ্বন্যমুষ্মিন্নিম উপসর্গাস্তথা সুখদুঃখরাগদ্বেষ-ভয়াভিমান-প্রমাদোন্মাদ-শোক-মোহলোভ-মাৎসর্য্যের্ষ্যাবমান-ক্ষুৎপিপাসাধি-ব্যাধি-জন্ম-জরামরণাদয়ঃ ॥২৭॥

কাপি দেবমায়য়া স্ত্রিয়া ভুজলতোপগূঢ়ঃ প্রস্কন্নবিবেকবিজ্ঞানস্তদ্বিহারগৃহারম্ভাকুলহৃদয়স্তদা-শ্রয়াবসক্তসুতদুহিতৃকলত্র-ভাষিতাবলোকবিচেষ্টিতাপহৃতহৃদয় আত্মানমজিতাত্মাঽপারেঽন্ধে তমসি প্রহিণোতি ॥২৮॥

অথচ সেই কারণেই পণ্ডিতগণ ইহলোকে বা পরলোকে আপনার কর্ম্মই জন্মক্ষেত্র বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ পুণ্য বা পাপ কর্ম্ম যাহাই করা হয় তাহার দ্বারাই পুনর্ব্বার সংসারে জন্মিতে হয় এই কথা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। ২৩

যদি কোনরূপে অর্থাদি প্রদান দ্বারা তৎস্বামিকৃত বন্ধন হইতে সে মুক্ত হয় ও কথঞ্চিৎ ঐ দ্রব্য উপভোগে সমর্থ হয়, তবে তাহার নিকট হইতে দেবদত্ত (অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তি) উহা কাড়িয়া লয় এবং তাহার নিকট হইতে বিষ্ণুমিত্র (অপর ব্যক্তি) বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যায়—এইরূপ ধারাবাহিক হইতে থাকে সুতরাং অনবস্থা হইয়া উঠে। ২৪

কখনও বা শীত বাতাদি অনেক প্রকার আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা সকলের নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হইয়া থাকে। ২৫

কোথাও বা পরস্পর যৎকিঞ্চিদ্ধনবিনিময় করিতে গিয়া অন্যের নিকট হইতে কাকিণী মাত্র (বিংশতি সংখ্যক বরাটক) অথবা তদপেক্ষা ন্যূন কিঞ্চিৎ অপহরণ করে এবং এই বিত্তের শঠতা নিবন্ধন বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। ২৬

হে রাজন্! এই সংসারমার্গে ধন-কষ্টাদিরূপ উপসর্গ ত আছেই, তদ্ভিন্ন সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, অবসাদ, ক্ষুধা, পিপাসা, আধিব্যাধি, জন্ম, জরা, মরণ ইত্যাদিও সুমহৎ উপসর্গ জানিবে। ২৭

হে রাজন্! সংসারমার্গে কোথাও দেবমায়া সদৃশী স্ত্রীর ভুজলতায় আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ বিবেক-বিজ্ঞানহীন হয়, এবং ঐ স্ত্রীর বিহার-গৃহারম্ভে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া থাকে এবং ঐ গৃহে লগ্ন পুত্রকন্যা স্ত্রী প্রভৃতির বাক্য শ্রবণ অবলোকন ও চেষ্টা দ্বারা অপহৃতচিত্ত হইয়া সেই অজিতেন্দ্রিয় নিজেকে ঘোরান্ধকারে (নরকে) প্রক্ষিপ্ত করে। ২৮

কদাচিদীশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোশ্চক্রাৎ পরমাণ্বাদিদ্বিপরার্দ্ধাপবর্গকালোপলক্ষণাৎ পরিবর্ত্তিতেন বয়সা রংহসা হরত আব্রহ্মতৃণস্তম্বাদীনাং ভূতানামনিমিষতো মিষতাং বিত্রস্তহৃদয়স্তমেবেশ্বরং কালচক্রনিজায়ুধং সাক্ষাদ্ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমনাদৃত্য পাষণ্ডদেবতাঃ কঙ্ক-গৃধ্র-বক-বটপ্রায়া আর্য্যসময়পরিহৃতাঃ সাঙ্কেত্যেনাভিধত্তে ॥২৯॥

যদা তু পাষণ্ডিভিরাত্মবঞ্চিতৈস্তৈরুরু বঞ্চিতো ব্রহ্মকুলং সমাবসংস্তেষাং শীলমুপনয়নাদিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠানেন ভগবতো যজ্ঞপুরুষস্য আরাধনমেব তদরোচয়ন্ শূদ্রকুলং ভজতে নিগমাচারেঽশুদ্ধিতো যস্য মিথুনীভাবঃ কুটুম্বভরণং যথা বানরজাতেঃ ॥৩০॥

তত্রাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেণ বিহরন্নতিকৃপণবুদ্ধিরন্যোন্যমুখনিরীক্ষণাদিনা গ্রাম্যকর্ম্মণৈব বিস্মৃতকালাবধিঃ ॥৩১॥

ক্বচিদ্দ্রুমবদৈহিকার্থেষু গৃহেষু রংস্যন্ যথা বানরঃ সুতদারবৎসলো ব্যবায়ক্ষণঃ ॥৩২॥

এবমধ্বন্যবরুন্ধানো মৃত্যুগজভয়াৎ তমসি গিরিকন্দরপ্রায়ে ॥৩৩॥

ক্বচিচ্ছীত-বাতাদ্যনেক-দৈবিক ভৌতিকাত্মীয়ানাং দুঃখানাং প্রতিবারণেঽকল্পো দুরন্তবিষয়বিষণ্ণয়া বিষণ্ণ আস্তে ॥৩৪॥

হরিচক্রের অর্থ বিষ্ণুচক্র, তাহা পরমাণু অবধি দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে কাল তৎস্বরূপ, সেই চক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া অর্থাৎ পরিভ্রমণ করিয়া বাল্যাদিক্রমে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতকে অতিশয় বেগে হরণ করিতেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারিতেছে না, কারণ, ঐ চক্র সর্ব্বতোভাবে অপ্রমত্ত অর্থাৎ অতিশয় সতর্ক, অতএব পুরুষ কালস্বরূপ ঐ হরিচক্র হইতে ভীত হইয়া ঐ কালচক্রই যাঁহার নিজ অস্ত্র সেই ঈশ্বর যে সাক্ষাৎ ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ তাঁহাকে অনাদর করিয়া যাহারা পাষণ্ডদেবতা কঙ্ক, গৃধ্র, বক ও করটতুল্য অতএব আর্য্যজনের আচারবর্জ্জিত, তাহাদিগকেই পাষণ্ড-শাস্ত্রানুসারে আশ্রয় করিয়া থাকে। ২৯

যখন আত্মবিষয়ে বঞ্চিত পাষণ্ডিগণ কর্ত্তৃক উদ্বেজিত হইয়া ব্রাহ্মণকুলে গিয়া বাস করে এবং তথায় ব্রাহ্মণদিগের আচার-ব্যবহার ও উপনয়নাদি শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের যে আরাধনা তাহা রুচিকর না হওয়ায় নিগমোক্তাচারে তাহার শুদ্ধি না থাকায় যাহার কেবলমাত্র বানরজাতির ন্যায় স্ত্রীসঙ্গ ও কুটুম্ব-পোষণই কর্ম্ম, সেই শূদ্রকুল ভজনা করে, উহাদের স্ত্রীসঙ্গ ও কুটুম্ব-পোষণই কর্ম্ম—অগ্নিহোত্রাদি নহে। সেই অবস্থাতেও প্রতিবন্ধকরহিত হইয়া স্বেচ্ছায় বিহার করে অতএব ঐ অতি মন্দবুদ্ধি পরস্পর মুখ নিরীক্ষণাদি গ্রাম্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। ৩০-৩১

এবং কদাচিৎ বানরগণ যেমন বৃক্ষসকলে থাকিয়া ক্রীড়া করে, সেইরূপ গৃহাদি ঐহিক বিষয়ে অনুরাগী হইয়া পুত্র-কলত্রাদির প্রতিই প্রীতিযুক্ত হয় এবং মৈথুনক্রিয়াতে পরম উৎসব সম্পন্ন হয়। ৩২

পুরুষ সংসারমার্গে অবরুদ্ধ হওয়ায় মৃত্যুরূপ হস্তিভয়ে ভীত হইয়া গিরিগহ্বর তুল্য ঘোর অন্ধকারে অর্থাৎ রোগ-শোকাদি আপদে আপতিত হয়। ৩৩

কখন বা শীতবাতাদি অনেক প্রকার আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ সকলের নিবারণে অসমর্থ হইয়া দুরন্ত বিষয়বাসনা দ্বারা বিষণ্ণ হইয়া ক্লেশ পায়। ৩৪

ক্বচিন্মিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্ধনমুপযাতি বিত্তশাঠ্যেন দ্বেষং গচ্ছতি ॥৩৫॥

ক্বচিৎ ক্বচিৎ ক্ষীণধনঃ শয্যাসনাদ্যুপভোগবিহীনো যাবদপ্রতিলব্ধমনোরথোপগতাদানেঽবসিতমতিস্ততস্ততোঽবমানাদীনি জনাদভিলভতে ॥৩৬॥

এবং বিত্তব্যতিষঙ্গ-বিবৃদ্ধ বৈরানুবন্ধোঽপি পূর্ব্ববাসনয়া মিথ উদ্বহত্যথাপবহতি ॥৩৭॥

এতস্মিন্ সংসারাধ্বনি নানাক্লেশোপসর্গবাধিত আপন্নবিপন্নো যত্রমুহ বাবেতরস্তত্র বিসৃজ্য জাতং জাতমুপাদায় শোচন্ মুহ্যন্ বিভ্যদ্বিবদন্ বিবহন্ সংহৃষ্যন্ গায়ন্ নহ্যমানঃ সাধুবর্জ্জিতো নৈবাবর্ত্ততেঽদ্যাপি যত আরব্ধ এষ নরলোকসার্থস্তমধ্বনঃ পারমুপদিশন্তি ॥৩৮॥

যদিদং যোগানুশাসনং ন বা এতদবরুন্ধতে যন্ন্যস্তদণ্ডা মুনয় উপশমশীলা উপরতাত্মানঃ সমবগচ্ছন্তি ॥৩৯॥

যদপি দিগিভজয়িনো যজ্বিনো যে বৈ রাজর্ষয়ঃ কিন্তু পরং মৃধে শয়ীরন্ তস্যামেব মমেয়মিতি কৃতবৈরানুবন্ধায়াং বিসৃজ্য স্বয়মুপসংহৃতাঃ ॥৪০॥

কর্ম্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসারাধ্বনি বর্ত্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি, এবমুপরি গতোঽপি ॥৪১॥

কখন বা পরস্পর ব্যবহার করিতে গিয়া বিত্তশাঠ্য নিবন্ধন যৎকিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করে কিন্তু তাহাতে সুখী না হইয়া বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। ৩৫

কখন কখন ক্ষীণধন হওয়ায় শয্যা আসন প্রভৃতি উপভোগেও বঞ্চিত হয়, সুতরাং মনোরথের যাহা বিষয় তাহা সদুপায়ে প্রাপ্ত না হওয়ায় অসদুপায় দ্বারা লাভ করিতে মনস্থ করে, তাহাতে লোকের নিকট অপমানাদি প্রাপ্ত হয়। ৩৬

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রকার অর্থাসক্তি নিবন্ধন পরস্পরের বৈরভাব বর্দ্ধিত হইলে পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে, আবার ঐ সম্বন্ধ বর্জ্জনও করিয়া থাকে। ৩৭

হে রাজন্! এই সংসারমার্গে নানা ক্লেশ ও নানা উপসর্গ দ্বারা বাধিত হইয়া যে ব্যক্তি আপদ্গ্রস্ত অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ইতর লোকে তাহাকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন উৎপন্ন ব্যক্তিকে গ্রহণ করে ও কখন শোক করে, কখন মুগ্ধ হয়, কখন ভয় পায়, কখন চীৎকার শব্দ করে, কখন বিবাহ করে, কখন হৃষ্ট হয়, কখন বা গান করে, এই প্রকার সংসারমধ্যে ক্রমশঃ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সাধু পুরুষদিগের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ অদ্যাবধি ঐ সংসারমার্গের পারে যাইতে পারে না, যে মার্গে এই নরলোক সকল আবদ্ধ আছে, পণ্ডিতেরা সেই পথের পার হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এই পথ, যোগানুষ্ঠান দ্বারা অবরুদ্ধ করিতে পারা যায় না, উপশমশীল, প্রশান্তাত্মা মুনিগণ যাঁহারা ন্যস্তদণ্ড অর্থাৎ অহিংস্র, তাঁহারাও ইহা অবগত আছেন, ফলতঃ তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই পথ নিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। ৩৮-৩৯

অপর যে সকল রাজর্ষি দিগ্বিজয়ী ও সর্ব্বদা যজ্ঞপরায়ণ, তাঁহারাও ঐ পথ অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না, কেবল রণভূমিতেই শয়ন করেন, যে হেতু ঐ রাজর্ষিগণ 'এই ভূমি আমার' এইরূপ অভিমানে বৈরানুবন্ধ করিয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করেন ও শমনসদনের পথিক হইয়া থাকেন। ৪০

কোন কোন লোক আপনার কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া নরকরূপ আপদ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার সংসারমার্গ প্রাপ্ত হইয়া নরলোক সমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়; স্বর্গগত লোকদের ও এইপ্রকার গতি হইয়া থাকে। ৪১

তস্যেদমুপগায়ন্তি—

আর্ষভস্যেহ রাজর্ষের্মনসাপি মহাত্মনঃ। নানুবর্ত্মার্হতি নৃপো মক্ষিকেব গরুত্মতঃ ॥৪২॥

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ। জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥৪৩॥

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥৪৪॥

যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে বিধিনৈপুণায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥৪৫॥

য ইদং ভাগবতসভাজিতাবদাতগুণকর্ম্মণো রাজর্ষের্ভরতস্যানুচরিতং স্বস্ত্যয়নমায়ুষ্যং ধন্যং যশস্যং স্বর্গ্যাপবর্গ্যঞ্চানুশৃণোত্যাখ্যাত্যভিনন্দতি চ সর্ব্বা হ্যেবাশিষ আত্মন আশাস্তে ন কাঞ্চন পরত ইতি ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ভরতোপাখ্যানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন, হে মহারাজ! মক্ষিকা যেমন গরুড়ের মার্গের অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অন্য কোন রাজা সেই ঋষভতনয় রাজর্ষি ভরতের অনুবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইবে না। ৪২

যে রাজা ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকের চরণ পাইবার জন্য যৌবনকালেই দুস্ত্যজ, মনোজ্ঞ স্ত্রী পুত্র সুহৃৎ রাজ্য সকলকে মলের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যে রাজা, দুস্ত্যজ রাজ্য, পুত্র, স্বজন, ধন, স্ত্রী, এবং দেবগণের প্রার্থনীয় শ্রী যিনি ভরতের দয়াভাজন হইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি দীনভাবে অবলোকন করিতেন, সেই সকল ইচ্ছা করেন নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে উচিতই হইয়াছিল, কারণ, যে মহাজনগণ মধুসূদনের সেবানুরক্ত তাহাদের নিকট পরমপুরুষার্থ মুক্তিও তুচ্ছ। ৪৩-৪৪

যে রাজর্ষি ভরত মৃগদেহ ত্যাগ করিবার সময়, যিনি যজ্ঞরূপ যজ্ঞাদির ফলদাতা, ধর্ম্মানুষ্ঠাতা, এবং অষ্টাঙ্গযোগরূপী, জ্ঞানপ্রধান, প্রকৃতীশ্বর অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্তা, নারায়ণ অর্থাৎ জীবসমূহ যাঁহার আশ্রয় সেই হরিকে নমস্কার করি, এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসরণ করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবেন? ৪৫

ভগবদ্ভক্তগণ কর্ত্তৃক যাঁহার গুণকর্ম্ম অভিনন্দিত, সেই রাজর্ষি ভরতের এই অনুচরিত্র যাহা ধন্য যশস্য আয়ুষ্য ও স্বস্ত্যয়নস্বরূপ, স্বর্গ ও মুক্তিজনক—উহা যিনি শ্রবণ করেন বা বলেন অথবা অভিনন্দন করেন, তিনি আপনা হইতেই সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন, অন্যের নিকট কল্যাণলাভের অপেক্ষা করিতে হইবে না। ৪৬

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ভরতস্যাত্মজঃ সুমতির্নামাভিহিতো যমুহ বাব কেচিৎ পাষণ্ডিন ঋষভপদবীমনুবর্ত্তমানঞ্চা-নার্য্যা অবেদসমাম্নাতাং দেবতাং স্বমনীষয়া পাপীয়স্যা কলৌ কল্পয়িষ্যন্তি ॥১॥

তস্মাদ্বৃদ্ধসেনায়াং দেবতাজিন্নাম পুত্রোঽভবৎ ॥২॥

অথাসুর্য্যাং তত্তনয়ো দেবদ্যুম্নস্ততো ধেনুমত্যাং সুতঃ পরমেষ্ঠী তস্য সুবর্চ্চলায়াং প্রতীহ উপজাতঃ ॥৩॥

য আত্মবিদ্যামাখ্যায় স্বয়ং সংশুদ্ধো মহাপুরুষমনুসস্মার ॥৪॥

প্রতীহাৎ সুবর্চ্চলায়াং প্রতিহর্ত্রাদয়স্ত্রয় আসন্নিজ্যাকোবিদাঃ সূনবঃ প্রতিহর্ত্তুঃ স্তুত্যামজ-ভূমানাবজনিষাতাম্ ॥৫॥

ভূম্ন ঋষিকুল্যায়ামুদ্গীথস্ততঃ প্রস্তাবো দেবকুল্যায়াং প্রস্তাবাদ্বিরুৎসায়াং হৃদয়জ আসীদ্বিভুঃ-বিভো রত্যাঞ্চ পৃথুষেনস্তস্মান্নক্ত আকূত্যাং জজ্ঞে নক্তাদ্দৃতিপুত্রো গয়ো রাজর্ষিপ্রবর উদার-শ্রবা অজায়ত যঃ সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোর্জ্জগদ্রিরক্ষিষয়া গৃহীতসত্ত্বস্য কলাত্মবত্ত্বাদিলক্ষণেন মহা-পুরুষতাং প্রাপ্তঃ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভরতের পুত্র সুমতি নামে অভিহিত, যাঁহাকে কতকগুলি পাষণ্ড অনার্য্যগণ ঋষভপদবী অনুবর্ত্তন করিতে দেখিয়া পাপীয়সী নিজ বুদ্ধি দ্বারা বেদে যাহা উক্ত হয় নাই তাদৃশ ইনি ঋষভদেবের অবতার এই কথা কলি-কালে কল্পনা করিবে, সেই সুমতি হইতে বৃদ্ধসেনার গর্ভে দেবতাজিৎ নামে পুত্র হইয়াছিল। অনন্তর দেবতাজিতের আসুরী নাম্নী ভার্য্যাতে দেবদ্যুম্ন নামে এক পুত্র হয়। তাঁহার ধেনুমতী নাম্নী পত্নীতে পরমেষ্ঠীনামে এক পুত্র হয়, পরমেষ্ঠীর সুবর্চ্চলা নাম্নী ভার্য্যায় প্রতীহ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। যিনি বহুলোকের নিকট আত্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়া ও তদ্দ্বারা স্বয়ং পবিত্র হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ১-৪

ঐ প্রতীহ হইতে সুবর্চ্চলার গর্ভে প্রতিহর্ত্তা, প্রতিস্তোতা ও উদ্গাতা এই তিনজন যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে অতি নিপুণ পুত্র হইয়াছিল। ৫

প্রতিহর্ত্তার স্তুতি নাম্নী ভার্য্যাতে অজ ও ভূমা নামে দুই পুত্র হয়, ভূমার দুই পত্নী ঋষিকুল্যা ও দেবকুল্যা; ভূমার ঋষিকুল্যা নাম্নী ভার্য্যায় উদ্গীত নামে পুত্র ও দেবকুল্যা নাম্নী ভার্য্যায় প্রস্তাব নামে পুত্র হয়। প্রস্তাবের বিরুৎসা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বিভু নামে এক পুত্র জন্মে, বিভুর রতি নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে পৃথুসেন নামে পুত্র হয়, এবং পৃথুসেন হইতে আকুতির গর্ভে নক্ত নামে পুত্র হয়। নক্ত হইতে দৃতির গর্ভে রাজর্ষিপ্রবর, অতিশয় যশস্বী গয় নামে এক পুত্র হয়—যিনি জগতের রক্ষা নিমিত্ত গৃহীতসত্ত্ব সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ ছিলেন এবং আত্মবত্ত্বাদি লক্ষণ দ্বারা মহাপুরুষতা প্রাপ্ত হয়েন। ৬

স বৈ স্বধর্ম্মেণ প্রজাপালনপোষণপ্রীণনোপলালনানুশাসনলক্ষণেনেজ্যাদিনা চ ভগবতি মহাপুরুষে পরাবরে ব্রহ্মণি সর্ব্বাত্মনার্পিতপরমার্থলক্ষণেন ব্রহ্মবিচ্চরণানুসেবয়াপাদিতভগবদ্ভক্তিযোগেন চাভীক্ষ্ণশঃ পরিভাবিতবিশুদ্ধমতিরুপরতানাত্ম্য আত্মনি স্বয়মুপলভ্যমানব্রহ্মাত্মানুভবোঽপি নিরভিমান এবাবনিমজূগুপৎ ॥৭॥

তস্যেমা গাথাঃ পাণ্ডবেয় পুরাবিদ উপগায়ন্তি ॥৮॥

গয়ং নৃপঃ কঃ প্রতিযাতি কর্ম্মভির্যজ্বাভিমানী বহুবিদ্ধর্ম্মগোপ্তা।
সমাগতশ্রীঃ সদসস্পতিঃ সতাং সৎসেবকোঽন্যো ভগবৎকলামৃতে ॥৯॥
যমভ্যষিঞ্চন্ পরয়া মুদা সতীঃ সত্যাশিষো দক্ষকন্যাঃ সরিদ্ভিঃ।
যস্য প্রজানাং দুদুহে ধরাশিষো নিরাশিষো গুণবৎসস্নুতোধাঃ ॥১০॥
ছন্দাংস্যকামস্য চ যস্য কামান্ দুদুহুরাজহ্রুরথো বলিং নৃপাঃ।
প্রত্যঞ্চিতা যুধি ধর্ম্মেণ বিপ্রা যদাশিষাং ষষ্ঠমংশং পরেত্য ॥১১॥
যস্যাধ্বরে ভগবানধ্বরাত্মা মঘোনি মাদ্যত্যুরুসোমপীথে।
শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাচলভক্তিযোগসমর্পিতেজ্যাফলমাজহার ॥ ১২॥

সেই গয়রাজা স্বধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, পোষণ, প্রীণন এবং শাসনাদি লক্ষণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন, এবং ভগবান্ মহাপুরুষ পরাবর ব্রহ্মে সর্ব্বতোভাবে অর্পিত যজ্ঞাদি দ্বারা ও ব্রহ্মজ্ঞদিগের চরণসেবাজনিত ভক্তিযোগ দ্বারা নিরন্তর তাঁহার বুদ্ধি সংস্কৃত অতএব বিশুদ্ধ ছিল, এই কারণেই তাঁহার দেহাদিতে অহংভাব নিরস্ত হইয়াছিল, এই সব কারণে তিনি সর্ব্বদাই স্বয়ংপ্রকাশমান ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন। পরন্তু এতাদৃশ হইয়াও তিনি নিরভিমানে অবনীমণ্ডল পালন করিতেন। ৭

হে পাণ্ডবেয়! পুরাবিদ্গণ তাঁহার সম্বন্ধে এই সকল গাথা গান করিয়া থাকেন। ৮

যাজ্ঞিক, সর্ব্বমান্য, বহুজ্ঞ, ধর্ম্মরক্ষক, শ্রীমান্, সভাপতি, সাধুগণের সেবক অন্য কোন্ রাজা ভগবানের অংশ গয়রাজার অনুকরণ কর্ম্ম দ্বারা করিতে সমর্থ হয়েন? অথবা তাদৃশ গুণসম্পন্ন যে গয়—তাঁহার অনুকরণ কে করিতে পারে? ৯

এবং শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া প্রভৃতি যে সকল দক্ষকন্যার আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ, তাঁহারা সরিদ্গণের সহিত পরমহর্ষে যাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন এবং যিনি নিজে নিষ্কাম হইলেও গুণরূপ বৎস দ্বারা স্তন প্রস্নুত হওয়ায় ধরণী তাঁহার প্রজাদিগের নিমিত্ত বহু কাম্য বর দোহন করিয়া দিতেন, কর্ম্ম দ্বারা অন্য কোন্ রাজা তাঁহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবেন? ১০

অপিচ যিনি কল্যাণবিষয়ে নিরভিলাষ হইলেও বেদ সকল অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্ম সকল যাঁহার নিমিত্ত স্বয়ং বিবিধ কাম দোহন করিয়া দিতেন, এবং নৃপতিগণ রণক্ষেত্রে বাণ দ্বারা অচ্চিত হইয়া যাঁহাকে কর প্রদান করিতেন, আর বিপ্রগণ পালন ও দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মফলের ষষ্ঠাংশ তাঁহার নিমিত্ত আহরণ করিতেন, অন্য কোন্ ব্যক্তি তৎসদৃশ কর্ম্ম করিবে? যাঁহার যজ্ঞে প্রচুর সোমপানে ইন্দ্র মত্ত হইলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু, শ্রদ্ধা দ্বারা বিশুদ্ধ ও অচল যে ভক্তিযোগ তাহা দ্বারা ভগবানে অর্পিত যজ্ঞফল স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতেন, অন্য কে তাঁহার সমান হইতে পারে? ১১-১২

যৎপ্রীণনাদ্বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ ।
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্বজীবঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্গয়স্য ॥১৩॥

গয়াদ্গায়ন্ত্যাং চিত্ররথঃ সুগতিরবিরোধন ইতি ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। চিত্ররথাদূর্ণায়াং সম্রাড়জনিষ্ট ॥১৪॥

তত উৎকলায়াং মরীচির্মরীচেবিন্দুমত্যাং বিন্দুমানুদপদ্যত তস্মাৎ সরঘায়াং মধুনামাঽভবৎ। মধোঃ সুমনসি বীরব্রতস্ততো ভোজায়াং মন্থুপ্রমন্থূ জজ্ঞাতে। মন্থোঃ সত্যায়াং ভৌবনস্ততো ভূষণায়াং ত্বষ্টাঽজনিষ্ট ত্বষ্টুর্বিরোচনায়াং বিরজঃ বিরজস্য শতজিৎপ্রবরং পুত্রশতং কন্যা চ বিষূচ্যাং কিলাজায়ত ॥১৫॥

তত্রায়ং শ্লোকঃ—
প্রৈয়ব্রতং বংশমিমং বিরজশ্চরমোদ্ভবঃ। অকরোদত্যলং কীর্ত্ত্যা বিষ্ণুঃ সুরগণং যথা ॥১৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
প্রিয়ব্রতবংশানুকীর্ত্তনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

যজ্ঞে যিনি প্রীত হইলে ব্রহ্মা হইতে দেবতা, তির্য্যক্, মনুষ্য, লতা, তৃণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত সকলে সদ্য প্রীত হয়, সেই ভগবান্ বিষ্ণু গয়রাজার যজ্ঞে "বিশ্বজীবের সহিত প্রীত হইলাম' এই বলিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার তুল্য অন্য কে হইতে পারে ? ১৩

সেই গয়রাজা হইতে গায়ন্তীর গর্ভে চিত্ররথ, সুগতি ও অবিরোধন নামে তিন পুত্র হইয়াছিল, এবং চিত্ররথ হইতে তাহার ভার্য্যা উর্ণার গর্ভে সম্রাট্ নামে এক পুত্র হয়, ঐ সম্রাটের উৎকলা নাম্নী ভার্য্যায় মরীচির জন্ম হয়, মরীচি হইতে তৎপত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দুমান্ নামে এক পুত্র জন্মে, ঐ বিন্দুমানের সরমানাম্নী ভার্য্যার গর্ভে মধুনামে রাজর্ষির জন্ম হয়। মধুর যমুনা নাম্নী ভার্য্যায় বীরব্রত নামে পুত্র হয়, ঐ বীরব্রতের ভোজা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মন্থু ও প্রমন্থু নামে দুই পুত্র হয়, মন্থুর সত্যানাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ভৌবন নামে এক পুত্র হয়, ভৌবনের ভূষণা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ত্বষ্টা নামে পুত্র হয়, ত্বষ্টার বিরোচনা ভার্য্যায় বিরজা নামে পুত্র হয়, বিরজার শতজিৎ প্রভৃতি একশত পুত্র ও এক কন্যা বিষূচী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ১৪-৫

সেই সম্বন্ধে একটি শ্লোক এই—

প্রিয়ব্রতের বংশে শেষ রাজা বিরজ জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণু যেমন দেবগণকে অলঙ্কৃত করেন, তাহার ন্যায় স্বীয় গুণকীর্ত্তি দ্বারা ঐ বংশকে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৬

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

উক্তস্ত্বয়া ভূমণ্ডলায়ামবিশেষো যাবদাদিত্যস্তপতি যত্র যত্র চাসৌ জ্যোতিষাং গণৈশ্চন্দ্রমা বা সহ দৃশ্যতে ॥১॥

তত্রাপি প্রিয়ব্রতরথচরণপরিখাতৈঃ সপ্তভিঃ সপ্ত সিন্ধব উপক৯প্তাঃ। যত এতস্যাঃ সপ্তদ্বীপবিশেষবিকল্পস্ত্বয়া ভগবন্ খলু সূচিতঃ। এত দেবাখিলমহং মানতো লক্ষণতশ্চ সর্ব্বং বিজিজ্ঞাসামি ॥২॥

ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেঽপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুং তদুহৈতদ্গুরোঽর্হস্যনুবর্ণয়িতুমিতি ॥৩॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

ন বৈ মহারাজ ভগবতো মায়াগুণবিভূতেঃ স্থানবিশেষাণাং নামরূপতঃ কাষ্ঠাং বচসা মনসা বাধিগন্তুমলং বিবুধায়ুষাপি পুরুষস্তস্মাৎ প্রাধান্যেনৈব ভূগোলকবিশেষং নামরূপমানলক্ষণতো ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥৪॥

যো বা অয়ং দ্বীপঃ কুবলয়কমলকোশাভ্যন্তরকোশো নিযুতযোজনবিশালঃ সমবর্ত্তুলো যথা পুষ্করপত্রম্ ॥৫॥

যস্মিন্ নব বর্ষাণি নবযোজনসহস্রায়ামান্যষ্টভির্মর্য্যাদাগিরিভিঃ সুবিভক্তানি ভবন্তি ॥৬॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে পর্য্যন্ত সূর্য্য কিরণ দ্বারা প্রকাশ করেন এবং যে যেস্থানে নক্ষত্রগণ সহ চন্দ্রমা দৃশ্যমান হয়েন, তাবৎ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তারবিশেষ আপনি বলিয়াছেন। ১

সেই ভূমণ্ডলমধ্যেই প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রের সাতটি খাত দ্বারা সপ্ত সাগর কল্পিত আছে। যে সকল সমুদ্র হইতে এই পৃথিবীর সপ্তদ্বীপভেদ আপনি সূচনা করিয়াছেন অর্থাৎ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সকল দ্বীপের পরিমাণ ও লক্ষণ আমি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ২

ভগবানের গুণময় স্থূলরূপে নিবেশিত মন ও নির্গুণ সূক্ষ্মতম জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম পরমপুরুষ বাসুদেবেও আবেশিত করিতে পারা যায়, অতএব হে গুরো! অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা অনুবর্ণন করুন। ৩

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! পুরুষ ভগবানের মায়া বিভূতির স্থানবিশেষের নাম ও রূপের অন্ত দেব তুল্য আয়ুষ্কাল দ্বারা বাক্যে অথবা মনের দ্বারাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না, সুতরাং প্রধান প্রধান দ্বীপ সকলের সন্নিবেশ এবং নাম রূপ পরিমাণ লক্ষণ বর্ণনা দ্বারা ব্যাখ্যা করিব। ৪

হে মহারাজ! ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের সপ্তকোশের অভ্যন্তরবর্ত্তী কোশ এই জম্বুদ্বীপ, ইহা নিযুত যোজন দীর্ঘ এবং বিস্তারে লক্ষ যোজন, এই জম্বুদ্বীপ পদ্মপত্রের ন্যায় বর্ত্তুলাকার। ৫

যে জম্বুদ্বীপে নব বর্ষ আছে, ইহার প্রত্যেক বর্ষ নয় সহস্র যোজন, এবং ঐ নববর্ষ আটটি মর্য্যাদা পর্ব্বত দ্বারা পরস্পর সুন্দররূপে বিভক্ত হইয়া আছে। ৬

এষাং মধ্যে ইলাবৃতং নামাভ্যন্তরবর্ষং যস্য নাভ্যামবস্থিতঃ সর্ব্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরুর্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলয়কমলস্য মূর্দ্ধনি দ্বাত্রিংশৎসহস্রযোজনবিততো মূলে ষোড়শসহস্রং তাবতান্তর্ভূম্যাং প্রবিষ্টঃ ॥৭॥

উত্তরোত্তরেণেলাবৃতং নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যকহিরণ্ময়কুরূণাং বর্ষাণাং মর্য্যাদাগিরয়ঃ প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্ষারোদাবধয়ো দ্বিসহস্রযোজনপৃথব একৈকশঃ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদুত্তর উত্তরো দশাংশাধিকাংশেন দৈর্ঘ্য এব হ্রসন্তি ॥৮॥

এবং দক্ষিণেনেলাবৃতং নিষধো হেমকূটো হিমালয় ইতি প্রাগায়তা যথা নীলাদয়োঽযুতযোজনোৎসেধা হরিবর্ষকিংপুরুষভারতানাং যথাসংখ্যম্ ॥৯॥

তথৈবেলাবৃতমপরেণ পূর্ব্বেণ চ মাল্যবদ্গন্ধমাদনাবানীলনিষধায়তৌ দ্বিসহস্রং পপ্রথতুঃ কেতুমালভদ্রাশ্বয়োঃ সীমানং বিদধাতে ॥১০॥

মন্দরো মেরুমন্দরঃ সুপার্শ্বঃ কুমুদ ইত্যযুতযোজনবিস্তারোন্নাহা মেরোশ্চতুর্দ্দিশমবষ্টম্ভগিরয় উপক্লৃপ্তাঃ ॥১১॥

এই নববর্ষের মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষ অভ্যন্তর বর্ষ অর্থাৎ সকলের মধ্যবর্ত্তী, যাহার নাভিদেশে সর্ব্বদিকে সুবর্ণময় কুলগিরিরাজ মেরু অবস্থিত রহিয়াছে, ঐ পর্ব্বতের উচ্চতা উক্ত দ্বীপের বিস্তার তুল্য লক্ষ যোজন, এবং ঐ পর্ব্বত ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ, উহার মস্তকের দিকে দ্বাত্রিংশ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং ভূমির মধ্যেও তত সহস্র যোজন প্রবিষ্ট আছে। ৭

হে রাজন্! ইলাবৃতবর্ষের উত্তরদিকে উত্তরোত্তর ক্রমে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ নামে তিনটি যথাসংখ্যে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষের সীমা পর্ব্বত, উক্ত পর্ব্বতত্রয় পূর্ব্বদিকে আয়ত এবং পর্ব্বতত্রয়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় দিকে লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত সীমা, ইহাদের বিস্তার দ্বিসহস্র যোজন, কিন্তু এক একটি পূর্ব্ব-পূর্ব্বাপেক্ষায় উত্তরোত্তর দশাংশের অধিকাংশ অর্থাৎ একাদশাংশ দৈর্ঘ্য পরিমাণে হ্রস্ব। ৮

এবং ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণদিকে নীলাদি পর্ব্বতের ন্যায় নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় নামে পূর্ব্বদিকে আয়ত, অযুত যোজন উন্নত, তিনটি, পর্ব্বত হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষের সীমা পর্ব্বত যথাক্রমে আছে। ৯

সেইরূপ ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন নামে দুইটি পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতদ্বয় উত্তরে নীল ও দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দ্বিসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ, এই দুই পর্ব্বতই কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমা পর্ব্বত হইয়া আছে। ১০

সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামে চারিটি অযুত যোজন উন্নত ও বিস্তৃত অবষ্টম্ভ পর্ব্বত আছে। ১১

বিবৃতি—পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অবষ্টম্ভ পর্ব্বতদ্বয় উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ, এবং উত্তর-দক্ষিণের পর্ব্বতদ্বয় পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, এবং মিলিতভাবে দশসহস্র যোজন বিস্তার ও ঔন্নত্য বুঝিতে হইবে, নতুবা প্রত্যেকের তাদৃশ বিস্তারাদি স্বীকার করিলে ইলাবৃতবর্ষেরই লোপ হয়। এবং পূর্ব্বদিক্ দিয়া ইলাবৃতবর্ষকে প্লাবিত করে ইত্যাদি অগ্রিম গ্রন্থ-বিরোধ হয়। ১১

চতুর্ষ্বেতেষু চূতজম্বুকদম্বন্যগ্রোধাশ্চত্বারঃ পাদপপ্রবরাঃ পর্ব্বতকেতব ইবাধিসহস্রযোজনো-ন্নাহাস্তাবদ্বিটপবিততয়ঃ শতযোজনপরিণাহাঃ ॥১২॥

হ্রদাশ্চত্বারঃ পয়োমধ্বিক্ষুরসমৃষ্টজলাঃ যদুপস্পর্শিন উপদেবগণা যোগৈশ্বর্য্যাণি স্বাভাবিকানি ভরতর্ষভ ধারয়ন্তি ॥১৩॥

দেবোদ্যানানি চ ভবন্তি চত্বারি নন্দনং চৈত্ররথং বৈভ্রাজকং সর্ব্বতোভদ্রমিতি ॥১৪॥

যেম্বমরপরিবৃঢ়াঃ সহ সুরললনাললামযূথপতয় উপদেবগণৈরুপগীয়মানমহিমানঃ কিল বিহরন্তি ॥১৫॥

মন্দরোৎসঙ্গ একাদশশতযোজনোত্তুঙ্গদেবচূতশিরসো গিরিশিখরস্থূলানি ফলান্যমৃতকল্পানি নিপতন্তি ॥১৬॥

তেষাং বিশীর্য্যমাণানামতিমধুরসুরভিসুগন্ধিবহুলারুণরসোদেনারুণোদা নাম নদী মন্দরগিরিশিখরান্নিপতন্তী পূর্ব্বেণেলাবৃতমুপপ্লাবয়তি ॥১৭॥

যদুপজোষণাদ্ভবান্যা অনুচরীণাং পুণ্যজনবধূনামবয়বস্পর্শসুগন্ধবাতো দশযোজনং সমন্তাদনুবাসয়তি ॥১৮॥

এবং জম্বূফলানামত্যুচ্চনিপাতবিশীর্ণানামনস্থিপ্রায়াণামিভকায়নিভানাং রসেন জম্বূনদী নাম নদী মেরুমন্দরশিখরাদযুতযোজনাদবনিতলে নিপতন্তী দক্ষিণেনাত্মানং যাবদিলাবৃতমুপস্যন্দতি ॥১৯॥

উক্ত চারিটি পর্ব্বতে যথাক্রমে আম্র, জম্বু, কদম্ব ও বট এই চারিটি শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ পর্ব্বতগণের ধ্বজারূপেই যেন বর্ত্তমান আছে, উহাদের একাদশ শত যোজন উচ্চতা এবং তাবৎ পরিমিত শাখা সকল বিস্তৃত এবং শত যোজন পর্য্যন্ত উন্নত আছে। ১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! উক্ত বৃক্ষচতুষ্টয়ের অদূরে দুগ্ধ মধু ইক্ষুরস ও শুদ্ধ জলপূর্ণ চারিটি হ্রদ আছে, উপদেবগণ যাহা সেবা করিয়া স্বাভাবিক যোগৈশ্বর্য্য ধারণ করিতেছেন। ১৩

এবং চারিটি দেবোদ্যানও আছে, উহাদের নাম নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজ ও সর্ব্বতোভদ্র। ১৪

যে সকল উদ্যানে অমরশ্রেষ্ঠগণ দেবললনাগণের ভূষণভূত রমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং উপদেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বিহার করেন। ১৫

মন্দর পর্ব্বতের ক্রোড়দেশে, একাদশ শত যোজন উন্নত দেবচূত বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় স্থূল অমৃত সদৃশ ফল সকল নিপতিত হইয়া থাকে। সেই সকল বিশীর্য্যমাণ ফলের অতি মধুর সুগন্ধি এবং অন্য সৌরভে সুবাসিত অরুণবর্ণ বহুল রসরূপ জল দ্বারা পূর্ণ অরুণোদানাম্নী নদী মন্দর পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে নিপতিত হইয়া ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্বভাগ আপ্লাবিত করিতেছে। ১৬-১৭

ঐ রসের সেবা করাতেই ভবানীর অনুচরী যক্ষবধূগণের অঙ্গ সৌগন্ধ হয়, তাহাদের গাত্রস্পর্শী বায়ুর এমত সৌগন্ধ হয় যে, চারিদিকে দশযোজন পর্য্যন্ত আমোদিত করে। ১৮

এইরূপ অত্যুচ্চ স্থান হইতে পতননিবন্ধন বিশীর্য্যমাণ অনস্থিপ্রায় অর্থাৎ প্রায় অস্থিশূন্য, হস্তিশরীর তুল্য স্থূলপ্রমাণ জম্বুফল সকলের রসে জম্বু নদী নামে নদী অযুত যোজন উচ্চ মেরুমন্দরশিখরদেশ হইতে অবনীতলে নিপতিত হইয়া নিজের দক্ষিণে সমুদায় ইলাবৃতবর্ষকে ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ১৯

তাবদুভয়োরপি রোধসোর্যা মৃত্তিকা তদ্রসেনানুবিধ্যমানা বায়্বর্কসংযোগবিপাকেন সদামরলোকাভরণং জাম্বুনদং নাম সুবর্ণং ভবতি ॥২০॥

যদুহ বাব বিবুধাদয়ঃ সহ যুবতিভির্মুকুটকটককটিসূত্রাদ্যাভরণরূপেণ খলু ধারয়ন্তি ॥২১॥

যস্তু মহাকদম্বঃ সুপার্শ্বপার্শ্বানুরূঢ়স্তস্য কোটরেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ পঞ্চায়ামপরিণাহাঃ পঞ্চ মধুধারাঃ সুপার্শ্বশিখরাৎ পতন্ত্যোঽপরেণাত্মানমিলাবৃতমনুমোদয়ন্তি ॥২২॥

যা হ্যুপযুঞ্জানানাং মুখনির্ব্বাসিতো বায়ুঃ সমন্তাচ্ছতযোজনমনুবাসয়তি ॥২৩॥

এবং কুমুদনিরূঢ়ো যঃ শতবলশো নাম বটস্তস্য স্কন্ধেভ্যো নীচীনাঃ পয়োদধি-মধু-ঘৃত-গুড়ান্নাদ্যম্বরশয্যাসনাভরণাদয়ঃ সর্ব্ব এব কামদুঘা নদাঃ কুমুদাগ্রাৎ পতন্তস্তমুত্তরেণেলাবৃতমুপযোজয়ন্তি ॥২৪॥

যানুপজুষাণানাং ন কদাচিদপি প্রজানাং বলীপলিতক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্যজরাময়াপমৃত্যুশীতোষ্ণবৈবর্ণ্যোপসর্গাদয়স্তাপবিশেষা ভবন্তি যাবজ্জীবং সুখং নিরতিশয়মেব ॥২৫॥

কুরঙ্গ-কুরর-কুসুম্ভ-বৈকঙ্ক-ত্রিকূট-শিশিরপতঙ্গ-রুচক-নিষধ-শিতিবাস-কপিল-শঙ্খবৈদূর্য্য-জারুধি-হংসর্ষভনাগকালঞ্জরনারদাদয়ো বিংশতিগিরয়ো মেরোঃ কর্ণিকায়া ইব কেশরভূতা মূলদেশে পরিত উপকৢপ্তাঃ ॥২৬॥

ঐ নদীর উভয় তটের যে মৃত্তিকা উহা ঐ নদীর জলরসে অনুবিদ্ধ হইয়া ও বায়ু ও সূর্য্যের সংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হওয়ায় সর্ব্বদা অমরলোকের আভরণ জাম্বুনদ সুবর্ণ হয়। ২০

হে রাজন্! যাহা বিবুধাদিগণ যুবতীগণের সহিত মুকুট কটক কটিসূত্রাদি আভরণরূপে ধারণ করিয়া থাকেন। ২১

অপর, যে সুপার্শ্ব পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব বৃক্ষ আছে, তাহার কোটর হইতে বিনিঃসৃত পঞ্চব্যাস পরিমিত পাঁচটি মধুধারা সুপার্শ্ব পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পতিত হইয়া নিজের পশ্চিমদিকে ইলাবৃতবর্ষকে স্বীয় সৌগন্ধ দ্বারা আমোদিত করিতেছে ২২

যাঁহারা ঐ পর্ব্বতের মধুধারা সেবন করেন, তাঁহাদের মুখনির্ব্বাসিত বায়ু চতুর্দ্দিকে শতযোজন সুবাসিত করিয়া দেয়। ২৩

এইরূপ কুমুদপর্ব্বতে জাত যে শত বলশ নামে বট বৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধ হইতে অধোমুখে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু গুড় অন্ন প্রভৃতি এবং বসন ভূষণ আসন প্রভৃতি সমুদায় অভিলষিত বস্তু দোহনকারী নদ সকল ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে পতিত হইয়া নিজের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষবাসী জনের মহা উপকার সাধন করে। ২৪

ঐ সকল দ্রব্য উপভোগ করায় তত্রত্য জনগণের কখন বলী (লোলচর্ম্ম), পলিত (চুল পাকিয়া যাওয়া), ক্লান্তি, ঘর্ম্ম, দৌর্ব্বল্য, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণ জন্য বৈবর্ণ্য, ও অন্যান্য উপসর্গাদি সন্তাপবিশেষ হয় না, এবং যাবজ্জীবন কেবল নিরতিশয় সুখসম্ভোগে তাহাদের কাল অতিবাহিত হয়। ২৫

হে রাজন! কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতিবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর, এবং নারদ প্রভৃতি পর্ব্বত সকল মেরু পর্ব্বতের কর্ণিকার কেশরের ন্যায় ঐ পর্ব্বতের মূলদেশে চতুর্দ্দিকে উপকৢপ্ত আছে। ২৬

জঠরদেবকূটৌ মেরুং পূর্ব্বেণাষ্টাদশযোজনসহস্রমুদগায়তৌ দ্বিসহস্রং পৃথুতুঙ্গৌ ভবতঃ এবমপরেণ পবনপারিযাত্রৌ দক্ষিণেন কৈলাসকরবীরৌ প্রাগায়তৌ এবমুত্তরতস্ত্রিশৃঙ্গমকরৌ। অষ্টাভিরেতৈঃ পরিবৃতোঽগ্নিরিব পরিতশ্চকাস্তি কাঞ্চনগিরিঃ ॥২৭॥

মেরোর্মূর্দ্ধনি ভগবত আত্মযোনের্মধ্যত উপকৢপ্তাং পুরীমযুতযোজনসাহস্রীং সমচতুরস্রাং শাতকৌম্ভীং বদন্তি ॥২৮॥

তামনু পরিতো লোকপালানামষ্টানাং যথাদিশং যথারূপং তুরীয়মানেন পুরোঽষ্টাবুপকৢপ্তাঃ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশবর্ণনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

মেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে জঠর ও দেবকূট পর্ব্বত অষ্টাদশ সহস্র যোজন উত্তর-দক্ষিণে আয়ত (দীর্ঘ) এবং ঐ পর্ব্বতদ্বয় দুই সহস্র যোজন বিস্তৃত ও তাবৎ পরিমিত উন্নত, এইরূপ মেরুর পশ্চিম দিকে পবন ও পারিপাত্র পর্ব্বত এবং দক্ষিণদিকে কৈলাস করবীর নামক পর্ব্বতদ্বয়—উহারা পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, এইরূপ উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর পর্ব্বত, এইরূপে মেরুর মূল হইতে সহস্র যোজন পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে অগ্নির পরিধির ন্যায় ঐ আটটি পর্ব্বত বেষ্টিত হইয়া কাঞ্চনগিরি অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত সর্ব্বতোভাবে শোভা পাইতেছে। (ইতিবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন) সুমেরুর মস্তকোপরি ভগবান্ ব্রহ্মার পুরী বিরচিত আছে। ঐ পুরীর বিস্তার অযুত সহস্র যোজন এবং ঐ পুরী স্বর্ণনির্ম্মিতা ও সমচতুষ্কোণবিশিষ্টা। ২৭-২৮

উক্ত পুরীর উপরিভাগে পূর্ব্বাদি দিগ্‌ভাগে ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালদিগের আটটি পুরী নির্ম্মিত আছে, ঐ সকল পুরীর বর্ণ সেই সেই লোকপালের বর্ণের অনুরূপ এবং প্রত্যেকের পরিমাণ ব্রহ্মপুরীর পরিমাণের চতুর্থাংশ অর্থাৎ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র যোজন। ২৯

বিবৃতি—লোকপালগণের পুরী সকলের নাম পুরাণান্তরে এইরূপ আছে, যথা মনোবতী, অমরাবতী, তেজোবতী, সংযমনী, কৃষ্ণাঙ্গনা, শ্রদ্ধাবতী, গন্ধবতী, মহোদয়া, যশোবতী, এই নয়টি পুরী যথাক্রমে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, পবন, কুবের ও ঈশানের বুঝিতে হইবে। ২৯

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তত্র হ ভগবতঃ সাক্ষাদ্‌যজ্ঞলিঙ্গস্য বিষ্ণোর্বিক্রমতো বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্নোর্দ্ধাণ্ডকটাহ-বিবরেণান্তঃপ্রবিষ্টা যা বাহ্যজলধারা তচ্চরণপঙ্কজাবনেজনারুণকিঞ্জল্কোপরঞ্জিতাঽখিলজগদঘম-লাপহোপস্পর্শনাঽমলা সাক্ষাদ্ভগবৎপদীত্যনুপলক্ষিতবচোঽভিধীয়মানাঽতিমহতা কালেন যুগ-সহস্রোপলক্ষণেন দিবো মূর্দ্ধন্যবততার যৎ তদ্বিষ্ণুপদমাহুঃ ॥১॥

যত্র হ বাব বীরব্রত ঔত্তানপাদিঃ পরমভাগবতোঽস্মৎকুলদেবতাচরণারবিন্দোদকমিতি যামনুসবনমুৎকৃষ্যমাণভগবদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়ং ক্লিদ্যমানান্তর্হৃদয় ঔৎকণ্ঠ্যবিবশামীলিত-লোচন-যুগলকুড্মল-বিগলিতামল-বাষ্পকলয়াভিব্যজ্যমান-রোম-পুলক-কুলকোঽধুনাপি পরমাদরেণ শিরসা বিভর্ত্তি ॥২॥

ততঃ সপ্তর্ষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্ঞা ইয়ং ননু তপস আত্যন্তিকী সিদ্ধিরেতাবতীতি ভগবতি সর্ব্বাত্মনি বাসুদেবেঽনুপরতভক্তিযোগলাভেনৈবোপেক্ষিতান্যার্থাত্মগতয়ো মুক্তিমিবাগতাং মুমুক্ষব ইব সবহুমানমদ্যাপি জটাজূটৈরুদ্বহন্তি ॥৩॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ যজ্ঞ-পুরুষ যখন ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিতে পাদবিক্ষেপ করেন, তখন দক্ষিণপদে ভূলোক আক্রান্ত হইলে বামপদ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপন করেন, তাহাতে বামপদাঙ্গুষ্ঠের নখাঘাতে ব্রহ্মকটাহের ঊর্দ্ধভাগ নির্ভিন্ন হওয়ায় যে ছিদ্র হইয়াছিল, সেই ছিদ্রপথে ব্রহ্মকটাহের বাহিরের যে জল-ধারা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, এবং ভগবানের পাদপদ্ম ধৌত করায় অরুণবর্ণ কিঞ্জল্ক সদৃশ হওয়ায় শোভিত হয়, সেই অতিশয় নির্ম্মলা অথচ জগতের অশেষ পাপক্ষয়কারিণী, সাক্ষাৎ ভগবানের পাদোদ্ভবা গঙ্গা ভাগীরথী ইত্যাদি বাক্যে অভিধীয়-মানা, তিনিই অতি দীর্ঘকালে অর্থাৎ সহস্র যুগরূপ অতি দীর্ঘকালে স্বর্গের মস্তকে পতিত হন, (কাহাকে স্বর্গের মস্তক বলা হয় এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন) যাহাকে পণ্ডিতগণ বিষ্ণুপদ বলিয়া থাকেন। ১

হে রাজন্! দৃঢ় সঙ্কল্প পরমভাগবত উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুব যে বিষ্ণুপদে অবস্থান করিয়া "ইহা আমাদের কুলদেবতা বিষ্ণুর পাদপদ্মোদক" ইহা মনে করিয়া প্রতিক্ষণে বর্দ্ধমান ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা অতিশয় বিগলিত অন্তর্হৃদয় হইতেন এবং উৎকণ্ঠায় অবশ ও আমীলিত পদ্মকোরক সদৃশ নয়নযুগল হইতে বিগলিত বাষ্পকণার সহিত অভিব্যজ্যমান রোমাঞ্চ সকলে ব্যাপ্ত হইতেন, সেই ধ্রুব অদ্যাপি পরমাদরে যাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। ২

হে রাজন্! তাহার পর সেই গঙ্গার প্রভাবজ্ঞ সপ্তর্ষিগণ "ইনিই তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি, ইহা অপেক্ষা আর অধিক নাই" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সকলের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তিযোগ লাভ দ্বারা অন্য পুরুষার্থ সকল উপেক্ষা করিয়া বহু সমাদরে অদ্যাপি যাঁহাকে জটাজূটের দ্বারা ধারণ করিতেছেন, যেমন মুমুক্ষুগণ সমাগত মুক্তিকে ধারণ করেন সেইরূপ। ৩

ততোঽনেকসহস্রকোটিবিমানানীকসঙ্কুলদেবযানেনাবতরন্তীন্দুমণ্ডলমাবার্য্য ব্রহ্মসদনে নিপততি ॥৪॥

তত্র চতুর্দ্ধা ভিদ্যমানা চতুর্ভির্নামভিশ্চতুর্দ্দিশমভিস্যন্দন্তী নদনদীপতিমেবাভিনিবিশতি। সীতালকনন্দা বংক্ষুর্ভদ্রেতি ॥৫॥

সীতা তু ব্রহ্মসদনাৎ কেশরাচলাদিশিখরেভ্যোঽধোঽধঃ প্রস্রবন্তী গন্ধমাদনমূর্দ্ধসু পতিত্বা-ঽন্তরেণ ভদ্রাশ্বং বর্ষং প্রাচ্যাং দিশি ক্ষারসমুদ্রমভিপ্রবিশতি ॥৬॥

এবং মাল্যবচ্ছিখরান্নিষ্পতন্তী তত উপরতবেগা কেতুমালমভি বংক্ষুঃ প্রতীচ্যাং দিশি সরিৎপতিং প্রবিশতি ॥৭॥

ভদ্রা চোত্তরতো মেরুশিরসো নিপতিতা গিরিশিখরাদ্গিরিশিখরমতিহায় শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গা-দধঃ স্যন্দমানা উত্তরাংস্তু কুরূনভিত উদীচ্যাং দিশি লবণার্ণবমভিপ্রবিশতি ॥৮॥

তথৈবালকনন্দা দক্ষিণেন ব্রহ্মসদনাদ্‌বহূনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য হেমকূটহিমকূটান্যতিরভ-সতররংহসা লুঠন্তী ভারতমভি বর্ষং দক্ষিণস্যাং দিশি লবণজলধিমভি প্রবিশতি। (যস্যাং স্নানার্থঞ্চা-গচ্ছতঃ পুংসঃ পদে পদেঽশ্বমেধরাজসূয়াদীনাং ফলং ন দুর্লভমিতি) ॥৯॥

তাহার পর অনেক কোটি বিমানসঙ্কুল আকাশ-মার্গে অবতীর্ণ হইতে চন্দ্রমণ্ডল আপ্লাবিত করিয়া মেরু পর্ব্বতস্থ ব্রহ্মার আবাসে পতিতা হয়েন। ৪

মেরুমস্তকে পতিত জলধারা চারিভাগে বিভিন্ন হইয়া চারিদিকে গমনপূর্ব্বক নদ-নদীপতি সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই চারিটি ধারার নাম সীতা, অলকনন্দা, বংক্ষু ও ভদ্রা। ৫

সীতা ব্রহ্মসদন মেরুপর্ব্বত হইতে কেশরাদি পর্ব্বতশৃঙ্গে এবং তথা হইতে ক্রমশঃ অধোভাগে পতিতা হইয়া, গন্ধমাদনে পড়িয়া ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্যভাগ দিয়া পূর্ব্বদিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ৬

এই প্রকার বংক্ষু নদী মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখর হইতে কেতুমালাভিমুখে নির্গত হইয়া এবং তথা হইতে প্রশমিতবেগ হইয়া পশ্চিমদিকের সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ৭

ভদ্রা নদী উত্তরদিকে সুমেরুশিখর হইতে নিপতিতা হইয়া এক একটি গিরিশিখর হইতে অন্য অন্য গিরিশিখরে এইক্রমে অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে অধোভাগে উত্তর-কুরুবর্ষের মধ্যে প্রস্রুতা হয়েন এবং তথা হইতে উত্তরদিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করেন। ৮

সেইরূপ অলকনন্দাও সুমেরু পর্ব্বত হইতে তাহার দক্ষিণদিকে নিপতিতা হয়েন ও বহু বহু পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া অস্খলিত তীব্রবেগে হেমকূট ও হিমকূটের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষমধ্যে পতিত হইয়া ভারতের দক্ষিণদিকে লবণসাগরে প্রবেশ করেন। ৯

বিবৃতি—আকাশমার্গে যে অনেক কোটি বিমান পরিপূর্ণ থাকে, উহা সপ্তর্ষিগণের নিম্ন প্রদেশে বুঝিতে হইবে, কারণ, প্রায়শঃ কর্ম্মিগণের গতি সপ্তর্ষিলোকের নিম্নভাগে। ৪

মেরু হইতে কুমুদ পর্ব্বতে তথা হইতে নীলগিরিতে তথা হইতে উচ্ছলিতা হইয়া শ্বেত পর্ব্বতের শৃঙ্গে এবং পরে তাহাও অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে পতিত হয়েন এবং তথা হইতে কুরুবর্ষমধ্যে পতিত হইয়া উত্তর লবণ-সমুদ্রে পতিতা হয়েন। ৮

অন্যে চ নদা নদ্যশ্চ বর্ষে বর্ষে সন্তি বহুশো মেৰ্ব্বাদিগিরিদুহিতরঃ শতশঃ ॥১০॥

তত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমন্যান্যষ্ট বর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমস্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি ॥১১॥

এষু পুরুষাণামযুতপুরুষায়ুর্ব্বর্ষাণাং দেবকল্পানাং নাগাযুতপ্রাণানাং বজ্রসংহনন-বল-বয়োমোদ-প্রমুদিতমহাসৌরতমিথুনব্যবায়াপবর্গবর্ষধৃতৈকগর্ভকলত্রাণাং ত্রেতাযুগসমঃ কালো বর্ত্ততে ॥১২॥

যত্র হ দেবপতয়ঃ স্বৈঃ স্বৈর্গণনায়কৈর্বিহিতমহার্হণাঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুম-স্তবক-ফল-কিসলয়শ্রিয়া নানম্যমানবিটপ-লতাবিটপিভিরুপশুম্ভমানরুচিরকাননাশ্রমায়তনবর্ষগিরিদ্রোণীষু তথা চামলজলাশয়েষু বিকচবিবিধনববনরুহামোদপ্রমুদিতরাজহংসকলহংস-জলকুক্কুট-কারণ্ডব-সারস-চক্রবাকাদিভির্মধুকরনিকরাকৃতিভিরুপকূজিতেষু জলক্রীড়াদিভিবিচিত্রবিনোদৈঃ সুললিতসুরসুন্দরীণাং কাম-কলিলবিলাস-হাস-লীলাবলোকাকৃষ্ট-মনো-দৃষ্টয়ঃ স্বৈরং বিহরন্তি ॥১৩॥

নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্ নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্মতত্ত্ব-ব্যূহেনাত্মনাহদ্যাপি সন্নিধীয়তে ॥১৪॥

হে রাজন্! অন্য বহুতর নদ-নদী প্রতি বর্ষে আছে, ঐ শত শত নদ-নদী মেরু প্রভৃতি গিরি হইতে উৎপন্ন। এই নববর্ষমধ্যেও ভারতবর্ষকেই পণ্ডিতগণ কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া থাকেন। ১০

অপর আটটি বর্ষ, স্বর্গবাসিগণের পুণ্যশেষ ভোগ করিবার স্থান, উহাদিগকে ভৌম স্বর্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১১

এই অষ্ট বর্ষে যে সকল পুরুষেরা বাস করেন, তাঁহাদের পুরুষমানে অযুতবৎসর পরমায়ু, অযুত হস্তীর তুল্য বল, এবং বজ্রবৎ সুদৃঢ় শরীর, এইরূপ দৃঢ় শরীর, বল, ও দীর্ঘায়ু হর্ষপ্রমুদিত মহাসৌরত যুক্ত স্ত্রী-পুরুষগণ আছেন। ঐ ব্যবায়াবসানে একবার মাত্র স্ত্রীগণ গর্ভ গ্রহণ করেন, উঁহাদের নিকট সর্ব্বদা ত্রেতা যুগ তুল্য কাল বর্ত্তমান থাকে। ১২

যে সকল বর্ষে দেবপতিগণ নিজ নিজ মুখ্য সেবকগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকেন; যে সকল স্থানে সকল ঋতুতে পুষ্পস্তবক ফলপল্লব শোভা দ্বারা অতিশয়িত নানম্যমান শাখা ও তদাশ্রিত লতা সকল যাহাতে তাদৃশ বৃক্ষসকল দ্বারা শোভমান করেন; যে স্থানে সেই সকল আশ্রমায়তনে, এবং পর্ব্বতগুহায় সেইরূপ নির্ম্মল জলাশয় সকলে,—যে সকল জলাশয় প্রস্ফুটিত বিবিধ জলপুষ্পের সৌরভে হৃষ্ট রাজহংস, কলহংস, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক ইত্যাদির ও মধুকর নিকরের মধুরধ্বনিতে মুখরিত এবং সুললিত সুরসুন্দরীগণের জলক্রীড়াদি বিচিত্র বিনোদ সকল দ্বারা ও কামক্ষুব্ধ বিলাস-হাস্যলীলাবলোকন দ্বারা মন ও দৃষ্টি যাঁহাদের আকৃষ্ট—তাদৃশ দেবপতিগণ পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন। ১৩

নববর্ষেতেই ভগবান্ মহাপুরুষ নারায়ণ পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত স্বমূর্ত্তিসমূহ দ্বারা অদ্যাপি সন্নিহিত আছেন। ১৪

ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভব এক এব পুমান্ ন হ্যন্যস্তত্রাপরো নির্ব্বিশতি ভবান্যাঃ শাপনিমিত্তজ্ঞঃ। যৎপ্রবেক্ষ্যঃ স্ত্রীভাবস্তৎ পশ্চাদ্‌বক্ষ্যামঃ ॥১৫॥

ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্ম্মূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি ॥১৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণসংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি ॥১৭॥

ভজে ভজেন্যারণপাদপঙ্কজং ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্।
ভক্তেষ্বলং ভাবিতভূতভাবনং ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্ ॥১৮॥
ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভির্নিরীক্ষতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে।
ঈশে যথা নোঽজিতমন্যুরংহসাং কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ ॥১৯॥
অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া ক্ষীবেব মধ্বাসবতাম্রলোচনঃ।
ন নাগবধ্বোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ ॥২০॥

অপর ইলাবৃতবর্ষে ভগবান্ ভবই একমাত্র পুরুষ—সেখানে অন্য কোন পুরুষ নাই। কারণ, যিনি ভবানীর শাপের নিমিত্ত অবগত আছেন, তিনি কখনও সে স্থানে প্রবেশ করেন না। যাহারা না জানিয়া প্রবেশ করে, তাহাদের তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাব প্রাপ্তি হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ পরে (নবমস্কন্ধে) বলা হইবে। ঐ ইলাবৃতবর্ষে ভগবান্ ভব, ভবানী ও তাঁহার অধীন সহস্রার্ব্বুদ সংখ্যক স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবমান হইয়া থাকেন এবং চতুর্মূর্ত্তি মহাপুরুষের চতুর্থী যে তামসী মূর্ত্তি—যাহার নাম সঙ্কর্ষণ এবং যাহা তাহার আপনার প্রকৃতি—তাহাকে আত্মসমাধিরূপে স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধাবমান হয়েন। ১৫-১৬

শ্রীভগবান্ শিব বলেন, সকামগুণগণের আশ্রয় অনন্ত অব্যক্ত ভগবান্ মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করি। ১৭

হে ভজনীয়! আমি আপনাকে ভজনা করি, যে আপনার পাদপদ্ম সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষক, এবং যে আপনি নিখিল ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যের পরম আশ্রয়, ভক্তগণের প্রতি অতিশয় দয়াপ্রযুক্ত আপনি স্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন, এবং আপনা হইতে ঐ সকল ভক্তজনের সংসার নষ্ট হয়। কিন্তু যাহারা অভক্ত, আপনি তাহাদের সংসার উৎপন্ন করিয়া দেন। সেই আপনাকে ভজনা করি। ১৮

ক্রোধবেগজয়ে অসমর্থ আমাদের দৃষ্টি যেমন ভগবান্ ঈশ্বরে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ যিনি নিরীক্ষণ করিলেও যাঁহার দৃষ্টি মায়ার সত্ত্ব রজঃ তমঃ ও অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্বারা অণুমাত্রও লিপ্ত হয় না, ইন্দ্রিয়জয়েচ্ছু এবং মুমুক্ষু কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সমাদর না করিবে? ১৯

অসদ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট যিনি নিজ মায়া দ্বারা মত্তের ন্যায়, মধু ও আসব সেবনে আরক্ত নয়নরূপে প্রতিভাত হয়েন এবং নাগবধূগণ পূজাকালে যাঁহার পাদস্পর্শে বিকলেন্দ্রিয় হওয়ায় লজ্জায় ভুজাদির অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হয় না, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সমাদর করিবে না? ২০

যমাহুরস্য স্থিতিজন্মসংযমং ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ।
ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু ॥২১॥
যস্যাদ্য আসীদ্‌গুণবিগ্রহো মহান্ বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল।
যৎসম্ভবোঽহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥২২॥
এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ।
মহানহং বৈকৃততামসৈন্দ্রিয়াঃ সৃজাম সর্ব্বে যদনুগ্রহাদিদম্ ॥২৩॥
যন্নির্ম্মিতাং কর্হ্যপি কর্ম্মপর্ব্বণীং মায়াং জনোঽয়ং গুণসঙ্গমোহিতঃ।
ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা তস্মৈ নমস্তেবিলয়োদয়াত্মনে ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ভুবনকোশে সঙ্কর্ষণস্তোত্রং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ঋষিগণ জন্মস্থিতিলয়হীন যে অনন্তকে এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের কারণ বলিয়া থাকেন এবং যিনি মস্তকসহস্ররূপ আবাসমধ্যে কোন এক দেশে সর্ষপতুল্য ভূমণ্ডল কোথায় অবস্থিত, তাহার অনুসন্ধানও রাখেন না। ২১

যাঁহার (সঙ্কর্ষণের) আদ্য সৃষ্টি গুণশরীর বিজ্ঞানাশ্রয়, মহন্নামক এবং তিনিই ভগবান্ অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা, যাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্বনামা রুদ্র আমি উদ্ভূত হইয়াছি। সত্ত্বাদি গুণত্রয়রূপ স্ব শক্তি দ্বারাই আমি দেবতাবর্গ, ভূতবর্গও ইন্দ্রিয়বর্গকে সৃষ্টি করি।২২

ব্রহ্মা, আমি, দেবতাগণ, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়গণ এই সকল আমরা যে মহাত্মার বশে সূত্রবদ্ধপক্ষিগণের ন্যায় অবস্থিত আছি এবং যাঁহার অনুগ্রহে আমরা এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছি। ২৩

গুণ সঙ্গে মোহিত এই মাদৃশ জন যাঁহার নির্ম্মিত কর্ম্মগ্রন্থিস্বরূপিণী মায়াকে জানিতে পারিলেও কি প্রকারে তাহা হইতে নিস্তার পাওয়া যায় তাহা কখনও জানিতে পারে না এবং সেই বিশ্বের বিলয় ও উৎপত্তি যাঁহা হইতে, সেই ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে নমস্কার করি। ২৪

বিবৃতি—ইহার এইরূপ সাহজিক অর্থও হইতে পারে—যাঁহার নির্ম্মিত কর্ম্মগ্রন্থিরূপিণী মায়াকে মায়ামুগ্ধ এই জনগণ জানিতে পারে না সুতরাং তাহা হইতে শীঘ্র নিস্তার পাইবার উপায়ও জানে না এবং এই জগতের উৎপত্তি ও লয় যাঁহা হইতে তাঁহাকে নমস্কার করি। ২৪

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তথা চ ভদ্রশ্রবা নাম ধর্ম্মসুতস্তৎকুলপতয়ঃ পুরুষা ভদ্রাশ্ববর্ষে সাক্ষাদ্ভগবতো বাসুদেবস্য প্রিয়াং তনুং ধর্ম্মময়ীং হয়শীর্ষাভিধানাং পরমেণ সমাধিনা সন্নিধাপ্যেদমভিগৃণন্ত উপধাবন্তি ॥১॥

শ্রীভদ্রশ্রবস উচুঃ।

ওঁ নমো ভগবতে ধর্ম্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি ॥২॥

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ ন পশ্যতি।
ধ্যায়ন্নসদ্‌যর্হি বিকর্ম্ম সেবিতুং নির্হৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষতি ॥৩॥
বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ।
তথাপি মুহ্যন্তি তবাজ মায়য়া সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোঽস্মি তম্ ॥৪॥
বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম্ম তে হ্যকর্ত্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্য্যকারণে সর্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুনি ॥৫॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভদ্রাশ্ববর্ষে ভদ্রশ্রবা নামে ধর্ম্মপুত্র বর্ষপতি, এবং তাঁহার সন্তান-মুখ্যগণ সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের প্রিয়শরীর হয়শীর্ষকে পরম সমাধিযোগে হৃদয়মধ্যে স্থাপিত করিয়া বক্ষ্যমাণরূপ বাক্য বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ভদ্রশ্রবা প্রভৃতি বলেন, আমরা আত্মবিশোধনকারী ভগবান্ ধর্ম্মকে নমস্কার করি। ১-২

এই জনসমূহ প্রতিনিয়ত হিংসাকারী মৃত্যুকে দেখিয়াও তদ্বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করেন না। এই ভগবানের অদ্ভুত চেষ্টা কি বিচিত্র! এই লোক সকলই বালক পুত্র ও বৃদ্ধ পিতাকে দগ্ধ করিয়া আসিয়া যে সময়ে অতি তুচ্ছ বিষয়সুখ ভোগের নিমিত্ত পাপ বিষয়চিন্তা করে ও পুত্র এবং পিতার ত্যক্ত ধন দ্বারা সুখে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, এইরূপ ঘটনা অতি বিচিত্র। ৩

হে ভগবন্! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই বিশ্বকে নশ্বর বলিয়া থাকেন, এবং অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সমাধিযোগে এই বিশ্বের নশ্বরতা প্রত্যক্ষও করেন, তথাপি হে অনন্ত! তোমার মায়ায় তাহারা মুগ্ধ হয়েন। আপনার এই কার্য্য অতি বিচিত্র। অতএব (শাস্ত্রাদি অভ্যাসে শ্রম না করিয়া) সেই সুপ্রসিদ্ধ আপনাকে আমি নমস্কার করি। ৪

(ইহা আর একটি বিচিত্রবৎ প্রতীয়মান হইলেও আপনাতে উহা বিচিত্র নহে এই কথা বলিতেছেন) হে ভগবন্! আপনি নিরাবরণ ও অকর্ত্তা হইলেও বেদ এই বিশ্বের উৎপত্তি পালন ও সংহার কর্ম্ম আপনা হইতে হয় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহা আপনাতে যুক্তই হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে, কারণ, আপনি মায়া দ্বারা সকলের আত্মস্বরূপ এবং কার্য্য মাত্রের কারণ, এইজন্য কর্ত্তৃত্ব এবং আপনি সকল হইতে ভিন্ন সুতরাং আপনাতে অকর্ত্তৃত্ব ন্যায্য হইতে পারে। ৫

বিবৃতি—মহাভারতের যক্ষ-প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। ৩

বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্ রসাতলাদ্যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েঽভিযাচতে তস্মৈ নমস্তেঽবিতথেহিতায় ইতি ॥৬॥

হরিবর্ষে চাপি ভগবান্ নরহরিরূপেণাস্তে তদ্রূপগ্রহণনিমিত্তমুত্তরত্রাভিধাস্যে তদ্দয়িতং রূপং মহাপুরুষগুণভাজনো মহাভাগবতো দৈত্যদানবকুলতীর্থীকরণশীলাচরিতঃ প্রহ্লাদোঽব্যবধানানন্য-ভক্তিযোগেন সহ তদ্বর্ষপুরুষৈরুপাস্তে ইদঞ্চোদাহরতি ॥৭॥

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীনরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি ॥৮॥

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥৯॥
মাঽগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্ সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥১০॥
যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্য্যবৈভবং তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্ ॥১১॥

যুগান্ত কালে তমোগুণের আধার দৈত্যগণ কর্ত্তৃক বেদ সকল অপনীত হইলে অথবা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে—হয়শীর্ষ-শরীর গ্রহণ করিয়া রসাতল হইতে যিনি বেদ প্রত্যানয়ন করেন ও ব্রহ্মা উহা যাচ্ঞা করিলে তাঁহাকে দান করেন, সেই সত্য-সঙ্কল্প হয়শীর্ষ ভগবান্ আপনাকে নমস্কার করি। ৬

হরিবর্ষেও ভগবান্ নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে আছেন। সেই মূর্ত্তি গ্রহণের প্রয়োজন পরে (সপ্তম স্কন্ধে) বলিব। মহাপুরুষ গুণভাজন, মহাভাগবত, এবং যাঁহার শীল ও আচার দৈত্য-দানবকুলের তীর্থস্বরূপ, সেই প্রহ্লাদ, ঐ বর্ষবাসী পুরুষদিগের সহিত নির-বচ্ছিন্ন অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ দয়িত মূর্ত্তির উপা-সনা করিতেছেন ও এই কথা উচ্চারণ করিতেছেন। ৭

আমি, যিনি তেজের তেজঃস্বরূপ সেই ভগবান্ নৃসিংহদেবকে নমস্কার করি। হে বজ্রনখ ! হে বজ্রদংষ্ট্র ! আপনি আবির্ভূত হউন, এবং আমাদের কর্ম্মবাসনা সকল দগ্ধ করুন, অন্ধকার গ্রাস করুন, হে ভগবন্ ! আমাদের মনে অভয় হউক, আপনাকে নমস্কার। ৮

হে ঈশ ! বিশ্বের মঙ্গল হউক, খল ব্যক্তি প্রসন্ন হউক অর্থাৎ ক্রূরতা পরিত্যাগ করুক, প্রাণী সকল পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুক, এবং তাহাদের মন উপশমাদিকে ভজনা করুক, আর আমাদেরও মতি নিষ্কাম হইয়া ভগবান্ অধোক্ষজে আবিষ্ট হউক। ৯

হে প্রভো ! আমাদিগের যেন সঙ্গ হয় না, যদি হয়, তবে যেন গৃহ স্ত্রী পুত্র বিত্ত বন্ধুজনে না হয় এবং ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিতেই হয়। যে ব্যক্তি অসঙ্গ ও আত্মবান্, তিনি যেমন প্রাণবৃত্তি মাত্রে অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ জীবনযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী অর্থাদি লাভে পরিতুষ্ট হয়েন, গৃহাদি আসক্ত ইন্দ্রিয়প্রিয় ব্যক্তি সেরূপ পরিতোষ লাভ করিতে পারে না। যে ভগবৎ-প্রিয়জনের সঙ্গ হইতে লব্ধ ভগবদ্‌বীর্য্য-বৈভব অর্থাৎ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ধারণাদি প্রভাবোৎকর্ষ, যাহা সত্ত্বশোধক বলিয়া তীর্থস্বরূপ, উহা যাঁহারা শ্রবণ দ্বারা আবর্ত্তন করেন অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহাদের মানস অঙ্গজ কামবাসনা প্রভৃতি মল, ভগবান্ অজ—বিষ্ণু শ্রোত্রপথে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া দূরীভূত করেন। অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই মুকুন্দবিক্রমের সেবা না করিবে ? ভগবৎপ্রভাবাদি শ্রবণ করিবে না ? ১০-১১

বিবৃতি—তীর্থ দীর্ঘদিন সেবিত হইলে অঙ্গজ মল মাত্র দূর করিতে পারেন। মানস মল দূর করিতে পারেন না, অথচ ভগবৎপ্রভাবাদি শ্রবণে মনোমল দূর হয় এবং মনও ভগবানে আকৃষ্ট হয়। এবং ভগবান্‌ও শ্রোত্রপথে

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥১২॥
হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণামাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্ ।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥১৩॥
তস্মাদ্রজোরাগবিষাদমন্যুমানস্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলম্ ।
হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্ ইতি ॥১৪॥

কেতুমালেঽপি ভগবান্ কামদেবস্বরূপেণ লক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া প্রজাপতের্দুহিতৄণাং পুত্রাণাঞ্চ তদ্বর্ষপতীনাং পুরুষায়ুষাহোরাত্রপরিসংখ্যানানাং যাসাং গর্ভা মহাপুরুষমহাস্ত্রতেজসোদ্বেজিতমনসাং বিধ্বস্তা ব্যসবঃ সংবৎসরান্তে নিপতন্তি ॥১৫॥

যে ব্যক্তির ভগবানে নিষ্কাম ভক্তি আছে, সেই পুরুষে সকল দেবগণ ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সকল গুণের সহিত বাস করেন এবং যে ব্যক্তি হরিতে অভক্ত, এবং বিষয়সুখ না থাকায় সর্ব্বদা বাহিরে মনোরথ দ্বারা বাধিত হয় অর্থাৎ ইহাতে সুখ হইবে ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকে, তাহাতে কিরূপে মহদ্‌গুণ সকল থাকিতে পারে ? ১২

(সংসারে হরির অভক্তগণের মধ্যে যে মহত্ত্ব দেখা যায়, উহা উপহাসাস্পদ মাত্র এই কথা বলিতেছেন) মীনগণের যেমন জল আত্মা ও ঈপ্সিত, সেইরূপ প্রাণিমাত্রেরই হরি সাক্ষাৎ আত্মা ও প্রিয়। মহান্ ব্যক্তি যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হয়, তাহা হইলে দম্পতিদিগের অর্থাৎ স্ত্রী শূদ্রাদি মধ্যে যেমন বয়স দ্বারা মহত্ত্ব হয়, সেইরূপ মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ১৩

সুতরাং তৃষ্ণা অভিনিবেশ, ক্রোধ, বিষাদ, অভিমান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য ও মানসী পীড়ার মূলস্বরূপ, এবং অবিচ্ছিন্ন জন্মমরণরূপ সংসারমণ্ডলের আধার গৃহ ত্যাগ করিয়া সকলে সেই অকুতোভয় নৃসিংহ-পাদপদ্ম ভজনা কর। ১৪

কেতুমাল বর্ষেও ভগবান্ কামদেব স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। যেখানে লক্ষ্মীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় ও সম্বৎসর রূপ প্রজাপতির কন্যাগণের ও পুত্রগণের অর্থাৎ রাত্র্যভিমানিনী দেবতা ও দিবাভিমানী দেবগণের যাঁহারা সেই বর্ষপতি পুরুষায়ু দ্বারা পরিসংখ্যাত অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশ সহস্র সংখ্যকগণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আছেন, মহাপুরুষের মহাস্ত্রতেজে উদ্বিগ্নচিত্ত যাঁহাদের গর্ভ সকল সম্বৎসরান্তে প্রাণহীনাবস্থায় বিধ্বস্ত হইয়া পতিত হয়। ১৫

হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকল বাসনাদি মল দূর করেন, তাদৃশ মহামহিম বীর্য্য-সৌর্য্যাদি কথা কে না শ্রবণ করে ? ১১

বিবৃতি—অজ্ঞানী শূদ্রাদির মধ্যে দেখা যায়, যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাকেই বড় বলিয়া মানিয়া লয়। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যেও বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বামীই প্রধান, উহাদের মধ্যে জ্ঞানাদির উৎকর্ষনিবন্ধন শ্রেষ্ঠতা নাই, অভক্ত জনগণের মধ্যে যদি প্রাধান্য দেখা যায়, তবে উহা কল্পিত এবং তাহার কোন মূল্য নাই বুঝিতে হইবে। লক্ষ্মীদেবী ঐ বর্ষে থাকিয়া ভগবান্‌কে স্তব করেন। ভগবান্‌ও তাঁহার প্রিয়েচ্ছায় তথায় আছেন, রাত্রি সকল ও দিবাসকল সম্বৎসররূপ প্রজাপতির কন্যা ও পুত্র, তাহারা বর্ষপতি, কন্যাগণের পরিমাণ ষট্‌ত্রিংশ সহস্র, তাহারা কালরূপী মহাপুরুষের কালচক্রতেজে সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত, সুতরাং বৎসরান্তে প্রাণহীন তাহাদের গর্ভ সকল পতিত হয়। ১৩-১৫

অতীবস্থলিতগতিবিলাসবিলসিতরুচিরহাসলেশাবলোকলীলয়া কিঞ্চিদুত্তম্ভিতসুন্দরভ্রূমণ্ডলসুভগবদনারবিন্দশ্রিয়া রমাং রময়ন্নিন্দ্রিয়াণি রময়তে ॥১৬॥

তদ্ভগবতো মায়াময়ং রূপং পরমসমাধিযোগেন রমাদেবী সংবৎসরস্য রাত্রিষু প্রজাপতের্দুহিতৃভিরুপেতাহঃসু চ তদ্ভর্তৃভিরুপাস্তে ইদঞ্চোদাহরতি ॥১৭॥

ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্ব্বগুণবিশেষবিলক্ষিতাত্মনে আকূতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাঞ্চাধিপতয়ে ষোড়শকলায় ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়ামৃতময়ায় সর্ব্বময়ায় সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ ইতি ॥১৮॥

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং স্বতো হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং প্রিয়ং ধনায়ূংষি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ ॥১৯॥
স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্ ॥২০॥
যা তস্য তে পাদসরোরুহার্হণং নিকাময়েৎ সাখিলকামলম্পটা।
তদেব রাসীপ্সিতমীপ্সিতোঽর্চ্চিতো যদ্ভগ্নযাচ্ঞা ভগবন্ প্রতপ্যতে ॥২১॥

মধুর হাস্য ও অবলোকনলীলা দ্বারা কিঞ্চিদুত্তম্ভিত ভ্রূমণ্ডল দ্বারা সুন্দর চরণারবিন্দশোভায় রমাকে আনন্দিত করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। ১৬

রমাদেবীও সম্বৎসর প্রজাপতির কন্যাগণের সহিত রাত্রিকালে এবং প্রজাপতির পুত্রগণ সহ দিন সকলে সেই ভগবানের মায়াময় রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা এই বাক্য উচ্চারণ করেন। ১৭

কামদেবকে নমস্কার করি, যিনি ভগবান্ হৃষীকেশ, সকল প্রকার গুণবিশেষ দ্বারা বিলক্ষণীকৃত দেহ যাঁহার, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনও তাহাদের বৃত্তিসকলের যিনি অধিপতি, যিনি ষোড়শ কল অর্থাৎ একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় যাঁহার অংশ, যিনি বেদময়, অন্নময়, অমৃতময় ও সর্ব্বময় এবং যিনি সাহস, সামর্থ্য ও বলসকলের কারণ, সেই কান্ত কামদেবকে নমস্কার করি। তিনি উভয় লোকে অনুকূল হউন। ১৮

হে ভগবন্! যে সকল স্ত্রী নানাবিধ ব্রত দ্বারা আপনাকে আরাধনা করিয়া অন্য পতি কামনা করে, তাহাদের সেই পতিগণ, প্রিয় সন্তান, ধন ও আয়ুঃ কারণ, তাহারা অস্বতন্ত্র। (তাহারা পতিই নহেন এই কথা বলিতেছেন) হে ভগবন্! যিনি স্বয়ং অকুতোভয় অর্থাৎ নির্ভয়, তিনিই পতি হয়েন, এবং সর্ব্বদা সকল বিষয়ে ভয়াতুর জনকে রক্ষা করেন, তাদৃশ পতি একমাত্র আপনিই, অন্য নহে, যে আপনি আত্মলাভ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকেই অধিক বোধ করেন না। ইহা না হইলে যাহার সুখ অন্যের অধীন, তাহার স্বতন্ত্রতা হইতে পারে না এবং অস্বতন্ত্রগণের পরস্পর হইতে ভয় হইয়া থাকে। (যাহারা নিষ্কাম ভাবে আরাধনা করে, তাহাদের সকল কাম সিদ্ধ হয়, আর যে কিছু কামনা করিয়া আরাধনা করে—তাহার উহাই মাত্র লাভ হয় এই কথা বলিতেছেন) হে ভগবন্! যে রমণী কেবল আপনার পাদপদ্মের আরাধনাই কামনা করে, অন্য কিছু কামনা করে না, সে অখিল কাম প্রাপ্ত হয়। আর যে রমণী ফলবিশেষ কামনা করিয়া আপনার অর্চ্চনা করে, আপনি তাহার সেই কাম্য বিষয় প্রদান করেন, পরন্তু ভোগ দ্বারা প্রার্থিত বিষয় নষ্ট হইলে সে অতিশয় পরিতপ্ত হয়। ১৯-২১

বিবৃতি—অতএব নিষ্কামভাবে যাহারা ভগবদারাধনা করে, তাহারাই অতিশয় বুদ্ধিমান্, এবং যাহারা

মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশসুরাসুরাদয়স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ।
ঋতে ভবৎপাদপরায়ণান্ন মাং বিন্দন্ত্যহং ত্বদ্ধৃদয়া যতোঽজিত ॥২২॥
স ত্বং মমাপ্যচ্যুত শীর্ষ্ণি বন্দিতং করাম্বুজং যৎ ত্বদধায়ি সাত্বতাম্।
বিভর্ষি মাং লক্ষ্ম বরেণ্য মায়য়া ক ঈশ্বরস্যেহিতমূহিতুং বিভুঃ ইতি ॥২৩॥

রম্যকে চ ভগবতঃ প্রিয়তমং মাৎস্যমবতাররূপং তদ্বর্ষপুরুষস্য মনোঃ প্রাক্ প্রদর্শিতম্। স ইদানীমপি মহাভক্তিযোগেনারাধয়তীদঞ্চোদাহরতি ॥২৪॥

ওঁ নমো ভগবতে মুখ্যতমায় নমঃ সত্ত্বায় প্রাণায়ৌজসে সহসে বলায় মহামৎস্যায় নম ইতি ॥২৫॥

অন্তর্ব্বহিশ্চাখিললোকপালকৈরদৃষ্টরূপো বিচরস্যুরুস্বনঃ।
স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশেঽনয়ন্নাম্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥২৬॥
যং লোকপালাঃ কিল মৎসরজ্বরা হিত্বা যতন্তোঽপি পৃথক্ সমেত্য চ।
পাতুং ন শেকুর্দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ সরীসৃপং স্থাণু যদত্র দৃশ্যতে ॥২৭॥

হে অজিত! আমাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অন্য সুরাসুরগণ ইন্দ্রিয় বা সুখপ্রাপ্তির আশায় অতি কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনার চরণের আশ্রিত ব্যতীত কেহই আমাকে লাভ করিতে পারে না, যেহেতু আমি আপনার অধীনা সুতরাং আপনার অধীনা বলিয়া ভবদধীন ব্যক্তিকেই কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করিয়া থাকি।২২

হে অচ্যুত! ভক্তগণের মস্তকে সর্ব্বকামবর্ষী বলিয়া সংস্তুত আপনার যে হস্তপদ্ম অর্পণ করেন, সেই অভয় হস্ত আমারও মস্তকে অর্পণ করুন। হে বরেণ্য! আমার প্রতি আপনার আদর নাই ইহা বলা যায় না; কারণ, আপনি শ্রীবৎসচিহ্নরূপে আমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছেন। কিন্তু আমার প্রতি আদর মাত্র আর ভক্তজনের প্রতি মহা অনুগ্রহ অথবা আপনি ঈশ্বর—আপনার মায়ার চেষ্টা কে বুঝিতে সমর্থ হইবে? ২৩

রম্যকবর্ষে ভগবানের প্রিয়তম মৎস্যাবতাররূপে যাহা সেই বর্ষপুরুষ মনুকে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছিল, সেই মনু এখনও মহা ভক্তিযোগ সহকারে সেই মৎস্য-রূপের আরাধনা করেন এই কথা বলিয়া থাকেন। সেই মৎস্যরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি। যিনি সত্ত্বপ্রধান এবং মুখ্যতম প্রাণ ও সাহস, বল ও সামর্থ্য ইত্যাদির স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি। ২৪-২৫

হে ভগবন্! বেদধ্বনিযুক্ত আপনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ করিতেছেন। অথচ লোকপালগণও আপনার রূপ দর্শন করিতে পান না। হে ভগবন্! যেমন মানবগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীকে আপনার বশীভূত করে (অর্থাৎ পুতুল নাচায়), সেইরূপ যিনি এই জগৎকে বিধি-নিষেধালম্বনমূলে বশে আনয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর আপনি। ২৬

মৎসরজ্বরে অভিভূত ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী অথবা মিলিত ভাবে যত্ন করিয়া দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সরীসৃপ অথবা স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দৃশ্য হয়, তাহার কোন বস্তুই পালন করিতে সমর্থ হয়েন না, আপনি সেই প্রাণরূপী সকলের পালক, পরমেশ্বর। ২৭

ফলবিশেষ কামনায় আরাধনা করে, তাহারা অতিশয় নির্ব্বোধ; কারণ, কাম্য মাত্রই প্রাপ্ত হয় ও তাহা নশ্বর, সুতরাং তাহার নাশে দুঃখ ভোগ করে। ২১

ভবান্ যুগান্তার্ণব ঊর্ম্মিমালিনি ক্ষৌণীমিমামোষধিবীরুধাং নিধিম্।
ময়া সহোরু ক্রমতেঽজ ওজসা তস্মৈ জগৎপ্রাণগণাত্মনে নমঃ ইতি ॥২৮॥

হিরণ্ময়েঽপি ভগবান্ নিবসতি কূর্ম্মতনুং বিভ্রাণস্তস্য তৎপ্রিয়তমাং তনুমর্য্যমা সহ বর্ষপুরুষৈঃ পিতৃগণাধিপতিরুপধাবতি। মন্ত্রমিমঞ্চানুজপতি ॥২৯॥

ওঁ নমো ভগবতেঽকূপারায় সর্ব্বসত্ত্বগুণবিশেষণায় নমোঽনুপলক্ষিতস্থানায় নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে নমোঽবস্থানায় নমস্তে ইতি ॥৩০॥

যদ্রূপমেতন্নিজমায়য়ার্পিতমর্থস্বরূপং বহুরূপরূপিতম্।
সংখ্যা ন যস্যাস্ত্যযথোপলম্ভনাৎ তস্মৈ নমস্তেঽব্যপদেশরূপিণে ॥৩১॥
জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্।
দ্যৌঃ খং ক্ষিতিঃ শৈলসরিৎসমুদ্রদ্বীপগ্রহর্ক্ষেত্যভিধেয় একঃ ॥৩২॥
যস্মিন্নসংখ্যেয়বিশেষনামরূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্পিতেয়ম্।
সংখ্যা যয়া তত্ত্বদৃশাঽপনীয়তে তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ইতি ॥৩৩॥

হে ভগবন্! যুগান্তকালে ওষধি ও লতা সকলের আশ্রয় এই অবনীকে আমার (মনুর) সহিত ধারণ করিয়া প্রচণ্ড তরঙ্গমালাসঙ্কুল প্রলয়ার্ণবে ভীম বিক্রমে আপনি বিচরণ করেন। অথবা ওষধি লতার আধার পৃথিবীকে আমার সহিত রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনি মহা উৎসাহ করেন। অতএব জগতের প্রাণিগণের নিয়ন্তা আপনাকে নমস্কার করি। ২৮

হিরণ্ময় বর্ষেও ভগবান্ কূর্ম্মশরীর ধারণ করিয়া বাস করেন। ভগবানের সেই প্রিয় শরীরকে (কূর্ম্ম-মূর্ত্তিকে) বর্ষবাসী পুরুষগণ সহ পিতৃগণাধিপতি অর্য্যমা নিরন্তর আরাধনা করেন ও এই মন্ত্র জপ করিতেছেন। ২৯

ভগবান্ কূর্ম্মদেবকে নমস্কার করি। সর্ব্ব সত্ত্বগুণ যাঁহার বিশেষণ অর্থাৎ আকার, তাঁহাকে নমস্কার; যাঁহার জলচরত্ব নিবন্ধন অবস্থানস্থান লক্ষ্য করা যায় না, সেই আপনাকে নমস্কার। বৃদ্ধতম আপনাকে নমস্কার। বিরাট্‌রূপী আপনাকে নমস্কার। সকলের আধার আপনাকে নমস্কার। ৩০

হে ভগবন্! এই যে জগতের রূপ, ইহা আপনার নিজ মায়া কর্ত্তৃক অর্পিত, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়িক। দৃশ্য পৃথিব্যাদি যাঁহার রূপ অর্থাৎ যাঁহা হইতে পৃথক্ নাই এবং ঐ রূপ বহুরূপ দ্বারা নিরূপিত হয়; কিন্তু ইহাও মিথ্যা কল্পিত সুতরাং মরীচিকার জলের ন্যায় ইহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। সেই অব্যপদেশরূপী অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চাকার আপনাকে নমস্কার করি। ৩১

হে দেব! জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, ইন্দ্রিয়, স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গৃহ, নক্ষত্র এ সকল আপনারই নাম, আপনি এক। ৩২

হে ভগবন্! অসংখ্য নামরূপ আকৃতিবিশিষ্ট যে আপনাতে কপিলাদি বেদজ্ঞগণ এই চতুর্ব্বিংশতি প্রভৃতি সংখ্যা কল্পিত হইয়াছে, এবং এই সংখ্যা যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অপনীত হয়, সেই সাংখ্যসিদ্ধান্তরূপী অথবা পরমার্থজ্ঞানস্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি। ৩৩

উত্তরেষু চ কুরুষু ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ কৃতবরাহরূপ আস্তে। তস্য দেবী হৈষা ভূঃ সহ কুরুভিরস্খলিতভক্তিযোগেনোপধাবতি। ইমাঞ্চ পরমামুপনিষদমাবর্ত্তয়তি ॥৩৪॥

ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে মহাধ্বরাবয়বায় মহাপুরুষায় নমঃ কর্ম্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে ইতি ॥৩৫॥

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো গুণেষু দারুষিব জাতবেদসম্।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে ॥৩৬॥

দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্ত্তৃভির্মায়াগুণৈর্বস্তুনিরীক্ষিতাত্মনে।
অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভির্নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুর্গুণৈঃ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং গ্রাব্ণো নমস্তে গুণকর্ম্মসাক্ষিণে ॥৩৮॥

উত্তর-কুরুবর্ষে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই পৃথিবী দেবী কুরুবর্ষবাসী জনগণের সহিত অস্খলিত ভক্তিযোগ দ্বারা তাঁহার সেবা করেন, এই পরমা উপনিষদ্ আবৃত্তি করেন। ৩৪

মন্ত্রের দ্বারাই যথার্থরূপে যাঁহাকে জানা যায়, যিনি যজ্ঞ (যাঁহাতে যূপ নাই) ও ক্রতু (সযূপ) স্বরূপ মহা মহা অধ্বর যাঁহার অবয়ব, স্বীয় চরিত্র সহ যিনি শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, আর যিনি ত্রিযুগস্বরূপ (অর্থাৎ সত্যযুগে যজ্ঞ নাই বলিয়া অথবা কলিযুগে প্রচ্ছন্ন বলিয়া তাঁহাকে ত্রিযুগ বলা হইয়াছে) সেই ভগবান্ মহাপুরুষ আপনাকে নমস্কার করি। ৩৫

হে ভগবন্! যেমন বিদ্বান্ বেদজ্ঞগণ কার্যমধ্যে মন্থন দ্বারা বহ্নির অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যাঁহার স্বরূপ বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ দেহেন্দ্রিয়াদিমধ্যে বিবেকসাধন মনের দ্বারা কর্ম্ম ও তৎফল দ্বারা অপ্রকাশমানকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াই অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং তাদৃশ অন্বেষণে যাঁহার আত্মা প্রকটিত হয়, সেই ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি। ৩৬

(মন্থনপ্রকার দেখাইতেছেন) যিনি মায়া কার্য্য দ্রব্য, ইন্দ্রিয় ব্যাপার, দেবতা, দেহ, কাল, এবং অহংকার এই সকল দ্বারা বস্তু স্বরূপে নিরীক্ষিত, এবং যম-নিয়মাদি অঙ্গ দ্বারা যাঁহারা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃক বিচার দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে মায়াকৃত আকৃতি যাঁহা হইতে— সেই মহাপুরুষকে নমস্কার। ৩৭

যেমন অয়স্কান্ত মণির সন্নিকর্ষে—লৌহ তাহার অভিমুখে ভ্রমণ করে, সেইরূপ—নিজের কোন ইচ্ছা না থাকিলেও যে দ্রষ্টার জীবের নিমিত্ত, যে ইচ্ছা সে গুণ দ্বারা এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার করে—সেই গুণ কর্ম্ম ও জীবাদৃষ্টের সাক্ষী সেই মহাপুরুষকে নমস্কার। ৩৮

বিবৃতি—মায়া জড় হইলেও মহাপুরুষ সন্নিধানে তাহার প্রবৃত্তি সম্ভব হয়—ইহারই দৃষ্টান্ত। যেমন চুম্বকপাথরের নিকটেই লৌহের গতি হয়। লৌহ জড়—তাঁহার নিজের গতিশক্তি নাই, একমাত্র চুম্বকসন্নিকর্ষই গতির কারণ, সেইরূপ মায়া জড় হইলেও বিশ্বসৃষ্ট্যাদিতে সে ঈশ্বর-সান্নিধ্য নিবন্ধন ক্রিয়াশক্তিলাভে সমর্থ। ৩৮

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মৃধে যো মাং রসায়া জগদাদিশূকরঃ।
কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রে নিরগাদুদন্বতঃ ক্রীড়ন্নিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভুম্ ইতি ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
ভুবনকোশে বর্ষদেববর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

জগতের কারণস্বরূপ হস্তিসদৃশ যে বরাহমূর্ত্তি রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী গজের ন্যায় দিতিপুত্রকে (হিরণ্যাক্ষকে) বধ করিয়া ও আমাকে দংষ্ট্রাগ্রে রাখিয়া রসাতলাবধি প্রলয়ার্ণব হইতে যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই নির্গত হইয়াছিলেন, সেই বিভুকে নমস্কার করি। ৩৯

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

কিংপুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদিপুরুষং লক্ষ্মণাগ্রজং সীতাভিরামং রামং তচ্চরণসন্নিকর্ষাভিরতঃ পরমভাগবতো হনূমান্ সহ কিংপুরুষৈরবিরতভক্তিরুপাস্তে ॥১॥

আর্ষ্টিষেণেন সহ গন্ধর্বৈরনুগীয়মানাং পরমকল্যাণীং ভর্তৃভগবৎকথাং সমুপশৃণোতি স্বয়ঞ্চেদং গায়তি ॥২॥

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমঃশ্লোকায় নম আর্য্যলক্ষণশীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিত-লোকায় নমঃ সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নম ইতি ॥৩॥

যৎ তদ্বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥৪॥

মর্ত্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্ত্যশিক্ষণং রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য ॥৫॥

ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, কিম্পুরুষবর্ষে, ভগবান্ আদিপুরুষ লক্ষ্মণাগ্রজ সীতাভিরাম রামচন্দ্রকে, রামচন্দ্রের চরণাভিরত পরম ভাগবত, অবিচলিত ভক্তি হনূমান্ কিম্পুরুষগণের সহিত উপাসনা করেন। আর্ষ্টিষেণের সহিত গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক গীয়-মানা কল্যাণময়ী নিজ প্রভু ভগবান্ রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করেন, এবং স্বয়ং গান করেন। ১—২

ভগবান্ উত্তমঃশ্লোককে নমস্কার করি। আর্য্য-চিহ্নসকল চরিত ও ব্রত যাঁহার তাঁহাকে নমস্কার করি। সংযত চিত্ত ও যিনি লোকরঞ্জক, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি সাধুবাদের নিকষ প্রস্তরবৎ নির্দ্ধারণ স্থান, তাঁহাকে নমস্কার, এবং ব্রহ্মণ্যদেব মহাপুরুষ ও মহারাজকে নমস্কার করি। ৩

যিনি সেই বেদান্তে সুপ্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধানুভব-স্বরূপ, এবং নিজ প্রকাশ দ্বারা যাঁহাতে গুণ সকলের জাগ্রদাদি অবস্থা বিনষ্ট হইয়াছে, যিনি দৃশ্য হইতে ভিন্ন, প্রশান্ত নামরূপবর্জ্জিত নিরহঙ্কার ও সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপলভ্যমান এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, সেই রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হই। ৪

সেই বিভুর দশরথগৃহে মানুষরূপে অবতার কেবল রাক্ষসবধের নিমিত্তই নহে পরন্তু ঐ অবতারে মানুষগণের শিক্ষাবিধানও উদ্দেশ্য ছিল, অন্যথা যিনি জগতের আত্মা, ঈশ্বর, আত্মস্বরূপে সর্ব্বদা ক্রীড়ারত, তাঁহার সীতা-বিরহাদি জন্য দুঃখাদি হইবে কেন? ৫

ধীরগণের আত্মা ও সুহৃত্তম ভগবান্ বাসুদেব ত্রিলোকমধ্যে কোথাও আসক্ত নহেন, এবং তিনি এই কারণেই স্ত্রীর বিরহে মুগ্ধ হইতে পারেন না ও ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ৬

বিবৃতি—রামাবতার শুধু রাবণাদি দুর্দ্দান্ত ও জগতের পীড়াদায়ক রাক্ষসজাতির বধের নিমিত্তই নহে, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যচরিত্র লোকে দেখানও উদ্দেশ্য ছিল। রাজ্ঞী ভার্য্যার বিরহে কি কর্ত্তব্য, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন, নতুবা যিনি পূর্ণ অন্তর্য্যামী আত্মতৃপ্ত, তাঁহার সীতা নিমিত্ত দুঃখ কিরূপে হইতে পারে? স্ত্রীসঙ্গকৃত দুঃখ দুর্ব্বার, ইহা মানুষ-গণকে শিক্ষা দিয়াছেন

রামচন্দ্রের রাজ্যকাল পূর্ণ হইলে ব্রহ্মার বাক্যানুসারে

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং ন বাঙ্ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকসশ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥৭॥

সুরোঽসুরো বাথ নরোঽথ বানরঃ সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্ দিবম্ ইতি ॥৮॥

ভারতেঽপি বর্ষে ভগবান্ নরনারায়ণাখ্য আকল্পান্তমুপচিত-ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপশমো-পরমাত্মোপলম্ভনমনুগ্রহায়াত্মবতামনুকম্পয়া তপোঽব্যক্তগতিশ্চরতি ॥৯॥

তং ভগবান্ নারদো বর্ণাশ্রমবতীভির্ভারতীভিঃ প্রজাভির্ভগবৎ-প্রোক্তাভ্যাং সাংখ্য-যোগাভ্যাং ভগবদনুভাবোপবর্ণনং সাবর্ণেরুপদেক্ষ্যমাণঃ পরমভক্তিভাবেনোপসরতি, ইদঞ্চাভি-গৃণাতি ॥১০॥

ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় ঋষিঋষভায় নরনারায়-ণায় পরমহংসপরমগুরবে আত্মারামাধিপতয়ে নমো নম ইতি ॥১১॥

গায়তি চেদম্—

কর্ত্তাস্য সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে ন হন্যতে দেহগতোঽপি দৈহিকৈঃ।
দ্রষ্টুর্ন দৃগ্‌যস্য গুণৈর্বিদূষ্যতে তস্মৈ নমোঽসক্তবিবিক্তসাক্ষিণে ॥১২॥

মহৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, বাক্য, বুদ্ধি, জাতি এই সকল তাঁহার সন্তোষের কারণ নহে, ইহা নিশ্চয়; কারণ, আমরা পূর্ব্বোক্ত গুণরহিত অর্থাৎ মহৎ কুলে জন্ম সৌন্দর্য্যাদি আমাদের নাই অথচ তদ্রহিত বনেচর আমাদিগকে লক্ষ্মণাগ্রজ রাম (কেবল ভক্তির জন্যই) সখ্যপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব সুর অসুর অথবা নর কিম্বা বানর যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে সেই উত্তম সুকৃতজ্ঞ মনুষ্যাকৃতি বিষ্ণু রামচন্দ্রকে ভজনা করিবে; কারণ, যিনি ভক্ত উত্তর-কোশল বাসী সমগ্র জনগণকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ৭-৮

ভারতবর্ষেও ভগবান্ নরনারায়ণ, যাঁহার গতি অব্যক্ত, যিনি আত্মবান্ জনগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ দুশ্চর তপস্যা করেন এবং তপস্যাকালীন ধর্ম্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য যাঁহার বৃদ্ধি পাইত এবং যিনি এতদূর জিতেন্দ্রিয় ও নিরহঙ্কার থাকিতেন যে, তাহাতেই আত্মোপলব্ধি হইতে পারিত, ভগবান্ নারদ, সেই নরনারায়ণকে বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত প্রজাবর্গের সহিত ভক্তিভাবে আরাধনা করেন ও ইহা বলিয়া থাকেন, এবং এই নারদ সাংখ্যযোগ দ্বারা ভগবানের মহিমোপবর্ণনাত্মক পঞ্চরাত্র উপদেশ করিবেন বলিয়াই ভগবানের সেবা করেন। ৯-১০

যিনি উপশমশীল, নিবৃত্তাহঙ্কার ও অকিঞ্চন জন-গণের যিনি ধনস্বরূপ, যিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ এবং পরমহংস-গণের পরম গুরু ও অপ্সরোগণের অধিপতি, সেই ভগবান্ নরনারায়ণকে বারম্বার নমস্কার করি। ১১

ইহা গান করেন যে,—যিনি এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তা হইয়াও অভিমান দ্বারা বদ্ধ হয়েন না, এবং যিনি দেহমধ্যে অবস্থিত হইয়া দেহধর্ম্ম ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা অভিভূত হয়েন না, এবং যে দ্রষ্টার দৃষ্টি দৃশ্য গুণ দ্বারা বিদূরিত (বিকৃত) হয় না, সেই অসঙ্গ পবিত্র সাক্ষীকে নমস্কার করি। ১২

দেবদূত কালপুরুষ রামচন্দ্রের সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার সময় এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রামকে করাইয়া ছিল যে, আমাদের কথোপকথন কালমধ্যে যে ব্যক্তি এ স্থানে প্রবেশ করিবে, তাহাকে বধ করিতে হইবে, ইহার পর আলাপ আরম্ভ হইলে দুর্ব্বাসার প্রেরণায় লক্ষ্মণ তথায় প্রবেশ করেন, তথায় লক্ষ্মণ রামের বধ্য হয়েন পরন্তু বশিষ্ঠবাক্যে তাঁহাকে বধ না করিয়া পরিত্যাগ করেন, ইহা তাঁহার যুক্ত হয় না। ৬

ইদং হি যোগেশ্বর যোগনৈপুণং হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ জগাদ যৎ।
যদন্তকালে ত্বয়ি নির্গুণে মনো ভক্ত্যা দধীতোজ্ঝিতদুষ্কলেবরঃ ॥১৩॥
যথৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্।
শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়াদ্‌যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥১৪॥
তন্নঃ প্রভো ত্বং কুকলেবরার্পিতাং ত্বন্মায়য়াহংমমতামধোক্ষজ।
ভিন্দ্যাম যেনাশু বয়ং সুদুর্ভিদাং বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবম্ ইতি ॥১৫॥

ভারতেঽপ্যস্মিন্ বর্ষে সরিচ্ছৈলাঃ সন্তি বহবঃ। মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকস্ত্রিকূট ঋষভঃ কূটকঃ কোল্লঃ সহ্যো দেবগিরির্ঋষ্যমূকঃ শ্রীশৈলো বেঙ্কটো মহেন্দ্রো বারিধারো বিন্ধ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষগিরিঃ পারিপাত্রো দ্রোণশ্চিত্রকূটো গোবর্দ্ধনো রৈবতকঃ ককুভো নীলো গোকামুখ ইন্দ্রকীলঃ কামগিরিরিতি চান্যে শতসহস্রশঃ শৈলাস্তেষাং নিতম্বপ্রভবা নদা নদ্যশ্চ সন্ত্যসংখ্যাতাঃ ॥১৬॥

এতাসামপো ভারত্যঃ প্রজা নামভিরেব পুনন্তীনামাত্মনা চোপস্পৃশন্তি চন্দ্রবশা তাম্রপর্ণী অবটোদা কৃতমালা বৈহায়সী কাবেরী বেণ্ণা পয়স্বিনী শর্করাবর্ত্তা তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণবেণ্ণা ভীমরথী

হে যোগেশ্বর! হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, ইহাই যোগীদিগের যোগকৌশল যে, অন্তকালে (মৃত্যুসময়ে) এই দুষ্ট দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যে নির্গুণ আপনাতে ভক্তি পূর্ব্বক মন ধারণা করে, অর্থাৎ যিনি মরণকালে দেহে আসক্তি ত্যাগ করিয়া ভক্তি সহকারে নির্গুণ আপনাতে মন স্থির করেন, তাঁহারই যোগনৈপুণ্য বুঝিতে হইবে, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ১৩

ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ভোগলালস অতএব মূর্খ যেমন পুত্র কলত্র ও ধনাদির যোগক্ষেম চিন্তা করে ও মৃত্যু হইতে ভয় পায়, যদি বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ এই কুদেহনাশে ভীত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাসপ্রযত্ন শ্রমমাত্রই বুঝিতে হইবে। ১৪

হে প্রভো! হে অধোক্ষজ! যখন বিদ্বান্ ব্যক্তিরও এইরূপ দশা, তখন আপনাতে বাসনারূপ অর্থাৎ রতিরূপ যোগের উপদেশ আমাকে করুন। যাহা দ্বারা অতি শীঘ্র আপনার মায়া-রচিত এই কুকলেবরে অর্পিত আমিও আমার এই যে মমতা যাহা উপায়ান্তর দ্বারা দুর্ভেদ্য, তাহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হই। ১৫

এই ভারতবর্ষেও বহু নদী ও পর্ব্বত আছে। যথা মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শক্তিমান্, ঋক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি এবং অন্যান্য শত সহস্র পর্ব্বত, তাহাদের নিতম্বপ্রদেশ হইতে অসংখ্য নদ-নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ১৬

ভারতবর্ষবাসী প্রজাগণ নাম দ্বারাই পবিত্রকারিণী নদী সকলের জলপান করে এবং নিজাঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। নদীগণের নাম যথা চন্দ্রবংশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণ্ণা, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্ণা, ভীমরথী,

গোদাবরা নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী রেবা সুরসা নর্ম্মদা চর্ম্মণ্বতী অন্ধঃ শোণশ্চ নদৌ মহানদী বেদস্মৃতির্ঋষিকুল্যা ত্রিসামা কৌশিকী মন্দাকিনী যমুনা সরস্বতী দৃশদ্বতী গোমতী সরযূরোঘবতী ষষ্ঠবতী সপ্তবতী সুষোমা শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা মরুদ্বৃধা বিতস্তা অসিক্নী বিশ্বেতি মহানদ্যঃ ॥১৭॥

অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ো বহ্ব্য আত্মন আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বা হ্যেব সর্ব্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি ॥১৮॥

যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥১৯॥

এতদেব হি দেবা গায়ন্তি—

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥২০॥
কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈর্দানাদিভির্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা।
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজস্মৃতিঃ প্রমুষ্টাতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ ॥২১॥

গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরমা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণ্বতী, অন্ধ (ব্রহ্মপুত্র), শোণ নদ, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযূ, ওঘবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী, বিশ্বা, এই সকল মহানদী। ১৭

এই বর্ষে পুরুষগণ জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম দ্বারা যথাক্রমে দিব্য মানুষ ও নারক গতি লাভ করে। যে হেতুক এই বর্ষে সকল ব্যক্তির সকল প্রকার গতিই কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে এবং যে বর্ণের যেরূপ বিধান অর্থাৎ সন্ন্যাস-বানপ্রস্থাদি তদনুসারে অর্থাৎ তাহা অতিক্রম না করিয়া তাহাদের মোক্ষও হইয়া থাকে। ১৮

যে সময়ে নানাবিধ গতির নিমিত্তভূত অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদন দ্বারা মহাপুরুষগণের সঙ্গে প্রসঙ্গ হয়, তখন যে ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মা রাগাদিরহিত, বাক্যের অগোচর অনাধার বাসুদেবে অহেতুক লক্ষণ ভক্তিযোগ হয়, উহাই অপবর্গ। ১৯

দেবতারা ইহা গান করিয়া থাকেন, অহো! এই মানুষগণ কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল অথবা ভগবান্ হরি স্বয়ং ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ, যাহারা ভারতবর্ষমধ্যে ভগবান্ মুকুন্দসেবার উপযোগী মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছে, আমাদের কেবল ভারতবর্ষে জন্ম লইবার স্পৃহাই হয়। ২০

দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দান দ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন! এবং তুচ্ছ স্বর্গ জয় দ্বারাই বা কি সাধিত হইবে? যে স্বর্গে নারায়ণ-পাদপদ্মের স্মৃতি নাই, থাকিলেও অতিশয় ইন্দ্রিয়োৎসবে মত্ত থাকায় যাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২১

কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ সংন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥২২॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥২৩॥
প্রাপ্তা নৃজাতিন্ত্বিহ যে চ জন্তবো জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসংভৃতাম্।
ন চেদ্‌যতেরন্নপুনর্ভবায় তে ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্ ॥২৪॥
যৈঃ শ্রদ্ধয়া বর্হিষি ভাগশো হবির্নিরুপ্তমিষ্টং বিধিমন্ত্রবস্তুতঃ।
একঃ পৃথঙ্‌নামভিরাহুতো মুদা গৃহ্নাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ ॥২৫॥
সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥২৬॥
যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং স্বিষ্টস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনম্।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদ্‌বর্ষে হরির্যদ্ভজতাং শং তনোতি ॥২৭॥

কল্পকাল পর্য্যন্ত আয়ুষ্কাল যাহাদের, তাহাদের স্থান জয় করিলেও অর্থাৎ কল্পায়ু হইলেও আমাদের অপেক্ষা ক্ষণমাত্র আয়ু ভারতভূ জয়কারী মানবগণ শ্রেষ্ঠ। কেন না, সেই মানবগণ ক্ষণকালমধ্যে স্ব স্ব কৃত কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া ভগবান্ হরির অভয় পদ সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২২

যে স্থানে বৈকুণ্ঠনাথের কথারূপ অমৃতনদী নাই এবং সেই অমৃতনদীকে আশ্রয় করিয়া সাধু ভাগবতগণ নাই, এবং যে স্থানে সঙ্গোৎসবযুক্ত যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ সকল নাই, উহা ব্রহ্মলোক হইলেও সেবা করিও না অর্থাৎ কাহারও বাসের যোগ্য নহে। ২৩

এই ভারতবর্ষে যে প্রাণিগণ জ্ঞান, তদর্থ ক্রিয়া ও দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ মনুষ্যজাতি লাভ করিয়াও মোক্ষের জন্য যত্ন করে না, তাহারা পক্ষিগণের ন্যায় পুনর্ব্বার বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ জালবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন মুক্ত হইলেও বৃক্ষে বিহার করে ও পুনর্ব্বার জালে বদ্ধ হয়, সেইরূপ ভারতবর্ষে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াও স্ব স্ব কর্ম্মদোষে পুনর্ব্বার বদ্ধ হয়। ২৪

ভারতবর্ষে যে মানবগণ যজ্ঞে পৃথক্ পৃথক্ নামে হবিঃ, বিধি ও মন্ত্র ও দ্রব্যভেদে দেবতার উদ্দেশ করিয়া পরিত্যাগ করে, এক ভগবান্ পৃথক্ নামে আহূত হইয়া তৎসমুদায় গ্রহণ করেন, তিনিই কল্যাণ সকলের প্রভু, এবং পরিপূর্ণ। ২৫

মানবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ প্রার্থিত বিষয় দান করেন ইহা সত্য, কিন্তু পরমার্থ দান করেন না। যেহেতু ঐরূপ প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও সে পুনরায় প্রার্থী হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা নিষ্কাম অথচ ভগবৎসেবাপরায়ণ, ভগবান্ স্বয়ংই তাহাদিগকে সর্ব্বাভিলাষপূরক নিজ পাদ-পল্লব প্রদান করিয়া থাকেন। ২৬

আমরা যে সকল যজ্ঞ করিয়াছি এবং সুন্দর বাক্য বলিয়াছি বা সুন্দর করিয়াছি—যাহার ফলে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি, এই স্বর্গসুখভোগাবশিষ্ট যদি কিঞ্চিৎ পুণ্য আমাদের থাকে, তবে তাহার ফলে যেন ভারতবর্ষে পূর্ব্বস্মৃতিযুক্ত জন্ম হয়, যে ভারতবর্ষে ভগবান্‌কে ভজনা করিলে হরি স্বয়ং তাহাদের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। ২৭

শ্রীশুক উবাচ।

জম্বুদ্বীপস্য চ রাজন্নুপদ্বীপানষ্টৌ হৈক উপদিশন্তি সগরাত্মজৈরশ্বান্বেষণ ইমাং মহীং পরিতো নিখনদ্ভিরুপকল্পিতান্ ॥২৮॥

তদ্‌যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্ল আবর্ত্তনো রমণকো মন্দহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি ॥২৯॥

এবং তব ভারতোত্তম জম্বুদ্বীপবর্ষবিভাগো যথোপদেশমুপবর্ণিতঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জম্বুদ্বীপবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপ আছে, সগরপুত্রগণ যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণকালে যখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ খনন করেন, তখন তাঁহারা ঐ সকল রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল দ্বীপের নাম যথা স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা। ২৮-২৯

হে ভারতোত্তম! জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ যেরূপ উপদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তোমার নিকট তাহাই বর্ণন করিলাম। ৩০

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়

শ্রীঋষিরুবাচ।

অতঃ পরং প্লক্ষাদীনাং প্রমাণলক্ষণসংস্থানতো বর্ষবিভাগ উপবর্ণ্যতে ॥১॥

জম্বুদ্বীপোঽয়ং যাবৎপ্রমাণবিস্তারস্তাবতা ক্ষারোদধিনা পরিবেষ্টিতো যথা মেরুর্জম্ব্বাখ্যেন। লবণোদধিরপি ততো দ্বিগুণবিশালেন প্লক্ষাখ্যেন পরিক্ষিপ্তো যথা পরিখা বাহ্যোপবনেন। প্লক্ষো জম্বুপ্রমাণো দ্বীপাখ্যাতিকরো হিরণ্ময় উত্থিতো যত্রাগ্নিরুপাস্তে সপ্তজিহ্বঃ। তস্যাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্বস্তং দ্বীপং সপ্ত বর্ষাণি বিভজ্য সপ্তবর্ষনামভ্য আত্মজেভ্য আকলয্য স্বয়মাত্মযোগেনোপররাম ॥২॥

শিবং বয়সং সুভদ্রং শান্তং ক্ষেমমমৃতমভয়মিতি বর্ষাণি। তেষু গিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ ॥৩॥

মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনো জ্যোতিষ্মান্ সুবর্ণো হিরণ্যষ্ঠীবো মেঘমাল ইতি সেতুশৈলাঃ। অরুণা নৃম্ণা আঙ্গিরসী সাবিত্রী সুপ্রভাতা ঋতম্ভরা সত্যম্ভরেতি মহানদ্যঃ। যাসাং জলোপস্পর্শনবিধূতরজস্তমসো হংসপতঙ্গোর্দ্ধায়নসত্যাঙ্গসংজ্ঞাশ্চত্বারো বর্ণাঃ সহস্রায়ুষো বিবুধোপমসন্দর্শনপ্রজননাঃ স্বর্গদ্বারং ত্রয্যা বিদ্যয়া ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্য্যমাত্মানং যজন্তে ॥৪॥

শুকদেব বলিলেন, অতঃপর প্লক্ষাদি দ্বীপের প্রমাণ, লক্ষণ ও আকারানুসারে সেই সকল দ্বীপের বর্ষবিভাগ বর্ণিত হইতেছে। ১

জম্বুদ্বীপ যত পরিমাণে বিস্তৃত, তাবৎ পরিমিত লবণসমুদ্র দ্বারা সে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, যেমন সুমেরু জম্বুদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, লবণসমুদ্রও তাহা হইতে দ্বিগুণ বিশাল প্লক্ষ নামক দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেমন বাহ্যে পবন দ্বারা পরিখা বেষ্টিত থাকে সেইরূপ। ঐ দ্বীপে জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের মত পরিমাণবিশিষ্ট এবং ঐ দ্বীপের 'প্লক্ষ' নামকারক হিরণ্ময় একটি প্লক্ষ বৃক্ষ আছে, যে বৃক্ষে সপ্তজিহ্ব অগ্নি অবস্থিতি করিতেছেন, সেই দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব, তিনি ঐ দ্বীপকে সপ্ত বর্ষে বিভাগ করিয়া সপ্তবর্ষ নামক সপ্ত পুত্রকে প্রদান করিয়া স্বয়ং সমাধিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক উপরত হইয়াছেন। শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয় এই সাত বর্ষ, সেই সকল বর্ষে সাতটি পর্ব্বত ও সাতটি নদী আছে বলিয়া জানা যায়। ২-৩

মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যবীর্য্য এবং মেঘমাল এই সাতটি সেতু পর্ব্বত। বিখ্যাত সাতটি নদীর নাম যথা—অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা এই সকল মহানদী, যে সকল মহানদীর জলোপস্পর্শে হংস পতঙ্গ ঊর্দ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ নামক চারিবর্ণ, রজস্তমোরহিত ও সহস্রায়ু হয়েন, তাঁহাদের দর্শন ও সন্তানোৎপাদন দেবতুল্য হয়, অতএব তাঁহারা বেদবিদ্যা দ্বারা ভগবান্ বেদময় সূর্য্য যিনি আত্মস্বরূপ ও স্বর্গের দ্বার, তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। ৪

প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ সত্যস্যর্ত্তস্য ব্রহ্মণঃ। অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহি ইতি ॥৫॥

প্লক্ষাদিষু পঞ্চসু পুরুষাণামায়ুরিন্দ্রিয়মোজঃ সহো বলং বুদ্ধির্বিক্রম ইতি চ সর্বেষামৌৎপত্তিকী সিদ্ধিরবিশেষেণ বর্ত্ততে ॥৬॥

প্লক্ষস্তু সমানেনেক্ষুরসোদেনাবৃতো যথা তথা দ্বীপোঽপি শাল্মলো দ্বিগুণবিশালঃ সমানেন সুরোদেনাবৃতঃ পরিবৃঙ্‌ক্তে ॥৭॥

যত্র হ বৈ শাল্মলী প্লক্ষায়ামা। যস্যাং বাব কিল নিলয়মাহুর্ভগবতশ্ছন্দঃস্তুতঃ পতত্ত্রিরাজস্য সা দ্বীপহূতয়ে উপলক্ষ্যতে ॥৮॥

তদ্দ্বীপাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজো যজ্ঞবাহুঃ স্বসুতেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তন্নামানি সপ্ত বর্ষাণি ব্যভজৎ সুরোচনং সৌমনস্যং রমণকং দেববর্হং পারিভদ্রমাপ্যায়নমভিজ্ঞাতমিতি ॥৯॥

তেষু বর্ষাদ্রয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ। সুরসঃ শতশৃঙ্গো বামদেবঃ কুন্দঃ কুমুদঃ পুষ্পবর্ষঃ সহস্রশ্রুতিরিতি। অনুমতী সিনীবালী সরস্বতী কুহূ রজনী নন্দা রাকেতি ॥১০॥

তদ্বর্ষপুরুষাঃ শ্রুতিধরবীর্য্যধরবসুন্ধরেষুন্ধরসংজ্ঞা ভগবন্তং বেদময়ং সোমমাত্মানং বেদেন যজন্তে ॥১১॥

স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ।
অন্ধঃ প্রজানাং সর্ব্বাসাং রাজা নঃ সোম আস্ত্বিতি ॥১২॥

যিনি পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর মূর্ত্তি, যিনি সত্য ও ঋতের অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান ও প্রতীয়মান ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা এবং বেদের, শুভ ফলের ও অশুভ ফলের যিনি আত্মা, সেই সূর্য্যের শরণাপন্ন হই। ৫

প্লক্ষাদি পাঁচটি দ্বীপে পুরুষগণের আয়ুঃ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, সাহস, বল, বিক্রম, বুদ্ধি ইহা সকলের জন্মাবধি সিদ্ধ এবং সবিশেষভাবে বর্ত্তমান। ৬

প্লক্ষদ্বীপ যেমন সমান পরিমাণ ইক্ষুরসসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, সেইরূপ শাল্মল দ্বীপ যাহা প্লক্ষদ্বীপাপেক্ষা দ্বিগুণ বিশাল এবং সমান পরিমাণ সুরোদক-সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। ৭

হে রাজন্! যে দ্বীপে প্লক্ষের তুল্য পরিমাণ বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ আছে, লোকে যাহাকে ভগবান্ বেদস্তুত গরুড়ের আবাসস্থান বলিয়া থাকে, সেই দ্বীপ শাল্মলদ্বীপ এবং ঐ শাল্মলী বৃক্ষ হইতে উহার নাম শাল্মল হইয়াছে। ঐ দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু তিনি নিজের সপ্ত পুত্রকে ঐ দ্বীপ তাহাদের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, সেই সপ্ত পুত্রের ও বর্ষের নাম যথা—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববহ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অভিজ্ঞাত। ৮-৯

সেই দ্বীপে সাতটি বর্ষ পর্ব্বত ও সাতটি নদী অতিশয় প্রসিদ্ধ। সাতটি পর্ব্বতের নাম যথা—সরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্র-শ্রুতি। নদী সাতটির নাম যথা—অনুমতী, সিনি-বালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা এবং রাকা। ১০

তদ্বর্ষবাসী শ্রুতিধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর, ইষুন্ধর প্রভৃতি নামক পুরুষগণ বেদময় আত্মাস্বরূপ ভগবান্ সোমদেবকে বেধবিধানে সর্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকেন। (আর এই বলিয়া স্তব করেন), যে ভগবন্, সোম স্বীয় রশ্মি দ্বারা কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে যথাক্রমে পিতৃ ও দেবগণের অন্ন বিভাগ করেন, তিনি আমাদের সকল প্রজার রাজা হউন। ১১-১২

এবং সুরোদাদ্বহিস্তদ্দ্বিগুণঃ সমানেনাবৃতো ঘৃতোদেন যথা পূর্ব্বঃ কুশদ্বীপো যস্মিন্ কুশস্তম্বো দেবকৃতস্তদ্দ্বীপাখ্যাপনো জ্বলন ইবাপরঃ স্বশষ্পরোচিষা দিশো বিরাজয়তি ॥১৩॥

তদ্দ্বীপপতিঃ প্রৈয়ব্রতো রাজন্ হিরণ্যরেতা নাম স্বং দ্বীপং সপ্তভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যো যথাভাগং বিভজ্য স্বয়ং তপ আতিষ্ঠদ্ বসুবসুদানদৃঢ়রুচিনাভিগুপ্তসত্যব্রতবিপ্রবামদেবনামভ্যঃ ॥১৪॥

তেষাং বর্ষেষু সীমাগিরয়ো নদ্যশ্চাভিজ্ঞাতাঃ সপ্ত সপ্তৈব। বভ্রুশ্চতুঃশৃঙ্গঃ কপিলশ্চিত্রকূটো দেবানীক ঊর্দ্ধরোমা দ্রবিণ ইতি। রসকুল্যা মধুকুল্যা মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা দেবগর্ভা ঘৃতচ্যুতা মন্ত্রমালেতি ॥১৫॥

যাসাং পয়োভিঃ কুশদ্বীপৌকসঃ কুশলকোবিদাভিযুক্তকুলকসংজ্ঞা ভগবন্তং জাতবেদঃ-স্বরূপিণং কর্ম্মকৌশলেন যজন্তে ॥১৬॥

পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজ্জাতবেদোঽসি হব্যবাট্।
দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজেতি ॥১৭॥

তথা ঘৃতোদাদ্ বহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্বিগুণঃ সমানেন ক্ষীরোদেন পরিত উপকৢপ্তঃ, বৃতো যথা কুশদ্বীপো ঘৃতোদেন। যস্মিন্ ক্রৌঞ্চনামা পর্ব্বতরাজো দ্বীপনামনির্ব্বর্ত্তক আস্তে ॥১৮॥

এই প্রকার সুরোদ সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশদ্বীপ আছে, উহা পূর্ব্বোক্ত শাল্মল দ্বীপাপেক্ষায় দ্বিগুণ এবং কুশদ্বীপ সমপরিমণে ঘৃতোদসমুদ্রে পরিবেষ্টিত, যে দ্বীপে দেবকৃত একটি কুশস্তম্ব আছে, এবং সেই জন্যই ঐ দ্বীপের নাম কুশদ্বীপ। সেই কুশস্তম্ব দ্বিতীয় অনলের তুল্য, উহার কোমল শিখার দীপ্তি দিক্ সকলকে উদ্দীপিত করিতেছে। ১৩

হে রাজন্! ঐ দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রত তনয় হিরণ্যরেতা, তিনি স্বীয় দ্বীপকে নিজের সপ্ত পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিয়া নিজে তপস্যা করিতেছেন। উহাদের নাম যথা—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম এবং দেবনাথ। এই সাত জনের সাত বর্ষে সাতটি মর্য্যাদা পর্ব্বত ও সাতটি নদী প্রসিদ্ধ আছে। সাতটি পর্ব্বতের নাম যথা—বভ্রু, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, উর্দ্ধরোমা এবং দ্রবিণ। সাতটি নদীর নাম যথা—রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা এবং মন্ত্রমালা। ১৪-১৫

যে সকল নদীর জল সেবন দ্বারা কুশদ্বীপবাসিগণ কুশল কোবিদ অভিযুক্ত ও কুলক সংজ্ঞা লাভ করে এবং তাহারা কর্ম্মকৌশল দ্বারা ভগবান্ অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ১৬

হে জাতবেদঃ! আপনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের হব্য বহন করেন, এবং সেই বিরাট পুরুষের অঙ্গরূপ দেবগণের যজ্ঞ দ্বারা হরিকেই আরাধনা করেন। ১৭

সেইরূপ ঘৃতোদ সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশদ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ আছে, উহা স্ব সমান পরিমাণ ক্ষীরোদসমুদ্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। যেমন কুশদ্বীপ ঘৃতোদ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, যে দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে পর্ব্বত ঐ দ্বীপের ক্রৌঞ্চ এই নামের কারণ হইয়া আছে। ১৮

যোঽসৌ গুহপ্রহরণোন্মথিতনিতম্বকুঞ্জোঽপি ক্ষীরোদেনাভিষিচ্যমানো ভগবতা বরুণেনাভিগুপ্তো নির্ভয়ো বভূব ॥১৯॥

তস্মিন্নপি প্রৈয়ব্রতো ঘৃতপৃষ্ঠো নামাধিপতিঃ স্বে দ্বীপে বর্ষাণি সপ্ত বিভজ্য তেষু পুত্রনামসু সপ্ত ঋক্‌থাদান্ বর্ষপান্ নিবেশ্য স্বয়ং ভগবান্ ভগবতঃ পরমকল্যাণযশস আত্মভূতস্য হরেশ্চরণারবিন্দমুপজগাম ॥২০॥

আত্মা মধুরুহো মেঘপৃষ্ঠঃ সুধামা ভ্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণো বনস্পতিরিতি ঘৃতপৃষ্ঠসুতাঃ। তেষাং বর্ষগিরয়ঃ সপ্ত, সপ্তৈব নদ্যশ্চাভিখ্যাতাঃ। শুক্লো বর্দ্ধমানো ভোজন উপবর্হণো নন্দো নন্দনঃ সর্ব্বতোভদ্র ইতি। অভয়া অমৃতৌঘা আর্য্যকা তীর্থবতী রূপবতী পবিত্রবতী শুক্লেতি ॥২১॥

যাসামম্ভঃ পবিত্রমমলমুপযুঞ্জানাঃ পুরুষর্ষভদ্রবিণদেবকসংজ্ঞা বর্ষপুরুষা আপোময়ং দেবমপাং পূর্ণেনাঞ্জলিনা যজন্তে ॥২২॥

আপঃ পুরুষবীর্য্যাঃ স্থ পুনন্তীর্ভূর্ভুবঃস্বরঃ। তা নঃ পুনন্তমীবঘ্নীঃ স্পৃশতামাত্মনা ভুব ইতি ॥২৩॥

এবং পরস্তাৎ ক্ষীরোদাৎ পরিত উপবেশিতঃ শাকদ্বীপো দ্বাত্রিংশল্লক্ষযোজনায়ামঃ সমানেন দধিমণ্ডোদেন পরিতঃ। যস্মিন্ হি শাকো নাম মহীরুহঃ স্বক্ষেত্রব্যপদেশকঃ। যস্য হ মহাসুরভিগন্ধস্তদ্দ্বীপমনুবাসয়তি ॥২৪॥

যে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রে নিতম্ব ও কুঞ্জবন সকল উন্মথিত হইলেও যে ক্ষীরোদসমুদ্র দ্বারা অভিষিক্ত ও বরুণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হওয়ায় নির্ভয় হইয়া আছে। সেই ক্রৌঞ্চদ্বীপেও প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ অধিপতি, তিনি সেই স্বীয় দ্বীপে সাতটি বর্ষ বিভাগ করিয়া তত্তন্নামক সপ্তপুত্রকে সপ্তবর্ষে অধিপতিরূপে সন্নিবেশিত করিয়া ও স্বয়ং জ্ঞানী হইয়া ভগবান্ পরমকল্যাণযশা আত্মভূত হরির চরণারবিন্দ সমীপে গমন করিয়াছিলেন। ১৯-২০

আত্মা, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, মধু, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ ও বনস্পতি এই সাত জন ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র; তাঁহাদের বর্ষ পর্ব্বত সাতটি ও নদীও সাতটি সুপ্রসিদ্ধ। পর্ব্বত সাতটির নাম যথা—শুক্ল, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন ও সর্ব্বতোভদ্র, নদী সাতটির নাম যথা—অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী ও শুক্লা। ২১

যাহাদের জল পবিত্র ও নির্ম্মল, উক্ত বর্ষবাসী পুরুষগণ ঐ জল পান করিয়া ও পুরুষর্ষভ, দ্রবিণ, দেবক ইত্যাদি নামধারী হইয়া জলপূর্ণ অঞ্জলি দ্বারা জলময় ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ২২

হে জল সকল! তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছ এবং ভূ ভুবঃ ও স্বর্লোককে পবিত্র করিতেছ। আমরা পাপনাশকারিণী তোমাদিগকে স্পর্শ করিতেছি, আমাদিগকে স্বরূপ দ্বারা পবিত্র কর। ২৩

এইরূপ ক্ষীরোদসমুদ্রের পর তাহারই চতুর্দ্দিকে বত্রিশ লক্ষ যোজন বিস্তার শাকদ্বীপ আছে, সে নিজের সমান পরিমাণ দধিমণ্ডোদ সমুদ্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত, এবং যে দ্বীপে শাক নামে মহা বৃক্ষ ঐ দ্বীপের শাকদ্বীপ নামের ব্যপদেশক হইয়া আছে, যে বৃক্ষের মহা সুরভিগন্ধ সেই দ্বীপকে অতীব সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছে। ২৪

তস্যাপি প্রৈয়ব্রত এবাধিপতির্নাম্না মধাতিথিঃ। সোঽপি বিভজ্য সপ্ত বর্ষাণি পুত্রনামানি তেষু স্বাত্মজান্ পুরোজব-মনোজব-বেপমান-ধূম্রানীক-চিত্ররেফ-বহুরূপ-বিশ্বাধারসংজ্ঞান্ নিধাপ্যাধিপতীন্ স্বয়ং ভগবত্যনন্ত আবেশিতমতিস্তপোবনং প্রবিবেশ ॥২৫॥

এতেষাং বর্ষমর্য্যাদাগিরয়ো নদ্যশ্চ সপ্ত সপ্তৈব। ঈশান উরুশৃঙ্গো বলভদ্রঃ শতকেশরঃ সহস্রস্রোতা দেবপালো মহানস ইতি। অনঘা আয়ুর্দ্দা উভয়স্পৃষ্টিরপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রশ্রুতির্নিজধৃতিরিতি ॥২৬॥

তদ্বর্ষপুরুষা ঋতব্রত-সত্যব্রত দানব্রতানুব্রতনামানো ভগবন্তং বায়্বাত্মকং প্রাণায়ামবিধূতরজস্তমসঃ পরমসমাধিনা যজন্তে ॥২৭॥

অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্ত্যাত্মকেতুভিঃ।
অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে স্ফুটম্ ॥২৮॥

এবমেব দধিমণ্ডোদাৎ পরতঃ পুষ্করদ্বীপস্ততো দ্বিগুণায়ামঃ সমন্তত উপকৢপ্তঃ সমানেন স্বাদূদকেন সমুদ্রেণ বহিরাবৃতঃ। যস্মিন্ বৃহৎ পুষ্করং জ্বলনশিখামলকনকপত্রাযুতাযুতং ভগবতঃ কমলাসনস্যাধ্যাসনং পরিকল্পিতম্ ॥২৯॥

সেই দ্বীপেরও প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি অধিপতি, তিনিও ঐ দ্বীপকে পুত্রদের নামে সাত বর্ষে বিভাগ করিয়া সেই সকল বর্ষে নিজ পুত্রগণ—মনোজব, বেপমান, ধূম্রানিক, চিত্ররেফ, বহুরূপ, বিশ্বাধারকে অধিপতিরূপে স্থাপন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ অনন্তে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তপোবনে গমন করেন। ২৫

এই সকল বর্ষের মর্য্যাদা পর্ব্বত সাতটি ও তথায় বিখ্যাত সাতটি নদী আছে। (পর্ব্বত সাতটির নাম) ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোতা, দেবপাল এবং মহানস, (নদী সাতটির নাম) অনঘা, আয়ুদা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রশ্রুতি এবং নিজধৃতি। ২৬

উক্ত বর্ষ সকলের পুরুষগণ ধৃতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত, অনুব্রত ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েন, এবং প্রাণায়াম দ্বারা উঁহারা রজোগুণ ও তমোগুণ-রহিত হইয়া ভগবান্ বায়ুকে পরম সমাধিযোগে উপাসনা করিয়া থাকেন। ২৭

(এবং এই বাক্য উচ্চারণ করেন) যিনি প্রাণাদি বৃত্তি দ্বারা ভূতসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ঐ ভূত সকলকে পালন করেন, যিনি সকলের অন্তর্য্যামী, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, এবং অখিল জগৎ যাঁহার বশীভূত, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ২৮

এইরূপ দধিমণ্ডোদসমুদ্রের বহির্ভাগে শাকদ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ পুষ্কর দ্বীপ আছে এবং ঐ দ্বীপের সমান পরিমাণ স্বাদূদক সমুদ্র দ্বারা সে চতুর্দ্দিকে বহির্ভাগ দিয়া পরিবেষ্টিত আছে। ঐ দ্বীপে একটি বৃহৎ পুষ্কর (পদ্ম) আছে, উহাতে অগ্নিশিখার ন্যায় লক্ষ সংখ্যক নির্ম্মল কনকময় পত্র সর্ব্বদা দীপ্তি পায়। এই পদ্ম ভগবান্ কমলাসন ব্রহ্মার উপবেশন স্থান বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ২৯

তদ্দ্বীপমধ্যে মানসোত্তরনামৈক এবার্ব্বাচীনপরাচীন-বর্ষয়োর্মর্য্যাদাচলোঽযুতযোজনোচ্ছ্রায়া-য়ামঃ। যত্র তু চতুর্ষ্বেষু দিক্ষু চত্বারি পুরাণি লোকপালানামিন্দ্রাদীনাম্। যদুপরিষ্টাৎ সূর্য্যরথস্য মেরুং পরিক্রামতঃ সংবৎসরাত্মকং চক্রং দেবানামহোরাত্রাভ্যাং পরিভ্রমতি ॥৩০॥

তদ্দ্বীপস্যাধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো বীতিহোত্রো নাম তস্যাত্মজৌ রমণকধাতকনামানৌ বর্ষপতী নিযুজ্য স্বয়ং পূর্ব্বজবদ্ভগবৎকর্ম্মশীল এবাস্তে ॥৩১॥

তদ্বর্ষপুরুষা ভগবন্তং ব্রহ্মরূপিণং সকর্ম্মকেণ কর্ম্মণারাধয়ন্তি। ইদঞ্চোদাহরন্তি ॥৩২॥

যৎ তৎ কর্ম্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোঽর্চ্চয়েৎ।
ভেদেনৈকান্তমদ্বৈতং তস্মৈ ভগবতে নম ইতি ॥৩৩॥

ততঃ পরস্তাল্লোকালোকনামাচলো লোকালোকয়োরন্তরালে পরিত উপক্ষিপ্তঃ ॥৩৪॥

যাবন্মানসোত্তরমের্ব্বোরন্তরং তাবতী ভূমিঃ কাঞ্চন্যাদর্শতলোপমা, যস্যাং প্রহিতঃ পদার্থো ন কথঞ্চিৎ পুনঃ প্রত্যুপলভ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বসত্ত্বপরিহৃতাসীৎ ॥৩৫॥

লোকালোক ইতি সমাখ্যা যদনেনাচলেন লোকোঽলোকশ্চান্তর্বর্ত্তিনাবস্থাপ্যতে ॥৩৬॥

ঐ দ্বীপে মানসোত্তর নামে একটি মাত্র অর্ব্বাচীন ও পরাচীন বর্ষদ্বয়ের মর্য্যাদা পর্ব্বত আছে। উহা অযুত যোজন উন্নত ও তাবৎ পরিমাণ বিস্তৃত। ঐ দ্বীপের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের চারিটি পুরী আছে। সেই সকল পুরীর উপরিভাগে সূর্য্যরথ—যাহা সুমেরুর চারিদিকে পরিভ্রমণ করে, তাহার চক্র দেবতাদের অহোরাত্র, অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নরূপ সম্বৎসরাত্মক কালচক্র ভ্রমণ করিতেছে। ৩০

ঐ দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের বীতিহোত্র নামা পুত্র, বীতিহোত্রের রমণক ও ধাতক নামে দুই পুত্রকে বর্ষদ্বয়ের অধিপতিপদে নিযুক্ত করিয়া ইনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভগবদারাধনায় নিবিষ্ট হয়েন। ৩১

উক্ত বর্ষদ্বয়ের অধিবাসী পুরুষগণ ভগবান্ ব্রহ্ম-রূপী কমলাসনমূর্ত্তিকে ব্রহ্মসালোক্যাদি সাধক কর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করেন ও ইহা বলিয়া থাকেন। ৩২

যিনি সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্মফলের চিহ্নস্বরূপ, যাহা হইতে ব্রহ্ম প্রকাশ পান, এক পরমেশ্বরেতে যাঁহার নিষ্ঠা, অতএব যিনি অদ্বিতীয়, লোকে ভক্তিযোগে যাঁহার অর্চ্চনা করে, আমরাও সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ৩৩

শুদ্ধোদক সমুদ্রের পরে লোকালোক নামে পর্ব্বত, লোক সূর্য্যাদি আলোকযুক্ত, অলোক আলোক-রহিত প্রদেশ ইহাদের মধ্যস্থানে স্থাপিত আছে। ৩৪

মানসোত্তর পর্ব্বত ও সুমেরুর অন্তরালে যাবৎ পরিমিত ভূমি আছে, স্বাদূদক সমুদ্রের পরেও তাবৎ পরিমিত ভূমি সুবর্ণময়ী ও দর্পণের ন্যায় অতিশয় নির্ম্মল, তাহাতে কোন দ্রব্য পতিত ও রক্ষিত হইলে তাহা আর কোনরূপে ফিরিয়া পাওয়া যায় না, সুতরাং ঐ স্থান সর্ব্বপ্রাণিবর্জ্জিত। ৩৫

উক্ত পর্ব্বতদ্বয়মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের নাম লোকা-লোক পর্ব্বত। ইহার কারণ, ঐ পর্ব্বত মধ্যস্থলে থাকিয়া লোক অর্থাৎ সূর্য্যাদির আলোকবিশিষ্ট দেশ এবং অলোক অর্থাৎ তদ্রহিত দেশ এই দুইকে পরস্পর পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যবস্থাপিত করিতেছে, এই জন্য উহার নাম লোকালোক হইয়াছে। ৩৬

স লোকত্রয়ান্তে পরিত ঈশ্বরেণ বিহিতঃ। যস্মাৎ সূর্য্যাদীনাং ধ্রুবাপবর্গাণাং জ্যোতির্গণানাং গভস্তয়োঽর্ব্বাচীনাংস্ত্রীন্ লোকানাবিতন্বানা ন কদাচিৎ পরাচীনা ভবিতুমুৎসহন্তে তাবদুন্নহনায়ামঃ ॥৩৭॥

এতাবান্ লোকবিন্যাসো মানলক্ষণসংস্থাভির্বিচিন্তিতঃ কবিভিঃ। স তু পঞ্চাশৎকোটি-গুণিতস্য ভূগোলকস্য তুরীয়ভাগোঽয়ং লোকালোকাচলঃ ॥৩৮॥

তদুপরিষ্টাচ্চতস্বাশাস্বাত্মযোনিনাখিলজগদ্গুরুণা বিনিবেশিতা যে দ্বিরদপতয় ঋষভঃ পুষ্করচূড়ো বামনোঽপরাজিত ইতি সকললোকস্থিতিহেতবঃ ॥৩৯॥

তেষাং স্ববিভূতীনাং মহেন্দ্রাদীনাং লোকপালানাঞ্চ বিবিধবীর্য্যোপবৃংহণায় ভগবান্ পরম-মহাপুরুষো মহাবিভূতিপতিরন্তর্যাম্যাত্মনো বিশুদ্ধসত্ত্বং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাদ্যষ্টমহাসিদ্ধ্যুপল-ক্ষণং বিষ্বক্সেনাদিভিঃ স্বপার্ষদপ্রবরৈঃ পরিবারিতো নিজবরায়ুধোপশোভিতৈর্দোর্দ্দণ্ডৈঃ সন্ধারয়মাণ-স্তস্মিন্ গিরিবরে সমন্তাৎ সকললোকস্বস্তয় আস্তে ॥৪০॥

আকল্পমেষ এবং গতো ভগবানাত্মযোগমায়াবিরচিতবিবিধলোকযাত্রাগোপীথায়েত্যর্থঃ ॥৪১॥

যোঽন্তর্বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণঞ্চ ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকাচলাৎ। ততঃ পর-স্তাদ্‌যোগেশ্বরগতিং বিশুদ্ধামুদাহরন্তি ॥৪২॥

পরমেশ্বর ঐ পর্ব্বতকে লোকত্রয়ের অন্তভাগে সীমারূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বত প্রতিবন্ধকস্বরূপ হওয়ায় সূর্য্যাদি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্কগণের কিরণ নিম্নস্থ ত্রিলোকীকে চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিয়াও কদাচ তাহার পরে যাইতে পারে না। ঐ পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ ও বিস্তৃত। ৩৭

পণ্ডিতগণ নাম, আকার ও অবস্থান দ্বারা এই সকল লোকরচনা বর্ণন করিয়াছেন। ঐ লোকা-লোক পর্ব্বত পঞ্চাশৎ কোটি গুণিত ভূলোকের চতুর্থভাগ। ৩৮

ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে অখিল-জগদ্গুরু ব্রহ্মা গজপতিগণকে সন্নিবেশিত করিয়া-ছেন। উহাদের নাম ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন ও অপরাজিত। ইহারা সকল লোকস্থিতির কারণ। ৩৯

সেই সকল নিজ বিভূতি গজপতিগণের ও মহেন্দ্রাদি লোকপালগণের বিবিধ বীর্য্যবর্দ্ধনের নিমিত্ত ও সকল লোকের মঙ্গলের জন্য পরম মহা-বিভূতিপতি, ভগবান্ নিজের বিশুদ্ধ সত্ত্ব—যাহা ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি অষ্ট মহাসিদ্ধির উপলক্ষণ, তাহা প্রকাশ করেন, এবং বিষ্বক্‌সেনাদি পার্ষদপ্রবর-গণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিজের শ্রেষ্ঠাস্ত্র সকল পরিশোভিত বাহু সকল দ্বারা উহাদিগকে ধারণ পূর্ব্বক সেই পর্ব্বতবরে অবস্থিতি করিতেছেন। ৪০

এইরূপ বেশধারী ভগবান, নিজমায়া-রচিত বিবিধ লোকযাত্রা রক্ষার নিমিত্ত আকল্পকাল পর্য্যন্ত থাকেন। ৪১

হে রাজন্! অভ্যন্তরভাগে যে বিস্তার বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা অলোকের পরিমাণও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহা লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগে আছে। (উহার পরিমাণ সার্দ্ধ দ্বাদশ কোটি যোজন) ইহার পর অতি বিশুদ্ধ, যোগেশ্বরদিগের গন্তব্য স্থান, ইহা কবিগণ বলেন। ৪২

অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্য্যো দ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্ ।
সূর্য্যাণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥৪৩॥

মৃতেঽণ্ড এষ এতস্মিন্ যদভূৎ ততো মার্ত্তণ্ড ইতি ব্যপদেশঃ। হিরণ্যগর্ভ ইতি যদ্ধিরণ্যাণ্ড-সমুদ্ভবঃ ॥৪৪॥

সূর্য্যেণ হি বিভজ্যন্তে দিশঃ খং দ্যৌর্মহী ভিদা। স্বর্গাপবর্গৌ নরকা রসৌকাংসি চ সর্ব্বশঃ ॥৪৫॥
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং সরীসৃপ্সখগবীরুধাম্ । সর্ব্বজীবনিকায়ানাং সূর্য্য আত্মা দৃগীশ্বরঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
সমুদ্রদ্বীপবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে সূর্য্য আছেন। স্বর্গ ও ভূমির যে অন্তর, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থান। সূর্য্য ও অন্তগোলক এই দুইয়ের মধ্যস্থানের পরিমাণ পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন। ৪৩

মৃত অর্থাৎ অচেতন এই অণ্ডে এই অণ্ড জন্মিয়াছেন বলিয়া ইঁহার মার্ত্তণ্ড এই ব্যপদেশ অর্থাৎ সংজ্ঞা। অপর, ইনি হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উদ্ভূত হয়েন, এই জন্য হিরণ্যগর্ভ এইরূপ ব্যপদেশ হয়। ৪৪

হে রাজন্! সূর্য্যই দিক্ সকল, আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য বিভাগ করেন, এবং স্বর্গ, মুক্তি, নরক এবং অতলাদি লোক সকলকে বিভাগ করেন। দেবতা, তির্য্যক্, মনুষ্য, সরীসৃপ, পক্ষী, লতা এবং সর্ব্বপ্রকার জীব সকলের আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্য। ৪৫-৪৬

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এতাবানেব ভূবলয়স্য সন্নিবেশঃ প্রমাণলক্ষণতো ব্যাখ্যাতঃ ॥১॥

এতেন হি দিবো মণ্ডলমানং তদ্বিদ উপদিশন্তি যথা দ্বিদলয়োর্নিষ্পাবাদীনাম্। তে অন্তরেণান্তরিক্ষং তদুভয়সন্ধিতম্ ॥২॥

যন্মধ্যগতো ভগবাংস্তপতাংপতিস্তপন আতপেন ত্রিলোকীং প্রতপত্যবভাসয়ত্যাত্মভাসা। স এষ উদগয়ন-দক্ষিণায়ন-বৈষুবতসংজ্ঞাভির্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমানাভির্গতিভিরারোহণাবরোহণসমস্থানেষু যথাসবনমভিপদ্যমানো মকরাদিষু রাশিষ্বহোরাত্রাণি দীর্ঘহ্রস্বসমানানি বিধত্তে ॥৩॥

যদা মেষতুলয়োর্বর্ত্ততে তদাহোরাত্রাণি সমানানি ভবন্তি। যদা বৃষভাদিষু পঞ্চসু চ রাশিষু চরতি তদাহান্যেব বর্দ্ধন্তে। হ্রসতি চ মাসি মাস্যেকৈকা ঘটিকা রাত্রিষু ॥৪॥

যদা বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু রাশিষু বর্ত্ততে তদাহোরাত্রাণি বিপর্য্যয়াণি ভবন্তি ॥৫॥

যাবদ্দক্ষিণায়নমহানি বর্দ্ধন্তে যাবদুদগয়নং রাত্রয়ঃ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভূমণ্ডলের সন্নিবেশ এইরূপ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ইহার বিস্তার এবং উচ্চতায় পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন। ইহা প্রমাণ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছি, স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভূমণ্ডলের পরিমাণ দ্বারাই স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণ উপদেশ করিয়া থাকেন। যেমন নিষ্পাব অর্থাৎ কনকাদির দ্বিদলের মধ্যে এক দলের যে পরিমাণ হয়, অন্য দলেরও সেইরূপ পরিমাণ হইয়া থাকে। তাহার ন্যায় ভূমণ্ডলের যেরূপ পরিমাণ, স্বর্গমণ্ডলেরও সেই পরিমাণ, এতদুভয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে, উহা তদুভয় দ্বারা উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন। ১-২

যাহাদের মধ্যগত হইয়া ভগবান্ সূর্য্য ত্রিলোকীকে তাপ প্রদান করেন ও নিজের কিরণ দ্বারা ত্রিভুবনকে উদ্ভাসিত করেন, সেই সূর্য্যই উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুব-সংজ্ঞক মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্র সকলকে দীর্ঘ হ্রস্ব ও সমান করিয়া থাকেন। ৩

যখন সূর্য্য মেষ ও তুলারাশিতে গমন করেন, তখন (অত্যন্ত বৈষম্য না থাকায়) অহোরাত্র সমান হয়। যখন বৃষ প্রভৃতি পঞ্চরাশিতে সূর্য্য বিচরণ করেন, তখন দিন সকলই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং মাসে মাসে এক এক ঘটিকা করিয়া রাত্রি হ্রস্ব হইতে থাকে। ৪

যখন বৃশ্চিকাদি পঞ্চরাশিতে সূর্য্য অবস্থান করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ দিন হ্রস্ব ও রাত্রি দীর্ঘ হয়। ৫

যাবৎ কাল দক্ষিণায়ন হয় অর্থাৎ দক্ষিণায়নের আরম্ভ পর্য্যন্ত দিন সকল দীর্ঘ হয় এবং উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত রাত্রি সকল দীর্ঘ হয়। ৬

এবং নব কোটয় একপঞ্চাশল্লক্ষাণি চ যোজনানাং মানসোত্তরগিরিপরিবর্ত্তনস্যোপদিশন্তি, তস্মিন্নৈন্দ্রীং পুরীং পূর্ব্বস্যাং মেরোর্দেবধানীং নাম দক্ষিণতো যাম্যাং সংযমনীং নাম পশ্চাদ্‌বারুণীং নিম্লোচনীং নাম উত্তরতঃ সৌম্যাং বিভাবরীং নাম, তাসূদয়মধ্যাহ্নাস্তময়নিশীথানি ভূতানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিনিমিত্তানি সময়বিশেষেণ মেরোশ্চতুর্দ্দিশম্ ॥৭॥

তত্রত্যানাং দিবসমধ্যগত এব সদাদিত্যস্তপতি সব্যেন চলন্ দক্ষিণেন করোতি ॥৮॥

যত্রোদেতি তস্য সমানসূত্রনিপাতে নিম্লোচতি যত্র ক্বচন স্যন্দেনাভিতপতি তস্য হৈষ সমানসূত্রনিপাতে প্রস্বাপয়তি তে তত্র গতং ন পশ্যন্তি যেঽস্তমনুপশ্যেরন্ ॥৯॥

যদা চৈন্দ্র্যাঃ পুর্য্যাঃ প্রচলতি পঞ্চদশভির্ঘটিকাভির্যাম্যাং সপাদকোটিদ্বয়ং যোজনানাং সার্দ্ধদ্বাদশলক্ষাণি সাধিকানি চোপযাতি। এবং ততো বারুণীং সৌম্যামৈন্দ্রীঞ্চ পুনঃ ॥১০॥

এইরূপ সূর্য্যের মন্দ শীঘ্র সমান গতি দ্বারা মানসোত্তর পর্ব্বতের পরিবর্ত্তনের পরিমাণ নয় কোটি এক পঞ্চাশৎ যোজন, ইহা বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ উপদেশ করিয়া থাকেন। সেই মানসোত্তরে সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের পুরী, উহার নাম 'দেবধানী', দক্ষিণদিকে 'সংযমনী' নামে পুরী, পশ্চিম দিকে বরুণের পুরী উহার নাম নিম্লোচনী, এবং উত্তর দিকে চন্দ্রের পুরী উহার নাম বিভাবরী। ঐ সকল পুরীতে সুমেরুর চতুর্দ্দিকে বিশেষ বিশেষ সময়ে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত এবং অর্দ্ধরাত্র হইয়া থাকে। ঐ সকল উদয়াদিই প্রাণিগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে প্রাণিগণের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও অস্তকালে সর্ব্বপ্রকার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ৭

সুমেরুস্থিত প্রাণিগণকে সূর্য্য দিনের মধ্যগত হইয়া তাপ প্রদান করেন, তিনি যদিও সুমেরুকে বামে রাখিয়া গমন করেন, তথাপি প্রদক্ষিণই করেন। ৮

যেস্থানে সূর্য্যদেব উদিত হয়েন, তাহার সম-সূত্রপাত স্থানেই অস্তমিত হয়েন। মধ্যাহ্নকালে যেস্থানে প্রাণিগণকে অভিতপ্ত করিয়া ঘর্ম্মাক্ত করেন, তাহার সম-সূত্রপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্রি হওয়ায় তত্রত্য প্রাণিগণকে নিদ্রিত করিয়া রাখেন, অতএব যাহারা তাঁহার অস্ত দেখিতে পায়, তাহারা তিনি সেই স্থানে গমন করিলে আর দেখিতে পায় না। ৯

যখন সূর্য্য ইন্দ্রপুরী হইতে প্রচলিত হয়েন, তখন পঞ্চদশ ঘটিকায় দক্ষিণ দিক্‌স্থ যমপুরীতে সওয়া দুই কোটি ও পঞ্চবিংশতি সহস্রাধিক সার্দ্ধ দ্বাদশ লক্ষ যোজন ভ্রমণ করিয়া যান, ঐরূপে তথা হইতে বারুণী ও চান্দ্রী পুরীতে গমন করিয়া পুনর্ব্বার ঐন্দ্রী পুরীতে গমন করেন। ১০

বিবৃতি—সূর্য্য নক্ষত্রের অভিমুখে যে গমন করেন, তদ্দ্বারা সুমেরুকে বামে রাখা হয়, পরন্তু প্রবাহ নামক বায়ু কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিশ্চক্রের গতিবশে সূর্য্যের মেরু পর্ব্বত প্রদক্ষিণই করা হয়, সূর্য্যকে যখন ভূলগ্ন অবস্থায় দেখা যায়, উহার নাম উদয়, আকাশে আরূঢ় অবস্থার নাম মধ্যাহ্ন, এবং ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবার মত অবস্থার নাম অস্ত, তার পর আরও বিলম্বে নিশীথ বলে, বেদেও সমুদ্রতীরস্থ দৃষ্টিক্রমে কথিত হইয়াছে যে, সূর্য্য প্রাতঃকালে জলমধ্য হইতে উদিত হয়েন, ও সায়ংকালে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, বস্তুতঃ শ্রুতির এই বাক্য ব্যবহার মাত্র, সত্য নহে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে যে, 'যখন যাঁহারা সূর্য্যকে দেখেন, উহাই তাঁহাদের উদয়কাল, ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বদা বিরাজমান সূর্য্যের উদয় বা অস্ত নাই। ৮

তথান্যে চ গ্রহাঃ সোমাদয়ো নক্ষত্রৈঃ সহ জ্যোতিশ্চক্রে সমভ্যুদ্যন্তি সহ বাভিনিম্লোচন্তি ॥১১॥

এবং মুহূর্ত্তেন চতুস্ত্রিংশল্লক্ষযোজনান্যষ্টশতাধিকানি সৌররথস্ত্রয়ীময়োঽসৌ চতসৃষু পরিবর্ত্ততে পুরীষু ॥১২॥

যস্যৈকং চক্রং দ্বাদশারং ষণ্নেমি ত্রিনাভি সংবৎসরাত্মকং সমামনন্তি। তস্যাক্ষো মেরোর্মূর্দ্ধনি কৃতো মানসোত্তরে কৃতেতরভাগো যত্র প্রোতং রবিরথচক্রং তৈলযন্ত্রচক্রবম্মানসোত্তরগিরৌ পরিভ্রমতি ॥১৩॥

তস্মিন্নক্ষে কৃতমূলো দ্বিতীয়োঽক্ষস্তুর্য্যমানেন সম্মিতস্তৈলযন্ত্রাক্ষবদ্‌ধ্রুবে কৃতোপরিভাগঃ ॥১৪॥

রথনীড়স্তু ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষযোজনায়তস্তত্তুরীয় ভাগবিশালস্তাবান্ রবিরথযুগঃ। যত্র হয়াশ্চন্দোনামানঃ সপ্তারুণযোজিতা বহন্তি দেবমাদিত্যম্ ॥১৫॥

পুরস্তাৎ সবিতুররুণঃ পশ্চাচ্চ নিযুক্তঃ সৌত্যে কর্ম্মণি কিলাস্তে ॥১৬॥

তথা বালিখিল্যা ঋষয়োঽঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাঃ ষষ্টিসহস্রাণি পুরতঃ সূর্য্যং সূক্তবাকায় নিযুক্তাঃ সংস্তুবন্তি ॥১৭॥

এইরূপ সোমাদি অন্য গ্রহগণ নক্ষত্রগণের সহিত জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হয়েন এবং তাহাদের সহিত অস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১১

এই প্রকারে ঐ বেদময় সূর্য্যের রথ এক মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্রী প্রভৃতি পুরীচতুষ্টয়ের চতুষ্পার্শ্বে চৌত্রিশ লক্ষ অষ্টশত যোজন ভ্রমণ করেন। ১২

ঐ রথের একমাত্র চক্র, তাহার নাম সম্বৎসর। ঐ চক্রের দ্বাদশ মাস দ্বাদশটি অর (অন্তভাগ), ছয় ঋতু, ছয়টি নেমি (অগ্রভাগ), তিনটি চাতুর্ম্মাস্য, তাহার তিনটি নাভি (মধ্যভাগ), ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। ঐ অক্ষের একভাগ সুমেরুর উপরিভাগ, অপরভাগ মানসোত্তর পর্ব্বতের উপর স্থাপিত, ঐ সূর্য্যরথ মানসোত্তরে স্থাপিত হওয়ায় তৈলযন্ত্রচক্রবৎ অহরহঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ১৩

সেই অক্ষে কৃত মূল দ্বিতীয় অক্ষটি প্রথমাক্ষর চতুর্থাংশপরিমিত, এবং প্রথমাক্ষে দ্বিতীয়াক্ষের পূর্ব্বভাগ নিবদ্ধ আছে, এবং তৈলযন্ত্রের ন্যায় ধ্রুবলোকের বায়ু পাশের দ্বারা তাহার উপর ভাগ সংলগ্ন রহিয়াছে। ১৪

রথের নীড় অর্থাৎ উপবেশন স্থান ছত্রিশ লক্ষ যোজন আয়ত, আর তাহার চতুর্ভাগ উচ্চ, ঐ রথের যুগ (জোয়ালি) তাবৎ পরিমিত যোজন, ঐ রথে গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দ নামক সাতটি অশ্ব অরুণ কর্ত্তৃক যোজিত হইয়া আদিত্য দেবকে বহন করিতেছেন। ১৫

ঐ রথে সারথ্য-কর্ম্মে নিযুক্ত অরুণ যদিও অগ্রে স্থাপিত আছেন, তথাপি তিনি প্রত্যঙ্‌মুখে অবস্থিতি করিয়া আছেন। অথবা সূর্য্যের রথের অগ্রভাগে থাকিলেই পশ্চিম মুখ হইতে হয় বলিয়া অরুণকে পশ্চিম মুখ বলা হইয়াছে। ১৬

সেইরূপ দেহাঙ্গুষ্ঠপরিমিত ষষ্টিসহস্র সংখ্যক বালখিল্য ঋষিগণ সূর্য্যদেবের অগ্রে সূক্ত বাক্য কথনের নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। ১৭

তথান্যে চ ঋষয়ো গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগা গ্রামণ্যো যাতুধানা দেবা ইত্যেকৈকশো গণাঃ সপ্ত চতুর্দ্দশ মাসি মাসি ভগবন্তং সূর্য্যমাত্মানং নানানামানং পৃথঙ্‌নামানঃ পৃথক্‌কর্ম্মভির্দ্বন্দ্বশ উপাসতে ॥১৮॥

লক্ষোত্তরসার্দ্ধনবকোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভূবলয়স্য ক্ষণেন সগব্যূত্যুত্তরং দ্বিসহস্রযোজনানি স ভুঙ্‌ক্তে ॥১৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যরথবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

সেইরূপ অন্য ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, গ্রামনী, রাক্ষস ও দেবগণ ইহাদের এক একটি গণ, যাঁহাদের সংখ্যা চতুর্দ্দশ, তাঁহারা দুই দুইটিতে সপ্তগণ হইয়া প্রতিমাসে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম দ্বারা নানা নামধারী পরমাত্মরূপে ঐ ভগবান্ সূর্য্যদেবকে উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৮

ভূ-বলয়ের পরিমাণ নব কোটি একপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন, একক্ষণে দ্বিসহস্র যোজন চারিক্রোশ সূর্য্যরথ গমন করে। ১৯

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

যদেতদ্ভগবত আদিত্যস্য মেরুং ধ্রুবঞ্চ প্রদক্ষিণেন পরিক্রামতো রাশীনামভিমুখং প্রচলিত-ঞ্চাপ্রদক্ষিণং ভগবতোপবর্ণিতমমুষ্য বয়ং কথমনুমিমীমহীতি ॥১॥

স হোবাচ।

যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতা সহ ভ্রমতাং তদাশ্রয়াণাং পিপীলিকাদীনাং গতিরন্যৈব প্রদেশান্ত-রেষ্বপ্যুপলভ্যমানত্বাৎ। এবং নক্ষত্ররাশিভিরুপলক্ষিতেন কালচক্রেণ ধ্রুবং মেরুঞ্চ প্রদক্ষিণতঃ পরিধাবতা সহ পরিধাবমানানাং তদাশ্রয়াণাং সূর্য্যাদীনাং গ্রহাণাং গতিরন্যৈব নক্ষত্রান্তরে রাশ্যন্তরে চোপলভ্যমানত্বাৎ ॥২॥

স এষ ভগবানাদিপুরুষ এব সাক্ষান্নারায়ণো লোকানাং স্বস্তয় আত্মানং ত্রয়ীময়ং কর্ম্মবিশুদ্ধি-নিমিত্তং কবিভিরপি বেদেন বিজিজ্ঞাস্যমানো দ্বাদশধা বিভজ্য ষট্‌সু বসন্তাদিষৃতুষু যথোপ-জোষমৃতুগুণান্ বিদধাতি ॥৩॥

তমেনমিহ পুরুষাস্ত্রয্যা বিদ্যয়া বর্ণাশ্রমাচারানুপথা উচ্চাবচৈঃ কর্ম্মভিরাম্নাতৈর্যোগবিতানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া যজন্তোঽঞ্জসা শ্রেয়সমধিগচ্ছন্তি ॥৪॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আদিত্য মেরু ও ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে রাশি সকলের অভিমুখে অপ্রদক্ষিণ ক্রমে গমন করেন, এই যে আপনি বর্ণনা করিলেন, ইহা আমরা কিরূপে জানিব, কারণ, উহার অর্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। ১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যেমন ভ্রাম্য-মাণ কুলাল-চক্রের সহিত ভ্রমণকারী তদাশ্রিত পপীলিকাদির গতি প্রদেশান্তরেও অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, সেইরূপ নক্ষত্র ও রাশিচক্রে উপলক্ষিত সুমেরু ও ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ ক্রমে পরিভ্রমণকারী কালচক্রের সহিত, পরিধাব-মাম অথচ কালচক্রাশ্রিত সূর্য্যাদি গ্রহগণের গতি অন্য প্রকার, এই নিমিত্ত নক্ষত্রান্তরে ও রাশ্যন্তরে অন্য প্রকার গতি উপলব্ধ হইয়া থাকে। ২

হে রাজন্! সেই এই আদিত্যপুরুষ ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ লোক সকলের মঙ্গলার্থ কর্ম্মবিশুদ্ধি নিমিত্ত বেদময় আত্মাকে দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিয়া বসন্তাদি ছয় ঋতুতে যথোপযুক্ত ঋতুগুণ শীতোষ্ণাদি বিধান করেন। পণ্ডিতগণও বেদশাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা ভগবানের এই সূর্য্যরূপতা সম্বন্ধে তর্ক করিয়া থাকেন। ৩

বর্ণাশ্রমানুগ পুরুষ সকল সেই ভগবান্ আদি-পুরুষকে এই সংসারে বেদবিদ্যা, বেদোক্ত নানাবিধ উচ্চ-নীচ কর্ম্ম, এবং যোগবিজ্ঞান অর্থাৎ ধ্যানাদি দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করতঃ পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন। ৪

অথ স এষ আত্মা লোকানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরেণ নভোবলয়স্য কালচক্রগতো দ্বাদশ মাসান্ ভুঙ্‌ক্তে রাশিসংজ্ঞকান্ সংবৎসরাবয়বান্ মাসঃ পক্ষদ্বয়ং সপাদর্ক্ষদ্বয়ং দিবা নক্তঞ্চেত্যুপদিশন্তি যাবতা ষষ্ঠমংশং ভুঞ্জীত স বৈ ঋতুরিত্যুপদিশ্যতে সংবৎসরাবয়বঃ ॥৫॥

অথ চ যাবতার্দ্ধেন নভোবীথ্যাঃ প্রচরতি তং কালময়নমাচক্ষতে ॥৬॥

অথ চ যাবন্নভোমণ্ডলং সহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মণ্ডলাভ্যাং কার্ৎস্ন্যেন স হ ভুঞ্জীত তং কালং সংবৎসরং পরিবৎসরমিদাবৎসরমনুবৎসরং বৎসরমিতি ভানোর্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমগতিভিঃ সমামনন্তি ॥৭॥

এবং চন্দ্রমা অর্কগভস্তিভ্য উপরিষ্টাল্লক্ষযোজনত উপলভ্যমানোঽর্কস্য সংবৎসরভুক্তিং পক্ষাভ্যাং মাসভুক্তিং সপাদর্ক্ষাভ্যাং দিনেনৈব পক্ষভুক্তিমগ্রচারী দ্রুততরগমনো ভুঙ্‌ক্তে ॥৮॥

অথ চাপূর্য্যমাণাভিশ্চ কলাভিরমরাণামপক্ষীয়মানাভিশ্চ কলাভিঃ পিতৃণামহোরাত্রাণি পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যাং বিতন্বানঃ সর্ব্বজীবনিবহপ্রাণো জীবশ্চৈকমেকং নক্ষত্রং ত্রিংশতা মুহূর্ত্তৈর্ভুঙ্‌ক্তে ॥৯॥

লোক সকলের আত্মা সেই ভগবান্ সূর্য্য স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে নভোমণ্ডলে কালচক্রগত হইয়া রাশি নামক দ্বাদশ মাস যাহা সম্বৎসরের অবয়ব, তাহা ভোগ করিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ এই মাসকে চান্দ্রমাস গণনায় দুই পক্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষদ্বয়, এবং সৌর গণনায় সওয়া দুই নক্ষত্র ভোগকাল, পিতৃলোকের মানে ঐ মাস অহোরাত্র মাত্র ইহা বলিয়া থাকেন। ভগবান্ সূর্য্য যৎকালে সম্বৎসরের ষষ্ঠভাগ অর্থাৎ দুই রাশি ভোগ করেন, সেই কালকে ঋতু কহে, ঐ ঋতুও সম্বৎসরের অবয়ব। ৫

যৎকালে ভগবান্ সূর্য্যদেব নভোমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে বিচরণ করেন অর্থাৎ ছয় মাস ভোগ করেন, ঐ কালকে অয়ন বলা হইয়া থাকে। ৬

সেই সূর্য্যদেব যৎকালে স্বর্গ ও পৃথিবীমণ্ডল সহ নভোমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে ভোগ করেন, সেই কালকে সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদা বৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর বলিয়া থাকে। ঐ সকল নাম সূর্য্যের মন্দগতি, শীঘ্রগতি ও সমগতি দ্বারা হয়, পণ্ডিতগণ ইহা বলেন। ৭

এইরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষযোজন উপরে উপলক্ষিত হয়েন, তিনি দুই পক্ষকালে সূর্য্যের এক বৎসর, এবং সওয়া দুই দিনে সূর্য্যের এক মাস ও এক এক দিনে সূর্য্যের এক পক্ষ ভোগ করেন, এই চন্দ্র উগ্রচারী বলিয়াই দ্রুততর গমনশীল। ৮

এবং ঐ চন্দ্র আপূর্য্যমাণ কলা সকল দ্বারা অর্থাৎ যখন চন্দ্রের কলা বৃদ্ধি পায়, তখন দেবগণের দিন এবং যখন ঐ কলা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়, তখন পিতৃগণের দিন হয়। এইরূপে চন্দ্রমা শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ দ্বারা দেব ও পিতৃ সম্বন্ধীয় অহোরাত্র বিধান করতঃ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক নক্ষত্র ভোগ করেন। তিনি সকল জীবসমূহের প্রাণস্বরূপ বলিয়া জীব নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। ৯

বিবৃতি—যখন শুক্ল প্রতিপদে সংক্রান্তি হয়, সেই সময়ে সৌর ও চান্দ্র মাসের যুগপৎ আরম্ভ হয় এবং উহাকে সম্বৎসর বলে, তার পর সৌরমাসে বর্ষমধ্যে ছয় দিন অধিক হয়, এবং চান্দ্রমাসে ছয় দিন কমিয়া যায়, সুতরাং দ্বাদশ দিনের অগ্র পশ্চাদভাব হয়, এইরূপে পঞ্চ বর্ষ গমন করে। তন্মধ্যে দুইটি মলমাস হইয়া থাকে, তার পর ষষ্ঠ সম্বৎসর হয়, এই রূপ অবান্তরভেদে সম্বৎসরাদি সংজ্ঞা থাকে। ৭

স এষ ষোড়শকলঃ পুরুষো ভগবান্ মনোময়োঽন্নময়োঽমৃতময়ো দেবপিতৃমনুষ্যভূত-পশু-পক্ষিসরীসৃপবীরুধাং প্রাণাপ্যায়নশীলত্বাৎ সর্ব্বময় ইতি বর্ণয়ন্তি ॥১০॥

তত উপরিষ্টাদ্দ্বিলক্ষযোজনতো নক্ষত্রাণি মেরুং দক্ষিণেনৈব কালায়ন ঈশ্বরযোজিতানি সহাভিজিতাঽষ্টাবিংশতিঃ ॥১১॥

তত উপরিষ্টাদুশনা দ্বিলক্ষযোজনত উপলভ্যতে পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈবার্কস্য শৈঘ্র্যমান্দ্য-সাম্যাভির্গতিভিরর্কবচ্চরতি লোকানাং নিত্যদানুকূল এব, প্রায়েণ বর্ষয়ংশ্চারেণানুমীয়তে স বৃষ্টিবিষ্টম্ভগ্রহোপশমনঃ ॥১২॥

উশনসা বুধো ব্যাখ্যাতঃ। তত উপরিষ্টাদ্দ্বিলক্ষযোজনতো বুধঃ সোমসুত উপলভ্যমানঃ প্রায়েণ শুভকৃৎ। যদার্কাদ্ব্যতিরিচ্যতে তদাতিবাতাভ্রপ্রায়ানাবৃষ্ট্যাদিভয়মাশংসতে ॥১৩॥

অত ঊর্দ্ধমঙ্গারকোঽপি যোজনলক্ষদ্বিতয় উপলভ্যমানস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পক্ষৈরেকৈকশো রাশীন্ দ্বাদশানুভুঙ্‌ক্তে যদি ন বক্রেণাভিবর্ত্ততে প্রায়েণাশুভগ্রহোঽঘশংসঃ ॥১৪॥

তত উপরিষ্টাদ্দ্বিলক্ষযোজনান্তরগতো ভগবান্ বৃহস্পতিরেকৈকস্মিন্ রাশৌ পরিবৎসরং প্রচরতি যদি ন বক্রঃ স্যাৎ প্রায়েণানুকূলো ব্রাহ্মণকুলস্য ॥১৫॥

সেই এই চন্দ্রমা ষোড়শ কলাযুক্ত পুরুষ, তিনি মনোময় অমৃতময় এবং দেবতা, পিতৃ, মানব, ভূত, পশু-পক্ষী, সরীসৃপ,লতা প্রভৃতির প্রাণকে আপ্যায়িত করেন বলিয়া ঋষিরা তাঁহাকে সর্ব্বময়ও বলিয়া থাকেন। চন্দ্রমণ্ডলে দ্বিলক্ষ যোজন উর্দ্ধে থাকিয়া নক্ষত্র সকল সুমেরুর দক্ষিণ দিকে কালচক্রে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। ঐ সকলের সংখ্যা অভিজিৎ সহ অষ্টাবিংশতি। নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে শুক্রগ্রহ আছেন, অগ্রভাগে সূর্য্যদেব কোন নক্ষত্র ভোগ করিতে থাকিলে শুক্রগ্রহ ঐ নক্ষত্রের পশ্চাৎ ভাগ ভোগ করেন। এক সময়ে ভোগ করিবার কালে শুক্রগ্রহ অতিচারী অর্থাৎ ক্রমস্থিত নক্ষত্রকে অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী নক্ষত্র ভোগ করেন, এই শুক্রগ্রহেরও সূর্য্যের ন্যায় শীঘ্র, মন্দ ও সমান গতি হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বদা লোক-দিগের অনুকূল এবং তাঁহার সঞ্চারে প্রায় বৃষ্টি হয়, এবং ইনি যে সকল গ্রহ বৃষ্টিস্তম্ভনকারী, তাহাদিগকে উপশান্ত করেন। অর্থাৎ বৃষ্টিপ্রতিবন্ধক গ্রহগণকে শান্ত করিয়া বৃষ্টি প্রবর্ত্তন করেন। ১০-১২

শুক্রগ্রহ বর্ণন দ্বারা বুধের কথাও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ বুধগ্রহ সূর্য্যের সহিত কিঞ্চিৎ অগ্রে বা পশ্চাতে সঞ্চরণ করেন। শুক্রগ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরে সোমসুত বুধ পরিলক্ষিত হয়েন, এই বুধগ্রহ প্রায়ই লোকের শুভকারী, কিন্তু যখন সূর্য্য হইতে অতিচারী হইয়া গমন করেন, তখন প্রায়শঃ প্রবল বায়ু, নির্জ্জল মেঘাড়ম্বর এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতির ভয় বিস্তার করিয়া থাকেন। ১৩

বুধগ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরে মঙ্গলগ্রহ দৃশ্য হইয়া থাকেন। এই মঙ্গলগ্রহ তিন পক্ষ কাল একএক রাশি ভোগ করেন। এইরূপ ক্রমে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন, যদি ইনি বক্রী না হয়েন, তবেই পূর্ব্বনিয়মে চলেন, প্রায়শঃ ইনি অশুভ গ্রহ এবং লোকের অমঙ্গল সূচনা করিয়া থাকেন। ১৪

মঙ্গলগ্রহের দ্বিলক্ষ যোজন উপরে ভগবান্ বৃহস্পতিগ্রহ আছেন, তিনি এক রাশিতে এক বৎসর বিচরণ করেন; যদি বক্র না হয়েন, ইনি প্রায়শঃ ব্রাহ্মণকুলের প্রতি অনুকূল হইয়া থাকেন। ১৫

তত উপরিষ্টাদ্‌যোজনলক্ষদ্বয়াৎ প্রতীয়মানঃ শনৈশ্চর একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশতং ত্রিংশতং মাসান্ বিলম্বমানঃ সর্ব্বানেবানুপর্য্যেতি তাবদ্ভিরনুবৎসরৈঃ প্রায়েণ হি সর্ব্বেষামশান্তিকরঃ ॥১৬॥

তত উত্তরস্মাদৃষয় একাদশলক্ষযোজনান্তর উপলভ্যন্তে য এব লোকানাং শমনুভাবয়ন্তো ভগবতো বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রামন্তি ॥১৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

বৃহস্পতিগ্রহের উপরে দুই লক্ষ যোজন অন্তরে শনৈশ্চরগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েন, তিনি এক এক রাশিতে ত্রিশ ত্রিশ মাস থাকেন, এবং ত্রিশ বৎসরে একবার দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ সমাপ্ত করেন, ইনি প্রায় সকল লোকের অশান্তিকর। ১৬

শনৈশ্চরগ্রহের উত্তর দিকে এগার লক্ষ যোজন ব্যবধানে সপ্তর্ষিগণ দৃশ্য হয়েন, উঁহারা লোক সকলের শান্তিবিধানপূর্ব্বক, ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ ধ্রুবলোককে বেষ্টন করিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন। ১৭

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথ তস্মাৎ পরতস্ত্রয়োদশলক্ষযোজনান্তরতো যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমভিবদন্তি যত্র মহাভাগবতো ধ্রুব ঔত্তানপাদিরগ্নিনেন্দ্রেণ প্রজাপতিনা কশ্যপেন ধর্ম্মেণ চ সমকালযুগ্‌ভিঃ সবহুমানং দক্ষিণতঃ ক্রিয়মাণ ইদানীমপি কল্পজীবিনামাজীব্য উপাস্তে। তস্য মহানুভাব উপবর্ণিতঃ ॥১॥

স হি সর্ব্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনামনিমিষেণাব্যক্তরংহসা ভগবতা কালেন ভ্রাম্যমাণানাং স্থাণুরিবাবষ্টম্ভ ঈশ্বরেণ বিহিতঃ শশ্বদবভাসতে ॥২॥

যথা মেধীস্তম্ভ আক্রমণপশবঃ সংযোজিতাস্ত্রিভিঃ সবনৈর্যথাস্থানং মণ্ডলানি চরন্তি। এবং ভ-গণা গ্রহাদয় এতস্মিন্নন্তর্বহির্যোগেণ কালচক্র আযোজিতা ধ্রুবমেবাবলম্ব্য বায়ুনোদীর্য্যমাণা আকল্পান্তং পরিতঃ ক্রামন্তি। নভসি যথা মেঘাঃ শ্যেনাদয়ো বায়ুবশাঃ কর্ম্মসারথয়ঃ পরিবর্ত্তন্তে এবং জ্যোতির্গণাঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগানুগৃহীতাঃ কর্ম্মনির্ম্মিতগতয়ো ভুবি ন পতন্তি ॥৩॥

কেচিদেতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য যোগধারণায়ামনুবর্ণয়ন্তি ॥৪॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সপ্তর্ষিগণের উপরে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন অন্তরে বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পরম স্থান, পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। যে স্থানে উত্তানপাদনন্দন মহাভাগবত ধ্রুব, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্ম্ম, সমকাল যোগী ইঁহাদের দ্বারা প্রদক্ষিণীকৃত এবং কল্পজীবীদিগের আজীব্য হইয়া ভগবানের এখনও উপাসনা করিতেছেন। সেই ধ্রুবের মহানুভাব বর্ণিত হইয়া আছে। ১

অনিমেষ অথচ অব্যক্ত বেগবিশিষ্ট ভগবান্ কাল কর্ত্তৃক পরিভ্রাম্যমাণ সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবলম্বনার্থ স্তম্ভরূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিহিত হইয়া সেই ধ্রুব নিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন। ২

যেমন ধান্যাক্রমণার্থ (ধান মাড়াইবার জন্য) মেধী স্তম্ভে (সেই কাষ্ঠে) বদ্ধ পশুগণ ত্রিসবন অর্থাৎ নিকট, মধ্য ও দূরতা ক্রমে স্ব স্ব স্থান অতিক্রমণ করিয়া মণ্ডল ক্রমে বিচরণ করে, সেইরূপ গ্রহ-নক্ষত্রগণ এই কালচক্রের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আবদ্ধ হইয়া ঐ ধ্রুবকেই অবলম্বন করিয়া আছে, এবং বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং যেমন মেঘসকল ও শ্যেনাদি পক্ষিগণ কর্ম্মসহায় ও বায়ুর বশবর্ত্তী হইয়া গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করে (অথচ পড়িয়া যায় না), সেইরূপ জ্যোতিষ্কগণ যাহাদের কর্ম্মনির্ম্মিত গতি, তাহারা পুরুষাধিষ্ঠিত মায়ার বশীভূত হইয়া আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, ভূতলে পতিত হয় না। ৩

কেহ কেহ বলেন, এই জ্যোতিশ্চক্র শিশুমাররূপে ভগবান্ বাসুদেবের যোগধারণায় অবস্থিত আছে, অতএব ঐ সকলের পতনশঙ্কা নাই। ৪

যস্য পুচ্ছাগ্রেঽবাক্‌শিরসঃ কুণ্ডলীভূতদেহস্য ধ্রুব উপকল্পিতঃ তস্য লাঙ্গুলে প্রজাপতিরগ্নিরিন্দ্রো ধর্ম্ম ইতি পুচ্ছমূলে ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়স্তস্য দক্ষিণাবর্ত্তকুণ্ডলীভূতশরীরস্য যান্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বে নক্ষত্রাণি উপকল্পয়ন্তি দক্ষিণায়নানি তু সব্যে যথা শিশুমারস্য কুণ্ডলাভোগসন্নিবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপ্যবয়বাঃ সমসংখ্যা ভবন্তি। পৃষ্ঠে ত্বজবীথী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ ॥৫॥

পুনর্ব্বসুপুষ্যৌ দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণ্যোরার্দ্রাশ্লেষা চ দক্ষিণবাময়োঃ পাদয়োরভিজিদুত্তরাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্নাসিকয়োর্যথাসংখ্যং শ্রবণপূর্ব্বাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্লোচনয়োর্ধনিষ্ঠা মূলঞ্চ দক্ষিণবাময়োঃ কর্ণয়োর্মঘাদীন্যষ্টনক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্ববঙ্ক্রিষু যুঞ্জীত। তথৈব মৃগশীর্ষাদীন্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বেষু প্রাতিলোম্যেন যুঞ্জীত। শতভিষাজ্যেষ্ঠে স্কন্ধয়োর্দক্ষিণবাময়োর্ন্যসেৎ ॥৬॥

উত্তরাহনাবগস্তিরধরাহনৌ যমো মুখে চাঙ্গারকঃ শনৈশ্চর উপস্থে বৃহস্পতিঃ ককুদি বক্ষস্যাদিত্যো হৃদয়ে নারায়ণো মনসি চন্দ্রো নাভ্যামুশনা স্তনয়োরশ্বিনৌ বুধঃ প্রাণাপানয়ো রাহুর্গলে কেতবঃ সর্ব্বাঙ্গেষু রোমসু সর্ব্বে তারাগণাঃ ॥৭॥

শিশুমার অধঃশিরা ও কুণ্ডলীভূত শরীর হইয়া আছে, তাহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলাগ্রের অধোভাগে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, এবং ধর্ম্ম; পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা আর কটিদেশে সপ্তর্ষিগণ অধিষ্ঠিত আছেন। দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত শরীর ঐ শিশুমারের দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ প্রভৃতি পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যাদি উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত আছে, ঐ শিশুমারের উভয় পার্শ্বের অবয়ব সকল সমান-সংখ্যক, ঐ শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীথী, এবং উদরে আকাশগঙ্গা উদিত আছে। ৫

হে রাজন্! ঐ শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে যথাক্রমে পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্র সন্নিবেশিত আছে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা যথাক্রমে তাহার দক্ষিণ ও বাম নাসায়, শ্রবণা ও পূর্ব্বাষাঢ়া যথাক্রমে দক্ষিণ বাম নেত্রে, ধনিষ্ঠা ও মূলা যথাক্রমে তাহার দক্ষিণ ও বাম কর্ণে আর মঘাদি অনুরাধা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন সম্বন্ধীয় অষ্ট নক্ষত্র তাহার বামপার্শ্বের অস্থিতে সংযুক্ত হইয়া আছে, এইরূপ মৃগশিরা প্রভৃতি বিলোম ক্রমে পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ সম্বন্ধীয় যে অষ্ট নক্ষত্র, সে সকল তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে আছে, আর শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা যথাক্রমে তাহার দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে বিন্যস্ত আছে। ৬

ঐ শিশুমারের উত্তর হনুতে অগস্ত্য এবং অধোহনুতে যম, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, পৃষ্ঠশৃঙ্গে বৃহস্পতি, বক্ষস্থলে সূর্য্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনোমধ্যে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমার, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু, এবং রোম সকলে তারাগণ সন্নিবেশিত আছে। ৭

এতদু হৈব ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বদেবতাময়ং রূপমহরহঃ সন্ধ্যায়াং প্রযতো বাগ্যতো নিরীক্ষমাণ উপতিষ্ঠেত নমো নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায়ানিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায়াভিধীমহীতি ॥৮॥

গ্রহর্ক্ষতারাময়মাধিদৈবিকং পাপাপহং মন্ত্রকৃতাং ত্রিকালম্।
নমস্যতঃ স্মরতো বা ত্রিকালং নশ্যেত তৎকালজমাশু পাপম্ ॥৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে শিশুমারসংস্থানং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

হে রাজন্! উক্ত প্রকারে যে শিশুমারের আকার প্রদর্শিত হইল, উহাই ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বদেবময় রূপ, সকল ব্যক্তির প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রযত ও বাগ্যত (নম্র ও মৌনী) হইয়া ইহা নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। অহো! জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আশ্রয় এবং কালচক্ররূপী, দেবতাধিপতি সেই মহাপুরুষকে নমো নমঃ এই মন্ত্রে উপাসনা করিবে। ঐ ভগবান্ গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্বরূপ, সকল দেবতার আশ্রয় এবং যাঁহারা ত্রিকালে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করেন, তাঁহাদের পাপনাশক হয়; যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায় তাঁহাকে নমস্কার করে বা স্মরণ করে, তাহার তাৎকালিক পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে। ৮-৯

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অধস্তাৎ সবিতুর্যোজনাযুতে স্বর্ভানুর্নক্ষত্রবচ্চরতীত্যেকে। যোঽসাবমরত্বং গ্রহত্বঞ্চালভত ভগবদনুকম্পয়া স্বয়মসুরাপসদঃ সৈংহিকেয়ো হ্যতদর্হঃ। তস্য তাত জন্ম কর্ম্মাণি চোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ ॥১॥

যদধস্তরণের্মণ্ডলং প্রতপতস্তদ্বিস্তরতো যোজনাযুতমাচক্ষতে দ্বাদশসাহস্রং সোমস্য। ত্রয়োদশসাহস্রং রাহোর্যঃ পর্ব্বণি তদ্ব্যবধানকৃদ্ বৈরানুবন্ধঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবভিধাবতি ॥২॥

তন্নিশম্যোভয়ত্রাপি ভগবতা রক্ষণায় প্রযুক্তং সুদর্শনং নাম ভাগবতং দয়িতমস্ত্রং তৎ তেজসা দুর্ব্বিষহং মুহুঃ পরিবর্ত্তমানমভ্যবস্থিতো মুহূর্ত্তমুদ্বিজমানশ্চকিতহৃদয় আরাদেব নিবর্ত্ততে তদুপরাগমিতি বদতি লোকঃ ॥৩॥

ততোঽধস্তাৎ সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি তাবন্মাত্র এব ॥৪॥

ততোঽধস্তাৎ যক্ষরক্ষঃপিশাচপ্রেতভূতগণানাং বিহারাজিরমন্তরিক্ষং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি যাবন্মেঘা উপলভ্যন্তে ॥৫॥

ততোঽধস্তাচ্ছত-যোজনান্তর ইয়ং পৃথিবী যাবদ্ধংস-ভাস-শ্যেন-সুপর্ণাদয়ঃ পতত্রিপ্রবরা উৎপতন্তীতি ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কেহ কেহ বলেন —সূর্য্যের অযুত যোজন নীচে রাহুগ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় বিচরণ করে, ঐ রাহু সিংহিকার পুত্র, অসুরাপসদ হইলেও ভগবানের দয়ায় অমরত্ব ও গ্রহত্ব লাভ করিয়াছে, ইহার জন্ম ও কর্ম্ম সকল পরে বর্ণন করিব। ১

যে সূর্য্যমণ্ডল অধোদিক্‌কে প্রতপ্ত করেন, ঐ সূর্য্যমণ্ডলের পরিমাণ দশসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং চন্দ্রমণ্ডল বিস্তারে দ্বাদশসহস্র যোজন, কিন্তু রাহুর মণ্ডল ত্রয়োদশসহস্র যোজন, এই রাহু অমৃতপানকালে সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে থাকায় উক্ত গ্রহদ্বয়ের ব্যবধানকারী, এবং সূর্য্য ও চন্দ্র কর্ত্তৃক দেবসমাজে অসুর প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই কথা সূচিত হওয়ায় বৈরানুবন্ধ সৃষ্টি হয়, সেই জন্য এখনও পর্ব্বে পর্ব্বে অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু এই বিষয় অবগত হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের রক্ষার নিমিত্ত আপনার পরম প্রিয় সুদর্শন নামক অস্ত্র প্রয়োগ করেন। সেই চক্রের তেজ অতিশয় দুর্ব্বিষহ, তাহা সর্ব্বদাই ঘূর্ণমান হইতেছে, অতএব তাহা দেখিয়া ঐ রাহু, গ্রহণার্থ মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিত হয়, তৎপরেই ভীত হইয়া দূর হইতে নিবৃত্ত হইয়া আইসে। লোকে উহাকে উপরাগ অর্থাৎ গ্রহণ বলিয়া থাকে। রাহুর দ্বাদশ সহস্র যোজন অধোভাগে সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরদিগের বাসস্থান। ২-৪

তাহারও অধোভাগে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত ও ভূতগণের বিহারস্থান অন্তরিক্ষ অর্থাৎ শূন্য মাত্র, উহার পরিমাণ যতদূর বায়ু প্রবাহিত হয় এবং যতদূরে মেঘ সকল দেখা যায় তাবন্মাত্র। ৫

যক্ষাদি লোকের অধোদিকে শত যোজন অন্তরে এই পৃথিবী, যে পর্য্যন্ত হংস, শ্যেন সুপর্ণাদি পক্ষিগণ উড়িয়া যায়, তাহাই ভূলোকের সীমা। ৬

বিবৃতি—এইরূপ অন্তরালে অবস্থানকেই লোকে গ্রহণ বলে, রাহুর সরল ও বক্রভাবে অবস্থান দ্বারা সর্ব্বগ্রাস লোকে বলিয়া থাকে কিন্তু ইহা গ্রাস নয়, লোকপ্রতীতিমাত্র। কারণ, রাহু চন্দ্র ও সূর্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থান করে। ৩

উপবর্ণিতং ভূমের্যথাসন্নিবেশাবস্থানম্। অবনেরপ্যধস্তাৎ সপ্ত ভূবিবরা একৈকশো যোজনাযুতান্তরেণায়ামবিস্তারেণোপক্লৃপ্তাঃ। অতলং বিতলং সুতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালমিতি ॥৭॥

এতেষু বিলস্বর্গেষু স্বর্গাদপ্যধিককামভোগৈশ্বর্য্যানন্দভূতিবিভূতিভিঃ সুসমৃদ্ধভবনোদ্যানাক্রীড়বিহারেষু দৈত্যদানবকাদ্রবেয়া নিত্যপ্রমুদিতানুরক্তকলত্রাপত্যবন্ধুসুহৃদনুচরা গৃহপতয় ঈশ্বরাদপ্যপ্রতিহতকামা মায়াবিনোদা নিবসন্তি ॥৮॥

যেষু মহারাজ ময়েন মায়াবিনা বিনির্ম্মিতাঃ পুরো নানামণিপ্রবরপ্রবেকবিরচিতবিচিত্রভবন-প্রাকার-গোপুর-সভাচৈত্যচত্বরায়তনাদিভির্নাগাসুরমিথুন-পারাবত-শুকশারিকাকীর্ণকৃত্রিমভূমিভির্বিবরেশ্বরগৃহোত্তমৈঃ সমলঙ্কৃতাশ্চকাসতি ॥৯॥

উদ্যানানি চাতিতরাং মন-ইন্দ্রিয়ানন্দিভিঃ কুসুম-ফলস্তবক-সুভগ-কিসলয়াবনত-রুচিরবিটপ-বিটপিনাং লতাঙ্গালিঙ্গিতানাং শ্রীভিঃ সমিথুনবিবিধবিহঙ্গজলাশয়ানামমলজলপূর্ণানাং ঝষকুলোল্লঙ্ঘনক্ষুভিত নীরনীরজ-কুমুদ-কুবলয়-কহ্লারনীলোৎপললোহিতশতপত্রাদিবনেষু কৃতনিকেতনানামেকবিহারাকুলমধু বিবিধস্বনাদিভিরিন্দ্রিয়োৎসবৈরমরলোকশ্রিয়মতিশয়িতানি ॥১০॥

ভূমির সন্নিবেশস্থান যথাযথ ভাবে তোমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে। হে রাজন্! পৃথিবীর অধোদিকে সাতটি ভূবিবর আছে, তাহাদের মধ্যে এক একটি অযুত যোজন অন্তরে থাকাতে পর পর হইতে প্রথমটি উচ্ছ্রিত এবং ভূমির যে বিস্তার প্রত্যেকের বিস্তার তাবৎ পরিমিত ঐ সপ্ত ভূবিবরের নাম যথা—অতল বিতল. সুতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল। ৭

এই সকল ভূবিবর স্বর্গে, স্বর্গ হইতেও অধিক কাম, ভোগ ঐশ্বর্য্য আনন্দ সন্তান ও সম্পত্তি দ্বারা অতিশয় সমৃদ্ধ ভবন, উদ্যান ক্রীড়াস্থান বিহার সকলে দৈত্য, দানব এবং নাগগণ গৃহপতি হইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের পুত্র, কলত্র, সুহৃৎ, মিত্র, অনুচরগণ নিত্য অনুরক্ত ও সতত প্রমুদিত, অধিকন্তু ইন্দ্রাদি অপেক্ষায় ইহাদের কাম অপ্রতিহত, এবং মায়া দ্বারা আমোদ-প্রমোদযুক্ত হইয়া বাস করে। ৮

হে মহারাজ! ঐ সকল বিবরে পরম মায়াবী ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দানব সকলের অনেক পুরী নির্ম্মিত হইয়া সর্ব্বদা দেদীপ্যমান আছে, তত্রস্থ ভবন, প্রাচীর, গোপুর (নগরের প্রধান দ্বার), সভা, চৈত্য, চত্বর, আয়তন ইত্যাদি স্থান প্রধান প্রধান মণিসমূহে বিরচিত, বিবরেশ্বরদিগের উৎকৃষ্ট গৃহসকল ভূত, নাগ, অসুর, কপোতমিথুন এবং শুক শারিকায় আকীর্ণ, অতএব সকল ভূবিবর ঐ সমুদায় দ্বারা সর্ব্বতোভাবে যেন অলঙ্কৃত হইয়া আছে। ৯

তত্রত্য উদ্যান সকল মন ও ইন্দ্রিয়গণের আনন্দদায়ক, শোভা দ্বারা অমর লোকের শ্রী অপেক্ষাও অধিক শোভান্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই সকল উদ্যানস্থ লতালিঙ্গিত বৃক্ষ সকলের শাখাসমূহ পুষ্প ও ফলগুচ্ছধারী মনোহর পল্লবভরে অবনত এবং তথাকার জলাশয় সকল নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ, এবং তত্রত্য মীনগণের উল্লম্ফনাদি দ্বারা চঞ্চল জলে পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার, নীলোৎপল ও রক্তোৎপলাদির বন আছে, তন্মধ্যে বিবিধ বিহগমিথুন বাস করে, সে সকলের মনোহর বিহার সময়ে যে মধুর নিঃস্বন নির্গত হয়, তদ্দ্বারা শ্রোতৃগণের ইন্দ্রিয়বর্গ অতিশয় প্রমুদিত হয়। ১০

যত্র হ বাব ন ভয়মহোরাত্রাদিভিঃ কালবিভাগৈরুপলক্ষ্যতে ॥১১॥

যত্র হি মহাহিপ্রবরশিরোমণয়ঃ সর্ব্বতস্তমঃ প্রবাধন্তে ॥১২॥

ন বা এতেষু বসতাং দিব্যৌষধিরসরসায়নাশনপানস্নানাদিভিরাধয়ো ব্যাধয়ো বলীপলিতজরাদয়শ্চ দেহবৈবর্ণ্যং দৌর্গন্ধ্যং স্বেদঃ ক্লমো গ্লানিরিতি বয়োঽবস্থাশ্চ ভবন্তি ॥১৩॥

ন হি তেষাং কল্যাণানাং প্রভবতি কুতশ্চন মৃত্যুর্বিনা ভগবত্তেজসশ্চক্রাপদেশাৎ ॥১৪॥

যস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরবধূনাং প্রায়ঃ পুংসবনানি ভয়াদেব স্রবন্তি পতন্তি চ ॥১৫॥

অথাতলে ময়পুত্রোঽসুরো বলো নিবসতি। যেন হ বা ইহ সৃষ্টাঃ ষণ্ণবতির্মায়া যাঃ কাশ্চনাদ্যাপি মায়াবিনো ধারয়ন্তি। যস্য চ জৃম্ভমাণস্য মুখতস্ত্রয়ঃ স্ত্রীগণা উদপদ্যন্ত স্বৈরিণ্যঃ কামিন্যঃ পুংশ্চল্য ইতি। যা বৈ বিলায়নং প্রবিষ্টং পুরুষং রসেন হাটকাখ্যেন সাধয়িত্বা স্ববিলাসাবলোকানুরাগস্মিতসংলাপোপগূহনাদিভিঃ স্বৈরং কিল রময়ন্তি। যস্মিন্নুপযুক্তে পুরুষ ঈশ্বরোঽহং সিদ্ধোঽহমিত্যযুতমহাগজবলমাত্মানমভিমন্যমানঃ কত্থতে মদান্ধ ইব ॥১৬॥

ঐ সকল স্থানে (সূর্য্যের প্রকাশ না থাকায়) অহোরাত্রাদি কাল-বিভাগ নাই, সুতরাং কালকৃত ভয়ও নাই এবং সেই ভয়ও সে স্থানে উপলব্ধ হয় না। ১১

আর সেই সকল স্থানে মহাহিপ্রবর অনন্তের শিরোমণি সকল সর্ব্বতোভাবে অন্ধকার নাশ করিতেছে। ১২

হে রাজন্! ঐ সকল স্থানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা দিব্য ওষধিরস পান ও অশন করেন বলিয়া তাঁহাদের কখন আধি (মনঃপীড়া) অথবা ব্যাধি কিম্বা মাংসলোলিত অথবা জরা আদি হয় না; সুতরাং তাঁহাদের দেহের বৈবর্ণ্যসম্ভাবনা নাই এবং তাঁহাদের গাত্রে দুর্গন্ধ, স্বেদ বা শ্রম অথবা অনুৎসাহ ইত্যাদি কখনও হয় না এবং বয়সের নিমিত্ত অবস্থাভেদও হয় না। ১৩

পরমকল্যাণভাজন তত্রত্য জনগণের একমাত্র ভগবানের তেজঃস্বরূপ সুদর্শন চক্র ব্যতীত কোন পদার্থ হইতে মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই, সুতরাং মৃত্যু তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। ১৪

যে সুদর্শন চক্র তথায় প্রবিষ্ট হইলে অসুরবধূগণের প্রায়শঃ গর্ভ সকল ভয়ে বিস্রংসিত হইয়া থাকে। ১৫

'অতল' নামক ভূবিবরে ময় দানবের পুত্র বল নামক অসুর বাস করে, যে বল নামক অসুরের সৃষ্ট ষণ্ণবতি প্রকার মায়ামধ্যে কোন কোন মায়া কেহ কেহ অদ্যাবধি ধারণ করিতেছেন। ঐ বলাসুর জৃম্ভন করাতে তাহার মুখ হইতে স্বৈরিণী, কামিনী ও পুংশ্চলী এই ত্রিবিধ স্ত্রীগণ উৎপন্ন হয়, (যে সকল স্ত্রী সবর্ণ পুরুষে আসক্ত, তাহারা স্বৈরিণী, অসবর্ণে আসক্তারা কামিনী এবং অসবর্ণে আসক্তা অথচ অতি চঞ্চলস্বভাবারা পুংশ্চলী) ঐ সকল স্ত্রীগণ উক্ত বিবরে প্রবিষ্ট পুরুষকে হাটক, (ধুস্তুর) রস দ্বারা সম্ভোগসমর্থ করিয়া আপনাদের অসাধরণ বিলাস সহিত অবলোকন, সানুরাগ হাস্য, সানুরাগ সম্ভাষণ ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করায়, ঐ হাটক-রস পান করিলে পানকর্ত্তা নিজেকে 'আমি ঈশ্বর' 'আমি সিদ্ধ' এইরূপ মনে করে এবং অযুত মত্ত হস্তীর বলশালী আমি ইহা মনে করিয়া মদান্ধের ন্যায় আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে। ১৬

ততোঽধস্তাদ্‌বিতলে হাটকেশ্বরঃ স্বপার্ষদভূতগণাবৃতঃ প্রজাপতিসর্গোপবৃংহণায় ভবো ভবান্যা সহ মিথুনীভূয়াস্তে। যতঃ প্রবৃত্তা সরিৎপ্রবরা হাটকী নাম ভবয়োর্বীর্য্যেণ। যত্তচ্চিত্রভানুর্মাতরিশ্বনা সমিধ্যমান ওজসা পিবতি। তন্নিষ্ঠ্যূতং হাটকাখ্যং সুবর্ণং ভূষণেনাসুরেন্দ্রাবরোধেষু পুরুষাঃ সহ পুরুষীভির্ধারয়ন্তি ॥১৭॥

ততোঽধস্তাৎ সুতল উদারশ্রবাঃ পুণ্যশ্লোকো বিরোচনাত্মজো বলির্ভগবতা মহেন্দ্রস্য প্রিয়ং চিকীর্ষমাণেনাদিতের্লব্ধকায়ো ভূত্বা বটুবামনরূপেণ পরাক্ষিপ্তলোকত্রয়ো ভগবদনুকম্পয়ৈব পুনঃ প্রবেশিত ইন্দ্রাদিষ্ববিদ্যমানয়া সুসমৃদ্ধয়া শ্রিয়াঽভিজুষ্টঃ স্বধর্ম্মেণারাধয়ংস্তমেব ভগবন্তমারাধনীয়মপগতসাধ্বস আস্তেঽধুনাপি ॥১৮॥

নো এবৈতৎ সাক্ষাৎকারো ভূমিদানস্য যত্তদ্ভগবত্যশেষজীবনিকায়ানাং জীবভূতাত্মভূতে পরমাত্মনি বাসুদেবে তীর্থতমে পাত্র উপপন্নে পরময়া শ্রদ্ধয়া পরমাদরেণ সমাহিতমনসা সম্প্রতিপাদিতস্য সাক্ষাদপবর্গদ্বারস্য যদ্বিলনিলয়ৈশ্বর্য্যম্ ॥১৯॥

যস্য হ বাব ক্ষুৎপতনপ্রস্খলনাদিষু বিবশঃ সকৃন্নামাভিগৃণন্ পুরুষঃ কর্ম্মবন্ধনমঞ্জসা বিধুনোতি। যস্য হৈব প্রতিবাধনস্তু মুমুক্ষবোঽন্যথৈবোপলভন্তে ॥২০॥

অতলের নিম্নে বিতল নামে ভূবিবর, তথায় ভগবান্ হাটকেশ্বর নামে শিব স্বীয় পার্ষদগণে পরিবৃত ও প্রজাপতির সৃষ্টিবৃদ্ধির নিমিত্ত ভবানীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া আছেন। সেই বিতল হইতেই ভব ও ভবানীর বীর্য্যে 'হাটকী' নামে শ্রেষ্ঠা নদী উৎপন্না হইয়াছে। কোন সময়ে বায়ু দ্বারা বর্দ্ধিত বহ্নি ভব ও ভবানীর শুক্র পান করিতেছিলেন, এবং তিনি ফুৎকার করিয়া ঐ বীর্য্য ত্যাগ করেন, তাহাতে উহা হাটক নামক সুবর্ণ হয়। তত্রস্থ অসুরেন্দ্রদিগের অন্তঃপুরে পুরুষগণ স্ত্রীগণের সহিত ভূষণার্থ সেই সুবর্ণ ধারণ করিতেছেন। ১৭

অতলের অধোদিকে অবস্থিত 'সুতলে' মহাযশস্বী পুণ্যশ্লোক, বিরোচনপুত্র বলি অদ্যাপি বাস করিতেছেন, ভগবান্ উপেন্দ্র মহেন্দ্রের প্রিয় করিবার নিমিত্ত অদিতি হইতে বটু বামনরূপে শরীর পরিগ্রহ করিয়া বলির ত্রিভুবন রাজ্য অপহরণ করেন, পরে তিনিই অনুগ্রহ করিয়া বলিকে সুতলে প্রবেশ করান, সেই স্থানে ইন্দ্রাদিরও যে সম্পদ নাই, তাদৃশ ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া বলি স্বধর্ম্মানুসারে আরাধনীয় সেই ভগবান্‌কে আরাধনা করায় নির্ভয় হইয়া অদ্যাপি তথায় আছেন। ১৮

হে রাজন্! বলিরাজার সুতলে যে ঐরূপ ঐশ্বর্য্য, ইহা তাঁহার সেই ভূমিদানের ফল নহে, ভগবান্ বাসুদেব—যিনি অশেষ জীবসমূহের নিয়ন্তা ও আত্মারাম এবং পরমাত্মস্বরূপ—সেই তীর্থতম পাত্র প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পরমাদরে সমাহিত মনে বলিরাজা যে ভূমি দান করেন, তাহা সাক্ষাৎ মোক্ষের দ্বার, তাহার ফল পরম পুরুষার্থ মুক্তি হইতে পারে, অনিত্য ঐশ্বর্য্য কখনও তাহার ফল হইতে পারে না। ১৯

হাঁচিবার ও পড়িয়া যাইবার কালে অবশ অবস্থায় যাঁহার নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিয়া পুরুষ অনায়াসে কর্ম্মবন্ধনকে বিদূরিত করে, যে কর্ম্মবন্ধনের নিবৃত্তির নিমিত্ত মুমুক্ষুগণ যোগানুষ্ঠানাদি বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। ২০

তদ্ভগবতামাত্মবতাং সর্ব্বেষামাত্মন্যাত্মদ আত্মতমে চ ॥২১॥

ন বৈ ভগবান্ নূনমমুষ্যানুজগ্রাহ। যদুত পুনরাত্মানুস্মৃতিমোষণং মায়াময়ং ভোগৈশ্বর্য্যমেবাতনুতেতি ॥২২॥

যত্তদ্ভগবতানধিগতান্যোপায়েন যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃতস্বশরীরাবশেষিতলোকত্রয়ো বরুণপাশৈঃ সম্প্রতিমুক্তো গিরিদর্য্যাঞ্চাপবিদ্ধ ইতি হোবাচ ॥২৩॥

নূনং বতায়ং ভগবানর্থেষু ন নিষ্ণাতো যোঽসাবিন্দ্রো যস্য সচিবো মন্ত্রায় বৃত একান্ততো বৃহস্পতিস্তমতিহায় স্বয়মুপেন্দ্রেণ আত্মানমযাচত আত্মনশ্চাশিষো নো এব তদ্দাস্যম্। অতিগম্ভীরবয়সঃ কালস্য মন্বন্তরপরিবৃত্তং কিয়ল্লোকত্রয়মিদম্ ॥২৪॥

যস্যানুদাস্যমেবাস্মৎপিতামহঃ কিল বব্রে ন তু স্বং পিত্র্যং যদুতাকুতোভয়ং পদং দীয়মানং ভগবতঃ পরমিতি ভগবতোপরতে খলু স্বপিতরি ॥২৫॥

তস্য মহানুভাবস্যানুপথমমৃজিতকষায়ঃ কো বাস্মদ্বিধঃ পরিহীণভগবদনুগ্রহ উপজিগমিষতীতি ॥২৬॥

সুতরাং ভক্তসমূহের এবং জ্ঞানিগণের যিনি আত্মদ ও আত্মস্বরূপ, সেই ভগবানে সমর্পিত ভূমিদানের ফল উক্ত প্রকার ঐশ্বর্য্য নহে। ২১

ভগবান্ নিশ্চয়ই ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া বলিকে অনুগ্রহ করেন নাই। কারণ, ভোগৈশ্বর্য্য মায়াময় মাত্র, তদ্দ্বারা কেবল উহা ভগবানের স্মরণ বিনষ্ট করিয়া দেয়। ২২

(বলিরাজার একান্ত ভক্তির কথা সবিস্তারে বলিতেছেন) ভগবান্ অনন্যোপায় হইয়া যাচ্ঞাচ্ছলে বলির অধিকৃত ত্রিলোক অপহরণ করেন, বলির শরীরমাত্র অবশিষ্ট ছিল, ইহার পর বলিকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া পর্ব্বতের গুহামধ্যে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু বলি এই প্রকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৩

ঐ দেবরাজ ইন্দ্র নিশ্চয়ই বিদ্বান্ হইলেও পুরুষার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ, কারণ, তিনি মন্ত্রণার জন্য একান্ত সহায় বৃহস্পতিকে বরণ করিয়াছিলেন, তথাপি উপেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারা আমার নিকট ত্রিভুবন প্রার্থনা করিলেন। অথবা মন্ত্রিপ্রবর বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার নিকট হইতে ইত্যাদি, পরন্তু তাঁহার দাস্য প্রার্থনা করিলেন না। এই ত্রিভুবন গম্ভীর বেগবান্ কালের যে মন্বন্তর তাহাতে পরিবৃত, ইহা অতি তুচ্ছ। ২৪

এই কারণে আমাদের পিতামহ (প্রহ্লাদ) সেই ভগবানের নিকট দাস্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং নিজের পিতার মৃত্যুর পর ভগবান্ তাঁহাকে পিতার পদ অর্থাৎ রাজ্য দিতে উদ্যত হইলে ঐ নিষ্কণ্টক রাজ্য তিনি উহা ভগবান্ হইতে ভিন্ন, এই বিবেচনায় গ্রহণ করেন নাই। ২৫

যাহার রাগাদি দোষ পরিক্ষীণ হয় নাই, সুতরাং ভগবদনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত, সেই মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করিবে? ২৬

তস্যানুচরিতমুপরিষ্টাদ্ বিস্তরিষ্যতে। যস্য ভগবান্ স্বয়মখিলজগদ্গুরুর্নারায়ণো দ্বারি গদাপাণিরবতিষ্ঠতে নিজজনানুকম্পিতহৃদয়ঃ। যেনাঙ্গুষ্ঠেন পদা দশকন্ধরো যোজনাযুতাযুতং দিগ্বিজয় উচ্চাটিতঃ ॥২৭॥

ততোঽধস্তাৎ তলাতলে ময়ো নাম দানবেন্দ্রস্ত্রিপুরাধিপতির্ভগবতা ত্রিপুরারিণা ত্রিলোক্যাঃ শং চিকীর্ষুণা নির্দগ্ধস্বপুরত্রয়স্তৎপ্রসাদাল্লব্ধপদো মায়াবিনামাচার্য্যো মহাদেবেন পরিরক্ষিতো বিগতসুদর্শনভয়ো মহীয়তে ॥২৮॥

ততোঽধস্তান্মহাতলে কাদ্রবেয়াণাং সর্পাণাং নৈকশিরসাং ক্রোধবশো নাম গণঃ, কুহক-তক্ষককালিয়সুষেণাদিপ্রধানা মহাভোগবন্তঃ পতত্রিরাজাধিপতেঃ পুরুষবাহাদনবরতমুদ্বিজমানাঃ স্বকলত্রাপত্যসুহৃৎকুটুম্বসঙ্গেন ক্বচিৎ প্রমত্তা বিহরন্তি ॥২৯॥

ততোঽধস্তাদ্রসাতলে দৈতেয়া দানবাঃ পণয়ো নাম নিবাতকবচাঃ কালকেয়া হিরণ্যপুর-বাসিনঃ ইতি বিবুধপ্রত্যনীকা উৎপত্ত্যা মহৌজসো মহাসাহসিনো ভগবতঃ সকললোকানুভাবস্য হরেরেব তেজসা প্রতিহতবলাবলেপা বিলেশয়া ইব বসন্তি। যে বৈ সরময়েন্দ্রদূত্যা বাগ্ভির্মন্ত্র-বর্ণাভিরিন্দ্রাদ্বিভ্যতি ॥৩০॥

তাঁহার চরিত্র পরে বিস্তার করিয়া বলিব। (হে রাজন্! বলি রাজার মাহাত্ম্য আর কি বলিব) নিখিল জগতের গুরু ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং হস্তে গদা ধারণ করিয়া যাঁহার দ্বারে ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পাপূর্ণ হৃদয়ে দ্বারপালরূপে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। একদা দশকন্ধর রাবণ বলির দ্বারে প্রবেশ করিতে-ছিল, তখন ভগবান্ আপনার পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহাকে অযুত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ২৭

সুতলের অধোদিকে তলাতল নামক অধো-বিবরে ত্রিপুরাধিপতি দানবেন্দ্র ময় বাস করেন। ত্রিলোকের মঙ্গলেচ্ছু ভগবান্ ত্রিপুরারি ময় দানবের পুরত্রয় দগ্ধ করেন, তৎপর মায়াবিগণের আচার্য্য ময় দানব শঙ্করের প্রসাদে তলাতলে স্থান লাভ করেন এবং মহাদেব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হওয়ায় ভগবানের সুদর্শন চক্র হইতে নির্ভয় হইয়াছেন ও তথায় পূজিত হইতেছেন। ২৮

তলাতলের অধোভাগে মহাতল, সেখানে অনেক ফণাধারী ক্রোধবশগ কদ্রুনন্দন সর্পগণ বাস করে, তাহাদের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণাদি প্রধান, তাহারা মহাভোগ অর্থাৎ বিপুল শরীরযুক্ত এবং ভগবানের বাহন পক্ষিরাজ গরুড়ের ভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে, কদাচিৎ অনবধানতাপ্রযুক্ত পুত্র-কলত্র-সুহৃৎ-কুটুম্ব সঙ্গে কোন কোন স্থানে বিহার করিয়া থাকে। তাহারও অধোদেশে রসাতল নামক স্থানে যে দেবতাদের শত্রু, নিবাত কবচাদি দৈত্যগণ, কালকেয়াদি দানবগণ, হিরণ্যপুরবাসী অসুরগণ বাস করে, তাহারা জন্মাবধি মহাবলসম্পন্ন, মহা সাহসী, সকল লোকে যাঁহার প্রভাব সেই ভগবান্ হরির তেজোদ্বারা তাহারা বিনষ্টগর্ব্ব হইয়া বিবর-শায়ী সর্পাদির ন্যায় তথায় বাস করিতেছে। তাহারা এখনও ইন্দ্রদূতী সরমার মন্ত্ররূপ বাক্য দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র হইতে ভয় পায়। ২৯-৩০

বিবৃতি—এই বিষয়ে প্রাচীন একটি ইতিহাস আছে। পুরাকালে অসুরগণ দেবতাদের ধেনুসকল অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র তাহাদের অনুসন্ধানার্থ সরমা নাম্নী দেবশুনীকে প্রেরণ করেন।

ততোঽধস্তাৎ পাতালে নাগলোকপতয়ো বাসুকিপ্রমুখাঃ শঙ্খ-কুলিক-মহাশঙ্খশ্বেতধনঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র শঙ্খচূড়-কম্বলাশ্বতর-দেবদত্তাদয়ো মহাভোগিনো মহামর্ষা নিবসন্তি। যেষামুহ বৈ পঞ্চ-সপ্তদশশত-সহস্রশীর্ষাণাং ফণাসু বিরচিতা মহামণয়ো রোচিষ্ণবঃ পাতালবিবরতিমিরনিকরং স্বরোচিষা বিধমন্তি ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে বিবরতলোপবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

রসাতলের অধোভাগে পাতাল নামক স্থানে নাগলোকপতি বাসুকিপ্রমুখ শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বলাশ্বতর, দেবদত্ত প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ফণাধারী সর্পগণ বাস করে, যাহাদের পঞ্চ, সপ্ত, দশ, এমন কি, সহস্র মস্তক আছে। উহাদের মস্তকস্থ ফণাসকলে বিরাজিত অত্যুজ্জ্বল মহামণি সকল নিজ দীপ্তি দ্বারা পাতাল-বিবরের অন্ধকারসমূহ দূরীভূত করিয়া থাকে। ৩১

ইন্দ্রের দূতী সরমাকে দেখিয়া, আমরা যে চুরি করিয়া আনিয়াছি, তাহা এ শুনী জানিতে পারিয়াছে, এই শঙ্কায় তাহারা সন্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিয়াছিল, সরমে! তুমি কি ইচ্ছা কর? কিন্তু সরমার সন্ধি করিতে ইচ্ছা না থাকায় সে ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া তাহাদিগকে বলিল, অরে দানবগণ! তোমরা ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইবে, শীঘ্র পলায়ন কর, তৎশ্রবণে অসুরগণ ভীত হইয়াছিল। ৩০

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং যং সঙ্কর্ষণ ইত্যাচক্ষতে ॥১॥

যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্ত্তেঃ সহস্রশিরস একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ॥২॥

যস্য হ বা ইদং কালেনোপসঞ্জিহীর্ষতোঽমর্ষবিরচিতরুচিরভ্রমদ্‌ভ্রুবোরন্তরেণ সঙ্কর্ষণো নাম রুদ্র একাদশব্যূহস্ত্র্যক্ষস্ত্রিশিখং শূলমুত্তম্ভয়ন্নুদতিষ্ঠৎ ॥৩॥

যস্যাঙ্ঘ্রিকমলযুগলারুণবিশদ-নখমণিষণ্ডমণ্ডলেষ্বাদর্শেষ্বহিপতয়ঃ সহ সাত্বতর্ষভৈরেকান্ত-ভক্তিযোগেনাবনমন্তঃ স্ববদনানি পরিস্ফুরৎকুণ্ডলপ্রভামণ্ডলীমণ্ডিত-গণ্ডস্থলান্যতিমনোহরাণি প্রমুদিতমনসঃ খলু বিলোকয়ন্তি ॥৪॥

যস্যৈব হি নাগরাজকুমার্য্য আশিষ আশাসানাশ্চার্ব্বঙ্গবলয়-বিলসিত-বিশদবিপুলধবলসুভগ-রুচিরভুজরজতস্তম্ভেষ্বগুরুচন্দনকুঙ্কুমপঙ্কানুলেপেনাবলিম্পমানাস্তদভিমর্ষণোন্মথিত--হৃদয়--মকর-ধ্বজাবেশ-রুচির-ললিতস্মিতাস্তদনুরাগমদমুদিতমদাবিঘূর্ণিতারুণকরুণাবলোক--নয়নবদনারবিন্দং সব্রীড়ং কিল বিলোকয়ন্তি ॥৫॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! পাতালের মূলদেশে ত্রিংশৎ সহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের এক তামসী কলা (অংশ) আছে, তাঁহার নাম অনন্ত, সাত্বত তন্ত্রনিষ্ঠ ভক্তগণ চতুর্ব্যূহোপাসনায় তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। সঙ্কর্ষণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অভিমান যাঁহার চিহ্ন, সেই অহঙ্কারের অধিষ্ঠান দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ১

সেই ভগবান্ সহস্রশীর্ষ অনন্তমূর্ত্তির একটি মস্তকে ধ্রিয়মাণ এই ভূমণ্ডল একটি সিদ্ধার্থের (শ্বেত সর্ষপের) ন্যায় দেখা যায়। ২

প্রলয়কালে যে অনন্ত এই বিশ্ব উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ক্রোধবশে ঘূর্ণায়মান ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হইতে সঙ্কর্ষণ নামে রুদ্র—যিনি একাদশ ব্যূহ' ত্রিনয়ন—তিনি ত্রিশূল উদ্যত করিয়া হয়েন। ৩

যাঁহার চরণযুগলের অরুণবর্ণ অথচ অতি নির্ম্মল নখরূপ মণিমণ্ডল দর্পণস্বরূপ হওয়ায় তন্মধ্যে নাগপতিগণ প্রধান প্রধান ভক্তগণের সহিত ভক্তি-যোগে নমস্কার করিতে করিতে প্রহৃষ্ট মনে স্ব স্ব বদনের প্রতিবিম্ব অবলোকন করিতেছেন। নাগ-পতিগণের কর্ণমূলে অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডল দেদীপ্যমান থাকায় তদীয় প্রভামণ্ডল দ্বারা গণ্ডস্থল অতিশয় মণ্ডিত হয়। ৪

নাগরাজ-কুমারীগণ স্ব স্ব কল্যাণকামনায় যাঁহার অঙ্গবলয়ে বিলসিত বিশদ বিপুল ধবল-সুন্দর মনোহর রজতস্তম্ভরূপ বাহু সকলে অগুরুচন্দন, কুঙ্কুমপঙ্ক অনুলেপন করেন, এবং ভুজস্পর্শ মাত্র মকরধ্বজের উদ্ভব হওয়ায় মধুর হাস্য করেন, এবং ভগবানের অনুরাগ ও মদে মুদিত এবং মদবিঘূর্ণিত অরুণবর্ণ নয়নযুক্ত বদনারবিন্দ লজ্জাসহকারে অবলোকন করিয়া থাকেন। ৫

স এষ ভগবাননন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেব উপসংহৃতামর্ষ-রোষবেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে ॥৬॥

ধ্যায়মানঃ সুরাসুরোরগসিদ্ধ-গন্ধর্ববিদ্যাধরমুনিগণৈরনবরত-মদমুদিত-বিকৃত বিহ্বল-লোচনঃ সুললিতমুখরিকামৃতেনাপ্যায়মানঃ স্বপার্ষদবিবুধ-যূথপতীনপরিম্লান-রাগ-নবনবতুলসিকামোদ-মধ্বাসবেন মাদ্যন্মধুকরব্রাতমধুরগীতশ্রিয়ং বৈজয়ন্তীং স্বাং বনমালাং নীলবাসা এককুণ্ডলো হলককুদি কৃতসুভগসুন্দরভুজো ভগবান্মহেন্দ্র-বারণেন্দ্র ইব কাঞ্চনীং কক্ষ্যামুদারলীলো বিভর্ত্তি ॥৭॥

য এষ এবমনুশ্রুতোঽভিধ্যায়মানো মুমুক্ষূণামনাদিকালকর্ম্মবাসনাগ্রথিতমবিদ্যাময়ং হৃদয়-গ্রন্থিং সত্ত্বরজস্তমোময়মন্তর্হৃদয়ং গত আশু নির্ভিনত্তি। তস্যানুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ তুম্বুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সংশ্লোকয়ামাস ॥৮॥

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্ নানাঽধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥৯॥
মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যামাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ ॥ ১০ ॥

সেই অনন্তগুণসাগর ভগবান্ আদিদেব অনন্ত আপনার অমর্ষ ও রোষের আবেগ উপসংহার করিয়া সকল লোকের মঙ্গলের জন্য ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। সুর, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক ধ্যায়মান, এবং অনবরত মদ-মুদিত বিকৃতবিহ্বল নয়ন ও সুললিত বচনামৃত দ্বারা সেই ভগবান্ অনন্ত নিজ পার্ষদ দেববৃন্দকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করেন, তিনি নীলবাস, এক কুণ্ডলধারী হলের পৃষ্ঠে সুভগ ও সুন্দর হস্ত রক্ষা করেন, এবং দেবরাজ যেমন কাঞ্চনময়ী গজরজ্জু ধারণ করেন, তাঁহার ন্যায় তিনি বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিতেছেন, ঐ মালার মধ্যস্থ অম্লান নবীন তুলসীর সুরভি মধুরসে মধুকরগণ মত্ত হওয়ায় তাহাদের মধুর গীতে চমৎকার শ্রী ধারণ করিতেছে। ৬-৭

এই ভগবান্ অনন্ত ধ্যায়মান হইয়া মুমুক্ষুজন-গণের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করেন ও তাহাদের অনাদিকাল সঞ্চিত কর্ম্মবাসনায় গ্রথিত অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া দেন, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সভায় তুম্বুরুর সহিত সেই ভগবান্ অনন্তের মহিমা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৮

এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ সত্ত্বাদি প্রকৃতি গুণ সকল যাঁহার কটাক্ষমাত্র স্ব স্ব কার্য্য-করণে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহার স্বরূপ অনাদি ও অনন্ত, যিনি একমাত্র বস্তুস্বরূপ হইয়া আপনাতে নানা কার্য্য-প্রপঞ্চ বিধান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মরূপী ভগবানের তত্ত্ব লোকে কি প্রকারে জানিতে পারে? ৯

যে মূর্ত্তিতে এই সৎ ও অসৎ উভয়ই প্রকাশ পায়, তিনি আমাদের ভক্তজনের প্রতি মহা অনু-গ্রহ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। স্বীয় ভক্তজনের মন বশীভূত করিবার জন্য মহা বলশালী ভগবান্ যে লীলা করিয়াছিলেন, সিংহও সেই অনিন্দ্য লীলার অনুকরণ করিয়া থাকে, অথবা ভগবান্ মৃগপতিমূর্ত্তি অর্থাৎ যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তজনের মন বশীভূত করিবার নিমিত্ত যে বরাহলীলা করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন্ মুমুক্ষু ব্যক্তি আশ্রয় করিতে পারেন? ১০

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মাদার্ত্তো বা য পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥১১॥
মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বম্ ।
আনন্ত্যাদবিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥১২॥
এবম্প্রভাবো ভগবাননন্তো দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥১৩॥

এতা হ্যেবেহ নৃভিরুপগন্তব্যা গতয়ো যথাকর্ম্ম বিনির্ম্মিতা যথোপদেশমনুবর্ণিতাঃ কামান্ কাময়মানৈঃ ॥১৪॥

এতাবতীর্হি রাজন্ পুংসঃ প্রবৃত্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য বিপাকগতয় উচ্চাবচা বিসদৃশা যথাপ্রশ্নং ব্যাচখ্যে কিমন্যৎ কথয়ামীতি ॥১৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে সঙ্কর্ষণমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

যদি কোন পতিত অর্থাৎ মহা পাতকী ব্যক্তি অন্যের নিকট শ্রুত ভগবানের নাম কীর্ত্তন করে, কিম্বা আর্ত্ত (পীড়িত) হইয়া অথবা পরিহাসচ্ছলে অকস্মাৎ নামকীর্ত্তন করে, তবে তাহার সকল পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, এবং অন্য শ্রবণকারী মানবগণের পাপও নষ্ট হয়, সে যে সদ্যই পবিত্র হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি থাকিতে পারে! অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবান্ অনন্ত ব্যতীত অন্য কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? ১১

সহস্রশীর্ষা ভগবানের একটি মস্তকে অতি ক্ষুদ্র পদার্থের ন্যায় সরিৎ, সাগর, পর্ব্বত ও জীবনিবহ-যুক্ত ভূখণ্ড অর্পিত হইয়া রহিয়াছে, আর যাঁহার বিক্রম আনন্ত্যপ্রযুক্ত অপরিমিত, কোন্ ব্যক্তি সহস্রজিহ্বা লাভ করিয়াও সেই মহাকায় বহুরূপ মহাবীর্য্য পরমেশ্বরের বীর্য্য গণনা করিবে? ভগবান্ অনন্তদেব এইরূপ প্রতাপশালী, তাঁহারও অনুভাবের অন্ত নাই। কিন্তু তিনি ভূমির মূলে স্থিত ও নিজেই নিজের আধার হইয়া অবলীলাক্রমে লোকস্থিতির নিমিত্ত এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। ১২-১৩

হে রাজন্! আমি যেমন উপদেশ পাইয়াছি, তদনুসারে সকল বিষয় বর্ণন করিলাম, যাঁহারা নানাবিধ কামনা করেন, তাদৃশ মানুষগণ এইরূপ কর্ম্মগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪

হে রাজন্! প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের এই প্রকার ফলভূত গতি উচ্চ-নীচ এবং বিসদৃশ হইয়া থাকে, তোমার প্রশ্নানুসারে যথাযথরূপে আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি। এক্ষণে অন্য কি বলিব, তাহা বল। ১৫

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

মহর্ষ এতদ্বৈচিত্র্যং লোকস্য কথমিতি ॥১॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

ত্রিগুণত্বাৎ কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধয়া কর্ম্মগতয়ঃ পৃথগ্‌বিধাঃ সর্ব্বা এব সর্ব্বস্য তারতম্যেন ভবন্তি ॥২॥

অথেদানীং প্রতিষিদ্ধলক্ষণস্যাধর্ম্মস্য তথৈব কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধায়া বৈসাদৃশ্যাৎ কর্ম্মফলং বিসদৃশং ভবতি যা হ্যনাদ্যবিদ্যাকৃতকামানাং তৎপরিণামলক্ষণাঃ সৃতয়ঃ সহস্রশঃ প্রবৃত্তাস্তাসাং প্রাচুর্য্যেণানুবর্ণয়িষ্যামঃ ॥৩॥

শ্রীরাজোবাচ।

নরকা নাম ভগবন্ কিং দেশবিশেষা অথবা বহিস্ত্রিলোক্যা আহোস্বিদন্তরাল ইতি ॥৪॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাদ্ যস্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি ॥৫॥

যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু পরেতেষু যথাকর্ম্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিতভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি ॥৬॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! লোকদিগের এরূপ বিচিত্র গতি কেন হয়? ১

(কর্ম্ম সমান হইলেও শ্রদ্ধাবৈচিত্র্য নিবন্ধন ফলবৈচিত্র্য হয় ইহা বলিতেছেন) শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কর্ত্তার ত্রিগুণত্ব নিবন্ধন শ্রদ্ধানুসারে সকলেরই সকল প্রকার গতি তারতম্যানুসারে হয়। অর্থাৎ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসহকারে কর্ম্মকর্ত্তা সুখী, রাজসী শ্রদ্ধাসহকারে কর্ম্মকর্ত্তা দুঃখী ও তামসী শ্রদ্ধাসহকারে কর্ম্মকর্ত্তা মূঢ় হয়েন, সুতরাং শ্রদ্ধার তারতম্য থাকায় সকলেরই সকল প্রকার গতি তারতম্যরূপে হইয়া থাকে। ২

প্রতিষিদ্ধ লক্ষণ অধর্ম্মের এবং কর্ত্তার শ্রদ্ধার বৈসাদৃশ্য নিবন্ধন কর্ম্মফল বিসদৃশ হয়। অনাদি অবিদ্যাকৃত কামনা সকলের পরিণামরূপ যে সহস্র সহস্র প্রকার নরক-গতি হইয়া থাকে, এক্ষণে সে সকল কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিব। ৩

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! নরক সকল কি ভূমিস্থ কোন দেশবিশেষ অথবা ত্রিলোকীর বাহিরে কিম্বা ইহার অন্তরালে? ৪

শুকদেব বলিলেন, ত্রিলোকীর মধ্যেই দক্ষিণদিকে ভূমির নীচে এবং জলের উপরে, যে দিকে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে স্ব স্ব গোত্রজ ব্যক্তিবর্গের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন। ৫

হে তাত! যে স্থানে সূর্য্যনন্দন ভগবান্ পিতৃরাজ ভগবানের শাসন উল্লঙ্ঘন না করিয়া পার্ষদগণসহ নিজ রাজ্যে আনীত মৃত প্রাণিগণের নিন্দিত দোষযুক্ত কর্ম্মের জন্য দণ্ড বিধান করেন। ৬

তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি। অথ তাংস্তে রাজন্ নামরূপলক্ষণতোঽনুক্রমিষ্যামঃ। তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং শূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশস্তপ্তশূর্ম্মির্বজ্রকণ্টকশাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃপানমিতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দ্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ পর্য্যাবর্ত্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতির্নরকা বিবিধযাতনাভূময়ঃ ॥৭॥

তত্র যস্তু পরবিত্তাপত্যকলত্রাণ্যপহরতি স হি কালপাশবদ্ধো যমপুরুষৈরতিভয়ানকৈস্তামিস্রে নরকে বলান্নিপাত্যতে। অনশনানিপানদণ্ডতাড়নসন্তর্জনাদিভির্যাতনাভির্যাত্যমানো জন্তুর্যত্র কশ্মল মাসাদিত একদৈব মূর্চ্ছামুপযাতি তামিস্রপ্রায়ে ॥৮॥

এবমেবান্ধতামিস্রে যস্তু বঞ্চয়িত্বা পুরুষং দারাদীনুপযুঙ্‌ক্তে। যত্র শরীরী নিপাত্যমানো যাতনাস্থো বেদনয়া নষ্টমতির্নষ্টদৃষ্টিশ্চ ভবতি যথা হি বনস্পতির্বৃশ্চ্যমানমূলস্তস্মাদন্ধতামিস্রং তমুপদিশন্তি ॥৯॥

যস্ত্বিহ বা এতদহমিতি মমেদমিতি ভূতদ্রোহেণ কেবলং স্বকুটুম্বমেবানুদিনং প্রপুষ্ণাতি স তদিহ বিহায় স্বয়মেব তদশুভেন রৌরবে নিপততি ॥১০॥

কোন কোন ঋষি সেই দেশে একবিংশতি সংখ্যক নরক আছে বলিয়া গণনা করেন। হে রাজন্! সেই সকল নরকের নাম, রূপ, লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তোমার নিকট বর্ণন করিব। একবিংশতি সংখ্যক নরকের নাম এইরূপ, যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্র, বন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকূট, কণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান। এতদ্ব্যতীত ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধিন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ এই সপ্তনরক আছে, অতএব সর্ব্বসমেত অষ্টাবিংশতি সংখ্যক নরক ঐ সকল বিবিধ যাতনার স্থান। ৭

হে রাজন্! তন্মধ্যে যে পুরুষ পরের ধন, পরস্ত্রী বা পরের পুত্র অপহরণ করে, ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করেরা তাহাকে ঘোরতর কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপূর্ব্বক তামিস্র নামক নরকে পাতিত করে। সেই অন্ধকারপ্রায় নরকে পাত্যমান পুরুষ অশন-পান অভাবে এবং দণ্ডতাড়ন ও তর্জ্জন ইত্যাদি বিবিধ যাতনায় পীড্যমান হইয়া এক সময়েই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। ৮

যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার দারাদি উপভোগ করে, সে দুরাত্মা এইরূপ অন্ধতামিস্র নামক নরকে পাতিত হয়। যে নরকে পীড্যমান-যাতনাস্থিত পুরুষ বেদনায় নষ্টস্মৃতি ও নষ্টদৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন বৃক্ষের মূলদেশ ছিন্ন হইলে সে পড়িয়া যায়, তদ্রূপ যাতনান্ধ ব্যক্তিও নরকে পতিত হয়। অন্ধ হয় বলিয়া ঋষিরা উক্ত নরককে অন্ধতামিস্র বলিয়া থাকেন। ৯

যে ব্যক্তি এই শরীরই আমি, এই অভিমান-নিবন্ধন অন্য প্রাণিদ্রোহ করিয়া কেবল স্বকুটুম্ববর্গকে পোষণ করে, সে ব্যক্তি ঐ দেহ ও কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া তজ্জন্য পাপে স্বয়ং রৌরব নরকে পতিত হয়। ১০

যে ত্বিহ যথৈবামুনা বিহিংসিতা জন্তবঃ পরত্র যমযাতনা উপগতং ত এব রুরবো ভূত্বা তথা তমেব বিহিংসন্তি তস্মাদ্রৌরবমিত্যাহুঃ। রুরুরিতি সর্পাদতিক্রূরসত্ত্বস্যাপদেশঃ ॥১১॥

এবমেব মহারৌরবো যত্র নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদা নাম রুরবস্তং ক্রব্যেণ ঘাতয়ন্তি যঃ কেবলং দেহম্ভরঃ ॥১২॥

যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমুত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈল উপরন্ধয়ন্তি ॥১৩॥

যস্ত্বিহ ব্রহ্মধ্রুক্ স কালসূত্রসংজ্ঞকে নরকেঽযুতযোজনপরিমণ্ডলে তাম্রময়ে তপ্তে খলে উপর্য্যধস্তাদগ্ন্যর্কাভ্যামভিতপ্যমানেঽভিনিবেশিতঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাঞ্চ দহ্যমানান্তর্ব্বহিঃশরীর আস্তে শেতে চেষ্টতেঽবতিষ্ঠতে পরিধাবতি চ যাবন্তি পশুরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ॥১৪॥

যস্ত্বিহ বৈ নিজবেদপথাদনাপদ্যপগতঃ পাষণ্ডঞ্চোপগতস্তমসিপত্রবনং প্রবেশ্য কশয়া প্রহরন্তি তত্র হাসাবিতস্ততো ধাবমান উভয়তো ধারৈস্তালবনাসিপত্রৈশ্ছিদ্যমানসর্ব্বাঙ্গো হা হতোঽস্মীতি পরময়া বেদনয়া মূর্চ্ছিতঃ পদে পদে নিপততি স্বধর্ম্মহা পাষণ্ডানুগমনফলং ভুঙক্তে ॥১৫॥

ইহলোকে মানব যে সকল জন্তুকে যে প্রকারে হিংসা করে, সে আপনার কৃত কর্ম্মদোষে পরলোকে যমযাতনা প্রাপ্ত হইলে সেই সকল হিংসিত প্রাণী রুরু হইয়া সেই প্রকারে তাহাকে হিংসা করে, অতএব ঋষিরা ঐ নরককে রৌরব বলিয়া থাকেন। সর্প হইতে অতিশয় ক্রূর প্রাণীর নাম রুরু। ১১

মহারৌরব নরকও এই প্রকার, যে ব্যক্তি ইহলোকে প্রাণিপীড়ন করিয়া কেবল আত্মদেহ পোষণ করে, সে ঐ মহারৌরব নরকে পতিত হয়, সেখানে ক্রব্যাদ নামে রুরুগণ মাংস গ্রহণার্থ তাহাকে বিবিধ যাতনা দিয়া বিনষ্ট করে। ১২

যে উগ্রস্বভাব মানব ইহলোকে পশু বা পক্ষিগণকে নিজের প্রাণপোষণার্থ বধ করিয়া তাহাদের মাংস পাক করে, সেই নির্দ্দয় রাক্ষসগণেরও গর্হিত সেই ব্যক্তিকে পরকালে যমের অনুচরগণ কুম্ভীপাক নরকে তপ্ত তৈলে পাক করে। ১৩

যে পুরুষ এই সংসারে ব্রাহ্মণদ্রোহ করে, সে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নরক অযুত যোজন বিস্তৃত, এবং তাম্রময় অত্যুষ্ণ সমভূমি, ব্রাহ্মণহিংসক ঐ নরকে থাকিয়া উপরে সূর্য্যের কিরণে ও নিম্নে অগ্নির উত্তাপে সন্তাপিত হইতে, ক্ষুধায় ও পিপাসায় তাহার দেহের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ সতত দগ্ধ হইতে থাকে, সে ঐরূপ যাতনায় পীড়িত হইয়া কখন শয়ন, কখন উপবেশন, কখন দণ্ডায়মান, কখন বা চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া বেড়ায়। পশুদেহে যত সংখ্যক রোম আছে, তত সহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।১৪

যে পুরুষ অনাপৎ কালে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার বেদমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া পাষণ্ড ধর্ম্ম অবলম্বন করে, যমানুচরগণ তাহাকে অসিপত্রবন নামক নরকে প্রবেশ করাইয়া কশা দ্বারা প্রহার করে, সেই অসিপত্রবনে ঐ ব্যক্তি ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, তাহাতে উভয় দিকে ধারবিশিষ্ট তালবনের অসিপত্র দ্বারা তাহার গাত্র সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইতে থাকে, তখন সেই দুরাত্মা 'হায় আমি হত হইলাম' এই বলিয়া পরম বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং এইরূপে সেই স্বধর্ম্মত্যাগী পুরুষ পাষণ্ড মতাবলম্বনের ফলভোগ করিয়া থাকে। ১৫

যস্ত্বিহ বৈ রাজা রাজপুরুষো বাঽদণ্ড্যে দণ্ডং প্রণয়তি ব্রাহ্মণে বা শরীরদণ্ডং স পাপীয়ান্ নরকেঽমুত্র শূকরমুখে নিপততি। তত্রাতিবলৈর্নিষ্পিষ্যমাণাবয়বো যথৈবেহেক্ষুদণ্ড আর্ত্তস্বরেণ স্বনয়ন্ ক্বচিন্মূর্চ্ছিতঃ কশ্মলমুপগতো যথৈবেহাদৃষ্টদোষা উপরুদ্ধাঃ ॥১৬॥

যস্ত্বিহ বৈ ভূতানামীশ্বরোপকল্পিত-বৃত্তীনামবিবিক্তপরব্যথানাং স্বয়ং পুরুষোপকল্পিতবৃত্তির্বিবিক্তপরব্যথো ব্যথামাচরতি স পরত্রান্ধকূপে তদভিদ্রোহেণ নিপততি। তত্র হাসৌ তৈস্তৈর্জন্তুভিঃ পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপমশকযূকামৎকুণমক্ষিকাদিভির্যে কে চাভিদ্রুগ্ধাস্তৈঃ সর্ব্বতোঽভিদ্রুহ্যমাণস্তমসি বিহিতনিদ্রানির্ব্বৃতিরলব্ধাবস্থানঃ পরিক্রামতি যথা কুশরীরে জীবঃ ॥১৭॥

যস্ত্বিহ বা অসংবিভজ্যাশ্নাতি যৎ কিঞ্চনোপনতমনির্ম্মিতপঞ্চযজ্ঞো বায়সসংস্তুতঃ স পরত্র কৃমিভোজনে নরকাধমে নিপততি। তত্র শতসহস্রযোজনে কৃমিকুণ্ডে কৃমিভূতঃ স্বয়ং কৃমিভিরেব ভক্ষ্যমাণঃ কৃমিভোজনো যাবৎ তদপ্রত্তাপ্রহুতাদোঽনির্ব্বেশমাত্মানং যাতয়তি ॥১৮॥

যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি দণ্ড প্রণয়ন করেন, অথবা ব্রাহ্মণ জাতির উপরে শারীরদণ্ড বিধান করেন, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পরকালে শূকরমুখ নামক নরকে পতিত হয়।

ঐ নরকে অতিশয় বলশালী যমকিঙ্করেরা লোকে যেমন ইক্ষুদণ্ড নিষ্পীড়ন করে, সেইরূপ ঐ রাজা বা রাজপুরুষের সকল অবয়ব নিপীড়িত করে, তাহাতে ঐ সকল পাপী আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকে, আর যেমন ইহকালে অদৃষ্টদোষে অথচ চৌর্য্যাপরাধে উপরুদ্ধ ব্যক্তিগণ মোহ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ রাজা বা রাজপুরুষ মোহিত ও মূর্চ্ছিত হয়। ১৬

পরমেশ্বর যাহাদের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ বিধান করিয়াছেন, এবং বিবেকবলে পরের ব্যথা অনুভব করিতে সমর্থ, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকল্পিত পররক্তাদি পান যাহাদের জীবিকা এবং যাহারা পরের ব্যথা বুঝিতে পারে না, তাদৃশ প্রাণিবর্গের পীড়া প্রদান করে, তাহা হইলে তজ্জন্য পাপে পরকালে সে ব্যক্তি অন্ধকূপ নামক নরকে নিপতিত হয়। ঐ সকল প্রাণী অর্থাৎ পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মশক, যূক, মৎকুণ এবং মক্ষিকা প্রভৃতি যে কোন প্রাণী ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক হিংসিত হয়, তাহারা চারিদিক্ হইতে ঐ ব্যক্তিকে তাহার প্রতিহিংসা করে, এবং অন্ধকারে নিদ্রারূপ নিবৃত্তি লাভ করিতে না পারায় কুত্রাপি অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, যেমন জীব কুৎসিত শরীরমধ্যে ভ্রমণ করিয়া দুঃখ পায়, তাহার ন্যায়। ১৭

যে ব্যক্তি পঞ্চ-মহাযজ্ঞ করে না এবং যাহা কিছু খাদ্য-দ্রব্য উপনীত হয়, তাহা সম্যক্‌রূপে বিভাগ করিয়া না দিয়া আপনি ভোজন করে, ঋষিগণ তাহাকে কাকতুল্য বলিয়া বর্ণন করেন, সে পরলোকে কৃমিভোজন নামক অধম নরকে পতিত হয়। সেই লক্ষযোজন বিস্তৃত কৃমিভোজন-কুণ্ডে পড়িয়া স্বয়ং কৃমি হয় ও ঐ সকল কৃমি ভোজন করে ও কৃমিগণও তাহাকে ভক্ষণ করে, যে পর্য্যন্ত সেই অনুষ্ঠানহীন ও অসম্যক্‌বিভাগী প্রায়শ্চিত্তহীন ব্যক্তির পাপক্ষয় না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত আত্মাকে নানা যাতনা ভোগ করায়। ১৮

যস্ত্বিহ বৈ স্তেয়েন বলাদ্বা হিরণ্যরত্নাদীনি ব্রাহ্মণস্যাপহরত্যন্যস্য বানাপদি পুরুষস্তমমুত্র রাজন্ যমপুরুষা অয়স্ময়ৈরগ্নিপিণ্ডৈঃ সন্দংশৈস্ত্বচি নিষ্কুষন্তি ॥১৯॥

যস্ত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া শূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া শূর্ম্ম্যা ॥২০॥

যস্ত্বিহ বৈ সর্ব্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্ত্তমানং বজ্রকণ্টকশাল্মলীমারোপ্য নিষ্কর্ষন্তি ॥২১॥

যে ত্বিহ বৈ রাজন্যা রাজপুরুষা বাহপাষণ্ডা ধর্ম্মসেতূন্ ভিন্দন্তি তে সম্পরেত্য বৈতরণ্যাং নিপতন্তি ভিন্নমর্য্যাদাস্তস্যাং নিরয়পরিখাভূতায়াং নদ্যাং যাদোগণৈরিতস্ততো ভক্ষ্যমাণা আত্মনা ন বিযুজ্যমানাশ্চাসুভিরুহ্যমানাঃ স্বাঘেন কর্ম্মপাকমনুস্মরন্তো বিন্মূত্র পূয়-শোণিত-কেশ-নখাস্থি-মেদোমাংসবসাবাহিন্যামুপতপ্যন্তে ॥২২॥

যে ত্বিহ বৈ বৃষলীপতয়ো নষ্টশৌচাচারনিয়মাস্ত্যক্তলজ্জাঃ পশুচর্য্যাং চরন্তি তে চাপি প্রেত্য পূয়-বিণ্মূত্র-শ্লেষ্ম-লালাপূর্ণার্ণবে নিপতন্তি তদেবাতিবীভৎসিতমশ্নন্তি ॥২৩॥

যে ত্বিহ বৈ শ্বগর্দ্দভপতয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো মৃগয়াবিহারা অতীর্থে চ মৃগান্ নিঘ্নন্তি তানপি সম্পরেতাঁল্লক্ষ্যভূতান্ যমপুরুষা ইষুভির্বিধ্যন্তি ॥২৪॥

যে পুরুষ ইহকালে বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের স্বর্ণরত্নাদি অপহরণ করে, অথবা অনাপৎকালে অন্য ব্যক্তির স্বর্ণরত্নাদি চৌর্য্য দ্বারা বা বলপূর্ব্বক হরণ করে, পরকালে সেই পুরুষকে, হে রাজন্! যমকিঙ্করগণ লৌহনির্ম্মিত অগ্নিপিণ্ড সদৃশ সন্দংশ দ্বারা (সাঁড়াশী) ত্বক্ সকলকে ছেদন করে অর্থাৎ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত সাঁড়াশী দিয়া সেই ব্যক্তির চর্ম্ম সকল ছিঁড়িয়া ফেলে। ১৯

আর যে পুরুষ অগম্যা স্ত্রী গমন করে, অথবা যে স্ত্রী অগম্য পুরুষের উপগতা হয়, পরকালে ঐ উভয়কে যমকিঙ্করগণ কশা দ্বারা তাড়না করে এবং উত্তপ্ত লৌহময়ী স্ত্রীপ্রতিমা পুরুষকে এবং পুরুষরূপ তপ্ত লৌহমূর্ত্তি স্ত্রীকে আলিঙ্গন করায়। ২০

যে ব্যক্তি ইহলোকে পশ্বাদি অভিগমন করে, পরকালে নরকে পতিত তাহাকে যমানুচরগণ বজ্রতুল্য কণ্টকময় শাল্মলীর উপরে চড়াইয়া টানিতে থাকে। ২১

যে সকল সৎকুলোৎপন্ন রাজন্য বা রাজপুরুষ ধর্ম্ম-মর্য্যাদা ভেদ করে, তাহারা মৃত্যুর পর বৈতরণীতে পতিত হয়। নরক সকলের পরিখাস্বরূপ ঐ নদীতে ভ্রাম্যমাণ জলজন্তু সকল কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমান হয় এবং তাহাতে তাহাদের আত্মা বিযুক্ত বা প্রাণ বিগত হয় না, তাহারা অধর্ম্ম জন্য আপনাদের এই কর্ম্মবিপাক স্মরণ করে ও বিষ্ঠা, মূত্র, পূয়, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস, বসাবাহিনী সেই নদীতে পতিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে উত্তপ্ত হয়। ২২

এই সংসারে যাহারা শূদ্রাপতি হইয়া স্ব স্ব শৌচ আচার ও নিয়ম নষ্ট করে এবং নির্লজ্জ হইয়া পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচার করে, তাহারা মৃত্যুর পর পরলোকে পূয়, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা ও লালাপূর্ণ সমুদ্রে পতিত হয় এবং অতি বীভৎস ঐ সকল বস্তু ভক্ষণ করে। ২৩

হে রাজন্! যে সকল কুক্কুর ও গর্দ্দভপতি ব্রাহ্মণাদিগণ ইহ সংসারে মৃগয়াপরায়ণ হইয়া বিহিত স্থানের অন্যত্র মৃগ সকলকে নিহত করে, মৃত্যুর পর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যমপুরুষগণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করে। ২৪

যে ত্বিহ বৈ দাম্ভিকা দম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ বিশসন্তি তানমুষ্মিন্ লোকে বৈশসে নরকে পতিতান্ নিরয়পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি ॥২৫॥

যস্ত্বিহ বৈ সবর্ণাং ভার্য্যাং দ্বিজো রেতঃ পায়য়তি কামমোহিতস্তং পাপকৃতমমুত্র রেতঃকুল্যায়াং পাতয়িত্বা রেতঃ সংপায়য়ন্তি ॥২৬॥

যে ত্বিহ বৈ দস্যবোঽগ্নিদা গরদা গ্রামান্ সার্থান্ বা বিলুম্পন্তি রাজানো রাজভটা বা তাংশ্চাপি হি পরেতান্ যমদূতা বজ্রদংষ্ট্রাঃ শ্বানঃ সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ সরভসং খাদন্তি ॥২৭॥

যস্ত্বিহ বা অনৃতং বদতি সাক্ষ্যে দ্রব্যবিনিময়ে দানে বা কথঞ্চিৎ স বৈ প্রেত্য নরকেঽবীচিমত্যধঃ শিরা নিরবকাশে যোজনশতোচ্ছ্রায়াদ্গিরিমূর্দ্ধ্নঃ সম্পাত্যতে। যত্র জলমিব স্থলমশ্মপৃষ্ঠমবভাসতে তদবীচিমৎ তিলশো বিশীর্য্যমাণশরীরো ন ম্রিয়মাণঃ পুনরারোপিতো নিপততি ॥২৮॥

যস্ত্বিহ বৈ বিপ্রো রাজন্যো বৈশ্যো বা সোমপীথস্তৎকলত্রং বা সুরাং ব্রতস্থো বা পিবতি প্রমাদতস্তেষাং নিরয়ং নীতানামুরসি পদাক্রম্যাস্যে বহ্নিনা দ্রবমাণং কার্ষ্ণায়সং নিষিঞ্চন্তি ॥২৯॥

যে সকল দাম্ভিক পুরুষ, দম্ভার্থ অনুষ্ঠিত যজ্ঞে পশু সকলকে বধ করে, পরলোকে বৈশস নামক নরকে পতিত সেই সকল ব্যক্তিকে নরকপতিগণ বিবিধ যাতনা প্রদান করিয়া পরে বধ করে। ২৫

দ্বিজকুলোৎপন্ন যে ব্যক্তি ইহলোকে কামমোহিত হইয়া সবর্ণা ভার্য্যাকে (বশী-করণার্থ) রেতঃ পান করায়, যমকিঙ্করেরা সেই পাপাত্মাকে রেতোনদীমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রেতঃ পান করাইয়া থাকে। ২৬

যে সকল লোক ইহলোকে দস্যু, অগ্নিদাতা বা বিষদাতা, তাহাদিগকে এবং রাজা বা রাজসৈন্যগণ যাহারা গ্রাম বা বণিক্‌দলকে বিলোপ করে, তাহাদিগকে মৃত্যুর পরে সপ্তশতবিংশতি সংখ্যক যমদূতরূপ বজ্রদংষ্ট্র কুক্কুরগণ ভক্ষণ করে। ২৭

যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্যদানকালে, অথবা দ্রব্যবিনিময় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গে অথবা দান কালে মিথ্যা বলে, মৃত্যুর পর পরলোকে যমকিঙ্করগণ তাহাকে অধঃশিরা করিয়া শতযোজন উচ্চ পর্ব্বত হইতে অবীচিমৎ নরকে ফেলিয়া দেয়। যে স্থানে স্থল ও পাষাণপৃষ্ঠ-তরঙ্গশূন্য জলের ন্যায় প্রকাশ পায়, তাহাকে অবীচিমৎ নরক বলে। যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক ঐ ব্যক্তি নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া তিল তিলরূপে ছিন্ন-ভিন্ন শরীর হয়, পরন্তু মরে না; এবং তাহার পর পুনর্ব্বার তাহাকে পর্ব্বত হইতে নিম্নে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ২৮

এই সংসারে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা তাহার ভার্য্যা, যাহারা সোমপান করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি ব্রতস্থ হইয়া প্রমাদবশে সুরা পান করে, তবে মৃত্যুর পর নরকে নীত হইলে যমকিঙ্করগণ তাহাদের বক্ষস্থলে পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া বহ্নিসংযোগে দ্রবীভূত লৌহ তাহাদের মুখমধ্যে ঢালিয়া দেয়। ২৯

অথ চ যস্ত্বিহ বা আত্মসম্ভাবনেন স্বয়মধমো জন্মতপোবিদ্যাচারবর্ণাশ্রমবতো বরীয়সো ন বহু মন্যেত স মৃতক এব মৃত্বা ক্ষারকর্দ্দমে নিরয়ে অবাক্‌শিরা নিপাতিতো দুরন্তযাতনা হ্যশ্নুতে ॥৩০॥

যে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি তাংশ্চ তাশ্চ তে পশব ইব নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ সৌনিকা ইব স্বধিতিনাবদায়াসৃক্ পিবন্তি নৃত্যন্তি গায়ন্তি চ হৃষ্যমাণা যথেহ পুরুষাদাঃ ॥৩১॥

যে ত্বিহ বা অনাগসোঽরণ্যে গ্রামে বা বৈস্রম্ভকৈরুপশ্রিতানুপবিস্রভ্য জিজীবিষূন্ শূল-সূত্রাদিষু প্রোতান্ ক্রীড়নকতয়া যাতয়ন্তি তেঽপি চ প্রেত্য যমযাতনাসু শূলাদিষু প্রোতাত্মানঃ ক্ষুৎতৃড়্‌ভ্যাঞ্চাভিহতাঃ কঙ্কবটাদিভিশ্চেতস্ততস্তিগ্মতুণ্ডৈরাহন্যমানা আত্মশমলং স্মরন্তি ॥৩২॥

যে ত্বিহ বৈ ভূতান্যুদ্বেজয়ন্তি নরা উল্বণস্বভাবা যথা দন্দশূকাস্তেঽপি প্রেত্য নরকে দন্দ-শূকাখ্যে নিপতন্তি যত্র নৃপদন্দশূকাঃ পঞ্চমুখাঃ সপ্তমুখা উপসৃত্য গ্রসন্তি যথা বিলেশয়ান্ ॥৩৩॥

যে ত্বিহ বা অন্ধাবটকুশূলগুহাদিষু ভূতানি নিরুন্ধন্তি তথাঽমুত্র তেষ্বেবোপবেশ্য সগরেণ বহ্নিনা ধূমেন নিরুন্ধন্তি ॥৩৪॥

ইহলোকে যে ব্যক্তি নিজে অধম হইয়াও আপনাকে মহৎ বলিয়া অহঙ্কার করে এবং জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, সদাচার, বর্ণ ও আশ্রম দ্বারা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিকে অসম্মান করে, সে ব্যক্তি জীবন সত্ত্বেও মৃততুল্য এবং মৃত্যুর পর পরলোকে ক্ষার-কর্দ্দমময় নরকে অধঃশিরা হইয়া পতিত হয় এবং দুরন্ত যাতনা ভোগ করে। ৩০

যে সকল পুরুষ ইহকালে নরমেধ যজ্ঞ করে এবং যে সকল স্ত্রী নৃ-পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, ইহলোকে নিহত সেই পশুগণ যমলোকে রাক্ষস হইয়া সেই পুরুষ ও স্ত্রীগণকে যাতনা দান করে এবং সৌনিকের (কসাইর) ন্যায় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রক্তপান করে, আনন্দে নৃত্য করে ও গান করে, যেমন পুরুষাদ, সেইরূপ। ৩১

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে নিরপরাধ প্রাণি-দিগকে গ্রামে অথবা অরণ্যে বিশ্বাসোপায় দ্বারা বিশ্বস্ত করিয়া শূল বা সুত্রাদিতে বদ্ধ করে এবং জীবনরক্ষার্থ লোলুপ ঐ সকল প্রাণীদিগকে ক্রীড়নকের তুল্য মনে করিয়া যাতনা দেয়, তাহারাও মৃত্যুর পর যমযাতনায় নীত হইয়া শূলাদিতে প্রোত অর্থাৎ গ্রথিত হয় এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা অভিহত হয়। ঐ সময়ে কঙ্কবটাদি তীক্ষ্ণতুণ্ড পক্ষিগণ কর্তৃক আহত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করে। ৩২

যে সকল উগ্রস্বভাব সর্পের ন্যায় ব্যক্তিগণ প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন করে, তাহারা মৃত্যুর পরে দন্দ-শূক নামক নরকে নিপতিত হয়, যে স্থানে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্প সকল তাহাদিগকে মূষিকের ন্যায় ধারণ করিয়া গ্রাস করে। ৩৩

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে অন্ধকারময় গর্ত্ত, কুশূল (তুষানল) এবং গুহাদিতে প্রাণিগণকে অবরুদ্ধ করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে ঐ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধ হয়, এবং বিষ-সহিত অগ্নি ও ধূম দ্বারা গুরুতর যাতনা ভোগ করে। ৩৪

যস্ত্বিহ বা অতিথীনভ্যাগতান্ বা গৃহপতিরসকৃদুপগতমন্যুর্দিধক্ষুরিব পাপেন চক্ষুষা নিরীক্ষতে তস্য চাপি নিরয়ে পাপদৃষ্টেরক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা গৃধ্রকঙ্ককাকবটাদয়ঃ প্রসহ্যোরুবলাদুৎপাটয়ন্তি ॥৩৫॥

যস্ত্বিহ বা আঢ্যাভিমতিরহঙ্কৃতিস্তির্য্যক্প্রেক্ষণঃ সর্ব্বতোঽভিশঙ্কী ব্যয়-বিনাশ-চিন্তয়া পরিশুষ্যমাণহৃদয়বদনো নির্ব্বৃতিমনবগতো গ্রহ ইবার্থমভিরক্ষতি স চাপি প্রেত্য তদুৎপাদনোৎকর্ষণরক্ষণশমলগ্রহঃ সূচীমুখে নরকে নিপততি। যত্র হ বিত্তগ্রহং পাপপুরুষং ধর্ম্মরাজপুরুষা বায়কা ইব সর্ব্বতোঽঙ্গেষু সূত্রৈঃ পরিবয়ন্তি ॥৩৬॥

এবংবিধা নরকা যমালয়ে সন্তি শতশঃ সহস্রশস্তেষু সর্ব্বেষু চ সর্ব্ব এবাঽধর্ম্মবর্ত্তিনো যে কেচিদিহোদিতা অনুদিতাশ্চাঽবনিপতে পর্য্যায়েণ বিশন্তি। তথৈব ধর্ম্মানুবর্ত্তিন ইতরত্র। ইহ তু পুনর্ভবে তে উভয়শেষাভ্যাং নির্ব্বিশন্তি ॥৩৭॥

নিবৃত্তিলক্ষণমার্গ আদাবেব ব্যাখ্যাতঃ। এতাবানেবাণ্ডকোষো যশ্চতুর্দ্দশধা পুরাণেষু বিকল্পিত উপগীয়তে। যত্তদ্ভগবতো নারায়ণস্য সাক্ষান্মহাপুরুষস্য স্থবিষ্ঠং রূপমাত্মমায়াগুণময়মনুবর্ণিতমাদৃতঃ পঠতি শৃণোতি শ্রাবয়তি। স উপগেয়ং ভগবতঃ পরমাত্মনোঽগ্রাহ্যমপি শ্রদ্ধাভক্তিবিশুদ্ধবুদ্ধির্বেদ ॥৩৮॥

যে গৃহস্থ ইহকালে অতিথি (অজ্ঞাতপূর্ব্ব) ও অভ্যাগত (পূর্ব্বজ্ঞাত) আগত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হয় এবং বক্রীকৃত নেত্রে যেন দগ্ধ করিবার মত ভাবে বারম্বার অবলোকন করে, সেই ব্যক্তি পরলোকে নরকে নীত হইলে সেই পাপদৃষ্টি ব্যক্তির নেত্রদ্বয় বজ্রতুল্য তুণ্ডধারী কঙ্কাদি পক্ষিগণ বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে। ৩৫

হে রাজন্! যে ব্যক্তি ইহলোকে আমি শ্রেষ্ঠ ধনী, এইরূপ অভিমানে বক্রদৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং ধন অপহরণ করিবে বলিয়া গুরুজনের প্রতিও আশঙ্কা করে, আর ধনব্যয়চিন্তায় তাহার সর্ব্বদা হৃদয় ও বদন শুষ্ক হয়, সুতরাং কোনরূপে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না, যক্ষের ন্যায় অর্থের রক্ষা মাত্র করে, সে ব্যক্তি ঐ প্রকারে ধনের উপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণমাত্রে চিত্তের অভিনিবেশ জন্য পাপী হওয়ায় পরকালে সূচীমুখ নরকে পতিত হয়। তথায় সেই ধনরক্ষক পাপী পুরুষকে যমপুরুষগণ তন্তুবায়দিগের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিয়া সূত্র প্রোত করে। ৩৬

হে রাজন্! যমালয়ে এবম্বিধ শত শত সহস্র সহস্র নরক আছে। এখানে যে সকল পাপীর কথা উল্লেখ করা হইল, তাহারা সকলেই পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল নরকে প্রবেশ করে। সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ স্বর্গে গমন করে। পূর্ব্বোক্ত পাপভোগ ও পুণ্যভোগের অবশিষ্ট পাপ ও পুণ্য দ্বারা মর্ত্ত্যলোকে পুনর্ব্বার আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। ৩৭

হে রাজন্! নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। হে কুরুকুলাবতংশ! পুরাণ সকলে যে ব্রহ্মাণ্ডকে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া কল্পনা করেন, তাহা এইরূপ, ইহাই সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাপুরুষের মায়াগুণময় স্থূলরূপ। ইহার বিবরণ যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে ও শ্রবণ করান, শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়, তিনি ভগবান্ পরমাত্মার অগ্রাহ্য হইলেও উপনিষৎ সম্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইতে পারেন। ৩৮

শ্রুত্বা যথা স্থূলসূক্ষ্মরূপং ভগবতো যতিঃ। স্থূলে নির্জ্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েদিতি ॥৩৯॥
ভূদ্বীপবর্ষসরিদদ্রিনভঃসমুদ্রপাতালদিঙ্‌নরকভাগণলোকসংস্থা।
গীতা ময়া তব নৃপাদ্ভুতমীশ্বরস্য স্থূলং বপুঃ সকলজীবনিকায়ধাম ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে নরকবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

যতি ব্যক্তিরাও ভগবানের স্থূল সূক্ষ্ম রূপ যথাযথ শ্রবণ করিয়া স্থূলবিষয়ে চিন্তনাদি দ্বারা আত্মাকে জয় করেন ও পরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মবিষয়ে মন স্থাপন করিয়া থাকেন। ৩৯

হে রাজন্! পৃথিবীমধ্যে দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, সরিৎ: সাগর, আকাশ-নক্ষত্র, পাতাল, নরক ইত্যাদি লোক-রচনা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ইহা ঈশ্বরের সেই স্থূলশরীর, জীবসমুদায় ইহারই আশ্রিত। ৪০

ইতি পঞ্চম স্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ইতি পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

ষষ্ঠ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

নিবৃত্তিমার্গঃ কথিত আদৌ ভগবতা যথা। ক্রমযোগোপলব্ধেন ব্রহ্মণা যদসংসৃতিঃ ॥১॥
প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ত্রৈগুণ্যবিষয়ো মুনে। যোঽসাবলীনপ্রকৃতের্গুণসর্গঃ পুনঃপুনঃ ॥২॥
অধর্ম্মলক্ষণা নানা নরকাশ্চানুবর্ণিতাঃ। মন্বন্তরশ্চ ব্যাখ্যাত আদ্যঃ স্বায়ম্ভুবো যতঃ ॥৩॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপদোর্ব্বংশস্তচ্চরিতানি চ। দ্বীপবর্ষসমুদ্রাদ্রিনদ্যুদ্যানবনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥
ধরামণ্ডলসংস্থানং ভাগলক্ষণমানতঃ। জ্যোতিষাং বিবরাণাঞ্চ যথেদমসৃজদ্বিভুঃ ॥৫॥
অধুনেহ মহাভাগ যথৈব নরকান্নরঃ। নানোগ্রযাতনান্ নেয়াৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৬॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রথমে (অর্থাৎ দ্বিতীয় স্কন্ধে) নিবৃত্তিমার্গ বলিয়াছেন, তাহাতে ক্রমে অর্চ্চিরাদি লোকপ্রাপ্তির পর ব্রহ্মার সহিত মুক্তি হয়। ১

হে মুনে! ত্রিগুণের বিষয় যে প্রবৃত্তিমার্গ, (যাহার ফল স্বর্গাদি) প্রকৃতির বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত যাহা পুনঃপুনঃ দেহারম্ভক, তাহাও তৎপরে (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণন করিয়াছেন। ২

আর অধর্ম্মলক্ষণ নানাবিধ নরকও বর্ণন করিয়াছেন, এবং মার্গদ্বয়ে আদ্য স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৩

আর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বংশ ও তাঁহাদের চরিত্রও বর্ণন করিয়াছেন। সেইরূপ দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, উদ্যান, বৃক্ষ এবং ভূমণ্ডলের সংস্থান, ভাগলক্ষণও পরিমাণানুসারে বর্ণন করিয়াছেন, এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ও অধোবিবর অর্থাৎ সপ্ত পাতালের বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন, বিধাতা এই সকল যেরূপ ভাবে সৃষ্টি করেন, তাহাও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৪-৫

হে মহাভাগ! মানবগণ যাহাতে বিবিধ উগ্র যাতনাপূর্ণ নরকে গমন না করে, তাহা আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন। ৬

বিবৃতি—শাস্ত্রে আছে—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্।" ইতি। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে তাহারা ব্রহ্মার সহিত পরম পদে প্রবিষ্ট হয়, ইত্যাদি। ১

শ্রীশুক উবাচ।

ন চেদিহৈবাপচিতিং যথাংহসঃ কৃতস্য কুর্য্যান্মন-উক্তিপাণিভিঃ।
ধ্রুবং স বৈ প্রেত্য নরকানুপৈতি যে কীর্ত্তিতা মে ভবতস্তিগ্মযাতনাঃ ॥৭॥
তস্মাৎ পুরৈবাশ্বিহ পাপনিষ্কৃতৌ যতেত মৃত্যোরবিপদ্যতাত্মনা।
দোষস্য দৃষ্ট্বা গুরুলাঘবং যথা ভিষক্ চিকিৎসেত রুজাং নিদানবিৎ ॥৮॥

শ্রীরাজোবাচ।

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্। করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥৯॥
ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥১০॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে। অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥১১॥
নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিবন্তি হি। এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥১২॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কৃত পাপের যদি ইহকালেই মানব প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে যে সকল নরকের নাম করিয়াছি, সেই তীব্র যাতনাপ্রদ নরকে সেই ব্যক্তি মরিবার অবসর নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। ৭

হে রাজন্! অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বে যে পর্য্যন্ত না দেহ বিপন্ন হয়, তাবৎকালমধ্যে ইহ সংসারেই অতি শীঘ্র পাপের নিষ্কৃতির জন্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে যত্ন করিবে। যেমন রোগের নিদানাভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের গুরুত্ব ও লাঘব বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় পাপেরও গুরুত্ব ও লাঘব বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ যত্ন করা উচিত। ৮

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! দৃষ্ট রাজদণ্ডাদি এবং শ্রুত শাস্ত্রোক্ত নরক-যাতনাদি ঐ প্রত্যক্ষ ও শ্রবণ দ্বারা পাপকে নিজের অত্যন্ত অহিতকর জানিয়াও কৃতপ্রায়শ্চিত্ত মানব পুনর্ব্বার সেই পাপকর্ম্মবিবশ অবস্থায় (অস্বাধীন ভাবে) করিয়া থাকে, তাহা হইলে কিরূপে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া মনে করিতে পারি? ৯

হে ব্রহ্মন্! কৃতপ্রায়শ্চিত্ত মানব কখন পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখন বা ঐ পাপকর্ম্মই পুনর্ব্বার করে, সুতরাং ঐ প্রায়শ্চিত্ত হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক বলিয়া আমি মনে করি। ১০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত দ্বারা কর্ম্মের অর্থাৎ পাপের একেবারে মূলোচ্ছেদ হয় না, কারণ, ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী আবদ্বান্ পুরুষ, সুতরাং তাহাদের অবিদ্যা নাশ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সংস্কারবশে পুনর্ব্বার পাপ করিয়া থাকে, তবে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞান জন্মিলে হয়। ১১

যেমন পথ্য অন্নভোজনকারী ব্যক্তিকে ব্যাধি সকল অভিভব করিতে পারে না, সেইরূপ যিনি নিয়মকারী পুরুষ, তিনি ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। ১২

বিবৃতি—হস্তী যেমন স্নানের পর ধূলি দ্বারা নিজের অঙ্গকে মলিন করে, সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার পাপ করে, সে নরকগামী হয়; সুতরাং ঐ ব্যক্তির যে জন্য অর্থাৎ নরকনিবৃত্তির জন্য যে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান, উহা ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। ১০

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ। ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥১৩॥
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥১৪॥
কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥১৫॥
ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ। যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া ॥১৬॥
সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ। সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥১৭॥
প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্। ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥১৮॥
সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥১৯॥
অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। দূতানাং বিষ্ণুযময়োঃ সংবাদস্তং নিবোধ মে ॥২০॥

হে রাজন্! অগ্নি যেমন বৃহৎ বেণুগুল্মকে দগ্ধ করে, সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণও তপস্যা (চান্দ্রায়ণাদি), ব্রহ্মচর্য্য, শম (মনের নিয়ন্ত্রণ), দম (বাহেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ত্যাগ (দান), সত্য, শৌচ, যম (অহিংসাদি), নিয়ম (জপাদি) দ্বারা কায়, বুদ্ধি ও বাক্যকৃত সুমহৎ পাপকেও বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ১৩-১৪

(এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দুষ্কর বলিয়া মুখ্য, অন্য প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছেন) হে রাজন্! সূর্য্য যেমন নীহার (কুজ্ঝটিকা) বিনাশ করেন, সেইরূপ বাসুদেবপরায়ণ কোন কোন সাধুগণ কেবল ভক্তি দ্বারা সকল পাপকে সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন। ১৫

হে রাজন্! পাপী, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা সেইরূপ পবিত্র হয় না, যেমন কৃষ্ণে মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভক্ত জনগণের সেবা দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকেন। ১৬

হে রাজন্! যে পথে নারায়ণপরায়ণ, সুশীল, (দয়ালু) সাধুগণ বিচরণ করেন, সেই পথই (ভক্তি-মার্গ) সমীচীন, এবং পরম মঙ্গলদায়ক এবং ইহা অকুতোভয় অর্থাৎ কোন পদার্থ হইতে বিঘ্নাদির ভয় নাই। ১৭

হে রাজেন্দ্র! যেমন নদী সকল মদ্যভাণ্ডকে শুদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ চান্দ্রায়ণাদি ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত স্বনুষ্ঠিত হইলেও নারায়ণপরাঙ্মুখ অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তিহীন মানবকে শুদ্ধ করিতে পারে না। ১৮

(অল্প ভক্তিও মানবকে শুদ্ধ করে, এই কথা বলিতেছেন) যে সকল মানব একবার মাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে আপনার ভগবদ্‌গুণানুরাগী মন নিবেশিত করেন, তাহা হইলে যম অথবা তাহার অনুচরগণকে তাঁহারা স্বপ্নেও দেখেন না। কারণ, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মে মনঃসমর্পণরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ১৯

এই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একটি প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপে বর্ণন করেন, বিষ্ণু ও যমের দূতগণের পরস্পর-সংবাদরূপ সেই ইতিহাস আমার নিকট শ্রবণ কর। ২০

বিবৃতি—জ্ঞানমার্গের ন্যায় ভক্তিমার্গে অসহায়তা নিবন্ধন ভয় ও কর্ম্মমার্গের ন্যায় মৎসরান্বিত পুরুষ হইতে সম্ভাবনা এই ভক্তিমার্গে নাই। ঐ ভক্তিই মাত্র সকল নিরপেক্ষভাবে মানবকে পবিত্র করিতে পারে, অন্য কেহই পারে না। ১৭-১৮

কান্যকুব্জে দ্বিজঃ কশ্চিদ্দাসীপতিরজামিলঃ। নাম্না নষ্টসদাচারো দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ ॥২১॥
বন্দ্যক্ষৈঃ কৈতবৈশ্চৌর্য্যৈর্গর্হিতাং বৃত্তিমাস্থিতঃ। বিভ্রৎ কুটুম্বমশুচির্যাতয়ামাস দেহিনঃ ॥২২॥
এবং নিবসতস্তস্য লালয়ানস্য তৎসুতান্। কালোঽত্যগান্মহান্ রাজন্নষ্টাশীত্যায়ুষঃ সমাঃ ॥২৩॥

তস্য প্রবয়সঃ পুত্রা দশ তেষান্তু যোঽবমঃ।
বালো নারায়ণো নাম্না পিত্রোশ্চ দয়িতো ভৃশম্ ॥২৪॥

স বদ্ধহৃদয়স্তস্মিন্নর্ভকে কলভাষিণি। নিরীক্ষমাণস্তল্লীলাং মুমুদে জরঠো ভৃশম্ ॥২৫॥
ভুঞ্জানঃ প্রপিবন্ খাদন্ বালকং স্নেহযন্ত্রিতঃ। ভোজয়ন্ পায়য়ন্ মূঢ়ো ন বেদাগতমন্তকম্ ॥২৬॥
স এবং বর্ত্তমানোঽজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে। মতিঞ্চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে ॥২৭॥
স পাশহস্তাংস্ত্রীন্ দৃষ্ট্বা পুরুষানতিদারুণান্। বক্রতুণ্ডানূর্দ্ধরোম্ন আত্মানং নেতুমাগতান্ ॥২৮॥
দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ম্। প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈরাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥২৯॥
নিশম্য ম্রিয়মাণস্য মুখতো হরিকীর্ত্তনম্। ভর্ত্তুর্নাম মহারাজ পার্ষদাঃ সহসাপতন্ ॥৩০॥

কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ দাসীপতি হইয়াছিল, সে দাসীর সংসর্গে দূষিত অতএব সদাচারহীন ছিল। ২১

ঐ অশুচি ব্রাহ্মণ পণ, দ্যূত, বঞ্চনা, চৌর্য্য, প্রভৃতি গর্হিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণ করিত, এইরূপে সে প্রাণিগণকে পীড়া দিত। ২২

হে রাজন্! এইরূপ গর্হিতবৃত্তি দ্বারা দাসী-পুত্রগণকে ভরণপোষণপূর্ব্বক বাস করিতে করিতেই ঐ ব্রাহ্মণের সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল অষ্টাশীতি বৎসর অতীত হইয়াছিল। ২৩

সেই ব্রাহ্মণের দশটি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র, পিতা-মাতার অতিশয় প্রিয় ছিল এবং তাহার নাম নারায়ণ। ২৪

ঐ বৃদ্ধ অজামিল সেই মধুরভাষী শিশু পুত্রে আবদ্ধহৃদয় ছিল, এবং সেই বালকের ক্রীড়া দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইত। ২৫

স্নেহযন্ত্রিত অজামিল, আহার ও পান করিবার কালে ঐ কনিষ্ঠ পুত্রকে আহার ও পান করাইত। এইরূপে পুত্রগত স্নেহে মূঢ় হইয়া মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহা জানিতে পারে নাই, সেই অজ্ঞ অজামিল এইরূপে কাল অতিবাহিত করিতেছিল, তখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে স্বপুত্র সেই নারায়ণ নামক বালকেই মন সন্নিবিষ্ট করিয়াছিল। ২৬-২৭

অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি, বক্রবদন, ঊর্দ্ধরোমাঞ্চিত, পাশহস্ত, নিজেকে বান্ধিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগত, তিন জন পুরুষকে দেখিয়া ব্যাকুলহৃদয় অজামিল দূরে ক্রীড়ারত নারায়ণ নামক পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াছিল। ২৮-২৯

ম্রিয়মাণ অথচ ভর্ত্তার নাম বলিতেছে যে অজামিল, তাহার মুখ হইতে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, হে মহারাজ! সহসা চারি জন বিষ্ণুপার্ষদ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ৩০

বিবৃতি—অজামিল কায়িক বাচিক মানসিক ত্রিবিধ পাপই করিয়াছিল বলিয়া তিন জন যমদূত আসিয়াছিল। ২৮-২৯

বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াদ্দাসীপতিমজামিলম্ । যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা ॥৩১॥
ঊচুর্নিষেধিতাস্তাংস্তে বৈবস্বতপুরঃসরাঃ । কে যূয়ং প্রতিষেদ্ধারো ধর্ম্মরাজস্য শাসনম্ ॥৩২॥
কস্য বা কুত আয়াতাঃ কস্মাদস্য নিষেধথ কিং দেবা উপদেবা বা যূয়ং কিং সিদ্ধসত্তমাঃ ॥৩৩॥
সর্ব্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎপুষ্করমালিনঃ ॥৩৪॥
সর্ব্বে চ নূত্নবয়সঃ সর্ব্বে চারুচতুর্ভুজাঃ। ধনুর্নিষঙ্গাসিগদাশঙ্খচক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
দিশো বিতিমিরালোকাঃ কুর্ব্বন্তঃ স্বেন তেজসা। কিমর্থং ধর্ম্মপালস্য কিঙ্করান্ নো নিষেধথ ॥৩৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তে যমদূতৈস্তে বাসুদেবোক্তকারিণঃ। তান্ প্রত্যূচুঃ প্রহস্যেদং মেঘনির্হ্রাদয়া গিরা ॥৩৭॥

শ্রীবিষ্ণুদূতা উচুঃ।

যূয়ং বৈ ধর্ম্মরাজস্য যদি নির্দ্দেশকারিণঃ। ব্রূত ধর্ম্মস্য নস্তত্ত্বং যচ্চ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥৩৮॥
কথং স্বিদ্ধ্রিয়তে দণ্ডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতম্।
দণ্ড্যাঃ কিংকারিণঃ সর্ব্বে আহোস্বিৎকতিচিন্নৃণাম্ ॥৩৯॥

তখন অন্তর্হৃদয় হইতে দাসীপতি অজামিলকে যমদূতগণ আকর্ষণ করিতেছিল, বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ব্বক উহাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন। ৩১

তখন যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মরাজের শাসনে বাধা প্রদান করিতেছ, তোমরা কে? ৩২

তোমরা কাহার লোক? কোথা হইতে আসিয়াছ? কি কারণে এই দুরাচারকে লইতে বাধা দিতেছ? তোমরা কি দেবতা অথবা উপদেবতা কিম্বা তোমরা কি সিদ্ধপ্রধান? ৩৩

(আমরা তোমাদিগকে জানিতে পারি নাই বলিয়া ক্রোধ করিও না, কারণ, তোমরা অদ্ভুতরূপ এই কথাই বলিতেছি,) হে মহাভাগগণ! তোমরা সকলেই পদ্মপলাশতুল্য বিশালনয়ন, এবং সকলেই পীত কৌশেয় বসনধারী, কিরীট, কুণ্ডল ও পদ্মমালা ধারণ করিয়াছ। সকলেই যুবা, মনোহর চতুর্ভুজ, ধনুঃ, তূণীর, খড়গ, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম দ্বারা সুশোভিত হইতেছ। ৩৪-৩৫

তোমরা দিক্‌সকলকে নিজ তেজঃপ্রভাবে অন্ধকারশূন্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে আলোকহীন করিয়া ধর্ম্মপাল যমের কিঙ্কর আমাদিগকে কি নিমিত্ত নিষেধ করিতেছ? অর্থাৎ ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত আমাদের কার্য্যে কেন বাধা দিতেছ? ৩৬

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যমকিঙ্করগণ এই কথা বলিলে বাসুদেবের আজ্ঞাবহ সেই চারিজন দূত হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৩৭

বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন, তোমরা যদি ধর্ম্মরাজের আদেশকারী হও, তবে আমাদের নিকট ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রমাণ কি? তাহা বল! ৩৮

বিবৃতি—তোমরা আকৃতি ও বেশে শিষ্টের ন্যায় হইলেও ব্যবহারে অশিষ্ট দেখা যাইতেছে, এরূপ করা তোমাদের উচিত নহে। ৩৬

যমদূতা ঊচুঃ।

বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম ॥৪০॥

যেন স্বধাম্ন্যমী ভাবা রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ। গুণনামক্রিয়ারূপৈর্ব্বিভাব্যন্তে যথাতথম্ ॥৪১॥

সূর্য্যোঽগ্নিঃ খং মরুদ্দেবঃ সোমঃ সন্ধ্যাহনী দিশঃ।
কং কুঃ স্বয়ং ধর্ম্ম ইতি হ্যেতে দৈহ্যস্য সাক্ষিণঃ ॥৪২॥

এতৈরধর্ম্মো বিজ্ঞাতঃ স্থানং দণ্ডস্য যুজ্যতে। সর্ব্বে কর্ম্মানুরোধেন দণ্ডমর্হন্তি কারিণঃ ॥৪৩॥

সম্ভবন্তি হি ভদ্রাণি বিপরীতানি চানঘাঃ। কারিণং গুণসঙ্গোঽস্তি দেহবান্ ন হ্যকর্ম্মকৃৎ ॥৪৪॥

যেন যাবান্ যথাঽধর্ম্মো ধর্ম্মো বেহ সমীহিতঃ। স এব তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ ॥৪৫॥

যথেহ দেবপ্রবরাস্ত্রৈবিধ্যমুপলভ্যতে। ভূতেষু গুণবৈচিত্র্যাৎ তথান্যত্রানুমীয়তে ॥৪৬॥

কি প্রকারে দণ্ড ধারণ করিতে হয়? দণ্ডের বিষয় কি? কোন্ কর্ম্ম করিলে দণ্ডার্হ হয়? মানব, পশু প্রভৃতি সকলেই কি দণ্ডার্হ অথবা মানবগণের মধ্যে কয়েক জন মাত্র দণ্ডার্হ? ৩৯

যমদূতগণ বলিল, বেদবিহিতই ধর্ম্ম, অর্থাৎ বেদে যাহা করিতে বলে, উহাই ধর্ম্মের স্বরূপ এবং বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ। উহার বিপরীতই অধর্ম্ম, অর্থাৎ বেদে যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই অধর্ম্ম, বেদ নারায়ণ হইতে নিশ্বাসবৎ অপ্রযত্নে উদ্ভূত বলিয়া সে সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ ও স্বয়ম্ভু, এই কথা আমরা শুনিয়াছি। ৪০

(নারায়ণ কে? ইহার উত্তরে বলিতেছে) যিনি স্ব স্বরূপে—এই প্রাণিসকল যাহারা সত্ত্ব রজঃ ও তমোময় তাহাদিগকে শান্তত্বাদি গুণ, ব্রাহ্মণাদি নাম, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি রূপ দ্বারা যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করেন, তিনিই নারায়ণ। ৪১

(যদি বল—এই ব্যক্তি যে অধর্ম্ম করিয়াছে, তাহার সাক্ষী কে? তবে বলি শ্রবণ কর) সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্ সকল, জল, পৃথিবী ও স্বয়ং ধর্ম্ম ইহারা দেহধারিমাত্রের কৃতাকৃত কর্ম্মের সাক্ষী। ৪২

ইহারাই (ধর্ম্মের ন্যায়) অধর্ম্মও জানেন অর্থাৎ অধর্ম্মেরও সাক্ষী, সেই অধর্ম্মই দণ্ডের স্থান, সকল অধর্ম্মাচরণকারীই ক্রমানুসারে অর্থাৎ যাহার যেমন পাপ, সে তদনুরূপ দণ্ড যথাক্রমে প্রাপ্ত হয়। ৪৩

হে নিষ্পাপগণ! কর্ম্মিপুরুষগণের ভদ্র ও তাহার বিপরীত অর্থাৎ অভদ্র দুই সম্ভব হয়, কারণ, তাহাদের গুণসঙ্গ আছে, দেহবান্ কেহই কর্ম্মশূন্য নহে, দেহী অথচ কর্ম্ম করে না, এমন কেহ নাই, সুতরাং সকল কর্ম্মীই দণ্ডার্হ। ৪৪

(কিরূপে দণ্ড ধারণ করা হয়, ইহার উত্তর বলিতেছে) যে ব্যক্তি ইহলোকে যে প্রকার যত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আচরণ করে, সে স্বয়ং পরলোকে সেই প্রকারে তাবৎ পরিমিত ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে অর্থাৎ যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুখ, সেইরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠানে দণ্ডও অবশ্য হইয়া থাকে। ৪৫

(সূর্য্যাদির ন্যায় যুক্তির সাহায্যেও ইহা জানা যায় ইহা বলিতেছে) হে দেবপ্রবরগণ! ইহলোকে প্রাণিবর্গের মধ্যে যেমন গুণ-বৈচিত্র্য নিবন্ধন ত্রৈবিধ্য পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ পরলোকেও অনুমান করা যায়। ৪৬

বর্ত্তমানোহন্যয়োঃ কালো গুণাভিজ্ঞাপকো যথা। এবং জন্মান্যয়োরেতদ্ধর্ম্মাধর্ম্মনিদর্শনম্ ॥৪৭॥
মনসৈব পুরে দেবঃ পূর্ব্বরূপং বিপশ্যতি। অনু মীমাংসতেঽপূর্ব্বং মনসা ভগবানজঃ ॥৪৮॥
যথাজ্ঞস্তমসা যুক্ত উপাস্তে ব্যক্তমেব হি। ন বেদ পূর্ব্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ॥৪৯॥
পঞ্চভিঃ কুরুতে স্বার্থান্ পঞ্চ বেদাথ পঞ্চভিঃ।
একস্তু ষোড়শেন ত্রীন্ স্বয়ং সপ্তদশোঽশ্নুতে ॥৫০॥
তদেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ং মহৎ। ধত্তেঽনুসংসৃতিং পুংসি হর্ষশোকভয়ার্ত্তিদাম্ ॥৫১॥
দেহ্যজ্ঞোঽজিতষড়্‌বর্গো নেচ্ছন্ কর্ম্মাণি কার্য্যতে।
কোশকার ইবাত্মানং কর্ম্মণাচ্ছাদ্য মুহ্যতি ॥ ৫২ ॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম গুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্ব্বলাৎ ॥৫৩॥

বর্ত্তমান কাল যেমন অনাগত ও অতীত কালের গুণাভিজ্ঞাপক হয়, সেইরূপ বর্ত্তমান জন্মও অতীত ও অনাগত জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মের নিদর্শক হইয়া থাকে। ৪৭

(ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের সাধারণের এই প্রণালী ধর্ম্মরাজ মনের দ্বারাই সকল দেখিতে পান এই কথা বলিতেছে) হে দেবগণ! আমাদের ধর্ম্মরাজ আপন পুরী সংযমনীতে থাকিয়াই মনের দ্বারা যাবতীয় জীবের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশেষ-রূপে অবলোকন করেন, পরে অপূর্ব্ব অর্থাৎ যাহার যেমন উপযুক্ত তদ্রূপ বিচার করেন। তিনি ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, এবং অজ অর্থাৎ ব্রহ্মার তুল্য, সুতরাং তাঁহার ঐরূপ বিচার করা অসম্ভব নহে। ৩৮

যেমন অবিদ্যোপাধিযুক্ত অজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ প্রাচীন কর্ম্মাভিব্যক্ত বর্ত্তমান দেহকে উপাসনা করে অর্থাৎ এই দেহকে আমি বলিয়া মনে করে, সেইরূপ জন্মস্মৃতি নষ্ট হওয়ায় পূর্ব্ব অথবা পরজন্মের কথা কিছুই জানিতে পারে না। ৪৯

জীব পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) দ্বারা স্বার্থ বাক্যকথন গ্রহণ গমনাদি কার্য্য করে এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্) দ্বারা রূপ-শব্দাদি জানে, এবং মনের সহিত সেই একমাত্র জীব জ্ঞান, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের বিষয় প্রাপ্ত হয়। ৫০

সেই এই ষোড়শাবয়ব লিঙ্গশরীর গুণত্রয়ের যাহা (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) কার্য্য এবং অনাদি, সে জীবের হর্ষ, শোক, ভয় ও পীড়াদায়ক সংসার বিধান করে। ৫১

হে দেবপ্রবরগণ! ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য) জয়ে অক্ষম, অজ্ঞ জীব কিছু করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও এই লিঙ্গশরীর তাহাকে কর্ম্ম করায়; যেমন কোশকার কীট আপনাকে নিজ কর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন করে, অর্থাৎ আপনার নির্গমোপায় জানিতে পারে না। ৫২

(লিঙ্গশরীর যে জীবকে কর্ম্ম করায়, তৎসম্বন্ধে অনুভব রূপ প্রমাণ দেখাইতেছেন যথা—) কোন ব্যক্তি কদাচিৎ ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, সকল ব্যক্তিই অবশ হইয়া পূর্ব্বসংস্কার-জাত গুণ অর্থাৎ গুণকার্য্য রাগাদি দ্বারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫৩

'বিবৃতি—সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীর বলা হয়, ঐ শরীর দ্বারা জীব কিরূপে ফল ভোগ করে, তাহাই দেখান হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশ, বিষয় পাঁচ, মন ষোড়শ, ও জীব সপ্তদশ। ৫০

লব্ধা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত। যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥৫৪॥
এষ প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য বিপর্য্যয়ঃ। আসীৎ স এব ন চিরাদীশসঙ্গাদ্বিলীয়তে ॥৫৫॥
অয়ং হি শ্রুতসম্পন্নঃ শীলবৃত্তগুণালয়ঃ। ধৃতব্রতো মৃদুর্দান্তঃ সত্যবাঙ্মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ ॥৫৬॥
গুর্ব্বগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ। সর্ব্বভূতসুহৃৎ সাধুর্মিতবাগনসূয়কঃ ॥ ৫৭ ॥
একদাসৌ বনং যাতঃ পিতৃসন্দেশকৃদ্দ্বিজঃ। আদায় তত আবৃত্তঃ ফলপুষ্পসমিৎকুশান্ ॥৫৮॥
দদর্শ কামিনং কঞ্চিচ্ছূদ্রং সহ ভুজিষ্যয়া। পীত্বা চ মধু মৈরেয়ং মদাঘূর্ণিতনেত্রয়া ॥৫৯॥
মত্তয়া বিশ্লথন্নীব্যা ব্যপেতং নিরপত্রপম্। ক্রীড়ন্তমনু গায়ন্তং হসন্তমনয়ান্তিকে ॥ ৬০ ॥
দৃষ্ট্বা তাং কামলিপ্তেন বাহুনা পরিরম্ভিতাম্। জগাম হৃচ্ছয়বশং সহসৈব বিমোহিতঃ ॥৬১॥
স্তম্ভয়ন্নাত্মনাত্মানং যাবৎসত্ত্বং যথাশ্রুতম্। ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম্ ॥৬২॥
তন্নিমিত্তস্মরব্যাজগ্রহগ্রস্তো বিচেতনঃ। তামেব মনসা ধ্যায়ন্ স্বধর্ম্মাদ্বিররাম হ ॥৬৩॥

(কর্ম্মবশে তদনুরূপ দেহ হয়, এই কথা বলিতেছেন) হে অমলাশয়গণ! অদৃষ্টরূপ কারণ লাভ করিয়া জীবের স্থূল অথবা সুক্ষ্ম শরীর হইয়া থাকে; বলবান্স্বভাব দ্বারা মাতৃসদৃশ অথবা পিতৃসদৃশ দেহ হইয়া থাকে। ৫৪

(জীবের সংসার-ক্রম বলিয়া মুক্তিপ্রকার বলিতেছেন) হে দেবগণ! প্রকৃতির সঙ্গবশে পুরুষের এইরূপ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে কিন্তু যদি পুরুষ স্বয়ং ঈশসঙ্গ করে, অর্থাৎ পরমেশ্বরোপাসনায় তৎপর হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ ঈশ্বরে বিলয় প্রাপ্ত হইতে পারে। ৫৫

(অজামিলের পূর্ব্বাবস্থায় ধর্ম্মের কথা বলিয়া অধর্ম্মকথাও অবশ্য দণ্ডনীয়ত্ব বলিতেছেন) হে দেবগণ! এই ব্রহ্মকুলোৎপন্ন অজামিল, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, মৃদু, সুস্বভাব, এবং সদাচারবিশিষ্ট, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ, পবিত্র, নিখিল গুণের আলয় ছিল। গুরুজন, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের শুশ্রূষাকারী, নিরহঙ্কার, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, সাধু, মিতভাষী ও অসূয়ারহিত ছিল। ৫৬-৫৭

একদিন ঐ অজামিল পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ বনে গমন করিয়াছিল, এবং বন হইতে ফল, পুষ্প, সমিৎ ও কুশ আহরণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। ৫৮

ইত্যবসরে পথিমধ্যে একটা কামুক শূদ্রকে ভোগ্যা দাসীর সহিত মিলিতে দেখিয়াছিল, সেই দাসীর নেত্রদ্বয় সুরাপানে আরক্ত হইয়া ঘুরিতেছিল এবং সে মত্তা হইয়াছিল। ৫৯

বিগলিতবসনা, মত্তা, ভোগ্যা ঐ দাসীর সহিত স্বাচারভ্রষ্ট নির্লজ্জ সেই শূদ্রকে ক্রীড়া করিতে এবং গান ও হাস্য-পরিহাস করিতে দেখিয়াছিল। ৬০

অজামিল শূদ্র কর্ত্তৃক কামোদ্দীপক হরিদ্রাদিলিপ্ত বাহু দ্বারা সেই দাসীকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া সহসা বিমুগ্ধ হইয়াছিল এবং কন্দর্পের বশীভূত হইল। ৬১

অজামিল নিজের যতদূর ধৈর্য্য ও জ্ঞান ছিল, তাহার বলে নিজেকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেও কামার্ত্ত মনকে সে সমাহিত করিতে সমর্থ হইল না। ৬২

সেই দাসীর দর্শন নিবন্ধন উদ্ভূত কামগ্রহগ্রস্ত, অতএব চেতনাহীন অজামিল সেই দাসীকেই মনে মনে ধ্যান করিত, সুতরাং সে স্বধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছিল। ৬৩

তামেব তোষয়ামাস পিত্র্যেণার্থেন যাবতা। গ্রাম্যৈর্মনোরমৈঃ কামৈঃ প্রসীদেত যথা তথা ॥৬৪॥

বিপ্রাং স্বভার্য্যামপ্রৌঢ়াং কুলে মহতি লম্ভিতাম্।
বিসসর্জ্জাচিরাৎ পাপঃ স্বৈরিণ্যাপাঙ্গবিদ্ধধীঃ ॥৬৫॥

যতস্ততশ্চোপনিন্যে ন্যায়তোঽন্যায়তো ধনম্। বভারাস্যাঃ কুটুম্বিন্যাঃ কুটুম্বং মন্দধীরয়ম্ ॥৬৬॥

যদসৌ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য স্বৈরচার্য্যতিগর্হিতঃ। অবর্ত্তত চিরং কালমঘায়ুরশুচির্ম্মলাৎ ॥৬৭॥

তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষম্।
নেষ্যামোঽকৃতনির্ব্বেশং যত্র দণ্ডেন শুধ্যতি ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
অজামিলোপাখ্যানে শ্রীবিষ্ণুযমপুরুষসংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ঐ ভুজিষ্যা কামিনী যাহাতে প্রসন্না হয়, তাহার জন্য সমগ্র পৈতৃক অর্থ এবং গ্রাম্য মনোহর নানাবিধ কাম্য বস্তু দ্বারা সেই ভুজিষ্যাকেই তুষ্টা করিয়াছিল। ৬৪

এই পাপাত্মা অজামিল, নিজের পরিণীতা ব্রাহ্মণকন্যা অপ্রৌঢ়া মহাকুলসম্ভূতা সতী পত্নীকে স্বৈরিণীর কটাক্ষবাণে বিদ্ধচিত্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যেই পরিত্যাগ করিয়াছিল। ৬৫

এই মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, ন্যায় ও অন্যায় করিয়া যেখান সেখান হইতে আপনি যত ধন-সম্পত্তি আনিত, সেই সমুদায় দিয়া কেবল সেই দাসীর কুটুম্বদিগের ভরণ-পোষণ করিত। ৬৬

অঘায়ু, অশুচি, স্বেচ্ছাচারী অতি গর্হিতস্বভাব, দীর্ঘকাল যাবৎ শূদ্রীর অন্ন (যাহা মলস্বরূপ) ভোজনকারী ঐ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিল। ৬৭

সেই কারণে এই অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত, পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দণ্ডপাণি যমের নিকট লইয়া যাইব, যেস্থানে জীব সকল দণ্ডিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ৬৮

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ।

এবং তে ভগবদ্দূতা যমদূতাভিভাষিতম্। উপধার্য্যাথ তান্ রাজন্ প্রত্যাহুর্নয়কোবিদাঃ ॥১॥

শ্রীবিষ্ণুদূতা উচুঃ ।

অহো কষ্টং ধর্ম্মদৃশামধর্ম্মঃ স্পৃশতে সভাম্। যত্রাদণ্ড্যেষ্বপাপেষু দণ্ডো যৈর্ধ্রিয়তে বৃথা ॥২॥

প্রজানাং পিতরো যে চ শাস্তারঃ সাধবঃ সমাঃ।
যদি স্যাত্তেষু বৈষম্যং কং যান্তি শরণং প্রজাঃ ॥৩॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তৎ তদীহতে। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥৪॥

যস্যাঙ্কে শির আধায় লোকঃ স্বপিতি নির্বৃতঃ। স্বয়ং ধর্ম্মমধর্ম্মং বা ন হি বেদ যথা পশুঃ ॥৫॥

স কথং ন্যর্পিতাত্মানং কৃতমৈত্রমচেতনম্। বিস্রম্ভণীয়ো ভূতানাং সঘৃণো দ্রোগ্ধুমর্হতি ॥৬॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সেই ন্যায়-নিপুণ ভগবদ্দূতগণ যমদূতগণের বর্ণিত ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। ১

বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন, আহা! কি কষ্ট! ধর্ম্ম-দর্শী অর্থাৎ বিচারক সাধুদিগের সভাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, যে সভায় ধর্ম্মদর্শিগণ নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের উপর অনর্থক দণ্ডবিধান করিতে-ছেন। ২

হে যমদূতগণ! যাহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, সাধু এবং প্রজাবর্গের শাসনকর্ত্তা, অতএব পিতার ন্যায় পালনকর্ত্তা, অতএব শিক্ষাদাতা, যদি তাহাদিগের মধ্যে এইরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তবে প্রজাবর্গ আর কাহার শরণাপন্ন হইবে? ৩

যেহেতু, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর লোকেরাও তাহাই করিতে চেষ্টা পায় এবং মহাজন যাহা প্রমাণ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুগামী হয়। ৪

(বিশ্বাসঘাতকতা হইতে আর কি অধিক অধর্ম্ম হইতে পারে? এই কথা বলিতেছেন) কি আশ্চর্য্য! লোকে যাঁহার ক্রোড়দেশে মস্তক রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যায়, নিজে ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম, পশুর ন্যায় জানিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর বিশ্বাসের পাত্র সেই পুরুষ যদি দয়াবান্ হয়েন, তবে তিনি কি প্রকারে যে ব্যক্তি মিত্রতা করিয়া বিশ্বাসনিবন্ধন আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন? ৫-৬

বিবৃতি—তোমরা যে ধর্ম্মরাজের ভৃত্য, তাহা বুঝিয়াছি, আর প্রলাপবাক্য বলিতে হইবে না। এ ধর্ম্মরাজ শব্দে অধর্ম্মরাজ বলিতে হইবে। এইরূপ কথা আমরা অদ্যাবধি শুনি নাই যে, যিনি ধর্ম্মরাজ, তিনি এক জন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে নিরর্থক দণ্ড দিতে পারেন, ইহাই বড় কষ্টের কথা। এই সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিব, উহা শ্রবণ কর। ২

হে দূতগণ! তোমাদের প্রভু প্রজাবর্গের পিতা, শাস্তা, শিক্ষাদাতা এবং সাধু এবং ও সমদর্শী, এই বলিয়া যে কথা শুনিয়াছি, তাহা এক্ষণে দেখিতেছি সকলই মিথ্যা, পিতৃত্ব বাৎসল্য থাকিলে হয়, ধর্ম্মশিক্ষা দিলে শাস্তা হয়, হিতকারীই সাধু, সর্ব্বত্র নিজের সুখ-দুঃখের ন্যায় পরেরও যিনি দেখেন, তিনি সমদর্শী, কিন্তু এই সকল গুণের বৈপরীত্য তোমাদের প্রভুতে দেখিতেছি, তিনি প্রজাপীড়ক, তিনি ভৃত্যগণকেও ধর্ম্মশিক্ষা দান করেন না এবং সাধু হইলেও অহিতকারী—সম হইলেও পরদুঃখানভিজ্ঞ, সুতরাং প্রজাবর্গের এই দুঃখ আমরা সহ্য করিতে পারি না। ৩

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি। যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥৭॥
এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্। যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥৮॥
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥৯॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥১০॥

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নাম পদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥১১॥
নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎ কর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরেগুর্ণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥১২॥

এই ব্রাহ্মণ অজামিল, কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, যেহেতুক, অবশ অবস্থাতেও সে হরির পরম স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ নাম উচ্চারণ করিয়াছে। ৭

পাপিষ্ঠ এই অজামিলের ইহা দ্বারাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে যে, সে সম্যক্‌রূপে 'নারায়ণ আইস' এই চারিটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছে। ৮

(হে যমদূতগণ! যদি মনে কর যে, অজামিল যে সকল মহাপাতক সহস্র সহস্র বার করিয়াছে, যাহা কোটি কোটি দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতেও বিনাশ পায় না, একবার মাত্র নারায়ণ নামোচ্চারণে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন।)

স্বর্ণস্তেয়ী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, রাজা ও গো-হত্যাকারী এবং অন্যান্য পাপকারী সেই সকল পাপিষ্ঠগণের ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত যে, বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করা, যেহেতু ঐ নামোচ্চারণে ভগবদ্বিষয়ক মতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবান্ মনে করেন যে, এই মদীয় নামোচ্চারণকারী আমারই লোক সুতরাং সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষণীয়। ৯-১০

হে যমদূতগণ! মন্বাদি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত ব্রতাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত সকল অনুষ্ঠান করিয়া পাপিগণ তাদৃশ বিশুদ্ধ হয় না, ভগবান্ হরির নামোচ্চারণে যেরূপ শুদ্ধ হইয়া থাকে; অপর, নামোচ্চারণে পাপনাশ ব্যতীত অন্য ফলও জন্মে; যে হেতু নামোচ্চারণে ভগবানের গুণ সকলের অনুভব করাইয়া দেয়, সুতরাং উহা চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপক্ষয়মাত্র সাধক নহে। মন্বাদিপ্রোক্ত দ্বাদশাব্দ ব্রতধারণাদি প্রায়শ্চিত্তও ঐকান্তিক পাপ-শোধক হইতে পারে না—যদি প্রায়শ্চিত্তের পরও মন অসৎ পথে পুনর্ব্বার ধাবিত হয়, সুতরাং যাহারা একেবারে মূলোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে ভগবান্ হরির গুণকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত; যে হেতু, এক ভগবান্‌ই চিত্তশোধক। ১১-১২

বিবৃতি—হি শব্দের অর্থ নিশ্চিতই, এই অজামিল নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, কেবল এক জন্মের নহে, কোটি কোটি জন্মের। এবং উহা কেবল প্রায়শ্চিত্ত নহে, পরন্তু উহা মুক্তিপ্রদ। শাস্ত্রে আছে—

"নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ।
সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি। ৭

অজামিল পুত্রবুদ্ধিতে নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়াছিল, হরিবোধে উচ্চারণ করে নাই—তথাপি নারায়ণ এই চারিটি অক্ষর উচ্চারণ করায় নামাভাস কীর্ত্তিত হইয়াছে; তথাপি উহা দ্বারাই অজামিলের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে, ইদানীন্তন পুত্রাহ্বানের দ্বারা পাপ নাশ হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে, পরন্তু পূর্ব্বকৃত নারায়ণ নামোচ্চারণেই পাপ নষ্ট হইয়াছে; যে কোন ভাষায় যে কোন ভাবে ভগবন্নামোচ্চারণে পাপ নষ্ট হয়। ৮

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্ । যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥১৩॥
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা । বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ১৪ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ । হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ ॥১৫॥
গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ গুরূণি চ লঘূনি চ । প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥১৬॥
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ । নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ১৭ ॥
অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ । সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥১৮॥

অতএব ইহাকে (অজামিলকে) নরকের পথে লইয়া যাইও না, ইহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। যে হেতু এই ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভগবান্ নারায়ণের নাম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ১৩

(অজামিল পুত্রনাম গ্রহণ করিয়াছিল, সে ভগবানের নাম গ্রহণ করে নাই, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে যমদূতগণ! পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক কিম্বা পরিহাসচ্ছলেই হউক, অথবা গীতালাপ-পূরণার্থই হউক, অথবা অবজ্ঞা ক্রমেই হউক, ভগবান্ নারায়ণের নাম যে কোন রূপেই গ্রহণ করিলে অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়। ১৪

(অজামিল সঙ্কল্পপূর্ব্বক ভগবানের নাম গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু পুত্রস্নেহে ব্যাকুলচিত্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়াছিল, তাহাতে কিরূপে ভগবানের নাম গ্রহণ করা হইল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে দূতগণ! উচ্চ গৃহাদি হইতে পতিত, অথবা যাইতে যাইতে স্খলিত, কিম্বা ভগ্নগাত্র অথবা সর্পাদি কর্তৃক দষ্ট, কিম্বা জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত, অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে কোন ব্যক্তি যদি 'হরি' এই শব্দটি উচ্চারণ করে, তবে সে কখনও নরকযাতনা ভোগ করে না। ১৫

(গুরুতর পাতকের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অজামিল একবার মাত্র নামোচ্চারণ করায় কিরূপে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে দূতগণ! মন্বাদি মহর্ষিগণ পাপ সকলের গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া গুরু পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত জানিয়া তারতম্যানু-সারে ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু হরিনাম সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা নহে; কারণ, হরিনাম স্মরণমাত্রে পাতকী সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৬

মন্বাদিপ্রোক্ত তত্তদ্ব্রত, দান, তপস্যাদি দ্বারা তত্তৎ পাপ সকলেরই শোধন হয় কিন্তু পাপকারার অধর্ম্ম জন্য যে মলিনহৃদয়, অথবা অধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান যে হৃদয়, অথবা কৃত পাপের যে সূক্ষ্ম রূপ সংস্কার, তাহা শোধিত হইতে পারে না, পরন্তু ভগবানের পাদপদ্মের সেবায় সেই পাপ বাসনারও শোধন হইয়া থাকে, অতএব অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তা-পেক্ষায় হরিনাম-কীর্ত্তনই প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। ১৭

(অজামিল, নারায়ণনামোচ্চারণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহা মনে করিয়া নামোচ্চারণ করে নাই, তবে তাহার তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত হইল কি রূপে ? ইহার উত্তর এই যে) যেমন জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে কাষ্ঠরাশি-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অগ্নি সেই কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ পুরুষ জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে ভগবানের নামোচ্চারণ করিলে তাহার পাপ সকলকে ঐ নাম-সঙ্কীর্ত্তন দগ্ধ করে। ১৮

বিবৃতি—শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, হরিস্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ। ইহার ভাবার্থ এই যে, একবার মাত্র হরিনামোচ্চারণে মহাপাতক সকলও নষ্ট হয়, একবার মাত্র প্রদর্শিত দীপ দ্বারা যেমন গাঢ় অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ বারম্বার নামোচ্চারণে পুনর্ব্বার পাপান্তর উৎপন্ন হয় না; দীপধারণে যেমন অন্ধকার আসিতে পারে না। ১৬-১৭

যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া। অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥১৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

ত এবং সুবিনির্ণীয় ধর্ম্মং ভাগবতং নৃপ। তং যাম্যপাশান্নির্মুচ্য বিপ্রং মৃত্যোরমূমুচন্ ॥২০॥

ইতি প্রত্যুদিতা যাম্যা দূতা যাত্বা যমান্তিকম্। যমরাজ্ঞে যথা সর্ব্বমাচচক্ষুররিন্দম ॥ ২১ ॥

দ্বিজঃ পাশাদ্বিনির্মুক্তো গতভীঃ প্রকৃতিং গতঃ।
ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ ॥২২॥

তং বিবক্ষুমভিপ্রেত্য মহাপুরুষকিঙ্করাঃ। সহসা পশ্যতস্তস্য তত্রান্তর্দ্দধিরেঽনঘ ॥২৩॥

অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ। ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্ ॥২৪॥

ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ। অনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ ॥২৫॥

অহো মে পরমং কষ্টমভূদবিজিতাত্মনঃ। যেন বিপ্লাবিতং ব্রহ্ম বৃষল্যাং জায়তাত্মনা ॥২৬॥

(এ ব্যক্তি কোন ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই, এবং নামোচ্চারণ-কালে ইহার শ্রদ্ধাও ছিল না, সুতরাং ইহার এই নামকীর্ত্তনে প্রায়শ্চিত্ত হইল কিরূপে? এই আশঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন) যেমন কোন ব্যক্তি না জানিয়াও কোন বীর্য্যবৎ ঔষধ যদৃচ্ছা-ক্রমে ভক্ষণ করিলে সেই ঔষধ আত্মগুণ প্রদর্শন করে অর্থাৎ আরোগ্য সম্পাদন করে, সেইরূপ নামরূপ মন্ত্রও অজ্ঞানে উচ্চারণ করিলেও আপনার কার্য্য অবশ্য করিবে; কারণ, বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না। ১৯

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সেই বিষ্ণুদূতগণ এইরূপে ভাগবতধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া ও সেই অজামিল ব্রাহ্মণকে যাম্য পাশ হইতে মুক্ত করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে মোচন করিয়াছিলেন। ২০

হে রাজন্য! যমদূতগণ এইরূপে নিরাকৃত অর্থাৎ পরাজিত হইয়া যমের নিকটে গিয়াছিল এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সকল কথা যমরাজকে বলিয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণ যমপাশ হইতে মুক্ত হওয়ায় নির্ভয় ও প্রকৃতিস্থ হইয়া ভগবৎকিঙ্করগণের দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া বিষ্ণুর দূতগণকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়াছিল। ২১-২২

হে নিষ্পাপ! মহারাজ! মহাপুরুষ বিষ্ণুর কিঙ্করগণ সেই অজামিল কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই দর্শনকারী ব্রাহ্মণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ২৩

অনন্তর অজামিল, যমদূতগণের নিকট বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য সগুণধর্ম্ম ও বিষ্ণুদূতগণের নিকট ভগবৎ-প্রণীত শুদ্ধ (নির্গুণ) ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া হরির মাহাত্ম্য শ্রবণে ভগবান্ হরিতে অতি শীঘ্রই ভক্তিমান্ হইয়াছিল এবং নিজের কৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া তাহার অনুতাপ হইয়াছিল। ২৪-২৫

আহা! অজিতেন্দ্রিয় আমার কি পরম কষ্ট উপনীত হইল, যে আমি পুত্ররূপে শূদ্রাগর্ভে জন্মিয়া অর্থাৎ তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণজাতি নাশ করিয়াছি। ২৬

বিবৃতি—শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—

"শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে"

যুক্তি দ্বারাও দেখা যায়, 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র' এই শ্রুতিও 'মাতৃবদ্বর্ণসঙ্করাঃ' এই স্মৃতি দ্বারা অজামিলের বাক্য সমর্থিত হইয়াছে। ২৬

ধিঙ্মাং বিগর্হিতং সদ্ভির্দুষ্কৃতং কুলকজ্জলম্। হিত্বা বালাং সতীং যোঽহং সুরাপীমসতীমগাম্ ॥২৭॥
বৃদ্ধাবনাথৌ পিতরৌ নান্যবন্ধূ তপস্বিনৌ। অহো ময়াধুনা ত্যক্তাবকৃতজ্ঞেন নীচবৎ ॥২৮॥
সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে। ধর্ম্মঘ্নাঃ কামিনো যত্র বিন্দন্তি যমযাতনাঃ ॥২৯॥
কিমিদং স্বপ্ন আহো স্বিৎ সাক্ষাদ্দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্।
ক্ব যাতা অদ্য তে যে মাং ব্যকর্ষন্ পাশপাণয়ঃ ॥৩০॥
অথ তে ক্ব গতাঃ সিদ্ধাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ। ব্যামোচয়ন্নীয়মানং বদ্ধ্বা পাশৈরধো ভুবঃ ॥৩১॥
অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে। ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥৩২॥
অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্ব্বৃষলীপতেঃ। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি ॥৩৩॥
ক্ব চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ। ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নামমঙ্গলম্ ॥ ৩৪ ॥
সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ। যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে ॥৩৫॥
বিমুচ্য তমিমং বন্ধমবিদ্যাকামকর্ম্মজম্। সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥৩৬॥
মোচয়ে গ্রস্তমাত্মানং যোষিন্ময্যাত্মমায়য়া। বিক্রীড়িতো যয়ৈবাহং ক্রীড়ামৃগ ইবাধমঃ ॥৩৭॥

সাধুগণের নিকট তৎকর্ত্তৃক নিন্দিত, নিজ কুলের কলঙ্ক আমাকে ধিক্, যে আমি পরিণীতা, সতী, বালা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া অসতী মদ্যপায়িনী শূদ্রাকে এতকাল সম্ভোগ করিয়াছি। ২৭

হায়! অকৃতজ্ঞ আমি এ অতি নীচের ন্যায় বৃদ্ধ, অনাথ, অনন্যবান্ধব-সন্তপ্ত পিতা-মাতাকে সেই সময়েই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ২৮

সেই পাপী আমি অতিশয় দারুণ নরকে পতিত হইব। যে স্থানে ধর্ম্মঘ্ন কামিগণ যমযাতনা সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৯

এক্ষণে যে একটি আশ্চর্য্য দেখিলাম, ইহা কি স্বপ্ন? অথবা জাগ্রদবস্থায় এই অদ্ভুত দেখিলাম? যাহারা পাশ হস্তে আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহারা এক্ষণে কোথায় গেল! ৩০

পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া ভূমির অধোভাগে নীয়মান আমাকে যাঁহারা মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই মনোহরদর্শন চারি জন সিদ্ধ পুরুষই বা কোথায় গেলেন? ৩১

যাহা হউক, এই দুর্ভাগ্যসম্পন্ন আমার দেবোত্তম দর্শনে মঙ্গলই হইবে, যেহেতু আমার আত্মা প্রসন্ন হইতেছে। ৩২

ইহা না হইলে অপবিত্র শূদ্রাপতি আমার মরণ সময়ে মদীয় জিহ্বা নারায়ণের নাম গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ হইত না। ৩৩

কোথায় শঠ, পাপী, বিপ্রত্বনাশক, নির্লজ্জ আমি, আর কোথায় 'নারায়ণ' এই পরম মঙ্গলময় সেই ভগবানের নাম অর্থাৎ এই বিরুদ্ধদ্বয়ের একত্র সমাবেশ অতি দুর্ঘট। ৩৪

যাহা হউক, সেই আমি মনঃ ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে সংযত করিয়া সেই প্রকার যত্ন করিব, যাহাতে পুনর্ব্বার আর আত্মাকে ঘোর অন্ধকারময় নরকে নিমগ্ন না করি। ৩৫

এক্ষণে অবিদ্যা কামকর্ম্ম জন্য এই বন্ধন মোচন করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃৎ, শান্ত, দয়াবান্, সকলের মিত্র ও আত্মবান্ হইব এবং যোষিন্ময়ী আত্মমায়াগ্রস্ত আত্মাকে মুক্ত করিব, যে মায়া জঘন্য ক্রীড়ামৃগের ন্যায় আমাকে লইয়া বিশেষরূপে ক্রীড়া করিয়াছিল। ৩৬-৩৭

মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বামিথ্যার্থধীর্মতিম্। ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ ॥৩৮॥
ইতি জাতসুনির্ব্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু। গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ ॥ ৩৯ ॥
স তস্মিন্ দেবসদন আসীনো যোগমাস্থিতঃ। প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি ॥৪০॥
ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা। যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি ॥ ৪১ ॥
যর্হ্যুপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ। উপলভ্যোপলব্ধান্ প্রাগ্ ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ ॥৪২॥
হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু। সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনাম্ ॥৪৩॥
সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥৪৪॥

এবং স বিপ্লাবিতসর্ব্বধর্ম্মা দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা।
নিপাত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্নন্ ॥৪৫॥
নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥৪৬॥

মিথ্যা পদার্থে অভিনিবেশিতবুদ্ধি আমি, দেহাদিতে, আমি ও আমার এই বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে ভগবন্নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ মন ধারণ করিব, অর্থাৎ তাঁহাকে ধ্যান করিব। ৩৮

হে রাজন্! ক্ষণকালের জন্য সাধুসঙ্গ হওয়ায় জাতবৈরাগ্য অজামিল পুত্রাদি স্নেহরূপ সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া হরিদ্বারে গমন করিয়াছিল। ৩৯

সেই অজামিল সেই হরিদ্বারে কোন একটি দেবালয়ে উপবিষ্ট হইয়া যোগ-ধারণা করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে মন যোজনা করিয়াছিলেন। ৪০

তাহার পর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মাকে বিশুদ্ধ করিয়া চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা ভগবানের স্বরূপ যে অনুভবাত্মক ব্রহ্ম, তাহাতে যুক্ত করিয়াছিলেন। ৪১

সেই ভগবৎস্বরূপে যখন তাঁহার বুদ্ধি নিশ্চল হইয়াছিল, সেই সময়ে ঐ অজামিল অগ্রে কয়েকটি অর্থাৎ চারি জন পুরুষকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া মস্তক দ্বারা বন্দনা করিয়াছিলেন। ৪২

সেই সকল পুরুষগণকে দর্শন করিবার পর গঙ্গাতীর্থে নিজ শরীর পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্ষদগণের স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪৩

(এবং) মহাপুরুষ বিষ্ণুর কিঙ্করগণের সহিত স্বর্ণময় বিমানে আরোহণ করিয়া যেখানে শ্রীপতি বিরাজমান, সেই স্থানে আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। ৪৪

মহারাজ! সেই অজামিল এই প্রকারে সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল, সে দাসীপতি এবং গর্হিত কর্ম্ম করায় পতিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণোচিত ব্রতহীন ঐ অজামিল নরকে পতিত হইবার সময়ে ভগবানের নাম গ্রহণ করাতে সদ্যঃ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল। ৪৫

অতএব তীর্থপদ ভগবানের নাম-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছুই পাপমোচনাভিলাষিগণের পাপমূলোচ্ছেদক নাই, ইহা ভিন্ন যে প্রায়শ্চিত্তান্তর আছে, তাহাতে মনঃ রজ ও তমোগুণ দ্বারা মলিন হইয়াই থাকে, কিন্তু ভগবন্নামকীর্ত্তনে মনঃ একান্ত নির্ম্মল হয়, পুনর্ব্বার কর্ম্মে আসক্ত হয় না। ৪৬

য এতং পরমং গুহ্যমিতিহাসমঘাপহম্। শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো যশ্চ ভক্ত্যানুকীর্ত্তয়েৎ ॥৪৭॥
ন বৈ স নরকং যাতি নেক্ষিতো যমকিঙ্করৈঃ। যদ্যপ্যমঙ্গলো মর্ত্ত্যো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৪৮॥
ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
অজামিলোপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই পাপঘ্ন পরম গুহ্য ইতিহাস শ্রবণ করে এবং যিনি ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ করান, যদিও সেই মানব পরম অমঙ্গলযুক্ত হয়, তথাপি সে নরকে গমন করে না এবং যমদূতের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। ৪৭-৪৮

হে রাজন্! অজামিলও মৃত্যুকালে অবশাবস্থায় শ্রদ্ধাহীন হইয়া পুত্রের নামে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিল, আর যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে ভগবন্নামকীর্ত্তন করে, তাহারা যে ভগবদ্ধামে গমন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? ৪৯

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

নিশম্য দেবঃ স্বভটোপবর্ণিতং প্রত্যাহ কিং তানপি ধর্ম্মরাজঃ।
এবং হতাজ্ঞো বিহতান্ মুরারের্নৈদেশিকৈর্যস্য বশে জনোঽয়ম্ ॥১॥
যমস্য দেবস্য ন দণ্ডভঙ্গঃ কুতশ্চ নর্ষে শ্রুতপূর্ব্ব আসীৎ।
এতন্মুনে বৃশ্চতি লোকসংশয়ং নহি ত্বদন্য ইতি মে বিনিশ্চিতম্ ॥২॥

শ্রীশুক উবাচ।

ভগবৎপুরুষৈ রাজন্ যাম্যাঃ প্রতিহতোদ্যমাঃ। পতিং বিজ্ঞাপয়ামাসুর্যমং সংযমনীপতিম্ ॥৩॥

যমদূতা ঊচুঃ।

কতি সন্তীহ শাস্তারো জীবলোকস্য বৈ প্রভো। ত্রৈবিধ্যং কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম ফলাভিব্যক্তিহেতবঃ ॥৪॥
যদি স্যুর্বহবো লোকে শাস্তারো দণ্ডধারিণঃ। কস্য স্যাতাং ন বা কস্য মৃত্যুশ্চামৃতমেব বা ॥৫॥
কিন্তু শাস্তৃবহুত্বে স্যাদ্বহূনামিহ কর্ম্মিণাম্। শাস্তৃত্বমুপচারো হি যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ ॥৬॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মরাজ যম নিজ ভৃত্যগণের বর্ণিত অজামিলের কথা—যাহাতে স্বভৃত্যগণ বিষ্ণুদূতগণের নিকট পরাজিত হয়, উহা শ্রবণ করিয়া যে যমরাজের বশে নিখিল-জনগণ বর্ত্তমান, তিনি বিষ্ণুদূতগণের নিকট হতাজ্ঞ হইয়া নিজ ভৃত্যগণকে কি বলিয়াছিলেন? ১

হে ঋষে! যমরাজের দণ্ড ভঙ্গ হয়, ইহা কস্মিন্ কালেও কাহার নিকট পূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই, এই বিষয়ে সকল লোকেরই মহান্ সংশয় হইবে, আপনি ব্যতীত অন্য কেহ এ সংশয় ছেদন করিতে পারিবে না; ইহা আমার নিশ্চয় জানা আছে, অতএব আপনি উহা বলুন। ২

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক যমদূতগণ প্রতিহতোদ্যম হইয়া সংযমনীপতি নিজ প্রভু যমকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল। ৩

যমদূতেরা বলিল, হে প্রভো! ত্রিবিধ কর্ম্মকারী জীবলোকের কর্ম্মফলদাতা শাসনকর্ত্তা কত জন আছেন? ৪

যদি জীবলোকের বহু শাসনকর্ত্তা থাকেন, তবে সেই সকল শাসনকর্ত্তাদিগের পরস্পর বিরোধ-স্থলে কাহারও প্রতি সুখ ও দুঃখ উভয়ই হইতে পারে এবং তাহাদের ঐকমত্য স্থলে কাহারও প্রতি উভয়ই হইতে পারে না। ৫

কর্ম্মী পুরুষ বহুতর—তাহাদের কর্ম্মফলের ব্যবস্থার নিমিত্ত যদি শাস্তাও বহুতর হয়, তাহা হইলে শাস্তৃত্ব সংঘটিত হয় বটে কিন্তু তাহাতে সর্ব্বশাস্তার যে মুখ্য শাস্তৃত্ব তাহা মণ্ডলবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদের ন্যায় একদেশে উপচারমাত্র হইয়া পড়ে, অর্থাৎ যেমন সম্রাট্ই মুখ্য শাসনকর্ত্তা, মণ্ডলেশ্বরদিগের শাস্তৃত্ব উপচারমাত্র, তাহার ন্যায় সর্ব্বশাস্তার শাস্তৃত্ব অন্য শাসন শাসনকর্ত্তায় উপচরিত হইয়া পড়ে। ৬

বিবৃতি—কর্ম্ম তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ৪

অতস্ত্বমেকো ভূতানাং সেশ্বরাণামধীশ্বরঃ। শাস্তা দণ্ডধরো নৃণাং শুভাশুভবিবেচনঃ ॥৭॥
তস্য তে বিহিতো দণ্ডো ন লোকে বর্ত্ততেঽধুনা।
চতুর্ভিরদ্ভুতৈঃ সিদ্ধৈরাজ্ঞা তে বিপ্রলম্ভিতা ॥৮॥
নীয়মানং তবাদেশাদস্মাভির্যাতনাগৃহান্। ব্যামোচয়ন্ পাতকিনং ছিত্ত্বা পাশান্ প্রসহ্য তে ॥৯॥
তাংস্তে বেদিতুমিচ্ছামো যদি নো মন্যসে ক্ষমম্।
নারায়ণেত্যভিহিতে মা ভৈরিত্যাযযুর্দ্রুতম্ ॥১০॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
ইতি দেবঃ স আপৃষ্টঃ প্রজাসংযমনো যমঃ। প্রীতঃ স্বদূতান্ প্রত্যাহ স্মরন্ পাদাম্বুজং হরেঃ ॥১১॥
যম উবাচ।

পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ ওতং প্রোতং পটবদ্‌যত্র বিশ্বম্।
যদংশতোঽস্য স্থিতিজন্মনাশা নস্যোতবদ্‌যস্য বশে চ লোকঃ ॥১২॥
যো নামভির্বাচি জনং নিজায়াং বধ্নাতি তন্ত্র্যামিব দামভির্গাঃ।
যস্মৈ বলিং ত ইমে নামকর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাশ্চকিতা বহন্তি ॥১৩॥

অতএব একমাত্র আপনিই ঈশ্বরসহিত প্রাণিবর্গের অধীশ্বর, শাসনকর্ত্তা এবং দণ্ডধর, আপনিই মানবদিগের শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া থাকেন। ৭

সেই আপনার বিহিত দণ্ড (শাসনবিধি) বর্ত্তমান সময়ে আর লোকমধ্যে বর্ত্তমান নাই। চারি জন অদ্ভুত সিদ্ধ পুরুষ আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গেল! ৮

হে প্রভো! আপনার আদেশে এক জন পাতকীকে বন্ধন করিয়া যাতনাগৃহে আনিতেছিলাম, তাহারা হঠাৎ আগমনপূর্ব্বক আপনার পাশ ছেদন করিয়া তাহাকে মোচন করিয়া দিল। ৯

হে প্রভো! যদি আপনি আমাদিগকে শুনিবার যোগ্য মনে করেন, তবে আপনার নিকট আমরা তাহাদিগকে জানিতে ইচ্ছা করি, সেই পাপী 'নারায়ণ' এই কথা বলিবামাত্র তাঁহারা 'মাভৈঃ' এই শব্দ করিয়া তথায় দ্রুত আগমন করিয়াছিলেন। ১০

শুকদেব বলিলেন, যমদূতগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রজাসংযমনকারী যম প্রীত হইয়াছিলেন এবং হরির পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নিজ দূতগণের প্রতি বলিয়াছিলেন। ১১

ধর্ম্মরাজ বলিলেন, হে দূতগণ! আমা ভিন্ন অন্য এক জন স্থাবর ও জঙ্গমের সর্ব্বপ্রধান অধীশ্বর আছেন, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌ভাবে বিস্তৃত সূত্র সকলের মধ্যে বসন যেরূপ ওতপ্রোতভাবে থাকে, সেইরূপ যাঁহাতে এই বিশ্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে, এবং যাঁহার অংশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের কারণ এবং সমস্ত লোক রজ্জুবদ্ধনাসিক বলীবর্দ্দের ন্যায় যাঁহার বশে চলিতেছে, তিনিই আমা ভিন্ন সকলের ঈশ্বর। ১২

যিনি রজ্জু দ্বারা বলীবর্দ্দের ন্যায় ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা নিজ বাক্যরূপ (বেদরূপ) মায়ায় লোক সকলকে বন্ধন করিয়াছেন, যাঁহার উদ্দেশ্যে সেই এই জীবসমূহ নাম ও কর্ম্মরূপ বন্ধন দ্বারা বদ্ধ হইয়া চকিতভাবে বলি বহন করিতেছে, অর্থাৎ যাঁহার অধীনে থাকিয়া কর্ম্ম করে। ১৩

অহং মহেন্দ্রো নির্ঋতিঃ প্রচেতাঃ সোমোঽগ্নিরীশঃ পবনো বিরিঞ্চিঃ।
আদিত্যবিশ্বে বসবোঽথ সাধ্যা মরুদ্গণা রুদ্রগণাঃ সসিদ্ধাঃ ॥১৪॥
অন্যে চ যে বিশ্বসৃজোঽমরেশা ভৃগ্বাদয়োঽস্পৃষ্টরজস্তমস্কাঃ।
যস্যেহিতং ন বিদুঃ স্পৃষ্টমায়াঃ সত্ত্বপ্রধানা অপি কিং ততোঽন্যে ॥১৫॥
যং বৈ ন গোভির্মনসাঽসুভির্বা হৃদা গিরা বাঽসুভৃতো বিচক্ষতে।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্ ॥১৬॥
তস্যাত্মতন্ত্রস্য হরেরধীশিতুঃ পরস্য মায়াধিপতের্মহাত্মনঃ।
প্রায়েণ দূতা ইহ বৈ মনোহরাশ্চরন্তি তদ্রূপগুণস্বভাবাঃ ॥১৭॥
ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরপূজিতানি দুর্দর্শলিঙ্গানি মহাদ্ভুতানি।
রক্ষন্তি তদ্ভক্তিমতঃ পরেভ্যো মত্তশ্চ মর্ত্ত্যানথ সর্ব্বতশ্চ ॥১৮॥
ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥১৯॥
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥২০॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ। গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥২১॥

আমি, মহেন্দ্র, নির্ঋতি, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, এবং সিদ্ধগণ এবং অন্যান্য বিশ্বস্রষ্টা অমরগণ, আর ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ যাঁহারা কখনও রজস্তমো দ্বারা স্পৃষ্ট নহেন, সেই সকল দেব ও ঋষিরা সত্ত্বগুণ-প্রধান হইয়াও যাঁহার চেষ্টিত জানিতে পারেন না, তদ্ভিন্ন যাহারা মায়াকর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট, তাহারা তাঁহাকে কিরূপে জানিতে পারে? ১৪-১৫

প্রাণিগণ ইন্দ্রিয় সকল, মনঃ, প্রাণ, হৃদয় বা বাক্য দ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পায় না, অর্থাৎ যিনি সকল জীবের হৃদয়ে দ্রষ্টাস্বরূপে বিরাজমান আছেন, অতএব চক্ষুঃ যেমন রূপকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহার ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিও তাহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ, এই প্রকার অধীশ্বর এক জন মাত্র আছেন। ১৬

সেই আত্মতন্ত্র (স্বাধীন) সকলের প্রভু, মায়াধিপতি মহাত্মা পরমপুরুষ হরির দূতগণ প্রায়ই ভগবানের তুল্যগুণ, তুল্যস্বভাব ও তুল্যরূপ মনোহর হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। হে দূতগণ! বিষ্ণুর ভৃত্যবর্গ, সুরপূজিত এবং সাধারণের দুর্দ্দর্শ ও মহাশ্চর্য্যজনক, তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত মানবগণকে শত্রু হইতে, আমা হইতে এবং অগ্নি, জল ইত্যাদি সকল পদার্থ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। ১৭-১৮

(উঁহারা বিষ্ণুভক্ত হইলে অজামিলের প্রতি কেন অধর্ম্ম পক্ষপাত করিলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন)

হে দূতগণ! সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্ম, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, এমন কি, দেবতারা অথবা সিদ্ধ-সঙ্ঘ, অসুরগণ, মানবগণ কেহই জানেন না, বিদ্যাধর, চারণগণ কি প্রকারে জানিতে পারিবে? ১৯

হে ভৃত্যগণ! কেবল ব্রহ্মা, নারদ, শঙ্কর, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি, আমরা এই দ্বাদশ জনেই ভাগবতধর্ম্ম অবগত আছি। ঐ ধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু জানিতে পারিলে মোক্ষ হয়। ২০-২১

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥২২॥
নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ। অজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশাদমুচ্যত ॥২৩॥
এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥২৪॥
প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধু পুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥২৫॥
এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে সর্ব্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ ॥২৬॥
তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্ নৈষাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥২৭॥

হে দূতগণ! ভগবন্নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই ইহলোকে পুরুষগণের পরম ধর্ম্ম, তাহাকেই ভাগবতধর্ম্ম কহে। ২২

হে পুত্রগণ! ভগবন্নামোচ্চারণের মাহাত্ম্য দেখ, কেবল নামোচ্চারণ করিয়া মহা পাপী অজামিলও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। অতএব ভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নাম সকলের সংকীর্ত্তন যে কেবল পুরুষের পাপক্ষয় মাত্র করিবে তাহা নহে। কারণ, মহাপাপী, অপবিত্র ও মুমূর্ষু সুতরাং অসুস্থচিত্ত অজামিলও 'নারায়ণ' বলিয়া পুত্রকে আহ্বান করিয়া (সম্যক্‌রূপে শ্রদ্ধাসহকারে পবিত্র না হইয়া ভগবন্নাম বোধে কীর্ত্তন না করিয়া) মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৩-২৪

(মন্বাদি মহাজনেরা কেন দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তাদি বলিয়াছেন, নামমাহাত্ম্য বলেন নাই কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন)

হে দূতগণ! মন্বাদি মহাজনগণ দৈবী মায়ায় সম্পূর্ণ বিমোহিতমতি হইয়াই সেই এই নামমাহাত্ম্য প্রায় জানেন না এবং অর্থবাদযুক্ত বেদবিধিতেই অভিনিবিষ্টচিত্ত হওয়ায় বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি রূপ গুরুতর যজ্ঞাদিতেই প্রবৃত্ত থাকিতেন। ২৫

সুধীগণ এই সকল বিবেচনা করিয়া ভগবান্ অনন্তে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তিযোগ বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমার দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য নহেন, কারণ, উঁহাদের পাতক হইতেই পারে না; যদি হয়, তবে ভগবানের নামকীর্ত্তন ঐ পাপকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া দেয়। ২৬

যে সকল সাধু পুরুষ ভগবানের শরণাপন্ন, সর্ব্বত্র সমদর্শী, দেবগণ সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক যাঁহাদের পবিত্র কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, হে দূতগণ! তোমরা তাঁহাদিগের নিকট যাইও না। তাঁহাদিগকে ভগবানের গদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে, অতএব তাঁহাদের দণ্ডবিধানে আমরাও সমর্থ নহি এবং কালও সমর্থ নহে। ২৭

বিবৃতি—বৈষ্ণবশাস্ত্রে সায়ং প্রাতঃ এবং দীর্ঘ কাল নামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে, অথচ অজামিল পুত্রকে ভগবন্নামে একবার মাত্র আহ্বান করিয়া মুক্ত হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে বলেন যে, নামের তাদৃশই প্রভাব। বারম্বার কীর্ত্তন দ্বারা পাপবাসনা ক্ষয় হয়, একবার নাম করিলে যাহা হয় তাহার জন্য কেন এত গুরু প্রয়াস লোকে করে, এরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ, সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় বড় বড় মন্ত্রে শ্রদ্ধা অথচ অল্পাক্ষর মন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা। সুতরাং এই নামকীর্ত্তনের গ্রাহক নাই ইহা মনে করিয়াই মন্বাদি মহাজনগণ দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত বিধান বলিয়াছেন। নামকীর্ত্তনের উপদেশ করেন নাই। অথবা সামান্য পাপের ধ্বংস নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্ররূপ হরিনামের কথা বলেন নাই। অথবা নামমাহাত্ম্যজ্ঞানে সকলেই মুক্ত হইয়া যাইতে পারে ইত্যাদি। ২৫

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্ ।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥২৮॥
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥২৯॥
তৎ ক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্যদসৎ কৃতং নঃ ।
স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাঞ্জলীনাং ক্ষান্তির্গরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে ॥৩০॥
তস্মাৎ সংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্ । মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতম্ ॥৩১॥
শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ । যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ॥৩২॥
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিড়্ ন পুনর্বিসৃষ্টমায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু ।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টুমীহেত কর্ম্ম যত এষ রজঃ পুনঃ স্যাৎ ॥৩৩॥

হে দূতগণ! যাহারা অসাধু এবং নিষ্কিঞ্চন, অসঙ্গ পরমহংসগণ অজস্র যাঁহার সেবা করেন, সেই মুকুন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দরস হইতে বিমুখ এবং নরকের পথস্বরূপ যে স্বধর্ম্মশূন্য গৃহ, তাহাতেই যাহারা বদ্ধতৃষ্ণ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে আমার নিকটে আনয়ন করিও। ২৮

হে দূতগণ! যাহাদের জিহ্বা ভগবানের গুণ-বর্ণন বা ভগবানের নামকীর্ত্তন করে না, কিম্বা, যাহাদের চিত্ত ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করে না এবং যাহাদের মস্তক একেবারের জন্যও কৃষ্ণের উদ্দেশে অবনত হয় না, সেই সকল অসৎ এবং বিষ্ণুসেবাপরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণকে আমার নিকট আনয়ন করিবে। ২৯

(ভগবানের নিকট যম ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছেন) সেই ভগবান্, পুরাণপুরুষ নারায়ণ, নিজ ভৃত্যগণ আমরা যে অন্যায় করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমরা তাঁহারই লোকমাহাত্ম্য অবগত না হওয়াতেই অপরাধ করিয়াছি, অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা করি, তিনি অপরাধ মার্জ্জনা করুন। সেই ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, তাঁহাতে অবশ্যই ক্ষমা-গুণ আছে। আমরা সেই পরম পুরুষের চরণে প্রণাম করি। ৩০

(প্রস্তাবোপসংহার করিয়া বলিতেছেন) হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণুর নাম-সংকীর্ত্তন জগতের মঙ্গলস্বরূপ, ইহা নিশ্চয় জানিও; তদ্দ্বারা মহৎ পাপ সকলের ঐকান্তিক নিষ্কৃতি হইয়া থাকে। ৩১

হে রাজন্! ভগবান্ হরির উদ্দাম বীর্য্য সকল মুহুর্মুহু শ্রবণ করিলে অথবা কীর্ত্তন করিলে তজ্জনিত ভক্তি যেমন চিত্তকে বিশুদ্ধ করে, তদ্রূপ ব্রত-নিয়মাদির দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না। ৩২

যে ব্যক্তি একবার শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের মধুর আস্বাদ প্রাপ্ত হয়, দুর্গতিপ্রদ মায়া গুণ অর্থাৎ বিষয়সমূহে তাহার আর রতি হয় না। যে ব্যক্তি উক্ত রসাস্বাদে বঞ্চিত, সে কামহত হইয়া আপনার পাপমোচনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ সেই কর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হয়; যে কর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার পাপ জন্মিয়া থাকে। ৩৩

ইত্থং স্বভর্ত্তৃগদিতং ভগবন্মহিত্বং সংস্মৃত্য বিস্মিতধিয়ো যমকিঙ্করাস্তে।
নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানা দ্রষ্টুঞ্চ বিভ্যতি ততঃ প্রভৃতি স্ম রাজন্ ॥৩৪॥
ইতিহাসমিমং গুহ্যং ভগবান্ কুম্ভসম্ভবঃ। কথয়ামাস মলয় আসীনো হরিমর্চ্চয়ন্ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
অজামিলোপাখ্যানে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

হে রাজন্! যমকিঙ্করগণ নিজ প্রভু কর্ত্তৃক কথিত ভগবন্মাহাত্ম্য অবগত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিল। তদবধি কৃষ্ণাশ্রিত জনকে অবলোকন করিলে এই ব্যক্তি আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহাদের প্রতি নেত্রপাত করিতেও ভয় করিত। এই ইতিহাস অলীক, এরূপ মনে করিও না, একদা মহর্ষি অগস্ত্য মলয়াচলে বসিয়াছিলেন, এরূপ সময়ে অব্যগ্রচিত্তে হরিকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক এই গুহ্য ইতিহাস বলিয়াছিলেন। ৩৪-৩৫

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

দেবাসুরনৃণাং সর্গো নাগানাং মৃগপক্ষিণাম্। সামাসিকস্ত্বয়া প্রোক্তো যস্তু স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥১॥
তস্যৈব ব্যাসমিচ্ছামি জ্ঞাতুং তে ভগবন্ যথা। অনুসর্গং যয়া শক্ত্যা সসর্জ ভগবান্ পরঃ ॥২॥

শ্রীসূত উবাচ।

ইতি সংপ্রশ্নমাকর্ণ্য রাজর্ষের্বাদরায়ণিঃ। প্রতিনন্দ্য মহাযোগী জগাদ মুনিসত্তমাঃ ॥৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

যদা প্রচেতসঃ পুত্রা দশ প্রাচীনবর্হিষঃ। অন্তঃসমুদ্রাদুন্মগ্না দদৃশুর্গাং দ্রুমৈর্বৃতাম্ ॥৪॥
দ্রুমেভ্যঃ ক্রুধ্যমানাস্তে তপোদীপিতমন্যবঃ। মুখতো বায়ুমগ্নিঞ্চ সসৃজুস্তদ্দিধক্ষয়া ॥ ৫ ॥
তাভ্যাং নির্দহ্যমানাংস্তানুপলভ্য কুরূদ্বহ। রাজোবাচ মহান্ সোমো মন্যুং প্রশময়ন্নিব ॥৬॥
মা দ্রুমেভ্যো মহাভাগা দীনেভ্যো দ্রোগ্ধুমর্হথ। বিবর্দ্ধয়িষবো যূয়ং প্রজানাং পতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৭॥
অহো প্রজাপতিপতির্ভগবান্ হরিরব্যয়ঃ। বনস্পতীনোষধীশ্চ সসর্জ্জোর্জ্জমিষং বিভুঃ ॥৮॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেব, অসুর ও মানবগণের সৃষ্টি এবং নাগ, মৃগ ও পক্ষিগণের সৃষ্টির কথা যাহা আপনি আমাকে সংক্ষেপে (তৃতীয় স্কন্ধে) বলিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ আপনার নিকট অবগত হইতে ইচ্ছা করি এবং পরম পুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রত্যেক সর্গে যে শক্তি দ্বারা যে প্রকারে সৃষ্টি করেন, তাহাও বলুন। ১-২

সূত বলিলেন, হে শৌনকাদি ঋষিগণ! রাজর্ষি পরীক্ষিতের এই সম্যক্ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ব্যাসনন্দন মহাযোগী মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেব, রাজাকে অভিনন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন। ৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যখন প্রাচীনবর্হির দশ জন প্রচেতা নামক পুত্র সমুদ্র-মধ্য হইতে উঠিলেন, তখন পৃথিবীকে বিবিধ বৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত দেখিলেন, হে পাণ্ডবেয়! তপস্যার দ্বারা দীপ্তক্রোধ প্রচেতাগণ বৃক্ষ সকলের উপর ক্রোধ করিয়া বৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে মুখ হইতে অগ্নি ও বায়ু সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৪-৫

হে কুরুকুলাবতংস! সেই বায়ু ও বহ্নি দ্বারা বৃক্ষ সকল দগ্ধ হইতে আরম্ভ করিলে বনস্পতি সকলের রাজা ভগবান্ সোম, প্রচেতাগণের ক্রোধ-শান্তির নিমিত্ত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন। ৬

হে মহাভাগগণ! তোমরা প্রজা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক প্রজাপতি, সুতরাং ঐ দীন বৃক্ষ সকলকে নির্ম্মূল করিতে পার না (ইহা তোমাদের অযোগ্য কর্ম্ম)। ৭

হে প্রচেতাগণ! প্রজাপতিগণের পতি ভগবান্ অব্যয় হরি, পৃথিবীস্থ বৃক্ষ ও ওষধি সকলকে প্রজাদিগের ভক্ষ্য ও অন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ৮

অন্নং চরাণামচরা হ্যপদঃ পাদচারিণাম্। অহস্তা হস্তযুক্তানাং দ্বিপদাঞ্চ চতুষ্পদঃ ॥৯॥
যূয়ঞ্চ পিত্রান্বাদিষ্টা দেবদেবেন চানঘাঃ। প্রজাসর্গায় হি কথং বৃক্ষান্ নির্দগ্ধুমর্হথ ॥১০॥
আতিষ্ঠত সতাং মার্গং কোপং যচ্ছত দীপিতম্।
পিত্রা পিতামহেনাপি জুষ্টং বঃ প্রপিতামহৈঃ ॥১১॥
তোকানাং পিতরৌ বন্ধূ দৃশঃ পক্ষ্ম স্ত্রিয়াঃ পতিঃ।
পতিঃ প্রজানাং ভিক্ষূণাং গৃহ্যজ্ঞানাং বুধঃ সুহৃৎ ॥১২॥
অন্তর্দ্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ। সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ ॥১৩॥
যঃ সমুৎপতিতং দেহে আকাশান্মন্যুমুল্বণম্। আত্মজিজ্ঞাসয়া যচ্ছেৎ স গুণানতিবর্ত্ততে ॥১৪॥
অলং দগ্ধৈর্দ্রুমৈর্দীনৈঃ খিলানাং শিবমস্তু বঃ। বার্ক্ষী হ্যেষা বরা কন্যা পত্নীত্বে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১৫॥
ইত্যামন্ত্র্য বরারোহাং কন্যামাপ্সরসীং নৃপ। সোমো রাজা যযৌ দত্ত্বা তে ধর্ম্মেণোপযেমিরে ॥১৬॥
তেভ্যস্তস্যাং সমভবদ্দক্ষঃ প্রাচেতসঃ কিল। যস্য প্রজাবিসর্গেণ লোকা আপূরিতাস্ত্রয়ঃ ॥১৭॥

অচর (পুষ্প-লতাদি) বস্তু সকল চর ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ কেবল পক্ষচারী ভ্রমরাদির খাদ্য, অপদ (ঘাসাদি) পাদচারীর (গো-মহিষাদির) ভক্ষ্য, হস্তহীন প্রাণী (গো-মহিষাদি) হস্তযুক্তদিগের (ব্যাঘ্রাদির) আহার্য্য, চতুষ্পদ (মৃগাদি) দ্বিপদ-(মনুষ্য) দিগের ভোজ্য হইয়া থাকে, সেই ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দগ্ধ করিয়া উৎসন্ন করা প্রজাপতিদিগের অনুচিত। হে অনঘ বৎসগণ! তোমাদের পিতা প্রাচীন-বর্হিঃ তোমাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন, ইহাতে তোমরা কি প্রকারে প্রজাদিগের উপজীব্য বৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ৯-১০

হে বৎসগণ! ক্রোধকে সম্বরণ কর, তোমাদের পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহগণের সেবিত সাধুগণের পথ অর্থাৎ উপশম অবলম্বন কর। ১১

(অপর, ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখ) বালক-গণের পিতা-মাতাই বন্ধু, চক্ষুর পক্ষ্মই বন্ধু, স্ত্রীলোকের পতিই বন্ধু, প্রজাগণের প্রজাপতি বন্ধু, ভিক্ষুকগণের গৃহীই বন্ধু এবং অজ্ঞলোকের পণ্ডিত ব্যক্তিই সুহৃৎ, তোমরা প্রজাপতি, তোমাদের প্রজাগণের জীবিকা নষ্ট করা উচিত নহে। আর সকল ভূতের অভ্যন্তরে ভগবান্ হরি আত্মরূপে বিরাজ করেন, অতএব সকলকেই তাঁহার অবস্থানের আধার বলিয়া দর্শন কর, ইহা করিলে ভগবান্ হরি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ১২-১৩

হে বৎসগণ! যে ব্যক্তি দেহসমুৎপন্ন আকস্মিক তীব্র ক্রোধকে আত্মবিচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, তিনিই গুণ সকলকে অতিক্রম করিতে পারেন। ১৪

অতএব এই সকল দীন বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া কোন লাভ নাই। অবশিষ্ট বৃক্ষগণ ও তোমাদের মঙ্গল হউক; বৃক্ষগণপরিপালিতা এই সুরূপা কন্যাটি তোমরা পত্নীত্বে গ্রহণ কর। ১৫

হে নৃপ! সোমরাজা এই প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার সেই সুন্দরী কন্যাকে প্রচেতাদিগকে দান করিয়া গমন করিলেন, তাঁহারাও ধর্ম্মতঃ তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। ১৬

সেই অপ্সরার গর্ভে প্রচেতাদিগের ঔরসে প্রাচেতস দক্ষ উৎপন্ন হয়েন। যাঁহার প্রজাসৃষ্টি দ্বারা তিন লোক পরিপূর্ণ হইয়াছে। ১৭

যথা সসর্জ ভূতানি দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ। রেতসা মনসা চৈব তন্মমাবহিতঃ শৃণু ॥১৮॥
মনসৈবাসৃজৎ পূর্ব্বং প্রজাপতিরিমাঃ প্রজাঃ। দেবাসুরমনুষ্যাদীন্ নভঃস্থলজলৌকসঃ ॥ ১৯ ॥
তমবৃংহিতমালোক্য প্রজাসর্গং প্রজাপতিঃ। বিন্ধ্যপাদানুপব্রজ্য সোঽচরদ্দুষ্করং তপঃ ॥২০॥
তত্রাঘমর্ষণং নাম তীর্থং পাপহরং পরম্। উপস্পৃশ্যানুসবনং তপসাঽতোষয়দ্ধরিম্ ॥২১॥
অস্তৌষীদ্ধংসগুহ্যেন ভগবন্তমধোক্ষজম্। তুভ্যং তদভিধাস্যামি কস্যাতুষ্যদ্‌যথা হরিঃ ॥২২॥
শ্রীপ্রজাপতিরুবাচ।

নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে গুণত্রয়াভাসনিমিত্তবন্ধবে।
অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভির্নিবৃত্তমানাবধয়ে স্বয়ম্ভুবে ॥২৩॥
ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্।
গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টেস্তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥২৪॥
দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ।
সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥২৫॥

দুহিতৃবৎসল দক্ষ যে প্রকারে শুক্র ও মনের দ্বারা ভূত সকলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হে রাজন্! তুমি অবহিত হইয়া, সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ১৮

হে পাণ্ডবেয়! দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে দেব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতি খেচর, ভূচর, জলচর, প্রজা সকলকে মনের দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৯

প্রজাসৃষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হওয়ায় তদবলোকনে প্রজাপতি দক্ষ বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশে অর্থাৎ তৎসন্নিহিত পর্ব্বতে গমন করিয়া তিনি দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। ২০

সেই পর্ব্বতের অনতিদূরে অঘমর্ষণ নামে একটি পাপহর তীর্থ ছিল। সেই তীর্থে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া তপস্যা দ্বারা হরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ২১

এবং হংসগুহ্য নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্র দ্বারা ভগবান্ অধোক্ষজ হরিকে স্তব করিতেন, হে রাজন্! ভগবান্ হরি যে প্রকারে প্রজাপতি দক্ষের প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তোমার নিকট তাহাও বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ২২

প্রজাপতি দক্ষ এইরূপ স্তব করিয়া বলিলেন, সেই পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি, তাঁহার চিৎশক্তি অবিতথ, তিনি জীব ও মায়ার নিয়ন্তা, পরন্তু যে সকল জীবের গুণেতেই তত্ত্ববুদ্ধি তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পারে না, কারণ, তাঁহার পরিমাণ ও সীমা নাই; আর তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, এই জন্য সিদ্ধ বস্তু। ২৩

এবং গুণ অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় যেমন গুণীর অর্থাৎ কর্ণ-চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সখ্য (প্রকাশকত্ব) জানে না, সেইরূপ জীবও এই দেহরূপ পুরে বাস করে, অথচ এই পুরেই বাসকারী সখার ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বাদি সখ্য জানিতে পারে না। কারণ, জীবের এই প্রপঞ্চেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, আমি সেই মহেশ্বরকে নমস্কার করি। ২৪

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ইহারা স্ব স্ব রূপকে এবং এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গকে এবং এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠ যে দেবতাবর্গ তাহাদিগকে জানে না, জীব এই তিন ও ইহার মূলীভূত গুণ সকলকেও জানেন, তথাপি তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে জানিতে পারেন না, আমি সেই অনন্ত দেবকে স্তব করি। ২৫

যদোপরামো মনসো নামরূপরূপস্য দৃষ্টস্মৃতিসংপ্রমোষাৎ।
য ঈয়তে কেবলয়া স্বসংস্থয়া হংসায় তস্মৈ শুচিসদ্মনে নমঃ ॥২৬॥
মনীষিণোঽন্তর্হৃদি সংনিবেশিতং স্বশক্তিভির্নবভিশ্চ ত্রিবৃদ্ভিঃ।
বহ্নিং যথা দারুণি পাঞ্চদশ্যং মনীষয়া নিষ্কর্ষন্তি গূঢ়ম্ ॥২৭॥
স বৈ মমাশেষবিশেষমায়ানিষেধনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তিঃ ॥২৮॥
যদ্যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং ধিয়াক্ষভির্ব্বা মনসোত যস্য।
মাভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ ॥২৯॥
যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ যদ্যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং তদ্‌ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্ ॥৩০॥
যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥৩১॥

নাম ও রূপ যাহার দ্বারা নিরূপিত হয়, সেই মনের যখন দৃষ্টি ও স্মৃতি বিনাশ হেতু উপরম হয়, অর্থাৎ সমাধি হয়, তখন কেবল স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা যিনি প্রতীত হয়েন, শুদ্ধ চিত্তই যাঁহার প্রতীতির স্থান, সেই শুদ্ধ হংসকে আমি নমস্কার করি। মনীষিগণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে সপ্তবিংশ সংখ্যক স্বশক্তি দ্বারা অথবা ত্রিগুণাত্মক যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহান্ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র রূপ নবশক্তি তাহা দ্বারা গূঢ় অর্থাৎ নিশ্চলীকৃত, পঞ্চদশ সামধেনী মন্ত্র দ্বারা প্রকাশ্য অলৌকিক বহ্নির ন্যায় যিনি অবস্থিত, অথচ অহঙ্কারাস্পদ আত্মা হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। ২৬-২৭

অশেষ বিশেষ মায়ার নিষেধ দ্বারা নির্ব্বাণসুখে যাঁহার অনুভূতি হয়, এবং সকলের নামই যাঁহার নাম ও বিশ্বের রূপই যাঁহার রূপ ও অনির্ব্বাচ্য আত্মশক্তি যাঁহার সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২৮

বাক্য দ্বারা যাহা যাহা অভিহিত হয়, বুদ্ধি দ্বারা যাহা যাহা ব্যবসিত হয়, ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যাহা যাহা নিরূপিত হয়, কিম্বা মনের দ্বারা যাহা সংকল্পিত হয়, এ সমুদায়ই যাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না, কারণ, এ সকল পদার্থ গুণ দ্বারা বৰ্দ্ধিত হয়, পরমাত্মা এ সকল হইতে ভিন্ন, যে হেতুক তিনি গুণসকলের প্রলয় ও উৎপত্তি দ্বারা লক্ষ্য হয়েন। ২৯

যে অধিকরণে, যে অপাদান হইতে, যে করণ দ্বারা, যাঁহার সম্বন্ধে যৎসম্প্রদানক যৎকর্ম্মক যৎ কর্ত্তৃক যে প্রকারে কর্ম্ম কৃত অথবা কারিত হয়, তিনিই ঐ সকলের কারণ। যে হেতু, সকলের অগ্রে আপনা হইতেই তিনি সিদ্ধ আছেন, তিনি পর ও অপর সকলের কারণ এবং সজাতীয় ও বিজাতীয়শূন্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার অবিদ্যা মায়া প্রভৃতি শক্তি সকল বিরুদ্ধ মত স্থাপনকারী বাদিগণের বিবাদের কথন বা সম্বাদের স্থান হইয়া থাকে এবং সেই সকল বাদীদিগের আত্মাতে মুহুর্ম্মুহু মোহ উপস্থিত করিয়া দেয়, সেই অনন্ত গুণে অলঙ্কৃত পরম পুরুষ ভগবানকে আমি নমস্কার করি। ৩০-৩১

বিবৃতি।—ব্রহ্ম যদি বিশ্বের কারণ হয়েন, তবে জগৎ তাঁহার স্বরূপ হইত—ইহা মীমাংসকগণ বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে স্বভাববাদিগণ বিবাদে যোগদান করে। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ ইহাদিগকে বুঝাইলেও তাহারা কেন মুগ্ধ হয়, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন। ৩১

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়োরেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসংখ্যয়োঃ সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহৎ তৎ ॥৩২॥
যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥৩৩॥
যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্ ॥৩৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি স্তুতঃ সংস্তুবতঃ স তস্মিন্নঘমর্ষণে। প্রাদুরাসীৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥৩৫॥
কৃতপাদঃ সুপর্ণাংসে প্রলম্বাষ্টমহাভুজঃ। চক্রশঙ্খাসিচর্ম্মেষু ধনুঃপাশগদাধরঃ ॥ ৩৬ ॥
পীতবাসা ঘনশ্যামঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ। বনমালানিবীতাঙ্গো লসৎশ্রীবৎসকৌস্তুভঃ ॥ ৩৭ ॥

যোগশাস্ত্রে বিরাটরূপী ভগবানের পাতালাদি পাদতল বলিয়া বর্ণিত আছে এবং তদনুসারে তাঁহার উপাসনা করা হয়, সাংখ্যশাস্ত্রে তাঁহাকে অপাণি-পাদ বলা হইয়াছে, এই আছে ও নাই ইহা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও একস্থ ও বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ এক ব্রহ্মেই উহা সম্ভব হয়; ঐ যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারা যে কিছু প্রতীত হয়, সেই বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মই অবিবাদের আস্পদ, ঐ দুই শাস্ত্রে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলিলেও একবস্তু-নিষ্ঠ, সেই বস্তুই পরম, যেহেতু বিধি-নিষেধের বিষয় নহেন, বিনা অধিষ্ঠানে পাদাদি কল্পনা ও বিনা বিধিতে নিষেধ অসম্ভব হওয়ায় সে বস্তু অনুকূল অর্থাৎ এই দুই পদার্থের উৎপাদকরূপেও সিদ্ধ আছেন। ৩২

যে ভগবান্ অনন্ত, নাম ও রূপহীন হইয়াও স্বীয় পাদপদ্মভজনাকারী জীবনিবহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত জন্ম ও কর্ম্ম সকল দ্বারা বহুবিধ রূপ ও অনেক নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ অনন্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৩

যেমন পদ্মাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের গন্ধ আশ্রয় করিয়া নানা গন্ধবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, এবং রেণুর ধূসরত্বাদি আশ্রয় করিয়া নানা রূপবিশিষ্ট হয়, তেমনি যে ভগবান্ অর্ব্বাচীন উপাসনামার্গ দ্বারা মানবগণের বাসনানুসারে দেহ-গত হইয়া সেই সেই দেবতারূপে বিশেষ বিশেষ ফল প্রদান করেন, সেই পরমেশ্বরই আমার মনোরথ সফল করুন (দেবান্তরে আমার প্রয়োজন নাই)। ৩৪

শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই অঘমর্ষণতীর্থে এই প্রকার স্তুত হইয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ স্তবকারী দক্ষের নিকট প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ৩৫

ভগবানের চরণদ্বয় গরুড়ের স্কন্ধদ্বয়ে বিন্যস্ত ছিল, আটটি বিশাল বাহু জানু পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল, আট হাতে শঙ্খ, চক্র অসি, চর্ম্ম, ধনু, বাণ, খড়্গ, পাশ এবং গদা ছিল। ৩৬

পীতবসন, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও তিনি প্রসন্ন-বদন ও প্রসন্ননয়ন ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে পাদ পর্য্যন্ত বনমালা ব্যাপ্ত ছিল, শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি তাঁহার অঙ্গে শোভিত ছিল। ৩৭

মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ। কাঞ্চ্যঙ্গুলীয়বলয় নূপুরাঙ্গদভূষিতঃ ॥ ৩৮ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনং রূপং বিভ্রত্রিভুবনেশ্বরঃ। বৃতো নারদনন্দাদ্যৈঃ পার্ষদৈঃ সুরযূথপৈঃ ॥৩৯॥
স্তূয়মানোঽনুগায়ন্তিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ। রূপং তন্মহদাশ্চর্য্যং বিচক্ষ্যাগতসাধ্বসঃ ॥৪০॥
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রহৃষ্টাত্মা প্রজাপতিঃ। ন কিঞ্চনোদীরয়িতুমশকৎ তীব্রয়া মুদা।
আপূরিতমনোদ্বারৈর্হ্রদিন্য ইব নির্ঝরৈঃ ॥ ৪১ ॥
তং তথাবনতং ভক্তং প্রজাকামং প্রজাপতিম্। চিত্তজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানামিদমাহ জনার্দ্দনঃ ॥৪২॥
শ্রীভগবানুবাচ।
প্রাচেতস মহাভাগ সংসিদ্ধস্তপসা ভবান্। যচ্ছ্রদ্ধয়া মৎপরয়া ময়ি ভাবং পরং গতঃ ॥৪৩॥
প্রীতোঽহং তে প্রজানাথ যত্তেঽস্যোদ্বৃংহণং তপঃ। মমৈষ কামো ভূতানাং যদ্ভূয়াসুর্বিভূতয়ঃ ॥৪৪॥
ব্রহ্মা ভবো ভবন্তশ্চ মনবো বিবুধেশ্বরাঃ। বিভূতয়ো মম হ্যেতা ভূতানাং ভূতিহেতবঃ ॥৪৫॥
তপো মে হৃদয়ং ব্রহ্মংস্তনুর্বিদ্যা ক্রিয়াকৃতিঃ।
অঙ্গানি ক্রতবো জাতা ধর্ম্ম আত্মাসবঃ সুরাঃ ॥৪৬॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ কিঞ্চান্তরং বহিঃ। সংজ্ঞানমাত্রমব্যক্তং প্রসুপ্তমিব বিশ্বতঃ ॥৪৭॥

মস্তকে মহামূল্য কিরীট, কর্ণে মকরাকার কুণ্ডল এবং তিনি কাঞ্চী, কটিভূষণ, অঙ্গুরী, বলয়, নূপুর, অঙ্গদ প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত, সেই ত্রিভুবনেশ্বরই হরি ত্রৈলোক্যমোহন রূপ ধারণপূর্ব্বক নারদ-নন্দনাদি পার্ষদগণে ও লোকপালগণে পরিবৃত হইয়া এবং গানকারী সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ৩৮-৩৯

প্রজাপতি দক্ষ সেই মহদাশ্চর্য্যজনক রূপ দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ভগবানকে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়াছিলেন। ৪০

নির্ঝরিণীর জলে যেমন হ্রদিনী সকল পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ তীব্র আনন্দে ইন্দ্রিয় সকল পরিপূর্ণ হওয়ায় প্রজাপতি দক্ষ কিছুমাত্র বলিতে সমর্থ হইলেন না। সর্ব্বভূতের চিত্তজ্ঞ ভগবান্ জনার্দ্দন, ভক্ত প্রজাকাম প্রজাপতি সেইরূপ অবনত দক্ষকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিলেন, হে প্রাচেতস মহাভাগ দক্ষ! তুমি মদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা দ্বারা আমাতে ভক্তি লাভ করাতে তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছ। ৪১-৪৩

হে প্রজানাথ! তোমার এই তপস্যাচরণ এই বিশ্বের বৃদ্ধিকারক, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, প্রাণিসকলের বিভূতি হয়, ইহাই আমার কামনা (আমার কামনা পূর্ণ করায় আমি প্রীত হইয়াছি); হে বৎস! ব্রহ্মা, শঙ্কর, তোমরা প্রজাপতিগণ, মনুগণ ও দেবগণ ইহারা সকলে আমার বিভূতি ও প্রাণিসকলের উদ্ভবের কারণ। ৪৪-৪৫

হে ব্রহ্মন্! তপস্যা অর্থাৎ যম-নিয়মাদি আমার হৃদয়, বিদ্যা অর্থাৎ সাঙ্গ বেদ আমার শরীর, ক্রিয়া অর্থাৎ ধ্যানাদি বিষয়ক পুরুষ ব্যাপার আমার আকৃতি, যজ্ঞ সকল আমার অঙ্গ, ধর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য অপূর্ব্ব আমার মন এবং দেবগণ আমার প্রাণ। ৪৬

হে প্রজাপতে! অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম, মদতিরিক্ত কোন আন্তর অর্থাৎ গ্রহণকর্ত্তা এবং বাহ্য অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য পদার্থ ছিল না। অর্থাৎ কেবল চৈতন্য মাত্র ছিল, তাহাও ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা ব্যক্ত হইত না, সুতরাং এই জগৎ প্রসুপ্তের ন্যায় ছিল। ৪৭

ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতো গুণবিগ্রহঃ। যদাসীত্তত এবাদ্যঃ স্বয়ম্ভূঃ সমভূদজঃ ॥৪৮॥
স বৈ যদা মহাদেবো মম বীর্য্যোপবৃংহিতঃ। মেনে খিলমিবাত্মানমুদ্যতঃ সর্গকর্ম্মণি ॥৪৯॥
অথ মেঽভিহিতো দেবস্তপোঽতপ্যত দারুণম্। নব বিশ্বসৃজো যুষ্মান্ যেনাদাবসৃজদ্বিভুঃ ॥৫০॥
এষা পঞ্চজনস্যাঙ্গ দুহিতা বৈ প্রজাপতেঃ। অসিক্নী নাম পত্নীত্বে প্রজেশ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৫১॥
মিথুনব্যবায়ধর্ম্মস্ত্বং প্রজাসর্গমিমং পুনঃ। মিথুনব্যবায়ধর্ম্মিণ্যাং ভূরিশো ভাবয়িষ্যসি ॥৫২॥
ত্বত্তোঽধস্তাৎ প্রজাঃ সর্ব্বা মিথুনীভূয় মায়য়া। মদীয়য়া ভবিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি চ মে বলিম্ ॥৫৩॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা মিষতস্তস্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। স্বপ্নোপলব্ধার্থ ইব তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
হংসগুহ্যস্তবো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অনন্ত গুণ—অনন্ত আমাতে মায়া দ্বারা গুণময় বিগ্রহ এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই সময়ে আদ্য স্বয়ম্ভু অযোনিজ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৪৮

সেই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আমার বীর্য্যে বর্দ্ধিত হইয়া যখন সৃষ্টিকার্য্যে উদ্যত হয়েন, তখন নিজেকে ঐ কার্য্যে অসমর্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ৪৯

তখন আমি তাঁহাকে তপস্যা করিতে বলিলাম, তাহাতে তিনি দারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন এবং প্রথমে তোমাদের নয় জন বিশ্বস্রষ্টাকে সৃষ্টি করিলেন। ৫০

হে প্রজাপতে! দক্ষ! সুপ্রসিদ্ধ প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্যা এই অসিক্নী, ইহাকে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ কর। স্ত্রী-পুরুষের রতিক্রীড়া-রূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঐরূপ ধর্ম্মশালিনী এই নারীতে বহু প্রজা তুমি উৎপন্ন করিতে পারিবে। ৫১-৫২

আমার মায়াবলে, তোমার পরবর্ত্তী প্রজা সকল মিথুনীভূত হইয়াই প্রজা উৎপাদন করিবে, এবং তাহারা আমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিবে। ৫৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ বিশ্বভাবন হরি এই প্রকার বলিয়া দক্ষের সমক্ষেই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৫৪

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তস্যাং স পাঞ্চজন্যাং বৈ বিষ্ণুমায়োপবৃংহিতঃ। হর্য্যশ্বসংজ্ঞানযুতং পুত্রানজনয়দ্বিভুঃ ॥ ১ ॥
অপৃথগ্ধর্ম্মশীলাস্তে সর্ব্বে দাক্ষায়ণা নৃপ। পিত্রা প্রোক্তাঃ প্রজাসর্গে প্রতীচীং প্রযযুর্দ্দিশম্ ॥২॥
তত্র নারায়ণসরস্তীর্থং সিন্ধুসমুদ্রয়োঃ। সঙ্গমো যত্র সুমহন্মুনিসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ৩ ॥
তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্দ্ধূতমলাশয়াঃ। ধর্ম্মে পারমহংস্যে চ প্রোৎপন্নমতয়োঽপ্যুত ॥৪॥
তেপিরে তপ এবোগ্রং পিত্রাদেশেন যন্ত্রিতাঃ। প্রজাবিবৃদ্ধয়ে যত্তান্ দেবর্ষিস্তান্ দদর্শ হ ॥৫॥
উবাচ চাথ হর্য্যশ্বাঃ কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ। অদৃষ্ট্বান্তং ভুবো যূয়ং বালিশা বত পালকাঃ ॥৬॥
তথৈকপুরুষং রাষ্ট্রং বিলং চাদৃষ্টনির্গমম্। বহুরূপাং স্ত্রিয়ং চাপি পুমাংসং পুংশ্চলীপতিম্ ॥৭॥
নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহম্। ক্বচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি ॥৮॥
কথং স্বপিতুরাদেশমবিদ্বাংসো বিপশ্চিতঃ। অনুরূপমবিজ্ঞায় অহো সর্গং করিষ্যথ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুমায়ায় বর্দ্ধিত শক্তি হইয়া সেই পাঞ্চজনীর গর্ভে হর্য্যশ্ব নামক অযুত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১

হে রাজন্! সেই সকল দক্ষপুত্রেরা অপৃথক্ ধর্ম্মশীল অর্থাৎ সমান আচার ও সমান স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা পিতা কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে উক্ত হইয়া সকলেই পশ্চিম দিকে গমন করিয়াছিলেন। ২

সেই পশ্চিম দিকে যে স্থানে সিন্ধু নদ ও সমুদ্রের সঙ্গম হইয়াছে, সেই স্থানে মুনি ও সিদ্ধগণ-সেবিত নারায়ণ-সরঃ নামে এক মহাতীর্থ আছে। ৩

সেই মহাতীর্থের জল স্পর্শে দক্ষতনয়গণ নির্ম্মল চিত্ত ও পারমহংস্য ধর্ম্মে সঞ্জাতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। ৪

তথাপি পিতা কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত তাঁহারা আদিষ্ট হওয়ায় নিয়ন্ত্রিত দক্ষ-পুত্রগণ প্রজাবৃদ্ধির জন্য উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই দক্ষতনয়গণকে প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত তপস্যায় নিযুক্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। ৫

অনন্তর দেবর্ষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে হর্য্যশ্বগণ! তোমরা বালক এবং মূর্খ, তোমরা পালক হইয়াও, পৃথিবীর অন্ত না জানিয়া কি প্রকারে সৃষ্টি করিবে? ৬

সেইরূপ যে রাজ্যে এক জন মাত্র পুরুষ, কিম্বা যে গর্ত্তের নির্গম-পথ দেখা যায় না এবং বহুরূপা স্ত্রী ও পুংশ্চলীপতি পুরুষকে না জানিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে? ৭

এবং উভয় দিকে প্রবাহশালিনী নদী, এবং যে গৃহ পঞ্চবিংশতি পদার্থ দ্বারা অতিশয় অদ্ভুত, যে গৃহের কোন স্থানে বিচিত্র কথাযুক্ত হংস বিরাজিত এবং যে গৃহ ক্ষুর ও বজ্র দ্বারা নির্ম্মিতের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও স্বয়ং দ্রুতগতিশীল তাহা না জানিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে? সর্ব্বজ্ঞ পিতার আদেশ নিজের অনুরূপ কি না তাহা না জানিয়া, অহো! তোমরা পণ্ডিত হইয়াও কিরূপে সৃষ্টি করিবে? ৮-৯

তন্নিশম্যাথ হর্য্যশ্বা ঔৎপত্তিকমনীষয়া। বাচঃ কূটন্তু দেবর্ষেঃ স্বয়ং বিমমৃশুর্ধিয়া ॥১০॥
ভূঃ ক্ষেত্রং জীবসংজ্ঞং যদনাদি নিজবন্ধনম্। অদৃষ্ট্বা তস্য নির্ব্বাণং কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥১১॥
এক এবেশ্বরস্তুর্য্যো ভগবান্ স্বাশ্রয়ঃ পরঃ। তমদৃষ্ট্বাঽভবং পুংসঃ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥১২॥
পুমান্ নৈবৈতি যদ্গত্বা বিলস্বর্গং গতো যথা। প্রত্যগ্ধামাবিদ ইহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥১৩॥
নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা। তন্নিষ্ঠামগতস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥১৪॥
তৎসঙ্গভ্রংশিতৈশ্বর্য্যং সংসরন্তং কুভার্য্যবৎ। তদ্গতীরবুধস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥১৫॥
সৃষ্ট্যপ্যয়করীং মায়াং বেলাকূলান্তবেগিতাম্। মত্তস্য তামবিজ্ঞস্য কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥১৬॥
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং পুরুষোঽদ্ভুতদর্পণঃ। অধ্যাত্মমবুধস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥১৭॥
ঐশ্বরং শাস্ত্রমুৎসৃজ্য বন্ধমোক্ষানুদর্শনম্। বিবিক্তপদমজ্ঞায় কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥১৮॥

হর্য্যশ্বগণ, নারদের কূট বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সহজ বিচারশক্তি দ্বারা নিজেরাই উহার বিচার করিয়াছিলেন। (নারদ দশটি বাক্য বলিয়াছেন, দশটি শ্লোকে তাহার অর্থ বিবেচিত হইতেছে) ভূমি শব্দে ক্ষেত্র, উহাই জীবসংজ্ঞক অর্থাৎ লিঙ্গশরীর, যাহা আত্মার অনাদি কাল হইতে বন্ধের কারণ, তাহার অন্ত অর্থাৎ বিনাশ দর্শন না করিয়া এই সকল কর্ম্ম দ্বারা কি ফল হইবে? ১০-১১

এক মাত্র ঈশ্বর সকলের সাক্ষী, তাহার অন্য আশ্রয় নাই, তিনি নিজেই নিজের আধার; সেই অভব অর্থাৎ সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া পুরুষের অসৎ কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইবে? ১২

পুরুষ যেখানে গমন করিলে বিলস্বর্গ অর্থাৎ পাতালগত ব্যক্তির ন্যায় তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না—তাহা পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকে না, জানিয়া নশ্বর সর্গাদিসাধন কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল লাভ হইবে? মায়াবশে নানা-রূপী জীবের বুদ্ধি, স্বৈরিণী স্ত্রীর ন্যায় মোহকারিণী ও রজঃ প্রভৃতি নানা গুণে সমন্বিতা, যে ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অন্ত প্রাপ্ত না হয়েন, তাঁহার অশান্ত কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইবে? ১৩-১৪

মায়াসঙ্গ-বশে যাঁহার ঐশ্বর্য্যভ্রংশ হইয়াছে, অতএব কুৎসিত ভার্য্যার ভর্ত্তার ন্যায় যিনি সেই মায়ার সুখ-দুঃখ রূপ গতির অনুগমন করিয়া থাকেন, সেই জীবকে যে পুরুষ জানে না, তাহার অবিবেক-কৃত কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইবে? ১৫

সংসারমধ্যে সৃষ্টি ও প্রলয়কারিণী যে মায়া সেই নদীস্বরূপ এবং দুইদিকে বহনশীল, যদিও তপস্যা ও বিদ্যা প্রভৃতি নদীর বেলাকূল অর্থাৎ নির্গমস্থান, তথাপি নির্গমপ্রতিবন্ধক ক্রোধ-অহঙ্কারাদি রিপুকুল তাহার নিকটে অতিশয় বেগবান্; ঐ বেগে বিবশ হইয়া যে ব্যক্তি উক্ত নদীর তথ্য বিচার না করিয়া কর্ম্ম করে, তাহার মায়িক কর্ম্ম দ্বারা কি ফল হইবে? ১৬

অন্তর্য্যামী পুরুষ, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্চর্য্য আশ্রয়, তিনি কার্য্য-কারণসংঘাতের অধিষ্ঠাতা, তাঁহাকে যে পুরুষ জানে না, তাহার মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যকৃত অসৎ কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইবে? ১৭

যাঁহাতে বন্ধ-মোক্ষের স্বরূপ দেখান হইয়াছে, সেই ঈশ্বরপ্রতিপাদক শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এবং চিৎ ও জড় বস্তু যাহাতে বিশেষরূপে বিবেচিত হয়, তাহা না জানিয়া বহির্মুখ কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইতে পারে? ১৮

কালচক্রং ভ্রমি তীক্ষ্ণং সর্ব্বং নিষ্কর্ষয়জ্জগৎ। স্বতন্ত্রমবুধস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥১৯॥
শাস্ত্রস্য পিতুরাদেশং যো ন বেদ নিবর্ত্তকম্। কথং তদনুরূপায় গুণবিস্রম্ভ্যুপক্রমেৎ ॥২০॥
ইতি ব্যবসিতা রাজন্ হর্য্যশ্বা একচেতসঃ। প্রযযুস্তং পরিক্রম্য পন্থানমনিবর্ত্তনম্ ॥২১॥
স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহৃষীকেশপদাম্বুজে। অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচরন্মুনিঃ ॥২২॥

নাশং নিশম্য পুত্রাণাং নারদাচ্ছীলশালিনাম্।
অন্বতপ্যত কঃ শোচন্ সুপ্রজস্ত্বং শুচাং পদম্ ॥২৩॥

স ভূয়ঃ পাঞ্চজন্যায়ামজেন পরিসান্ত্বিতঃ। পুত্রানজনয়দ্দক্ষঃ সবলাশ্বান্ সহস্রিণঃ ॥২৪॥
তে চ পিত্রা সমাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে ধৃতব্রতাঃ। নারায়ণসরো জগ্মুর্যত্র সিদ্ধাঃ স্বপূর্ব্বজাঃ ॥২৫॥
তদুপস্পর্শনাদেব বিনির্দ্ধূতমলাশয়াঃ। জপন্তো ব্রহ্ম পরমং তেপুস্তত্র মহৎ তপঃ ॥২৬॥
অব্ভক্ষাঃ কতিচিন্মাসান্ কতিচিদ্বায়ুভোজনাঃ। আরাধয়ন্ মন্ত্রমিমমভ্যস্যন্ত ইড়স্পতিম্ ॥২৭॥
ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে। বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি ॥২৮॥

কালচক্র নিরন্তর ভ্রমণশীল ও সুতীক্ষ্ণ, সে সকল জগৎকে বিনাশ করে, অতএব স্বতন্ত্র; ইহা যে জানে না, তাহার এই সংসারে বৈগুণ্যবহুল অসৎ কাম্য কর্ম্ম সকল দ্বারা কি ফল হইতে পারে? ১৯

(দ্বিতীয় জন্মের কারণ) শাস্ত্ররূপ নিজ পিতার আদেশ যে নিবর্ত্তক অর্থাৎ কর্ম্মনিবর্ত্তক, তাহা যে জানে না, সে কিরূপে গুণময় প্রবৃত্তিমার্গে বিশ্বস্ত হইয়া সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে? ২০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! একচিত্ত দক্ষতনয় হর্য্যশ্বগণ এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া যাহা হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না, সেই পথে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ২১

দেবর্ষি নারদও স্বরব্রহ্ম ভগবান্ হৃষীকেশের পাদপদ্মে আপনার চিত্ত বিনিবেশিত করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সকল লোকে বিচরণ করিয়াছিলেন। ২২

প্রজাপতি দক্ষ নারদের মুখে সুশীল পুত্রগণের নাশ শ্রবণ করিয়া শোক-সন্তাপ করিয়াছিলেন। সৎপুত্রবত্তাই শোকের স্থান অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৎ সন্তান হর্য্যশ্বগণের নিমিত্ত দক্ষ প্রজাপতি অনুতাপ করিয়াছিলেন। ২৩

সেই প্রজাপতি দক্ষ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইয়া পুনর্ব্বার পাঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ্ব নামে সহস্র সংখ্যক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ২৪

তাহারাও পিতা কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া ব্রতধারণপূর্ব্বক নারায়ণ-সরোবরে গমন করিয়াছিল, যে স্থানে আপনাদের অগ্রজগণ তপঃসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ২৫

সেই নারায়ণ-সরোবরের জল স্পর্শমাত্র সেই সবলাশ্বগণ নিষ্পাপ ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া পরব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণব জপ করত সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিল। ২৬

তাহারা কয়েক মাস জলমাত্র ভক্ষণে ও কয়েক মাস বায়ুমাত্র ভোজনেই বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র অভ্যাস করত মন্ত্রপতি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। ২৭

মন্ত্র যথা—যিনি পরম পুরুষ মহাত্মা নারায়ণ, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয়, পরমহংসরূপী তাঁহাকে চিন্তা করি। ২৮

ইতি তানপি রাজেন্দ্র প্রজাসর্গধিয়ো মুনিঃ। উপেত্য নারদঃ প্রাহ বাচঃ কূটানি পূর্ব্ববৎ ॥২৯॥
দাক্ষায়ণাঃ সংশৃণুত গদতো নিগমং মম। অন্বিচ্ছতানুপদবীং ভ্রাতৄণাং ভ্রাতৃবৎসলাঃ ॥৩০॥
ভ্রাতৃণাং প্রায়ণং ভ্রাতা যোঽনুতিষ্ঠতি ধর্ম্মবিৎ। স পুণ্যবন্ধুঃ পুরুষো মরুদ্ভিঃ সহ মোদতে ॥৩১॥
এতাবদুক্ত্বা প্রযযৌ নারদোঽমোঘদর্শনঃ। তেঽপি চান্বগমন্ মার্গং ভ্রাতৄণামেব মারিষ ॥৩২॥
সধ্রীচীনং প্রতীচীনং পরস্যানুপথং গতাঃ। নাদ্যাপি তে নিবর্ত্তন্তে পশ্চিমা যামিনীরিব ॥৩৩॥
এতস্মিন্ কাল উৎপাতান্ বহূন্ পশ্যন্ প্রজাপতিঃ। পূর্ব্ববন্নারদকৃতং পুত্রনাশমুপাশৃণোৎ ॥৩৪॥
চুক্রোধ নারদায়াসৌ পুত্রশোকবিমূর্চ্ছিতঃ। দেবর্ষিমুপলভ্যাহ রোষাদ্বিস্ফুরিতাধরঃ ॥৩৫॥

শ্রীদক্ষ উবাচ।

অহো অসাধো সাধূনাং সাধুলিঙ্গেন নস্ত্বয়া। অসাধ্বকার্য্যর্ভকাণাং ভিক্ষোর্মার্গঃ প্রদর্শিতঃ ॥৩৬॥
ঋণৈস্ত্রিভিরমুক্তানামমীমাংসিতকর্ম্মণাম্। বিঘাতঃ শ্রেয়সঃ পাপ লোকয়োরুভয়োঃ কৃতঃ ॥৩৭॥

হে রাজেন্দ্র! দেবর্ষি নারদ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত ধৃতচিত্ত অর্থাৎ কৃতনিশ্চয় তপস্যারত সবলাশ্বগণের নিকটে উপনীত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কূট বাক্য বলিয়াছিলেন ২৯

হে দক্ষনন্দনগণ! আমার নিকট উপদেশ শ্রবণ কর, তোমরা ভ্রাতৃবৎসল, সুতরাং ভ্রাতৃগণের পদবী অবলোকন কর। ৩০

যে ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতা ভ্রাতৃগণের প্রকৃষ্ট গমন অনুবর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি পুণ্যবন্ধু পুরুষ ও সে মরুদ্গণের সহিত আমোদ করে। ৩১

হে রাজর্ষে! এই পর্য্যন্ত বলিয়া অমোঘদর্শন দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিয়াছিলেন, আর তাঁহারাও ভ্রাতৃগণের পথের অনুসরণ করিলেন। ৩২

তাঁহারা সমীচীন ও প্রত্যগ্‌বৃত্তিলভ্য পরমেশ্বরের অনুকূল পথে গমন করিয়াছিলেন এবং গত যামিনীর ন্যায় অদ্যাপি তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হয়েন নাই। প্রজাপতি দক্ষ এই সময়ে বহু বহু অমঙ্গল-সূচক উৎপাত দর্শন করিলেন ও পূর্ব্বের ন্যায় নারদের মন্ত্রণায় এবারেও পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ৩৩-৩৪

পুত্রশোকে বিশেষরূপে মূর্চ্ছিত ঐ প্রজাপতি দক্ষ নারদের প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ দক্ষের নিকট উপনীত হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই ক্রোধে কম্পিতাধর দক্ষ নারদকে বলিলেন। ৩৫

অহে অসাধো! তুমি সাধুর ন্যায় বেশ ধারণ করিলেও অসাধু কার্য্য করিয়াছ, যে হেতু স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত সাধু আমার পুত্রগণকে ভিক্ষুকমার্গ উপদেশ করিয়াছ। ৩৬

হে পাপ! যাহারা কি কি কার্য্য করিতে হইবে তাহার মীমাংসা করে নাই, যাহারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে মোক্ষতত্ত্ব উপদেশ করায় উহাদের ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল নাশ করিয়াছ। ৩৭

বিবৃতি—ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয় লইয়াই ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ ও পুত্র উৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এই কথা বেদে বলা হইয়াছে। মনুও বলিয়াছেন, এই ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া যে মোক্ষ ইচ্ছা করে, সে অধোগামী হয়, সুতরাং ঐ বালকগণের ইহকাল পরকাল উভয়ই তুমি নষ্ট করিয়াছ। ৩৭

এবং ত্বং নিরনুক্রোশো বালানাং মতিভিদ্ধরেঃ। পার্ষদমধ্যে চরসি যশোহা নিরপত্রপঃ ॥৩৮॥
নন্নু ভাগবতা নিত্যং ভূতানুগ্রহকাতরাঃ। ঋতে ত্বাং সৌহৃদঘ্নং বৈ বৈরঙ্করমবৈরিণাম্ ॥৩৯॥
নেত্থং পুংসাং বিরাগঃ স্যাৎ ত্বয়া কেবলিনা মৃষা। মন্যসে যদ্যুপশমং স্নেহপাশনিকৃন্তনম্ ॥৪০॥
নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাম্। নির্ব্বিদ্যতে স্বয়ং তস্মান্ন তথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ ॥৪১॥
যন্নস্ত্বং কর্ম্মসন্ধানাং সাধূনাং গৃহমেধিনাম্। কৃতবানসি দুর্ম্মর্ষং বিপ্রিয়ং তব মর্ষিতম্ ॥৪২॥
তন্তুকৃন্তন যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ। তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ভ্রমতঃ পদম্ ॥৪৩॥
শ্রীশুক উবাচ।
প্রতিজগ্রাহ তদ্বাঢ়ং নারদঃ সাধুসম্মতঃ। এতাবান্ সাধুবাদো হি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
নারদশাপঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বালকগণের বুদ্ধিভেদকারী এই প্রকার নির্দ্দয়, ভগবানের যশোনাশক, নির্লজ্জ তুমি কি প্রকারে হরির পার্ষদগণের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াও! ৩৮

তুমি ভিন্ন সকল ভাগবতগণই প্রাণিবর্গের প্রতি অনুগ্রহ করিতে তৎপর, কিন্তু তুমি লোকের সৌহার্দ্দ বিনষ্ট কর, এবং নির্বৈর ব্যক্তিগণের প্রতি বৈরভাব করিয়া থাক। (ইহাতে কি তোমার লজ্জা হয় না?) ৩৯

(যদি তুমি মনে কর, বৈরাগ্য হইতে উপশম ও উপশম হইতে স্নেহপাশচ্ছেদন হয় এবং বিরক্ত পুরুষের ঋণত্রয় শোধের আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলেও ইহা অন্যায় করিয়াছ) জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল মিথ্যা বেশধারী তুমি এই প্রকারে বালকদিগের মতি বিচলিত করিয়াছ, ইহাতে পুরুষদিগের কখনও বৈরাগ্য হয় না, বৈরাগ্য ব্যতীত উপশম হয় না এবং উপশম ব্যতীত স্নেহপাশ ছেদন হয় না, যদি তুমি উপশমকে স্নেহপাশচ্ছেদক মনে কর, তাহা হইলে এস্থানে তাহা সম্ভব হয় না। ৪০

হে দেবর্ষে! বিষয় সকলের তীক্ষ্ণতা অর্থাৎ তাহা যে দুঃখের কারণ, ইহা অনুভব না করিলে তাহা জানিতে পারে না এবং উহা অনুভব না করিলে কেবল পরের উপদেশে ভিন্নবুদ্ধি হইলে সেরূপ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় না, যেরূপ বিষয় অনুভব করিলে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪১

সাধু, গৃহস্থ, অন্যের অপ্রিয় করিতে অপারগ, আমাদের প্রতি তুমি যে দুঃসহ বিপ্রিয় করিয়াছ, তাহা আমরা সহ্য করিয়াছি। ৪২

হে মূঢ়! তুমি আমার সন্তানগণের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া যে অভদ্র আচরণ করিয়াছ, সেই কারণে ইহলোকে সর্বদা ভ্রমণশীল তোমার কোথাও স্থান হইবে না। ৪৩

শুকদেব বলিলেন, সাধুগণের সম্মত দেবর্ষি নারদ, সেই দক্ষোক্ত অভিশাপকে স্বীকার করিয়া লইলেন, কারণ, প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হইয়াও যে সহিষ্ণুতা করা, ইহাই সাধুবাদ। ৪৪

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ততঃ প্রচেতসোঽসিক্ন্যামনুনীতঃ স্বয়ম্ভুবা। ষষ্টিং সংজনয়ামাস দুহিতৃঃ পিতৃবৎসলাঃ ॥১॥
দশ ধর্ম্মায় কায়াদাদ্দ্বিষট্ ত্রিনব চেন্দবে। ভূতাঙ্গিরঃ কৃশাশ্বেভ্যো দ্বে দ্বে তার্ক্ষ্যায় চাপরাঃ ॥২॥
নামধেয়ান্যমূষাং ত্বং সাপত্যানাঞ্চ মে শৃণু। যাসাং প্রসূতিপ্রসবৈর্লোকা আপূরিতাস্ত্রয়ঃ ॥৩॥
ভানুর্লম্বা ককুদ্যামির্বিশ্বা সাধ্যা মরুত্বতী। বসুর্মুহূর্ত্তা সংকল্পা ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুতান্ শৃণু ॥৪॥
ভানোস্তু দেবঋষভ ইন্দ্রসেনস্ততো নৃপ। বিদ্যোত আসীল্লম্বায়াস্ততশ্চ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৫ ॥
ককুদঃ সঙ্কটস্তস্য কীকটস্তনয়ো যতঃ। ভুবো দুর্গাণি যামেয়ঃ স্বর্গো নন্দিস্ততোঽভবৎ ॥৬॥
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়া অপ্রজাংস্তান্ প্রচক্ষতে। সাধ্যোগণশ্চ সাধ্যায়া অর্থসিদ্ধিস্তু তৎসুতঃ ॥৭॥
মরুত্বাংশ্চ জয়ন্তশ্চ মরুত্বত্যা বভূবতুঃ। জয়ন্তো বাসুদেবাংশ উপেন্দ্র ইতি যং বিদুঃ ॥৮॥
মৌহূর্ত্তিকা দেবগণা মুহূর্ত্তায়াশ্চ জজ্ঞিরে। যে বৈ ফলং প্রযচ্ছন্তি ভূতানাং স্বস্বকালজম্ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! তাহার পর প্রজাপতি দক্ষ, ব্রহ্মার অনুরোধ ক্রমে অসিক্নীর গর্ভে ষষ্টি সংখ্যক পিতৃবৎসলা কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১

ষষ্টি সংখ্যক কন্যাগণমধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, কশ্যপকে ত্রয়োদশটি, এবং সাতাইশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করিলেন, অপর ভূত আঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব এই তিন জন মুনিকে দুইটি দুইটি প্রদান করিয়া অবশিষ্ট চারিটি তার্ক্ষ্য নামক কশ্যপকে সম্প্রদান করিলেন। ২

হে রাজন্! ঐ কন্যাগণের ও তাহাদের সন্তানগণের নাম তুমি আমার নিকটে শ্রবণ কর, যাহাদের সন্তান-সন্ততি দ্বারা ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইয়াছে। ৩

হে রাজন্! ভানু, লম্বা, ককুদ, যামী, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্ত্তা, এবং সংকল্পা এই দশ জন ধর্ম্মপত্নী, ইঁহাদের প্রত্যেকের পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। ৪

হে নৃপ! ধর্ম্মপত্নী ভানুর পুত্র দেব ঋষভ, তাহার পুত্র ইন্দ্রসেন; লম্বা নাম্নী ধর্ম্মপত্নীর পুত্র বিদ্যোত, তাহার পুত্র মেঘ সকল। ৫

হে রাজন্! ককুদ নামে ধর্ম্মপত্নীর উদরে সঙ্কটের জন্ম হয়, তাহার পুত্র কীকট, যাহা হইতে পৃথিবীর দুর্গাভিমানী দেবতা সকল, যামীর পুত্র স্বর্গ হইতে নন্দির উৎপত্তি হয়। ৬

বিশ্বার পুত্র বিশ্বেদেবগণ, তাঁহাদিগকে লোক সকলে নিঃসন্তান বলে। এইরূপ সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ, তাঁহাদের তনয় অর্থসিদ্ধি। ৭

মরুত্বতীর মরুত্বান্ ও জয়ন্ত দুই পুত্র, তন্মধ্যে জয়ন্ত বাসুদেবের অংশ, এই কারণে লোকে তাঁহাকে উপেন্দ্র বলিয়া জানে। ৮

মুহূর্ত্তার গর্ভে মৌহূর্ত্তিক দেবগণ উৎপন্ন হয়েন, যাঁহারা প্রাণিগণকে স্ব স্ব কালজ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ৯

সংকল্পায়াস্তু সংকল্পঃ কামঃ সংকল্পজঃ স্মৃতঃ।
বসবোঽষ্টৌ বসোঃ পুত্রাস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥১০॥
দ্রোণঃ প্রাণো ধ্রুবোঽর্কোঽগ্নির্দোষোবাস্তুর্বিভাবসুঃ।
দ্রোণস্যাভিমতেঃ পত্ন্যা হর্ষশোকভয়াদয়ঃ ॥১১॥
প্রাণস্যোর্জস্বতী ভার্য্যা সহ আয়ুঃ পুরোজবঃ। ধ্রুবস্য ভার্য্যা ধরণিরসূত বিবিধাঃ পুরঃ ॥১২॥
অর্কস্য বাসনা ভার্য্যা পুত্রাস্তর্ষাদয়ঃ স্মৃতাঃ। অগ্নের্ভার্য্যা বসোর্ধারা পুত্রা দ্রবিণকাদয়ঃ ॥১৩॥
স্কন্দশ্চ কৃত্তিকাপুত্রো যে বিশাখাদয়স্ততঃ। দোষস্য শর্ব্বরীপুত্রঃ শিশুমারো হরেঃ কলা ॥১৪॥
বাস্তোরাঙ্গিরসীপুত্রো বিশ্বকর্ম্মাকৃতীপতিঃ।
ততো মনুশ্চাক্ষুষোঽভূৎ বিশ্বেসাধ্যা মনোঃ সুতাঃ ॥১৫॥
বিভাবসোরসূতোষা ব্যুষ্টং রোচিষমাতপম্। পঞ্চযামোঽথ ভূতানি যেন জাগ্রতি কর্ম্মসু ॥১৬॥
সরূপাসূত ভূতস্য ভার্য্যা রুদ্রাংশ্চ কোটিশঃ। রৈবতোঽজো ভবো ভীমো বাম উগ্রো বৃষাকপিঃ॥১৭॥
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বহুরূপো মহানিতি। রুদ্রস্য পার্ষদাশ্চান্যে ঘোরাঃ প্রেতবিনায়কাঃ ॥১৮॥
প্রজাপতেরঙ্গিরসঃ স্বধা পত্নী পিতৄনথ। অথর্ব্বাঙ্গিরসং বেদং পুত্রত্বে চাকরোৎ সতী ॥১৯॥

সঙ্কল্পার পুত্র সংকল্প, তাঁহার পুত্র কাম, বসুর পুত্র অষ্টবসু, তাঁহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। ১০

দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু এবং বিভাবসু, ইঁহারা অষ্টবসু, দ্রোণ নামক বসুর পত্নী অভিমতির গর্ভে হর্ষ, শোক, ভয়াদি পুত্র উৎপন্ন হয়, প্রাণের পত্নী উর্জ্জস্বতী, তাহার গর্ভে সহ, আয়ুঃ, পুরোজব এই তিন পুত্র হয়। ধ্রুবের ভার্য্যা ধরণী, তাহার গর্ভে বিবিধ পুত্র উৎপন্ন হয়। ১১-১২

অর্কের ভার্য্যা বাসনা, তাহার গর্ভে তর্ষ প্রভৃতি বহুতর পুত্র উৎপন্ন হয়, অগ্নি নামক বসুর ভার্য্যা ধারা, তাহার গর্ভে দ্রবিণক প্রভৃতি বহু পুত্র হয় ও স্কন্দ জন্মগ্রহণ করেন, ঐ স্কন্দকে লোকে কৃত্তিকা-পুত্রও বলিয়া থাকে, স্কন্দ হইতে বিশাখাদির উদ্ভব হয়। দোষ নামক বসুর পত্নী শর্ব্বরী, তাঁহার পুত্র শিশুমার, ইনি ভগবান্ হরির অংশ; বাস্তুর পত্নী আঙ্গিরসী, তাঁহার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন, লোকে তিনিই শিল্পিগণের আচার্য্য বলিয়া খ্যাত, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চাক্ষুষ মনু, যাঁহার পুত্র বিশ্বদেব ও সাধ্যগণ। ১৩-১৫

বিভাবসুর পত্নী উষা, ব্যুষ্ট, রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র প্রসব করেন, আতপ হইতে পঞ্চযাম অর্থাৎ দিবসের উৎপত্তি হয়, যাহাতে প্রাণী সকল স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত ও জাগ্রত থাকে। ১৬

ভূতের দুই পত্নী, তন্মধ্যে সরূপা নাম্নী ভার্য্যা রুদ্রগণকে প্রসব করেন, তাঁহাদের নাম যথা রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বহুরূপ ও মহান্। হে রাজন্! এই একাদশ রুদ্রের পার্ষদ যে সকল প্রেত বিনায়কাদি, তাহারা ভূতের অন্য ভার্য্যায় উৎপন্ন হয়। ১৭-১৮

প্রজাপতি অঙ্গিরার স্বধা ও সতী নামে দুই পত্নী, তন্মধ্যে স্বধা পিতৃগণকে প্রসব করেন ও সতী অথর্ব্বাঙ্গিরস নামক বেদকে পুত্রত্বে কল্পনা করেন। ১৯

কৃশাশ্বোঽর্চ্চিষি ভার্য্যায়াং ধূম্রকেতুমজীজনৎ। ধিষণায়াং বেদশিরো দেবলং বয়ুনং মনুম্ ॥২০॥
তার্ক্ষ্যস্য বিনতা কদ্রুঃ পতঙ্গী যামিনীতি চ। পতঙ্গ্যসূতপতগান্ যামিনী শলভানথ ॥২১॥
সুপর্ণাসূত গরুড়ং সাক্ষাদ্‌যজ্ঞেশবাহনম্। সূর্য্যসূতমনূরুঞ্চ কদ্রুর্নাগাননেকশঃ ॥ ২২ ॥
কৃত্তিকাদীনি নক্ষত্রাণীন্দোঃ পত্ন্যস্তু ভারত। দক্ষশাপাৎ সোঽনপত্যস্তাসু যক্ষ্মগ্রহার্দ্দিতঃ ॥২৩॥

পুনঃ প্রসাদ্য তং সোমঃ কলালেভে ক্ষয়ে দিতাঃ।
শৃণু নামানি লোকানাং মাতৄণাং শঙ্করাণি চ ॥২৪॥

অথ কশ্যপপত্নীনাং যৎপ্রসূতমিদং জগৎ। অদিতির্দিতির্দনুঃ কাষ্ঠা অরিষ্টা সুরসা ইলা ॥২৫॥

মুনিঃ ক্রোধবশা তাম্রা সুরভিঃ সরমা তিমিঃ।
তিমের্যাদোগণা আসন্ শ্বাপদাঃ সরমাসুতাঃ ॥২৬॥

সুরভের্মহিষা গাবো যে চান্যে দ্বিশফা নৃপ। তাম্রায়াঃ শ্যেনগৃধ্রাদ্যা মুনেরপ্সরসাং গণাঃ ॥২৭॥
দন্দশূকাদয়ঃ সর্পা রাজন্ ক্রোধবশাত্মজাঃ। ইলায়া ভুরুহাঃ সর্ব্বে যাতুধানাশ্চ সৌরসাঃ ॥২৮॥
অরিষ্টায়াস্তু গন্ধর্ব্বাঃ কাষ্ঠায়া দ্বিশফেতরাঃ। সুতা দনোরেকষষ্টিস্তেষাং প্রাধানিকান্ শৃণু ॥২৯॥

কৃশাশ্ব প্রজাপতির অর্চ্চি ও ধিষণা নামে দুই পত্নী, তন্মধ্যে অর্চ্চির গর্ভে কৃশাশ্ব ধূমকেতুকে উৎপাদান করেন ও ধিষণায় বেদশিরা, দেবল, বয়ুন এবং মনুকে উৎপাদন করেন। ২০

তার্ক্ষ্য কশ্যপের বিনতা, কদ্রু, পতঙ্গী ও যামিনী নামে চারিটি পত্নী, তন্মধ্যে পতঙ্গী পক্ষিসকলকে প্রসব করেন, যামিনী শলভগণকে উৎপাদন করেন। সুপর্ণা বিনতা সাক্ষাৎ যজ্ঞেশবাহন গরুড় ও সূর্য্য-সারথি অনুরুকে প্রসব করেন, আর কদ্রু বহু সংখ্যক নাগকে প্রসব করেন। ২১-২২

হে ভারত! কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ চন্দ্রের পত্নী, দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগপীড়িত হয়েন, সেই জন্য কৃত্তিকাদিতে চন্দ্রের কোন সন্তান হয় নাই। ২৩

অনন্তর চন্দ্র দক্ষকে প্রসন্ন করিয়া কৃষ্ণপক্ষে খণ্ডিত কলা সকলকে লাভ করেন (সন্তান-সন্ততি লাভ করিতে পারেন নাই)। হে রাজন্! অতঃপর লোকগণের মাতা কশ্যপ প্রজাপতির পত্নীগণের মঙ্গলময় নাম সকল শ্রবণ কর—যাঁহাদিগের গর্ভে এই সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে, যথা—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি। ইহাদের মধ্যে তিমির গর্ভে যাদোগণ অর্থাৎ জলজন্তুগণ উৎপন্ন হয় এবং সরমার পুত্র শ্বাপদ সকল অর্থাৎ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ। ২৪-২৬

হে রাজন্! সুরভির পুত্র মহিষ, গো এবং যে সকল জন্তুরা দুইটি করিয়া খুরযুক্ত। তাম্রার পুত্র শ্যেন ও গৃধ্র প্রভৃতি, এবং মুনির গর্ভে অপ্সরোগণ উৎপন্ন হয়েন। ২৭

হে রাজন্! দন্দশূক ও সর্পগণ ক্রোধবশার পুত্র, ইলার পুত্র ভূরুহ সকল (বৃক্ষলতাদি); সুরসার সন্তান রাক্ষসগণ। ২৮

অরিষ্টার পুত্র গন্ধর্ব্বগণ, কাষ্ঠার পুত্র এক-খুরবিশিষ্ট (অশ্ব গর্দ্দভাদি) প্রাণিসকল, দনুর এক-ষষ্ঠি জন পুত্র হয়, তাহাদের প্রধান সকলের নাম শ্রবণ কর। ২৯

দ্বিমূর্দ্ধা শম্বরোঽরিষ্টো হয়গ্রীবো বিভাবসুঃ। অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ স্বর্ভানুঃ কপিলোঽরুণঃ ॥৩০॥
পুলোমা বৃষপর্ব্বা চ একচক্রোঽনুতাপনঃ। ধূম্রকেশো বিরূপাক্ষো বিপ্রচিত্তিশ্চ দুর্জ্জয়ঃ ॥৩১॥
স্বর্ভানোঃ সুপ্রভাং কন্যামুবাহ নমুচিঃ কিল। বৃষপর্ব্বণস্তু শর্ম্মিষ্ঠাং যযাতির্নাহুষো বলী ॥৩২॥
বৈশ্বানরসুতায়াশ্চ চতস্রশ্চারুদর্শনাঃ। উপদানবী হয়শিরা পুলোমা কালকা তথা ॥৩৩॥
উপদানবীং হিরণ্যাক্ষঃ ক্রতুর্হয়শিরাং নৃপ।
পুলোমাং কালকাং চ দ্বে বৈশ্বানরসুতে তু কঃ ॥৩৪॥
উপযেমেঽথ ভগবান্ কশ্যপো ব্রহ্মচোদিতঃ। পৌলোমাঃ কালকেয়াশ্চ দানবা যুদ্ধশালিনঃ ॥৩৫॥
তয়োঃ ষষ্টিসহস্রাণি যজ্ঞঘ্নাংস্তে পিতুঃ পিতা। জঘান স্বর্গতো রাজন্নেক ইন্দ্রপ্রিয়ঙ্করঃ ॥৩৬॥
বিপ্রচিত্তিঃ সিংহিকায়াং শতঞ্চৈকমজীজনৎ। রাহুজ্যেষ্ঠং কেতুশতং গ্রহত্বং য উপাগতাঃ ॥৩৭॥
অথাতঃ শ্রূয়তাং বংশো যোঽদিতেরনুপূর্ব্বশঃ। যত্র নারায়ণো দেবঃ স্বাংশেনাবতরদ্বিভুঃ ॥৩৮॥
বিবস্বানর্য্যমা পূষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ। ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শক্র উরুক্রমঃ ॥৩৯॥
বিবস্বতঃ শ্রাদ্ধদেবং সংজ্ঞাসূয়ত বৈ মনুম্। মিথুনঞ্চ মহাভাগা যমং দেবং যমীং তথা।
সৈব ভূত্বাথ বড়বা নাসত্যৌ সুষুবে ভুবি ॥৪০॥

নাম যথা দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয়গ্রীব, বিভাবসু, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরাঃ, স্বর্ভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধূম্রকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্তি ও দুর্জ্জয়। ৩০-৩১

স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভাবে নমুচি বিবাহ করে এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে নহুষনন্দন বলশালী যযাতি বিবাহ করেন। ৩২

হে ভারত! দনুনন্দন বৈশ্বানরের চারিটি প্রিয়দর্শনা কন্যা হয়, তাহাদের নাম যথা—উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা এবং কালকা। ৩৩

হে রাজন্! হিরণ্যাক্ষ উপদানবীকে ও ক্রতু হয়শিরাকে বিবাহ করেন। পুলোমা ও কালকা নাম্নী দুইটি বৈশ্বানর দানবকন্যাকে ভগবান্ প্রজাপতি কশ্যপ ব্রহ্মার অনুরোধে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে ষষ্টসহস্র সংখ্যক পৌলোম ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ দানব জন্মিয়াছিল, তাহারা যজ্ঞবিঘ্নকারী ও যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিত, হে রাজন্! তোমার পিতামহ অর্জ্জুন স্বর্গে গিয়া একাকীই তাহাদিগকে বধ করেন, এবং ঐ কর্ম্ম দ্বারা তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ৩৪ ৩৬

বিপ্রচিত্তি দানব স্বীয় ভার্য্যা সিংহিকাতে একশত একটি পুত্র উৎপাদন করে, তন্মধ্যে রাহু জ্যেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন একশত কেতু, তাহারা সকলেই গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩৭

অতঃপর অদিতির বংশ আনুপূর্ব্বিক ক্রমে শ্রবণ কর। ঐ বংশে ভগবান্ নারায়ণ নিজের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৩৮

বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম (বিষ্ণু) এই কয়টি অদিতির পুত্র। ৩৯

বিবস্বান্ হইতে মহা ভাগ্যবতী সংজ্ঞা শ্রাদ্ধদেব মনুকে এবং যমুনা ও যমকে যমজরূপে প্রসব করেন, এবং তিনিই বড়বারূপে অর্থাৎ ঘোটকী হইয়া অবনীতলে বিচরণ করিতে করিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। ৪০

ছায়া শনৈশ্চরং লেভে সাবর্ণিঞ্চ মনুস্ততঃ। কন্যাঞ্চ তপতীং যা বৈ বব্রে সংবরণং পতিম্ ॥৪১॥
অর্য্যম্ণো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ। যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা ॥৪২॥
পূষাঽনপত্যঃ পিষ্টাদো ভগ্নদন্তোঽভবৎ পুরা। যোঽসৌ দক্ষায় কুপিতং জহাস বিবৃতদ্বিজঃ ॥৪৩॥
ত্বষ্টুর্দৈত্যাত্মজা ভার্য্যা রচনা নাম কন্যকা। সন্নিবেশস্তয়োর্জজ্ঞে বিশ্বরূপশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৪৪॥
তং বব্রিরে সুরগণাঃ স্বস্রীয়ং দ্বিষতামপি। বিমতেন পরিত্যক্তা গুরুণাঙ্গিরসেন যৎ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
দক্ষকন্যাবংশঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অপর, ছায়া বিবস্বান্ হইতে শনৈশ্চর ও সাবর্ণি মনু এই দুইটি পুত্র ও তপতী নাম্নী কন্যাকে প্রসব করেন। ঐ কন্যাই সম্বরণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন। ৪১

অর্য্যমার পত্নী মাতৃকা, তাহাদের কৃতাকৃত জ্ঞানবান্ বহু পুত্র হয়, যে সকলের মধ্যে আত্মানুসন্ধান বিশেষ দ্বারা ব্রহ্মা মনুষ্যজাতি কল্পনা করিয়াছিলেন। ৪২

পূষা নিঃসন্তান, তিনি পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞে ভগ্নদন্ত হয়েন, তিনি পিষ্ট মাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, ঐ পূষা দক্ষের প্রতি কুপিত হরকে লক্ষ্য করিয়া দন্ত বিকাশপূর্ব্বক হাস্য করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার দন্তসকল ভগ্ন হইয়া যায়। ৪৩

হে রাজন্! ত্বষ্টা প্রজাপতির ভার্য্যা, দৈত্যকন্যা রচনা, তাহার গর্ভে প্রজাপতির ঔরসে সন্নিবেশ ও বিশ্বরূপের জন্ম হয়। ৪৪

যদিও বিশ্বরূপ শত্রুকুলের দৌহিত্র, তথাপি দেবগণ যখন অবজ্ঞাত বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন, তখন তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। ৪৫

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

কস্য হেতোঃ পরিত্যক্তা আচার্য্যেণাত্মনঃ সুরাঃ। এতদাচক্ষ্ব ভগবন্ শিষ্যানামক্রমং গুরৌ ॥১॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ইন্দ্রস্ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যমদোল্লঙ্ঘিতসৎপথঃ। মরুদ্ভির্ব্বসুভী রুদ্রৈরাদিত্যৈঋভুভির্নৃপ ॥ ২ ॥
বিশ্বেদেবৈশ্চ সাধ্যৈশ্চ নাসত্যাভ্যাং পরিশ্রিতঃ। সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩ ॥
বিদ্যাধরাপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ পতগোরগৈঃ। নিষেব্যমাণো মঘবান্ স্তূয়মানশ্চ ভারত ॥৪॥
উপগীয়মানো ললিতমাস্থানাধ্যাসনাশ্রিতঃ। পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ চন্দ্রমণ্ডলচারুণা ॥ ৫ ॥
যুক্তশ্চান্যৈঃ পারমেষ্ঠ্যৈশ্চামরব্যজনাদিভিঃ। বিরাজমানঃ পৌলোম্যা সহার্দ্ধাসনয়া ভৃশম্ ॥৬॥
স যদা পরমাচার্য্যং দেবানামাত্মনশ্চ হ। নাভ্যনন্দত সংপ্রাপ্তং প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥৭॥
বাচস্পতিং মুনিবরং সুরাসুরনমস্কৃতম্। নোচ্চচালাসনাদিন্দ্রঃ পশ্যন্নপি সভাগতম্ ॥৮॥
ততো নির্গত্য সহসা কবিরাঙ্গিরসঃ প্রভুঃ। আযযৌ স্বগৃহং তূষ্ণীং বিদ্বান্ শ্রীমদবিক্রিয়াম্ ॥৯॥
তর্হ্যেব প্রতিবুদ্ধ্যেন্দ্রো গুরুহেলনমাত্মনঃ। গর্হয়ামাস সদসি স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥ ১০ ॥
অহো বত ময়াসাধু কৃতং বৈ দভ্রবুদ্ধিনা। যন্ময়ৈশ্বর্য্যমত্তেন গুরুঃ সদসি কাৎকৃতঃ ॥১১॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! দেবগণের আচার্য্য বৃহস্পতি, নিজের শিষ্য দেবগণকে কি কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শিষ্যগণের অপরাধ কি, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। ১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যলাভে মদোন্মত্ত হইয়া সৎপথ (সদাচার) উল্লঙ্ঘন করেন। তিনি মরুদ্গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, ঋভুগণ, বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা পরিবৃত এবং সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মবাদী মুনিগণ, বিদ্যাধরগণ, অপ্সরোগণ, কিন্নর, পতগ ও উরগগণ কর্ত্তৃক সেবিত ও স্তূয়মান হইতেন এবং মধুর স্বরে তাঁহার যশোগান হইত, তিনি সভামধ্যে সিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তাঁহার মস্তকে চন্দ্রমণ্ডল তুল্য সুচারু ছত্র এবং দুই পার্শ্বে চামরব্যজন প্রভৃতি মহারাজ-চিহ্ন শোভা পাইতেছিল, ঐ সকল যুক্ত দেবরাজ আপনার আসনার্দ্ধে স্বীয় প্রিয়তমা শচীকে বসাইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। ২-৬

দেবগণের ও আপনার পরমাচার্য্য সভায় উপস্থিত হইলে সেই ইন্দ্র যখন অভ্যুত্থান ও আসন দানাদি দ্বারা অভিনন্দন করিলেন না, সুরাসুর-নমস্কৃত মুনিপ্রবর বৃহস্পতিকে সভায় আগত দেখিয়াও যখন ইন্দ্র নিজ আসন হইতে একটু বিচলিত হইলেন না, তখন অঙ্গিরানন্দন কবি বৃহস্পতি ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য-মদবিকার জানিয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে নির্গত হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ৭-৯

সেই সময়েই ইন্দ্র নিজকৃত গুরুকে অবহেলার কথা স্মরণ করিয়া সভামধ্যে নিজেকে নিজে নিন্দা করিয়াছিলেন। ১০

অহো! অল্পবুদ্ধি আমি অন্যায় করিয়াছি, যেহেতুক, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত আমি সভামধ্যে গুরুকে তিরস্কৃত করিয়াছি। ১১

কো গৃধ্যেৎ পণ্ডিতো লক্ষ্মীং ত্রিপিষ্টপপতেরপি।
যয়াহমাসুরং ভাবং নীতোঽদ্য বিবুধেশ্বরঃ ॥১২॥
যো পারমেষ্ঠ্যং ধিষণমধিতিষ্ঠন্ন কঞ্চন। প্রত্যুত্তিষ্ঠেদিতি ব্রূয়ুর্ধর্ম্মং তে ন পরং বিদুঃ ॥১৩॥
তেষাং কুপথদেষ্টৄণাং পততাং তমসি হ্যধঃ। যে শ্রদ্দধ্যুর্ব্বচস্তে বৈ মজ্জন্ত্যশ্মপ্লবা ইব ॥১৪॥
অথাহমমরাচার্য্যমগাধধিষণং দ্বিজম্। প্রসাদয়িষ্যে নিশঠঃ শীর্ষ্ণা তচ্চরণং স্পৃশন্ ॥১৫॥
এবং চিন্তয়তস্তস্য মঘোনো ভগবান্ গৃহাৎ। বৃহস্পতির্গতোঽদৃশ্যাং গতিমধ্যাত্মমায়য়া ॥১৬॥
গুরোর্নাধিগতঃ সংজ্ঞাং পরীক্ষন্ ভগবান্ স্বরাট্।
ধ্যায়ন্ ধিয়া সুরৈর্যুক্তঃ শর্ম্ম নালভতাত্মনঃ ॥১৭॥
তচ্ছ্রুত্বৈবাসুরাঃ সর্ব্বে আশ্রিত্যৌশনসং মতম্। দেবান্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুর্দুর্ম্মদা আততায়িনঃ ॥১৮॥
তৈর্বিসৃষ্টেষুভিস্তীক্ষ্ণৈর্নির্ভিন্নাঙ্গোরুবাহবঃ। ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহেন্দ্রা নতকন্ধরাঃ ॥১৯॥
তাংস্তথাভ্যর্দ্দিতান্ বীক্ষ্য ভগবানাত্মভূরজঃ। কৃপয়া পরয়া দেব উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥২০॥
শ্রীব্রহ্মোবাচ।
অহোবত সুরশ্রেষ্ঠা হ্যভদ্রং বঃ কৃতং মহৎ। ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং দান্তমৈশ্বর্য্যান্নাভ্যনন্দত ॥২১॥

কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি স্বর্গাধিপতিরও ঐশ্বর্য্যে আকাঙ্ক্ষা করিবে? আমি দেবগণের অধীশ্বর হইয়াও যে ঐশ্বর্য্য দ্বারা অসুরভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। ১২

যে ব্যক্তি রাজাসনে অধিষ্ঠিত থাকে, সে কাহাকেও প্রত্যুত্থান করিবে না, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা পরম ধর্ম্ম জানেন না। ১৩

কুপথের উপদেষ্টা অথচ নিজে অধঃপতিত সেই সকল ব্যক্তির বাক্যে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রস্তরময় ভেলার সাহায্যে পারেচ্ছু ব্যক্তি যেমন জলমগ্ন হয়, তদ্রূপ অন্ধতমো মধ্যে নিমগ্ন হয়। ১৪

যাহা হউক, এক্ষণে আমি অমরগণের আচার্য্য অগাধবুদ্ধি নিষ্কপট ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিকে মস্তক দ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রসন্ন করিব। ১৫

হে রাজন্! সেই ইন্দ্র যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৃহস্পতি নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অধিক আত্মমায়াবলে অদৃশ্যা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৬

অনন্তর অমরাধিপতি অমরগণ সহ অমরাচার্য্যের অন্বেষণ করিয়াও সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করিয়া ও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না অতএব দেবতাগণের সহিত অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কোন প্রকারে তাঁহার মনে স্বাস্থ্য বোধ হইল না। দেবরাজের সেই বিমর্ষের কথা শুনিয়াই দুর্ম্মদ অসুরগণ, নিজেদের গুরু শুক্রাচার্য্যের সম্মতি ক্রমে উদ্যতাস্ত্র হইয়া দেবগণের প্রতি যুদ্ধোদ্যম করিয়াছিল। ১৭-১৮

অসুরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণবাণ সকল দ্বারা যখন দেবগণের বাহু, উরু ও অন্য অঙ্গসকল বিদীর্ণ হইয়াছিল, তখন দেবগণ দেবরাজ সহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ও নতশিরা হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। ১৯

ভগবান্ স্বয়ম্ভু সেই দেবগণকে সেইরূপ পীড়িত দেখিয়া পরম কৃপাপূর্ব্বক সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিয়াছিলেন। ২০

ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা অতিশয় অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তোমরা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ঐশ্বর্য্যমদে অভিনন্দন কর নাই। ২১

তস্যায়মনয়স্যাসীৎ পরেভ্যো বঃ পরাভবঃ। প্রক্ষীণেভ্যঃ স্ববৈরিভ্যঃ সমৃদ্ধানাঞ্চ যৎ সুরাঃ ॥২২॥
মঘবন্ দ্বিষতঃ পশ্য প্রক্ষীণান্ গুর্ব্বতিক্রমাৎ। সম্প্রত্যুপচিতান্ ভূয়ঃ কাব্যমারাধ্য ভক্তিতঃ।
আদদীরন্ নিলয়নং মমাপি ভৃগুদেবতাঃ ॥২৩॥
ত্রিপিষ্টপং কিং গণয়ন্ত্যভেদ্যমন্ত্রা ভৃগূণামনুশিক্ষিতার্থাঃ।
ন বিপ্রগোবিন্দগবীশ্বরাণাং ভবন্ত্যভদ্রাণি নরেশ্বরাণাম্ ॥২৪॥
তদ্বিশ্বরূপং ভজতাশু বিপ্রং তপস্বিনং ত্বাষ্ট্রমথাত্মবন্তম্।
সভাজিতোঽর্থান্ স বিধাস্যতে বো যদি ক্ষমিষ্যধ্বমুতাস্য কর্ম্ম ॥২৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

ত এবমুদিতা রাজন্ ব্রহ্মণা বিগতজ্বরাঃ। ঋষিং ত্বাষ্ট্রমুপব্রজ্য পরিষ্বজ্যেদমব্রুবন্ ॥২৬॥

শ্রীদেবা উচুঃ।

বয়ং তেঽতিথয়ঃ প্রাপ্তা আশ্রমং ভদ্রমস্তু তে। কামঃ সম্পাদ্যতাং তাত পিতৃণাং সময়োচিতঃ ॥২৭॥
পুত্রাণাং হি পরো ধর্ম্মঃ পিতৃশুশ্রূষণং সতাম্। অপি পুত্রবতাং ব্রহ্মন্ কিমুত ব্রহ্মচারিণাম্ ॥২৮॥
আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতামরুৎপতেমূর্ত্তির্মাতা সাক্ষাৎক্ষিতেস্তনুঃ ॥২৯॥

হে দেবগণ! সেই অন্যায় আচরণের ফল এই, সমৃদ্ধ তোমাদের প্রক্ষীণ, অথচ নিজেরাই নিজের যাহারা বৈরী, সেই শত্রুগণ হইতে পরাভব হইল। ২২

হে ইন্দ্র! নিজের শত্রুগণকেই দেখ, তাহারা গুরুকে অতিক্রম করিয়া ক্ষীণ হইয়াছিল, সম্প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক গুরু শুক্রাচার্য্যকে আরাধনা করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এমন কি, ভৃগুদৈবত অসুরগণ আমারও বাসস্থল হরণ করিয়া লইয়াছে। ২৩

হে দেবগণ! অভেদ্য মন্ত্র, অর্থাৎ যাহাদের মন্ত্রণা অন্যে জানিতে পারে না, সেই ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের শিষ্য অসুরগণ কি স্বর্গকে গণনা করে? ব্রাহ্মণ, গোবিন্দ ও গো-সকল যে রাজগণের প্রতি অনুগ্রাহক, তাহাদের কখন অমঙ্গল হয় না (তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদেরই অমঙ্গল হইয়া থাকে)। ২৪

হে দেবগণ! সেইজন্য এক্ষণেই তোমরা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণের নিকটে অতি শীঘ্র গমন করিয়া তাঁহার আরাধনা কর, তিনি তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয়, তিনি পূজিত হইলে অবশ্য তোমাদের অভীষ্ট অর্থবিধান করিবেন, যদি তোমরা তাঁহার কার্য্য (অসুর-পক্ষপাত) ক্ষমা কর। ২৫

শুকদেব বলিলেন, সেই দেবগণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া নিঃশঙ্ক হইয়াছিলেন এবং ত্বষ্টার পুত্র ঋষি বিশ্বরূপের নিকটে যাইয়া ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ২৬।

দেবগণ বলিলেন, হে তাত! আমরা তোমার আশ্রমে অতিথিরূপে আসিয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। হে বৎস! পিতৃগণের সময়োচিত কামনা সম্পাদন কর। ২৭

সৎপুত্রগণের পিতৃশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম, যাহারা পুত্রবান্ তাহাদিগেরও পিতৃসেবাই ধর্ম্ম, আর যাহারা ব্রহ্মচারী, তাহাদের কথা আর কি বলিব? ২৮

হে ব্রহ্মন্! যিনি আচার্য্য, তিনি বেদের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, ভ্রাতা মরুৎপতি ইন্দ্রের মূর্ত্তি এবং মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর মূর্ত্তি। ২৯

দয়ায়া ভগিনী মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্যাত্মাঽতিথিঃ স্বয়ম্। অগ্নেরভ্যাগতো মূর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতানি চাত্মনঃ ॥৩০॥
তস্মাৎ পিতৃণামার্ত্তানামার্ত্তিং পরপরাভবম্। তপসাপনয়ংস্তাত সন্দেশং কর্ত্তুমর্হসি ॥৩১॥
বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুম্। যথাঽঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা ॥৩২॥
ন গর্হয়ন্তি হ্যর্থেষু যবিষ্ঠাঙ্ঘ্র্যভিবাদনম্। ছন্দোভ্যোঽন্যত্র ন ব্রহ্মন্ বয়োজ্যৈষ্ঠ্যস্য কারণম্ ॥৩৩॥
শ্রীঋষিরুবাচ।
অভ্যর্থিতঃ সুরগণৈঃ পৌরোহিত্যে মহাতপাঃ। স বিশ্বরূপস্তানাহ প্রসন্নঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥৩৪॥
শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ।
বিগর্হিতং ধর্ম্মশীলৈর্ব্রহ্মবর্চ্চ উপব্যয়ম্। কথং নু মদ্বিধো নাথা লোকেশৈরভিযাচিতম্।
প্রত্যাখ্যাস্যতি তচ্ছিষ্যঃ স এব স্বার্থ উচ্যতে ॥৩৫॥
অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং তেনেহ নির্ব্বর্ত্তিতসাধুসৎক্রিয়ঃ।
কথং বিগর্হ্যং নু করোম্যধীশ্বরাঃ পৌরোধসং হৃষ্যতি যেন দুর্ম্মতিঃ ॥৩৬॥
তথাপি ন প্রতিব্রূয়াং গুরুভিঃ প্রার্থিতং কিয়ৎ। ভবতাং প্রার্থিতং সর্ব্বং প্রাণৈরর্থৈশ্চ সাধয়ে ॥৩৭॥

ভগিনী দয়ার মূর্ত্তি, অতিথি স্বয়ং ধর্ম্মের মূর্ত্তি, অভ্যাগত ব্যক্তি অগ্নির মূর্ত্তি এবং প্রাণিমাত্রই পরমেশ্বরের মূর্ত্তি, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি করিবে। ৩০

অতএব হে তাত! তোমার আর্ত্ত পিতৃগণের শত্রুকৃত পরাভবরূপ আর্ত্তি তুমি তপস্যা দ্বারা নিবারণ করিয়া আমাদের আদেশ পালন কর। ৩১

হে পুত্র! আমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অতএব গুরু তোমাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিতেছি, যাহাতে আমরা অনায়াসে তোমারই তেজে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব। ৩২

প্রয়োজন নিমিত্ত কনিষ্ঠের পাদাভিবন্দনকে লোকে নিন্দা করে না, হে ব্রহ্মন্! বেদজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্যতীত অন্য স্থলেই বয়স জ্যেষ্ঠত্বের প্রতি কারণ। ৩৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দেবগণ কর্ত্তৃক পৌরোহিত্যে অভ্যর্থিত হইয়া মহাতপাঃ বিশ্বরূপ প্রসন্ন হইলেন ও মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৩৪

বিশ্বরূপ বলিলেন, হে দেবগণ! ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ যদিও পৌরোহিত্যকে নিন্দা করিয়াছেন, কারণ, পৌরোহিত্যে ব্রহ্মতেজের ব্যয় হয়, হে নাথগণ! লোকপাল আপনাদের কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে? আমি আপনাদের শিষ্য অর্থাৎ শিক্ষা পাইবার যোগ্য, শিক্ষাদাতাদিগকে প্রত্যাখ্যান না করাই শিষ্যের স্বার্থ। ৩৫

হে অধীশ্বরগণ! অকিঞ্চনদিগের ধন শীল ও উঞ্ছ, আমি তাহাদিগের বৃত্তি দ্বারা গৃহাশ্রমে সাধুদিগের সৎক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, দুর্ম্মতিলোক যে পৌরোহিত্য পাইলে হৃষ্ট হয়, আমার পক্ষে তাহা অতি ঘৃণিত, অতএব পৌরোহিত্য আমার অকর্ত্তব্য। ৩৬

তথাপি গুরুজন আপনাদের এই প্রার্থনা অত্যল্পমাত্র, অধিক হইলেও সম্পন্ন করিতে পারি, অস্বীকার করা আমার উচিত নহে, আপনাদিগের প্রার্থিত সকল বিষয় আমি প্রাণ ও ধন দ্বারাও সাধন করিব। ৩৭

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

তেভ্য এবং প্রতিশ্রুত্য বিশ্বরূপো মহাতপাঃ। পৌরোহিত্যং বৃতশ্চক্রে পরমেণ সমাধিনা ॥৩৮॥
সুরদ্বিষাং শ্রিয়ং গুপ্তামৌশনস্যাপি বিদ্যয়া। আচ্ছিদ্যাহদান্মহেন্দ্রায় বৈষ্ণব্যাবিদ্যয়া বিভুঃ ॥৩৯॥
যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষো জিগ্যেহসুরচমূর্ব্বিভুঃ। তাং প্রাহ স মহেন্দ্রায় বিশ্বরূপ উদারধীঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বিশ্বরূপোপাখ্যানে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! মহাতপাঃ বিশ্বরূপ সেই দেবগণের নিকট এই প্রকার স্বীকার করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক পৌরোহিত্যে বৃত হইলেন এবং পরম যত্নসহকারে পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন। ৩৮

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের বিদ্যা দ্বারা অসুরগণের লক্ষ্মী সুরক্ষিতা হইলেও বিশ্বরূপ বৈষ্ণবী বিদ্যাবলে তাহাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্রকে সেই সম্পৎ প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৯

হে রাজন্! যে বিদ্যার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া দেবরাজ অসুর-সেনা জয় করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যা বিশ্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন। ৪০

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সবাহান্ রিপুসৈনিকান্। ক্রীড়ন্নিব বিনির্জিত্য ত্রিলোক্যা বুভুজে শ্রিয়ম্ ॥১॥

ভগবংস্তন্মমাখ্যাহি বর্ম্ম নারায়ণাত্মকম্। যথাততায়িনঃ শত্রূন্ যেন গুপ্তোঽজয়ন্মৃধে ॥২॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

বৃতঃ পুরোহিতস্ত্বাষ্ট্রো মহেন্দ্রায়ানুপৃচ্ছতে। নারায়ণাখ্যং বর্ম্মাহ তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥৩॥

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ।

ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচম্য সপবিত্র উদঙ্মুখঃ। কৃতস্বাঙ্গকরন্যাসো মন্ত্রাভ্যাং বাগ্যতঃ শুচিঃ ॥৪॥

নারায়ণপরং বর্ম্ম সংনহ্যেদ্ভয় আগতে। পাদয়োর্জানুনোরূর্ব্বোরুদরে হৃদ্যথোরসি ॥৫॥

মুখে শিরস্যানুপূর্ব্ব্যাদোঙ্কারাদীনি বিন্যসেৎ ওঁ নমো নারায়ণায়েতি বিপর্য্যয়মথাপি বা ॥৬॥

করন্যাসং ততঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া। প্রণবাদিযকারান্তমঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠপর্ব্বসু ॥ ৭ ॥

ন্যসেদ্ধৃদয় ওঙ্কারং বিকারমনু মূর্দ্ধনি। ষকারন্তু ভ্রুবোর্মধ্যে ণকারং শিখয়া ন্যসেৎ ॥৮॥

বেকারং নেত্রয়োর্যুঞ্জ্যান্নকারং সর্ব্বসন্ধিষু। মকারমস্ত্রমুদ্দিশ্য মন্ত্রমূর্ত্তির্ভবেদ্‌বুধঃ ॥ ৯ ॥

সবিসর্গং ফড়ন্তং তৎ সর্ব্বদিক্ষু বিনির্দ্দিশেৎ ওঁ বিষ্ণবে নম ইতি ॥ ১০ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! যে বিদ্যা দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অবলীলাক্রমে সবাহন রিপুসৈনিকগণকে জয় করিয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন। ১

হে ভগবন্! সেই নারায়ণ-কবচ আমার নিকট বলুন, যে কবচ দ্বারা রক্ষিত হইয়া ইন্দ্র আততায়ী শত্রুগণকে যে প্রকারে জয় করিয়াছিলেন। ২

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ পৌরোহিত্যে বৃত হইয়া জিজ্ঞাসু মহেন্দ্রের নিকট নারায়ণকবচ বলিয়াছিলেন, তুমি তাহা একচিত্তে শ্রবণ কর। ৩

বিশ্বরূপ বলিলেন, হে দেবরাজ! হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া পবিত্র হস্তে উত্তরাস্য হইয়া শুচি ও বাগ্‌যত হইবে এবং দুই মন্ত্র অষ্টাক্ষর অথবা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ভয়কাল উপস্থিত হইলে নারায়ণময় শ্রেষ্ঠ বর্ম্ম বন্ধন করিবে। পদদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, উদর, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, মুখ এবং মস্তক এই সকল অঙ্গে যথাক্রমে প্রণবপুটিত মন্ত্রের এক একটি বর্ণ ন্যাস করিবে, সেই মন্ত্র "ওঁ নমো নারায়ণায়" এইরূপ। উল্লিখিত অঙ্গ সকলে যথাক্রমে ন্যাস করিয়া মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত ন্যাস করিলেও চলিবে। ৪-৬

তাহার পর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে অর্থাৎ "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্র দ্বারা করন্যাস করিবে। প্রণবাদি যকারান্ত অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বে ন্যাস করিবে অর্থাৎ প্রণবপুটিত এক একটি অক্ষর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী হইতে আরম্ভ করিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী পর্য্যন্ত অঙ্গুলি সকলে, অবশিষ্ট চারিটি অক্ষর অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের আদ্যন্ত পর্ব্বে ন্যাস করিবে। ৭

(মন্ত্রান্তর ন্যাস বলিতেছেন যথা) হৃদয়ে ওঁ মস্তকে 'বি' ভ্রূদ্বয়মধ্যে 'ষ'কার শিখায় 'ণ'কার নেত্রদ্বয়ে 'বে'কার এবং সন্ধিস্থান সকলে 'ন'কার ন্যাস করিবে, পরে 'ম' কারকে অস্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ং মন্ত্রমূর্ত্তি হইবেন, তাহার পর বিসর্গযুক্ত ও ফট্ এই শব্দ অন্ত করিয়া সকল দিকে নির্দ্দেশ করিবে, অর্থাৎ ম অস্ত্রায় ফট্ এইরূপ পূর্ব্বাদদিক্ সকলে বহু ব্যাপারে নির্দ্দেশ করিবে, ঐ মন্ত্র "ওঁ বিষ্ণবে" নম এই প্রকার। ৮-১০

আত্মানং পরমং ধ্যায়েদ্ধ্যেয়ং ষট্‌শক্তিভির্যুতম্। বিদ্যাতেজস্তপোমূর্ত্তিমিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥১১॥

ওঁ হরির্বিদধ্যান্মম সর্ব্বরক্ষাং ন্যস্তাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ পতগেন্দ্রপৃষ্ঠে।
দরারিচর্ম্মাসিগদেষু চাপপাশান্ দধানোঽষ্টগুণোঽষ্টবাহুঃ ॥১২॥
জলেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্ত্তির্যাদোগণেভ্যো বরুণস্য পাশাৎ।
স্থলেষু মায়াবটুবামনোঽব্যাৎ ত্রিবিক্রমঃ খেঽবতু বিশ্বরূপঃ ॥১৩॥
দুর্গেষ্বটব্যাজিমুখাদিষু প্রভুঃ পায়ান্নৃসিংহোঽসুরযূথপারিঃ।
বিমুঞ্চতো যস্য মহাট্টহাসং দিশো বিনেদুর্ন্যপতংশ্চ গর্ভাঃ ॥১৪॥
রক্ষত্বসৌ মাধ্বনি যজ্ঞকল্পঃ স্বদংষ্ট্রয়োন্নীতধরো বরাহঃ।
রামোঽদ্রিকূটেষ্বথ বিপ্রবাসে সলক্ষ্মণোঽব্যাদ্ভরতাগ্রজোঽস্মান্ ॥১৫॥
মামুগ্রধর্ম্মাদখিলাৎ প্রমাদাৎ নারায়ণঃ পাতু নরশ্চ হাসাৎ।
দত্তস্ত্বযোগাদথ যোগনাথঃ পায়াদ্‌গুণেশঃ কপিলঃ কর্ম্মবন্ধাৎ ॥১৬॥

হে দেবগণ! তাহার পর ঐশ্বর্য্যাদি ষট্‌শক্তি-সংযুক্ত এবং বিদ্যা, তেজ ও তপোমূর্ত্তি পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে ও এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ১১

যাঁহার পাদপদ্ম পতগেন্দ্র গরুড়ের পৃষ্ঠে বিন্যস্ত, যিনি অষ্টবাহু এবং সেই অষ্টবাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়গ, ধনু, বাণ, চর্ম্ম ও পাশ ধারণ করেন, সেই ভগবান্ হরি আমার সকল রক্ষা করুন। ১২

মৎস্যমূর্ত্তি ভগবান্ জলে আমাকে জলজন্তু ও বরুণের পাশ হইতে রক্ষা করুন, আর যিনি মায়ায় বটু বামন তিনি স্থলে আমাকে রক্ষা করুন, আর যিনি বিশ্বরূপ ও ত্রিবিক্রম তিনি অন্তরিক্ষে আমাকে রক্ষা করুন। ১৩

অসুর যূথপতির অরি ভগবান্ নৃসিংহ দুর্গম স্থান সকল ও অরণ্য ও সংগ্রাম স্থান সকলে আমাকে রক্ষা করুন। যাঁহার মহাট্ট হাস্যত্যাগকালে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হয় এবং গর্ভিণীর গর্ভ সকল পতিত হইয়াছিল। ১৪

যিনি যজ্ঞরূপ অবয়ব দ্বারা নিরূপিত হয়েন এবং যিনি নিজের দংষ্ট্রা দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি পথে আমাকে রক্ষা করুন। আর (জামদগ্ন) রাম পর্ব্বতে এবং ভরতাগ্রজ রাম লক্ষ্মণ সহ প্রবাসে আমাকে রক্ষা করুন। ১৫

ভগবান্ নারায়ণ আমাকে অখিল অভিচারাদি-রূপ উগ্র ধর্ম্ম ও অনবধানতা হইতে রক্ষা করুন, আর নররূপী ভগবান্ আমাকে গর্ব্ব হইতে রক্ষা করুন এবং যোগ সকলের যিনি নাথ সেই ভগবান্ দত্তাত্রেয় আমাকে যোগভ্রংশ হইতে রক্ষা করুন আর সেই গুণ সকলের ঈশ্বর কপিলদেব আমাকে কর্ম্মবন্ধ হইতে রক্ষা করুন। ১৬

বিবৃতি—দ্বিতীয়ার্দ্ধে—অর্থ, স্বামিপাদের ব্যাখ্যা-নুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু রাঘব রামের ঐ সকলগুলি বিশেষণ হওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়। উহাতে এরূপ অর্থ হইবে ভরতাগ্রজ রাম লক্ষ্মণ সহ পর্ব্বতে ও প্রবাসে আমাকে রক্ষা করুন। এই অর্থ করিবার কারণ, বিষ্ণুর ষোড়শ নামে কোন সময়ে কোথায় কাহার স্মরণ করিবে তাহার উল্লেখ আছে। যথা "জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্" সুতারাং মূলের অর্থ এইরূপই হওয়া উচিত। ১৫

সনৎকুমারোঽবতু কামদেবাদ্ধয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাৎ।
দেবর্ষিবর্য্যঃ পুরুষার্চ্চনান্তরাৎ কূর্ম্মো হরির্মাং নিরয়াদশেষাৎ ॥১৭॥
ধনন্তরির্ভগবান্ পাত্বপথ্যাদ্দ্বন্দ্বাদ্ভয়াদৃষভো নির্জিতাত্মা।
যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাজ্জনান্তাদ্বলোগণাৎ ক্রোধবশাদহীন্দ্রঃ ॥১৮॥
দ্বৈপায়নো ভগবানপ্রবোধাদ্বুদ্ধস্তু পাষণ্ডগণপ্রমাদাৎ।
কল্কিঃ কলেঃ কালমলাৎ প্রপাতু ধর্ম্মাবনায়োরুকৃতাবতারঃ ॥১৯॥
মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাৎ গোবিন্দ আসঙ্গবমাত্তবেণুঃ।
নারায়ণঃ প্রাহ্ন উদাত্তশক্তির্মধ্যন্দিনে বিষ্ণুররীন্দ্রপাণিঃ ॥২০॥
দেবোঽপরাহ্নে মধুহোগ্রধন্বা সায়ং ত্রিধামাঽবতু মাধবো মাম্।
দোষে হৃষীকেশ উতার্দ্ধরাত্রে নিশীথ একোঽবতু পদ্মনাভঃ ॥২১॥
শ্রীবৎসধামাপররাত্র ঈশঃ প্রত্যূষ ঈশোঽসিধরো জনার্দ্দনঃ।
দামোদরোঽব্যাদনুসন্ধ্যং প্রভাতে বিশ্বেশ্বরো ভগবান্ কালমূর্ত্তিঃ ॥২২॥

ভগবান্ সনৎকুমার, কামদেব হইতে আমাকে রক্ষা করুন, আর ভগবান্ হয়শীর্ষমূর্ত্তি পথে দেব-হেলন অর্থাৎ দেবতাদিগকে নমস্কার না করিয়া গমন-রূপ অপরাধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদ, দ্বাত্রিংশদপরাধরূপ যে দেবপূজাদির ছিদ্র তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ১৭

ভগবান্ ধন্বন্তরি আমাকে অপথ্য হইতে রক্ষা করুন, এবং জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ ঋষভ দেব সুখ দুঃখ ও শীতোষ্ণাদি রূপ দ্বন্দ্ব ভয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন, আর ভগবান্ যজ্ঞমূর্ত্তি জনাপবাদ হইতে অথবা জননিমিত্ত উপঘাত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। বলদেব লোক সকল হইতে এবং অহীন্দ্র ক্রোধপরবশ সর্পগণ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। ১৮

ভগবান্ দ্বৈপায়ন অজ্ঞান হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আর ভগবান্ বুদ্ধদেব পাষণ্ডগণ নিমিত্তক প্রমাদ হইতে রক্ষা করুন, এবং ভগবান্ কল্কি, যিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ মহৎ অবতার স্বীকার করিয়াছেন, তিনি কলির মলস্বরূপ কাল হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ১৯

ভগবান্ কেশব প্রাতঃকালে গদা দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান্ গোবিন্দ বেণু ধারণ করিয়া সঙ্গব পর্য্যন্ত সময়ে আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান্ নারায়ণ শক্তি ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নকালে রক্ষা করুন। শঙ্খপাণি বিষ্ণু মধ্যাহ্নকালে আমাকে রক্ষা করুন। ২০

উগ্রধন্বা মধুসূদনদেব অপরাহ্নে আমাকে রক্ষা করুন, ত্রিমূর্ত্তি মাধব সায়ংকালে আমাকে রক্ষা করুন! আর সেই এক পদ্মনাভ প্রদোষে, অর্দ্ধরাত্রে ও নিশীথে আমাকে রক্ষা করুন। ২১

যাঁহার শরীরে শ্রীবৎস সেই ভগবান্ ঈশ, অপর রাত্রে আমাকে রক্ষা করুন, এবং অসিধর ভগবান্ ঈশ্বর জনার্দ্দন আমাকে প্রত্যূষকালে রক্ষা করুন, আর ভগবান্ দামোদর প্রভাতকালে রক্ষা করুন। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর—যিনি কালমূর্ত্তি তিনি প্রতি সন্ধ্যায় রক্ষা করুন। ২২

চক্রং যুগান্তানলতিগ্মনেমি ভ্রমৎ সমন্তাদ্ভগবৎপ্রযুক্তম্ ।
দন্দগ্ধি দন্দগ্ধ্যরিসৈন্যমাশু কক্ষং যথা বাতসখো হুতাশঃ ॥২৩॥
গদেঽশনিস্পর্শনবিস্ফুলিঙ্গে নিষ্পিণ্ঢি নিষ্পিণ্ঢ্যজিতপ্রিয়াসি ।
কুষ্মাণ্ডবৈনায়কযক্ষরক্ষোভূতগ্রহাংশ্চূর্ণয় চূর্ণয়ারীন্ ॥ ২৪ ॥
ত্বং যাতুধানপ্রমথপ্রেতমাতৃপিশাচবিপ্রগ্রহঘোরদৃষ্টীন্ ।
দরেন্দ্র বিদ্রাবয় কৃষ্ণপূরিতো ভীমস্বনোঽরেহৃর্দয়ানি কম্পয়ন্ ॥২৫॥
ত্বং তিগ্মধারাসিবরারিসৈন্যমীশপ্রযুক্তো মম ছিন্ধি ছিন্ধি ।
চক্ষূংষি চর্ম্মন্ শতচন্দ্র ছাদয় দ্বিষামঘোনাং হর পাপচক্ষুষাম্ ॥২৬॥
যন্নো ভয়ং গ্রহেভ্যোঽভূৎ কেতুভ্যো নৃভ্য এব চ ।
সরীসৃপেভ্যো দংষ্ট্রিভ্যো ভূতেভ্যোঽংহোভ্য এব চ ॥২৭॥
সর্ব্বাণ্যেতানি ভগবন্নামরূপানুকীর্ত্তনাৎ । প্রয়ান্তু সংক্ষয়ং সদ্যো যে নঃ শ্রেয়ঃ প্রতীপকাঃ ॥২৮॥
গরুড়ো ভগবান্ স্তোত্রস্তোভশ্ছন্দোময়ঃ প্রভুঃ । রক্ষত্বশেষকৃচ্ছ্রেভ্যো বিষ্বক্সেনঃ স্বনামভিঃ ॥২৯॥
সর্ব্বাপদ্ভ্যো হরের্নামরূপযানায়ুধানি নঃ । বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পান্তু পার্ষদভূষণাঃ ॥৩০॥

ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রলয়কালীন বহ্নির ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্র আমাদের রিপু-সৈন্য সকলকে অতি শীঘ্র বায়ুসখ বহ্নি যেমন কক্ষকে দগ্ধ করে, সেইরূপ দগ্ধ কর দগ্ধ কর। ২৩

হে বজ্রস্পর্শ তুল্য বিস্ফুলিঙ্গশালিনি গদে! তুমি ভগবান্ অজিতের প্রিয়া, আমিও ভগবানের দাস, অতএব কুষ্মাণ্ড, বৈনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত ও গ্রহগণকে নিষ্পেষণ কর নিষ্পেষণ কর এবং শত্রু সকলকে চূর্ণ কর—চূর্ণ কর। ২৪

হে শঙ্খপ্রবর! তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূরিত হইয়া শত্রুর হৃদয় কম্পিত করত ভীষণ শব্দে রাক্ষস, প্রমথ, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে এবং ব্রহ্মরাক্ষস ও অন্যান্য ঘোরদর্শন দুরাত্মা সকলকে বিদ্রাবিত কর। ২৫

হে তিগ্মধার অসিপ্রবর! তুমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শত্রু সৈন্যগণকে ছেদন কর ছেদন কর, হে শতচন্দ্র চর্ম্মণ! তুমি পাপিষ্ঠ শত্রুগণের চক্ষু সকল আচ্ছাদন কর, উগ্রদৃষ্টি ঐ সকল ব্যক্তির দৃষ্টি হরণ কর। ২৬

গ্রহ, কেতু, নর, সরীসৃপ, এবং করালদর্শন হিংস্র জন্তু এবং পাপিষ্ঠ ভূত-প্রেতাদি হইতে আমাদের যে ভয় হইয়া থাকে এবং যাহারা আমাদের ইষ্ট ব্যাঘাত করে, সেই সকল ভগবানের নাম ও রূপ কীর্ত্তন দ্বারা সদ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। ২৭-২৮

আর ভগবান্ গরুড় যিনি বৃহদ্রথান্তরাদি সাম-স্তোত্র সকল দ্বারা স্তুত হইয়া থাকেন, বেদসকল যাঁহার মূর্ত্তি, যাঁহাকে বিষ্বক্সেন বলা হয়, তিনি নিজ নাম সকল দ্বারা অশেষ ক্লেশ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। ২৯

অপর, ভগবানের নাম, রূপ, যান-বাহন, এবং অস্ত্র শস্ত্র ও প্রধান প্রধান পার্ষদগণ আমাদিগের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণকে অশেষ আপদ হইতে রক্ষা করুন। ৩০

যথা হি ভগবানেব বস্তুতঃ সদসচ্চ যৎ। সত্যেনানেন নঃ সর্ব্বে যান্তু নাশমুপদ্রবাঃ ॥৩১॥
যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ম্। ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া ॥৩২॥
তেনৈব সত্যমানেন সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ। পাতু সর্ব্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বগঃ ॥৩৩॥
বিদিক্ষু দিক্ষূর্দ্ধমধঃ সমন্তাদন্তর্ব্বহির্ভগবান্ নারসিংহঃ।
প্রহাপয়ঁল্লোকভয়ং স্বনেন স্বতেজসা গ্রস্তসমস্ততেজাঃ ॥৩৪॥
মঘবন্নিদমাখ্যাতং বর্ম্ম নারায়ণাত্মকম্। বিজেষ্যসেঽঞ্জসা যেন দংশিতোঽসুরযূথপান্ ॥৩৫॥
এতদ্ধারয়মানস্তু যং যং পশ্যতি চক্ষুষা। পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যঃ সাধ্বসাৎ স বিমুচ্যতে ॥৩৬॥
ন কুতশ্চিদ্ভয়ং তস্য বিদ্যাং ধারয়তো ভবেৎ। রাজদস্যুগ্রহাদিভ্যোব্যাধ্যাদিভ্যশ্চ কর্হিচিৎ ॥ ৩৭ ॥
ইমাং বিদ্যাং পুরা কশ্চিৎ কৌশিকো ধারয়ন্ দ্বিজঃ। যোগধারণয়া স্বাঙ্গং জহৌ স মরুধন্বনি ॥৩৮॥
তস্যোপরি বিমানেন গন্ধর্ব্বপতিরেকদা। যযৌ চিত্ররথঃ স্ত্রীভির্ব্বৃতো যত্র দ্বিজক্ষয়ঃ ॥৩৯॥
গগনান্ন্যপতৎ সদ্যঃ সবিমানো হ্যবাক্শিরাঃ। স বালিখিল্যবচনাদস্থীন্যাদায় বিস্মিতঃ।
প্রাস্য প্রাচীসরস্বত্যাং স্নাত্বা ধাম স্বমন্বগাৎ ॥৪০॥

বস্তুতঃ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সসমুদ্র জগৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া আমাদের যে স্থির নিশ্চয় আছে, সেই সত্যের বলে সকল উপদ্রব বিনষ্ট হউক। ৩১

যে সকল ব্যক্তি ঐকাত্ম্যধ্যান করেন, তাঁহাদের হইতে অভিন্ন হইয়াও যে ভগবান্ স্বীয় মায়াচ্ছলে ভূষণ আয়ুধ ও লিঙ্গাদি বিবিধ শক্তি ধারণ করিতেছেন এবং তাহাই যাঁহার সত্যতার প্রমাণ সেই স্বস্বরূপ প্রমাণের হেতু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ হরি আপনার সকল স্বরূপ দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা সকল স্থানে রক্ষা করুন। ৩২-৩৩

সেই ভগবান্ নরসিংহ দিক্ সকলে বিদিক্-সকলে উর্দ্ধে অধোভাগে অন্তরে, নিজ তেজের দ্বারা যিনি সমস্ত তেজকে গ্রাস করিয়াছেন, তিনি নিজ গর্জ্জন শব্দ দ্বারা লোকভয় অপনোদন পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করুন। ৩৪

হে ইন্দ্র! এই নারায়ণস্বরূপ বর্ম্ম তোমাকে বলিলাম, এই বর্ম্মাবৃত হইয়া তুমি অনায়াসে অসুর যূথপতিদিগকে জয় করিতে পারিবে। ৩৫

হে দেবেন্দ্র! এই কবচ ধারণ করিয়া লোকে যাহাকে চক্ষু দ্বারা অবলোকন করে অথবা পদ দ্বারা স্পর্শ করে, সে ব্যক্তিও ভয় হইতে মুক্তি পায়। ৩৬

যে ব্যক্তি এই বিদ্যা ধারণ করে, তাহার রাজা দস্যু কিম্বা গ্রহ সকল হইতে অথবা ব্যাধি সকল হইতে কখনও কোন প্রকার ভয় হয় না। ৩৭

হে দেবরাজ! পুরাকালে কৌশিক নামক কোন বিপ্র এই বিদ্যা ধারণ করিয়া মরুভূমিতে যোগ ধারণা দ্বারা আপনার দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩৮

একদা গন্ধর্ব্বপতি চিত্ররথ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া বিমানারোহণে যেখানে সেই ব্রাহ্মণের দেহত্যাগ হয়, তাহার উপর দিয়া যাইতেছিলেন। ৩৯

তিনি তৎক্ষণাৎ বিমান সহ সেই স্থানে অধঃশিরা হইয়া গগনমণ্ডল হইতে পড়িয়া গেলেন, তার পর বালখিল্য ঋষিদিগের উপদেশানুসারে সেই ব্রাহ্মণের অস্থি সকল লইয়া বিস্মিতভাবে পূর্ব্বস্রোতা সরস্বতীর জলে নিক্ষেপ করিয়া ও তথায় স্নান করিয়া নিজ ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৪০

শ্রীশুক উবাচ।

য ইদং শৃণুয়াৎ কালে যো ধারয়তি চাদৃতঃ। তং নমস্যন্তি ভূতানি মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥৪১॥

এতাং বিদ্যামধিগতো বিশ্বরূপাচ্ছতক্রতুঃ। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে বিনির্জ্জিত্য মৃধেঽসুরান্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নারায়ণবর্ম্মোপদেশো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি এই নারায়ণকবচ উপযুক্ত সময়ে শ্রবণ করে অথবা আদর পূর্ব্বক ধারণ করে, প্রাণিসকল তাহাকে নমস্কার করে, আর সেই ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমরক্ষেত্রে অসুর-সমূহকে সংহার করিয়া ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মী ভোগ করিয়াছিলেন। ৪১-৪২

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তস্যাসন্ বিশ্বরূপস্য শিরাংসি ত্রীণি ভারত। সোমপীথং সুরাপীথমন্নাদমিতি শুশ্রুম ॥১॥
স বৈ বর্হিষি দেবেভ্যো ভাগং প্রত্যক্ষমুচ্চকৈঃ। অদদদ্যস্য পিতরো দেবাঃ সপ্রশ্রয়ং নৃপ ॥২॥
স এব হি দদৌ ভাগং পরোক্ষমসুরান্ প্রতি। যজমানোঽবহদ্ভাগং মাতৃস্নেহবশানুগঃ ॥৩॥
তদ্দেবহেলনং তস্য ধর্ম্মালীকং সুরেশ্বরঃ। আলক্ষ্য তরসা ভীতস্তচ্ছীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্রুষা ॥৪॥
সোমপীথন্তু যৎ তস্য শির আসীৎ কপিঞ্জলঃ। কলবিঙ্কঃ সুরাপীথমন্নাদং যৎ স তিত্তিরিঃ ॥৫॥
ব্রহ্মহত্যামঞ্জলিনা জগ্রাহ যদপীশ্বরঃ। সংবৎসরান্তে তদঘং ভূতানাং স বিশুদ্ধয়ে ॥৬॥
ভূম্যম্বুদ্রুমযোষিদ্ভ্যশ্চতুর্দ্ধা ব্যভজদ্ধরিঃ। ভূমিস্তুরীয়ং জগ্রাহ খাতপূরবরেণ বৈ ॥৭॥
ঈরিণং ব্রহ্মহত্যায়া রূপং ভূমৌ প্রদৃশ্যতে। তুর্য্যং ছেদবিরোহেণ বরেণ জগৃহুর্দ্রুমাঃ ॥৮॥
তেষাং নির্য্যাসরূপেণ ব্রহ্মহত্যা প্রদৃশ্যতে। শশ্বৎকামবরেণাংহস্তুরীয়ং জগৃহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে ভারত! আমরা শুনিতে পাই, বিশ্বরূপের সোমরসপানকারী, সুরাপানকারী ও অন্নাদ, এই তিনটি মস্তক ছিল। ১

যাঁহার দেবগণ পিতৃপক্ষ, সেই বিশ্বরূপ যজ্ঞকালে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করিয়া সবিনয়ে হবির্ভাগ দেবগণকে দিতেন। ২

সেই বিশ্বরূপই মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া যজ্ঞ-করিতে করিতে গোপনে অসুরদিগকেও হবির্ভাগ প্রদান করিতেন। ৩

সেই দেবহেলনরূপ অন্যায় কার্য্য—যাহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অন্যায়, তাহা দেবরাজ লক্ষ্য করিয়া ভীত হইলেন ও রোষাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া বিশ্বরূপের তিনটি মস্তকই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৪

হে রাজন্! বিশ্বরূপের যে মস্তক সোমপান করিত, তাহা ছিন্ন হইয়া কপিঞ্জল (চাতক) হইল, সুরাপায়ী মুণ্ড কর্ত্তিত হইয়া কলবিঙ্ক (চটক) আর অন্নভোজী মুণ্ড তিত্তিরি পক্ষী হইল। ৫

যদিও দেবরাজ ঐ ব্রহ্মহত্যা নিরাকরণে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি উহা অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। ৬

সেই ইন্দ্র এক বৎসর পরে লোকনিন্দায় ভীত হইয়া আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত ভূতগণের মধ্যে চারি-ভাগে ঐ পাপকে বিভক্ত করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও যোষিৎ এই চারি ব্যক্তির প্রতি এক এক অংশ অর্পণ করিলেন। ৭

হে রাজন্! ভূমি খাতপূর বর পাইয়া অর্থাৎ আপনা হইতেই খাত পূরণ হইবে, এই বরে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করে, সেই পাপ অদ্যাবধি ঊষরত্ব রূপে ভূমিমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, (এই কারণে ঋষিরা ঊষর ভূমিতে অধ্যয়নাদি নিষেধ করিয়াছেন)। ৮

অপর, বৃক্ষ সকল কর্ত্তিত হইলেও পুনরায় প্ররূঢ় হইতে পারিবে, এই বরে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্রহ্মহত্যার অন্য চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল, হে রাজন্! বৃক্ষ সকলে যে নির্য্যাস (আটা) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ঐ ব্রহ্মহত্যার অংশ। ৯

রজোরূপেণ তাস্বংহো মাসি মাসি প্রদৃশ্যতে। দ্রব্যভূয়োবরেণাপস্তুরীয়ং জগৃহুর্মলম্ ॥ ১০ ॥
তাসু বুবুদফেনাভ্যাং দৃষ্টং তদ্ধরতি ক্ষিপন্। হতপুত্রস্ততস্ত্বষ্টা জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে ॥১১॥
ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্। অথান্বাহার্য্যপচনাদুত্থিতো ঘোরদর্শনঃ ॥ ১২ ॥
কৃতান্ত ইব লোকানাং যুগান্তসময়ে যথা। বিষ্বগ্বিবর্দ্ধমানং তমিষুমাত্রং দিনে দিনে ॥১৩॥
দগ্ধশৈলপ্রতীকাশং সন্ধ্যাভ্রানীকবর্চ্চসম্।
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং মধ্যাহ্নার্কোগ্রলোচনম্ ॥১৪॥
দেদীপ্যমানে ত্রিশিখে শূল আরোপ্য রোদসী। নৃত্যন্তমুন্নদন্তঞ্চ চালয়ন্তং পদা মহীম্ ॥১৫॥
দরীগম্ভীরবক্ত্রেণ পিবতা চ নভস্তলম্। লিহতা জিহ্বয়র্ক্ষাণি গ্রসতা ভুবনত্রয়ম্ ॥১৬॥
মহতা রৌদ্রদংষ্ট্রেণ জৃম্ভমাণং মুহুর্মুহুঃ। বিত্রস্তা দুদ্রুবুর্লোকা বীক্ষ্য সর্ব্বে দিশো দশ ॥১৭॥
যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তপসা ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা। স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ ॥১৮॥

আর স্ত্রীলোকেরা প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভের অনিষ্ট না হয়, এইরূপে সম্ভোগ করিতে পারিবে, এই বর পাইয়া ব্রহ্মহত্যার অপর চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছিল। স্ত্রীগণের মাসে মাসে যে ঋতু হয়, উহাই ঐ পাপের চিহ্ন। ১০

জল সকল অপর ক্ষীরাদি দ্রব্যের মিলনে আধিক্য লাভ হইবে, অথবা নির্ঝরাদি নির্গম দ্বারা আধিক্য লাভ অথবা সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব লাভ হইবে এইরূপ বর লাভ করিয়া চতুর্থাংশ পাপ গ্রহণ করিয়াছিল, ঐ জলমধ্যে যে বুদ্‌বুদাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সেই ব্রহ্মহত্যা পাপের অংশ। ১১

তাহার পর হতপুত্র ত্বষ্টা ইন্দ্রবিনাশার্থ—"হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি বৃদ্ধি লাভ কর এবং অচিরকাল মধ্যে শত্রুকে বিনাশ কর," এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ১২

অনন্তর যুগান্তকালীন লোকসমূহের কৃতান্তের ন্যায় অতিশয় ভীষণদর্শন একটা অসুর সেই দক্ষিণাগ্নি হইতে উত্থিত হইয়াছিল। প্রতিদিন বাণক্ষেপের পরিমাণে সর্ব্বতোভাবে বিবর্দ্ধমান, দগ্ধ পর্ব্বতসদৃশ বর্ণ, সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় দীপ্তিশালী, তপ্ততাম্রসদৃশ পিঙ্গল বর্ণ, কেশ ও শ্মশ্রুধারী, মধ্যাহ্নকালীন উগ্র সূর্য্যের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট, অতএব যেন ত্রিশিখ শূলদ্বয় ভূমি ও স্বর্গের মধ্যভাগে আরোপিত হইয়া ভয়ঙ্কর রূপে দেদীপ্যমান, পদাঘাতে পৃথিবীকে বিচলিতকারী, নৃত্যপরায়ণ ও গর্জ্জনপর, পর্ব্বতগুহাসদৃশ বদন দ্বারা যেন নভঃস্থলপানকারী জিহ্বা দ্বারা নক্ষত্র সকলকে যেন লেহনকারী, অতএব ত্রিভুবনকে গ্রাস করিতে উদ্যত, বিস্তীর্ণ অথচ ভীষণ দংষ্ট্রা ব্যাদান পূর্ব্বক বারম্বার জৃম্ভমাণ সেই অসুরকে দর্শন করিয়া লোক সকল দশদিকে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। ১৩-১৭

যে ত্বষ্টৃনন্দন তপস্যা দ্বারা এই লোক সকলকে আবৃত করিয়াছিল, পরম দারুণ সেই অসুর 'বৃত্র' বলিয়া কথিত হইত। ১৮

বিবৃতি—এই বিষয়ে শ্রুতিতে বহু কথাই বর্ণিত আছে—তন্মধ্যে ত্বষ্টা যে "ইন্দ্রশত্রো! বিবর্দ্ধস্ব" এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বর বিকৃত হওয়ায় তাঁহার অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধ হয় নাই, পরন্তু হে ইন্দ্র! হে শত্রো! এইরূপ বুঝাইয়াছে, তজ্জন্য ইন্দ্রের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ১২

তং নির্জঘ্নুরভিদ্রুত্য সগণা বিবুধর্ষভাঃ। স্বৈঃ স্বৈর্দিব্যাস্ত্র-শস্ত্রৌঘৈঃ সোগ্রসৎ তানি কৃৎস্নশঃ॥১৯॥
ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণা গ্রস্ততেজসঃ। প্রত্যঞ্চমাদিপুরুষমুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ ॥২০॥
শ্রীদেবা উচুঃ।

বায়্বম্বরাগ্ন্যপ্ ক্ষিতয়স্ত্রিলোকা ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ বিভেতি যস্মাদরণং ততোঽস্তু নঃ॥২১॥
অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥২২॥
যস্যোরুশৃঙ্গে জগতীং স্বনাবং মনুর্যথাবধ্য ততার দুর্গম্।
স এব নস্ত্বাষ্ট্রভয়াদ্দুরন্তাৎ ত্রাতাশ্রিতান্ বারিচরোঽপি নূনম্॥২৩॥
পুরা স্বয়ম্ভুরপি সংযমাম্ভস্যুদীর্ণবাতোর্ম্মিরবৈঃ করালে।
একোঽরবিন্দাৎ পতিতস্ততার তস্মাদ্ভয়াদ্ যেন স নোঽস্তু পারঃ॥২৪॥
য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ সসর্জ যেনানু সৃজাম বিশ্বম্।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ॥২৫॥

দেবশ্রেষ্ঠগণ সদলবলে তাহার নিকটে গমন করিয়া নিজ নিজ দিব্যাস্ত্র-শস্ত্র সকল দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সেই অস্ত্র-শস্ত্রসকল গ্রাস করিয়া ফেলিল। তার পর সেই সকল দেবগণ বিস্মিত বিষণ্ণ ও অস্তমিততেজা হইয়া সমাহিতচিত্তে অন্তর্য্যামী আদিপুরুষকে স্তব করিয়াছিলেন। ১৯-২০

দেবতারা বলিলেন, বায়ু, আকাশ, অনল, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ মহাভূতনির্ম্মিত এই ভুবনত্রয় এবং ঐ সকলের অধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণ ও আমরা সভয়ে যে কালকে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাকি, সেই কাল যাঁহাকে ভয় করেন, সেই পরমেশ্বর হইতে আমাদের রক্ষা হউক। ২১

সেই কৌতূহলশূন্য, রাগাদিহীন, আত্মলাভে পূর্ণকাম, উপাধিকৃত পরিচ্ছেদশূন্য এইরূপ পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরকে শরণার্থ আশ্রয় করে, সে কুক্কুরের লাঙ্গুল ধরিয়া সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে। মহাপ্রলয়কালে সত্যব্রত মনু যাঁহার বিশাল শৃঙ্গে জগতীস্বরূপা স্বীয় তরণীকে নিবদ্ধ করিয়া তাৎকালিক সঙ্কট হইতে যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বারিচর অর্থাৎ মৎস্যমূর্ত্তিই দুরন্ত বৃত্রভয় হইতে আশ্রিত আমাদিগকে অসংশয় রক্ষা করিবেন। ২২-২৩

প্রলয়কালে জলধিজলে প্রচণ্ড পবনে ভয়ঙ্কর তরঙ্গ হইলে নাভি-পদ্ম হইতে পতিতপ্রায় ব্রহ্মা যাঁহার দ্বারা ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই আশ্রিত আমাদিগকে বিপদ হইতে পার করুন। যে একমাত্র ঈশ্বরের নিজ মায়া দ্বারা আমরা সৃষ্ট, এবং যাঁহার অনুগ্রহে আমরা বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছি, সেই পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বরত্বাভিমানী আমরা আমাদের সমক্ষে চেষ্টমান যাঁহার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাই না, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ২৪-২৫

বিবৃতি—কুক্কুরের লাঙ্গুল ধরিয়া সমুদ্র পার হওয়া যেমন অসম্ভব, সেইরূপ অন্যের সাহায্যে দুঃখসাগর পার হওয়া অসম্ভব; কুক্কুরের সমুদ্র পার হওয়ার সামর্থ্য নিজেরই নাই, সুতরাং সে অপরকে পার করিতে পারে না; সেইরূপ পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য সকল দেবতাই দুঃখ ভোগ করেন, তাঁহারা অপরের দুঃখ কিরূপে মোচন করিবেন? সুতরাং সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরেরই শরণাগত হওয়া উচিত। ২২

যো নঃ সপত্নৈর্ভৃশমর্দ্দ্যমানান্ দেবর্ষিতির্য্যঙ্ নৃষু নিত্য এব।
কৃতাবতারস্তনুভিঃ স্বমায়য়া কৃত্বাত্মসাৎ পাতি যুগে যুগে চ ॥২৬॥
তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্।
ব্রজাম সর্ব্বে শরণং শরণ্যং স্বানাং স নো ধাস্যতি শং মহাত্মা ॥২৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি তেষাং মহারাজ সুরাণামুপতিষ্ঠতাম্। প্রতীচ্যাং দিশ্যভূদাবিঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥২৮॥
আত্মতুল্যৈঃ ষোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ। পর্য্যুপাসিতমুন্নিদ্রশরদম্বুরুহেক্ষণম্ ॥ ৯ ॥
দৃষ্ট্বা তমবনৌ সর্ব্বে ঈক্ষণাহ্লাদবিক্লবাঃ। দণ্ডবৎ পতিতা রাজন্ শনৈরুত্থায় তুষ্টুবুঃ ॥৩০॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

নমস্তে যজ্ঞবীর্য্যায় বয়সে উত তে নমঃ। নমস্তে হ্যস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে ।৩১॥
যত্তে গতীনাং তিসৃণামীশিতুঃ পরমং পদম্। নার্ব্বাচীনো বিসর্গস্য ধাতর্ব্বেদিতুমর্হতি ॥৩২॥

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবলজগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ

যিনি বৈরিগণ কর্তৃক নির্দ্দয় রূপে অর্দ্দিত আমাদিগকে যুগে যুগে দেব, ঋষি, মনুষ্য ও তির্য্যক্ জাতিমধ্যে মায়া দ্বারা বিবিধ শরীরে অবতার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া পালন করেন। ২৬

সেই আমাদের ইষ্টদেব বিশ্বমূর্ত্তি, প্রকৃতি, শরণ্য পরমেশ্বরের আমরা শরণাপন্ন হইতেছি, তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। ২৭

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! দেবতারা এইরূপ স্তব করিলে পর পশ্চিম দিকে শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। ২৮

শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ ব্যতীত আত্মতুল্যাকৃতি ষোড়শ সংখ্যক পার্ষদগণ কর্তৃক পর্য্যুপাসিত, বিকসিত শরৎকালীন পদ্মতুল্য বিশালনয়ন, সেই ভগবান্কে দর্শন করিয়া দর্শনজনিতানন্দে বিহ্বল দেবগণ ভূমিতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া দেবগণ স্তব করিয়াছিলেন। ২৯-৩০

দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞের যিনি ফলদাতা ও ঐ ফলপরিচ্ছেদক কালস্বরূপ এবং সেই ফলের বিঘাতক অসুরগণের প্রতি যিনি চক্র নিক্ষেপ করেন এবং এই সকল জন্য সুন্দর সুন্দর নাম যাঁহার সেই আপনাকে আমরা নমস্কার করি। ৩১

হে ধাতঃ! তুমি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, তোমার ত্রিগুণাত্মিকা তিন গতির যে পরমপদ অর্থাৎ নির্গুণ স্বরূপ, তাঁহাকে ইদানীন্তন ব্যক্তি কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইবে? অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ৩২

হে ভগবন্! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে মহানুভব! হে পরমমঙ্গল! হে পরমকল্যাণ! হে পরম কারুণিক! হে কেবল! হে জগদাধার! হে লোকৈকনাথ! হে সর্ব্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ!

পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্ঘাটিততমঃকবাটদ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্ ॥৩৩॥

দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি ॥৩৪॥

অথ তত্রভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃতকুশলাকুশলফলমুপাদদাতি। অহো স্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদামঃ ॥৩৫॥

নহি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতগুণগণ ঈশ্বরেঽনবগাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীনবিকল্প-বিতর্ক-বিচারপ্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃ করণাশয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসর উপরতসমস্ত-মায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ ॥৩৬॥

সমবিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্ ॥৩৭॥

পরমহংস পরিব্রাজকগণ পরম আত্মযোগ সমাধি দ্বারা পরিভাবিত পরিস্ফুট পারমহংস্যধর্ম্মের অনুশীলন করে, তাহাতে যখন তাহাদের চিত্তের তমোরূপ কবাট উদ্‌ঘাটিত হয় এবং প্রত্যক্ স্বরূপ আত্মলোক প্রকাশমান হয়, সেই সময় যে নিজসুখ স্বয়ং অভিব্যক্ত হয়, তুমি তাহার অনুভবস্বরূপ অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমার বিহার যোগ অর্থাৎ ক্রীড়োপায় (আমাদের) দুর্ব্বোধ, কারণ, তুমি নিরাশ্রয় ও অশরীরী স্বয়ং অগুণ এবং আমাদের সাহায্য ব্যতীত নিজেই অবিক্রিয় থাকিয়া এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছ। ৩৩-৩৪

সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে দেবদত্তাদি ব্যক্তি যেমন সংসারে পতিত হইয়া পরাধীন অবস্থায় স্বকৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয়, আপনিও কি সেইরূপ ফলভোগ করেন? অথবা আত্মারাম উপশমশীল ও অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তিপ্রভাবে উদাসীন থাক অর্থাৎ সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান থাক, ইহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। ৩৫

উভয়ই অবিরুদ্ধ, যেহেতু অপরিমিত গুণগণযুক্ত স্বতন্ত্র, অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ভগবান্ অর্ব্বাচীন বিকল্প (এইরূপ বা এইরূপ ইত্যাকারক) বিতর্ক (এস্থলে কি করা যুক্তিযুক্ত ইত্যাকারক) বিচার (ইহা এইরূপই) প্রমাণাভাস কুতর্কযুক্ত শাস্ত্র দ্বারা ব্যাকুলান্তঃকরণের আশ্রয় দুরাগ্রহের কথনশীল ব্যক্তিগণের বিবাদের অগোচর এবং উপরত সমস্ত মায়াময় অথচ কেবলস্বরূপ আপনাতে মায়াকে অন্তর্ভাব করিয়া কোন বিষয়ই দুর্ঘট হয় না; কারণ, দুইটি স্বরূপ পদার্থ নাই। ৩৬

(অনুগ্রহ বা নিগ্রহতত্ত্ব বুদ্ধিভেদে তোমার মায়ায় তোমাতে প্রতিভাত হয় অথবা পুরুষবুদ্ধি-ভেদে সেই অবিরোধ সম্ভব হয় এই কথা দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন) সর্পাদি বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যেমন রজ্জু-খণ্ড সর্পাদি ভ্রম জন্মাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আপনিও ঐ সকল সম ও বিষম বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের অভিপ্রায়কে অনুসরণ করেন, অর্থাৎ তাহাদের অভিপ্রায় মত নানারূপ হয়েন। ৩৭

বিবৃতি—সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তদ্বিষয়ে কোন বিরোধ নাই, সুতরাং উভয়ই অবিরুদ্ধ; কারণ, ঈশ্বর অপরিমিত গুণগণযুক্ত, তাঁহার মাহাত্ম্য কেহই জানিতে পারে না, এই জন্যই যাহারা বিবিধ বিতর্ক-বিকল্প-কুতর্কবহুল শাস্ত্রালোচনায় ব্যাকুলচিত্ত, তাহাদের বিবাদের অগোচর এবং নিখিল মায়াবর্জিত কেবল স্বরূপ ঈশ্বরে মায়াকে অন্তর্ভাব করিয়া সকলই সম্ভব হয়, কোন বিষয়ই দুর্ঘট হয় না, কারণ, যদি আপনাতে কর্ত্তৃত্বাদি হয়, তবেই বিরোধ সম্ভব অথচ তাহা কদাপি নাই; কারণ, ঈশ্বরের দুইটি স্বরূপ নাই। ৩৬

স এব হি পুনঃ সর্ব্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সকলজগৎকারণকারণভূতঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবশেষিতঃ ॥৩৮॥

অথহ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রুষা সকৃল্লীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন বিস্মারিতদৃষ্টশ্রুতিবিষয়সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিরতনির্বৃতমনসঃ কথমুহ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্য্যাবর্ত্তঃ ॥৩৯॥

ত্রিভুবনাত্মভবন ত্রিবিক্রম ত্রিনয়ন ত্রিলোকমনোহরানুভাব তবৈব বিভূতয়ো দিতি-দনুজাদয়শ্চাপি তেষামুপক্রমসময়োঽয়মিতি স্বাত্মমায়য়া সুরনরমৃগমিশ্রিতজলচরাকৃতিভির্যথাপরাধং দণ্ডং দণ্ডধর দধর্থ এবমেনমপি ভগবন্ জহি ত্বাষ্ট্রমুত যদি মন্যসে ॥৪০॥

অস্মাকং তাবকানাং ততভত নতানাং হরে তব চরণনলিনযুগলধ্যানানুবদ্ধহৃদয়নিগড়ানাং স্বলিঙ্গবিবরণেনাত্মসাৎকৃতানামনুকম্পানুরঞ্জিতবিশদরুচিরশিশিরস্মিতাবলোকেন বিগলিত মধুরমুখরসামৃতকলয়া চান্তস্তাপমনঘার্হসি শময়িতুম্ ॥৪১॥

(বিরোধ পরিহার করিয়া নিশ্চিত মত বলিতেছেন) তিনিই সকল বস্তুতে নানারূপে প্রতীয়মান হয়েন, তিনি সকলের ঈশ্বর, অখিল জগৎকারণের কারণ, সকল জীবের অন্তর্য্যামী বলিয়া তিনি সর্ব্ব বিষয় প্রকাশ দ্বারা পরিলক্ষিত এবং পর্য্যবসানে একমাত্র, (নেতি নেতি) শ্রুতি দ্বারা সকল নিষেধ পূর্ব্বক একমাত্রে পর্য্যবসিত। ৩৭

(অতএব ভগবদ্ভক্তিই পরম পুরুষার্থ, এই কথা বলিতেছেন) হে মধুসূদন! যাঁহারা আপনার মাহাত্ম্যরূপ অমৃত-রসসমুদ্রের বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়া নিজ চিত্তে নিরতিশয় নিস্যন্দমান সুখ দ্বারা দৃষ্টি শ্রুতি (দেখা শোনা) রূপ বিষয় সুখাভাস বিস্মৃত হইয়াছেন, সেই একান্ত ভক্ত পরম ভাগবতগণ সর্ব্বভূতের প্রিয় সুহৃৎ ভগবানে সর্ব্বাত্মা আপনাতে নির্বৃতচিত্ত হইয়া কিরূপে ইহারা পুনর্ব্বার পুরুষার্থনিপুণ ও তুমিই প্রিয় ও সুহৃৎ, যাহাদের তাদৃশ অথচ রাগাদিশূন্য হইয়া তোমার পাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারে? যে সেবাতে পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিতে হয় না। ৩৯

হে ত্রিভুবনাত্মভবন! (ত্রিভুবন আত্মা ও ভবন যাহার অথবা ত্রিভুবনের আত্মা ও ভবন যিনি) হে ত্রিবিক্রম! হে ত্রিনয়ন! হে ত্রিলোকমনোহরানুভাব! দৈত্য-দানবগণও তোমারই বিভূতি, হে দণ্ডধর! সেই দৈত্য-দানবগণের ইহা উপক্রমকাল ইহা মনে করিয়া তাহাদের প্রতি যেরূপ দণ্ড—সুর, নর, মৃগমিশ্রিত, জলচর প্রভৃতি শরীরে নিজ মায়া দ্বারা বিধান করিয়াছ, যদি ইচ্ছা কর তবে এই নন্দন বৃত্রাসুরকেও তদ্রূপ দণ্ড প্রদান কর অর্থাৎ বৃত্র বধ কর। ৪০

হে পিতামহ! হে হরে! আমরা আপনারই লোক, আপনার চরণে প্রণত হইতেছি এবং আপনারই পাদপদ্ম ধ্যান করি, তাহাতে আমাদের হৃদয়ে নিগড় নিবদ্ধ হইয়াছে এবং আপনিও নিজমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে নিজ জন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অতএব হে অনঘ! অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সানুরাগ বিশদ রুচির সুস্নিগ্ধ স্মিতসহিত অবলোকন ও শ্রীমুখনির্গলিত মনোহর বচনরূপ অমৃতকলা দ্বারা আমাদের অন্তরের সন্তাপ দূর করুন। ৪১

অথ ভগবংস্তবাস্মাভিরখিলজগদুৎপত্তিস্থিতিলয়নিমিত্তায়মানদিব্যমায়াবিনোদস্য সকলজীবনিকায়ানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চ ব্রহ্মপ্রত্যগাত্মস্বরূপেণ প্রধানরূপেণ চ যথাদেশকালদেহাবস্থানবিশেষং তদুপাদানোপলম্ভকতয়ানুভবতঃ সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ ॥৪২॥

অতএব স্বয়ং তদুপকল্পয়াস্মাকং ভগবতঃ পরমগুরোস্তব চরণশতপলাশচ্ছায়াং বিবিধবৃজিনসংসারপরিশ্রমোপশমনীমুপসৃতানাং বয়ং যৎকামেনোপসাদিতাঃ ॥৪৩॥

অথো ঈশ জহি ত্বাষ্ট্রং গ্রসন্তং ভুবনত্রয়ম্। গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ তেজাংস্যস্ত্রায়ুধানি চ ॥৪৪॥

হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায় কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায়।
সৎসংগ্রহায় ভবপান্থনিজাশ্রমাপ্তাবন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে ॥৪৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

অথৈবমীড়িতো রাজন্ সাদরং ত্রিদশৈর্হরিঃ। সমুপস্থানমাকর্ণ্য প্রাহ তানভিনন্দিতঃ ॥৪৬॥

হে ভগবন্! আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় আপনাকে কি বিজ্ঞাপন করিব? যেমন অগ্নির অংশ, স্ফুলিঙ্গ সকল অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আপনার নিকট আমাদের অভীষ্ট বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। যে দিব্য মায়া অখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই মায়ার সহিত আপনি ক্রীড়া করেন, অতএব সকল জীবের অন্তর্হৃদয়ে ব্রহ্ম ও অন্তর্য্যামিরূপে ও বাহিরে প্রধান স্বরূপে দেশ, কাল, দেহ, অবস্থাবিশেষ অতিক্রমণ না করিয়া ঐ সকলের উপাদান ও ঔপলম্ভকস্বরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি স্বয়ং প্রত্যয়ের অর্থাৎ বুদ্ধি ইত্যাদির সাক্ষী সকলই জানিয়াছেন। হে প্রভো! ঐরূপ সাক্ষী হইবার কারণ, এই আপনার স্বরূপ আকাশের ন্যায় কিছুতেই লিপ্ত নহে, হে ভগবন্! আপনার স্বরূপ যে অবিলিপ্ত তাহার কারণ এই, আপনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম অর্থাৎ নিরুপাধি এবং পরমাত্মা অর্থাৎ
। ৪২

হে ভগবন্! পরমগুরু ভগবান্ আপনার বিবিধ দুঃখজনিত সংসার পরিশ্রমের উপশমকারিণী ভবদীয় চরণকমলের ছায়ায় শরণপ্রাপ্ত আমাদের আপনি সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং নিজেই বুঝিয়া যে জন্য আমরা আসিয়াছি তাহার প্রতিকার করুন। ৪৩

হে ঈশ! হে কৃষ্ণ! যে বৃত্রাসুর আমাদের তেজ ও অস্ত্র সকল গ্রাস করিয়াছে এবং ত্রিভুবনকে গ্রাস করিতেছে, সেই ত্বষ্টৃনন্দন বৃত্রকে বধ করুন। ৪৪

যিনি বিশুদ্ধ, হৃদয়াকাশে অবস্থিত, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, যাঁহার উজ্জ্বল ও নির্ম্মল যশঃ, যিনি আদিশূন্য, সাধুগণ যাঁহাকে সংগ্রহ করেন, আর যিনি সংসারপথে সতত বর্ত্তমান, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার শরণাগত হয়, সংসারান্তে তাহার উত্তম গতি প্রাপ্তি হয়, সেই আর্ত্তিহারী পরব্রহ্ম হরিকে আমরা নমস্কার করি। ৪৫

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দেবগণ এইরূপ সাদরে হরিকে স্তব করিলে তিনি অভিনন্দিত হইয়া ও তাঁহাদের কৃত স্বীয় স্তব শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রীতোঽহং বঃ সুরশ্রেষ্ঠা মদুপস্থানবিদ্যয়া। আর্ত্বৈশ্বর্য্যস্মৃতিঃ পুংসাং ভক্তিশ্চৈব যয়া ময়ি ॥৪৭॥
কিং দুরাপং ময়ি প্রীতে তথাপি বিবুধর্ষভাঃ। মযোকান্তমতির্নান্যন্মত্তো বাঞ্ছতি তত্ত্ববিৎ ॥৪৮॥
ন বেদ কৃপণঃ শ্রেয় আত্মনো গুণবস্তুদৃক্। তস্য তানিচ্ছতো যচ্ছেদ্‌যদি সোঽপি তথাবিধঃ ॥৪৯॥
স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥৫০॥
মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্। বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্ ॥৫১॥
স বা অধিগতো দধ্যঙ্‌ঙশ্বিভ্যাং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। যদ্বা অশ্বশিরো নাম তয়োরমরতাং ব্যধাৎ ॥৫২॥

ভগবান্ বলিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের এই স্তোত্রসহিত জ্ঞান দ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি, যাহা দ্বারা আর্ত্তৈশ্বর্য্য, স্মৃতি ও আমাতে ভক্তি হইয়া থাকে। ৪৭

হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি প্রীত হইলে পুরুষদের আর কি দুষ্প্রাপ্য থাকে? অর্থাৎ কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। তথাপি একান্তভাবে যে চিত্ত সমর্থন করে, সেই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি আমা হইতে কিছুই ইচ্ছা করেন না। ৪৮

যে ব্যক্তি বিষয় সকলে তত্ত্ব দর্শন করে, সে অতি কৃপণ, নিজের শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) জানিতে পারে না, সুতরাং সেই সকল বিষয় পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে যদি কেহ উহা প্রদান করেন, তবে তিনিও তাহার তুল্য অজ্ঞ। ৪৯

যে ব্যক্তি নিঃশ্রেয়স জানেন অর্থাৎ বিজ্ঞ, তিনি কখনও অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ উপদেশ করেন না, সদ্বৈদ্য রোগী অপথ্য অভিলাষ করিলেও কদাচ তাহা উহাকে প্রদান করেন না। ৫০

হে মঘবন্! তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা যাও, ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির নিকট তাঁহার বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যা দ্বারা দৃঢ় শরীর প্রার্থনা কর। বিলম্ব করিও না। ৫১

হে দেবরাজ! সেই দধীচি মুনি অধ্যাত্মবিদ্যায় অতিশয় বিদ্বান্, তিনিই শুদ্ধ ব্রহ্ম অধিগত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে তাহা প্রদান করেন, সেই ব্রহ্ম অশ্বের শিরঃ দ্বারা কথিত হইয়াছিল এই কারণে—অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এই বিদ্যা হইতেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জীবন্মুক্তত্ব ভাব হয়। ৫২

বিবৃতি—এই বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ কথা আছে যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় শুনিয়াছিলেন যে, দধীচি ঋষি প্রবর্গ্য ও ব্রহ্ম বিদ্যায় পারদর্শী, তখন তাঁহারা ঋষির নিকট গমন করেন ও বলেন, হে মুনে! আপনি যে বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন, আমাদিগকে সেই বিদ্যার উপদেশ করুন। অশ্বিনীকুমার, দ্বয়ের এই প্রার্থনায় মুনি বলিলেন—আমি এক্ষণে কর্ম্মে ব্যাপৃত আছি, পশ্চাৎ বলিব। ইহা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দেবরাজ ইন্দ্র ঋষির সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, হে ঋষে! অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৈদ্য, সুতরাং ভিষক্‌দিগের প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ অকর্ত্তব্য, অতএব তাহাদিগকে ঔ বিদ্যার উপদেশ দিবেন না; যদি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া উপদেশ দেন, তবে আমি তৎক্ষণাৎ আপনার শিরশ্ছেদন করিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এইরূপ কথা বলিয়া দেবরাজ প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিদ্যার্থী হইয়া ঐ মুনির আশ্রমে আগমন করিলেন এবং মুনির মুখে দেবরাজের কথা শুনিয়া বলিলেন, আমরা আপনার মস্তক প্রথমে ছেদন করিয়া আপনার দেহে একটি অশ্বের মুণ্ড যোজনা করিয়া দিব, পরে সেই মুখে আপনি উপদেশ করিবেন। তৎপরে পুনর্ব্বার আপনার মস্তক যোজনা করিয়া দিব এবং দক্ষিণা দিয়া যাইব, দধীচি ঐ কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অশ্বমুণ্ড দ্বারা প্রবর্গ্য ও ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন, এই কারণে ঐ বিদ্যা অশ্বশিরঃ নামে প্রসিদ্ধ হয়। ৫২

দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্ত্বষ্ট্রে বর্ম্মাভেদ্যং মদাত্মকম্। বিশ্বরূপায় যৎ প্রাদাৎ ত্বষ্টা যৎ ত্বমধাস্ততঃ ॥৫৩॥

যুষ্মভ্যং যাচিতোঽশ্বিভ্যাং ধর্ম্মজ্ঞোঽঙ্গানিদাস্যতি। ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতঃ।

যেন বৃত্রশিরো হর্ত্তা মত্তেজ উপবৃংহিতঃ ॥৫৪॥

তস্মিন্ বিনিহতে যূয়ং তেজোঽস্ত্রায়ুধসম্পদঃ।

ভূয়ঃ প্রাপ্স্যথ ভদ্রং বো ন হিংসন্তি চ মৎপরান্ ৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে

ভগবদুপদেশো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

হে দেবরাজ! আথর্ব্বণ দধীচি, নারায়ণবর্ম্ম (কবচ) ত্বষ্টাকে প্রদান করেন, ত্বষ্টা নিজ পুত্র বিশ্বরূপকে প্রদান করেন এবং বিশ্বরূপ যাহা তোমাকে দিয়াছিলেন। ৫৩

অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধার্ম্মিক দধীচি অবশ্যই তোমাদিগকে নিজের অঙ্গ সকল দান করিবেন। সেই সকল অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা যে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন, উহা আয়ুধশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বজ্র হইবে। তুমি আমার তেজে বর্দ্ধিত হইয়া ঐ বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিও। ৫৪

হে দেবগণ! সেই বৃত্রাসুর নিহত হইলে তোমরা সকলে স্ব স্ব তেজঃ অস্ত্রসম্পদ্ প্রাপ্ত হইবে। মদ্ভক্ত ব্যক্তিগণকে কেহ হিংসা করে না, অতএব তোমাদের মঙ্গলই হইবে। ৫৫

বিবৃতি—অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির প্রিয় শিষ্য, সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনায় এবং তিনি ধর্ম্মজ্ঞ প্রার্থীকে বিফলমনোরথ করিতে নাই ইহা জানেন সুতরাং তোমাদিগকে নিজের অঙ্গ দান করিবেন, তোমরা সফলকাম হইবে। নারায়ণকবচ ও বিদ্যাসার দ্বারা ঐ দধীচির অস্থি সারযুক্ত, এই জন্য উহা দ্বারা বিশ্বকর্ম্মার প্রযত্নে যে অস্ত্র নির্ম্মিত হয়, উহা সকলাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ হয়। ৫৪

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ।

ইন্দ্রমেবং সমাদিশ্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। পশ্যতামনিমেষাণাং তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥১॥

তথাভিযাচিতো দেবৈঋর্ষিরাথর্ব্বণো মহান্। মোদমান উবাচেদং প্রহসন্নিব ভারত ॥২॥

অপি বৃন্দারকা যূয়ং ন জানীথ শরীরিণাম্। সংস্থায়াং যস্ত্বভিদ্রোহো দুঃসহশ্চেতনাপহঃ ॥৩॥

জিজীবিষূণাং জীবানামাত্মা প্রেষ্ঠ ইহেপ্সিতঃ। ক উৎসহেত তং দাতুং ভিক্ষমাণায় বিষ্ণবে ॥৪॥

শ্রীদেবা উচুঃ ।

কিং নু তদ্দুস্ত্যজং ব্রহ্মন্ পুংসাং ভূতানুকম্পিনাম্। ভবদ্বিধানাং মহতাং পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণাম্ ॥৫॥

নূনং স্বার্থপরো লোকো ন বেদ পরসঙ্কটম্। যদি বেদ ন যাচেত নেতি নাহ যদীশ্বরঃ ॥৬॥

শ্রীঋষিরুবাচ ।

ধর্ম্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ। এষ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সংত্যজাম্যহম্ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বিশ্বভাবন ভগবান্ হরি ইন্দ্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ১

হে ভারত! দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই মহান্ আথর্ব্বণ দধীচি আনন্দসহকারে পরিহাস করিয়াই যেন বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ২

হে দেবগণ! শরীরীদিগের শরীরনাশে যে দুঃখ হয়, বোধ করি তাহা তোমরা জান না। হে অমরগণ! মৃত্যুর যাতনা অতিশয় দুঃসহ, তাহা চেতনাকে নষ্ট করে। ৩

(দেহ যে আত্মা ইহা আমরা জানি কিন্তু আমাদের মুখে ভগবান্ বিষ্ণুই উহা প্রার্থনা করিতেছেন ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে দেবগণ! যাহারা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, সেই সকল জীবের দেহই অতিশয় প্রিয় ও অভীপ্সিত সুতরাং সেই দেহ কোন্ ব্যক্তি উহা ভিক্ষমান বিষ্ণুকে দান করিতে পারে? ৪

দেবগণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে সকল মহাপুরুষ আপনার ন্যায় দয়াবান্ পুণ্যবান্, লোকেরা যাঁহাদের কর্ম্ম সকলেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পরোপকারার্থ দুস্ত্যজ কি আছে? ৫

হে মহর্ষে! ইহা সুনিশ্চিত যে, স্বার্থপর লোকে পরের ক্লেশ বিবেচনা করে না, যদি জানিতে পারিত তবে যাচঞা করিত না এবং দানে সমর্থ ব্যক্তিও যদি পরের কষ্ট বোঝেন, তবে 'না' এই কথাটি বলিতে পারে না। ৬

ঋষি বলিলেন, হে দেবগণ! আপনাদের নিকট ধর্ম্ম-কথা শুনিবার ইচ্ছায়, ঐরূপ কথা বলিয়াছি। আমার এই দেহ অত্যন্ত প্রণয়াস্পদ হইলেও অবশ্য একদিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে অথচ আপনারা সেই দেহ ভিক্ষা করিতেছেন। ইহা এক্ষণে ত্যাগ করিতেছি। ৭

বিবৃতি—আমরা স্বার্থপর বলিয়া আপনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় অভীষ্ট দেহ প্রার্থনা করিয়াছি। আপনার সঙ্কট আমরা বুঝিতে পারি নাই। সেইরূপ আমরা কিরূপে সঙ্কটে পতিত হইয়া আপনার দেহ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, ইহা যদি আপনি জানিতেন, তবে আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। ৬

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্। ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি ॥৮॥
এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ। যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি ॥৯॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ। যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্ম্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥১০॥
শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
এবং কৃতব্যবসিতো দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তনুম্। পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মানং সন্নয়ন্ জহৌ ॥১১॥
যতাক্ষাসুমনোবুদ্ধিস্তত্ত্বদৃগ্ধ্বস্তবন্ধনঃ। আস্থিতঃ পরমং যোগং ন দেহং বুবুধে গতম্ ॥১২॥
অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা। মুনেঃ শক্তিভিরুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ ॥১৩॥
বৃতোদেবগণৈঃ সর্ব্বৈর্গজেন্দ্রোপর্য্যশোভত। স্তূয়মানো মুনিগণৈস্ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্নিব ॥১৪॥
বৃত্রমভ্যদ্রবচ্ছত্রুম সুরানীকযূথপৈঃ। পর্য্যস্তমোজসা রাজন্ ক্রুদ্ধো রুদ্র ইবান্তকম্ ॥১৫॥
ততঃ সুরাণামসুরৈ রণঃ পরমদারুণঃ। ত্রেতামুখে নর্ম্মদায়ামভবৎ প্রথমে যুগে ॥১৬॥
রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং পিতৃবহ্নিভিঃ। মরুদ্ভির্ঋভুভিঃ সাধ্যৈর্বিশ্বেদেবৈর্মরুৎপতিম্ ॥১৭॥
দৃষ্ট্বা বজ্রধরং শক্রং রোচমানং স্বয়া শ্রিয়া। নামৃষ্যন্নসুরা রাজন্মৃধে বৃত্রপুরঃসরাঃ ॥১৮॥

হে নাথগণ! এই অনিত্য দেহ দ্বারা যে ব্যক্তি প্রাণিগণের প্রতি দয়াপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্ম ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না করে, অচেতন স্থাবরগণ তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত এতাবন্মাত্র ধর্ম্মই অব্যয় অর্থাৎ ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, যে প্রাণিবর্গের শোকে অনুশোচনা করে ও প্রাণীদিগের আনন্দে হৃষ্ট হয়। ৮-৯

আহা! কি দীনতা! কি কষ্ট! যাহা পরকীয় অর্থাৎ শৃগাল-কুকুরের ভোগ্য, সেই ক্ষণভঙ্গুর এবং যাহা নিজের স্বার্থের উপযোগী নহে তাদৃশ ধন, পুত্র ও দেহ দ্বারা পরোপকার না করা। ১০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! আথর্ব্বণ দধীচি ঋষি এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া পরব্রহ্ম ভগবান্ হরিতে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার হরিতে ঐক্য সম্পাদন করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিলেন। ১১

নিয়ন্ত্রিত প্রাণ-মনোবুদ্ধি, তত্ত্বদর্শী, অতএব সমস্ত বন্ধনমুক্ত দধীচি ঋষি পরম যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার দেহ যে গত হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ১২

অনন্তর মুনির অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দেবরাজ সেই বজ্র ধারণ করিয়া ও ভগবত্তেজঃসমন্বিত অতএব সবল হইয়া গজেন্দ্র ঐরাবতের উপরে শোভা পাইতে লাগিলেন, দেবতারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং মুনিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে ত্রিভুবনকে যেন ইন্দ্র হৃষ্ট করিয়াছিলেন। ১৩-১৪

হে রাজন্! তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র, ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব যেমন অন্ধকাসুরের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অসুরসেনাপরিবৃত বৃত্রাসুরের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। ১৫

তাহার পর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সত্যযুগে নর্ম্মদার তীরে দেবগণের ও অসুরগণের অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল। ১৬

রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, অগ্নিগণ, মরুদ্গণ, ঋভুগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বেদেবগণ পরিবৃত বজ্রধারী ও নিজ দীপ্তি দ্বারা প্রকাশমান ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া, বৃত্রপ্রমুখ অসুরগণ সহ্য করিতে পারিল না। ১৭-১৮

নমুচিঃ সম্বরোঽনর্ব্বা দ্বিমূর্দ্ধা ঋষভোঽসুরঃ। হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরা বিপ্রচিত্তিরয়োমুখঃ ॥১৯॥
পুলোমা বৃষপর্ব্বা চ প্রহেতির্হেতিরুৎকলঃ। দৈতেয়া দানবা যক্ষা রক্ষাংসি চ সহস্রশঃ ॥২০॥
সুমালিমালিপ্রমুখাঃ কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদাঃ। প্রতিষিধ্যেন্দ্রসেনাগ্রং মৃত্যোরপি দুরাসদম্ ॥২১॥
অভ্যর্দ্দয়ন্নসংভ্রান্তাঃ সিংহনাদেন দুর্ম্মদাঃ। গদাভিঃ পরিঘৈর্বাণৈঃ প্রাসমুদ্গরতোমরৈঃ ॥২২॥

শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ খড়্গৈঃ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ।
সর্ব্বতোঽবাকিরন্ শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ বিবুধর্ষভান্ ॥২৩॥
ন তেঽদৃশ্যন্ত সংচ্ছিন্নাঃ শরজালৈঃ সমন্ততঃ।
পুঙ্খানুপুঙ্খং পতিতৈর্জ্যোতীংষীব নভোঘনৈঃ ॥২৪॥

ন তে শস্ত্রাস্ত্রবর্ষৌঘা হ্যাসেদুঃ সুরসৈনিকান্। ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈর্লঘুহস্তৈঃ সহস্রধা ॥২৫॥
অথ ক্ষীণাস্ত্রশস্ত্রৌঘা গিরিশৃঙ্গদ্রুমোপলৈঃ। অভ্যবর্ষন্ সুরবলং চিচ্ছিদুস্তাংশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥২৬॥

তানক্ষতান্ স্বস্তিমতো নিশম্য শস্ত্রাস্ত্রপূগৈরথ বৃত্রনাথাঃ।
দ্রুমৈর্দৃশদ্ভির্বিবিধাদ্রিশৃঙ্গৈরবিক্ষতাংস্তত্রসুরিন্দ্রসৈনিকান্ ॥২৭॥
সর্ব্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ।
কৃষ্ণানুকূলেষু যথা মহৎসু ক্ষুদ্রৈঃ প্রযুক্তা উষতী রূক্ষবাচঃ ॥২৮॥

নমুচি, সম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, ঋষভ, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, প্রহেতি, উৎকল প্রভৃতি সহস্র সহস্র দৈত্য, দানব, যক্ষ ও সুমালি, মালি প্রমুখ রাক্ষসগণ স্বর্ণময় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে ইন্দ্রসেনার অগ্রভাগকে নিরোধ করিয়া অসংভ্রান্তভাবে মর্দ্দন করিয়াছিল এবং বহুতর গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, শূল, পরশ্বধ, খড়্গ, শতঘ্নী, ভূষুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ১৯-২৩

একের মূলদেশ অন্যের মূলদেশে সংলগ্ন হওয়ায় একীভূত শরজাল দ্বারা আচ্ছন্ন দেবগণ আকাশমণ্ডলে মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন। ২৪

সেই অসুরগণ পরিত্যক্ত শস্ত্রাস্ত্রসমূহ দেবসৈন্যগণকে প্রাপ্ত হয় নাই। কারণ, সিদ্ধপথে লঘুহস্ত দেবগণ ঐ অস্ত্র-শস্ত্র সকলকে সহস্রভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২৫

অনন্তর অসুরদিগের অস্ত্র-শস্ত্র সকলই পরিক্ষীণ হইল, অতএব তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গ, প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষ সকল লইয়া দেবতাদিগের উপর বর্ষণ করিয়াছিল ও দেবতারা ঐ সকল পূর্ব্ববৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২৬

বৃত্রাসুর-রক্ষিত অসুর-সৈন্যগণ, অস্ত্র-শস্ত্র, বিবিধ বৃক্ষ, প্রস্তরখণ্ড ও পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রহারে অক্ষত ও সুখী দেবসৈন্যগণকে দেখিতে পাইয়া ভীত হইয়াছিল। ২৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রতি অনুকূল, সেই দেবগণের প্রতি দৈত্যগণের বারম্বারকৃত চেষ্টা সকল যেমন ক্ষুদ্র লোক কর্ত্তৃক অকল্যাণকর রূক্ষবাক্যসকল মহদ্ব্যক্তির ক্ষোভদায়ক হয় না, সেইরূপ নিষ্ফল হইয়াছিল। ২৮

তে স্বপ্রয়াসং বিতথং নিরীক্ষ্য হরাবভক্তা হতযুদ্ধদর্পাঃ।
পলায়নায়াজিমুখে বিসৃজ্য পতিং মনস্তে দধুরাত্তসারাঃ ॥২৯॥
বৃত্রোঽসুরাংস্তাননুগান্মনস্বী প্রধাবতঃ প্রেক্ষ্য বভাষ এতৎ।
পলায়িতং প্রেক্ষ্য বলঞ্চ ভগ্নং ভয়েন তীব্রেণ বিহস্য বীরঃ ॥৩০॥
কালোপপন্নাং রুচিরাং মনস্বিনাং জগাদ বাচং পুরুষপ্রবীরঃ।
হে বিপ্রচিত্তে নমুচে পুলোমন্ ময়ানর্ব্বন্ শম্বর মে শৃণুধ্বম্ ॥৩১॥
জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রু‌ব এব সর্ব্বতঃ প্রতিক্রিয়া যস্য নচেহ কৢপ্তা।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তম্ ॥৩২॥
দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যূ দুরাপৌ যদ্ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্‌যদগ্রণীর্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

হে মহারাজ! হরির প্রতি অভক্ত সেই অসুর-সৈন্যগণ নিজেদের চেষ্টা বিফল হইতে দেখিয়া হতদর্প হইয়াছিল, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের প্রভু বৃত্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়নের ইচ্ছা করিয়াছিল। ২৯

বৃত্রাসুর স্বয়ং মহাবীর, সে যখন দেখিল, অনুগত অসুরগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে এবং প্রথমেই বহু সেনা গুরুতর ভয়ে ভগ্ন ও পলায়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন সে হাস্য করিয়া বলিয়াছিল। ৩০

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বৃত্র, সময়োচিত ও মনস্বীদিগের মনোহর বাক্য বলিয়াছিল, হে বিপ্রচিত্তে! নমুচে! পুলোমন্! হে ময়! হে অনর্ব্বন্! হে শম্বর তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। ৩১

জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চয় হয়, কোন প্রকারে তাহার প্রতিক্রিয়া নাই, ইহাতে যদি সেই মৃত্যু হইতে ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে স্বর্গ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ সমীচীন মৃত্যু উপস্থিত হইলে কোন্ মনস্বী উহা স্বীকার না করে? ৩২

হে অসুরগণ! দুই প্রকার মৃত্যু ইহলোকে দুষ্প্রাপ্য, অথচ প্রার্থনীয়, একটি যোগরত হইয়া ব্রহ্ম ধারণা দ্বারা প্রাণ জয় করা অর্থাৎ প্রাণত্যাগ করা, অপরটি সেনার অগ্রণী হইয়া সমরাঙ্গনে অপরাঙ্মুখ থাকিয়া কলেবর ত্যাগ করা। ৩৩

বিবৃতি—মনুতে আছে—
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ সংগ্রামেঽভিমুখোহতঃ।

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

॥শুক

ত এবং শংসতো ধর্ম্ম্যং বচঃ পত্যুরচেতসঃ। নৈবাগৃহ্নন্ত সংত্রস্তাঃ পলায়নপরা নৃপ ॥১॥
বিশীর্য্যমাণাং পৃতনামাসুরীমসুরর্ষভঃ। কালানুকূলৈস্ত্রিদশৈঃ কাল্যমানামনাথবৎ ॥২॥
দৃষ্ট্বা তপ্যত সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রশক্ররমর্ষিতঃ। তান্ নিবার্য্যৌজসা রাজন্নির্ভৎর্স্যেদমুবাচ হ ॥৩॥
কিং ব উচ্চরিতৈর্মাতুর্ধাবদ্ভিঃ পৃষ্ঠতো হতৈঃ। নহি ভীতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গ্যঃ শূরমানিনাম্ ॥৪॥
যদি বঃ প্রধনে শ্রদ্ধা সারং বা ক্ষুল্লকা হৃদি। অগ্রে তিষ্ঠত মাত্রং মে নচেদ্গ্রাম্যসুখে স্পৃহা ॥৫॥
এবং সুরগণান্ ক্রুদ্ধো ভীষয়ন্ বপুষা রিপূন্। ব্যনদৎ সুমহাপ্রাণো যেন লোকা বিচেতসঃ ॥৬॥
তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে বৃত্রবিস্ফোটনেন বৈ। নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ যথৈবাশনিনা হতাঃ ॥৭॥

মমর্দ্দ পদ্ভ্যাং সুরসৈন্যমাতুরং নিমীলিতাক্ষং রণরঙ্গদুর্ম্মদঃ।
গাং কম্পয়ন্নুদ্যতশূল ওজসা নালং বনং যূথপতির্যথোন্মদঃ ॥৮॥
বিলোক্য তং বজ্রধরোঽত্যমর্ষিতঃ স্বশত্রবেঽভিদ্রবতে মহাগদাম্।
চিক্ষেপ তামাপততীং সুদুঃসহাং জগ্রাহ বামেন করেণ লীলয়া ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বৃত্রাসুর অসুর সকলের প্রভু, সে এই প্রকার ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেও অসুরেরা তাহা গ্রহণ করিল না, পরন্তু ত্রস্ত হইয়া পলায়নই করিয়াছিল। ১

হে রাজন্! কালানুবর্ত্তী দেবগণ কর্ত্তৃক অনাথের ন্যায় বিতাড়িত এবং বিশীর্ণ অর্থাৎ ভজ্যমান অসুর-সৈন্যগণকে দেখিয়া অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া ভৎর্সনা করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ২-৩

হে দেবগণ! এই মাতার পুরীষপ্রায় পৃষ্ঠদেশে আঘাতপ্রাপ্ত পলায়মান দৈত্যগণ দ্বারা তোমাদের কি প্রয়োজন? অথবা হে মাতার পুরীষপ্রায় দেবগণ! পৃষ্ঠদেশে আহত পলায়নপর দৈত্যগণকে বধ করিয়া তোমাদের কি ফল? বীরত্বাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে ভীত ব্যক্তিগণকে বধ করা শ্লাঘার বিষয় নহে। ৪

অরে ক্ষুদ্রচিত্ত দেবগণ! যদি তোমাদের যুদ্ধে শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ধৈর্য্য থাকে, আর যদি গ্রাম্যসুখ-ভোগে স্পৃহা না থাকে, তবে ক্ষণকালের জন্য আমার অগ্রে অবস্থান কর। ৫

হে রাজন্! এই প্রকার ক্রুদ্ধ বৃত্রাসুর, শরীর দ্বারা শত্রুগণকে ভীত করিয়া এই প্রকার গর্জ্জন করিয়াছিল, যাহা দ্বারা ত্রিভুবন অচেতনপ্রায় হইয়াছিল। ৬

হে রাজন্! সেই বৃত্রাসুরের সিংহনাদে সকল দেবতারাই বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। ৭

রণরঙ্গে দুর্ম্মদ বৃত্রাসুর, মদোন্মত্ত যূথপতি হস্তী যেমন নলবনকে পদ দ্বারা মর্দ্দিত করে, সেইরূপ ভীত, কাতর ও রণস্থলে পতিত নিমীলিত-নেত্র দেব-সৈন্যগণকে পদদ্বয় দ্বারা মর্দ্দন ও তেজে পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া উদ্যত শূলহস্তে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই বৃত্রাসুরকে এই প্রকার করিতে দেখিয়া বজ্রধর দেবরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং নিজ শত্রু বৃত্রকে আপনার অভিমুখে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি যাহার বেগ অসহ্য, তাদৃশ একটি মহা গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং বৃত্র ঐ গদাটিকে অবলীলাক্রমে বাম হস্তে ধারণ করিয়াছিল। ৮-৯

স ইন্দ্রশত্রুঃ কুপিতো ভৃশং তয়া মহেন্দ্রবাহং গদয়োরুবিক্রমঃ।
জঘান কুম্ভস্থল উন্নদন্ মৃধে তৎকর্ম্ম সর্ব্বে সমপূজয়ন্নৃপ ॥১০॥
ঐরাবতো বৃত্রগদাভিমৃষ্টো বিঘূর্ণিতোঽদ্রিঃ কুলিশাহতো যথা।
অপাসরদ্ভিন্নমুখঃ সহেন্দ্রো মুঞ্চন্নসৃক্ সপ্তধনুর্ভৃশার্ত্তঃ ॥১১॥
ন সন্নবাহায় বিষণ্ণচেতসে প্রাযুঙ্‌ক্ত ভূয়ঃ সগদাং মহাত্মা।
ইন্দ্রোঽমৃতস্যন্দিকরাভিমর্শবীতব্যথক্ষতবাহোঽবতস্থে ॥ ১২ ॥
স তং নৃপেন্দ্রাহবকাম্যয়া রিপুং বজ্রায়ুধং ভ্রাতৃহণং বিলোক্য।
স্মরংশ্চ তৎকর্ম্ম নৃশংসমংহঃ শোকেন মোহেন হসন্ জগাদ ॥১৩॥

শ্রীবৃত্র উবাচ।

দিষ্ট্যা ভবান্ মে সমবস্থিতো রিপুর্যো ব্রহ্মহা গুরুহা ভ্রাতৃহা চ।
দিষ্ট্যাঽনৃণোঽদ্যাহমসত্তম ত্বয়া মচ্ছূলনির্ভিন্নদৃশদ্ধৃদাচিরাৎ ॥১৪॥
যো নোঽগ্রজস্যাত্মবিদো দ্বিজাতেগুর্বোরপাপস্য চ দীক্ষিতস্য।
বিস্রভ্য খড়্গেন শিরাংস্যবৃশ্চৎ পশোরিবাকরুণঃ স্বর্গকামঃ ॥১৫॥

সেই প্রচণ্ড-বিক্রম ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুর, অত্যন্ত কুপিত হইয়া রণক্ষেত্রে গর্জ্জন করিতে করিতে সেই গদা দ্বারা ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের কুম্ভস্থলে প্রহার করিয়াছিল, তাহার সেই কর্ম্মের সকলেই প্রশংসা করিয়াছিল। ১০

মহেন্দ্রবাহন ঐরাবত, বৃত্রের গদা দ্বারা আহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইয়াছিল এবং অতিশয় কাতর হইয়া বিদীর্ণ বদনে রক্ত বমন করিতে করিতে দেবরাজের সহিত সপ্ত ধনু অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি হস্ত পরিমিত দেশ অন্তরে অপসৃত হইয়াছিল। ১১

মহাত্মা বৃত্রাসুর, ইন্দ্রবাহন ঐরাবত অবসন্ন ও বিষণ্ণচিত্ত হইলে তাহার প্রতি পুনর্ব্বার সেই গদা প্রহার করেন নাই, এদিকে দেবরাজ আপনার ক্ষত-যুক্ত বাহনের গাত্র অমৃতস্রাবী কর দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহার ব্যথা নিবারণ করেন ও কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামার্থ অবস্থান করেন। ১২

হে রাজেন্দ্র! বৃত্রাসুর, যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বজ্রধারী ভ্রাতৃহা সেই ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়া ও ইন্দ্রের সেই নিষ্ঠুর অথচ পাপজনক কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া শোকে ও মোহে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল। ১৩

বৃত্রাসুর বলিল, যে তুমি ব্রহ্মঘাতী, স্বীয় গুরু-হত্যাকারী ও আমার ভ্রাতৃহন্তা, সেই শত্রু তুমি আমার অগ্রে অবস্থিত, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য, এবং হে অসত্তম! তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় শূল দ্বারা নির্ভিন্ন করিয়া অদ্য আমি অচিরেই অঋণী হইব, ইহাও পরম সৌভাগ্য। ১৪

নির্দ্দয় স্বর্গকামী যাজ্ঞিক যেমন বিশ্বস্ত পশুর শিরশ্ছেদ করে, তুমিও সেইরূপ আমাদের অগ্রজ আত্মবিদ্ ব্রাহ্মণ অথচ তোমার গুরু এবং যজ্ঞে দীক্ষিত অতএব বিশ্বস্তহৃদয় বিশ্বরূপের মস্তক সকল স্বর্গরাজ্য স্থির রাখিবার ইচ্ছায় ছেদন করিয়াছ। ১৫

শ্রীহ্রীদয়াকীর্ত্তিভিরুজ্‌ঝিতং ত্বাং স্বকর্ম্মণা পুরুষাদৈশ্চ গর্হ্যম্।
কৃচ্ছ্রেণ মচ্ছূলবিভিন্নদেহমস্পৃষ্টবহ্নিং সমদন্তি গৃধ্রাঃ ॥১৬॥

অন্যেঽনু যে ত্বেহ নৃশংসমজ্ঞা যদুদ্যতাস্ত্রাঃ প্রহরন্তি মহ্যম্।
তৈর্ভূতনাথান্ সগণান্ নিশাতত্রিশূলনির্ভিন্নগলৈর্যজামি ॥১৭॥

অথো হরে মে কুলিশেন বীর হর্ত্তা প্রমথ্যৈব শিরো যদীহ।
তত্রানৃণো ভূতবলিং বিধায় মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে ॥১৮॥

সুরেশ কস্মান্ন হিনোষি বজ্রং পুরঃ স্থিতে বৈরিণি ময্যমোঘম্।
মা সংশয়িষ্ঠা ন গদেব বজ্রঃ স্যান্নিষ্ফলঃ কৃপণার্থেব যাচ্ঞা ॥১৯॥

নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা হরের্দধীচস্তপসা চ তেজিতঃ।
তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাস্ততঃ॥২০॥

অহং সমাধায় মনো যথাহ সঙ্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে।
ত্বদ্বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশো গতিং মুনের্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ ॥২১॥

শ্রী, লজ্জা, দয়া ও কীর্ত্তি দ্বারা পরিত্যক্ত নিজ কর্ম্ম দ্বারা রাক্ষসদের নিকটেও নিন্দনীয়, এবং আমার শূল দ্বারা নির্ভিন্নদেহ, অস্পৃষ্ট-বহ্নি তোমাকে গৃধ্রগণ ভক্ষণ করিবে। ১৬

অন্যান্য যে সকল অজ্ঞ দেবগণ নৃশংস তোমার অনুগামী ও আমার প্রতি উদ্যতাস্ত্র হইয়া যদি প্রহার করে, তাহা হইলে তীক্ষ্ণীকৃত ত্রিশূল দ্বারা ইহাদেরও গলদেশ নির্ভিন্ন করিব ও তাহা দ্বারা সগণ ভূতনাথ রুদ্রগণের পূজা করিব। ১৭

পক্ষান্তরে হে বীর! হে ইন্দ্র! যদি তুমিই বজ্র দ্বারা আমার মস্তক বলপূর্ব্বক ছেদন কর, তাহাতেও আমার কোন ক্ষতি নাই; কারণ, এই দেহ ভূতগণকে উপহার দিয়া মনস্বিগণের পদধূলি প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ তাঁহাদের পদানুসরণ করিব। ১৮

(জীবন ধারণাপেক্ষা মৃত্যুকেই অভীপ্সিত মনে করিয়া বলিতেছে) হে মহেন্দ্র! তোমার সম্মুখে অবস্থিত বৈরি, আমার প্রতি কি জন্য তুমি ঐ অমোঘ বজ্র প্রহার করিতেছ না? কৃপণ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিলে উহা যেমন বিফল হয়, পূর্ব্বে সেইরূপ তোমার গদা প্রহার নিষ্ফল হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ হইবে এরূপ সংশয় করিও না। ১৯

হে শক্র! তোমার এই বজ্র ভগবান্ হরির তেজে ও দধীচি ঋষির তপস্যা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত হইয়া আছে, এই অশনি দ্বারা তুমি শত্রুকে (আমাকে) বধ কর, তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, ইহাতে পরাজয়ের শঙ্কা নাই, কারণ, যেখানে হরি, সেইখানেই বিজয়, শ্রী ও সকল গুণ বর্ত্তমান। ২০

(বজ্রপ্রহারে আমার পীড়া হইবে এরূপ শঙ্কা করিও না এই কথা বলিতেছে) হে সুরেশ! মদীয় গুরু সঙ্কর্ষণদেব যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপে তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া তোমার বজ্রবেগে বিষয়ভোগ রূপ গ্রাম্য পাশচ্ছিন্ন হওয়ায় দেহ ত্যাগ করিয়া অথবা ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করায় আমি যোগিগণের গতি প্রাপ্ত হইব। ২১

পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্।
ন রাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধির্ম্মদঃ কলির্ব্যসনং সংপ্রয়াসঃ ॥২২॥

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎপতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো যো দুর্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ ॥২৩॥

অহং হরে তব পাদৈকমূলদাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥২৪॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥২৫॥

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥২৬॥

মমোত্তমশ্লোকজনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবাক্যমেকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

হে ইন্দ্র! যাহারা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত, তাহারা ভগবানের স্বজন, তাহাদিগকে কখনও ভগবান্ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলের যে সকল সম্পদ্ আছে, তাহা প্রদান করেন না; কারণ, উহা হইতে দ্বেষ, উদ্বেগ, মনঃপীড়া, মত্ততা, বিবাদ এবং ক্লেশ হইয়া থাকে। ২২

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু সেই ভগবান্ আপনার ভক্তজনের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গবিষয়ক আয়াসের উপশম বিধান করেন, আয়াস শান্তির দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতার অনুমান করা যায়, ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা তাহা অনুমেয় হয় না, অকিঞ্চন ভিক্ষুজন অনায়াসে ঐরূপ ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে তাহা দুর্ল্লভ। (বৃত্র ইন্দ্রকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে) হে হরে! আমি আপনার পাদপদ্মকে যাঁহারা একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন, পুনরায় সেই দাসগণের অনুদাস হইব, হে ভগবন্! সমস্ত প্রাণ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি আপনার গুণ যেন আমার মনঃ স্মরণ করে, আমার বাক্য আপনার গুণ কীর্ত্তন করুক, আমার শরীর আপনার কার্য্য করুক। ২৩-২৪

হে নিখিলসৌভাগ্যনিধে! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপৃষ্ঠ অথবা ধ্রুবলোক, কিম্বা ব্রহ্মার পদ, অথবা সার্ব্বভৌম অথবা রসাতলের আধিপত্য, অথবা যোগসিদ্ধি, অথবা মুক্তি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না।২৫

হে অরবিন্দনেত্র! যেমন অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাতাকে এবং ক্ষুদ্র বৎসগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া যেমন স্তন্য দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হয়, আর প্রিয়তমা পত্নী বিষণ্ণচিত্তা হইয়া যেমন প্রবাসগত প্রিয়পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হে ভগবন্! আমার মন তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। ২৬

হে ভগবন্! নিজ কর্ম্মবশে এই সংসারচক্রে ভ্রমণকারী আমার যেন তোমার ভক্তজনের সহিত সখ্য হয়, হে প্রভো! তোমার মায়ায় দেহ, পুত্র, কলত্র এবং গৃহ সকলে আসক্তচিত্ত আমার যেন পুনরায় ঐ সকলে আসক্তি না হয়। ২৭

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

॥ঋষিরুবাচ

এবং জিহাসুর্নৃপ দেহমাজৌ মৃত্যুং বরং বিজয়ান্মন্যমানঃ।
শূলং প্রগৃহ্যাভ্যপতৎ সুরেন্দ্রং যথা মহাপূরুষং কৈটভোঽপ্সু ॥১॥
ততো যুগান্তাগ্নিকঠোরজিহ্বমাবিধ্য শূলং তরসাসুরেন্দ্রঃ।
ক্ষিপ্ত্বা মহেন্দ্রায় বিনদ্য বীরো হতোঽসি পাপেতি রুষা জগাদ ॥২॥
খ আপতৎ তদ্বিচলদ্‌গ্রহোল্কবন্নিরীক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমজাতবিক্লবঃ।
বজ্রেণ বজ্রী শতপর্ব্বণাচ্ছিনদ্ভুজঞ্চ তস্যোরগরাজভোগম্ ॥৩॥
ছিন্নৈকবাহুঃ পরিঘেণ বৃত্রঃ সংরব্ধ আসাদ্য গৃহীতবজ্রম্।
হনৌ ততাড়েন্দ্রমথামরেভং বজ্রঞ্চ হস্তান্ন্যপতন্মঘোনঃ ॥৪॥
বৃত্রস্য কর্ম্মাতিমহাদ্ভুতং তৎ সুরাসুরাশ্চারণসিদ্ধসংঘাঃ।
অপূজয়ংস্তৎ পুরহূতসঙ্কটং নিরীক্ষ্য হাহেতি বিচুক্রুশুর্ভৃশম্ ॥৫॥
ইন্দ্রো ন বজ্রং জগৃহে বিলজ্জিতশ্চ্যুতং স্বহস্তাদরিসন্নিধৌ পুনঃ।
তমাহ বৃত্রো হর আত্তবজ্রো জহি স্বশত্রুং ন বিষাদকালঃ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সেই বৃত্রাসুর যুদ্ধে জয় লাভ করা হইতে মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া রণক্ষেত্রে শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল এবং সে শূল গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রাদিকে যেমন মধুকৈটভ জলমধ্যে মহাপুরুষের দিকে আপতিত হইয়াছিল, সেইরূপ আপতিত হইয়াছিল। ১

তাহার পর বীরবর অসুরেন্দ্র বৃত্র যুগান্তকালীন কঠোর লেলিহানজিহ্বা বহ্নির ন্যায় সেই শূলকে বেগে ঘূর্ণিত করিয়া ও মহেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া এবং সিংহনাদ করিয়া "হে পাপ! তুমি হত হইলে" এই কথা বলিয়াছিল। ২

হে রাজন্! আকাশপথে গ্রহ ও উল্কার ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য ঘূর্ণায়মাণ আপতিত শূলকে দর্শন করিয়া বৈক্লব্যশূন্য বজ্রধর ইন্দ্র শতপর্ব্বযুক্ত বজ্র দ্বারা সেই শূল ও উরগরাজ বাসুকির দেহের ন্যায় অসুররাজ বৃত্রের বাহুও ছেদন করিয়াছিলেন। ৩

একবাহু ছেদন হইলে ক্রোধে কম্পিত-কলেবর বৃত্রাসুর গৃহীতবজ্র ইন্দ্রের নিকটে গিয়া পরিঘ (লৌহময় যষ্টি) দ্বারা ইন্দ্রের কপোল-প্রান্তভাগে এবং ঐরাবত হস্তীকে প্রহার করিয়াছিল, অনন্তর ইন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্র পড়িয়া গেল। ৪

হে নরেন্দ্র! বৃত্রের ঐ মহাদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া সুর, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধর্ব্বগণ উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, এবং দেবরাজের বিপদ দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়াছিলেন। ৫

হে রাজেন্দ্র! শত্রুর সমক্ষে হস্ত হইতে পতিত বজ্র, ইন্দ্র লজ্জায় পুনরায় গ্রহণ করিলেন না, তখন বৃত্র ইন্দ্রকে বলিল, হে ইন্দ্র! তুমি বজ্র উঠাইয়া লইয়া নিজ শত্রুকে বধ কর, এখন বিষাদের সময় নহে। ৬

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্।
বিনৈকমুৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্ ॥৭॥

লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে। দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥৮॥
ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ। তমজ্ঞায় জনো হেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ম্ ॥৯॥
যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ। এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥১০॥
পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ। শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥১১॥
অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্। ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥১২॥

আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ।
ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথাঽনিচ্ছোবিপর্য্যয়াঃ ॥১৩॥

তস্মাদকীর্ত্তিযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি। সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা ॥১৪॥

হে দেবেন্দ্র! উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের ঈশ্বর এক সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, আদিপুরুষ ব্যতিরেকে পরাধীন আততায়ী যুযুৎসু পুরুষদিগের সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জয় হয় না, কোথাও জয়, কোথাও বা পরাজয় হয়, (অতএব তোমার বিষাদের বিষয় কি)? ৭

হে দেবেন্দ্র! লোকপালগণসহ সমস্ত লোক, যাঁহার বশে থাকিয়া জালবদ্ধ পক্ষীদের ন্যায় বিবশভাবে স্ব স্ব ব্যাপারে চেষ্টা করিতেছে, সেই কালই (অর্থাৎ ভগবান্ই) জয়াদির কারণ। ৮

হে দেবরাজ! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সামর্থ্য, সাহস, বল, প্রাণ, অমৃত এবং মৃত্যুস্বরূপ সেই কালকে জয়াদির কারণ না জানিয়া জড় এই দেহকে জয়াদির কারণ বলিয়া লোকে মনে করে। ৯

হে মঘবন্! যেমন দারুময়ী নারী অথবা যেমন পত্রময় মৃগ, স্বতন্ত্র হইয়া কোন চেষ্টা করিতে পারে না, তাহার ন্যায় এই সমস্ত ভূত ভগবান্ ঈশ্বর-পরতন্ত্র অর্থাৎ ইহারা তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতে পারে না। সদনুগ্রহ (ভগবৎ-কৃপা) ব্যতিরেকে প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত ইন্দ্রিয়, মন, ইহারা জীবের সৃষ্ট্যাদিতে সমর্থ নহে। ১০-১১

অবিদ্বান্ ব্যক্তিই এই অস্বাধীন দেহকে ঈশ্বর মনে করে, ফলতঃ ভগবান্ স্বয়ং ভূত সকলের দ্বারা ভূতগণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তিনিই ভূত সকলের দ্বারা ভূত সকলকে গ্রাস করেন। ১২

মানবের কাম্য বিষয় সকল—আয়ুঃ, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য যাহা আছে, উহা সময়ে হইয়া থাকে, যেমন ইচ্ছা না করিলেও উহার বিপরীত আয়ুর অভাবে সৌন্দর্য্যহীনতা, অকীর্ত্তি, দারিদ্র্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। ১৩

অতএব হে দেবরাজ! যেহেতু সকলই ঈশ্বরাধীন, সেই কারণে কীর্ত্তি, অকীর্ত্তি, জয়, পরাজয়, সুখ, দুঃখ ও জীবন মরণে সমান অর্থাৎ হর্ষ-বিষাদ শূন্য হওয়া উচিত। ১৪

বিবৃতি—স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা জীবই সৃষ্ট্যাদির হেতু, এই মীমাংসক মত এই শ্লোকে খণ্ডিত হইয়াছে। যদি বলা যায়, পিত্রাদি হইতে উৎপত্তি ও ব্যাঘ্রাদি হইতে বিনাশ দেখা যায়, তাহার উত্তর এই যে, উহাদের দ্বারা ভগবান্ই সৃষ্টি বা নাশ করেন, জীবের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিবার স্বতন্ত্রভাবে সামর্থ্য নাই। ১২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ। তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে ॥১৫॥
পশ্য মাং নির্জিতং শক্র বৃক্ণায়ুধভুজং মৃধে। ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া ॥১৬॥
প্রাণগ্লহোঽয়ং সমর ইষ্বক্ষো বাহনাসনঃ। অত্র ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ ॥১৭॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইন্দ্রো বৃত্রবচঃ শ্রুত্বা গতালীকমপূজয়ৎ। গৃহীতবজ্রঃ প্রহসংস্তমাহ গতবিস্ময়ঃ ॥১৮॥
অহো দানব সিদ্ধোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী। ভক্তঃ সর্ব্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরম্ ॥১৯॥
ভবানতার্ষীন্মায়াং বৈ বৈষ্ণবীং জনমোহিনীম্। যদ্বিহায়াসুরং ভাবং মহাপুরুষতাং গতঃ ॥২০॥
খল্বিদং মহদাশ্চর্য্যং যদ্রজঃপ্রকৃতেস্তব। বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বাত্মনি দৃঢ়া মতিঃ ॥২১॥
যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ ॥২২॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইতি ব্রুবাণাবন্যোন্যং ধর্ম্মজিজ্ঞাসয়া নৃপ। যুযুধাতে মহাবীর্য্যাবিন্দ্রবৃত্রৌ যুধাং পতী ॥২৩॥
আবিধ্য পরিঘং বৃত্রঃ কার্ষ্ণায়সমরিন্দমঃ। ইন্দ্রায় প্রাহিণোদ্ঘোরং বামহস্তেন মারিষ ॥২৪॥

হে ইন্দ্র! সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিনটি প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, যে ব্যক্তি আত্মাকে গুণত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ জানেন, তিনি হর্ষাদি দ্বারা কখন বদ্ধ হয়েন না। ১৫

হে ইন্দ্র! তুমি আমাকেই দেখ, আমি তোমা কর্ত্তৃক রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছি, আমার অস্ত্র ও বাহু ছিন্ন হইয়াছে, তথাপি তোমার প্রাণসংহার করিবার ইচ্ছায় যথাশক্তি যত্ন করিতেছি। ১৬

হে দেবরাজ! আমাদের এই সংগ্রাম দ্যূত-ক্রীড়ার তুল্য, ইহাতে পরস্পরের প্রাণই পণ, শর-সমূহই পাশক, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বাহনগণ ইহার ফলক, এই সংগ্রাম-দ্যূতক্রীড়ায় কাহার জয় ও কাহার পরাজয় হইবে ইহা জানা যায় না। ১৭

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ইন্দ্র বৃত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ নিষ্কপট বৃত্রকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, পরে গতবিস্ময় ইন্দ্র বজ্র গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে ইহা বলিয়াছিলেন। ১৮

হে দানবেন্দ্র! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, যেহেতু তোমার এই প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তুমি সর্ব্বান্তঃ-করণে সকলের আত্মা ও সুহৃদ্ যে জগদীশ্বর, তাঁহার সেবা করিতেছ। ১৯

হে দানবরাজ! তুমি জনমোহিনী বৈষ্ণবী মায়া উত্তীর্ণ হইয়াছ, যেহেতু তুমি অসুর-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষ হইয়াছ। ২০

ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য যে, রজঃপ্রকৃতি তোমার সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেবে দৃঢ়া মতি হইয়াছে। ২১

মুক্তির অধীশ্বর ভগবান্ হরিতে যে তোমার ভক্তি জন্মিয়াছে, অমৃতসমুদ্রে বিহারপরায়ণ সেই তোমার ক্ষুদ্র গর্ত্তাদির জলসদৃশ স্বর্গাদিতে কোন প্রয়োজন নাই। ২২

শুকদেব বলিলেন, হে নৃপ! ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিতে বলিতে যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ মহাবীর্য্য ইন্দ্র ও বৃত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ২৩

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! শত্রুদমনকারী বৃত্র, কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্ম্মিত ভীষণ পরিঘ অস্ত্র বাম হস্তে ঘূর্ণিত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল। ২৪

স তু বৃত্রস্য পরিঘং করঞ্চ পরিঘোপমম্। চিচ্ছেদ যুগপদ্দেবো বজ্রেণ শতপর্ব্বণা ॥২৫॥

দোর্ভ্যামুৎকৃত্তমূলাভ্যাং বভৌ রক্তস্রবোঽসুরঃ।
ছিন্নপক্ষো যথা গোত্রঃ খাদ্ভ্রষ্টো বজ্রিণা হতঃ ॥২৬॥

কৃত্বাঽধরাং হনুং ভূমৌ দৈত্যো দিব্যুত্তরাং হনুম্। নভোগম্ভীরবক্ত্রেণ লেলিহোল্বণজিহ্বয়া ॥২৭॥
দংষ্ট্রাভিঃ কালকল্পাভির্গ্রসন্নিব জগত্ত্রয়ম্। অতিমাত্রমহাকায় আক্ষিপংস্তরসা গিরীন্ ॥২৮॥
গিরিরাট্ পাদচারীব পদ্ভ্যাং নির্জরয়ন্মহীম্। জগ্রাস স সমাসাদ্য বজ্রিণং সহবাহনম্ ॥২৯॥
মহাপ্রাণো মহাবীর্য্যো মহাসর্প ইব দ্বিপম্। বৃত্রগ্রস্তং তমালোক্য সপ্রজাপতয়ঃ সুরাঃ ॥৩০॥
হা কষ্টমিতি নির্ব্বিণ্ণাশ্চুক্রুশুঃ সমহর্ষয়ঃ। নিগীর্ণোঽপ্যসুরেন্দ্রেণ ন মমারোদরং গতঃ।

মহাপুরুষসন্নদ্ধো যোগমায়াবলেন চ ॥৩১॥

ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎকুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্বিভুঃ।
উচ্চকর্ত্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা ॥৩২॥

বজ্রস্তু তৎকন্ধরমাশুবেগঃ কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্ত্তমানঃ।
ন্যপাতয়ৎ তাবদহর্গণেন যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে ॥৩৩॥

কিন্তু সেই দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের সেই পরিঘ ও পরিঘসদৃশ বাহু উভয়ই নতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা এক সময়ে ছেদন করিয়াছিলেন। ২৫

ইন্দ্রের বজ্রে ছিন্নপক্ষপর্ব্বত আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রবজ্রে বাহুদ্বয়ের মূলদেশ ছিন্ন হইলে বৃত্রাসুর শোভা পাইতেছিল, তাহার ছিন্নবাহুমূল হইতে অনর্গল রুধির নির্গত হইয়াছিল। ২৬

অনন্তর অতি প্রকাণ্ড উন্নতশরীর বৃত্রাসুর নিম্ন হনু অর্থাৎ গণ্ডের নিম্নভাগ ভূমিতে ও উপরের হনু স্বর্গে রাখিয়া অতি প্রকাণ্ড শরীর মহাপ্রাণ মহাবলশালী মহা সর্প (অজগর) যেমন হস্তীকে গ্রাস করে, সেইরূপ আকাশের ন্যায় গম্ভীর মুখ ও লেলিহান অথচ উল্বন জিহ্বা এবং মৃত্যুসদৃশ করাল দংষ্ট্রা দ্বারা ত্রিজগৎকে যেন গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত, আর বেগে পর্ব্বত সকলকে আক্ষিপ্ত করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় পদদ্বয় দ্বারা পৃথ্বীকে চূর্ণ করতঃ বজ্রধারী ইন্দ্রকে বাহনের সহিত গ্রাস করিয়াছিল। প্রজাপতি ও মহর্ষিগণসহ দেবগণ, ইন্দ্রকে বৃত্রাসুর গ্রাস করিয়াছে, ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন ও হা কষ্ট, এই কথা চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন। ২৭-৩০

অসুররাজ বৃত্র কর্ত্তৃক গিলিত হইয়া মহেন্দ্র তাহার উদরে গিয়াছিলেন, তথাচ নারায়ণ কবচে সন্নদ্ধ থাকায় ও যোগমায়ার বলে তিনি মরেন নাই। ৩১

বল নামক অসুরনাশকারী মহেন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রের কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া ও তথা হইতে নির্গত হইয়া নিজ তেজে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ঐ শত্রুর মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। ৩২

হে রাজন্। যদিও ইন্দ্রের বজ্র অতিশয় বেগবান্, তথাপি বৃত্রবধার্থ পরিচালিত হইয়া বৃত্রের কবন্ধ কর্ত্তন করিয়া সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দুই অয়নে অর্থাৎ সম্বৎসরে যতদিন হয়, ততদিনে পাতিত করিয়াছিল। ৩৩

তদা চ খে দুন্দুভয়ো বিনেদুর্গন্ধর্ব্বসিদ্ধাঃ সমহর্ষিসংঘাঃ।
বার্ত্রঘ্নলিঙ্গৈস্তমভিষ্টুবানা মন্ত্রৈর্মুদা কুসুমৈরভ্যবর্ষন্ ॥৩৪॥
বৃত্রস্য দেহান্নিষ্ক্রান্তমাত্মজ্যোতিররিন্দম। পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামলোকং সমপদ্যত ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
বৃত্রবধো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সেই সময়ে অর্থাৎ বৃত্রাসুর নিহত হইলে আকাশে দুন্দুভি সকল বাজিয়াছিল এবং মহর্ষিগণসহ গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ বৃত্রহন্তার বীর্য্যপ্রকাশক মন্ত্র সকল দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করিতে করিতে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। হে শত্রুতাপন! সেই সময়ে বৃত্রের দেহ হইতে তাহার আত্মজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষেই লোকাতীত ভগবানে মিলিত হইয়াছিল। ৩৪-৩৫

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ। সপালা হ্যভবন্ সদ্যো বিজ্বরা নির্ব্বৃতেন্দ্রিয়াঃ ॥১॥

দেবর্ষিপিতৃভূতানি দৈত্যা দেবানুগাঃ স্বয়ম্। প্রতিজগ্মুঃ স্বধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয়স্ততঃ ॥২॥

শ্রীরাজোবাচ।

ইন্দ্রস্যানির্ব্বৃতের্হেতুং শ্রোতুমিচ্ছামি ভো মুনে।
যেনাসন্ সুখিনো দেবা হরের্দুঃখং কুতোঽভবৎ ॥৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

বৃত্রবিক্রমসংবিগ্নাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ। তদ্বধায়ার্থয়ন্নিন্দ্রং নৈচ্ছদ্ভীতো বৃহদ্বধাৎ ॥৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

স্ত্রীভূদ্রুমজলৈরেনো বিশ্বরূপবধোদ্ভবম্। বিভক্তমনুগৃহ্নদ্ভির্ব্বৃত্রহত্যাং ক্ব মার্জ্জ্ম্যহম্ ॥৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

ঋষয়স্তদুপাকর্ণ্য মহেন্দ্রমিদমব্রুবন্। যাজয়িষ্যাম ভদ্রং তে হয়মেধেন মাস্মভৈঃ ॥৬॥

হয়মেধেন পুরুষং পরমাত্মানমীশ্বরম্। ইষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মোক্ষ্যসেঽপি জগদ্বধাৎ ॥৭॥

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্। শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে দাতৃপ্রবর! বৃত্রাসুর নিহত হইলে ইন্দ্র ব্যতীত অন্য লোকপালগণসহ ত্রিলোকবাসী সকলে তৎক্ষণাৎ শঙ্কারহিত ও নির্বৃত-চিত্ত হইয়াছিল। ১

তাহার পর দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, দৈত্য ও দেবানুচরগণ এবং ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্রাদি সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ২

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! ইন্দ্রের অনির্বৃতির কারণ আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, যে বৃত্রাসুরবধে সকল দেবতারা সুখী হইয়াছিলেন, তাহাতে ইন্দ্রের কেন দুঃখ হইল? ৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বৃত্রাসুরের বিক্রমে ঋষিগণসহ সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তাহার বধের নিমিত্ত মহেন্দ্রসন্নিধানে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃত্রকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যা হইবে, এই ভয়ে ইন্দ্র তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ৪

ইন্দ্র বলিলেন, বিশ্বরূপকে বধ করাতে একবার ব্রহ্মহত্যা পাপ হইয়াছিল। স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ ও জল ইহারা চারিজনে অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ পাপ বিভাগ করিয়া লইয়াছে, আবার বৃত্রকে বধ করিয়া কোথায় সে পাপ মার্জ্জন করিব? ৫

শুকদেব বলিলেন, ঋষিগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্রকে এই কথা বলিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র! তোমার মঙ্গল হউক, আমরা তোমাকে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করাইব, তুমি ভয় করিও না। ৬

হে দেবেন্দ্র! অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা পরমপুরুষ পরমাত্মা নারায়ণদেবের অর্চ্চনা করিলে বৃত্রবধ ত অতি তুচ্ছ, জগতের বধ করিয়াও তজ্জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ৭

হে ইন্দ্র! যাঁহার নামকীর্ত্তনে ব্রহ্মহা, পিতৃহা, মাতৃঘাতী, গোঘ্ন, গুরুহত্যাকারী কিম্বা কুকুরমাংস-ভোজী অথবা চণ্ডাল ইত্যাদি পাপী লোকেরাও শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৮

তমশ্বমেধেন মহামখেন শ্রদ্ধান্বিতোঽস্মাভিরনুষ্ঠিতেন।
হত্বাপি সব্রহ্মচরাচরং ত্বং ন লিপ্যসে কিং খলনিগ্রহেণ ॥৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং সঞ্চোদিতো বিপ্রৈর্মরুত্বানহনদ্রিপুম্। ব্রহ্মহত্যা হতে তস্মিন্নাসসাদ বৃষাকপিম্ ॥১০॥
তয়েন্দ্রঃ স্মাসহৎ তাপং নির্বৃতির্নামুমাবিশৎ। হ্রীমন্তং বাচ্যতাং প্রাপ্তং সুখয়ন্ত্যপি নো গুণাঃ ॥১১॥
তাং দদর্শানুধাবন্তীং চাণ্ডালীমিব রূপিণীম্। জরয়া বেপমানাঙ্গীং যক্ষ্মগ্রস্তামসৃক্‌পটাম্ ॥১২॥
বিকীর্য্য পলিতান্ কেশাংস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতিভাষিণীম্। মীনগন্ধ্যসুগন্ধেন কুর্ব্বতীং মার্গদূষণম্ ॥১৩॥

নভো গতো দিশঃ সর্ব্বাঃ সহাস্রাক্ষো বিশাম্পতে।
প্রাগুদীচীং দিশং তূর্ণং প্রবিষ্টো নৃপ মানসম্ ॥১৪॥
স আবসৎ পুষ্করনালতন্তূনলব্ধভোগো যদিহাগ্নিদূতঃ।
বর্ষাণি সাহস্রমলক্ষিতোঽন্তঃ সংচিন্তয়ন্ ব্রহ্মবধাদ্বিমোক্ষম্ ॥১৫॥

আমাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ দ্বারা সেই ভগবান্‌কে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চ্চনা কর, তাহাতে যদি তুমি ব্রহ্মার সহিত এই চরাচরকেও সংহার কর, তাহা হইলেও তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হইবে না; খলনিগ্রহ করিয়া কেন পাপে লিপ্ত হইবে? ৯

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রোৎসাহিত হইয়া ইন্দ্র (দেব ও ব্রাহ্মণের) শত্রু বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, বৃত্র নিহত হইলে ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১০

দেব ও ঋষিগণকারিত সেই ব্রহ্মহত্যা দ্বারা ইন্দ্র সন্তাপ ভোগ করেন, কোনরূপে নির্বৃতি লাভ করিতে পারেন না, যদিও ইন্দ্রের ধৈর্য্যাদি বহুগুণ ছিল, তথাপি যে ব্যক্তি নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়া লজ্জাযুক্ত হয়, তাহাকে তাহার ঐ সকল গুণ সুখী করিতে পারে না। ১১

দেবরাজ ইন্দ্র মূর্ত্তিমতী চাণ্ডালীর ন্যায় এবং জরা দ্বারা কম্পিতকলেবরা ক্ষয়রোগগ্রস্তা লোহিতবস্ত্রপরিধানকারিণী এবং পলিত কেশ সকল বিকীর্ণ করিয়া পশ্চাদ্ধাবমানা ও তিষ্ঠ তিষ্ঠ-ভাষিণী এবং মৎস্যগন্ধযুক্ত শ্বাসবায়ু দ্বারা সমস্ত পথকে দূষিতকারিণী সেই ব্রহ্মহত্যাকে দেখিয়াছিলেন। ১২-১৩

হে নৃপ! দেবরাজ ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে আকাশে, পরে সকল দিকে ধাবমান হইলেন। কুত্রাপি ত্রাণ লাভ করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোত্তর দিকে মানসসরোবরে শীঘ্র প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৪

সেই ইন্দ্র মানসসরোবরস্থিত পদ্মপুষ্পের মৃণালতন্তুমধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভোগবর্জ্জিত অথবা অলব্ধযজ্ঞভাগ হইয়া একমাত্র অগ্নি যাঁহার দূত, তিনি কিরূপে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইব, এই চিন্তা করিয়া সহস্র বৎসরকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। ১৫

বিবৃতি—দেবগণ যজ্ঞে যে হবির্ভাগ প্রাপ্ত হয়েন, উহা অগ্নিই সকলকে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন; এইজন্য অগ্নিকে দেবদূত বলা হয়, অগ্নি জলে প্রবেশ করিতে পারেন না বলিয়া ইন্দ্রের তথায় যজ্ঞভাগ লাভ হয় নাই, সুতরাং নিরাহারে দুশ্চিন্তায় সহস্র বৎসর সহস্রাক্ষ পদ্মমৃণাল-তন্তু-মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ১৫

তাবৎ ত্রিনাকং নহুষঃ শশাস বিদ্যাতপোযোগবলানুভাবঃ ।
সসম্পদৈশ্বর্য্যমদান্ধবুদ্ধির্নীতস্তিরশ্চাং গতিমিন্দ্রপত্ন্যা ॥ ১৬ ॥
ততো গতো ব্রহ্মগিরোপহূত ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ ।
পাপস্তু দিগ্দেবতয়া হতৌজাস্তং নাভ্যভূদবিতং বিষ্ণুপত্ন্যা ॥১৭॥
তঞ্চ ব্রহ্মর্ষয়োঽভ্যেত্য হয়মেধেন ভারত। যথাবদ্দীক্ষয়াঞ্চক্রুঃ পুরুষারাধনেন হ ॥১৮॥
অথেজ্যমানে পুরুষে সর্ব্বদেবময়াত্মনি। অশ্বমেধে মহেন্দ্রেণ বিততে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥১৯॥
স বৈ ত্বাষ্ট্রবধো ভূয়ানপি পাপচয়ো নৃপ। নীতস্তেনৈব শূন্যায় নীহার ইব ভানুনা ॥২০॥
স বাজিমেধেন যথোদিতেন বিতায়মানেন মরীচিমিশ্রৈঃ ।
ইষ্ট্বাধিযজ্ঞং পুরুষং পুরাণমিন্দ্রো মহানাস বিধূতপাপঃ ॥২১॥

হে রাজন্ ! ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তাবৎকাল অর্থাৎ সহস্র বৎসর নহুষ বিদ্যা, তপস্যা ও যোগবলে স্বর্গপালনসামর্থ্য লাভ করিয়া স্বর্গলোক শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু নহুষ অতুল সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধবুদ্ধি অর্থাৎ বিবেকহীন হওয়ায় ইন্দ্রপত্নী শচী কর্ত্তৃক তিনি তির্য্যগ্‌গতি (সর্পযোনি) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৬

তাহার পর সত্যপালক হরির ধ্যানে নিষ্পাপ ইন্দ্র ব্রহ্মার বাক্যে আহূত হইয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করেন, বিষ্ণুদৈবত ঈশান দিগ্‌দেবতা রুদ্র কর্ত্তৃক প্রথমাবধি রক্ষিত ইন্দ্রকে নিস্তেজ ব্রহ্মবধজনিত পাপ অভিভূত করিতে পারে নাই। ১৭

হে ভারত ! ব্রহ্মর্ষিগণ ইন্দ্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর আরাধনা-প্রধান অশ্বমেধ-যজ্ঞে যথাবিধি দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ১৮

অনন্তর মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নিয়োজিত ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেই (বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত) অশ্বমেধযজ্ঞে সর্ব্বদেবময় হরি পূজিত হইতে লাগিলেন। ১৯

হে নৃপ ! সূর্য্য যেমন নীহারকে নাশ করেন, সেইরূপ সেই পুরুষোত্তম হরি, বৃত্রবধজনিত সেই মহাপাপসমূহ নাশ করিয়াছিলেন। ২০

হে ভারত ! মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ কর্ত্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞাধিপতি পুরাণপুরুষ হরির আরাধনা করিয়া নিষ্পাপ মহেন্দ্র পূর্ব্ববৎ মহান্ হইয়াছিলেন। ২১

বিবৃতি—এই বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ আখ্যায়িকা দেখা যায়, রাজা নহুষ ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হইয়া একদিন ইন্দ্রপত্নী শচীকে বলিলেন, এক্ষণে আমিই ইন্দ্র, অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। নহুষের এই বাক্যে ধর্ম্মলোপভয়ে শচী অত্যন্ত শঙ্কিতা হইলেন। সেদিন নহুষকে কিছু না বলিয়া গোপনে দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। দেবগুরু ঐ দুরাত্মার পতনোপায় চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে সাধ্বি ! তুমি ঐ দুষ্টচিত্ত নহুষকে বলিও, তুমি যদি ব্রহ্মর্ষিবাহ্য শিবিকারোহণে আমার নিকটে আসিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ভজনা করিব। ব্রাহ্মণগণকে বাহন করিলেই বিপ্রশাপে উঁহার পতন হইবে। দেবগুরুর এই পরামর্শ মত শচী নহুষ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার প্রার্থিত হইয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণবাহকগণ শিবিকায় তোমাকে বহন করিয়া আমার নিকটে আনিলে আমি তোমাকে ভজনা করিব। ঐ কথা শুনিয়া নহুষ অগস্ত্যাদি ঋষিগণকে শিবিকাবাহক করিয়া ঐ শিবিকারোহণে গমন করিতেছিল এবং শীঘ্র যাইবার নিমিত্ত 'সর্প সর্প' অর্থাৎ গমন কর, গমন কর এই বলিয়া পদ দ্বারা অগস্ত্যের মস্তক স্পর্শ করিয়াছিল। তখন অগস্ত্য ঋষি নহুষকে বলিলেন, তুমি ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিয়াছ, অতএব সর্প হইয়া পতিত হও, এইরূপ অভিশাপ দিবামাত্র নহুষ অজগর সর্প হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিল। ১৬

ইদং মহাখ্যানমশেষপাপ্মনাং প্রক্ষালনং তীর্থপদানুকীর্ত্তনম্।
ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং ভক্তজনানুবর্ণনং মহেন্দ্রমোক্ষং বিজয়ং মরুত্বতঃ ॥২২॥
পঠেয়ুরাখ্যানমিদং সদা বুধাঃ শৃণ্বন্ত্যথো পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দ্রিয়ম্।
ধন্যং যশস্যং নিখিলাঘমোচনং রিপুঞ্জয়ং স্বস্ত্যয়নং তথায়ুষম্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রবিজয়োনাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হে রাজেন্দ্র! এই আখ্যান অতি মহৎ, যেহেতু ইহাতে তীর্থপাদ ভগবানের নিরন্তর কীর্ত্তন হইয়াছে ও ভক্ত-জনগণের বর্ণন রহিয়াছে, ইহাতে ত্রিলোকপতি ইন্দ্রের পাপমোচনও বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই মহা আখ্যান শ্রুত হইলে লোকের অশেষ পাপকে ক্ষালন করে ও ভক্তির উদ্রেক করে। ২২

(এই কারণে) পণ্ডিতগণ এই আখ্যান সর্ব্বদা পাঠ করেন, এবং পর্ব্বে পর্ব্বে ইহা শ্রবণ করিয়া থাকেন, এই আখ্যান পাঠে বা শ্রবণে ইন্দ্রিয়গণের পটুতা, ধন ও যশঃ হয়, আর অখিল পাপক্ষয় ও শত্রু জয় হইয়া থাকে, ইহা আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, অতএব ইহার পাঠ বা শ্রবণ পরম স্বস্ত্যয়ন। ২৩

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ। নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ ॥১॥

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্। ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥২॥

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ। তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥৩॥

প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম। মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥৪॥

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥৫॥

বৃত্রস্তু স কথং পাপঃ সর্ব্বলোকোপতাপনঃ। ইত্থং দৃঢ়মতিঃ কৃষ্ণ আসীৎ সংগ্রাম উল্বণে ॥৬॥

অত্র নঃ সংশয়ো ভূয়ান্ শ্রোতুং কৌতূহলং প্রভো। যঃ পৌরুষেণ সমরে সহস্রাক্ষমতোষয়ৎ ॥৭॥

শ্রীসূত উবাচ।

পরীক্ষিতোঽথ সংপ্রশ্নং ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। নিশম্য শ্রদ্দধানস্য প্রতিনন্দ্য বচোঽব্রবীৎ ॥৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নিতিহাসমিমং যথা। শ্রুতং দ্বৈপায়নমুখান্নারদাদ্দেবলাদপি ॥৯॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! রজ-স্তমঃপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ বৃত্রাসুরের ভগবান্ নারায়ণে কি প্রকার দৃঢ়া মতি হইয়াছিল? ১

শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ ও নির্ম্মলান্তঃকরণ ঋষিগণেরও প্রায় মুকুন্দচরণে ভক্তি জন্মে না, (ইহাতে পাপাত্মা বৃত্রের কি প্রকারে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইল?) ২

এই সংসারে পৃথিবীর ধূলিকণা-সমসংখ্যক জীব আছে অর্থাৎ অসংখ্য জীব আছে, তাহার মধ্যে কয়েক জন মাত্র মনুষ্যাদি শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন। ৩

হে দ্বিজোত্তম! ঐ মনুষ্যাদিগণের মধ্যে প্রায় লোকই মুমুক্ষু হন না, কেহ কেহ মুমুক্ষু হন, ঐ মুমুক্ষুগণও সকলেই মুক্ত বা সিদ্ধ হন না; সহস্র সহস্র মুক্তিকামিগণের মধ্যে কেহ সংসার হইতে মুক্ত হয়েন, কেহ বা তত্ত্বজ্ঞানলাভে সিদ্ধ হয়েন। ৪

হে মহামুনে! মুক্ত ও সিদ্ধ কোটি কোটি লোকের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা অতি সুদুর্ল্লভ, অর্থাৎ তাদৃশ লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ৫

হে ব্রহ্মন্! পাপপ্রবণ ও সর্ব্বলোকের সন্তাপ-কারী বৃত্রাসুর, ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে কিরূপে ঐ প্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়মতি হইয়াছিল? ৬

হে প্রভো! এই বিষয়ে আমাদের মহা সংশয় হইয়াছে এবং উহা শুনিবার জন্য কৌতূহলও হইতেছে, (বৃত্র প্রাণভয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিল, ইহা বলা যায় না। কারণ,) যে বৃত্র নিজ পুরুষকার দ্বারা ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। ৭

সূত বলিলেন, হে মুনিগণ! ভগবান্ বাদরায়ণি (শুকদেব) শ্রদ্ধাসম্পন্ন রাজা পরীক্ষিতের ঐ প্রকার সম্যক্ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের অভিনন্দন করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ৮

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! পুরাকালে দ্বৈপায়নের মুখে ও নারদ এবং দেবলের মুখে যেরূপ এই ইতিহাস আমি শুনিয়াছি, তাহা তুমি অবহিত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ কর। ৯

আসীদ্রাজা সার্ব্বভৌমঃ শূরসেনেষু বৈ নৃপ।
চিত্রকেতুরিতি খ্যাতো যস্যাসীৎ কামধুঙ্ মহী ॥১০॥

তস্য ভার্য্যাসহস্রাণাং সহস্রাণি দশাভবন্। সান্তানিকশ্চাপি নৃপো ন লেভে তাসু সন্ততিম্ ॥১১॥

রূপৌদার্য্যবয়োজন্মবিদ্যৈশ্বর্য্যশ্রিয়াদিভিঃ। সম্পন্নস্য গুণৈঃ সর্বৈশ্চিন্তা বন্ধ্যাপতেরভূৎ ॥১২॥

ন তস্য সম্পদঃ সর্ব্বা মহিষ্যো বামলোচনাঃ। সার্ব্বভৌমস্য ভূশ্চেয়মভবন্ প্রীতিহেতবঃ ॥১৩॥

তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ। লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্‌যদৃচ্ছয়া ॥ ১৪ ॥

তং পূজয়িত্বা বিধিবৎ প্রত্যুত্থানার্হণাদিভিঃ। কৃতাতিথ্যমুপাসীদৎ সুখাসীনং সমাহিতঃ ॥১৫॥

মহর্ষিস্তমুপাসীনং প্রশ্রয়াবনতং ক্ষিতৌ। প্রতিপূজ্য মহারাজ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥১৬॥

অঙ্গিরা উবাচ।

অপি তেঽনাময়ং স্বস্তি প্রকৃতীনাং তথাত্মনঃ। যথা প্রকৃতিভির্গুপ্তঃ পুমান্ রাজা চ সপ্তভিঃ ॥১৭॥

আত্মানং প্রকৃতিষ্বদ্ধা নিধায় শ্রেয় আপ্নুয়াৎ। রাজ্ঞা তথা প্রকৃতয়ো নরদেবাহিতাধয়ঃ ॥১৮॥

হে রাজন্! শূরসেন প্রদেশে (মথুরায়) চিত্রকেতু নামে খ্যাত এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন, যাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবী কামদুঘা ছিলেন। ১০

সেই চিত্রকেতু রাজার কোটি সংখ্যক ভার্য্যা ছিল এবং তিনিও পুত্রোৎপাদনে সমর্থ ছিলেন, পরন্তু তিনি ঐ সকল ভার্য্যাতে সন্ততি লাভ করিলেন না। ১১

হে রাজন্! ঐ বন্ধ্যাপতি চিত্রকেতু রূপ, ঔদার্য্য, যৌবন, উচ্চবংশে জন্ম, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, শ্রী প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা যুক্ত থাকিলেও পুত্র না হওয়ায় তাঁহার চিন্তা হইয়াছিল। ১২

হে রাজন্! ঐ সার্ব্বভৌম রাজার সকল সম্পদ্, সুন্দরী মহিষীগণ ও এই পৃথিবী, ইহারা প্রীতির কারণ হয় নাই। ১৩

একদা ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি যদৃচ্ছাক্রমে সমস্ত লোক পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঐ নরপতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪

রাজা চিত্রকেতু সেই অঙ্গিরা ঋষিকে প্রত্যুত্থান ও নানাবিধ পূজোপহারে পূজা করিয়া কৃতাতিথ্য, সুখোপবিষ্ট ঋষির নিকটে সংযত হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। ১৫

হে মহারাজ! তখন মহর্ষি অঙ্গিরা সমীপে ভূতলে উপবিষ্ট বিনয়াবনত রাজাকে অভিনন্দন করিয়া ও মহারাজ! এই বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৬

অঙ্গিরা বলিলেন, হে মহারাজ! তোমার কুশল ত? এবং রাজ্যাদি সকলের ও আপনার মঙ্গল ত? যেমন মহদাদি সপ্তপ্রকৃতি দ্বারা জীব নিত্য রক্ষিত হয়েন, তদ্ব্যতীত ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না, তেমনি রাজাকেও সপ্তপ্রকৃতি অর্থাৎ স্বামী (গুরু), অমাত্য (কর্ম্ম-সহায়), রাজ্য, দুর্গ, কোষ, দণ্ড এবং মিত্র (মন্ত্র-সহায়) ইহাদের দ্বারা রক্ষিত থাকিতে হয়; ঐরূপে সুরক্ষিত রাজাই আপনাকে ঐ সকল প্রকৃতির অনুবর্ত্তী করিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পান। হে নরদেব! রাজা সুখী হইলে তাহা হইতে প্রকৃতি অর্থাৎ রাজ্যাদি সকল ধন সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। ১৭-১৮

বিবৃতি—দৈবযোগক্রমে রাজার সকল ভার্য্যাই বন্ধ্যা ছিল। ১১

অপি দারাঃ প্রজামাত্যা ভৃত্যাঃ শ্রেণ্যোঽথ মন্ত্রিণঃ।
পৌরা জানপদা ভূপা আত্মজা বশবর্ত্তিনঃ ॥১৯॥
যস্যাত্মানুবশশ্চেৎ স্যাৎ সর্ব্বে তদ্বশগা ইমে।
লোকাঃ সপালা যচ্ছন্তি সর্ব্বে বলিমতন্দ্রিতাঃ ॥২০॥
আত্মনা প্রীয়তে নাত্মা পরতঃ স্বত এব বা। লক্ষয়েঽলব্ধকামং ত্বাং চিন্তয়া শবলং মুখম্ ॥২১॥
এবং বিকল্পিতো রাজন্ বিদুষা মুনিনাপি সঃ।
প্রশ্রয়াবনতোঽভ্যাহ প্রজাকামস্ততো মুনিম্ ॥২২॥

চিত্রকেতুরুবাচ।

ভগবন্ কিং ন বিদিতং তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ। যোগিনাং ধ্বস্তপাপানাং বহিরন্তঃ শরীরিষু ॥২৩॥
তথাপি পৃচ্ছতো ব্রূয়াং ব্রহ্মন্নাত্মনি চিন্তিতম্। ভবতো বিদুষশ্চাপি চোদিতস্ত্বদনুজ্ঞয়া ॥২৪॥
লোকপালৈরপি প্রার্থ্যাঃ সাম্রাজ্যৈশ্বর্য্যসম্পদঃ। ন নন্দয়ন্ত্যপ্রজং মাং ক্ষুত্তৃট্‌কামমিবাপরে ॥২৫॥
তন্ন পাহি মহাভাগ পূর্ব্বৈঃ সহ গতং তমঃ। যথা তরেম দুষ্পারং প্রজয়া তদ্বিধেহি নঃ ॥২৬॥

হে রাজন্! তোমার স্ত্রী, পুত্র, প্রজাবর্গ, ভৃত্যগণ, মন্ত্রিসকল, তৈলিক-তাম্বুলিকাদি, অমাত্যগণ, পুরবাসিগণ ও জনপদবাসিগণ ইহারা সকলে তোমার বশবর্ত্তী আছে ত? ১৯

(রাজার মন নিজের বশীভূত কি না ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে রাজন্! যাহার মনঃ নিজের অধীন থাকে, এই সকলে তাহার বশবর্ত্তী থাকে এবং লোকপালগণসহ সকল লোক অনলস হইয়া তাহাকে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাকে। ২০

হে রাজন্! আমার বোধ হইতেছে—তুমি নিজে আত্মা হইতে সন্তুষ্ট নহ, তোমার এই অপ্রীতি স্বতঃ অথবা পরতঃ? অর্থাৎ আপনা হইতে বা অন্য কাহারও নিকট হইতে হইয়াছে, তোমার মুখমণ্ডল চিন্তায় বিবর্ণ, তুমি যেন নিজের অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে পার নাই, ইহা আমি লক্ষ্য করিতেছি। ২১

হে রাজন্! সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সেই মুনি অঙ্গিরা কর্ত্তৃক এই প্রকার সংশয় প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রজাকাম রাজা চিত্রকেতু বিনয়াবনত হইয়া মুনিকে বলিলেন। ২২

চিত্রকেতু বলিলেন, হে ভগবন্! শরীরীদিগের অন্তরে ও বাহিরে যাহা বিদ্যমান, তাহা নিষ্পাপ যোগিগণের তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধি দ্বারা কি না পরিজ্ঞাত হয়? ২৩

হে ভগবন্! আপনি আমার বিষয় সকল পরিজ্ঞাত আছেন, তথাপি আপনার আদেশে আপনার প্রশ্নে আমার চিন্তার বিষয় আপনাকে বলিতেছি। ২৪

হে ব্রহ্মন্! লোকপালগণেরও প্রার্থনীয় সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ্ স্রক্-চন্দনাদি বিষয় সকল ক্ষুধা-তৃষ্ণাপীড়িত অন্নপানাভিলাষী ব্যক্তিকে যেমন সুখী করিতে পারে না, সেইরূপ অপুত্রক অথচ পুত্রকামী আমাকে আনন্দিত করিতেছে না। ২৫

অতএব হে মহাভাগ! পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত যাহাতে আমাকে দুষ্পার নরকে যাইতে না হয়, আপনি কৃপা করিয়া পুত্রদানে তাহা করুন। ২৬

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যর্থিতঃ স ভগবান্ কৃপালুর্ব্রহ্মণঃ সুতঃ। শ্রপয়িত্বা চরুং ত্বাষ্ট্রং ত্বষ্টারমযজদ্বিভুঃ ॥২৭॥
জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ যা রাজ্ঞো মহিষীণাঞ্চ ভারত। নাম্না কৃতদ্যুতিস্তস্যৈ যজ্ঞোচ্ছিষ্টমদাদ্দ্বিজঃ ॥২৮॥
অথাহ নৃপতিং রাজন্ ভবিতৈকস্তবাত্মজঃ। হর্ষশোকপ্রদস্তুভ্যমিতি ব্রহ্মসুতো যযৌ ॥২৯॥
সাপি তৎপ্রাশনাদেব চিত্রকেতোরধারয়ৎ। গর্ভং কৃতদ্যুতির্দেবী কৃত্তিকাগ্নেরিবাত্মজম্ ॥৩০॥
তস্যা অনুদিনং গর্ভঃ শুক্লপক্ষ ইবোড়ুপঃ। ববৃধে শূরসেনেশতেজসা শনকৈর্নৃপ ॥ ৩১ ॥
অথ কাল উপাবৃত্তে কুমারঃ সমজায়ত। জনয়ন্ শূরসেনানাং শৃণ্বতাং পরমাং মুদম্ ॥৩২॥
হৃষ্টো রাজা কুমারস্য স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ। বাচয়িত্বাশিষো বিপ্রৈঃ কারয়ামাস জাতকম্ ॥৩৩॥
তেভ্যো হিরণ্যং রজতং বাসাংস্যাভরণানি চ। গ্রামান্ হয়ান্ গজান্ প্রাদাদ্ধেনূনামর্ব্বুদানি ষট্ ॥৩৪॥
ববর্ষ কামানন্যেষাং পর্জ্জন্য ইব দেহিনাম্। ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কুমারস্য মহামনাঃ ॥৩৫॥
কৃচ্ছ্রলব্ধেঽথ রাজর্ষেস্তনয়েঽনুদিনং পিতুঃ। যথা নিঃস্বস্য কৃচ্ছ্রাপ্তে ধনে স্নেহোঽন্ববর্দ্ধত ॥৩৬॥
মাতুস্ত্বতিতরাং পুত্রে স্নেহো মোহসমুদ্ভবঃ। কৃতদ্যুতেঃ সপত্নীনাং প্রজাকামজ্বরোঽভবৎ ॥৩৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মার পুত্র কৃপালু ভগবান্ অঙ্গিরা এই প্রকার প্রার্থিত হইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ত্বাষ্ট্রচরু পাক করিয়া উহা দ্বারা ত্বষ্টৃদেবতার যাগ করিলেন। ২৭

হে ভারত! রাজার মহিষীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা ছিলেন, এবং যাঁহার নাম কৃতদ্যুতি, অঙ্গিরা তাঁহাকে যজ্ঞশেষ প্রদান করিলেন। ২৮

হে রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা রাজাকে বলিলেন, হে রাজন্! হর্ষ-শোকপ্রদ একটি পুত্র তোমার হইবে, এই কথা বলিয়া ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরা সেই স্থান হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ২৯

হে রাজন্! যজ্ঞশেষ (চরু) ভোজন করায় সেই জ্যেষ্ঠা মহিষী কৃতদ্যুতি চিত্রকেতু হইতে কৃত্তিকা যেমন অগ্নির আত্মজকে ধারণ করেন, সেইরূপ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। ৩০

হে নৃপ! শুক্লপক্ষের চন্দ্রমা যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ শূরসেনদেশাধিপতি-বীর্য্যজাত কৃতদ্যুতির গর্ভ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ৩১

অনন্তর কাল পূর্ণ হইলে একটি কুমার উৎপন্ন হইল। হে কৌরব্য! কুমারের জন্মকথা শ্রবণে সমস্ত শূরসেনদেশবাসী লোকমাত্রেরই পরমানন্দ জন্মিয়াছিল। রাজা চিত্রকেতু পুত্রজন্ম শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন, পরে স্নানপূর্ব্বক শুচি ও অলঙ্কৃত রাজা ব্রাহ্মণ দ্বারা আশীর্ব্বাদ বাচন করাইয়া জাতকর্ম্ম করাইয়াছিলেন। ৩২-৩৩

তাহার পর সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, রজত, বস্ত্র, ভূষণ, হস্তী, অশ্ব, গ্রাম এবং ছয় অর্ব্বুদ অর্থাৎ ষাইট কোটি সবৎসা গাভী দান করিয়াছিলেন। ৩৪

তাহার পর মহামনা ঐ রাজা মেঘ যেমন জীব সকলের হিতার্থে বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ অন্যান্য মানবগণেরও অভিলষিত দ্রব্যজাত বিতরণ করিলেন, যে সকল দ্রব্যদানে কুমারের ধন যশঃ ও আয়ু বৃদ্ধি পায়, তাহাও দান করিলেন। হে কৌরব্য! রাজর্ষি চিত্রকেতুর কষ্টলব্ধ ঐ তনয়ের প্রতি দরিদ্রের যেমন কষ্টলব্ধ ধনের প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ প্রতিদিন স্নেহ বর্দ্ধি পাইয়াছিল। ৩৫-৩৬

মাতা কৃতদ্যুতির মহামোহজনিত অতিশয় বাৎসল্য-স্নেহ পুত্রে জন্মিয়াছিল, এবং কৃতদ্যুতির সপত্নীগণের স্ব স্ব পুত্রাভিলাষ হওয়ায় পুত্রকামনারূপ মনস্তাপ হইয়াছিল ৩৭

চিত্রকেতোরতিপ্রীতির্যথা দারে প্রজাবতি। ন তথান্যেষু সংজজ্ঞে বালং লালয়তোঽন্বহম্ ॥৩৮॥
তাঃ পর্য্যতপ্যন্নাত্মানং গর্হয়ন্ত্যোঽভ্যসূয়য়া। আনপত্যেন দুঃখেন রাজ্ঞশ্চানাদরেণ চ ॥৩৯॥
ধিগপ্রজাং স্ত্রিয়ং পাপাং পত্যুশ্চাগৃহসম্মতাম্। সুপ্রজাভিঃ সপত্নীভির্দাসীমিব তিরস্কৃতাম্ ॥৪০॥
দাসীনাং কো নু সন্তাপঃ স্বামিনঃ পরিচর্য্যয়া। অভীক্ষ্ণং লব্ধমানানাং দাস্যা দাসীব দুর্ভগাঃ ॥৪১॥
এবং সন্দহ্যমানানাং সপত্ন্যাঃ পুত্রসম্পদা। রাজ্ঞোঽসম্মতবৃত্তীনাং বিদ্বেষো বলবানভূৎ ॥৪২॥
বিদ্বেষনষ্টমতয়ঃ স্ত্রিয়ো দারুণচেতসঃ। গরং দদুঃ কুমারায় দুর্ম্মর্ষা নৃপতিং প্রতি ॥৪৩॥
কৃতদ্যুতিরজানন্তী সপত্নীনামঘং মহৎ। সুপ্ত এবেতি সংচিন্ত্য নিরীক্ষ্য ব্যচরদ্‌গৃহে ॥৪৪॥
শয়ানং সুচিরং বালমুপধার্য্য মনীষিণী। পুত্রমানয় মে ভদ্রে ইতি ধাত্রীমচোদয়ৎ ॥৪৫॥
সা শয়ানমুপব্রজ্য দৃষ্ট্বা চোত্তারলোচনম্। প্রাণেন্দ্রিয়াত্মভিস্ত্যক্তং হতাস্মীত্যপতদ্ভুবি ॥৪৬॥

তস্যাস্তদাকর্ণ্য ভৃশাতুরং স্বরং ঘ্নন্ত্যাঃ করাভ্যামুর উচ্চকৈরপি।
প্রবিশ্য রাজ্ঞী ত্বরয়াত্মজান্তিকং দদর্শ বালং সহসা মৃতং সুতম্ ॥৪৭॥
পপাত ভূমৌ পরিবৃদ্ধয়া শুচা মুমোহ বিভ্রষ্টশিরোরুহাম্বরা ॥৪৮॥

হে রাজন্! প্রতিদিন পুত্রকে লালন করায় রাজা চিত্রকেতুর পুত্রবতী ভার্য্যার প্রতি যাদৃশী প্রীতি হইয়াছিল, অন্য পত্নীগণের প্রতি তাদৃশী ছিল না। ৩৮

ইহাতে অন্যান্য স্ত্রীগণ অসূয়াপরবশ হইয়া আপনারাই আপনাদিগের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইল, এবং অনপত্যতা ও রাজার নিকট অনাদর নিবন্ধন মনোদুঃখে যার-পর-নাই পরিতপ্তা হইল। ৩৯

(তাহারা এইরূপ বলিত) অনপত্যা স্ত্রী অতিশয় পাপীয়সী, তাহাকে ধিক্, সে স্বামীর নিকটেও ভার্য্যা বলিয়া গণ্য হয় না, তাহার যে সকল সপত্নী পুত্রবতী, তাহারা দাসীর ন্যায় তাহাকে অবজ্ঞা করে। ৪০

দাসীগণের সন্তাপ কি, স্বামীর পরিচর্য্যা দ্বারাই তাহাদের মান লাভ হয় ইহা সত্য, কিন্তু আমরা দাসীর দাসীর ন্যায় দুর্ভগা। হে রাজন্! সপত্নী কৃতদ্যুতির পুত্রসম্পদে এই প্রকার দহ্যমান এবং রাজার নিকটেও হতাদরা সেই নারীগণের ঐ কুমারের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। ৪১-৪২

হে রাজন্! ঐ রমণীগণ বিদ্বেষবশে নষ্টবুদ্ধি ও নির্দ্দয়চিত্তা হইয়াছিল, এমন কি রাজার সৌভাগ্যেও অসহিষ্ণু হইয়া একদিন (প্রাণ-সংহার করিবার বাসনায়) ঐ কুমারকে বিষ প্রদান করিয়াছিল। ৪৩

হে রাজন্! কৃতদ্যুতি সপত্নীগণের নৃশংসতার বিষয় কিছুই জানিতেন না, বিষভক্ষণে পুত্র যে গতাসু হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারেন নাই; তিনি গৃহাভ্যন্তরে শয়ান পুত্রকে দেখিয়া সে নিদ্রিত আছে মনে করিয়া গৃহমধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন। ৪৪

অন্য গৃহে গিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মনে হইল—কুমার অনেকক্ষণ নিদ্রিত আছে, অতএব ধাত্রীকে বলিলেন, ভদ্রে! পুত্রকে এখানে লইয়া আইস। (মহিষীর আদেশে) সেই ধাত্রী গৃহমধ্যে যে স্থানে বালক শয়ান ছিল, তথায় গমন করিয়া এবং উত্তার নয়ন, প্রাণ ইন্দ্রিয় ও আত্মাশূন্য অর্থাৎ মৃত বালকটিকে দেখিয়া 'হা হত হইলাম' বলিয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। ৪৫-৪৬

করদ্বয় দ্বারা বক্ষঃস্থলতাড়নাকারিণী সেই স্তন্যদাত্রী ধাত্রীর ঐ আর্ত্তধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী অতিদ্রুত নিজ পুত্রের নিকটে প্রবেশ করিয়া সহসা পুত্রকে মৃত সন্দর্শন করিলেন, রাজ্ঞী কৃতদ্যুতি অতিশয় শোকে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং মোহ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার কেশ ও বসন স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ৪৭-৪৮

তেতো নৃপান্তঃপুরবর্ত্তিনো জনা নরাশ্চ নার্য্যশ্চ নিশম্য রোদনম্।
আগত্য তুল্যব্যসনাঃ সুদুঃখিতাস্তাশ্চ ব্যলীকং রুরুদুঃ কৃতাগসঃ ॥৪৯॥
শ্রুত্বা মৃতং পুত্রমলক্ষিতান্তকং বিনষ্টদৃষ্টিঃ প্রপতন্ স্খলন্ পথি।
স্নেহানুবন্ধৈধিতয়া শুচা ভৃশং বিমূর্চ্ছিতোঽনুপ্রকৃতির্দ্বিজৈর্বৃতঃ ॥৫০॥
পপাত বালস্য স পাদমূলে মৃতস্য বিস্রস্তশিরোরুহাম্বরঃ।
দীর্ঘং শ্বসন্ বাষ্পকলোপরোধতো নিরুদ্ধকণ্ঠো ন শশাক ভাষিতুম্ ॥৫১॥
পতিং নিরীক্ষ্যোরুশুচার্পিতং তদা মৃতঞ্চ বালং সুতমেকসন্ততিম্।
জনস্য রাজ্ঞী প্রকৃতেশ্চ হৃদ্রুজং সতী দধানা বিললাপ চিত্রধা ॥৫২॥
স্তনদ্বয়ং কুঙ্কুমপঙ্কমণ্ডিতং নিষিঞ্চতী সাঞ্জনবাষ্পবিন্দুভিঃ।
বিকীর্য্য কেশান্ বিগলৎস্রজঃ সুতং শুশোচ চিত্রং কুররীব সুস্বরম্ ॥৫৩॥
অহো বিধাতস্ত্বমতীব বালিশো যস্ত্বাত্মসৃষ্ট্যপ্রতিরূপমীহসে।
পরে নু জীবত্যপরস্য যা মৃতির্বিপর্য্যয়শ্চেৎ ত্বমসি ধ্রুবঃ পরঃ ॥৫৪॥

তাহার পর রাজার অন্তঃপুরবাসী নর ও নারীগণ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে সেই স্থানে আসিল এবং তুল্য দুঃখানুভব করিয়া রোদন করিয়াছিল, এবং যাহারা বালককে বিষদানে হত্যা করিয়াছিল, তাহারাও তথায় আসিয়া মিথ্যা রোদন করিয়াছিল। ৪৯

অনন্তর রাজা পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর কারণ জানা যায় নাই, ইহা শুনিয়া তাঁহার দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হইল, তিনি স্নেহানুবন্ধবশতঃ অতিশয় বর্দ্ধিত শোকে বিমূর্চ্ছিত হইলেন, তথাপি পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত পতিত ও স্খলিত হইতে হইতে অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন। ৫০

রাজা তথায় আসিয়া মৃত বালকের পাদমূলে পতিত হইলেন, তাঁহার কেশ ও বসন বিস্রস্ত হইয়া গেল, বাষ্পকলা দ্বারা কণ্ঠ অবরুদ্ধ হওয়ায় তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে ছিলেন, কিছুই বলিতে সমর্থ ছিলেন না। একমাত্র-পুত্রা রাজ্ঞী কৃতদ্যুতি পতিকে অতিশয় শোকার্ত্ত ও পুত্রকে মৃত অবলোকন করিয়া, জন সকলের ও অমাত্যবর্গের মনস্তাপ বৃদ্ধি করিয়া বিচিত্র বাক্যে বিলাপ করিয়াছিলেন। ৫১-৫২

কৃতদ্যুতি বাষ্পবিন্দু সকল দ্বারা সিক্ত করিতে করিতে কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনদ্বয়কে অঞ্জনযুক্ত, এবং যাহা হইতে পুষ্পমাল্য বিগলিত হইয়াছে, সেই কেশসমূহকে বিকীর্ণ করিয়া কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে আশ্চর্য্যরূপ শোক করিয়াছিলেন। ৫৩

অহে বিধাতঃ! তুমি অত্যন্ত মূর্খ, যেহেতুক তুমি সৃষ্টির অননুরূপ অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যের বিরোধের চেষ্টা করিতেছ, বৃদ্ধ জীবিত থাকিতে বালকের মৃত্যু, ইহা বিপরীত ঘটনা, যদি এই বিপর্য্যয়ই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তুমি লোকের নিত্য শত্রু। ৫৪

বিবৃতি—বৃদ্ধের সৃষ্টিকার্য্যে সামর্থ্য থাকে না, সে বাঁচিয়া থাকায় সৃষ্টির কোন সহায়তা হয় না, পরন্তু বালক হইতেই সৃষ্টি হয়; সে যদি মরে, তবে তোমার সৃষ্টিকার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে সুতরাং তুমি মূর্খ; আর এইরূপ করিলে তুমি কৃপালু এ কথা কেহ বলিবে না, পরন্তু তুমি সকলের চিরশত্রু হইবে। ৭৩

নহি ক্রমশ্চেদিহ মৃত্যুজন্মনোঃ শরীরিণামস্তু তদাত্মকর্ম্মভিঃ।
যঃ স্নেহপাশো নিজসর্গবৃদ্ধয়ে স্বয়ং কৃতস্তে তমিমং বিবৃশ্চসি ॥৫৫॥
ত্বং তাত নার্হসি চ মাং কৃপণামনাথাং ত্যক্তুং বিচক্ষ্ব পিতরং তব শোকতপ্তম্।
অঞ্জস্তরেম ভবতাপ্রজদুস্তরং যদ্ধ্বান্তং ন যাহ্যকরুণেন যমেন দূরম্ ॥৫৬॥
উত্তিষ্ঠ তাত ত ইমে শিশবো বয়স্যাস্ত্বামাহ্বয়ন্তি নৃপনন্দন সংবিহর্ত্তুম্।
সুপ্তশ্চিরং হ্যশনয়া চ ভবান্ পরীতো ভুঙ্ক্ষ্ব স্তনং পিব শুচো হর নঃ স্বকানাম্ ॥৫৭॥
নাহং তনূজ দদৃশে হতমঙ্গলা তে মুগ্ধস্মিতং মুদিতবীক্ষণমাননাব্জম্।
কিং বা গতোঽস্য পুনরন্বয়মন্যলোকং নীতোঽঘৃণেন ন শৃণোমি কলা গিরস্তে ॥৫৮॥

শ্রীশুক উবাচ।
বিলপন্ত্যা মৃতং পুত্রমিতি চিত্রবিলাপনৈঃ। চিত্রকেতুর্ভৃশং তপ্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ॥৫৯॥

যদি ইহলোকে শরীরীদিগের জন্ম-মৃত্যুর কোন ক্রম না থাকে অর্থাৎ পিতার জীবদ্দশাতেই পুত্র জন্মিবে এবং পুত্রের জীবদ্দশাতেই পিতার মৃত্যু হইবে, এইরূপ নিয়ম না থাকে, তবে লোকে আত্ম-কর্ম্ম দ্বারাই জন্মাদি হউক, (তোমার প্রয়োজন কি? যদি বল কর্ম্ম জড়, ঈশ্বর ব্যতিরেকে কেবল কর্ম্ম দ্বারা জন্ম-মৃত্যু হইতে পারে না, তাহার উত্তর এই যে, না পারুক) তথাপি এই সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য যে স্নেহপাশ করিয়া রাখিয়াছ, তাহা আপনি ছেদন করিতেছ। (এইরূপ দুঃখ দর্শন করিয়া আর কেহই পুত্রাদির প্রতি স্নেহ করিবে না)। ৫৫

(পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতেছেন) হে তাত! অতি দীনা, অনাথা আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, বৎস! তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, হে পুত্র! আমরা নিরন্তর এই আশা করি যে, অপুত্রক ব্যক্তিদিগের যে দুস্তর নরক হয়, তাহা তোমার দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব। আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া অকরুণ যমের সহিত দূরে যাইও না। ৫৬

হে তাত! গাত্রোত্থান কর, এই তোমার বয়স্য-গণ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিতেছে, হে নৃপনন্দন! তুমি অনেক সময় ঘুমাইয়াছ, অতএব তোমার ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু খাও, স্তন্য পান কর এবং আত্মীয়গণের শোক দূর কর। ৫৭

হে পুত্র! মন্দভাগ্যা আমি সুন্দর হাস্যযুক্ত ও আনন্দোৎফুল্ল নয়নযুক্ত তোমার বদনপদ্ম দেখিতেছি না, এবং অব্যক্ত মধুর বাক্যও শুনিতেছি না। তবে কি যে স্থানে গেলে আর পুনরাগমন হয় না, সেই পরলোকে কৃতান্ত তোমাকে লইয়া গিয়াছে? ৫৮

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! রাজ্ঞী কৃতদ্যুতি এইরূপ বিচিত্র বিলাপবাক্যে পুত্রের শোকে বিলাপ করিতে থাকিলে চিত্রকেতু অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া-ছিলেন। ৫৯

তয়োর্বিলপতোঃ সর্ব্বে দম্পত্যোস্তদনুব্রতাঃ। রুরুদুঃ স্ম নরা নার্য্যঃ সর্ব্বমাসীদচেতনম্ ॥৬০॥
এবং কশ্মলমাপন্নং নষ্টসংজ্ঞমনায়কম্। জ্ঞাত্বাঙ্গিরা নাম ঋষিরাজগাম সনারদঃ ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
চিত্রকেতূপাখ্যানে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হে মহারাজ! ঐ দুই স্ত্রী-পুরুষে বিলাপ করিতে থাকিলে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী নর ও নারীগণ সকলেই দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল; পরে অতিশয় শোক জন্য সকলেই অচেতন হইয়াছিল। ৬০

হে ভারত! এই প্রকার মোহগ্রস্ত সংজ্ঞাহীন অনায়ক চিত্রকেতু ও তাঁহার রাজ্যবাসীকে জানিতে পারিয়া ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি নারদের সহিত তথায় আসিয়াছিলেন। ৬১

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ঊচতুর্মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্। শোকাভিভূতং রাজানং বোধয়ন্তৌ সদুক্তিভিঃ ॥১॥
কোঽয়ং স্যাৎ তব রাজেন্দ্র ভবান্ যমনুশোচতি। ত্বঞ্চাস্য কতমঃ সৃষ্টৌ পুরেদানীমতঃ পরম্ ॥২॥
যথা প্রয়ান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ। সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥৩॥
যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ। এবং ভূতানি ভূতেষু চোদিতানীশমায়য়া ॥৪॥
বয়ঞ্চ ত্বঞ্চ যে চেমে তুল্যকালাশ্চরাচরাঃ। জন্মমৃত্যোর্যথা পশ্চাৎ প্রাঙ্নৈবমধুনাপি ভোঃ ॥৫॥
ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ। আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! রাজা চিত্রকেতু মৃত শিশুর শবসমীপে শবতুল্য পতিত এবং শোকাভিভূত, ইহা দেখিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা ও নারদ বিবিধ সদুক্তি দ্বারা প্রবোধ দান করিতে করিতে বলিলেন। ১

হে রাজেন্দ্র! তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ, এ তোমার কে? ইহার সৃষ্টি ব্যাপারে তুমিই বা ইহার কে? (যদি বল এ আমার পুত্র আমি ইহার পিতা, তাহাতে বক্তব্য এই যে) পূর্ব্বে তোমাদের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ছিল? এখন কি আছে? অতঃপর কি হইবে? ২

হে রাজন্! যেমন স্রোতের বেগে বালুকা সকল এক স্থান হইতে অন্যত্র যায় এবং অপর বালুকার সহিত সংযুক্ত হয়, সেইরূপ এই জীব সকলও কালবেগে কখন পরস্পর সংযুক্ত হয় ও কখন বিযুক্ত হয়। ৩

(যদি বল এতকাল আমার পুত্র হয় নাই, বার্দ্ধক্যে পুত্র হইয়া পুনরায় মৃত হইল ইহাই আমার মহদ্দুঃখ, ইহার উত্তর এই যে) হে মহারাজ! যেমন বীজ-মধ্যে বীজান্তর হয় ইহা সত্য, কিন্তু কোন কোন বীজে হয়ও না, অথবা জন্মিয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ পরমেশ্বরের মায়াবশে পুত্রাদিরূপ ভূত সকল পিত্রাদিরূপ ভূত সকলে কদাচিৎ নিয়োজিত হয় ও কদাচিৎ হয় না, (অতএব জনকত্ব সত্ত্বেও যেমন পিতৃ-পুত্রভাব বলা যায় না, এস্থলেও সেইরূপ পিতৃ-পুত্রভাব, ইহাতে শোকের বিষয় নাই)। ৪

(কেবলমাত্র পুত্রই শোচনীয় নহে, সকলেই ইহা বলিতেছেন) হে রাজন্! আমরা, তুমি এবং যে সকল চরাচর আমাদের তুল্য কালে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান, সকলেই আমরা যেমন জন্মের পূর্ব্বে ছিলাম না, এবং মৃত্যুর পরও থাকিব না, এক্ষণেও সেইরূপ নাই, ফলতঃ ইহারা যদি প্রথমে ও শেষে না থাকিল, তবে অসৎ (মিথ্যা), সুতরাং স্বপ্নতুল্য। ৫

(সকল মিথ্যা হইলে ইহার কিরূপে প্রতীতি হয়? এবং আমি ইহার পালক, এইরূপ অভিমান কিরূপে হয়? ইহার উত্তর বলিতেছেন) ভূতেশ্বর ভগবান্ মায়াবশে ভূত দ্বারা ভূত সকলকে সৃজন, পালন ও সংহার করেন; তিনি এ সকল বিষয়ে অনপেক্ষ অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও বালকের ন্যায় লীলাবশে ঐ অস্বাধীন আত্মসৃষ্ট ভূত সকল দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ৬

বিবৃতি—যাহারা পূর্ব্বজন্মে পিত্রাদি থাকেন, তাঁহারাই মরণের পর তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান জন্মে কদাচিৎ তাঁহার, কদাচিৎ অন্যের পুত্রাদি হইতে পারেন এবং এক্ষণেও যে সকল পুত্র-কলত্রাদি আছে, তাহারাও জন্মান্তরে তাঁহার কিম্বা অন্যের পুত্রকলত্রাদি অথবা শত্রুমিত্রাদি হইতে পারে। অতএব তুমি ইহার পিতা, ইনি তোমার পুত্র, এরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং তুমি কিসে জানিলে ইনি তোমার পুত্র? ২

দেহেন দেহিনো রাজন্ দেহাদ্দেহোঽভিজায়তে। বীজাদেব যথা বীজং দেহ্যর্থ ইব শাশ্বতঃ ॥৭॥
দেহদেহিবিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা। জাতিব্যক্তিবিভাগোঽয়ং যথা বস্তুনি কল্পিতঃ ॥৮॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবমাশ্বাসিতো রাজা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ। বিমৃজ্য পাণিনা বক্ত্রমাধিম্লানমভাষত ॥৯॥
শ্রীরাজোবাচ।
কৌ যুবাং জ্ঞানসম্পন্নৌ মহিষ্ঠৌ চ মহীয়সাম্। অবধূতেন বেশেন গূঢ়াবিহ সমাগতৌ ॥১০॥
চরন্তি হ্যবনৌ কামং ব্রাহ্মণা ভগবৎপ্রিয়াঃ। মাদৃশাং গ্রাম্যবুদ্ধীনাং বোধায়োন্মত্তলিঙ্গিনঃ ॥১১॥
কুমারো নারদ ঋভুরঙ্গিরা দেবলোঽসিতঃ। অপান্তরতমা ব্যাসো মার্কণ্ডেয়োঽথ গৌতমঃ ॥১২॥
বসিষ্ঠো ভগবান্ রামঃ কপিলো বাদরায়ণিঃ। দুর্ব্বাসা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ জাতুকর্ণস্তথারুণিঃ ॥১৩॥
রোমশশ্চ্যবনো দত্ত আসুরিঃ সপতঞ্জলিঃ। ঋষির্ব্বেদশিরা ধৌম্যো মুনিঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥১৪॥
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ শ্রুতদেব ঋতধ্বজঃ। এতে পরে চ সিদ্ধেশাশ্চরন্তি জ্ঞানহেতবঃ ॥১৫॥
তস্মাদ্‌যুবাং গ্রাম্যপশোর্মম মূঢ়ধিয়ঃ প্রভূ। অন্ধে তমসি মগ্নস্য জ্ঞানদীপ উদীর্য্যতাম্ ॥১৬॥

হে রাজন্! জন্মাদি ব্যবহার দেহের, আত্মার নয়, যেমন বীজ হইতে বীজ জন্মে, তাহার ন্যায় দেহী পিত্রাদির দেহ দ্বারা দেহীর অর্থাৎ পুত্রাদির দেহ মাত্রাদির দেহ হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভূম্যাদি পদার্থের ন্যায় দেহী (জীব) শাশ্বতই আছেন। ৭

(নশ্বর দেহের ন্যায় দেহী কেন নশ্বর নহে? ইহার উত্তর বলিতেছেন) যেমন সামান্য ও বিশেষ এই দুইয়ের বিভাগ সন্মাত্র বস্তুতে অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত হয়, সেইরূপ দেহ দেহীর পরস্পর প্রতিযোগিবিভাগ অনাদি কালাবধি অবিবেককৃত হইয়াছে। ৮

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অঙ্গিরা ও নারদের বাক্য দ্বারা এই প্রকার প্রবোধপ্রাপ্ত রাজা চিত্রকেতু হস্ত দ্বারা মনঃপীড়া নিবন্ধন ম্লান স্বীয় বদনমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া বলিয়াছিলেন। ৯

রাজা চিত্রকেতু বলিলেন, মহীয়ান্ ব্যক্তিগণ হইতে মহত্তর জ্ঞানসম্পন্ন আপনারা দুই জন কে? আপনারা অবধূত বেশে আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া এখানে আসিয়াছেন (বলিয়া মনে হয়), ভগবৎপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ উন্মত্তের ন্যায় চিহ্ন ধারণ করিয়া আমার ন্যায় গ্রাম্যবুদ্ধি লোকদিগের বোধের নিমিত্ত অবনী-তলে বিচরণ করিয়া থাকেন। ১০-১১

সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, অপান্তরতমা, বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বশিষ্ঠ, পরশুরাম, কপিল, শুক, দুর্ব্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুকর্ণ, আরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা ঋষি, ধৌম্য, পঞ্চশিখ মুনি, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব, এবং ঋতধ্বজ ইঁহারা এবং এতৎ সদৃশ অন্যান্য সিদ্ধেশ্বরগণ জ্ঞানদানের নিমিত্ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। ১২-১৫

অতএব আমার রক্ষক অর্থাৎ বোধপ্রদানে সমর্থ আপনারা দুই জনে ঘোর অন্ধকারে অর্থাৎ (অজ্ঞানান্ধকারে) মগ্ন গ্রাম্যপশুর তুল্য মূঢ়বুদ্ধি আমার নিকট জ্ঞানদীপ প্রকাশ করুন। ১৬

বিবৃতি—অন্ধকারে পথভ্রষ্টের যেমন প্রতি পদে কূপাদিতে পতনের সম্ভাবনা থাকে, তাহাকে কারুণিক ব্যক্তিরা দীপালোক দানে যেমন উদ্ধার করেন, সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারে আমি মগ্ন, আমাকেও জ্ঞানদীপ দেখাইয়া রক্ষা করুন। ১৬

শ্রীঅঙ্গিরা উবাচ।

অহং তে পুত্রকামস্য পুত্রদোঽস্ম্যঙ্গিরা নৃপ। এষ ব্রহ্মসুতঃ সাক্ষান্নারদো ভগবানৃষিঃ ॥১৭॥
ইত্থং ত্বাং পুত্রশোকেন মগ্নং তমসি দুস্তরে। অতদর্হমনুস্মৃত্য মহাপুরুষগোচরম্ ॥ ১৮ ॥
অনুগ্রহায় ভবতঃ প্রাপ্তাবাবামিহ প্রভো। ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসাদিতুমর্হসি ॥১৯॥
তদৈব তে পরং জ্ঞানং দদামি গৃহমাগতঃ। জ্ঞাত্বান্যাভিনিবেশং তে পুত্রমেব দদাম্যহম্॥২০॥
অধুনা পুত্রিণাং তাপো ভবতৈবানুভূয়তে। এবং দারা গৃহা রায়ো বিবিধৈশ্বর্য্যসম্পদঃ ॥২১॥
শব্দাদয়শ্চ বিষয়াশ্চলা রাজ্যবিভূতয়ঃ। মহীরাজ্যং বলং কোষোভৃত্যামাত্যসুহৃজ্জনাঃ ॥২২॥
সর্ব্বেঽপি শূরসেনেমে শোকমোহভয়ার্ত্তিদাঃ। গন্ধর্ব্বনগরপ্রখ্যাঃ স্বপ্নমায়ামনোরথাঃ ॥ ২৩ ॥
দৃশ্যমানা বিনার্থেন ন দৃশ্যন্তে মনোভবাঃ। কর্ম্মভির্ধ্যায়তো নানা কর্ম্মাণি মনসোঽভবন্ ॥২৪॥
অয়ং হি দেহিনো দেহো দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ। দেহিনো বিবিধক্লেশসন্তাপকৃদুদাহৃতঃ ॥ ২৫ ॥

হে নৃপ! আমি পুত্রকামী তোমার পুত্রদাতা অঙ্গিরা, আর ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ নারদ ঋষি। ১৭

হে রাজন্! এই প্রকার পুত্রশোকে দুস্তর তমঃ-স্বরূপ শোকে নিমগ্ন (তোমাকে জানিতে পারিয়া এবং) তুমি হরিভক্ত অতএব এইরূপ শোকে মগ্ন হওয়ার অযোগ্য মনে করিয়া তোমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা দুইজনে এখানে আসিয়াছি। হে রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণভক্ত ও ভগবদ্‌ভক্ত, অতএব অবসন্ন হওয়া তোমার উচিত হয় না। ১৮-১৯

হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে যখন তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম, তখনই তোমাকে পরমজ্ঞান প্রদান করিতাম, কিন্তু তৎকালে তোমার মন অন্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট ছিল ইহা জানিয়া তোমাকে পুত্রই দিয়াছিলাম। ২০

পরন্তু পুত্রবান্ গৃহীদিগের কিরূপ সন্তাপ, তাহা তুমি নিজেই অনুভব করিতেছ, এই প্রকার স্ত্রী, গৃহ, ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্ সকলই সন্তাপদায়ক। ২১

এবং শব্দাদি বিষয় সকল ও রাজৈশ্বর্য্য অনিত্য, হে শূরসেনরাজ! পৃথিবী, রাজ্য, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য, সুহৃদ্বর্গ, ইহারা সকলেই শোক-মোহ-ভয় ও আর্ত্তিপ্রদ, এবং সকলই গন্ধর্ব্ব নগরের তুল্য অর্থাৎ অতি অল্পক্ষণস্থায়ী, আর ঐ সকল স্বপ্ন মায়া (ইন্দ্রজাল) ও মনোরথ (কল্পনা) তুল্য অর্থাৎ অসত্য, ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। ২২-২৩

হে রাজন্! ঐ সকল পদার্থ মনোমাত্র দ্বারা কল্পিত, কারণ, উহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই বলিয়া উহারা কখন দৃশ্য কখনও বা অদৃশ্য হইয়া থাকে; যাহা পারমার্থিক সত্য, উহা সর্ব্বদাই থাকে, তাহার অজ্ঞান পরিলক্ষিত হয় না। ঐ বিষয় সকল যদিও পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ফল, তথাপি ঐ কর্ম্মফল নিরন্তর অনুধ্যানপরায়ণ জীবের মন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কর্ম্ম সকল মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া কর্ম্মসাধ্য বিষয় সকল মন হইতে উৎপন্ন বলা যায়। ২৪

(দেহ মমতাস্পদ বলিয়া দুঃখের কারণ বলা হইয়াছে, এক্ষণে দেহসম্বন্ধই দুঃখের মূল এই কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! জীবমাত্রের দ্রব্য জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক অর্থাৎ অধিভূত অধিদেব ও অধ্যাত্ম-স্বরূপ দেহ, দেহধারী জীবে বিবিধ ক্লেশ ও সন্তাপ-দায়ক বলিয়া কথিত হয়। ২৫

তস্মাৎ স্বস্থেন মনসা বিমৃশ্য গতিমাত্মনঃ। দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিস্রম্ভং ত্যজোপশমমাবিশ ॥২৬॥

শ্রীনারদ উবাচ।

এতাং মন্ত্রোপনিষদং প্রতীচ্ছ প্রয়তো মম। যাং ধারয়ন্ সপ্তরাত্রাদ্দ্রষ্টা সঙ্কর্ষণং বিভুম্ ॥২৭॥

যৎপাদমূলমুপসৃত্য নরেন্দ্র পূর্ব্বে শর্ব্বাদয়ো ভ্রমমিমং দ্বিতয়ং বিসৃজ্য।
সদ্যস্তদীয়মতুলানধিকং মহিত্বং প্রাপুর্ভবানপি পরং ন চিরাদুপৈতি ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
চিত্রকেতূপাখ্যানে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অতএব সুস্থ চিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া পরিদৃশ্যমান এই দ্বৈত বস্তু সকলে 'ইহা সত্য' এই রূপ বিশ্বাস পরিত্যাগ কর, এবং তদনন্তর শান্তিলাভ কর, দ্বৈত বস্তু নশ্বর ও মিথ্যা, এই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইলে মানুষ অনায়াসে শান্তিলাভ করিতে পারে। ২৬

(অঙ্গিরা ঋষির উপদেশ ধারণা করা পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত সম্ভবপর নহে, সুতরাং পরমেশ্বরের কৃপালাভের জন্য নারদ উপদেশ করিতেছেন) নারদ বলিলেন, হে রাজন্! এই মন্ত্রোপনিষৎ অর্থাৎ যাহাতে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গ্রহণ কর। উহা ধারণ করিলে নিশ্চয় সপ্তরাত্রমধ্যে সঙ্কর্ষণ বিভুকে দেখিতে পাইবে। ২৭

হে নরেন্দ্র! শিব প্রভৃতি পূর্ব্বতন দেবগণ যাঁহার পাদপদ্মমূলে শরণাগত হইয়াও দ্বৈতভ্রম বিসর্জ্জন করিয়া যাঁহার সমান বা অধিক নাই, তাদৃশ মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও অচিরকাল মধ্যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। ২৮

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

অথ দেবঋষী রাজন্ সম্পরেতং নৃপাত্মজম্। দর্শয়িত্বেতি হোবাচ জ্ঞাতীনামনুশোচতাম্ ॥১॥

শ্রীনারদ উবাচ।

জীবাত্মন্ পশ্য ভদ্রং তে মাতরং পিতরঞ্চ তে। সুহৃদো বান্ধবাস্তপ্তাঃ শুচা তৎকৃতয়া ভৃশম্ ॥২॥

কলেবরং স্বমাবিশ্য শেষমায়ুঃ সুহৃদ্বৃতঃ। ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ পিতৃপ্রত্তানধিতিষ্ঠ নৃপাসনম্ ॥৩॥

জীব উবাচ।

কস্মিন্ জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্। কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণস্য দেবতির্য্যঙ্‌নৃযোনিষু ॥৪॥

বন্ধুজ্ঞাত্যরিমধ্যস্থমিত্রোদাসীনবিদ্বিষঃ। সর্ব্ব এব হি সর্ব্বেষাং ভবন্তি ক্রমশো মিথঃ ॥৫॥

যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ। পর্য্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবো যোনিষু কর্ত্তৃষু ॥৬॥

নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু। যাবদ্‌যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দেবর্ষি নারদ, মৃত রাজপুত্রের জন্য অনুশোচনাপরায়ণ জ্ঞাতি-বর্গের সমক্ষে মৃত রাজপুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন। ১

নারদ বলিলেন, হে জীবাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার পিতামাতাকে অবলোকন কর, তোমার সুহৃদ্ ও বান্ধবগণ তোমার শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছেন। ২

হে নৃপনন্দন! তুমি এই দেহে প্রবেশ করিয়া ও অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত থাকিয়া পিতৃপ্রদত্ত ভোগ সকল উপভোগ কর ও রাজাসনে উপবেশন কর। ৩

(দেবর্ষি নারদের প্রশ্নানুসারে জীব প্রেতশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক উত্তর দিয়াছিল) জীব বলিল, কর্ম্ম-বশে আমি দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্য-যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি, সুতরাং ইঁহারা কোন্ জন্মে আমার পিতা-মাতা ছিলেন? (পুত্রত্বনিবন্ধন শোকের ন্যায় শত্রুত্ব নিবন্ধন হর্ষ কেন হয় না, কারণ, সম্বন্ধ অনিয়ত এই কথা বলিতেছেন) কারণ, সকল ব্যক্তিই সকলের বন্ধু জ্ঞাতি (সপিণ্ড) শত্রু (ঘাতক) মধ্যস্থ (শত্রু মিত্র ভিন্ন) মিত্র (রক্ষক) বিদ্বেষ্টা (দ্রব্যাদি নিমিত্ত বিদ্বেষকারী) ও উদাসীন ক্রমানু-সারে হইতে পারে। ৪-৫

যেমন স্বর্ণ প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য ইতস্ততঃ ব্যবহার-কর্ত্তাদিগের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ জীবও নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে। ৬

(এক জন্মেতেই সম্বন্ধের অনিত্যতা প্রদর্শন করিতেছেন) জীবিত পশু প্রভৃতির সহিত তৎপ্রভুর সম্বন্ধ ও অনিয়ত, কারণ, ঐ সম্বন্ধ বিক্রয়াদি দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত যাহার সম্বন্ধ থাকে, তাবৎ পর্য্যন্তই তাহার মমতা হইয়া থাকে। ৭

বিবৃতি—নারদ চিত্রকেতু রাজার পুত্রের মুখ দিয়াই পিতা-পুত্রাদি সম্বন্ধ যে মিথ্যা, তাহা বলাইবার জন্য যোগবলে সেই মৃত তনয়ের যে আতিবাহিক দেহ লাভ হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছিলেন এবং সেই জীবাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। অপমৃত্যু নিবন্ধন রাজপুত্রের আয়ুঃ অবশিষ্ট ছিল, ইহা বুঝিতে হইবে; পাপবিশেষেই অপমৃত্যু হয় এবং সে আয়ুষ্কালকে হ্রাস করে। এই ব্যাখ্যা জীব গোস্বামী করিয়াছেন। ১-৩

এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ। যাবদ্‌যত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ ॥৮॥
এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্ব্বাশ্রয়ঃ স্বদৃক্। আত্মমায়াগুণৈর্ব্বিশ্বমাত্মানং সৃজতে প্রভুঃ ॥৯॥
নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
একঃ সর্ব্বধিয়াং দ্রষ্টা কর্ত্তৄণাং গুণদোষয়োঃ ॥১০॥
নাদত্ত আত্মা হি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফলম্। উদাসীনবদাসীনঃ পরাবরদৃগীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ইত্যুদীর্য্য গতো জীবো জ্ঞাতয়স্তস্য তে তদা। বিস্মিতা মুমুচুঃ শোকং ছিত্ত্বাত্মস্নেহশৃঙ্খলাম্ ॥১২॥
নির্হৃত্য জ্ঞাতয়ো জ্ঞাতের্দেহং কৃত্বোচিতাঃ ক্রিয়াঃ।
তত্যজুর্দুস্ত্যজং স্নেহং শোকমোহভয়ার্ত্তিদম্ ॥১৩॥

এইরূপ পিত্রাদি সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলেও সেই জীব নিত্য এবং আমি ইহার পুত্র ইত্যাদি অভিমানশূন্য, যতকাল পর্য্যন্ত যে দেহে থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত সেই দেহোৎপাদকের স্বত্ব তাহাতে বিদ্যমান থাকে। ৮

(জীবের নিত্যত্ব সাধন করিতেছেন) এই জীব নিত্য, (কারণ) ইনি অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়রহিত, ইনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ দেহাদিশূন্য, ইনি দেহাদি সকলের আশ্রয় ও স্বপ্রকাশ, ইনি নিজ মায়াগুণ দ্বারা বিশ্বস্বরূপ আত্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৯

(সুহৃদ্‌গণ ও বান্ধবেরা পরিতপ্ত হইতেছে, ইত্যাদি বাক্যের উত্তর বলিতেছেন) জীবের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই, জীব এক অর্থাৎ সুহৃদাদি সঙ্গরহিত, এবং গুণদোষকারী অর্থাৎ হিতাহিতকারী মিত্রাদির বিচিত্ররূপ বুদ্ধির সাক্ষিমাত্র, সুতরাং পিতা বা বান্ধবগণ সন্তপ্ত এ কথা সম্ভবপর নহে। ১০

('ভোগ সকল উপভোগ কর', এই কথার উত্তর বলিতেছেন) আত্মা—গুণ সুখ, দোষ—দুঃখ অথবা ক্রিয়াফল রাজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করেন না, তিনি সর্ব্বদা উদাসীনের ন্যায় আছেন, জীব কারণ ও কার্য্যের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিমাত্র, ভোক্তা নহেন; যেহেতুক ইনিই ঈশ্বর অর্থাৎ দেহাদিপরতন্ত্র নহেন, সুতরাং আমি বা তোমরা সকলেই ঐরূপ বলিয়া কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই, তবে শোক বা মোহ কেন? ১১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! জীব এই সকল কথা বলিয়া প্রস্থান করিল, তখন জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ বিস্মিত হইয়াছিল এবং তাহারা সকলে স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। ১২

অনন্তর জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতির (রাজপুত্রের) দেহ যথাবিধি সৎকার ও তৎপরবর্ত্তী ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া তাহারা দুস্ত্যজ স্নেহ, যাহা শোক, মোহ, ভয় ও আর্ত্তি প্রদান করে, তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল। ১৩

বিবৃতি—অথবা সেই দেহে আমার বর্ত্তমানে কোন স্বত্ব নাই। কারণ, উহা মরণের পরই নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, এই কথাই সুবর্ণাদি দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে। ৮

ব্রহ্ম, সুতরাং সকলের আশ্রয় ও সকলের উপাদান কারণ, ইনি নিজ কর্ম্ম দ্বারা সৃষ্টির নিমিত্ত বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা, আর ভোগ সকলও ভোগাশ্রয় বলিয়া সর্ব্বাশ্রয় বলা হইয়াছে। ৯

বালঘ্ন্যো ব্রীড়িতাস্তত্র বালহত্যাহতপ্রভাঃ। বালহত্যাব্রতং চেরুর্ব্রাহ্মণৈর্যন্নিরূপিতম্।
যমুনায়াং মহারাজ স্মরন্ত্যো দ্বিজভাষিতম্ ॥১৪॥

স ইত্থং প্রতিবুদ্ধাত্মা চিত্রকেতুর্দ্বিজোক্তিভিঃ। গৃহান্ধকূপান্নিষ্ক্রান্তঃ সরঃপঙ্কাদিব দ্বিপঃ ॥১৫॥
কালিন্দ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা কৃতপুণ্যজলক্রিয়ঃ। মৌনেন সংযতপ্রাণো ব্রহ্মপুত্রাববন্দত ॥১৬॥
অথ তস্মৈ প্রপন্নায় ভক্তায় প্রযতাত্মনে। ভগবান্ নারদঃ প্রীতো বিদ্যামেতামুবাচ হ ॥১৭॥
ওঁ নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥১৮॥
নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দমূর্ত্তয়ে। আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে ॥১৯॥
আত্মানন্দানুভূত্যৈব ন্যস্তশক্ত্যূর্ম্ময়ে নমঃ। হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তমূর্ত্তয়ে ॥২০॥
বচস্যুপরতেঽপ্রাপ্য য একো মনসা সহ। অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ ॥২১॥
যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে। মৃন্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥২২॥
যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ। অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥২৩॥

হে মহারাজ! বালহত্যাকারিণীগণ লজ্জিতা ও বালহত্যা পাপে হতপ্রভা হইয়াছিল এবং "পুত্রাদি কেবল দুঃখের কারণ" দেবর্ষির এই কথা স্মরণ করিয়া পুত্রকামনা ও পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা যমুনাতীরে বসিয়া ব্রাহ্মণগণের বাক্যানুসারে যথাবিধি বালহত্যাব্রত আচরণ করিয়াছিল। ১৪

সেই শূরসেনাধিপতি রাজা চিত্রকেতু ব্রাহ্মণগণের বাক্যে প্রতিবুদ্ধ হইয়া হস্তী যেমন সরোবরের পঙ্ক হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ অন্ধকূপসদৃশ গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। ১৫

পরে রাজা চিত্রকেতু কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া ঐ পবিত্র জল দ্বারা তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তিনি মৌনব্রত দ্বারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা ও নারদকে বন্দনা করিয়াছিলেন। অনন্তর শরণাগত, জিতেন্দ্রিয়, ভক্ত রাজা চিত্রকেতুকে ভগবান্ নারদ প্রীত হইয়া এই বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। ১৬-১৭

সেই বিদ্যা এই, হে প্রভো! তোমাকে নমস্কার করি। ১৮

যিনি বিজ্ঞানস্বরূপ, পরমানন্দই যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি আত্মারাম ও শান্ত, যাঁহা হইতে দ্বৈতসৃষ্টি নিবৃত্তি পায়, তাঁহাকে নমস্কার করি। ১৯

আত্মানন্দানুভূতি দ্বারা যিনি মায়াকৃত সমস্ত রাগ-দ্বেষাদিকে নিরাকৃত করিয়াছেন, যিনি হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, মহান্ ও অনন্ত মূর্ত্তি তাঁহাকে নমস্কার করি। ২০

যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য উপরত হইলে, একাকী তিনি প্রকাশ পান, যাঁহার নাম রূপ নাই এবং যিনি চিন্মাত্রস্বরূপ ও কার্য্য-কারণের কারণ, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ২১

হে প্রভো! যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিত ও লয় প্রাপ্ত হয়, এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্ব জন্মলাভ করে এবং মৃন্ময় পদার্থ সকলে মৃত্তিকার ন্যায় যিনি চরাচর পদার্থ সকলে অনুস্যূত হইয়া আছেন, আপনিই সেই ব্রহ্ম, আপনাকে নমস্কার করি। ২২

আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত থাকিলেও যাঁহাকে মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকল ক্রিয়াশক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না এবং জ্ঞানশক্তি দ্বারা জানিতে পারে না, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। ২৩

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মসু।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং স্থানেষু তদ্দ্রষ্ট্রপদেশমেতি ॥২৪॥

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সকলসাত্বতপরিবৃঢ়নিকরকর-কমলকুট্মলোপলালিতচরণারবিন্দযুগলপরমপরমেষ্ঠিন্ নমস্তে ॥২৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

ভক্তায়ৈতাং প্রপন্নায় বিদ্যামাদিশ্য নারদঃ। যযাবঙ্গিরসা সাকং ধাম স্বায়ম্ভুবং প্রভো ॥২৬॥
চিত্রকেতুস্তু তাং বিদ্যাং যথা নারদভাষিতাম্। ধারয়ামাস সপ্তাহমব্ভক্ষঃ সুসমাহিতঃ ॥২৭॥
ততঃ স সপ্তরাত্রান্তে বিদ্যয়া ধার্য্যমাণয়া। বিদ্যাধরাধিপত্যঞ্চ লেভেঽপ্রতিহতং নৃপ ॥২৮॥
ততঃ কতিপয়াহোভির্বিদ্যয়েদ্ধমনোগতিঃ। জগাম দেবদেবস্য শেষস্য চরণান্তিকম্ ॥২৯॥

মৃণালগৌরং সিতিবাসসং স্ফুরৎকিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণম্।
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনং বৃতং দদর্শ সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলৈঃ প্রভুম্ ॥৩০॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি, ইহারা যাঁহার অংশাবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম সকলে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ চেতনাংশে আবিষ্ট হইয়াই ইহারা কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়, অন্য সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি সময়ে চেতনাংশের দ্বারা আবিষ্ট না হওয়ায় কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, যেমন লৌহ প্রতপ্ত না হইলে দাহ করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু ঐ লৌহ প্রতপ্ত হইলেও বহ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ চেতনাংশ আবিষ্ট হইলেও দেহেন্দ্রিয়াদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; এইরূপ জীব দ্রষ্টা হইলেও তিনি জানিতে পারেন না, যেহেতু জাগ্রদাদি অবস্থায় সেই সময়ের নিমিত্তই তিনি দ্রষ্টা এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৪

যিনি মহাপুরুষ, মহানুভব, মহাবিভূতিপতি সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি, হে ভগবন্! তোমার চরণারবিন্দযুগল প্রধান প্রধান ভক্তসমূহের কর-কমল-মুকুলের দ্বারা সর্ব্বদা লালিত হয়, হে পরম! হে পরমেষ্ঠিন্! হে সর্ব্বেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। ২৫

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! শরণাগত ভক্ত রাজা চিত্রকেতুকে এই বিদ্যা উপদেশ করিয়া অঙ্গিরা ঋষির সহিত দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। ২৬

হে রাজন্! রাজা চিত্রকেতুও সপ্তাহকাল যাবৎ জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া সমাহিতচিত্তে নারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে ঐ বিদ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। ২৭

হে রাজন্! তাহার পর সপ্তরাত্র অতিবাহিত হইলে ধার্য্যমান ঐ বিদ্যার প্রভাবে চিত্রকেতু অস্খলিত বিদ্যাধরাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ২৮

তাহার পর কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্যাপ্রভাবে রাজার মন উদ্দীপিত হইল, তাহাতে মনোগতিসম্পন্ন সেই রাজা দেবদেব ভগবান্ শেষের সমীপে গমন করিয়াছিলেন। ২৯

তাহার পর রাজা চিত্রকেতু, সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলে পরিবৃত মৃণাল ধবলকান্তি, নীলবসন, উত্তম কিরীট, কেয়ূর, কটিসূত্র ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারবিশোভিত, প্রসন্নবদন, অরুণনয়ন দেবদেবকে দেখিয়াছিলেন। ৩০

তদ্দর্শনধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ স্বস্থামলান্তঃকরণোঽভ্যয়ান্মুনিঃ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা প্রণয়াশ্রুলোচনঃ প্রহৃষ্টরোমানমদাদিপুরুষম্ ॥৩১॥
স উত্তমশ্লোকপদাব্জবিষ্টরং প্রেমাশ্রুলেশৈরুপমেহয়ন্মুহুঃ।
প্রেমোপরুদ্ধাখিলবর্ণনির্গমো নৈবাশকৎ তং প্রসমীড়িতুং চিরম্ ॥৩২॥
ততঃ সমাধায় মনো মনীষয়া বভাষ এতৎ প্রতিলব্ধবাগসৌ।
নিযম্য সর্বেন্দ্রিয়বাহ্যবর্তনং জগদ্‌গুরুং সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহম্ ॥৩৩॥

চিত্রকেতুরুবাচ

অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ ॥৩৪॥
তব বিভবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশাস্তত্র মৃষাস্পর্দ্ধন্তি পৃথগভিমত্যা ॥৩৫॥
পরমাণু পরমমহতোস্ত্বমাদ্যন্তান্তরবর্ত্তী ত্রয়বিধুরঃ।
আদাবন্তে সত্ত্বানাং যদ্‌ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি ॥৩৬॥

সেই শেষদেবের দর্শনে রাজা নিষ্পাপ ও সুস্থ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইলেন এবং মৌনভাবে শেষদেবের সমীপে গমন করিলেন। প্রবৃদ্ধ ভক্তিপ্রভাবে রাজার নয়নদ্বয় প্রণয়াশ্রুজলে পরিপূর্ণ ও শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তিনি আদিপুরুষ শেষদেবকে নমস্কার করিলেন। সেই রাজা চিত্রকেতু, উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ শেষদেবের পাদপদ্মের আসনকে বারম্বার নয়নজল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, প্রেমভরে বাষ্প দ্বারা উপরুদ্ধকণ্ঠ হওয়ায় রাজার মুখ দিয়া সমস্ত বর্ণ নির্গত হইল না, সুতরাং তিনি দীর্ঘকাল স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না। ৩১-৩২

পরে বাক্‌শক্তিপ্রাপ্ত ঐ রাজা চিত্রকেতু, বুদ্ধিবলে মনকে সমাহিত করিয়া ও ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্যবৃত্তি নিরোধ করিয়া যাঁহার বিগ্রহ সাত্বত, শাস্ত্রোক্ত, সেই জগদ্‌গুরু ভগবান্ শেষদেবকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ৩৩

চিত্রকেতু বলিলেন, হে অজিত! জিতাত্মা, সমবুদ্ধি সাধুগণ কর্ত্তৃক আপনি জিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা অন্যের অজেয় আপনাকেও জয় করিয়াছেন, আপনি নিষ্কাম অথচ ভজনশীল ব্যক্তিগণকে আত্মদান করেন; আপনি অতিশয় কারুণিক, সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত সাধুগণকেও আপনি জয় করিয়াছেন।৩৪

হে ভগবন্! বিশ্বসৃষ্টি ও তাহার পালন ও সংহার প্রভৃতি আপনার বিভব অর্থাৎ আপনার মহিমা, বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার অংশের অংশমাত্র, তবে তাঁহারা আমরাই স্বতন্ত্র ঈশ্বর, এইরূপ মনে করিয়া মিথ্যা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। ৩৫

হে প্রভো! আদি, অন্ত ও মধ্যবিহীন তুমি পরমাণু ও পরম মহৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূলের আদি, অন্ত ও মধ্যবর্ত্তী; সুতরাং তুমি ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য, যাহা আদিতে ও অন্তে সৎ রূপে প্রতীয়মান বস্তুর সম্বন্ধে ধ্রুব, অন্তরালেও তাহা ধ্রুব। ৩৬

বিবৃতি—সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডল-কেয়ূরাদির আদিতে বা নির্ম্মাণের পর যেমন উহাতে স্বর্ণ বলিয়া বুঝিতে কোনরূপ বাধা হয় না, মধ্যেও উহা স্বর্ণ, ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, সেইরূপ অতি সূক্ষ্মতম হইতে অতি স্থূলতম

ক্ষিত্যাদিভিরেষ কিলাবৃতঃ সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোষঃ।
যত্র পতত্যণুকল্পঃ সহাণ্ডকোটিকোটিভিস্তদনন্তঃ ॥ ৩৭ ॥
বিষয়তৃষো নরপশবো য উপাসতে বিভূতীর্ন পরং ত্বাম্।
তেষামাশিষ ঈশ তদনু বিনশ্যন্তি যথা রাজকুলম্ ॥৩৮॥
কামধিয়স্ত্বয়ি রচিতা ন পরম রোহন্তি যথা করম্ভবীজানি।
জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে গুণগণতোঽস্য দ্বন্দ্বজালানি ॥৩৯॥
জিতমজিত তদা ভবতা যদাহ ভাগবতং ধর্ম্মমনবদ্যম্।
নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয় আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায় ॥৪০॥
বিষমমতির্ন যত্র নৃণাং ত্বমহমিতি মম তবেতি চ যদন্যত্র।
বিষমধিয়া রচিতো যঃ সহ্যবিশুদ্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুরধর্ম্মবহুলঃ ॥৪১॥

(ভগবান্ যেমন কালকৃত পরিচ্ছেদহীন, সেইরূপই দেশকৃত পরিচ্ছেদশূন্য এই কথা বলিতেছেন) এই ব্রহ্মাণ্ডকোষ যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে দশ গুণ অধিক ক্ষিত্যাদি সপ্ত পদার্থে আবৃত বলিয়া বৃহৎ, কিন্তু ঐরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডও আপনার নিকট.পরমাণু তুল্য হইয়া পরিভ্রমণ করে, সুতরাং আপনি অনন্ত।৩৭

হে ঈশ! বিষয়কামী যাহারা আপনার বিভূতির অর্থাৎ আপনার অংশাবতার দেবগণের উপাসনা করে, তাহারা নরপশু, ঐ নরপশুগণ যাহা কামনা করে, তাহা লাভ করিলেও উহা তাহাদের আরাধ্য দেবগণের ন্যায় বিনশ্বর দেবতারা যেমন নষ্ট হয়, সেইরূপ কাম্য বস্তুও নাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন রাজকুল-সেবকগণের রাজার অভাবে নিজ কল্যাণ নষ্ট হয়, সেইরূপ। ৩৮

হে পরম! কামনা-বুদ্ধি যদি আপনাতে রচিত হয়, তাহা হইলে ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় উহা প্ররূঢ় হয় না। কারণ, আপনি জ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ, আপনার উপাসনায় উপাসকের সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হয় না। ৩৯

হে অজিত! আপনিই সর্ব্বতোভাবে জয় লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যে আপনি দোষ-সম্পর্কশূন্য ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়াছেন, কারণ, আত্মারাম অকিঞ্চন সনৎকুমারাদি ঋষিগণও মোক্ষের জন্য সেই ধর্ম্মের উপাসনা করেন। ৪০

হে ভগবন্! অন্য সকাম ধর্ম্মে যেমন "আমি, তুমি, তোমার, আমার" এইরূপ বিষয়বুদ্ধি আছে, ভাগবত ধর্ম্মে সেরূপ বিষমবুদ্ধি নাই, যদিও বেদে সকাম ধর্ম্মের কথা আছে, উহা বিষম বুদ্ধিরই রচিত, উহা অবিশুদ্ধ নশ্বর ও হিংসাদিবহুল। ৪১

পদার্থের আদি, অন্ত ও মধ্যে তুমি আছ, ইহা ধ্রুব সত্য। ৩৬

বিবৃতি—কামনাপূর্ণ বুদ্ধি যদি ভগবানে অর্পিত হয়, অর্থাৎ এ সংসারে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটি বিষয় ব্যতীত ভোগ্য নাই, ঐ পাঁচটিই যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলে উহা জন্মান্তরের কারণ হয় না, কারণ, যে গুণ হইতে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সকল হইয়া থাকে, উহাও ভগবদুপাসনায় প্রযুক্ত হইলে নৈর্গুণ্য লাভ হইতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত যেমন ভর্জ্জিত বীজে অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ ভগবানে কামনাও জন্মান্তরসাধক না হইলে নৈর্গুণ্য-সাধক হয়। বেদে যে হিংসাদিবহুল অভিচারাদির কথা আছে, উহার অনুষ্ঠানে ঐহিক ফল লাভ হয় সত্য, কিন্তু সেই ফল নশ্বর এবং পরিণামে নরকপ্রদ বলিয়া অত্যন্ত দুঃখকর সুতরাং হেয়। গীতায়ও এই কথা "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। কামাত্মনঃ স্বর্গপরাভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি" ইত্যাদি শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন। ৩৯-৪১

কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্ম্মেণ।
স্বদ্রোহাৎ তব কোপঃ পরসংপীড়য়া চ তথাঽধর্ম্মঃ ॥৪২॥

ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা যয়াহ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্ম্মঃ।
স্থিরচরসত্ত্বকদম্বেষ্বপৃথগ্ধিয়ো যমুপাসতে ত্বার্য্যাঃ ॥ ৪৩ ॥

নহি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥৪৪॥

অথ ভগবন্ বয়মধুনা ত্বদবলোকপরিমৃষ্টাশয়মলাঃ।
সুরঋষিণা যৎ কথিতং তাবকেন কথমন্যথা ভবতি ॥৪৫॥

বিদিতমনন্ত সমস্তং তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥৪৬॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে সকলজগৎস্থিতিলয়োদয়েশায়।
দুরবসিতাত্মগতয়ে কুযোগিনাং ভিদা পরমহংসায় ॥৪৭॥

যে ধর্ম্মে আপনার বা পরের দ্রোহ সম্পাদন করে, তাদৃশ ধর্ম্ম দ্বারা নিজের বা পরের কি প্রয়োজন সাধিত হয়? কিছুই হয় না, বরং কায়ক্লেশ দ্বারা স্বদ্রোহ হেতু আপনার পীড়া, আর পরদ্রোহ দ্বারা অধর্ম্ম ও আপনার ক্লেশ, এই সকল উৎপন্ন হয়। ৪২

হে ভগবন্. আপনার দৃষ্টি কখনও পরমার্থকে ত্যাগ করে না, পরমার্থ দৃষ্টি দ্বারা ভাগবত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। স্থাবর, জঙ্গম প্রাণিসমূহে অপৃথগ্ বুদ্ধি আর্য্যগণ সেই ভাগবত ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। ৪৩

হে ভগবন্! আপনার দর্শনে মানবগণের সকল পাপক্ষয় হয় ইহা অসম্ভব নহে, কারণ, আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশও (চণ্ডাল) সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ৪৪

হে ভগবন্! আপনার দর্শনমাত্রে আমরা নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়াছি। হে প্রভো! আপনার পরম ভক্ত দেবর্ষি নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কি অন্যথা হইতে পারে? হে নাথ! দেবর্ষির উপদেশেই আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম। ৪৫

হে অনন্ত! জগদাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী আপনার নিকট কিছুই আমার বিজ্ঞাপ্য অর্থাৎ বলিবার নাই; কারণ, নিখিল জনগণ যাহা করে, তাহা সকলই আপনি জানেন। খদ্যোত যেমন সূর্য্যের নিকট কোন পদার্থই প্রকাশ করিয়া দেয় না, সেইরূপ পরমগুরু আপনার নিকটও আমাদের কিছু প্রকাশ করিবার নাই। ৪৬

যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ঈশ্বর, সেই পরমহংস আপনাকে নমস্কার করি। ভেদবুদ্ধি নিবন্ধন কুযোগিগণ আত্মগতি জানিতে পারেন না। ৪৭

বিবৃতি—প্রবৃত্তিমার্গ বেদে ভগবৎ-প্রোক্ত হইলেও উহা বেদপথে রাগান্ধ ব্যক্তিগণকে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে, উহা তত্ত্বদৃষ্টিতে বলা হয় নাই। তত্ত্বদৃষ্টিতে একমাত্র ভাগবত ধর্ম্মই ধর্ম্মের উপাসনা করেন। ৪৩

যং বৈ শ্বসন্তমনু বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি যং চেকিতানমনু চিত্তয় উচ্চকন্তি।
ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি যস্য মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নমো ভগবতেহনন্তায় সহস্রমূর্দ্ধ্নে ॥৪৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

সংস্তুতো ভগবানেবমনন্তস্তমভাষত। বিদ্যাধরপতিং প্রীতশ্চিত্রকেতুং কুরূদ্বহ ॥৪৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যন্নারদাঙ্গিরোভ্যাং তে ব্যাহৃতং মেহনুশাসনম্।
সংসিদ্ধোহসি তয়া রাজন্ বিদ্যয়া দর্শনাচ্চ মে ॥৫০॥

অহং বৈ সর্ব্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ। শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ ॥৫১॥
লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি সন্ততম্। উভয়ঞ্চ ময়া ব্যাপ্তং ময়ি চৈবোভয়ং কৃতম্ ॥৫২॥
যথা সুষুপ্তঃ পুরুষো বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি। আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন উত্থিতঃ ॥৫৩॥
এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ। মায়ামাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ ॥৫৪॥
যেন প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ স্বাপং বেদাত্মনস্তদা। সুখঞ্চ নির্গুণং ব্রহ্ম তমাত্মানমবেহি মাম্ ॥৫৫॥

যিনি চেষ্টমান হইলে বিশ্বস্রষ্টৃগণ চেষ্টা-পরায়ণ হয়েন, এবং যিনি দর্শনশীল হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়, এবং যাঁহার মস্তকে এই প্রকার ভূমণ্ডল সর্ষপ তুল্য হইয়া আছে, সেই সহস্রশীর্ষা ভগবান্ অনন্তকে নমস্কার করি। ৪৮

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্। এই প্রকার ভগবান্ অনন্ত সংস্তুত হইয়া প্রীত হইয়াছিলেন এবং বিদ্যাধরপতি সেই চিত্রকেতুকে বলিয়াছিলেন। ৪৯

ভগবান্ বলিলেন, হে রাজন্! দেবর্ষি নারদ ও অঙ্গিরা তোমাকে মদ্বিষয়ক যে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশে ও সেই বিদ্যাপ্রভাবে আমাকে দর্শন করিয়া তুমি সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছ। ৫০

হে রাজন্! আমি সর্ব্বভূতস্বরূপ ও সর্ব্বভূত-প্রকাশক ; অতএব সকল ভূতের আত্মা, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই উভয় আমার শাশ্বত শরীর। ৫১

(অতএব তুমি এই প্রকার দেখ, এই কথা বলিতেছেন) এই পরিদৃশ্যমান লোকে অর্থাৎ ভোগ্য প্রপঞ্চে আত্মা বিতত অর্থাৎ অনুগত এবং লোকও আত্মাতে ব্যাপ্ত, এবং ঐ উভয় ভোক্তা ও ভোগ্য-কারণাত্মা আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত এবং ঐ উভয় আমাতে কল্পিত (ইহা অবলোকন কর)। ৫২

যেমন সুষুপ্ত পুরুষ এই বিশ্বকে আত্মাতেই দেখিতে পায়, অর্থাৎ স্বপ্নমধ্যে সুষুপ্ত এবং স্বপ্ন দর্শন করে, এবং যেমন স্বপ্নাবস্থাতেই উত্থিত হইয়া আপনাকে একদেশে স্থিত মনে করে। ৫৩

এই জাগরণাদি সকল ও জীবোপাধি বুদ্ধির অবস্থামাত্র, উহারা আত্মার মায়ামাত্র, হে রাজন্! এই প্রকার বিশেষরূপে জানিয়া ঐ সকল অবস্থার দ্রষ্টা পরমাত্মাকে স্মরণ করিবে। ৫৪

(স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য না থাকায় দ্রষ্টাও নাই, এ কথা বলা যায় না ইহাই বলিতেছেন) সুষুপ্ত পুরুষ যাহা দ্বারা আপনার নিদ্রা ও অতীন্দ্রিয় সুখ জানিতে পারে অর্থাৎ যেমন "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই" এইরূপ স্মৃতি সকলেরই হয়, অতএব স্বপ্নাদি অবস্থাতেও আত্মা বর্ত্তমান থাকেন, সেই আত্মাই আমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ৫৫

উভয়ং স্মরতঃ পুংসঃ প্রস্বাপপ্রতিবোধয়োঃ।
অন্বেতি ব্যতিরিচ্যেত তজ্জ্ঞানং ব্রহ্ম তৎপরম্ ॥৫৬॥
যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মদ্ভাবং ভিন্নমাত্মনঃ। ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহোমৃতের্মৃতিঃ ॥৫৭॥
লব্ধ্বেহ মানুষীং যোনিং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবাম্ ।
আত্মানং যো ন বুধ্যেত ন ক্বচিৎ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥৫৮॥
স্মৃত্বেহায়াং পরিক্লেশং ততঃ ফলবিপর্য্যয়ম্। অভয়ঞ্চাপ্যনীহায়াং সংকল্পাদ্বিরমেৎ কবিঃ ॥৫৯॥
সুখায় দুঃখমোক্ষায় কুর্ব্বাতে দম্পতী ক্রিয়াঃ। ততো নিবৃত্তিরপ্রাপ্তির্দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥৬০॥
এবং বিপর্য্যয়ং বুদ্ধা নৃণাং বিজ্ঞাভিমানিনাম্। আত্মনশ্চ গতিং সূক্ষ্মাং স্থানত্রয়বিলক্ষণাম্ ॥৬১॥
দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্ম্মুক্তঃ স্বেন তেজসা। জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ ॥৬২॥
এতাবানেব মনুজৈর্যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ। স্বার্থঃ সর্ব্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎ পরাত্মৈকদর্শনম্ ॥৬৩॥

(নিদ্রাবস্থায় সাক্ষী যে বস্তু দর্শন করে, জাগ্রদবস্থায় সাক্ষী কিরূপে তাহা স্মরণ করিবে, অন্যের দৃষ্ট বস্তু কখনও অন্যে স্মরণ করিতে পারে না, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) নিদ্রা ও জাগরণ এই উভয় স্মরণকারী পুরুষের নিদ্রা ও জাগরণের প্রকাশস্বরূপে যাহার অন্বয়-ব্যতিরেক দেখা যায়, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম, অর্থাৎ অন্বয়—যাহা থাকিলে যে থাকে, তাহার নাম অন্বয়, যে না থাকিলে যে থাকে না, তাহার নাম ব্যতিরেক, এই উভয় প্রকারে নিদ্রা ও জাগরণে থাকে সেই জ্ঞানই পরমব্রহ্ম, অতএব বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুর যৌবনে স্মরণ হইয়া থাকে, সুতরাং জাগরণ অবস্থান্তর হইলেও নিদ্রা ও আনন্দের স্মরণ হইতে পারে, ঐরূপ ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জানিবে। ৫৬

(বিপক্ষে দোষ বলিতেছেন যথা) হে রাজন্! যদি এই মৎস্বরূপ ব্রহ্ম বিস্মৃত হয়, এবং আত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে পুরুষের সংসার হয়, ঐ সংসার দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ এবং মরণের পর আবার মরণ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ লাভ করে। ৫৭

হে রাজন্! এই সংসারে শাস্ত্র জন্য জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান, এই উভয়ের সম্ভব যাহাতে—সেই মানুষযোনি লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাকে জানিতে পারে না, সে কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। ৫৮

হে রাজন্! প্রবৃত্তিমার্গের ক্লেশ ও প্রবৃত্তিমার্গে ফলবিপর্য্যয় এবং নিবৃত্তিমার্গে অভয় লাভ হয়, ইহা স্মরণ করিয়া সংকল্প হইতে বিরত হইবে। ৫৯

হে মহারাজ! সুখের জন্য ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য মানবগণ স্ত্রী-পুরুষে বিবিধ প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে দুঃখনিবৃত্তি অথবা সুখপ্রাপ্তি কিছুই হয় না। ৬০

হে মহারাজ! 'আমরা বিজ্ঞ' এইরূপ অভিমানসম্পন্ন মানবগণের ফলবিপর্য্যয় ও আত্মার তুরীয় সূক্ষ্ম গতি অবগত হইয়া এবং বিবেকবলে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে বিমুক্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া আমার ভক্ত হইবে। ৬১-৬২

(ইহার পর আর পুরুষার্থ নাই, এই কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! যোগনিপুণ মানবগণ পরব্রহ্ম ও জীবতত্ত্বের ঐক্য দর্শনকেই স্বার্থ-জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়া জানিবে, ইহাই একমাত্র পুরুষার্থ, ইহা অপেক্ষা আর পরমপুরুষার্থ নাই। ৬৩

ত্বমেতচ্ছ্রদ্ধয়া রাজন্নপ্রমত্তো বচো মম। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ধারয়ন্নাশু সিধ্যসি ॥৬৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

আশ্বাস্য ভগবানিত্থং চিত্রকেতুং জগদ্গুরুঃ। পশ্যতস্তস্য বিশ্বাত্মা ততশ্চান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
চিত্রকেতূপাখ্যানে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

হে রাজন্! তুমি যদি অপ্রমত্ত হইয়া আমার এই বাক্য শ্রদ্ধাসহকারে ধারণ কর, তবে অচিরকালমধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সিদ্ধ হইবে। ৬৪

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! জগদ্গুরু বিশ্বের আত্মা ভগবান্ হরি চিত্রকেতু রাজাকে এই রূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ৬৫

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

যতশ্চান্তর্হিতোঽনন্তস্তস্যৈ কৃত্বা দিশে নমঃ। বিদ্যাধরশ্চিত্রকেতুশ্চচার গগনেচরঃ ॥ ১ ॥
স লক্ষং বর্ষলক্ষাণামব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ। স্তূয়মানো মহাযোগী মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥২॥
কুলাচলেন্দ্রদ্রোণীষু নানাসংকল্পসিদ্ধিষু। রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্ ॥ ৩ ॥
একদা স বিমানেন বিষ্ণুদত্তেন ভাস্বতা। গিরিশং দদৃশে গচ্ছন্ পরীতং সিদ্ধচারণৈঃ ॥৪॥
আলিঙ্গ্যাঙ্কীকৃতাং দেবীং বাহুনা মুনিসংসদি। উবাচ দেব্যা শৃণ্বন্ত্যা জহাসোচ্চৈস্তদন্তিকে ॥৫॥

চিত্রকেতুরুবাচ।

এষ লোকগুরুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মং বক্তা শরীরিণাম্। আস্তে মুখ্যঃ সভায়াং বৈ মিথুনীভূয় ভার্য্যয়া ॥৬॥
জটাধরস্তীব্রতপা ব্রহ্মবাদী সভাপতিঃ। অঙ্কীকৃত্য স্ত্রিয়ঞ্চাস্তে গতহ্রীঃ প্রাকৃতো যথা ॥৭॥
প্রায়শঃ প্রাকৃতাশ্চাপি স্ত্রিয়ং রহসি বিভ্রতি। অয়ং মহাব্রতধরো বিভর্ত্তি সদসি স্ত্রিয়ম্ ॥৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

ভগবানপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহস্যাগাধধীর্নৃপ। তুষ্ণীং বভূব সদসি সভ্যাশ্চ তদনুব্রতাঃ ॥ ৯ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ অনন্ত যে দিকে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেই দিকে প্রণাম করিয়া ও গগনেচর হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১

চিত্রকেতুর বল ও ইন্দ্রিয়সমূহের পটুতা অব্যাহত ছিল, সেই মহাযোগী বিদ্যাধর চিত্রকেতু সিদ্ধ-চারণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যে স্থানে সর্ব্বপ্রকার সংকল্প সিদ্ধ হয়, সেই কুলাচল সকলের প্রধান প্রধান গহ্বরসমূহে বিদ্যাধর-স্ত্রীগণের দ্বারা ভগবান্ ঈশ্বর হরির গুণগান করাইয়া আনন্দে ক্রীড়া করিতেন। ২-৩

এক দিন সেই চিত্রকেতু বিষ্ণুদত্ত উজ্জ্বল বিমানে গমন করিবার কালে সিদ্ধচারণগণে পরিবৃত গিরিশকে দর্শন করিয়াছিলেন। ৪

মুনিগণের সভামধ্যে ভগবতী ভবানীকে ক্রোড়ে লইয়া ও বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত শিবকে তাঁহারই নিকটে, ভবানী শুনিতে পান, এই ভাবে চিত্রকেতু উপহাস করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন। ৫

চিত্রকেতু বলিয়াছিলেন, ইনি লোকগুরু, এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্মবক্তা ও শরীরীদিগের মধ্যে প্রধান, অথচ ইনি সভার মধ্যে পত্নীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া বসিয়া আছেন। ৬

ইনি জটাধারী, তীব্রতপাঃ, ব্রহ্মবাদী ও সভাপতি নির্লজ্জ প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। ৭

প্রায়শঃ প্রাকৃত ব্যক্তিরাও নির্জ্জনে স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করে, আর ইনি মহাব্রতধারী, অথচ সভার মধ্যে কামিনীকে ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন। ৮

শুকদেব বলিলেন, হে নৃপ! অগাধবুদ্ধি ভগবান্ শঙ্কর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ও হাস্য করিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইয়াছিলেন, শিবের ভক্ত-সভায় সদস্যগণও তূষ্ণীম্ভূত হইয়াছিলেন। ৯

ইত্যতদ্বীর্য্যবিদুষি ব্রুবাণে বহ্বশোভনম্। রুষাহ দেবী ধৃষ্টায় নির্জিতাত্মাভিমানিনে ॥১০॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অয়ং কিমধুনা লোকে শাস্তা দণ্ডধরঃ প্রভুঃ। অস্মদ্বিধানাং দুষ্টানাং নির্লজ্জানাঞ্চ বিপ্রকৃৎ ॥১১॥

ন বেদ ধর্ম্মং কিল পদ্মযোনির্ন ব্রহ্মপুত্রা ভৃগুনারদাদ্যাঃ।
ন বৈ কুমারঃ কপিলো মনুশ্চ যে নো নিষেধন্ত্যতিবর্ত্তিনং হরম্ ॥১২॥

এষামনুধ্যেয়পদাব্জযুগ্মং জগদ্গুরুং মঙ্গলমঙ্গলং স্বয়ম্।
যঃ ক্ষত্রবন্ধুঃ পরিভূয় সূরীন্ প্রশাস্তি ধৃষ্টস্তদয়ং হি দণ্ড্যঃ ॥১৩॥

নায়মর্হতি বৈকুণ্ঠপাদমূলোপসর্পণম্। সম্ভাবিতমতিঃ স্তব্ধঃ সাধুভিঃ পর্য্যুপাসিতম্ ॥১৪॥

অতঃ পাপীয়সীং যোনিমাসুরীং যাহি দুর্ম্মতে। যথেহ ভূয়ো মহতাং ন কর্ত্তা পুত্র কিল্বিষম্ ॥১৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং শপ্তশ্চিত্রকেতুর্বিমানাদবরুহ্য সঃ। প্রসাদয়ামাস সতীং মূর্দ্ধ্না নম্রেণ ভারত ॥১৬॥

চিত্রকেতুরুবাচ।

প্রতিগৃহ্লামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাম্বিকে।
দেবৈর্মর্ত্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্ব্বদিষ্টং হি তস্য তৎ ॥১৭॥

শিবের প্রভাব চিত্রকেতু জানিতেন না, সুতরাং এইরূপ বহু অশোভন বাক্য শিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তখন আমি জিতেন্দ্রিয় এই অভিমানশালী ধৃষ্ট চিত্রকেতুকে ভবানী দেবী সক্রোধে বলিয়াছিলেন। ১০

পার্ব্বতী কহিলেন, আমাদের ন্যায় দুষ্ট ও নির্লজ্জগণের বিপ্রিয়কারী ইনিই কি বর্ত্তমান সময়ে লোকমধ্যে শাসনকর্ত্তা দণ্ডধর প্রভু? ১১

পদ্মযোনি ব্রহ্মা ধর্ম্ম জানেন না, ভৃগু নারদ প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রগণও ধর্ম্ম জানেন না এবং সনৎকুমার, কপিল ও স্বায়ম্ভুব মনুও ধর্ম্ম জানেন না, কারণ, তাঁহারা শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তনশীল অর্থাৎ শাস্ত্র-মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী হরকে নিবারণ করেন না। যদি তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ হইতেন, তবে নিশ্চয়ই উচ্ছৃঙ্খল শিবকে বাধা দিতেন। ১২

যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ ও ঋষিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি জগদ্‌গুরু, সকল মঙ্গলের মঙ্গল অর্থাৎ পরম ধর্ম্মমূর্ত্তি, এই ক্ষত্রিয়াধম বিদ্বান্‌গণকে অজ্ঞ মনে করিয়া তাঁহাকে শাসন করিতেছে, সুতরাং এই ধৃষ্ট দণ্ড্যই। ১৩

আমি মহৎ, এইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন অতএব অনম্র অর্থাৎ গর্ব্বিত এই বিদ্যাধর সাধুগণের সেব্য বৈকুণ্ঠ-পাদমূলে যাইবার যোগ্য নহে। ১৪

হে দুর্ম্মতি পুত্র! এই কারণে তুমি পাপীয়সী আসুরী যোনি প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে পুনরায় মহদ্ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অপরাধ করিবে না। ১৫

শুকদেব বলিলেন, হে ভারত! দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত সেই চিত্রকেতু, বিমান হইতে অবতরণ করিয়া অবনত মস্তক দ্বারা দেবীকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ১৬

চিত্রকেতু বলিলেন, হে অম্বিকে! আমি আপনার এই অভিশাপ অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিলাম, হে দেবি! দেবগণ মর্ত্ত্যগণের প্রতি যাহা বলেন, উহা তাহার অবশ্য পাইতে হয়। ১৭

সংসারচক্র এতস্মিন্ জন্তুরজ্ঞানমোহিতঃ। ভ্রাম্যন্ সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥১৮॥
নৈবাত্মা ন পরশ্চাপি কর্ত্তা স্যাৎ সুখদুঃখয়োঃ। কর্ত্তারং মন্যতেঽত্রাজ্ঞ আত্মানং পরমেব চ ॥১৯॥
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কো ন্বনুগ্রহঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা ॥২০॥
একঃ সৃজতি ভূতানি ভগবানাত্মমায়য়া। এষাং বন্ধঞ্চ মোক্ষঞ্চ সুখং দুঃখঞ্চ নিষ্কলঃ ॥২১॥
ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতিবন্ধুর্ন পরো নচ স্বঃ।
সমস্য সর্ব্বত্র নিরঞ্জনস্য সুখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ ॥২২॥
তথাপি তচ্ছক্তিবিসর্গ এষাং সুখায় দুঃখায় হিতাহিতায়।
বন্ধায় মোক্ষায় চ মৃত্যুজন্মনোঃ শরীরিণাং সংসৃতয়েঽবকল্পতে ॥২৩॥
অথ প্রসাদয়ে ন ত্বাং শাপমোক্ষায় ভামিনি। যন্মন্যসে হ্যসাধূক্তং মম তৎ ক্ষম্যতাং সতি ॥২৪॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইতি প্রসাদ্য গিরিশৌ চিত্রকেতুররিন্দম। জগাম স্ববিমানেন পশ্যতোঃ স্ময়তোস্তয়োঃ ॥২৫॥
ততস্তু ভগবান্ রুদ্রো রুদ্রাণীমিদমব্রবীৎ। দেবর্ষিদৈত্যসিদ্ধানাং পার্ষদানাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥২৬॥

(ইহা সংসার-চক্রের স্বভাব, ইহাতে কোন আশ্চর্য্য নাই, এই কথা বলিতেছেন) অজ্ঞান-মোহিত জীব, এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ১৮

স্বয়ং অথবা অন্যে সেই সুখ ও দুঃখের কর্ত্তা নহে, অজ্ঞ ব্যক্তিই আপনাকে অথবা অন্যকে সুখ-দুঃখের কর্ত্তা মনে করে, অতএব আপনি যে আমাকে শাপ দিয়াছেন, এ বিষয়ে আপনার বা আমার কোন দোষ নাই। ১৯

হে মাতঃ! এই সংসার মায়াময় গুণ সকলের প্রবাহস্বরূপ, ইহাতে শাপই বা কি, অনুগ্রহই বা কি? স্বর্গই বা কি, নরকই বা কি? সুখই বা কি, দুঃখই বা কি? ২০

নিষ্কল (স্বয়ং বন্ধাদিশূন্য) এক পরমেশ্বরই আত্মমায়া দ্বারা প্রাণিসকলকে এবং তাহাদের বন্ধ, মোক্ষ ও সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ২১

সেই পরমেশ্বরের কেহ প্রিয় বা অপ্রিয়, জ্ঞাতি বান্ধব, আত্মীয় বা পর নাই, তিনি সর্ব্বত্র সম, নির্লিপ্ত সুতরাং সুখে রাগ বা আসক্তি নাই, কিরূপে তাহার রোষ হইবে? ২২

তথাপি সেই পরমেশ্বরের মায়াশক্তি দ্বারা পুণ্য-পাপাদি রূপ কর্ম্মই শরীরীদিগের সুখ-দুঃখ হিত-অহিত বন্ধ-মোক্ষ জন্ম-মৃত্যু এবং সংসারের নিমিত্ত কল্পিত হয়। ২৩

হে কোপনে! আমি শাপমুক্তির নিমিত্ত আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি না (অনুরোধ করি না), হে সতি! আপনি যে আমার বাক্যকে অসাধু বলিয়া মনে করিতেছেন, উহা ক্ষমা করুন। ২৪

শুকদেব বলিলেন, হে শত্রুন্তপ পরীক্ষিৎ! চিত্র-কেতু এই প্রকার ভবানী ও গিরিশকে প্রসন্ন করিয়া বিস্মিত হরগৌরীর সমক্ষেই নিজ বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। ২৫

অনন্তর ভগবান্ রুদ্র, দেবর্ষি, দৈত্য, সিদ্ধ ও পার্ষদগণ শুনিতে পায়, এইরূপ ভাবে রুদ্রাণীকে বলিয়াছিলেন। ২৬

শ্রীরুদ্র উবাচ।

দৃষ্টবত্যসি সুশ্রোণি হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। মাহাত্ম্যং ভৃত্যভৃত্যানাং নিস্পৃহাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৭॥
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৮ ॥
দেহিনাং দেহসংযোগাদ্দ্বন্দ্বানীশ্বরলীলয়া। সুখং দুঃখং মৃতির্জন্ম শাপোঽনুগ্রহ এব চ ॥২৯॥
অবিবেককৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি। গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎ কৃতঃ ॥৩০॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্। জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাণাং ন হি কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ॥৩১॥

নাহং বিরিঞ্চো ন কুমারনারদৌ ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ।
বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ ॥৩২॥

নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ ॥৩৩॥

তস্য চায়ং মহাভাগশ্চিত্রকেতুঃ প্রিয়োঽনুগঃ। সর্ব্বত্র সমদৃক্ শান্তো হ্যহঞ্চৈবাচ্যুতপ্রিয়ঃ ॥৩৪॥
তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু। মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু ॥৩৫॥

রুদ্রদেব বলিলেন, হে সুশ্রোণি! অদ্ভুতকর্ম্মা হরির নিস্পৃহ মহাত্মা দাসানুদাসদিগের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিলে ত? ২৭

হে প্রিয়তমে! যে সকল ব্যক্তি নারায়ণপরায়ণ তাঁহারা কাহা হইতে ভয় পান না, স্বর্গ অপবর্গ ও নরক এই তিনটি বিষয়েই তুল্য প্রয়োজন দর্শন করিয়া থাকেন। ২৮

কারণ, পরমেশ্বরের লীলা দ্বারাই দেহীদিগের দেহ সংযোগ ও তজ্জন্য দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখ-দুঃখ জন্ম-মরণ এবং শাপ-অনুগ্রহ ইত্যাদি হইয়া থাকে। ২৯

ঐ সকল সুখ-দুঃখাদির মধ্যে গুণ-দোষের বিকল্প অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট প্রভৃতি বুদ্ধি স্বপ্নাবস্থায় যেমন অবিবেককৃত, এবং মালাতে সর্পাদি বুদ্ধি অবিবেক-কৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিবেককৃত জানিবে। ৩০

যাঁহারা ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বীর্য্য সম্বন্ধে ইনি বড়, এইরূপ বুদ্ধিতে আশ্রয়নীয় কেহ নাই, অর্থাৎ ভক্ত্যনুসন্ধান নিবন্ধন মায়িক বস্তুর উৎকর্ষ-অপকর্ষের অনুসন্ধান জন্মে না। ৩১

হে দেবি! আমি রুদ্র, ব্রহ্মা, সনৎকুমার, নারদ, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ ও প্রধান প্রধান দেবগণ যাঁহার অভিপ্রায় অথবা লীলা যখন জানিতে পারি না, তখন যাঁহারা অংশাংশ হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর বলিয়া নিজেকে মনে করেন, তাঁহারা তাঁহার লীলা কিরূপে জানিবে? ৩২

সেই হরির কেহ প্রিয় নাই, এবং অপ্রিয়ও কেহ নাই, আত্মীয়ও কেহ নাই, পরও কেহ নাই, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, এই নিমিত্ত সকলের প্রিয়। ৩৩

এই মহাভাগ চিত্রকেতু সেই ভগবান্ অনন্তের প্রিয় এবং অনুচর, সুতরাং সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও শান্ত। হে সতি! আমিও অচ্যুতপ্রিয়। ৩৪

অতএব তুমি বিস্ময় করিও না, যে সকল পুরুষ মহাত্মা, মহাপুরুষের ভক্ত, শান্ত এবং সম-দর্শী, তাঁহাদের এইরূপই স্বভাব। ৩৫

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ভগবতঃ শিবস্যোমাভিভাষিতম্। বভূব শান্তধী রাজন্ দেবী বিগতবিস্ময়া ॥৩৬॥
ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুমলন্তমঃ। মূর্দ্ধ্না স জগৃহে শাপমেতাবৎ সাধুলক্ষণম্ ॥৩৭॥
জজ্ঞে ত্বষ্টুর্দ্দক্ষিণাগ্নৌ দানবীং যোনিমাশ্রিতঃ। বৃত্র ইত্যভিবিখ্যাতো জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥৩৮॥
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। বৃত্রস্যাসুরজাতেশ্চ কারণং ভগবন্মতেঃ ॥৩৯॥
ইতিহাসমিমং পুণ্যং চিত্রকেতোর্মহাত্মনঃ। মহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রুত্বা বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥৪০॥
য এতৎ প্রাতরুত্থায় শ্রদ্ধয়া বাগ্‌যতঃ পঠেৎ। ইতিহাসং হরিং স্মৃত্বা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
চিত্রকেতূপাখ্যানং সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ শিবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী উমা বিস্ময় পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তা হইলেন। ৩৬

হে রাজন্! ভাগবত চিত্রকেতু প্রতিশাপদানে সমর্থ হইয়াও অবনতমস্তকে দেবীর শাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই সাধুত্বের লক্ষণ। ৩৭

তাহার পর চিত্রকেতু দানবী-যোনি আশ্রয় করিয়া ত্বষ্টার যজ্ঞীয় দক্ষিণাগ্নিতে উৎপন্ন হয়েন, পরে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন সেই অসুর 'বৃত্র' এই নামে বিখ্যাত হয়েন। ৩৮

হে রাজন্! তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বৃত্রের দানবী যোনি প্রাপ্তি এবং ভগবানে মতি কি প্রকারে হইয়াছিল, তাহার কারণ সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৩৯

হে মহারাজ! মহাত্মা চিত্রকেতুর এই পবিত্র ইতিহাস বৃষ্ণভক্তগণের মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ, ইহা শ্রবণ করিলে মানব বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৪০

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ও হরিকে স্মরণ করিয়া বাগ্‌যত ভাবে শ্রদ্ধাসহকারে এই ইতিহাস পাঠ করে, সেই ব্যক্তি পরম গতি লাভ করে। ৪১

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

পৃশ্নিস্তু পত্নী সবিতুঃ সাবিত্রীং ব্যাহৃতিং ত্রয়ীম্।
অগ্নিহোত্রং পশুং সোমং চাতুর্মাস্যং মহামখান্ ॥১॥

সিদ্ধির্ভগস্য ভার্য্যাঙ্গ মহিমানং বিভুং প্রভুম্। আশিষঞ্চ বরারোহাং কন্যাং প্রাসূত সুব্রত ॥২॥
ধাতুঃ কুহূঃ শিনীবালী রাকা চানুমতিস্তথা। সায়ং দর্শমথ প্রাতঃ পূর্ণমাসমনুক্রমাৎ ॥৩॥
অগ্নীন্ পুরীষ্যানাধত্ত ক্রিয়ায়াং সমনন্তরঃ। চর্ষণী বরুণস্যাসীদ্যস্যাং জাতো ভৃগুঃ পুনঃ ॥৪॥
বাল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদভবৎ কিল। অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ঋষী ॥৫॥

রেতঃ সিষিচতুঃ কুম্ভে উর্ব্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্।
রেবত্যাং মিত্র উৎসর্গমরিষ্টং পিপ্পলং ব্যধাৎ ॥৬॥

পৌলোম্যামিন্দ্র আধত্ত ত্রীন্ পুত্রানিতি নঃ শ্রুতম্। জয়ন্তমৃষভং তাত তৃতীয়ং মীঢ়ুষং প্রভুঃ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, পৃশ্নি সবিতার পত্নী, সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ত্রয়ী, অগ্নিহোত্র, পশুযাগ, সোমযাগ, চাতুর্ম্মাস্য ও পঞ্চমহাযজ্ঞ, এই সকল ইনি প্রসব করেন। ১

হে সুব্রত! ভগনামক আদিত্যের পত্নী সিদ্ধি, তিনি মহিমা, বিভু, প্রভু এবং আশীঃ নামে একটি অত্যুত্তমা কন্যা প্রসব করেন। ২

ধাতার পত্নী কুহূ, সিনীবালী, রাকা এবং অনুমতি, এই চারিজনে যথাক্রমে সায়ং, দর্শ, প্রাতঃ, পূর্ণমাস নামে চারিটি সন্তান প্রসব করেন। ৩

বিধাতার ভার্য্যা ক্রিয়া পুরীষ্য নামে পাঁচ জন অগ্নিকে প্রসব করেন। বরুণের পত্নী চর্ষণী, যাঁহার গর্ভে ভৃগু পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। ৪

মহাযোগী বাল্মীকি বল্মীক হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ মিত্র ও বরুণ এই উভয় দেবতার সাধারণ পুত্র এবং ইঁহারা ঋষি। ৫

বরুণ ও মিত্র দুই জনেই উর্ব্বশী-সন্দর্শনে কামার্ত্ত হইয়া তাহার নিকটে কুম্ভমধ্যে রেতঃসেক করায় ঐ ঋষির জন্ম হয়, মিত্রের ইহা ভিন্ন অসাধারণ পুত্রও ছিল, মিত্র নিজের পরিণীতা ভার্য্যা রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ৬

হে তাত! ইন্দ্র নামক আদিত্যের পত্নী পৌলোমী (শচী)। আমরা শুনিয়াছি, ইন্দ্রের পৌলোমী-গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ এবং মীঢুষ নামে তিন পুত্র হয়। ৭

বিবৃতি—ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার পুত্র হয়েন, পরে চর্ষণীর গর্ভে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। উপনিষদে আছে, "ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ।" এই বংশেই বাল্মীকির জন্ম, তিনি প্রচেতা অর্থাৎ বরুণ হইতে দশম এবং ভৃগু হইতে নবম, এই জন্য বাল্মীকি নিজেকে প্রাচেতস ও ভার্গব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী বলেন, বাল্মীকি ভৃগু বরুণের অসাধারণ পুত্র, এবং অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ মিত্র ও বরুণ দেবতার অসাধারণ পুত্র, ইহার সহিত রামায়ণের বিরোধ দেখা যায়। রামের নিকট সীতার চরিত্রবিশুদ্ধির প্রমাণ বলিতে গিয়া নিজের পরিচয়ে বাল্মীকি বলিতেছেন, "প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন!" ইত্যাদি হইতে প্রচেতা হইতে দশম পুরুষ বুঝায়। তবে যদি বলা যায় যে, প্রচেতার দশ পুত্র, তবে সামঞ্জস্য হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বাল্মীকি ঋষি ভার্গব হইতে পারেন না। ৪-৫

উরুক্রমস্য দেবস্য মায়াবামনরূপিণঃ। কীর্ত্তৌ পত্ন্যাং বৃহচ্ছ্লোকস্তস্যাসন্ সৌভগাদয়ঃ ॥৮॥
তৎকর্ম্মগুণবীর্য্যাণি কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ। পশ্চাদ্বক্ষ্যামহেঽদিত্যাং যথৈবাবততার হ ॥৯॥
অথ কশ্যপদায়াদান্ দৈতেয়ান্ কীর্ত্তয়ামি তে। যত্র ভাগবতঃ শ্রীমান্ প্রহ্রাদো বলিরেব চ ॥১০॥
দিতের্দ্বাবেব দায়াদৌ দৈত্যদানববন্দিতৌ। হিরণ্যকশিপুর্নাম হিরণ্যাক্ষশ্চ কীর্ত্তিতৌ ॥১১॥
হিরণ্যকশিপোর্ভার্য্যা কয়াধুর্নাম দানবী। জম্ভস্য তনয়া সা তু সুষুবে চতুরঃ সুতান্ ॥১২॥
সংহ্রাদং প্রাগনুহ্রাদং হ্রাদং প্রহ্রাদমেব চ। তৎস্বসা সিংহিকানাম রাহুং বিপ্রচিতোঽগ্রহীৎ ॥১৩॥
শিরোঽহরদ্‌যস্য হরিশ্চক্রেণ পিবতোঽমৃতম্। সংহ্রাদস্য মতির্ভার্য্যাসূত পঞ্চজনং ততঃ ॥১৪॥
হ্রাদস্য ধমনির্ভার্য্যাসূত বাতাপিমিল্বলম্। যোঽগস্ত্যায় ত্বতিথয়ে পেচে বাতাপিমিল্বলঃ ॥১৫॥
অনুহ্রাদস্য সূর্য্যায়াং বাষ্কলো মহিষস্তথা। বিরোচনস্তু প্রহ্রাদির্দ্রব্যাং তস্যাভবদ্বলিঃ ॥১৬॥
বাণজ্যেষ্ঠং পুত্রশতমশনায়াং ততোঽভবৎ। তস্যানুভাবং সুশ্লোক্যং পশ্চাদেবাভিধাস্যতে ॥১৭॥
বাণ আরাধ্য গিরিশং লেভে তদ্গণমুখ্যতাম্। যৎপার্শ্বে ভগবানাস্তে হ্যদ্যাপি পুরপালকঃ ॥১৮॥

মায়া দ্বারা বামনরূপী ভগবান্ উরুক্রম দেবের কীর্ত্তি নাম্নী পত্নীর গর্ভে বৃহৎশ্লোক নামে এক পুত্র হয়, তাঁহার সৌভগ প্রভৃতি কতিপয় সন্তান উৎপন্ন হয়। ৮

ঐ কশ্যপনন্দন মহাত্মা বামনদেবের কর্ম্ম, গুণ ও বীর্য্য প্রভৃতি পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বলিব, এবং তিনি যেরূপ ভাবে অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও বলিব। ৯

হে রাজন্! কশ্যপের পুত্র দৈত্যগণের কথা তোমার নিকট বলিতেছি, যাহাদের মধ্যে পরমভাগবত প্রহ্লাদ ও বলি বিদ্যমান আছেন। ১০

হে রাজন্! দিতির দুই পুত্র, তাহারা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে, ঐ উভয়েই দৈত্য-দানববন্দিত ছিল। ১১

হিরণ্যকশিপুর কয়াধু নাম্নী দানবী ভার্য্যা ছিল, সে জম্ভ দানবের কন্যা, সেই কয়াধু সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ, হ্রাদ ও প্রহ্রাদ নামে চারিটি পুত্র প্রসব করে, ঐ সকলের ভগিনী সিংহিকাকে বিপ্রচিত্ত নামে দানব বিবাহ করে, সিংহিকার গর্ভে রাহু জন্মগ্রহণ করে, অমৃত পান করিবার সময় হরি চক্র দ্বারা যাহার মস্তক ছেদন করেন, তাহার পর সংহ্রাদের মতি নাম্নী ভার্য্যা পঞ্চজন নামে দানবকে প্রসব করেন। ১২-১৪

হ্রাদের ভার্য্যার নাম ধমনি, সে বাতাপি ও ইল্বলকে প্রসব করে, যে ইল্বল অতিথিরূপে অগস্ত্য ঋষি উপস্থিত হইলে অগস্ত্যের প্রাণসংহারার্থ মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া দিয়াছিল। ১৫

অনুহ্রাদের ভার্য্যা সূর্য্যা, তাহার গর্ভে বাস্কল ও মহিষ নামে দানবের জন্ম হয়। প্রহ্রাদের পত্নী দ্রব্যা, তাহার গর্ভে বিরোচনের জন্ম হয়, ঐ বিরোচনের পুত্র বলি। ১৬

ঐ বলির অশনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে শত পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে বাণই জ্যেষ্ঠ, ঐ বলির যশঃ কীর্ত্তনার্হ, তাহা আমি পরে বিশেষরূপে বর্ণন করিব। ১৭

বলির পুত্র বাণ ভগবান্ গিরিশের আরাধনা করিয়া শঙ্করের গণমধ্যে প্রাধান্য লাভ করে, যে বাণের পার্শ্বে ভগবান্ শিব অদ্যাপি পুরপালক হইয়া বর্ত্তমান আছেন। ১৮

মরুতশ্চ দিতেঃ পুত্রাশ্চত্বারিংশন্নবাধিকাঃ। ত আসন্নপ্রজাঃ সর্ব্বে নীতা ইন্দ্রেণ সাত্মতাম্ ॥১৯॥

শ্রীরাজোবাচ।

কথং ত আসুরং ভাবমপোহ্যৌৎপত্তিকং গুরো।
ইন্দ্রেণ প্রাপিতাঃ সাত্ম্যং কিং তৎসাধুকৃতং হি তৈঃ ॥২০॥

ইমে শ্রদ্দধতে ব্রহ্মন্নৃষয়ো হি ময়া সহ। পরিজ্ঞানায় ভগবংস্তন্নো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥২১॥

শ্রীসূত উবাচ।

তদ্বিষ্ণুরাতস্য স বাদরায়ণির্বচো নিশম্যাদৃতমল্পমর্থবৎ।
সভাজয়ন্ সংনিভৃতেন চেতসা জগাদ সত্রায়ণ সর্ব্বদর্শনঃ ॥২২॥

শ্রীশুক উবাচ।

হতপুত্রা দিতিঃ শক্রপার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা। মন্যুনা শোকদীপ্তেন জ্বলন্তী পর্য্যচিন্তয়ৎ ॥২৩॥
কদা নু ভ্রাতৃহন্তারমিন্দ্রিয়ারামমুল্বণম্। অক্লিন্নহৃদয়ং পাপং ঘাতয়িত্বা শয়ে সুখম্ ॥২৪॥
কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞাসীদ্‌যস্যেশাভিহিতস্য চ। ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কি বেদনিরয়ো যতঃ ॥২৫॥
আশাসানস্য তস্যেদং ধ্রুবমুন্নদ্ধচেতসঃ। মদশোষক ইন্দ্রস্য ভূয়াদ্ যেন সুতো হি মে ॥২৬॥

হে রাজন্! একোনপঞ্চাশৎ মরুদ্‌গণও দিতির পুত্র, তাহারা সকলেই অপুত্রক, দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে দেবত্ব প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। ১৯

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো! দিতির গর্ভে মরুদ্‌গণ জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সহজ আসুর ভাব কিরূপে পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র কর্তৃক দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন? তাঁহারা কি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন? ২০

হে ব্রহ্মন্! এই সকল ঋষিরা আমার সহিত এই বিষয় জানিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছেন, অতএব আপনি আমাদের নিকট ঐ বিষয় যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করুন। ২১

সূত বলিলেন, হে সত্রায়ণ! শৌনক! রাজা পরীক্ষিতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসনন্দন সর্ব্বদর্শী শুকদেব ঐ অল্পাক্ষর অথচ বহ্বর্থযুক্ত সেই বাক্যের মনে মনে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন। শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বিষ্ণুকে সহায় করিয়া ইন্দ্র পুত্রসকলকে নিহত করিলে, দিতির চিত্ত শোকোদ্দীপ্ত মন্যুতে অত্যন্ত প্রজ্বালিত হইল, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২২-২৩

ভ্রাতৃহন্তা, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত, ক্রূর, কঠিনহৃদয় পাপিষ্ঠ ইন্দ্রকে বিনষ্ট করিয়া কবে সুখে শয়ন করিব। ২৪

প্রভু নামে অভিহিত যে দেহের কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্ম এই সংজ্ঞা হয়, সেই দেহের নিমিত্ত যে ব্যক্তি প্রাণিদ্রোহ করে, সে নিজের স্বার্থ জানে না; কারণ, ঐ প্রাণিদ্রোহ করিলে নরক হয়। ২৫

ইন্দ্র, এই দেহ নিত্য, ইহা মনে করে সুতরাং সে উচ্ছৃঙ্খল, যাহাতে তাহার দর্পহারী পুত্র প্রসব করিতে পারি, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ২৬

বিবৃতি—মৃত্যুর পর দেহের অগ্নিসংস্কার না হইলে উহা পচিয়া কৃমি হয়, উহা শৃগাল-কুকুর প্রভৃতিতে ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠা হয়, আর দাহ করিলে ভস্ম হয়। ২৫

ইতি ভাবেন সা ভর্ত্তুরাচচারাসকৃৎ প্রিয়ম্। শুশ্রূষয়ানুরাগেণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥২৭॥
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ মনোজ্ঞৈর্বল্গুভাষিতৈঃ। মনো জগ্রাহ ভাবজ্ঞা সস্মিতাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥২৮॥
এবং স্ত্রিয়া জড়ীভূতো বিদ্বানপি মনোজ্ঞয়া। বাঢ়মিত্যাহ বিবশো ন তচ্চিত্রং হি যোষিতি ॥২৯॥

বিলোক্যৈকান্তভূতানি ভূতান্যাদৌ প্রজাপতিঃ।
স্ত্রিয়ং চক্রে স্বদেহার্দ্ধং যয়া পুংসাংমতির্হৃতা ॥৩০॥

এবং শুশ্রূষিতস্তাত ভগবান্ কশ্যপঃ স্ত্রিয়া। প্রহস্য পরমপ্রীতো দিতিমাহাভিনন্দ্য চ ॥৩১॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ।

বরং বরয় বামোরু প্রীতস্তেঽহমনিন্দিতে। স্ত্রিয়া ভর্ত্তরি সুপ্রীতে কঃ কাম ইহ চাগমঃ ॥৩২॥
পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্। মানসঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥৩৩॥
স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ। ইজ্যতে ভগবান্ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্ ॥৩৪॥
তস্মাৎ পতিব্রতা নার্য্যঃ শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমে। যজন্তেঽনন্যভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

সোঽহং ত্বয়ার্চ্চিতো ভদ্রে ঈদৃগ্‌ভাবেন ভক্তিতঃ।
তং তে সম্পাদয়ে কামমসতীনাং সুদুর্ল্লভম্ ॥৩৬॥

পতির প্রিয় আচরণ দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, এই ভাব মনে পোষণ করিয়া সেই দিতি, শুশ্রূষা, অনুরাগ, বিনয় ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা পতি কশ্যপের নিরন্তর প্রিয় আচরণ করিয়াছিলেন। ২৭

হে রাজন্! ভাবজ্ঞা দিতি, পরমা ভক্তি, মনোহর প্রিয় ভাষণ, ঈষদ্ধাস্যসহকারে সকটাক্ষ অবলোকন দ্বারা অচিরকালমধ্যেই পতির (কশ্যপের) মনঃ হরণ করিয়াছিলেন। ২৮

হে রাজন্! মনোজ্ঞা স্ত্রীর দ্বারা বিদ্বান্ কশ্যপও জড়ীভূত অতএব স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া "তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব" এই কথা যে বলিলেন, ইহা বিচিত্র নহে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রাণিসকলকে নিঃসঙ্গ দেখিয়া (মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা প্রজাসৃষ্টির জন্য) নিজের দেহার্দ্ধকে স্ত্রী করিয়াছিলেন, যে স্ত্রী অদ্যাবধি পুরুষের মনোহরণ করিয়া থাকে। ২৯-৩০

হে তাত! এইরূপ শুশ্রূষায় পরম প্রীত ভগবান্ কশ্যপ হাস্য করিয়া ও অভিনন্দন করিয়া দিতিকে বলিয়াছিলেন। কশ্যপ বলিলেন, হে বামোরু! হে অনিন্দিতে! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, স্বামী প্রীত হইলে স্ত্রী-লোকের ইহকালে বা পরকালে কোন্ কাম্য পদার্থ অপ্রাপ্য থাকে? ৩১-৩২

হে প্রিয়তমে! নারীগণের পতিই পরম দেবতা, হে সাধ্বি! সর্ব্বপ্রাণীর অন্তঃকরণবর্ত্তী লক্ষ্মীপতি ভগবান্ বাসুদেবই পরম দেবতা ইহা সত্য, এবং সেই ভগবান্ বাসুদেবই নানারূপে নানা দেবতার মূর্ত্তিতে পুরুষগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন এবং স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক তিনিই পতিরূপে পূজিত হয়েন। হে সুমধ্যমে, সেই কারণে পতিব্রতা অথচ মঙ্গলকামা নারীগণ অনন্যভাবে ঈশ্বর ও আত্মা সেই পতিকে পূজা করিয়া থাকেন। হে ভদ্রে! আমি তোমার সেই পতি তোমা কর্ত্তৃক ভক্তিভাবে অর্চ্চিত হইয়াছি। আমি তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিব, যাহা অসতীদিগের সুদুর্লভ। ৩৩-৩৬

দিতিরুবাচ।

বরদো যদি মে ব্রহ্মন্ পুত্রমিন্দ্রহনং বৃণে। অমৃত্যুং মৃতপুত্রাহং যেন মে ঘাতিতৌ সুতৌ ॥৩৭॥

নিশম্য তদ্বচো বিপ্রো বিমনাঃ পর্য্যতপ্যত। অহো অধর্ম্মঃ সুমহানদ্য মে সমুপস্থিতঃ ॥৩৮॥

অহো অর্থেন্দ্রিয়ারামো যোষিন্ময্যেহ মায়য়া। গৃহীতচেতাঃ কৃপণঃ পতিষ্যে নরকে ধ্রুবম্ ॥৩৯॥

কোঽতিক্রমোঽনুবর্ত্তন্ত্যাঃ স্বভাবমিহ যোষিতঃ। ধিঙ্মাং বতাবুধং স্বার্থে যদহং ত্বজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪০॥

শরৎপদ্মোৎসবং বক্ত্রং বচশ্চ শ্রবণামৃতম্। হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং স্ত্রীণাং কো বেদ চেষ্টিতম্ ॥৪১॥

নহি কশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্।
পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ ॥৪২॥

প্রতিশ্রুতং দদানীতি বচস্তন্ন মৃষা ভবেৎ। বধং নার্হতি চেন্দ্রোঽপি তত্রেদমুপকল্পতে ॥৪৩॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মারীচঃ কুরুনন্দন। উবাচ কিঞ্চিৎ কুপিত আত্মানঞ্চ বিগর্হয়ন্ ॥৪৪॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ।

পুত্রস্তে ভবিতা ভদ্রে ইন্দ্রহা দেববান্ধবঃ। সংবৎসরং ব্রতমিদং যদ্যঞ্জো ধারয়িষ্যসি ॥৪৫॥

দিতি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যদি আমাকে বর প্রদান করেন, তবে আমাকে ইন্দ্রহন্তা অমর পুত্র দান করুন, আমি মৃতপুত্রা, ইন্দ্রই আমার দুইটি পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। ৩৭

ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কশ্যপ অত্যন্ত বিমনা হইয়া পরিতাপ করিয়াছিলেন, হায়! অদ্য আমার মহা অধর্ম্ম উপস্থিত হইল। ৩৮

হায়! আমি ইন্দ্রিয়-প্রীতিতে আসক্ত হওয়ায় যোষিন্ময়ী মায়া আমার চিত্তকে বশীভূত করিয়াছে, আমি অতি দীন, নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইব। ৩৯

স্বভাবের অনুবর্ত্তিনী এই অবলার এই বর প্রার্থনায় কি অপরাধ হইয়াছে? আমি স্বার্থানভিজ্ঞ, আমাকেই ধিক্। কারণ, আমি স্বার্থে অনভিজ্ঞ এবং অজিতেন্দ্রিয়। ৪০

কামিনীগণের বদন শরৎকালীন কমলতুল্য, তাহাদের বাক্য শুনিতে অমৃত তুল্য এবং হৃদয় ক্ষুর-ধারের মত তীক্ষ্ণ, সুতরাং তাহাদের চেষ্টা কে বুঝিতে পারে? ৪১

স্বার্থসিদ্ধির জন্য আত্মবৎ প্রতীয়মানা কামিনীগণের বাস্তবিক কেহ প্রিয় নাই, ইহারা নিজের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত পতি, পুত্র, ও ভ্রাতাকে হত্যা করে বা করায়। ৪২

দিতির নিকট আমি বর দিতেছি বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছি, সেই স্বীকারোক্তি মিথ্যা হইতে পারে না; অথচ ইন্দ্রও বধের যোগ্য নহে, সুতরাং সেই বিষয়ে এইরূপ করা যাউক। ৪৩

হে কুরুনন্দন! এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ মরীচিনন্দন কশ্যপ, নিজেকে ধিক্কার প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ কুপিতের ন্যায় বলিয়াছিলেন। ৪৪

কশ্যপ বলিলেন, হে ভদ্রে! তোমার ইন্দ্রহন্তা অথচ দেববান্ধব পুত্র হইবে, যদি তুমি এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত যথাযথভাবে এই ব্রত ধারণ করিতে পার। ৪৫

বিবৃতি—রামায়ণে বালকাণ্ডে মরুদ্গণের উৎপত্তি-বিবরণে দেখা যায়, সহস্র বৎসর দিতি এই ব্রত পালন করিতে আদিষ্টা হইয়া কিঞ্চিদবশিষ্ট থাকা কালে তিনি নিয়ম ভঙ্গ করেন, এ স্থানে এক বৎসর বলা হইয়াছে। ৪৪

দিতিরুবাচ।

ধারয়িষ্যে ব্রতং ব্রহ্মন্ ব্রূহি কার্য্যানি যানি মে। যানি চেহ নিষিদ্ধানি ন ব্রতং ঘ্নন্তি যান্যুত ॥৪৬॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ।

ন হিংস্যাদ্ভূতজাতানি ন শপেন্নানৃতং বদেৎ। ন ছিন্দ্যান্নখরোমাণি ন স্পৃশেদ্যদমঙ্গলম্ ॥৪৭॥

নাপ্সু স্নায়ান্ন কুপ্যেত ন সংভাষেত দুর্জ্জনৈঃ। ন বসীতাধৌতবাসঃ স্রজঞ্চ বিধৃতাং ক্বচিৎ ॥৪৮॥

নোচ্ছিষ্টং চণ্ডিকান্নঞ্চ সামিষং বৃষলাহৃতম্। ভুঞ্জীতোদক্যয়া দৃষ্টং পিবেন্নাঞ্জলিনা ত্বপঃ ॥৪৯॥

নোচ্ছিষ্টাস্পৃষ্টসলিলা সন্ধ্যায়াং মুক্তমূর্দ্ধজা। অনর্চ্চিতাসংযতবাক্ নাসংবীতা বহিশ্চরেৎ ॥৫০॥

নাধৌতপাদাপ্রয়তা নার্দ্রপাদা উদক্শিরাঃ। শয়ীত নাপরাঙ্নান্যৈর্ন নগ্না নচ সন্ধ্যয়োঃ ॥৫১॥

ধৌতবাসাঃ শুচির্নিত্যং সর্ব্বমঙ্গলসংযুতা। পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্গোবিপ্রান্ শ্রিয়মচ্যুতম্ ॥৫২॥

স্ত্রিয়ো বীরবতীশ্চার্চ্চেৎ স্রগ্গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ।
পতিঞ্চার্চ্চ্যোপতিষ্ঠেত ধ্যায়েৎ কোষ্ঠগতঞ্চ তম্ ॥৫৩॥

দিতি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি ব্রত ধারণ করিব, আপনি আমাকে ঐ ব্রতের কার্য্য সকল বলিয়া দিউন, এবং এই ব্রতকালে যাহা নিষিদ্ধ, এবং যাহা ব্রতকে নষ্ট করে না, সেই সকল বলিয়া দিউন। ৪৬

কশ্যপ বলিলেন, হে সুন্দরি! এই ব্রতে একত্রিংশটি নিষেধ আছে, যথা—ব্রতস্থ হইয়া কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না, কাহাকেও অভিশাপ দিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, ও নখ ও রোম ছেদন করিবে না, এবং যাহা অমঙ্গলজনক (অস্থি কপালাদি) কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবে না। ৪৭

জলমধ্যে নামিয়া স্নান করিবে না, এবং কাহারও প্রতি ক্রোধ করিবে না, আর দুর্জ্জনের সহিত বাক্যালাপ করিবে না, আর অধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে না আর কখনও অন্যের ব্যবহৃত মালা ধারণ করিবে না। ৪৮

উচ্ছিষ্টান্ন, পিপীলিকাদি-দূষিত অথবা ভদ্রকালী বা দুর্গাকে নিবেদিতান্ন অথবা কোপপরায়ণা রমণী-স্পৃষ্টান্ন, আমিষযুক্তান্ন, শূদ্রী কর্ত্তৃক আহৃতান্ন, অথবা রজস্বলা-দৃষ্টান্ন ভোজন করিবে না, এবং অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না। ৪৯

হে সুন্দরি! গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার সময় উচ্ছিষ্টা ও অস্পৃষ্টজলা হইবে না অর্থাৎ আচমন না করিয়া বাহিরে যাইবে না, এবং সন্ধ্যাকালে মুক্তকেশা অনর্চ্চিতা অর্থাৎ ভূষণহীনা অসংযতবাক্ এবং অনাবৃতাঙ্গী হইয়া ভ্রমণ করিবে না। ৫০

এই ব্রতে পাদপ্রক্ষালন না করিয়া কিম্বা অপবিত্রা অথবা আর্দ্রপাদ হইয়া শয়ন করিবে না, এবং উত্তর শিরা অথবা পশ্চিম শিরা হইয়া শয়ন করিবে না, এবং বিবস্ত্রা হইয়া অথবা অন্যের সহিত কিম্বা উভয় সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবে না। ৫১

(ব্রতচারিণীর কর্ত্তব্য উপদেশ করিতেছেন) হে দিতি! প্রতিদিন ধৌত বসন পরিধান করিয়া ও শুচি এবং মঙ্গল দ্রব্যসংযুক্তা হইয়া প্রাতঃকালীন ভোজনের পূর্ব্বে গো, বিপ্র এবং লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিবে। ৫২

এবং সধবা স্ত্রীদিগকে গন্ধ, মাল্য, বসন ও ভূষণাদি দ্বারা পূজা করিবে, এবং পতিকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সেবা ও তাঁহাকে আপনার কুক্ষির অভ্যন্তরগতরূপে চিন্তা করিবে। ৫৩

সংবৎসরং পুংসবনং ব্রতমেতদবিপ্লুতম্। ধারয়িষ্যসি চেৎ তুভ্যং শক্রহা ভবিতা সুতঃ ॥৫৪॥
বাঢ়মিত্যভ্যুপেত্যাথ দিতী রাজন্ মহামনাঃ। কশ্যপাদ্গর্ভমাধত্ত ব্রতঞ্চাঞ্জো দধার সা ॥৫৫॥
মাতৃষ্বসুরভিপ্রায়মিন্দ্র আজ্ঞায় মানদ। শুশ্রূষণেনাশ্রমস্থাং দিতিং পর্য্যচরৎ কবিঃ ॥৫৬॥
নিত্যং বনাৎ সুমনসঃ ফলমূলসমিৎকুশান্। পত্রাঙ্কুরমৃদোপশ্চ কালে কাল উপাহরৎ ॥৫৭॥
এবং তস্যা ব্রতস্থায়া ব্রতচ্ছিদ্রং হরির্নৃপ। প্রেপ্সুঃ পর্য্যচরজ্জিহ্মো মৃগহেব মৃগাকৃতিঃ ॥৫৮॥

নাধ্যগচ্ছদ্‌ব্রতচ্ছিদ্রং তৎপরোঽথ মহীপতে।
চিন্তাং তীব্রাং গতঃশক্রঃ কেন মে স্যাচ্ছিবন্ত্বিহ ॥৫৯॥

একদা সা তু সন্ধ্যায়ামুচ্ছিষ্টা ব্রতকর্শিতা। অস্পৃষ্টবার্য্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ সুষ্বাপ বিধিমোহিতা ॥৬০॥
লব্ধ্বা তদন্তরং শক্রো নিদ্রাপহৃতচেতসঃ। দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া ॥৬১॥
চকর্ত্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কনকপ্রভম্। রুদন্তং সপ্তধৈকৈকং মারোদীরিতি তান্ পুনঃ ॥৬২॥
তমূচুঃ পাট্যমানাস্তে সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো নৃপ। কিং ন ইন্দ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব ॥৬৩॥

হে ভদ্রে! তুমি যদি সম্বৎসরকাল পর্য্যন্ত এই পুংসবন ব্রত অস্খলিতভাবে ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ইন্দ্রহন্তা পুত্র হইবে। ৫৪-৫৫

হে রাজন্! উদারচিত্তা দিতি এইরূপই করিব, বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া কশ্যপ হইতে গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথোক্তভাবে ব্রত ধারণ করিলেন অর্থাৎ কশ্যপ যেমন উপদেশ করিলেন, সেইরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণা হইলেন। ৫৬

হে মানদ! মাতৃস্বসার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া স্বার্থদর্শী ইন্দ্র আশ্রমস্থা মাতৃস্বসা দিতির শুশ্রূষা দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ৫৭

ইন্দ্র প্রতিদিন বন হইতে পুষ্প, ফল-মূল, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, পত্র, অঙ্কুর, মৃত্তিকা ও জল উপযুক্ত সময়ে আনিয়া দিতিকে উপহার দিতে লাগিলেন। ৫৮

হে রাজন্! ব্যাধ যেমন মৃগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত কখন কখন মৃগবেশ ধারণ করে, তাহার ন্যায় ব্রতচ্ছিদ্র পাইবার আশায় দেবরাজ ইন্দ্রও কপট সাধুবেশ ধারণ করিয়া ব্রতস্থা দিতির সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ৫৯

হে মহীপতে! দেবরাজ তৎপর হইয়া থাকিলেও কোনরূপ ব্রতচ্ছিদ্র পাইলেন না, তাহাতে তিনি কিরূপে আমার এখানে মঙ্গল হইবে, এইরূপ তীব্র চিন্তান্বিত হইলেন। ৬০

একদিন দৈববিড়ম্বনাবশে সেই দিতি মুগ্ধা হইয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে উচ্ছিষ্টা ব্রতক্লিষ্টা দিতি আচমন ও পাদপ্রক্ষালন না করিয়াই নিদ্রিতা হইলেন। যোগেশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র এই ছিদ্র লাভ করিয়া যোগমায়াবলে দিতির উদরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দিতি নিদ্রায় চেতনাহীনা ছিলেন, তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। ৬১-৬২

ইন্দ্র বজ্র দ্বারা সেই কনকপ্রভ দিতির গর্ভ সাত খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিলেন। তাহাতে ঐ সকল গর্ভখণ্ড রোদন করিতে থাকিলে তাহাদের প্রতি "রোদন করিও না" এইরূপ সস্নেহ বাক্য বলিতে বলিতে প্রত্যেক খণ্ডকে সাত সাত খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়াছিলেন। ৬৩

মা ভৈষ্ট ভ্রাতরো মুহ্যং যূয়মিত্যাহ কৌশিকঃ। অনন্যভাবান্ পার্ষদানাত্মনো মরুতাংগণান্ ॥৬৪॥
ন মমার দিতের্গর্ভঃ শ্রীনিবাসানুকম্পয়া। বহুধা কুলিশক্ষুণ্ণো দ্রৌণ্যস্ত্রেণ যথা ভবান্ ॥৬৫॥
সকৃদিষ্ট্বাদিপুরুষং পুরুষো যাতি সাম্যতাম্। সংবৎসরং কিঞ্চিদূনং দিত্যা যদ্ধরিরর্চ্চিতঃ ॥৬৬॥
সজূরিন্দ্রেণ পঞ্চাশৎ দেবাস্তে মরুতোঽভবন্।
ব্যপোহ্য মাতৃদোষং তে হরিণা সোমপাঃ কৃতাঃ ॥৬৭॥
দিতিরুত্থায় দদৃশে কুমারাননলপ্রভান্। ইন্দ্রেণ সহিতান্ দেবী পর্য্যতুষ্যদনিন্দিতা ॥৬৮॥
অথেন্দ্রমাহ তাতাহমাদিত্যানাং ভয়াবহম্। অপত্যমিচ্ছন্ত্যচরং ব্রতমেতৎ সুদুষ্করম্ ॥৬৯॥
একঃ সংকল্পিতঃ পুত্রঃ সপ্তসপ্তাভবন্ কথম্। যদি তে বিদিতং পুত্র সত্যং কথয় মা মৃষা ॥৭০॥
ইন্দ্র উবাচ।
অম্ব তেঽহং ব্যবসিতমুপধার্য্যাগতোঽন্তিকম্। লব্ধান্তরোঽচ্ছিদং গর্ভমর্থবুদ্ধির্ন ধর্ম্মদৃক্ ॥৭১॥
কৃত্তো মে সপ্তধা গর্ভ আসন্ সপ্ত কুমারকাঃ।
তেঽপি চৈকৈকশো বৃক্নাঃ সপ্তধা নাপিমম্রিরে ॥৭২॥

হে রাজন্! ইন্দ্র যখন ঐ খণ্ড সকলকে পুনর্ব্বার কর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন ঐ গর্ভখণ্ড সকল অঞ্জলি বন্ধন করিয়া দেবরাজকে বলিয়াছিল, হে ইন্দ্র! তুমি কেন আমাদিগকে বধ করিতেছ, আমরা তোমার ভ্রাতা মরুদ্‌গণ! ৬৪

ইন্দ্র সেই অনন্যভাব আপনার পার্ষদ মরুদ্‌গণকে বলিলেন, ভয় করিও না, তোমরা আমার ভ্রাতা। ৬৫

হে রাজন্! যেরূপ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইয়াও শ্রীনিবাসের অনুগ্রহে তুমি মর নাই, সেইরূপ ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়াও দিতির গর্ভ মরিল না। ৬৬

যে ভগবান্ হরিকে একবার মাত্র অর্চ্চনা করিলে পুরুষ তদীয় পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়, দিতি কিঞ্চিন্ন্যূন এক বৎসর কাল সেই হরির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার গর্ভ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? ৬৭

হে রাজন্! দিতির সেই গর্ভখণ্ড সকল মাতৃদোষ অর্থাৎ আসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের সহিত মিলিত ভাবে পঞ্চাশৎ সংখ্যক মরুৎ নামক দেবতা হইয়াছিলেন; ভগবান্ হরি তাঁহাদিগকে সোমপ করিয়াছিলেন। ৬৮

দিতি নিদ্রা হইতে উঠিয়া বহ্নিসদৃশ তেজঃসম্পন্ন পুত্রগণকে ইন্দ্রের সহিত (এক স্থানে দেবভাবাপন্ন) দর্শন করিলেন, তাহাতে দিতি পরিতুষ্টা হইলেন। ৬৯

অনন্তর দিতি ইন্দ্রকে বলিলেন, হে বৎস! আমি অদিতির পুত্রগণের ভয়াবহ একটি পুত্র হউক, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া এই দুষ্কর ব্রত করিয়াছিলাম। ৭০

হে বৎস! আমি একটি মাত্র পুত্র পাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিরূপে উনপঞ্চাশটি হইল? হে পুত্র! যদি তোমার কিছু জানা থাকে, তবে আমাকে উহা সত্য করিয়া বল, মিথ্যা কথা বলিও না। ৭১

বলিলেন, হে অম্ব! আমি আপনার মনের ভাব জানিতে পারিয়া আপনার নিকটে আগমন করি, তাহার পর ছিদ্র পাইয়া আপনার গর্ভচ্ছেদন করি, হে মাতঃ! এই কার্য্য স্বার্থবুদ্ধিতে করিয়াছি, ধর্ম্মবুদ্ধিতে করি নাই। ৭২

ততস্তৎ পরমাশ্চর্য্যং বীক্ষ্য ব্যবসিতং ময়া। মহাপুরুষপূজায়াঃ সিদ্ধিঃ কাপ্যানুষঙ্গিনী ॥৭৩॥
আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ। যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ ॥৭৪॥
আরাধ্যাত্মপ্রদং দেবং স্বাত্মানং জগদীশ্বরম্। কো বৃণীত গুণস্পর্শং বুধঃ স্যান্নরকেঽপি যৎ ॥৭৫॥
তদিদং মম দৌর্জন্যং বালিশস্য মহীয়সি। ক্ষন্তুমর্হসি মাতস্ত্বং দিষ্ট্যা গর্ভো মৃতোত্থিতঃ ॥৭৬॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইন্দ্রস্ত্বয়াভ্যনুজ্ঞাতঃ শুদ্ধভাবেন তুষ্টয়া। মরুদ্ভিঃ সহতাং নত্বা জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ ॥৭৭॥
এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। মঙ্গলং মরুতাং জন্ম কিং ভূয়ঃ কথয়ামি তে ॥৭৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে মরুদুৎপত্তিরষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হে মাতঃ! আমি প্রথমে আপনার গর্ভ সপ্ত খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করি, উহাতে সাতটি বালক হয়, পরে সেই সাত খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে সাত সাত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলাম, কিন্তু তাহাতেও ঐ বালক মরিল না। ৭৩

তাহার পর এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া আমি ইহাই স্থির করিলাম যে, মহাপুরুষ পূজার ইহা একটি আনুষঙ্গিকী সিদ্ধি। ৭৪

মা! যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া ভগবানের আরাধনা করেন, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও ইচ্ছা করেন না, তাঁহারাই স্বার্থকুশল বলিয়া স্মৃত হয়েন। ৭৫

ভগবান্ হরি জগতের অধীশ্বর আত্মা, তিনি আরাধিত হইয়া আত্মপ্রদান করেন, ইহা বিবেচনা করিলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষয়ভোগের বর প্রার্থনা করিবে? যে বিষয়ভোগ নরকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭৬

হে মহত্তমে! মাতঃ! আমি মূর্খ, আমার এই দুর্জ্জনোচিত কার্য্য আপনি ক্ষমা করুন। বড়ই সুখের বিষয় এই যে, আপনার গর্ভ মরিয়াও বাঁচিয়া উঠিয়াছে। শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! তখন দিতি ইন্দ্রের শুদ্ধ ভাবে পরিতুষ্টা হইয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন ইন্দ্র মরুদ্গণসহ দিতিকে নমস্কার করিয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিলেন। ৭৭-৭৮

হে রাজন্! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই মঙ্গলজনক মরুদ্গণের জন্মবৃত্তান্ত তোমার নিকট সকল বলা হইল, আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর তাহা বল, যাহা আমি তোমাকে বলিব। ৭৯

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

ব্রতং পুংসবনং ব্রহ্মন্ ভবতা যদুদীরিতম্। তস্য বেদিতুমিচ্ছামি যেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥১॥

শ্রীশুক উবাচ।

শুক্লে মার্গশিরে পক্ষে যোষিদ্ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া। আরভেত ব্রতমিদং সর্ব্বকামিকমাদিতঃ ॥২॥

নিশম্য মরুতাং জন্ম ব্রাহ্মণাননুমন্ত্র্য চ। স্নাত্বা শুক্লদতী শুক্লে বসীতালঙ্কৃতাম্বরে।

পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্ভগবন্তং শ্রিয়া সহ ॥৩॥

অলং তে নিরপেক্ষায় পূর্ণকাম নমোঽস্তু তে। মহাবিভূতিপতয়ে নমঃ সকলসিদ্ধয়ে ॥৪॥

যথা ত্বং কৃপয়া ভূত্যা তেজসা মহিমৌজসা। জুষ্ট ঈশগুণৈঃ সর্ব্বৈস্ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ ॥৫॥

বিষ্ণুপত্নি মহামায়ে মহাপুরুষলক্ষণে। প্রীয়েথা মে মহাভাগে লোকমাতর্নমোঽস্তু তে ॥৬॥

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায় মহাবিভূতিপতয়ে সহ মহাবিভূতিভির্বলিমুপহরামীতি। অনেনাহরহর্মন্ত্রেণ বিষ্ণোরাবাহনার্ঘ্যপাদ্যোপস্পর্শনস্নানবাসউপবীতবিভূষণগন্ধপুষ্পধূপদীপোপহারাদ্যুপচারান্ সুসমাহিতোপাহরেৎ ॥৭॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যে পুংসবন ব্রত বলিলেন, যাহা দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েন, সেই ব্রতের প্রভাব জানিতে ইচ্ছা করি। ১

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ তিথি হইতে রমণী স্বামীর অনুমতিক্রমে এই সর্ব্বকামফলপ্রদ ব্রত আরম্ভ করিবে। ২

মরুদ্‌গণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া ধৌতদন্তা রমণী স্নান করিয়া শুভ্র বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিবে ও অলঙ্কার পরিধান করিবে, তাহার পর প্রাতঃকালীন ভোজনের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর পূজা করিবে। ৩

হে ভগবন্! আপনার সকলই পর্য্যাপ্ত, অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই, হে পূর্ণকাম! আপনাকে নমস্কার করি, হে প্রভো! আপনি নিরপেক্ষ অথচ মহাবিভূতির (লক্ষ্মীর) পতি, আপনার অণিমাদি সকল সিদ্ধি আছে, আপনাকে নমস্কার করি। ৪

হে ঈশ! আপনি দয়া, ধৈর্য্য, তেজ, সামর্থ্য, মহিমা প্রভৃতি ও অন্যান্য সর্ব্বগুণে সর্ব্বদা যথাবৎ যুক্ত আছেন, অতএব আপনি ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়েন, আপনাকে নমস্কার করি। ৫

(বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া লক্ষ্মীকে নমস্কার করিতেছেন) হে মহামায়ে! হে বিষ্ণুপত্নি! হে মহাপুরুষলক্ষণযুক্তে! হে মহাভাগে! হে লোকমাতঃ! আপনি আমার প্রতি প্রীতা হউন, আমি আপনাকে নমস্কার করি। ৬

তদনন্তর সমাহিত হইয়া মহানুভব মহাপুরুষ ভগবান্‌কে নমস্কার করি, মহা বিভূতি সহিত সেই মহাবিভূতিপতি ভগবানের পূজোপহার আহরণ করি এই মন্ত্রে ভগবানের আবাহন পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, উপবীত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি উপচার উপহার দিবে। ৭

হবিঃশেষঞ্চ জুহুয়াদনলে দ্বাদশাহুতীঃ ॥

ওঁ নমো ভাগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহেতি ॥৮॥

শ্রিয়ং বিষ্ণুঞ্চ বরদাবাশিষাং প্রভবাবুভৌ। ভক্ত্যা সংপূজয়েন্নিত্যং যদীচ্ছেৎ সর্ব্বসম্পদঃ ॥৯॥

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্তিপ্রহ্বেন চেতসা। দশবারং জপেন্মন্ত্রং ততঃ স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥১০॥

যুবাং তু বিশ্বস্য বিভূ জগতঃ কারণং পরম্। ইয়ং হি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা মায়াশক্তির্দুরত্যয়া ॥১১॥

তস্যা অধীশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বমেব পুরুষঃ পরঃ। ত্বং সর্ব্বযজ্ঞ ইজ্যেয়ং ক্রিয়েয়ং ফলভুগ্‌ভবান্ ॥১২॥

গুণব্যক্তিরিয়ং দেবী ব্যঞ্জকো গুণভুগ্‌ভবান্। ত্বং হি সর্ব্বশরীর্য্যাত্মা শ্রীঃ শরীরেন্দ্রিয়াশয়াঃ।

নামরূপে ভগবতী প্রত্যয়স্ত্বমপাশ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥

যথা যুবাং ত্রিলোকস্য বরদৌ পরমেষ্ঠিনৌ। তথা ম উত্তমঃশ্লোক সন্তু সত্যা মহাশিষঃ ॥১৪॥

ইত্যভিষ্টূয় বরদং শ্রীনিবাসং শ্রিয়া সহ। তন্নিঃসার্য্যোপহরণং দত্ত্বাচমনমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ততস্তুবীত স্তোত্রেণ ভক্তিপ্রহ্বেণ চেতসা। যজ্ঞোচ্ছিষ্টমবঘ্রায় পুনরভ্যর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥১৬॥

পতিঞ্চ পরয়া ভক্ত্যা মহাপুরুষচেতসা। প্রিয়ৈস্তৈস্তৈরুপনমেৎ প্রেমশীলঃ স্বয়ং পতিঃ।

বিভৃয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি পত্ন্যা উচ্চাবচানি চ ॥১৭॥

এবং ঐ সকল উপহারের অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে, তাহা দ্বারা দ্বাদশটি আহুতি দিবে। ৮

হোমের মন্ত্র এই—ভগবন্ মহাপুরুষ মহাবিভূতি-পতিকে নমস্কার স্বাহা। ৯

হে রাজন্! লোকে যদি সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ ইচ্ছা করে, তাহা হইলে যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু দানে সমর্থ, সেই লক্ষ্মী ও বিষ্ণু উভয়কে সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিবে। ১০

ভক্তিবশে বিনম্রচিত্তে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে এবং দশবার মন্ত্র জপ করিবে। ১১

হে ভগবন্! হে ভগবতি! আপনারা দুই জনেই বিশ্বের অধীশ্বর, জগতের পরম কারণ এই লক্ষ্মীদেবী প্রকৃতি, যিনি সূক্ষ্মা, দুরত্যয়া মায়াশক্তি; আপনি ইঁহারও অধীশ্বর, অতএব আপনিই সাক্ষাৎ পরমপুরুষ। ১২

হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বযজ্ঞ, ইনি ইজ্যা অর্থাৎ ভাবনাখ্য পুরুষব্যাপার, ইনি ক্রিয়া, আপনি ফলভোগকর্ত্তা, ইনি সত্ত্বাদি গুণের অভিব্যক্তিস্বরূপা, আর আপনি গুণের অভিব্যঞ্জক এবং ভোক্তা। ১৩

হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বশরীরের আত্মা, আর এই শ্রী শরীর ইন্দ্রিয় ও প্রাণস্বরূপা এবং নাম-রূপ-স্বরূপা, আর আপনি নাম-রূপের প্রকাশক ও ঐ দুইটির আধার। ১৪

হে উত্তমঃশ্লোক! আপনারা দুই জন জগতের পরমেষ্ঠী অর্থাৎ প্রজাপতি, এবং সকলের বরদ প্রভু, আপনাদের প্রসাদে আমাদের প্রার্থনীয় বিষয় সকল সত্য হউক। ১৫

এইরূপ ভাবে বরদ শ্রীনিবাস পরম পুরুষকে লক্ষ্মীর সহিত স্তব করিয়া নিবেদিত উপহার সকল সে স্থান হইতে নিঃসারিত করিবে, পরে আচমনীয় প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করিবে। ১৬

তাহার পর ভক্তিনম্রচিত্তে স্তব করিবে, এবং যজ্ঞোচ্ছিষ্ট আঘ্রাণ করিয়া পুনর্ব্বার হরির পূজা করিবে। ১৭

কৃতমেকতরেণাপি দম্পত্যোরুভয়োরপি।
পত্ন্যাং কুর্য্যাদনর্হায়াং পতিরেতৎ সমাহিতঃ ॥১৮॥
বিষ্ণোর্ব্রতমিদং বিভ্রন্ন বিহন্যাৎ কথঞ্চন। বিপ্রান্ স্ত্রিয়ো বীরবতীঃ স্রগ্গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ।
অর্চ্চেদহরহর্ভক্ত্যা দেবং নিয়মমাস্থিতা ॥ ১৯ ॥
উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ।
অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥ ২০ ॥
এতেন পূজাবিধিনা মাসান্ দ্বাদশ হায়নম্।
নীত্বাথোপরমেৎ সাধ্বী কার্ত্তিকে চরমেঽহনি ॥২১॥
শ্বোভূতেঽপ উপস্পৃশ্য কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ।
পয়ঃশৃতেন জুহুয়াচ্চরুণা সহ সর্পিষা।
পাকযজ্ঞবিধানেন দ্বাদশৈবাহুতীঃ পতিঃ ॥ ২২ ॥
আশিষঃ শিরসাদায় দ্বিজৈঃ প্রীতৈঃ সমীরিতাঃ।
প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা ভুঞ্জীত তদনুজ্ঞয়া ॥২৩॥
আচার্য্যমগ্রতঃ কৃত্বা বাগ্‌যতঃ সহ বন্ধুভিঃ।
দদ্যাৎ পত্ন্যৈ চরোঃ শেষং সুপ্রজস্ত্বং সুসৌভগম্ ॥২৪॥

তাহার পর গৃহীতব্রতা পত্নী পরম ভক্তিসহকারে মহাপুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধিতে পতির প্রিয় দ্রব্য সকল দ্বারা ভজনা করিবে এবং পতিও প্রেমশীল হইয়া পত্নীর কৃত ছোট বড় সকল কার্য্যের অনুকূল হইবেন। ১৮

হে রাজন্! এই পুংসবন ব্রত স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এক জন করিলেও উভয়েরই ফল হইবে, পত্নী ব্রতাচরণের অযোগ্যা হইলে পতিই সমাহিত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিবে। ১৯

হে রাজন্! বিষ্ণুর এই ব্রত ধারণ করিলে কোন প্রকারে সন্তানবিচ্ছেদ হয় না, এই ব্রতে ব্রাহ্মণ ও সধবা স্ত্রীগণকে মাল্য, গন্ধ, পূজোপহার ও অলঙ্কার দিয়া অর্চ্চনা করিবে, এবং ভক্তিসহকারে প্রতিদিন ভগবানের আরাধনা করিবে, তাহার পর আরাধ্য দেবকে নিজ ধামে বাসার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আত্মবিশুদ্ধি ও সকল প্রকার কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের অগ্রে নিবেদিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভক্ষণ করিবে. এই প্রকার পূজার অনুষ্ঠান দ্বারা দ্বাদশমাস অতিবাহিত করিয়া সাধ্বী রমণী কার্ত্তিক মাসের শেষ দিনে উপবাস করিবে, রাত্রি প্রভাতে পর দিন প্রাতঃকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবে। ২০-২৩

পাকযজ্ঞ বিধান অনুসারে অর্থাৎ চরু পাকের যে বিধি আছে, তদনুসারে ঘৃতযুক্ত চরু দ্বারা পতি দ্বাদশটি আহুতি প্রদান করিবে।

পরে ব্রাহ্মণগণ প্রীত হইয়া যে আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহা মস্তক অবনত করিয়া গ্রহণ করিবে এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিবে; পরে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ভোজন করিবে।

আচার্য্যকে অগ্রে করিয়া বন্ধুগণসহ সংযতবাক্য পতি সৌভাগ্য ও সুসন্তানপ্রদ চরুর শেষ পত্নীকে প্রদান করিবে। ২৪

এতচ্চরিত্বা বিবিধবদ্‌ব্রতং বিভোরভীপ্সিতার্থং লভতে পুমানিহ।
স্ত্রী চৈতদাস্থায় লভেত সৌভগং শ্রিয়ং প্রজাং জীবপতিং যশো গৃহম্ ॥২৫॥
কন্যা চ বিন্দেত সমগ্রলক্ষণং পতিং ত্ববীরা হতকিল্বিষাং গতিম্।
মৃতপ্রজা জীবসুতা ধনেশ্বরী সুদুর্ভগা সুভগা রূপমগ্রিয়ম্।
বিন্দেদ্বিরূপা বিরুজা বিমুচ্যতে য আময়াবীন্দ্রিয়কল্যদেহম্ ॥২৬॥
এতৎ পঠন্নভ্যুদয়ে চ কর্ম্মণ্যনন্ততৃপ্তিঃ পিতৃদেবতানাম্।
তুষ্টাঃ প্রযচ্ছন্তি সমস্তকামান্ হোমাবসানে হুতভুক্ শ্রীর্হরিশ্চ ॥২৭॥
রাজন্মহন্মরুতাং জন্ম পুণ্যং দিতের্ব্রতং চাভিহিতং মহৎ তে ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রতকথনমেকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

পুরুষ এই সংসারে ভগবান্ বিষ্ণুর এই পুংসবন-ব্রত যথাবিধি আচরণ করিয়া নিজের অভীপ্সিতার্থ লাভ করে, স্ত্রীলোক এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া সৌভাগ্য, সম্পদ্, সন্তান, অবৈধব্য, যশঃ ও গৃহ প্রাপ্ত হয়।

কন্যা এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে সমগ্র সুলক্ষণা-ক্রান্ত পতি লাভ করে, বিধবা স্ত্রী পাপশূন্য গতি অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করে, মৃতবৎসা রমণী এই ব্রত-প্রসাদে জীববৎসা হয় এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যশালিনী রমণীও এই ব্রতের ফলে সৌভাগ্যশালিনী ধনেশ্বরী হয় ও উত্তম রূপ লাভ করে, আর রূপহীনা নারী মনোহর রূপ লাভ করে এবং এই ব্রতের মাহাত্ম্যে রোগিণী রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদিসহ সমর্থ দেহ লাভ করে, যে ব্যক্তি অভ্যুদয় কর্ম্মে অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি কালে এই আখ্যান পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ অনন্ত তৃপ্তি লাভ করে, আর হোমাবসানে হুতভোজী হুতাশন, হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, এবং হরি ইঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। হে রাজন্! মরুদ্‌গণের এই পবিত্র জন্ম এবং দিতির মহৎ ব্রত-বৃত্তান্ত তোমার নিকট কথিত হইল। ২৫-২৮

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়।

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

সপ্তম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ব্রহ্মন্ ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রস্যার্থে কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা ॥১॥

নহ্যস্যার্থঃ সুরগণৈঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সাত্মনঃ। নৈবাসুরেভ্যো বিদ্বেষো নোদ্বেগশ্চাগুণস্য হি ॥২॥

ইতি নঃ সুমহাভাগ নারায়ণগুণান্ প্রতি। সংশয়ঃ সুমহান্ জাতস্তদ্ভবাংশ্ছেত্তুমর্হতি ॥৩॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহারাজ হরেশ্চরিতমদ্ভুতম্ যদ্ভাগবতমাহাত্ম্যং ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! যিনি সর্ব্বভূতে সম, প্রিয় ও সুহৃৎ, সেই ভগবান্ ইন্দ্রের নিমিত্ত বিষমের ন্যায় কিরূপে দৈত্য-দানবগণকে বধ করিলেন? ১

(প্রয়োজনানুসারে পক্ষপাতিতা ও ভয়ের কারণ বিদ্বেষ সম্ভব হইলেও এস্থলে তাহার সম্ভাবনা নাই এই কথা বলিতেছেন) হে মুনে! এই সাক্ষাৎ পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের দেবগণ হইতে কি সিদ্ধ হইবে? আর যিনি স্বয়ং নির্গুণ, তাঁহার অসুরসমূহ হইতে ভয়েরই বা সম্ভাবনা কি? আর তাঁহার কাহারও সহিত বিদ্বেষ ভাব নাই, তবে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ ভগবান্ ঐরূপ গর্হিত করিলেন কেন? ২

হে মহাভাগ! নারায়ণের (অনুগ্রহ নিগ্রহ) গুণের প্রতি আমাদের এইরূপ সুমহান্ সংশয় জন্মিয়াছে, অতএব আপনি আমাদের এই সংশয় ছেদন করিয়া দিউন। ৩

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! তুমি ভাল কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ভগবান্ হরির চরিত্র অতি অদ্ভুত, যেহেতু ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ৪

বিবৃতি—সপ্তম স্কন্ধে উতি অর্থাৎ বাসনার বর্ণন, উতি পুরাণের যে দশলক্ষণ আছে, তাহার অন্যতম, এই উতি বা বাসনা শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে দুই প্রকার যথা—শুভ বাসনা ও অশুভ বাসনা, মহদ্ব্যক্তির কোপে অশুভ বাসনা ও তাঁহাদের অনুগ্রহে শুভ বাসনা হইয়া থাকে, যেমন সনকাদির কোপে জয়-বিজয় বৈকুণ্ঠবাসী ভগবানের দ্বারপাল হইয়াও অশুভ বাসনা লাভ করে এবং নারদের অনুগ্রহে প্রহ্লাদের নৃসিংহে শুভ বাসনা (ভক্তি) জন্মে, আর নিজ ভক্ত প্রতিকূলাচারী হইলেও ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করেন, যেমন জয়-বিজয়কে তৃতীয় জন্মে উদ্ধার করা; অতএব মদনুগ্রহলাভার্থ সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই উপদেশ এই স্কন্ধে বিবৃত হইয়াছে। রাজা পরীক্ষিৎ পূর্ব্ব-স্কন্ধান্তে দিতির পুত্রনাশ জন্য বিলাপ শুনিয়াছেন, সেই জন্য বিস্ময় প্রকাশ করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছেন যে, যিনি সকলের নিকট সমান, তিনি একের পক্ষ হইয়া অপরকে বিনাশ করিলে তাহার বৈষম্যই হয়, সমান থাকে কিরূপে? ১

গীয়তে পরমং পুণ্যমৃষিভির্নারদাদিভিঃ। নত্বা কৃষ্ণায় মুনয়ে কথয়িষ্যে হরেঃ কথাম্ ॥৫॥
নির্গুণোঽপি হ্যজোঽব্যক্তোভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বমায়াগুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ ॥৬॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ। ন তেষাং যুগপদ্রাজন্ হ্রাস উল্লাস এব বা ॥৭॥
জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্।
তমসো যক্ষরক্ষাংসি তৎকালানুগুণোঽভজৎ ॥৮॥
জ্যোতিরাদিরিবাভাতি সংঘাতান্ন বিবিচ্যতে। বিদন্ত্যাত্মানমাত্মস্থং মথিত্বা কবয়োঽন্ততঃ ॥৯॥
যদা সিসৃক্ষুঃ পুর আত্মনঃ পরো রজঃ সৃজত্যেষ পৃথক্ স্বমায়য়া।
সত্ত্বং বিচিত্রাসু রিরংসুরীশ্বরঃ শয়িষ্যমাণস্তম ঈরয়ত্যসৌ ॥ ১০ ॥

এই কারণে নারদাদি ঋষিগণ পরম পবিত্র ভগবচ্চরিত্র সর্ব্বদাই গান করিয়া থাকেন, আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষিকে নমস্কার করিয়া হরি-কথা বলিব, তুমি ইহা শ্রবণ কর। ৫

হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির পর অতএব নির্গুণ অজ ও অব্যক্ত অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি নিমিত্তী-ভূত দেহেন্দ্রিয়রহিত, তথাপি স্বীয় মায়ার গুণ অধিষ্ঠান করিয়া বাধ্য ব্যক্তিদিগের প্রতি বাধকতা প্রাপ্ত হয়েন, অথবা দেব ও দানবদিগের যে পরস্পর বাধ্যবাধকতা তাহার হেতু হয়েন। ৬

সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতির, আত্মার নহে, এই সকল গুণ স্বকীয় না হওয়ায় ভগবান্‌কে প্রাকৃত পুরুষ বলা যায় না, হে মহারাজ! এই গুণ সকলের একেবারে হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। ৭

সত্ত্বগুণ আপনার বৃদ্ধি সময়ে দেব ও ঋষিগণকে ভজনা করে, অর্থাৎ তত্তদ্দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা-দিগকে বর্দ্ধিত করে, এইরূপ রজোগুণ আপনার বৃদ্ধিকালে অসুরদিগকে এবং তমোগুণ স্বীয় উন্নতি সময়ে কালের অনুকূল হইয়া যক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতিতে অবলম্বন করে। ৮

(ভগবান্ সর্ব্বত্র সম হইলেও নিমিত্তভেদে তাহার বৈষম্য হইতে পারে, এই কথা বলিতেছেন) যেমন কাষ্ঠাদিতে অগ্নি, পাত্রাদিতে জল, ঘটপটাদিতে আকাশ নানা রূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ গুণভেদে সেই ভগবান্ নানা রূপে প্রকাশ পান, অসুরাদি তত্তদ্দেহ হইতে বিভক্ত হয়েন না। (তিনি অসুরাদি দেহ আশ্রয় করেন, ইহা কিরূপে জানিব? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন) নিপুণ ব্যক্তিরা স্বভাব কর্ম্ম দ্বারা আত্মস্থ ঐ আত্মাকে মন্থন করিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম, দর্শন লিঙ্গ দ্বারা বিচার করিয়া অবগত হয়েন, অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠাদিতে দাহ দেখিয়া জ্যোতিঃ বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ নিপুণ ব্যক্তিরা অসুরাদি দেহে কার্য্য দেখিয়া পরমাত্মার স্থিতি নিশ্চয় করিয়া থাকেন। ৯

(ভগবানে এরূপ বৈষম্য মায়াগুণ নিবন্ধন হইয়া থাকে—উহা স্বাভাবিক নয়, তবে গুণপরতন্ত্র বলিয়া তাহার অনীশ্বরত্ব কেন হইবে না ইহার উত্তরে বলিতেছেন) পরমেশ্বর জীবের ভোগ নিমিত্ত যখন স্বীয় মায়া দ্বারা পুর-দেহ সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তখন সাম্যাবস্থায় স্থিত রজোগুণকে পৃথক্ সৃজন করিয়া থাকেন, পরে ঐ সকল বিচিত্র পুরে দেহে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া সত্ত্বগুণকে পৃথক্ রূপে সৃজন করেন, তাহার পর শয়ন ও সংহার করিব বলিয়া তমোগুণকে প্রেরণ করেন। ১০

কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং প্রধানপুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ।
য এষ রাজন্নপি কাল ঈশিতা সত্ত্বং সুরানীকমিবৈধয়ত্যতঃ।
তৎপ্রত্যনীকানসুরান্ সুরপ্রিয়ো রজস্তমস্কান্ প্রমিণোত্যুরুশ্রবাঃ ॥১১॥
অত্রৈবোদাহৃতঃ পূর্ব্বমিতিহাসঃ সুরর্ষিণা। প্রীত্যা মহাক্রতৌ রাজন্ পৃচ্ছতেঽজাতশত্রবে ॥১২॥
দৃষ্ট্বা মহাদ্ভুতং রাজন্ রাজসূয়ে মহাক্রতৌ। বাসুদেবে ভগবতি সাযুজ্যং চেদিভূভুজঃ ॥১৩॥
তত্রাসীনং সুরঋষিং রাজা পাণ্ডুসুতঃ ক্রতৌ। পপ্রচ্ছ বিস্মিতমনা মুনীনাং শৃণ্বতামিদম্ ॥১৪॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্ল্লভৈকান্তিনামপি। বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ ॥১৫॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব্ব এব বয়ং মুনে। ভগবন্নিন্দয়া বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ ॥১৬॥
দমঘোষসুতঃ পাপ আরভ্য কলভাষণাৎ। সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্ম্মতিঃ ॥১৭॥
শপতোরসকৃদ্বিষ্ণুং যদ্ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্। শ্বিত্রো ন জাতো জিহ্বায়াং নান্ধং বিবিশতুস্তমঃ ॥১৮॥

(সেই পরমাত্মা কালের ও প্রকৃতি-পুরুষের অধীন নহেন এই কথা শ্লোকদ্বয়ে বলা যাইতেছে) হে নরদেব! সেই পরমাত্মাই অমোঘ কর্ত্তা অর্থাৎ সত্যকারী তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ দ্বারা আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান কালকে আপনিই সৃজন করেন, অতএব কাল তাঁহার চেষ্টাস্বরূপ, সুতরাং তিনি কালের অধীন নহেন, হে রাজন্! এই কালই সেই ঈশ্বর, তিনি সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণকে বর্দ্ধিত করেন, অতএব সত্ত্বগুণপ্রিয় সেই পরমেশ্বর দেবগণের বিরোধী রজোগুণ ও তমোগুণপ্রধান অসুরগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। ১১

হে রাজন্! রাজসূয় মহাযজ্ঞে দীক্ষিত মহারাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে দেবর্ষি নারদ এই বিষয়েই অর্থাৎ ভগবান্ যে দৈত্য বধ করেন, ইহাতে তাঁহার দেব-প্রীতি বা অসুরবিদ্বেষ নাই, এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত একটি ইতিহাস বলিয়াছিলেন। ১২

হে রাজন্! রাজসূয় মহাযজ্ঞে ভগবান্ বাসুদেবে চেদিরাজ শিশুপালের সাযুজ্য মুক্তিলাভরূপ মহা অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সেই যজ্ঞস্থানে উপবিষ্ট দেবর্ষি নারদকে পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বিস্মিত মনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১৩-১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আহা! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার, যাহা একান্ত ভক্তগণেরও দুর্ল্লভ, সেই পরম তত্ত্ব ভগবান্ বাসুদেবস্বরূপপ্রাপ্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিরবিদ্বেষী চেদিরাজ শিশুপালেরও সম্ভব হইল। ১৫

হে ভগবন্! আমরা সকলেই ইহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি যে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? কারণ, বেণ রাজা ভগবানের নিন্দা করায় ব্রাহ্মণগণ তাহাকে নরকে পাতিত করেন, আর এই দম ঘোষের পুত্র পাপিষ্ঠ শিশুপাল বাক্যস্ফূরণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ গোবিন্দের প্রতি মাৎসর্য্যসম্পন্ন এবং দুর্ম্মতি দন্তবক্রও সেইরূপ ভগবানে মাৎসর্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে, ইহারা অব্যয়, পরব্রহ্ম বিষ্ণুকে নিরন্তর কটু বাক্য বলিলেও ইহাদের জিহ্বায় কুষ্ঠ রোগ হয় নাই এবং দুই দুরাত্মারা এখনও ঘোরতর নরকে প্রবেশ করে নাই। ১৬-১৭

বিবৃতি—উক্ত প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, গুণ-কৃত বৈষম্যই সন্নিধানমাত্রে অধিষ্ঠাতার স্ফুরণ পায়। ১২

কথং তস্মিন্ ভগবতি দুরবগ্রাহ্যধামনি। পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং লয়মীয়তুরঞ্জসা ॥১৯॥
এতদ্‌ভ্রাম্যতি মে বুদ্ধির্দীপার্চ্চিরিব বায়ুনা। ব্রূহ্যেতদদ্ভুততমং ভগবান্ হ্যত্র কারণম্ ॥২০॥
শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
রাজ্ঞস্তদ্বচ আকর্ণ্য নারদো ভগবানৃষিঃ। তুষ্টঃ প্রাহ তমাভাষ্য শৃণ্বত্যাস্তৎসদঃ কথাঃ ॥২১॥
শ্রীনারদ উবাচ।
নিন্দনস্তবসৎকারন্যক্কারার্থং কলেবরম্। প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥ ২২ ॥
হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা। বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥২৩॥
যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ। তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ।
পরস্য দমকর্ত্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে ॥২৪॥
তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা। স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥২৫॥
যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥২৬॥
কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥২৭॥

যে ভগবানের স্বরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে ইহারা সর্ব্বলোক সমক্ষে কি প্রকারে লয় প্রাপ্ত হইল ? ১৯

হে ব্রহ্মন্! এই বিষয়ে আমার বুদ্ধি বায়ু কর্তৃক চালিত দীপশিখার ন্যায় অস্থির অর্থাৎ আমি ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এই অদ্ভুততম বিষয়ের কারণ কি তাহা বলুন। ২০

ব্যাসনন্দন শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সকল কথা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ঐ কথা শ্রবণোৎসুক সভাসদ্‌গণের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন। ২১

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! নিন্দা, স্তব, সৎকার, তিরস্কার ইত্যাদি জ্ঞানের নিমিত্ত প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক কর্তৃক এই কলেবর রচিত হইয়াছে। ২২

হে রাজন্! সেই কলেবরে অভিমান নিবন্ধন প্রাণিগণের আমি ও আমার এই বৈষম্য হয়, এবং তাড়না ও নিন্দানিবন্ধন হিংসা যেমন হইয়া থাকে। ২৩

সাধারণের এই দেহে অভিমান নিবদ্ধ, সুতরাং এই দেহের বধে প্রাণিবধ হইয়া থাকে কিন্তু যিনি অখিলের আত্মা পরমেশ্বর, তাঁহার অদ্বিতীয়তা নিবন্ধন সেরূপ অভিমান নাই, সুতরাং বৈষম্য বা হিংসাও হয় না। যিনি পরব্রহ্ম সমকারী, তাঁহার এই সমীকরণার্থ দণ্ডপ্রয়োগে কিরূপে হিংসা কল্পিত হইবে ? ২৪

(ভগবানে নিন্দাদিকৃত বৈষম্য নাই বলিয়া যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার ধ্যান করিলে ঐ ধ্যান দ্বারা নিন্দাদি কৃত পাপের ধ্বংস ও তৎসাযুজ্য লাভ হইতে পারে, এই কথা বলিতেছেন) অতএব বৈরানুবন্ধ অথবা নির্বৈর অর্থাৎ ভক্তিযোগ কিম্বা স্নেহ, অথবা ভয় কিম্বা কাম ইহার মধ্যে যে কোন উপায়ে ভগবানে মনঃসংযোগ করিবে, কোনরূপে তাঁহাকে পৃথক্ দেখা উচিত হয় না। ২৫

হে রাজন্! বৈরানুবন্ধ দ্বারা মানবগণ যেরূপ তন্ময়তা লাভ করে, ভক্তিযোগ দ্বারা সেরূপ সহজে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় না, ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—তৈলপায়িকা কীট ভ্রমর কর্তৃক ভিত্তির অভ্যন্তরস্থ গর্ত্তে অবরুদ্ধ হইয়া দ্বেষ ও ভয় বশতঃ একাগ্রচিত্তে ভ্রমরকে স্মরণ করিতে করিতে সেই ভ্রমরের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকে। ২৬-২৭

এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে। বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥ ২৮ ॥
কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥২৯॥

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥৩০॥
কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥৩১॥

মাতৃষ্বস্রেয়ো বশ্চৈদ্যো দন্তবক্রশ্চ পাণ্ডব। পার্ষদপ্রবরৌ বিষ্ণোর্বিপ্রশাপাৎ পদচ্যুতৌ ॥৩২॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

কীদৃশঃ কস্য বা শাপো হরিদাসাভিমর্শনঃ। অশ্রদ্ধেয় ইবাভাতি হরেরেকান্তিনাং ভবঃ ॥৩৩॥
দেহেন্দ্রিয়াসু হীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্। দেহসম্বন্ধসম্বদ্ধমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিষ্ণোর্লোকং যদৃচ্ছয়া। সনন্দনাদয়ো জগ্মুশ্চরন্তো ভুবনত্রয়ম্ ॥৩৫॥

এইরূপ পরমেশ্বর মায়া-মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বৈরানুবন্ধ দ্বারা তাঁহারই প্রতিক্ষণে চিন্তা করায় নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৮

মানবগণ যেমন বিহিত ভক্তিযোগানুসারে ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া তদ্গতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা স্নেহভাবে ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কামাদিজনিত পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু বহু ব্যক্তি তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৯

(ইহার দৃষ্টান্ত যথা) গোপীগণ কামভাবে, কংস ভয়ে, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ বিদ্বেষে, যাদবগণ সম্বন্ধনিবন্ধন, তোমরা স্নেহে এবং আমরা ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩০

(ঈশ্বরনিন্দক বেণ রাজার নরক কেন হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ ও ভক্তি এই পাঁচ প্রকার যাহারা চিন্তা করে, তাহাদের মধ্যে বেণ রাজা কোন প্রকারেরই চিন্তক ছিল না, অতএব সে কোন্ উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে? ৩১

হে পাণ্ডুনন্দন! শিশুপাল ও দন্তবক্র তোমাদের মাতৃষ্বসার পুত্র, ইহারা বিষ্ণুর প্রধান পার্ষদ ছিল, ইহারা ব্রাহ্মণের শাপে পদচ্যুত হইয়াছিল। ৩২

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে দেবর্ষে! কাহার এবং কি প্রকার অভিশাপ, যাহাতে হরিদাসেরও অভিভব হইয়াছিল, এই অভিশাপে হরিদাসের কথা অশ্রদ্ধেয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কারণ, ভগবানের যাহারা একান্ত ভক্ত, তাহাদের কিরূপে জন্ম সম্ভব হয়? ৩৩

যাহারা বৈকুণ্ঠপুরবাসী, তাহারা প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয়-প্রাণহীন, সুতরাং তাহাদের তাদৃশ দেহসম্বন্ধ কেন হইল, ইহা আপনি আমাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন। ৩৪

নারদ বলিলেন, একদিন ব্রহ্মার পুত্র সনন্দাদি মহর্ষিগণ ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন। ৩৫

পঞ্চষড়্ঢায়নার্ভাভাঃ পূর্ব্বেসামপি পূর্ব্বজাঃ। দিগ্বাসসঃ শিশূন্ মত্বা দ্বাঃস্থৌ তান্ প্রত্যষেধতাম্ ॥৩৬॥
অশপন্ কুপিতা এবং যুবাং বাসং নচার্হথঃ। রজস্তমোভ্যাং রহিতে পাদমূলে মধুদ্বিষঃ।
পাপিষ্ঠামাসুরীং যোনিং বালিশৌ যাতমাশ্বতঃ ॥৩৭॥
এবং শপ্তৌ স্বভবনাৎ পতন্তৌ তৌ কৃপালুভিঃ।
প্রোক্তৌ পুনর্জন্মভির্বাং ত্রিভির্লোকায় কল্পতাম্ ॥৩৮॥
জজ্ঞাতে তৌ দিতেঃ পুত্রৌ দৈত্যদানববন্দিতৌ।
হিরণ্যকশিপুর্জ্যেষ্ঠো হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্ততঃ ॥৩৯॥
হতো হিরণ্যকশিপুর্হরিণা সিংহরূপিণা। হিরণ্যাক্ষো ধরোদ্ধারে বিভ্রতা শৌকরং বপুঃ ॥৪০॥
হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং প্রহ্লাদং কেশবপ্রিয়ং। জিঘাংসুরকরোন্নানা যাতনা মৃত্যুহেতবে ॥৪১॥
তং সর্ব্বভূতাত্মভূতং প্রশান্তং সমদর্শনম্। ভগবত্তেজসা স্পৃষ্টং নাশক্নোদ্ধন্তুমুদ্যমৈঃ ॥৪২॥
ততস্তৌ রাক্ষসৌ জাতৌ কেশিন্যাং বিশ্রবঃসুতৌ। রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ সর্ব্বলোকোপতাপনৌ ॥৪৩॥
তত্রাপি রাঘবো ভূত্বা ন্যহনচ্ছাপমুক্তয়ে। রামবীর্য্যং শ্রোষ্যসি ত্বং মার্কণ্ডেয়মুখাৎ প্রভো ॥৪৪॥

পূর্ব্বতন মরীচি প্রভৃতিরও পূর্ব্বজ, অথচ পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং দিগম্বর (নগ্ন) সেই সনন্দাদিকে শিশু মনে করিয়া দ্বারবক্ষকদ্বয় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছিল। ৩৬

তখন সেই ব্রহ্মর্ষিগণ কুপিত হইয়া দ্বারপাল দুই জনকে বলিলেন, তোমরা রজঃ ও তমোগুণরহিত মধুসূদনের পাদমূলে বাস করিবার যোগ্য নহ, সুতরাং হে মূর্খগণ! তোমরা পাপিষ্ঠ আসুরযোনি শীঘ্র প্রাপ্ত হও। হে রাজন্! ঐ দুই জন দ্বারপাল অভিশপ্ত হইবামাত্র বৈকুণ্ঠ হইতে তৎক্ষণাৎ পতিত হইতেছিল, তখন পরমকারুণিক-স্বভাব সেই মুনিগণ পুনর্ব্বার বলিলেন, তিন জন্মের পর তোমরা স্বস্থান পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে, হে মহারাজ! তাহার পর দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে বিখ্যাত ও দৈত্য-দানববন্দিত হয়। ৩৭-৩৯

হে যুধিষ্ঠির! ভগবান্ হরি নৃসিংহ মূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার কালে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভগবান্ হবি হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করেন। ৪০

হে রাজন্! হিরণ্যকশিপু, কেশবপ্রিয় নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার জন্য তাহার মৃত্যুর নিমিত্ত নানাবিধ যাতনা সৃষ্টি করিয়াছিল। ৪১

সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ প্রশান্ত, সমদর্শী অর্থাৎ ব্রহ্মভূত এবং ভগবত্তেজে ব্যাপ্ত সেই প্রহ্লাদকে নানাবিধ শস্ত্র প্রহরণ দ্বারা হিরণ্যকশিপু বধ করিতে সমর্থ হয় নাই। ৪২

হে রাজন্! তাহার পর ঐ দুই জন দ্বিতীয় জন্মে বিশ্রবা মুনির ঔরসে কেশিনীর গর্ভে রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ঐ জন্মে তাহাদের রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নাম হয়, উহারা সকল লোককে কষ্ট দিত। ৪৩

সেই জন্মেও ভগবান্ বিষ্ণু রাঘবরূপে অবতীর্ণ হইয়া উহাদের শাপমুক্তির জন্য উহাদিগকে বধ করেন, ঐ রামচরিত্র তুমি মার্কণ্ডেয়ের মুখে শ্রবণ করিবে। ৪৪

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ তব। অধুনা শাপনির্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ ॥৪৫॥
বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥৪৬॥
শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।
বিদ্বেষো দয়িতে পুত্রে কথমাসীন্মহাত্মনি। ব্রূহি মে ভগবন্ যেন প্রহ্লাদস্যাচ্যুতাত্মতা ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

তদনন্তর উহারা দুই জনে ক্ষত্রিয় হইয়া তোমার মাতৃষ্বসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, অধুনা উহারা কৃষ্ণের চক্র দ্বারা হত হওয়ায় নিষ্পাপ ও শাপমুক্ত হইয়াছে। ৪৫

বৈরভাব পোষণ করার জন্য তীব্র ধ্যান দ্বারা ঐ দুই ব্যক্তি ভগবৎস্বরূপত্ব লাভ করে এবং বিষ্ণুর নিকটে নীত হয় ও বিষ্ণুর পার্ষদ হইয়াছে।

ধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভগবন্! মহাত্মা অথচ প্রিয়তম পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর বিদ্বেষ ভাব কেন হয়? এবং যেরূপে প্রহ্লাদের অচ্যুতাত্মতা অর্থাৎ ভগবানে একাগ্রতা হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৪৬-৪৭

ইতি সপ্তম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

ভ্রাতর্য্যেবং বিনিহতে হরিণা ক্রোড়মূর্ত্তিনা। হিরণ্যকশিপূ রাজন্ পর্য্যতপ্যদ্রুষা শুচা ॥১॥
আহ চেদং রুষা পূর্ণঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ। কোপোজ্জ্বলদ্ভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং নিরীক্ষন্ ধূম্রমম্বরম্ ॥২॥
করালদংষ্ট্রোগ্রদৃষ্ট্যা দুষ্প্রেক্ষ্যভ্রুকুটীমুখঃ। শূলমুদ্যম্য সদসি দানবানিদমব্রবীৎ ॥৩॥
ভো ভো দানব দৈতেয়া দ্বিমূর্দ্ধংস্ত্র্যক্ষ শম্বর। শতবাহো হয়গ্রীব নমুচে পাক ইল্বল ॥৪॥
বিপ্রচিত্তে মম বচঃ পুলোমন্ শকুনাদয়ঃ। শৃণুতানন্তরং সর্ব্বে ক্রিয়তামাশু মাচিরম্ ॥৫॥
সপত্নৈর্ঘাতিতঃ ক্ষুদ্রৈর্ভ্রাতা মে দয়িতঃ সুহৃৎ পার্ষ্ণিগ্রাহেণ হরিণা সমেনাপ্যুপধাবনৈঃ ॥৬॥
তস্য ত্যক্তস্বভাবস্য ঘৃণের্ম্মায়াবনৌকসঃ। ভজন্তং ভজমানস্য বালস্যেবাস্থিরাত্মনঃ ॥৭॥
মচ্ছূলভিন্নগ্রীবস্য ভূরিণা রুধিরেণ বৈ। অসৃক্‌প্রিয়ং তর্পয়িষ্যে ভ্রাতরং মে গতব্যথঃ ॥৮॥
তস্মিন্ কূটে হিতে নষ্টে কৃত্তমূলে বনস্পতৌ বিটপা ইব শুষ্যন্তি বিষ্ণুপ্রাণা দিবৌকসঃ ॥৯॥

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! এই প্রকারে অর্থাৎ দেবতাদিগের প্রতি পক্ষপাতনিবন্ধন বরাহ-মূর্ত্তিধারী হরি হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে ও শোকে অতিশয় পরিতপ্ত হইয়াছিল। ১

ক্রোধে পরিপূর্ণ, অতএব অধর-দংশনকারী হিরণ্যকশিপু ক্রোধোদ্দীপ্ত চক্ষু দ্বারা ক্রোধাগ্নি-ধূমে ধূম্রবর্ণ নভোমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে বলিয়াছিল। ২

ভীষণ দন্তপঙ্‌ক্তিযুক্ত উগ্র দৃষ্টি দ্বারা দুর্দ্দর্শনীয় ভ্রূকুটিযুক্ত মুখ যাহার সেই হিরণ্যকশিপু সভামধ্যে শূল উদ্যত করিয়া দানবগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩

ও হে দৈত্য-দানব সকল! হে দ্বিমূর্দ্ধ! হে ত্র্যক্ষ! হে শম্বর! হে শতবাহো! হে হয়গ্রীব! হে নমুচে! হে পাক! হে ইল্বল! হে বিপ্রচিত্তে! হে পুলোমন্! হে শকুনাদি! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর এবং তাহার পরক্ষণেই আমার বাক্যানুসারে শীঘ্র কার্য্য কর, বিলম্ব করিও না। ৪-৫

ক্ষুদ্র শত্রুগণ আমার প্রিয় ও পরম সুহৃৎ সহোদরকে হত্যা করাইয়াছে, হরি সর্ব্বত্র সমান হইলেও দেবতাদের উপাসনায় বাধ্য হইয়া তাহাদের সহায়তা করিয়াছেন। ৬

সেই ভক্তস্বভাব অর্থাৎ সমতাহীন ও শুদ্ধ তেজোময় হইলেও অত্যন্ত মায়াবী অথবা মায়ারণ্য-বিহারী কিম্বা মায়াজালবাসী বরাহমূর্ত্তির যে সেবকের অনুগত, অতএব বালকের ন্যায় অস্থিরচিত্ত হরির আমি শূলাগ্র দ্বারা গ্রীবাচ্ছেদন করিলে তাহা হইতে নির্গত প্রচুরতর রুধির দ্বারা রক্তপ্রিয় আমার ভ্রাতার তর্পণ করিব, এবং আমি তাহাতে ব্যথা (শোক) হীন হইব। ৭-৮

সেই কপট, অহিতকারী বিষ্ণু নিহত হইলে বৃক্ষ ছিন্নমূল হইলে শাখা সকল যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ বিষ্ণুপ্রাণ দেবগণ আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ৯

তাবদ্‌যাত ভুবং যূয়ং ব্রহ্মক্ষত্রসমেধিতাম্। সূদয়ধ্বং তপোযজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ ॥১০॥
বিষ্ণুর্দ্বিজক্রিয়ামূলো যজ্ঞো ধর্ম্মময়ঃ পুমান্। দেবর্ষিপিতৃভূতানাং ধর্ম্মস্য চ পরায়ণম্ ॥১১॥
যত্র যত্র দ্বিজা গাবো বেদা বর্ণাশ্রমক্রিয়াঃ। তং তং জনপদং যাত সন্দীপয়ত বৃশ্চত ॥১২॥
ইতি তে ভর্ত্তৃনির্দ্দেশমাদায় শিরসাদৃতাঃ। তথা প্রজানাং কদনং বিদধুঃ কদনপ্রিয়াম্ ॥১৩॥
পুরগ্রামব্রজোদ্যানক্ষেত্রারামাশ্রমাকরান্। খেটখর্ব্বটঘোষাংশ্চ দদহুঃ পত্তনানি চ ॥১৪॥

কেচিৎ খনিত্রৈর্বিভিদুঃ সেতুপ্রাকারগোপুরান্।
আজীব্যাংশ্চিচ্ছিদুর্বৃক্ষান্ কেচিৎ পরশুপাণয়ঃ।
প্রাদহন্ শরণান্যেকে প্রজানাং জ্বলিতোল্মুকৈঃ ॥ ১৫ ॥

এবং বিপ্রকৃতে লোকে দৈত্যেন্দ্রানুচরৈর্মুহুঃ। দিবং দেবাঃ পরিত্যজ্য ভুবি চেরুরলক্ষিতাঃ ॥১৬॥
হিরণ্যকশিপুর্ভ্রাতুঃ সংপরেতস্য দুঃখিতঃ। কৃত্বা কটোদকাদীনি ভ্রাতৃপুত্রানসান্ত্বয়ৎ ॥১৭॥

এক্ষণে তোমরা সকলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ভূমণ্ডলে গমন কর এবং তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ব্রত ও দানশীল মানবগণকে সংহার কর। ১০

(ব্রাহ্মণেরা কি অপরাধ করিয়াছে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) ব্রাহ্মণগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞক্রিয়াই বিষ্ণুর মূল, কারণ, তিনি যজ্ঞ ও ধর্ম্মময় পুরুষ, তিনি দেবতা ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণের আশ্রয়। ১১

যেখানে যেখানে গো, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া দেখিবে, সেই জনপদে গমন কর এবং তাহাকে জ্বালাইয়া দাও (তাহা হইলে ঐ জনপদবাসীরা পুড়িয়া মরিবে) এবং তাহাদের উপজীব্য বৃক্ষাদি ছেদন কর। ১২

হে যুধিষ্ঠির! এই প্রকার নিজ প্রভু হিরণ্যকশিপুর আদেশ সাগ্রহে মস্তকে গ্রহণ করিয়া প্রজা-পীড়ক দৈত্য-দানবগণ সেইরূপে প্রজা-নিগ্রহ করিয়াছিল। ১৩

পুর [হট্টাদিযুক্ত নগর], গ্রাম [হট্টাদিরহিত স্থান], ব্রজ [গো সকলের বাস স্থান], উদ্যান [কৃত্রিম বন], ধান্যাদি ক্ষেত্র, আরাম [অকৃত্রিম বন], আশ্রম [ঋষিদিগের স্থান], রত্নাদির আকর, খেট [কৃষক-দিগের বাসস্থান], খর্ব্বট [পর্ব্বতের উপত্যকাস্থ গ্রাম], ঘোষ [আভীরদিগের বাসস্থান] এবং পত্তন [রাজধানী] এই সকল দগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ১৪

কোন কোন দানব সেতু [পুল], প্রাকার [প্রাচীর] ও গোপুর [ফটক] সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, আর কেহ কেহ তত্তৎস্থানের অধিবাসী মানবগণের উপজীব্য বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়াছিল; কোন কোন দানব জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিয়া প্রজাদিগের গৃহ সকল দগ্ধ করিয়াছিল। ১৫

হে রাজন্! দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক [পৃথিবীস্থ] লোক সকল বারম্বার উপদ্রুত হইলে দেবতারা স্বর্গ ত্যাগ করিয়া অলক্ষিতভাবে ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৬

হিরণ্যকশিপু দুঃখান্তঃকরণে মৃত ভ্রাতার শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিয়া ভ্রাতৃপুত্রগণকে সান্ত্বনা দিয়াছিল। ১৭

বিবৃতি—যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর মূল ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণেরা আমাকে পূজা না করিয়া বিষ্ণুর পূজা করে, এই কারণে তাহারা আমার বধ্য। ১১

শকুনিং শম্বরং ধৃষ্টিং ভূতসন্তাপনং বৃকম্। কালনাভং মহানাভং হরিশ্মশ্রুমথোৎকচম্ ॥১৮॥
তন্মাতরং স্নুষাং ভানুং দিতিঞ্চ জননীং গিরা। শ্লক্ষ্ণয়া দেশকালজ্ঞ ইদমাহ জনেশ্বরঃ ॥১৯॥

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ।

অম্বাম্ব হে বধূঃ পুত্রা বীর মার্হথ শোচিতুম্। রিপোরভিমুখে শ্লাঘ্যঃ শূরানাং বধ ঈপ্সিতঃ ॥২০॥
ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে। দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥২১॥
নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ পরঃ। ধত্তেঽসাবাত্মনোলিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্ ॥২২॥
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব। চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ ॥২৩॥
এবং গুণৈর্ভ্রাম্যমাণে মনস্যবিকলঃ পুমান্। যাতি তৎসাম্যতাং ভদ্রে হ্যলিঙ্গো লিঙ্গবানিব ॥২৪॥
এষ আত্মবিপর্য্যাসো হ্যলিঙ্গে লিঙ্গভাবনা। এষ প্রিয়াপ্রিয়ৈর্যোগো বিয়োগঃ কর্ম্ম সংসৃতিঃ ॥২৫॥
সম্ভবশ্চ বিনাশশ্চ শোকশ্চ বিবিধঃ স্মৃতঃ। অবিবেকশ্চ চিন্তা চ বিবেকাস্মৃতিরেব চ ॥২৬॥

শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ এই সকল ভ্রাতৃপুত্রগণকে ও তাহাদের মাতা ভ্রাতৃবধূ ভানুকে ও নিজের মাতা দিতিকে দেশকালাভিজ্ঞ সর্ব্বজনেশ্বর হিরণ্যকশিপু অতি মধুরবাক্যে বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিয়াছিল। ১৮-১৯

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে মাতঃ! হে ভ্রাতৃবধূ! হে ভ্রাতৃপুত্রগণ! আমার বীর ভ্রাতার জন্য তোমরা শোক করিতে পার না। কারণ, বীরপুরুষগণের শত্রুর সম্মুখে মৃত্যু শ্লাঘার বিষয় ও অভীপ্সিত। ২০

হে সুব্রতে! পানীয়শালায় [জলসত্রে] যেমন প্রাণিসকল একত্র মিলিত হয়, সেইরূপ এই সংসারে প্রাণিগণ প্রাচীন কর্ম্মানুসারে একত্র সংযোজিত হয় এবং স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় বিযোজিত হইয়া থাকে। ২১

হে ভদ্রে! আত্মার মৃত্যু নাই, তিনি অপক্ষয়-শূন্য, নির্ম্মল, দেশসর্ব্বগত এবং সর্ব্বজ্ঞ, কারণ, তিনি দেহাদি হইতে ভিন্ন, অতএব আত্মাকে মৃত অথবা কৃষ্ট কিম্বা মলিন বলা উচিত নহে, [তবে আত্মার সংসার হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন] তিনি স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা উচ্চাবচ দেহ, অথবা সুখ-দুঃখাদি বিশেষরূপে স্বীকার করিয়া লিঙ্গ-শরীর ধারণ করেন, কারণ, লিঙ্গশরীরোপাধিই সংসার। ২২

হে ভদ্রে! যেমন জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষ সকলও চঞ্চল বলিয়া মনে হয় এবং চক্ষু ভ্রাম্যমাণ হইলে ভূমিও ভ্রমণশীলার ন্যায় বোধ হয়। ২৩

হে ভদ্রে! এই প্রকার গুণ দ্বারা মন ভ্রাম্যমাণ হইলে পরিপূর্ণস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা লিঙ্গদেহ-বিহীন হইয়াও লিঙ্গশরীরীর ন্যায় ঐ মনের সমান হইয়া থাকেন। ২৪

হে ভদ্রে! লিঙ্গদেহ না থাকিলেও যে লিঙ্গ-দেহের ভাবনা অর্থাৎ লিঙ্গদেহাভিমান, ইহাই আত্মার বিপর্য্যাস অর্থাৎ অন্যথাভাব, ইহাতেই প্রিয়ের সহিত বিয়োগ, অপ্রিয় সহ সংযোগ ও কর্ম্ম-সংসার অর্থাৎ নানাগর্ভে প্রবেশ হইয়া থাকে। ২৫

ঐ বিপর্য্যাস হইতেই জন্ম, মৃত্যু, বিবিধ শোক, অবিবেক, চিন্তা এবং বিবেকের অস্মরণ হইয়া থাকে। ২৬

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। যমস্য প্রেতবন্ধূনাং সংবাদং তং নিবোধত ॥২৭॥
উশীনরেষ্বভূদ্রাজা সুযজ্ঞ ইতি বিশ্রুতঃ। সপত্নৈর্নিহতো যুদ্ধে জ্ঞাতয়স্তমুপাসত ॥ ২৮ ॥
বিশীর্ণরত্নকবচং বিভ্রষ্টাভরণস্রজম্। শরনির্ভিন্নহৃদয়ং শয়ানমসৃগাবিলম্ ॥ ২৯ ॥
প্রকীর্ণকেশং ধ্বস্তাক্ষং রভসা দষ্টদচ্ছদম্। রজঃকুণ্ঠমুখাম্ভোজং ছিন্নায়ুধভুজং মৃধে ॥৩০॥
উশীনরেন্দ্রং বিধিনা তথা কৃতং পতিং মহিষ্যঃ প্রসমীক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
হতাঃ স্ম নাথেতি করৈরুরো ভৃশং ঘ্নন্ত্যো মুহুস্তৎ পদয়োরুপাপতন্ ॥৩১॥
রুদত্য উচ্চৈর্দয়িতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং সিঞ্চন্ত্য অস্রৈঃ কুচকুঙ্কুমারুণৈঃ।
বিস্রস্তকেশাভরণাঃ শুচং নৃণাং সৃজন্ত্য আক্রন্দনয়া বিলেপিরে ॥৩২॥
অহো বিধাত্রাহকরুণেন নঃ প্রভো ভবান্ প্রণীতো দৃগগোচরাং দশাম্।
উশীনরাণামসি বৃত্তিদঃ পুরা কৃতোহধুনা যেন শুচাং বিবর্দ্ধনঃ ॥৩৩॥
ত্বয়া কৃতজ্ঞেন বয়ং মহীপতে কথং বিনা স্যাম সুহৃত্তমেন তে।
তত্রানুযানং তব বীর পাদয়োঃ শুশ্রূষতীনাং দিশ যত্র যাস্যসি ॥৩৪॥

হে ভদ্রে! এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ যমের ও মৃত ব্যক্তির বান্ধবগণের সংবাদযুক্ত একটি পুরাতন ইতিহাস বলিয়া থাকেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৭

উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তিনি যুদ্ধে শত্রুগণ কর্তৃক নিহত হইলে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ২৮

ঐ রাজার রত্নকবচ বিশীর্ণ হইয়াছিল, এবং রত্ন-আভরণ মাল্য প্রভৃতি বিভ্রষ্ট হইয়াছিল, আর শর দ্বারা শরীর বিদ্ধ হওয়ায় রুধিরাপ্লুত হইয়াছিলেন। আর তাঁহার কেশ বিকীর্ণ, নয়ন বিধ্বস্ত, এবং ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিয়াছিলেন, তখন সেই ভাবেই ছিলেন, এবং তাঁহার বদনপদ্ম সমরাঙ্গনের ধূলি সকল দ্বারা ধূসরিত, এবং ভল্ল ও আয়ুধ ছিন্ন-ভিন্ন হওয়াতে অতিশয় শোচ্য হইয়াছিল। ২৯-৩০

দৈববিপাকে উশীনর-রাজা ঐরূপে ধরাশায়ী, ইহা তাঁহার মহিষীগণ অবলোকন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা কর দ্বারা বারম্বার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে "হা নাথ! আমরা হতা হইলাম" এই কথা বলিয়া রাজার চরণপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। তাঁহারা কুচকুঙ্কুমে অরুণ বর্ণ অশ্রুজল দ্বারা প্রিয় পতির পাদপদ্ম পুনঃ পুনঃ অভিষিক্ত করিতে করিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া পরে বিলাপ আরম্ভ করিলেন, শোকবশে তাঁহাদের কেশ ও ভূষণ বিগলিত হইল, এরূপ কাতরতা প্রকাশ করিয়া করুণ স্বরে এমন রোদন করিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া সচেতন প্রাণিমাত্রেরই হৃদয় শোকাকুল হইল। ৩১-৩২

হে প্রভো! তুমি পূর্ব্বে উশীনরবাসী জনগণের বৃত্তিদাতা ছিলে, হায়, আজ অকরুণ বিধাতা তোমাকে আমাদের নয়নের অগোচর করিয়াছেন, যাহাতে এই শোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩৩

হে মহীপতে! তুমি কৃতজ্ঞ এবং সুহৃত্তম, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব? হে বীর! তুমি যেস্থানে যাইতেছ, সেই স্থানে তোমার চরণশুশ্রূষাকারিণী আমাদিগকে অনুগমন করিতে আদেশ কর। ৩৪

এবং বিলপতীনাং বৈ পরিগৃহ্য মৃতং পতিম্। অনিচ্ছতীনাং নির্হারমর্কোঽস্তং সংন্যবর্ত্তত ॥৩৫॥
তত্র হ প্রেতবন্ধূনামাশ্রুত্য পরিদেবিতম্। আহ তান্ বালকো ভূত্বা যমঃ স্বয়মুপাগতঃ ॥৩৬॥
শ্রীযম উবাচ।

অহো অমীষাং বয়সাধিকানাং বিপশ্যতাং লোকবিধিং বিমোহঃ।
যত্রাগতস্তত্র গতং মনুষ্যং স্বয়ং সধর্ম্মা অপি শোচন্ত্যপার্থম্ ॥৩৭॥
অহো বয়ং ধন্যতমা যদত্র ত্যক্তাঃ পিতৃভ্যাং ন বিচিন্তয়ামঃ।
অভক্ষ্যমাণা অবলা বৃকাদিভিঃ স রক্ষিতা রক্ষতি যো হি গর্ভে ॥৩৮॥
য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ।
তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতুশ্চরাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রভুঃ ॥৩৯॥
পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি ॥৪০॥
ভূতানি তৈস্তৈর্নিজযোনিকর্ম্মভির্ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্ব্বশঃ।
ন তত্র হাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিতস্তস্যা গুণৈরন্যতমো হি বধ্যতে ॥৪১॥

উশীনর রাজার মহিষীগণ মৃত পতিকে বেষ্টন করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন, স্বামীর মৃতদেহ দাহ করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না, এমত সময়ে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। ৩৫

সেই স্থানে মৃত রাজার আত্মীয় বান্ধবগণের বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া যমরাজ বালকবেশে তথায় স্বয়ং আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন। ৩৬

যম বলিলেন, আহা, আমা হইতে অধিক বয়স্ক এই সকল লোকবিধি অর্থাৎ লোক সকলের জন্ম-মরণ-ব্যাপার দর্শনকারী ব্যক্তিগণের কি মোহ? যেস্থান হইতে মানব আগমন করে আবার তথায় গমন করে, নিজেরাও সেই সকল মানবের সমানধর্ম্মা অর্থাৎ জন্মমরণশীল হইয়াও ব্যর্থ শোক করিয়া থাকে। ৩৭

এই সংসারে আমরাই ধন্য। কারণ, আমরা পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও কিছু চিন্তা করি না, অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও ব্যাঘ্রাদিগণ আমাদিগকে ভক্ষণ করে নাই। তাহার কারণ, যিনি গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সকলের রক্ষক, এবং আমাদিগকেও রক্ষা করেন। হে অবলাগণ! যে অব্যয় ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃজন করেন, পালন করেন ও অন্তে সংহার করেন, সেই পরমেশ্বরের এই চরাচর বিশ্ব ক্রীড়নক মাত্র; অতএব তিনিই নিগ্রহে (সংহারে), প্রগ্রহে (পালনে) প্রভু। ৩৮-৩৯

(ঈশ্বরের প্রভুত্ব দেখান হইতেছে) হে অবলাগণ! পথে পতিত বস্তুও দৈব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে রক্ষা পায়, আর গৃহে স্থিত সুরক্ষিত বস্তুও দৈব কর্ত্তৃক হত হইলে বিনষ্ট হয়, অরণ্যে অনাথ ব্যক্তিও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বাঁচে, আর গৃহে সুরক্ষিত পুরুষও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলে বিনষ্ট হয়। ৪০

(আত্মার জন্ম-মরণ স্বীকার করিয়া উহা ঈশ্বরাধীন বলা হইয়াছে, এক্ষণে দেহেরই জন্ম-মরণ, আত্মার নহে, ইহা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন) ভূত সকল নিজ নিজ কারণীভূত লিঙ্গশরীরনিমিত্তক কর্ম্ম সকল দ্বারা জন্মে এবং কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পরন্তু আত্মা দেহে অবস্থিত হইয়াও দেহধর্ম্ম জন্মমরণাদির দ্বারা বদ্ধ নহেন; কারণ, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। ৪১

ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং যথা পৃথগ্‌ভৌতিকমীয়তে গৃহম্।
যথৌদকৈঃ পার্থিবতৈজসৈর্জনঃ কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি ॥৪২॥
যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে যথানিলো দেহগতঃ পৃথক্ স্থিতঃ।
যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন সজ্জতে তথা পুমান্ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ ॥৪৩॥
সুযজ্ঞো নন্বয়ং শেতে মূঢ়া যমনুশোচথ। যঃ শ্রোতা যোঽনুবক্তেহ স ন দৃশ্যেত কর্হিচিৎ ॥৪৪॥
ন শ্রোতা নানুবক্তায়ং মুখ্যোঽপ্যত্র মহানসুঃ। যস্ত্বিহেন্দ্রিয়বানাত্মা স চান্যঃ প্রাণদেহয়োঃ ॥৪৫॥
ভূতেন্দ্রিয়মনোলিঙ্গান্ দেহানুচ্চাবচান্ বিভুঃ। ভজত্যুৎসৃজতি হ্যন্যস্তচ্চাপি স্বেন তেজসা ॥৪৬॥
যাবল্লিঙ্গান্বিতো হ্যাত্মা তাবৎ কর্ম্ম নিবন্ধনম্।
ততো বিপর্য্যয়ঃ ক্লেশো মায়াযোগোঽনুবর্ত্ততে ॥৪৭॥

("আমি স্থূল' 'আমি কৃশ' ইত্যাদি স্থলে যে দেহে আত্মার অভেদ প্রতীতি হয়, তাহার কারণ বলিতেছেন) জীবের এই শরীর অবিবেক জন্য আত্মা বলিয়া প্রতীত হয় ; যেমন সর্ব্বতোভাবে গৃহ-ক্ষেত্রাদি আত্মা হইতে পৃথক্ হইলেও অবিবেকীর নিকট আত্মার ন্যায় প্রতীত হয়। দৃশ্যমাত্রই পাঞ্চভৌতিক অথচ আত্মা অদৃশ্য ও ভৌতিক নহে, সুতরাং সে ভৌতিক হইতে পৃথক্, যেমন জলীয় পার্থিব ও তৈজস পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত বুদ্বুদ, ঘট ও কুণ্ডলাদি কালবশে যেমন জন্মে, তেমন কালবশে বিকৃত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তিন প্রকার পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত দেহই কালবশে বিকৃত অর্থাৎ পরিণত হইয়া বিনষ্ট হয়, আত্মার বিনাশ হয় না। ৪২

যেমন বহ্নি কাষ্ঠসকলে অবস্থিত হইয়াও দাহকত্ব ও প্রকাশকত্ব নিবন্ধন কাষ্ঠ হইতে পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পায় এবং যেমন বায়ু দেহের অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়াও দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় এবং যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও কিছুর সহিত সংযুক্ত নহে, সেইরূপ পুরুষও (আত্মাও) সকল দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হইয়াও পৃথক্‌ই থাকেন। ৪৩

হে মূঢ়গণ! তোমরা যাহার নিমিত্ত শোক করিতেছ, সেই এই সুযজ্ঞ রাজা শয়ন করিয়া আছে। তবে শোক কর কেন? যদি বল পূর্ব্বে ইনি শুনিতেন ও তাহার উত্তর দিতেন, এখন দেন না কেন? ইহার উত্তর এই যে, এই সুযজ্ঞের দেহে যে শুনিত ও যে বলিত, তাহাকে কখনই দেখা যায় না, সে সর্ব্বদাই অদৃশ্য। ৪৪

এই দেহমধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই প্রাণও শুনিতে বা বলিতে পারে না, আর যিনি ইন্দ্রিয়বান্ আত্মা এই দেহে বর্ত্তমান, তিনি সকল বিষয়ের দ্রষ্টা ও প্রাণ এবং দেহ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রাণ এবং দেহ অচেতন, আত্মা চেতন। ৪৫

আত্মা সর্ব্বব্যাপক, তিনি পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় মন ইহা দ্বারা নির্ম্মিত দেহ সকল ভজনা করেন, এবং স্বীয় তেজোবলে অর্থাৎ বিবেক দ্বারা ঐ দেহাদি পরিত্যাগ করেন, ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। ৪৬

হে মূঢ়গণ! যে পর্য্যন্ত আত্মা লিঙ্গশরীরযুক্ত অর্থাৎ তদভিমানী হয়েন, তাবৎ পর্য্যন্তই তাঁহার কর্ম্ম সকল বন্ধনের কারণ হয়, তাহার পর বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহধর্ম্মভাগী হয়েন, তাহার পর ক্লেশ তাঁহার হয়, এই বিপর্য্যয়াদি মায়াময়মাত্র, বাস্তবিক নহে। ৪৭

বিতথোঽভিনিবেশোঽয়ং যদ্‌গুণেষ্বর্থদৃগ্বচঃ। যথা মনোরথঃ স্বপ্নঃ সর্ব্বমৈন্দ্রিয়কং মৃষা ॥৪৮॥
অথ নিত্যমনিত্যং বা নেহ শোচন্তি তদ্বিদঃ। নান্যথা শক্যতে কর্তুং স্বভাবঃ শোচতামিতি ॥৪৯॥
লুব্ধকো বিপিনে কশ্চিৎ পক্ষিণাং নির্ম্মিতোঽন্তকঃ।
বিতত্য জালং বিদধে তত্র তত্র প্রলোভয়ন্ ॥৫০॥
কুলিঙ্গমিথুনং তত্র বিচরৎ সমদৃশ্যত। তয়োঃ কুলিঙ্গী সহসা লুব্ধকেন প্রলোভিতা ॥৫১॥
সাঽসজ্জত সিচস্তন্ত্র্যাং মহিষী কালযন্ত্রিতা। কুলিঙ্গস্তাং তথাপন্নাং নিরীক্ষ্য ভৃশদুঃখিতঃ।
স্নেহাদকল্পঃ কৃপণঃ কৃপণাং পর্য্যদেবয়ৎ ॥৫২॥
অহো অকরুণো দেবঃ স্ত্রিয়াকরুণয়া বিভুঃ। কৃপণং মানুশোচন্ত্যা দীনয়া কিং করিষ্যতি ॥৫৩॥
কামং নয়তু মাং দেবঃ কিমর্দ্ধেনাত্মনো হি মে। দীনেন জীবতা দুঃখমনেন বিধুরায়ুষা ॥৫৪॥
কথং ত্বজাতপক্ষাংস্তান্মাতৃহীনান্ বিভর্ম্যহম্। মন্দভাগ্যাঃ প্রতীক্ষন্তে নীড়ে মে মাতরং প্রজাঃ ॥৫৫॥

গুণকার্য্য সুখাদিতে পরমার্থ দৃষ্টি এবং তাদৃশ বাক্য ইহা মিথ্যা অভিনিবেশ মাত্র, যেমন মনোরথ ও স্বপ্ন মিথ্যা, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত সকল প্রকার সুখাদিও মিথ্যা। ৪৮

অতএব নিত্য ও অনিত্য পদার্থ যাঁহারা জানেন, তাঁহার নিত্য (আত্মা), অনিত্য দেহ নিমিত্ত শোক করেন না, তবে যে তাঁহাদিগকেও শোক করিতে কদাচিৎ দেখা যায়, তাহার কারণ স্বভাবকে অতিক্রম করা যায় না, অর্থাৎ জ্ঞানের দৃঢ়তা না হইলে ঐ স্বভাব নিবৃত্ত হয় না। ৪৯

এই সম্বন্ধে একটি ইতিহাস বলিতেছেন—কোন ব্যাধ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পক্ষীদের অন্তকরূপে সৃষ্ট হইয়া যে যে স্থানে পক্ষী থাকিত, সেই সেই স্থানে লোভ দেখাইয়া জাল পাতিয়া পক্ষীদিগকে ধরিত। ৫০

ব্যাধ যেস্থানে জাল পাতিয়াছিল, সেই স্থানে কুলিঙ্গ নামক এক পক্ষিমিথুন স্ত্রী-পুরুষ বিচরণ করিতে দেখা গেল, ঐ উভয়ের মধ্যে কালপ্রেরিতা পক্ষিণী ব্যাধ কর্ত্তৃক প্রলোভিতা হইয়া, হে মহিষীগণ! ব্যাধের জাল-সূত্রে পড়িয়া বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছিল। ৫১

কুলিঙ্গপক্ষী তাহাকে সেইরূপ আপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল, এবং স্নেহনিবন্ধন কাতর ঐ পক্ষী তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া ঐ দীনা বনিতার নিমিত্ত বিলাপ করিয়াছিল। ৫২

নির্দ্দয় দৈব-কাতর আমার নিমিত্ত অনুশোচনাকারিণী দীনা, স্নেহার্দ্রহৃদয়া এই আমার ভার্য্যাকে লইয়া কি করিবে? ৫৩

দৈব আমাকেও লইয়া যাউক, কারণ, দেহার্দ্ধরূপিণী স্ত্রীবিরহিত হওয়ায় এখন অপর দেহার্দ্ধ অতি দুঃখে জীবিত থাকিবে, এইরূপ দেহার্দ্ধে আমার কোন প্রয়োজন নাই। ৫৪

আহা! অজাতপক্ষ মাতৃহীন শিশু-শাবকগণকে আমি কিরূপে পোষণ করিব, ঐ মন্দভাগ্য আমার সন্তানগণ কুলায়মধ্যে তাহাদের জননীর প্রতীক্ষা করিতেছে। ৫৫

বিবৃতি—গুণকার্য্য যে সকল সুখাদি, তাহাকে সত্য বলিয়া মনে করা অন্যায়; কারণ, ঐরূপ মনে করাই মিথ্যা অভিনিবেশ এবং জাগতিক সুখাদির সত্যতা প্রতিপাদক বাক্যও তাদৃশ মিথ্যা, মনের সঙ্কল্প বা স্বপ্ন যেরূপ মিথ্যা, বাস্তবিক দেখিতে গেলে ইন্দ্রিয় জন্য সুখাদিও সেইরূপ মিথ্যা। ৪৮

এবং কুলিঙ্গং বিলপন্তমারাৎ প্রিয়াবিয়োগাতুরমশ্রুকণ্ঠম্।
স এব তং শাকুনিকঃ শরেণ বিব্যাধ কালপ্রহিতো নিলীনঃ ॥৫৬॥

এবং যূয়মপশ্যন্ত্য আত্মাপায়মবুদ্ধয়ঃ। নৈনং প্রাপ্স্যথ শোচন্ত্যঃ পতিং বর্ষশতৈরপি ॥৫৭॥

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ।

বাল এবং প্রবদতি সর্ব্বে বিস্মিতচেতসঃ। জ্ঞাতয়ো মেনিরে সর্ব্বমনিত্যমযথোত্থিতম্ ॥৫৮॥

যম এতদুপাখ্যায় তত্রৈবান্তরধীয়ত। জ্ঞাতয়োঽপি সুযজ্ঞস্য চক্রুর্যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥৫৯॥

অতঃ শোচত মা যূয়ং পরঞ্চাত্মানমেব বা। ক আত্মা কঃ পরো বাত্র স্বীয়ঃ পারক্য এব বা।
স্বপরাভিনিবেশেন বিনাঽজ্ঞানেন দেহিনাম্ ॥৬০॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি দৈত্যপতের্ব্বাক্যং দিতিরাকর্ণ্য সস্নুষা। পুত্রশোকং ক্ষণাৎ ত্যক্ত্বা তত্ত্বে চিত্তমধারয়ৎ ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে দিতিশোকাপনোদনং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

প্রিয়ার বিরহে কাতর, অশ্রুকণ্ঠ এইরূপ বিলাপ-কারী প্রিয়ার সমীপস্থিত কুলিঙ্গকে সেই ব্যাধ কাল-প্রেরিত হইয়া গোপনে শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। ৫৬

হে অবলাগণ! তোমরাও কুলিঙ্গ পক্ষীর ন্যায় বুদ্ধিহীন, কারণ, তোমরা নিজেদের মৃত্যু যে উপস্থিত, তাহা দেখিতেছ না; এই প্রকার শত বর্ষ পর্য্যন্ত শোক করিলেও পতিকে পাইবে না, অতএব কেন শোক করিতেছ? ৫৭

হিরণ্যকশিপু বলিল, বালক এইরূপ বলিলে জ্ঞাতিগণ সকলেই বিস্মিতচিত্ত হইয়াছিল, এবং মনে করিয়াছিল যে, সকলই অনিত্য, এবং মিথ্যা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। ৫৮

বালকরূপী যম এইরূপ উপাখ্যান বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, তাহার পর সুযজ্ঞ রাজার জ্ঞাতিগণ রাজার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৫৯

অতএব তোমরা পরের অথবা আপনার নিমিত্ত শোক করিও না, কারণ, এই সংসারে আত্মাই বা কে আর পরই বা কে? কোন্ ব্যক্তি স্বীয় আর কোন্ ব্যক্তিই বা পরকীয়? দেহীদিগের অজ্ঞান ব্যতীত এ আত্মীয়, ইনি পর, এইরূপ গণনা হইতে পারে না। ৬০

নারদ বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! পুত্রবধূর সহিত দিতি, এই প্রকার দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে পুত্রশোক ত্যাগ করিয়া পরমাত্মতত্ত্বে চিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন। ৬১

ইতি সপ্তম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

হিরণ্যকশিপূ রাজন্নজেয়মজরামরম্। আত্মানমপ্রতিদ্বন্দ্বমেকরাজং ব্যধিৎসত ॥ ১ ॥
স তেপে মন্দরদ্রোণ্যাং তপঃ পরমদারুণম্। ঊর্দ্ধবাহুর্নভোদৃষ্টিঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতাবনিঃ ॥ ২ ॥
জটাদীধিতিভীরেজে সংবর্ত্তার্ক ইবাংশুভিঃ। তস্মিংস্তপস্তপ্যমানে দেবাঃ স্থানানি ভেজিরে ॥৩॥
তস্য মূর্দ্ধ্নঃ সমুদ্ভূতঃ সধূমোঽগ্নিস্তপোময়ঃ। তির্য্যগূর্দ্ধমধো লোকান্ প্রাতপদ্বিষ্বগীরিতঃ ॥৪॥
চুক্ষুভুর্নদ্যুদন্বন্তঃ সদ্বীপাদ্রিশ্চচাল ভূঃ। নিপেতুঃ সগ্রহাস্তারা জজ্বলুশ্চ দিশো দশ ॥৫॥
তেন তপ্তা দিবং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মলোকং যযুঃ সুরাঃ। ধাত্রে বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দেবদেবজগৎপতে ॥ ৬ ॥
দৈত্যেন্দ্রতপসা তপ্তা দিবি স্থাতুং ন শক্নুমঃ। তস্য চোপশমং ভূমন্ বিধেহি যদি মন্যসে।
লোকা ন যাবন্নঙ্ক্ষ্যন্তি বলিহারাস্তবাভিভূঃ ॥৭॥
তস্যায়ং কিল সংকল্পশ্চরতো দুশ্চরং তপঃ। শ্রূয়তাং কিং ন বিদিতস্তবাথাপি নিবেদিতম্ ॥৮॥
সৃষ্ট্বা চরাচরমিদং তপোযোগসমাধিনা। অধ্যাস্তে সর্ব্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ পরমেষ্ঠী নিজাসনম্ ॥৯॥

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! হিরণ্যকশিপু নিজেকে অজেয়, অমর, এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ১

সেই হিরণ্যকশিপু, মন্দর পর্ব্বতের গুহায় ঊর্দ্ধ-বাহু, আকাশদৃষ্টি ও পাদাঙ্গুষ্ঠমাত্র দ্বারা ধরণীকে আশ্রয় করিয়া পরম দারুণ তপস্যা করিয়াছিল। ২

হিরণ্যকশিপু নিজ জটাসমূহের দীপ্তি দ্বারা প্রলয়কালীন সূর্য্য যেমন কিরণ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ দীপ্তি পাইয়াছিল, এবং সে তপস্যায় নিরত হইলে দেবগণ পুনর্ব্বার নিজ নিজ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ৩

কিয়ৎকাল পরে ঐ দৈত্যের মস্তক হইতে তপোময় সধূম বহ্নি নির্গত ও সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোলোক সকলকে সন্তপ্ত করিতে আরম্ভ করিল। ৪

(হিরণ্যকশিপুর তীব্র তপস্যায়) নদ, নদী, সমুদ্র ক্ষুভিত হইল, দ্বীপ ও পর্ব্বতসহ পৃথিবী বিচলিত হইল, গ্রহ-নক্ষত্রগণ আকাশ হইতে পতিত হইল এবং দশদিক্ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ৫

সেই তাপে সন্তপ্ত দেবগণ স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, এবং বিধাতাকে বলিলেন, হে দেবদেব! হে জগৎপতে! দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া আমরা স্বর্গে অবস্থান করিতে পারিতেছি না, হে ভূমন্! আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তবে ইহার উপশম করুন, আপনার করপ্রদ লোক সকল যাবৎ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ ইহার উপায় বিধান করুন। ৬-৭

হে প্রভো! দুশ্চর তপস্যায় রত হিরণ্যকশিপুর যাহা সংকল্প, তাহা কি আপনার বিদিত নাই? অবশ্যই তাহা আপনি জানেন। তথাপি আমরা উহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৮

(ঐ দৈত্যের মনের ভাব এইরূপ) পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই চরাচর বিশ্ব, তপস্যা ও যোগ-সমাধিবলে সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজাসনে (সত্যলোকে) অধিষ্ঠিত আছেন। ৯

তদহং বর্দ্ধমানেন তপোযোগসমাধিনা। কালাত্মনোশ্চ নিত্যত্বাৎ সাধয়িষ্যে তথাত্মনঃ ॥১০॥
অন্যথেদং বিধাস্যেঽহমযথাপূর্ব্বমোজসা। কিমন্যৈঃ কালনির্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিঃ ॥১১॥
ইতি শুশ্রুম নির্ব্বন্ধং তপঃ পরমমাস্থিতঃ বিধৎস্বানন্তরং যুক্তং স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর ॥১২॥
তবাসনং দ্বিজগবাং পারমেষ্ঠ্যং জগৎপতে। ভবায় শ্রেয়সে ভূত্যৈ ক্ষেমায় বিজয়ায় চ ॥১৩॥
ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবৈর্ভগবানাত্মভূর্নৃপ। পরিতো ভৃগুদক্ষাদ্যৈর্যযৌ দৈত্যেশ্বরাশ্রমম্ ॥১৪॥
ন দদর্শ প্রতিচ্ছন্নং বল্মীকতৃণকীচকৈঃ। পিপীলিকাভিরাচীর্ণমেদস্ত্বঙ্মাংসশোণিতম্ ॥১৫॥
তপন্তং তপসা লোকান্ যথাভ্রাপিহিতং রবিম্। বিলক্ষ্য বিস্মিতঃ প্রাহ হসংস্তং হংসবাহনঃ ॥১৬॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে তপঃসিদ্ধোঽসি কাশ্যপ। বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ ॥১৭॥
অদ্রাক্ষমহমেতং তে হৃৎসারং মহদদ্ভুতম্। দংশভক্ষিতদেহস্য প্রাণা হ্যস্থিষু শেরতে ॥১৮॥

সেইরূপ আমিও বৃদ্ধিশীল তপস্যা ও যোগের দ্বারা সত্যলোকে নিজের অবস্থান সাধন করিব, যদিও ব্রহ্মা দীর্ঘায়ু বলিয়া তাঁহার দীর্ঘ তপস্যা সম্ভব হইয়াছে, আমার এক জন্মে না হইলেও বহু জন্মে উহা সাধন করিতে পারিব; কারণ, কাল ও আত্মা নিত্য। ১০

যদি আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ না হয়, তবে এই জগৎকে নিজ বলে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত করিব, অর্থাৎ পাপীকে পুণ্যবানের স্থানে এবং পুণ্যবান্‌কে পাপীর স্থানে পাঠাইব, কল্পান্তে যে সকল পদ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই ধ্রুবাদি বৈষ্ণবগণের স্থান দ্বারা আমি কি করিব! সুতরাং সত্যলোকই সাধন করিব। ১১

হে প্রভো! হিরণ্যকশিপুর এইরূপ নির্ব্বন্ধ (আপনার স্থান অধিকার করিবার ঐকান্তিক চেষ্টা) আমরা শুনিয়াছি, আপনি স্বয়ং ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সুতরাং ইহার পর যাহা করা কর্ত্তব্য, আপনি তাহা করুন। ১২

হে জগৎপতে! আপনার পারমেষ্ঠ্য আসন (স্থান বা পদ) ব্রাহ্মণ ও গো-সকলের উদ্ভব, সুখ, ঐশ্বর্য্য, লব্ধপালন ও উৎকর্ষের নিমিত্ত হইয়াছে। ১৩

হে নৃপ! দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত ভগবান্ ব্রহ্মা ভৃগু, দক্ষ প্রভৃতি মুনিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। ১৪

হে রাজন্! বল্মীক, তৃণ, ও কীচক (বংশ-বিশেষ) দ্বারা আচ্ছন্ন হিরণ্যকশিপুকে ব্রহ্মা প্রথমে দেখিতে পাইলেন না, কারণ, তাহার দেহ যেমন বল্মীক-স্তূপ ও তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ পিপীলিকাগণ কর্ত্তৃক তাহার মেদ, ত্বক্, মাংস ও শোণিত ভক্ষিত হইয়াছিল। ১৫

তপস্যা দ্বারা লোক সকলকে সন্তপ্তকারী অতএব মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় হিরণ্যকশিপুকে লক্ষ্য করিয়া হংসবাহন ব্রহ্মা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন। ১৬

ব্রহ্মা বলিলেন, হে কাশ্যপ! তুমি গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছ, আমি বর দিতে আসিয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ১৭

হে দৈত্য! আমি তোমার অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্য দর্শন করিলাম, দংশ (মক্ষিকাবিশেষ) তোমার দেহ ভক্ষণ করিলেও প্রাণ সকল অস্থিমধ্যে অবস্থান করিতেছে। ১৮

নৈতৎ পূর্ব্বর্ষয়শ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে। নিরম্বুর্ধারয়েৎ প্রাণান্ কো বৈ দিব্যসমাঃ শতম্ ॥১৯॥
ব্যবসায়েন তেঽনেন দুষ্করেণ মনস্বিনাম্। তপোনিষ্ঠেন ভবতা জিতোঽহং দিতিনন্দন ॥২০॥
ততস্তে আশিষঃ সর্ব্বা দদাম্যসুরপুঙ্গব। মর্ত্ত্যস্য তে হ্যমর্ত্ত্যস্য দর্শনং নাফলং মম ॥২১॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাদিভবো দেবো ভক্ষিতাঙ্গং পিপীলিকৈঃ। কমণ্ডলুজলেনৌক্ষদ্দিব্যেনামোঘরাধসা ॥ ২২ ॥
স তৎকীচকবল্মীকাৎ সহওজোবলান্বিতঃ। সর্ব্বাবয়বসম্পন্নো বজ্রসংহননো যুবা।
উত্থিতস্তপ্তহেমাভো বিভাবসুরিবৈধসঃ ॥ ২৩ ॥
স নিরীক্ষ্যাম্বরে দেবং হংসবাহমুপস্থিতম্। ননাম শিরসা ভূমৌ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥২৪॥
উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঈক্ষমাণো দৃশা বিভুম্। হর্ষাশ্রুপুলকোদ্ভেদো গিরা গদ্‌গদয়াগৃণাৎ ॥২৫॥

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ।

কল্পান্তে কালসৃষ্টেন যাঽন্ধেন তমসাবৃতম্। অভিব্যনগ্‌জগদিদং স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বরোচিষা ॥২৬॥
আত্মনা ত্রিবৃতা চেদং সৃজত্যবতি লুম্পতি। রজঃসত্ত্বতমোধাম্নে পরায় মহতে নমঃ ॥২৭॥

হে বৎস! পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই তপস্যা করিতে পারেন নাই, পরেও কেহ করিতে পারিবে না, জল পর্য্যন্ত আহার না করিয়া কোন্ ব্যক্তি দেব-পরিমাণে শত বৎসরকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারে! ১৯

হে দিতিনন্দন! তোমার এই কার্য্য অতিশয় দুষ্কর, কোন মনস্বীই ইহা করিতে পারিবে না, তোমার এই কার্য্যই আমাকে জয় করিল, তপোনিষ্ঠার কথা আর কি বলিব, তাহাতে ত জিতই হইয়াছি। ২০

হে অসুরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে সকল প্রকার কাম্য বস্তুই প্রদান করিব, অমর্ত্ত্য আমার দর্শন, মর্ত্ত্য তোমার পক্ষে নিষ্ফল হইতে পারে না। ২১

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! আদিদেব ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া অমোঘবল দিব্য কমণ্ডলুর জল দ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পিপীলিকাভক্ষিত অঙ্গ সকল প্রোক্ষণ করিয়াছিলেন। ২২

সেই দৈত্যপতি (কমণ্ডলুজলে প্রোক্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ) সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও বজ্রতুল্য দৃঢ়াঙ্গ হইয়া সামর্থ্য, বল ও তেজের সহিত সেই বল্মীক ও কীচকাদির মধ্য হইতে নির্গত হইল—যেমন কাষ্ঠরাশি হইতে অগ্নি উত্থিত হয়, পরে তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য তাহার শরীরের প্রভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ২৩

সেই হিরণ্যকশিপু আকাশে হংসবাহনে উপস্থিত ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া তদ্দর্শনে পরমানন্দিত হইল ও ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিল। ২৪

অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলি, বিনীত হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে করিতে গদ্‌গদ-বাক্যে বলিয়াছিল, হর্ষাবেগে হিরণ্যকশিপুর নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু এবং শরীরে পুলকোদ্‌গম হইয়াছিল। ২৫

হিরণ্যকশিপু বলিল, কল্পান্ত সময়ে কালসৃষ্ট গাঢ় অন্ধকার দ্বারা আবৃত এই জগৎকে যে স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমেশ্বর নিজ দীপ্তি দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ২৬

যিনি ত্রিগুণ আত্মা দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, সেই রজঃ সত্ত্ব তমোগুণের আশ্রয়, অপরিমেয় পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। ২৭

নম আদ্যায় বীজায় জ্ঞানবিজ্ঞানমূর্ত্তয়ে। প্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিকারৈর্ব্যক্তিমীয়ুষে ॥২৮॥
ত্বমীশিষে জগতস্তস্থুষশ্চ প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্।
চিত্তস্য চিত্তের্মনইন্দ্রিয়াণাং পতির্মহান্ ভূতগুণাশয়েশঃ ॥২৯॥
ত্বং সপ্ততন্তূন্ বিতনোষি তন্বা ত্রয্যা চতুর্হোত্রকবিদ্যয়া চ।
ত্বমেক আত্মাত্মবতামনাদিরনন্তপারঃ কবিরন্তরাত্মা ॥ ৩০ ॥
ত্বমেব কালোঽনিমিষো জনানামায়ুর্লবাদ্যাবয়বৈঃ ক্ষিণোষি।
কূটস্থ আত্মা পরমেষ্ঠ্যজো মহাংস্ত্বং জীবলোকস্য চ জীব আত্মা ॥৩১॥
ত্বত্তঃ পরং নাপরমপ্যনেজদেজচ্চ কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি।
বিদ্যাঃ কলাস্তে তনবশ্চ সর্ব্বা হিরণ্যগর্ভোঽসি বৃহৎ ত্রিপৃষ্ঠঃ ॥৩২॥
ব্যক্তং বিভো স্থূলমিদং শরীরং যেনেন্দ্রিয়প্রাণমনোগুণাংস্ত্বম্।
ভুঙ্ক্ষে স্থিতো ধামনি পারমেষ্ঠ্য অব্যক্ত আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ ॥৩৩॥

যিনি আদিপুরুষ, জগতের বীজকারণ, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানমূর্ত্তি এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত বিকার দ্বারা যিনি অভিব্যক্ত হয়েন, তাঁহাকে নমস্কার করি। ২৮

হে ভগবন্! আপনি স্থাবর ও জঙ্গমের ঈশ্বর, সূত্রাত্মারূপে আপনার এই সকলের নিয়ন্তৃত্ব অতএব আপনি প্রজাপতি, এবং চিত্তের ও তৎপরিণামস্বরূপ চেতনার, মনের ও ইন্দ্রিয় সকলের পতি সুতরাং মহান্ এবং আকাশাদি ভূত, শব্দাদি বিষয় এবং তদ্বাসনা সকলের ঈশ্বর। ২৯

হে ভগবন্! আপনি ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবেদাত্মক শরীর দ্বারা ও চাতুর্হোত্রক বিদ্যা দ্বারা (যে কার্য্যে চারিজন হোতা থাকেন, তাহাকে চাতুর্হোত্রক বলে) অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সকল বিস্তার করিতেছেন, আপনি প্রাণিসকলের আত্মা ও অন্তর্য্যামী, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অখণ্ড এবং অনাদি, আপনার কালকৃত অন্ত বা দেশকৃত পরিচ্ছেদ নাই। ৩০

হে ভগবন্! আপনি কালস্বরূপ, অতএব আপনি নিমেষশূন্য হইয়া ক্ষণ-লবাদি অবয়ব দ্বারা জন সকলের আয়ুঃক্ষয় করেন; আপনি কূটস্থ নির্ব্বিকার জ্ঞান-স্বরূপ, পরমেষ্ঠী অর্থাৎ পরমেশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্ম-শূন্য এবং মহান্ অর্থাৎ পরিচ্ছেদশূন্য, এবং এই যে জীবলোক কর্ম্মবশে বিকার প্রাপ্ত হয়, আপনি ইহার জীবন এবং নিয়ন্তা। ৩১

হে ভগবন্! আপনা হইতে পর কারণ অপর কার্য্য স্থাবর-জঙ্গম কিছুই নাই, এবং আপনা ব্যতিরিক্ত অন্য শব্দাদি কিছুই নাই, বেদ, উপবেদ প্রভৃতি যে সকল বিদ্যাস্থান ও যে সকল কলা অর্থাৎ বেদাঙ্গ প্রভৃতি আপনার শরীর, আপনি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যরূপ ব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরে বর্ত্তমান, এবং আপনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পৃষ্ঠে অবস্থিত, অতএব আপনিই বৃহৎ—ব্রহ্ম। ৩২

হে বিভো! এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার স্থূল শরীর ইহা সত্য, এবং এই শরীর দ্বারা আপনি প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় সকল ভোগ করেন ইহাও সত্য, কিন্তু আপনি সর্ব্বদা পারমেষ্ঠ্য পদে স্ব স্ব রূপে অবস্থিত হইয়াই ঐ সকল ভোগ করেন, অতএব আপনি নিরুপাধি ব্রহ্ম এবং পুরাণ-
। ৩৩

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্। চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥৩৪॥
যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরান্মে বরদোত্তম। ভূতেভ্যস্ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মাভূন্মম প্রভো ॥৩৫॥
নান্তর্ব্বহির্দিবা নক্তমন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ। ন ভূমৌ নাম্বরে মৃত্যুর্ন নরৈর্ন মৃগৈরপি ॥৩৬॥
ব্যসুভির্বাসুমদ্ভির্ব্বা সুরাসুরমহোরগৈঃ। অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে ঐকপত্যঞ্চ দেহিনাম্ ॥৩৭॥
সর্ব্বেষাং লোকপালানাং মহিমানং যথাত্মনঃ। তপোযোগপ্রভাবাণাং যন্ন রিষ্যতি কর্হিচিৎ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

হে অনন্ত! যে আপনি মনোবাক্যের অগোচর রূপ দ্বারা এই অখিল বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, সেই চিৎ ও অচিৎ শক্তিযুক্ত বিদ্যা ও মায়াযুক্ত ভগবান্ আপনাকে নমস্কার করি। ৩৪

হে বরদোত্তম! আপনি যদি আমাকে অভিমত বর প্রদান করেন, তবে এই বর দান করুন যেন, আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে আমার মৃত্যু না হয়। ৩৫

অভ্যন্তরে বা বাহিরে, দিবসে কি রাত্রিতে আপনার সৃষ্টি ভিন্ন অন্য হইতে ও অস্ত্র দ্বারা, ভূমিতে বা আকাশে নর অথবা মৃগ দ্বারা আমার যেন মৃত্যু না হয়। ৩৬

অপ্রাণ অথবা সপ্রাণ কিম্বা সুর, অসুর, মহোরগ সকল ইহাদের দ্বারাও যেন আমার মৃত্যু না হয়। আর যুদ্ধে প্রতিপক্ষশূন্যত্ব এবং প্রাণিগণের উপর একাধিপত্যরূপ বর আমাকে প্রদান করুন, আর সকল লোকপালগণের মাহাত্ম্য এবং আপনার মাহাত্ম্য আমাকে প্রদান করুন, আর তপস্যা ও যোগ দ্বারা যে প্রভাব জন্মে এবং যাহা কখনও বিনষ্ট হয় না, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করুন। ৩৭-৩৮

ইতি সপ্তম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং বৃতং শতধৃতির্হিরণ্যকশিপোরথ। প্রাদাৎ তত্তপসা প্রীতো বরাংস্তস্য সুদুর্ল্লভান্ ॥১॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

তাতেমে দুর্ল্লভাঃ পুংসাং যান্ বৃণীষে বরান্ মম। তথাপি বিতরাম্যঙ্গ বরান্ যদ্যপি দুর্ল্লভান্ ॥২॥

ততো জগাম ভগবানমোঘানুগ্রহো বিভুঃ। পূজিতোঽসুরবর্য্যেণ স্তূয়মানঃ প্রজেশ্বরৈঃ ॥৩॥

এবং লব্ধবরো দৈত্যো বিভ্রদ্ধেমময়ং বপুঃ। ভগবত্যকরোদ্দ্বেষং ভ্রাতুর্ব্বধমনুস্মরন্ ॥ ৪ ॥

স বিজিত্য দিশঃ সর্ব্বা লোকাংশ্চ ত্রীন্ মহাসুরঃ। দেবাসুরমনুষ্যেন্দ্রগন্ধর্ব্বগরুড়োরগান্ ॥ ৫ ॥

সিদ্ধচারণবিদ্যাধ্রান্ ঋষীন্ পিতৃপতীন্ মনূন্। যক্ষরক্ষঃপিশাচেশান্ প্রেতভূতপতীনপি ॥৬॥

সর্ব্বসত্ত্বপতীন্ জিত্বা বশমানীয় বিশ্বজিৎ। জহার লোকপালানাং স্থানানি সহ তেজসা ॥৭॥

দেবোদ্যানশ্রিয়া জুষ্টমধ্যাস্তে স্ম ত্রিপিষ্টপম্। মহেন্দ্রভবনং সাক্ষান্নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যায়তনমধ্যুবাসাখিলর্দ্ধিমৎ ॥৮॥

যত্র বিদ্রুমসোপানা মহামারকতা ভুবঃ। যত্র স্ফাটিককুড্যানি বৈদুর্য্যস্তম্ভপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥৯॥

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! হিরণ্যকশিপুর উগ্র তপস্যায় সুপ্রীত ব্রহ্মা, এইরূপ প্রার্থিত হইয়া দুর্ল্লভ হইলেও সেই প্রার্থিত বর সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ১

ব্রহ্মা বলিলেন, হে তাত! তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিয়াছ, পুরুষগণের এ সকল অতি দুর্লভ, কিন্তু হে দৈত্যেন্দ্র! যদিও ঐ সকল বর সুদুর্লভ, তথাপি আমি তোমাকে ঐ সকল বর প্রদান করিলাম। ২

তাহার পর অমোঘ (সফল) যাঁহার অনুগ্রহ সেই ভগবান্ ব্রহ্মা (বর প্রদান করিয়া) অসুরশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক পূজিত ও প্রজাপতিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছিলেন। ৩

দৈত্যপ্রবর হিরণ্যকশিপু এই প্রকার বর লাভ করিয়া স্বর্ণময় শরীর ধারণ করিয়াছিল, এবং ভ্রাতার মৃত্যু স্মরণ করিয়া ভগবানের প্রতি দ্বেষ করিয়াছিল। ৪

ঐ মহাসুর দশদিক্ জয় করিয়া ও তিনলোক—দেবতা, অসুর, নরেন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, গরুড়, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, পিশাচেশ্বর, প্রেতপতি, ভূতপতি, এবং অন্যান্য সকল প্রাণীর যে যে অধিপতি, তৎসমুদায়কে জয় করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিল, পরে সেই বিশ্বজয়ী হিরণ্যকশিপু লোকপালগণের তেজের সহিত তাহাদের স্থান সকল হরণ করিয়া লইয়াছিল। ৫-৭

পরে দেবতাগণের শোভায় সুশোভিত স্বর্গলোকে গিয়া অধিষ্ঠান করিল, সেখানেও সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর আশ্রয় ও সমুদায় সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ মহেন্দ্রভবনেই বাস করিতে লাগিল। ৮

যেস্থানে সোপান (সিঁড়ি) সকল বিদ্রুম-(প্রবাল) নির্ম্মিত, ভূমি সকল মহামূল্য মরকত-(পান্না) ময়, কুড্য (গৃহ বা ভিত্তি) সকল স্ফটিক-রচিত, গৃহস্তম্ভ সকল বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত। ৯

যত্র চিত্রবিতানানি পদ্মরাগাসনানি চ। পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা মুক্তাদামপরিচ্ছদাঃ ॥১০॥
কূজদ্ভির্নূপুরৈর্দেব্যঃ শব্দয়ন্ত্য ইতস্ততঃ। রত্নস্থলীষু পশ্যন্তি সুদতীঃ সুন্দরং মুখম্ ॥১১॥

তস্মিন্ মহেন্দ্রভবনে মহাবলো মহামনা নির্জিতলোক একরাট্।
রেমেঽভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রিযুগঃ সুরাদিভিঃ প্রতাপিতৈরূর্জ্জিতচণ্ডশাসনঃ ॥১২॥
তমঙ্গ মত্তং মধুনোরুগন্ধিনা বিবৃত্ততাম্রাক্ষমশেষধিষ্ণ্যপাঃ।
উপাসতোপায়নপাণিভির্বিনা ত্রিভিস্তপোযোগবলৌজসাং পদম্ ॥১৩॥
জগুর্মহেন্দ্রাসনমোজসা স্থিতং বিশ্বাবসুস্তুম্বুরুরস্মদাদয়ঃ।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধা ঋষয়োঽস্তুবন্ মুহুর্বিদ্যাধরাশ্চাপ্সরসশ্চ পাণ্ডব ॥১৪॥

স এব বর্ণাশ্রমিভিঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ। ইজ্যমানো হবির্ভাগানগ্রহীৎ স্বেন তেজসা ॥১৫॥
অকৃষ্টপচ্যা তস্যাসীৎ সপ্তদ্বীপবতী মহী। তথা কামদুঘা গাবো নানাশ্চর্য্যপদং নভঃ ॥১৬॥
রত্নাকরাশ্চ রত্নৌঘাংস্তৎপত্ন্যশ্চোহুরূর্ম্মিভিঃ। ক্ষারসীধুঘৃতক্ষৌদ্রদধিক্ষীরামৃতোদকাঃ ॥ ১৭ ॥
শৈলা দ্রোণীভিরাক্রীড়ং সর্ব্বর্ত্তুষু গুণান্ দ্রুমাঃ। দধার লোকপালানামেক এব পৃথগ্গুণান্ ॥১৮॥

আর যেস্থানে বিতান (চন্দ্রাতপ) সকল বিচিত্র, আসন সকল পদ্মরাগমণি-রচিত এবং শয্যা সকল দুগ্ধফেনতুল্য, এবং মুক্তাদাম সে সকলের পরিচ্ছদ। ১০

আর যেখানে শব্দায়মান নূপুর দ্বারা শব্দ করিয়া সুন্দরদশনা সুরসুন্দরীগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে রত্নস্থলী সকলে নিজেদের সুন্দর বদন দর্শন করিয়া থাকেন। ১১

সেই মহেন্দ্রভবনে, মহাবল, মহামনা, ত্রিলোকজয়ী একচ্ছত্র রাজা (সম্রাট্) প্রচণ্ডশাসন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু স্বীয় প্রতাপে সন্তপ্ত দেবাদিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ১২

হে রাজন! তীব্রগন্ধ মদ দ্বারা মত্ত, ঘূর্ণিত তাম্রবর্ণ নয়ন, তপস্যা যোগবল ও সাহসের একমাত্র আশ্রয় সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনজন ব্যতিরেকে সকল লোকপালগণ উপায়ন হস্তে উপাসনা করিতেন। ১৩

হে পাণ্ডব! নিজ বাহুবলে মহেন্দ্রাসনে আসীন হিরণ্যকশিপুকে বিশ্বাবসু তুম্বুরু, এবং আমি (নারদ) গান দ্বারা উপাসনা করিতাম, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ ও বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ তাহাকে বারম্বার স্তব করিতেন। ১৪

এবং সেই হিরণ্যকশিপুই নিখিল বর্ণাশ্রমিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত হইয়া নিজ তেজে সমস্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিত। ১৫

সেই হিরণ্যকশিপুর শাসনপ্রভাবে সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী কর্ষণ ব্যতিরেকেই শস্যসম্পদ্ দান করিতেন, গাভী সকল কামদুঘা ছিলেন অর্থাৎ অভিলষিত দ্রব্য দান করিতেন, আকাশমণ্ডল নানা আশ্চর্য্য বিষয়ের স্থান হইয়াছিল। ১৬

লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও অমৃতোদক-যুক্ত রত্নাকর সকল ও তৎপত্নী নদী সকল তরঙ্গ দ্বারা রাশি রাশি রত্ন আনিয়া হিরণ্যকশিপুকে দিত। ১৭

আর গহ্বর সহিত পর্ব্বত সকল তাহার ক্রীড়া-স্থান হইয়াছিল, বৃক্ষ সকল সমস্ত ঋতুতেই পুষ্প-ফল ধারণ করিত, এবং সেই হিরণ্যকশিপু একাই সকল লোকপালের পৃথক্ পৃথক্ গুণ (বর্ষণ-দোহন-শোষণাদি) ধারণ করিয়াছিল। ১৮

স ইত্থং নির্জ্জিতককুবেকরাড্ বিষয়ান্ প্রিয়ান্।
যথোপজোষং ভুঞ্জানো নাতৃপ্যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৯॥
এবমৈশ্বর্য্যমত্তস্য দৃপ্তস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ। কালো মহান্ ব্যতীয়ায় ব্রহ্মশাপমুপেয়ুষঃ ॥২০॥
তস্যোগ্রদণ্ডসংবিগ্নাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সপালকাঃ। অন্যত্রালব্ধশরণাঃ শরণং যযুরচ্যুতম্ ॥২১॥
তস্যৈ নমোঽস্তু কাষ্ঠায়ৈ যত্রাত্মা হরিরীশ্বরঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥২২॥
ইতি তে সংযতাত্মানঃ সমাহিতধিয়োঽমলাঃ। উপতস্থুর্হৃষীকেশং বিনিদ্রা বায়ুভোজনাঃ ॥২৩॥
তেষামাবিরভূদ্বাণী অরূপা মেঘনিস্বনা। সন্নাদয়ন্তী ককুভঃ সাধূনামভয়ঙ্করী ॥ ২৪ ॥
মা ভৈষ্ট বিবুধশ্রেষ্ঠা সর্ব্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ। মদ্দর্শনং হি ভূতানাং সর্ব্বশ্রেয়োপপত্তয়ে ॥২৫॥
জ্ঞাতমেতস্য দৌরাত্ম্যং দৈতেয়াপসদস্য যৎ। তস্য শান্তিং করিষ্যামি কালং তাবৎপ্রতীক্ষত ॥২৬॥
যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু। ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি ॥২৭॥
নির্ব্বৈরায় প্রশান্তায় স্বসুতায় মহাত্মনে। প্রহ্রাদায় যদা দ্রুহ্যেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জ্জিতম্ ॥২৮॥
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা লোকগুরুণা তং প্রণম্য দিবৌকসঃ। ন্যবর্ত্তন্ত গতোদ্বেগা মেনিরে চাসুরং হতম্ ॥২৯॥

সেই অজিতেন্দ্রিয়, দিগ্বিজয়ী, একাধিপতি হিরণ্যকশিপু প্রিয় বিষয় সকল যদৃচ্ছাক্রমে ভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। ১৯

এই প্রকারে ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত দৃপ্ত শাস্ত্রমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হিরণ্যকশিপুর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছিল। ২০

সেই হিরণ্যকশিপুর উগ্র দণ্ডে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন লোক সকল লোকপালগণের সহিত কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ভগবান্ অচ্যুতের শরণাগত হইয়াছিলেন।২১

সেই দিকের প্রতি নমস্কার, যেদিকে স্বয়ং আত্মা ঈশ্বর হরি বর্ত্তমান এবং নির্ম্মল, শান্ত সন্ন্যাসিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হয়েন না। ২২

এই কারণে সেই লোকপালগণ সমাহিতচিত্ত ও সংযতান্তঃকরণে বিনিদ্র ও বায়ুভোজনপরায়ণ হইয়া হৃষীকেশের উপাসনা করিয়াছিলেন। ২৩

উপাসনানিরত দেবগণের নিকটে মেঘধ্বনির ন্যায় গভীর, দশদিক্ প্রতিধ্বনিতকারিণী সাধুগণের অভয়প্রদা অশরীরিণী বাণী আবির্ভূতা হইয়াছিল। হে বিবুধশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ভীত হইও না, তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার দর্শন প্রাণিগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলপ্রাপ্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে। ২৪-২৫

এই দৈত্যাধম হিরণ্যকশিপুর যে দৌরাত্ম্য, তাহা আমি জ্ঞাত আছি, সেই দৌরাত্ম্যের আমি শান্তি-বিধান করিব, সেই পর্য্যন্ত তোমরা কাল প্রতীক্ষা কর। যখন দেবতায়, বেদে, গোসকলে, ব্রাহ্মণে, সাধু-গণে, ধর্ম্মে ও আমাতে কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ হয়, তখন সে অবশ্যই শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২৬-২৭

যখন হিরণ্যকশিপু নির্ব্বৈর প্রশান্ত নিজ পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি দ্রোহ আচরণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মার বরে বলবান্ দৈত্যরাজকে বধ করিব। নারদ বলিলেন, লোকগুরু ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবগণ ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া নিরুদ্বিগ্নভাবে নিবৃত্ত হইলেন এবং ঐ অসুর নিহত হইল, ইহা মনে করিয়াছিলেন। ২৮-২৯

তস্য দৈত্যপতেঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ পরমাদ্ভুতাঃ। প্রহ্লাদোঽভূন্মহাংস্তেষাং গুণৈর্মহদুপাসকঃ ॥৩০॥
ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতানামেকপ্রিয়সুহৃত্তমঃ ॥ ৩১ ॥
দাসবৎ সন্নতার্য্যাঙ্ঘ্রিঃ পিতৃবৎ দীনবৎসলঃ। ভ্রাতৃবৎ সদৃশে স্নিগ্ধো গুরুষ্বীশ্বরভাবনঃ।
বিদ্যার্থরূপজন্মাঢ্যো মানস্তম্ভবিবর্জিতঃ ॥৩২॥
নোদ্বিগ্নচিত্তো ব্যসনেষু নিস্পৃহঃ শ্রুতেষু দৃষ্টেষু গুণেষ্ববস্তুদৃক্।
দান্তেন্দ্রিয়প্রাণশরীরধীঃ সদা প্রশান্তকামো রহিতাসুরোঽসুরঃ ॥৩৩॥
যস্মিন্ মহদ্‌গুণা রাজন্ গৃহ্যন্তে কবিভির্মুহুঃ। ন তেঽধুনাপিধীয়ন্তে যথা ভগবতীশ্বরে ॥৩৪॥
যং সাধুগাথাসদসি রিপবোঽপি সুরা নৃপ। প্রতিমানং প্রকুর্ব্বন্তি কিমুতান্যে ভবাদৃশাঃ ॥৩৫॥
গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে। বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ ॥৩৬॥
ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বৎ তন্মনস্তয়া। কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥৩৭॥
আসীনঃ পর্য্যটন্নশ্নন্ শয়ানঃ প্রপিবন্ ব্রুবন্। নানুসন্ধত্ত এতানি গোবিন্দপরিরম্ভিতঃ ॥৩৮॥

হে রাজন্! সেই দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পরমাদ্ভুত চারিটি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ মহতের উপাসক ছিলেন এবং গুণ দ্বারা অতি মহান্ হইয়াছিলেন। ৩০

তিনি জিতেন্দ্রিয়, সুশীল, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্য-প্রতিজ্ঞ, আর আত্মার ন্যায় সকল প্রাণীর অদ্বিতীয় প্রিয় এবং সুহৃত্তম ছিলেন। ৩১

এবং তিনি দাসের ন্যায় মান্য ব্যক্তির পাদপদ্মে নত হইতেন এবং পিতার ন্যায় দীনবৎসল ছিলেন, আর স্ব সমান জনে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন ও গুরুজনকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন, আর বিদ্যা, ধন, রূপ ও কৌলীন্যসম্পন্ন হইয়াও তজ্জন্য অভিমান ও গর্ব্বশূন্য ছিলেন। ৩২

সেই অসুরভাবরহিত, অসুর প্রহ্লাদ বিপদে উদ্বিগ্নচিত্ত হইতেন না, তিনি নিস্পৃহ ছিলেন, শ্রুত অথবা দৃষ্ট বিষয় সকলকে অবস্তু মিথ্যা দেখিতেন, তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধি সর্ব্বদা সংযত ছিল এবং কাম প্রশান্ত ছিল। ৩৩

হে রাজন্! যে প্রহ্লাদে অবস্থিত মহাগুণ সকল বারম্বার কবিগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং ভগবান্ ঈশ্বরের ন্যায় ঐ সকল তিরোহিত হয় নাই। ৩৪

হে নৃপ! তোমাদের ত কথাই নাই, চিরশত্রু দেবগণও নিজেদের সভায় সাধু কথাপ্রসঙ্গে যাঁহার সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ৩৫

হে নৃপ! যাঁহার ভগবান্ বাসুদেবে স্বাভাবিক রতি, তাঁহার অসংখ্য গুণকীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহার মাহাত্ম্যমাত্র সূচিত হইয়াছে। ৩৬

হে রাজন্! ভগবানে তাঁহার মন থাকায় ক্রীড়নক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদ জড়ের ন্যায় থাকিতেন, আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানেই তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন, অতএব এই জগৎ কিরূপ, তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না। ৩৭

গোবিন্দ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত থাকায় অর্থাৎ আত্ম-রূপ ভগবানের সহিত একীভূত থাকায়, প্রহ্লাদ উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, পান, শয়ন ও বাক্য-প্রয়োগ করিলেও এই সকলের তিনি অনুসন্ধান করিতেন না। ৩৮

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ। ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ ॥৩৯॥
নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ। ক্বচিৎ তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥৪০॥
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ। অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥
স উত্তমশ্লোকপদারবিন্দয়োর্নিষেবয়াঽকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া।
তন্বন্ পরাং নির্বৃতিমাত্মনো মুহুর্দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ শমং ব্যধাৎ ॥৪২॥
তস্মিন্ মহাভাগবতে মহাভাগে মহাত্মনি। হিরণ্যকশিপূ রাজন্নকরোদঘমাত্মজে ॥ ৪৩ ॥
শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।
দেবর্ষ এতদিচ্ছামো বেদিতুং তব সুব্রত। যদাত্মজায় শুদ্ধায় পিতাদাৎ সাধবে হ্যঘম্ ॥৪৪॥
পুত্রান্ বিপ্রতিকূলান্ স্বান্ পিতরঃ পুত্রবৎসলাঃ। উপালভন্তে শিক্ষার্থং নৈবাঘমপরো যথা ॥৪৫॥
কিমুতানুবশান্ সাধূংস্তাদৃশান্ গুরুদেবতান্। এতৎ কৌতূহলং ব্রহ্মন্নস্মাকং বিধম প্রভো।
পিতুঃ পুত্রায় যদ্দ্বেষো মরণায় প্রযোজিতঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভগবান্ বৈকুণ্ঠের চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া কখন রোদন করিতেন, কখন বা তাঁহার চিন্তায় আহ্লাদযুক্ত হইয়া হাসিতেন এবং গান করিতেন। ৩৯

প্রহ্লাদ কখন মুক্তকণ্ঠে শব্দ করিতেন, কখন বা বিগতলজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, আর কখন বা ভগবদ্ভাবনায় অভিনিবিষ্ট হওয়ায় তন্ময় হইয়া ভগবানের অবতার-লীলার অনুকরণ করিতেন। ৪০

কখন বা ভগবৎস্পর্শভাবলাভে নির্বৃত, অতএব রোমাঞ্চিতশরীর হইয়া তূষ্ণীম্ভূত থাকিতেন, সেই সময়ে তাঁহার শরীরে স্পন্দনমাত্র থাকিত না এবং প্রেমানন্দজনিত অশ্রুজলে তাঁহার নয়ন পূর্ণ হওয়ায় নয়নদ্বয় নিমীলিত থাকিত। ৪১

হে মহারাজ! মহাত্মা প্রহ্লাদ, অকিঞ্চন ভগবদ্-ভক্তজনের সঙ্গলাভে জাত উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ গোবিন্দের পাদপদ্ম সেবা দ্বারা নিজের বারম্বার পরম নির্বৃতি বিস্তার করিতেন এবং দুঃসঙ্গবশে দীন ব্যক্তির মনে শান্তি বিধান করিতেন। ৪২

হে রাজন্! মহাভাগ্য মহাত্মা মহাভাগবত তাদৃশ পুত্রের প্রতি হিরণ্যকশিপু দ্রোহ করিয়াছিল। ৪৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে দেবর্ষে! হে সুব্রত! হিরণ্যকশিপু পিতা হইয়াও শুদ্ধচিত্ত পুত্রের প্রতি দ্রোহ করিয়াছিল, ইহা অতি আশ্চর্য্য, এ বিষয় বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ৪৪

হে প্রভো! পুত্রবৎসল পিতৃগণ প্রতিকূল পুত্রদিগকেও শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিরস্কারমাত্র করিয়া থাকেন, শত্রুর ন্যায় কখন অনিষ্টচিন্তা করেন না। আর যে সকল পুত্র প্রহ্লাদের ন্যায় বশীভূত, সাধু, অগাধ বোধসম্পন্ন এবং যাঁহারা পিতাকেই পরম দেবতা মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি পিতা অনিষ্টচেষ্টা করিবেন, ইহা কি সম্ভব? ৪৫

হে ব্রহ্মন্! হে প্রভো! পুত্রের প্রতি পিতার এতাদৃশ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল যে, তাহা পুত্রের মৃত্যুর নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছিল, ইহা অবগত হইবার নিমিত্ত মহা কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কৌতূহল নিবারণ করুন। ৪৬

ইতি সপ্তম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

পৌরোহিত্যায় ভগবান্ বৃতঃ কাব্যঃ কিলাসুরৈঃ।
শণ্ডামর্কৌ সুতৌ তস্য দৈত্যরাজগৃহান্তিকে ॥১॥

তৌ রাজ্ঞা প্রাপিতং বালং প্রহ্লাদং নয়কোবিদম্। পাঠয়ামাসতুঃ পাঠ্যানন্যাংশ্চাসুরবালকান্ ॥২॥
যত্তত্র গুরুণা প্রোক্তং শুশ্রুবেঽনুপপাঠ চ। ন সাধু মনসা মেনে স্বপরাসদ্‌গ্রহাশ্রয়ম্ ॥৩॥
একদাসুররাট্ পুত্রমঙ্কমারোপ্য পাণ্ডব। পপ্রচ্ছ কথ্যতাং বৎস মন্যতে সাধু যদ্ভবান্ ॥৪॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ ৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রুত্বা পুত্রগিরো দৈত্যঃ পরপক্ষসমাহিতাঃ। জহাস বুদ্ধির্বালানাং ভিদ্যতে পরবুদ্ধিভিঃ ॥৬॥
সম্যগ্বিধার্য্যতাং বালো গুরুগেহে দ্বিজাতিভিঃ। বিষ্ণুপক্ষৈঃ প্রতিচ্ছন্নৈর্ন ভিদ্যেতাস্য ধীর্যথা ॥৭॥
গৃহমানীতমাহূয় প্রহ্লাদং দৈত্যযাজকাঃ। প্রশস্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সমপৃচ্ছন্ত সামভিঃ ॥৮॥

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! অসুরগণ ভগবান্ শুক্রাচার্য্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিল, সুতরাং শুক্রাচার্য্যের শণ্ড ও অমার্ক নামে দুই পুত্র দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর গৃহসমীপে বাস করিতেন। ১

সেই শণ্ড ও অমার্ক রাজা হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক প্রেরিত নীতিনিপুণ বালক প্রহ্লাদকে ও অন্যান্য অসুরবালকগণকে পাঠ্য দণ্ডনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ সকল পাঠ করাইতেন। ২

শিক্ষা দিবার সময়ে গুরু প্রহ্লাদকে যাহা বলিতেন, প্রহ্লাদ তাহা শুনিতেন ও তৎপরে পাঠ করিতেন, কিন্তু ঐ সকল বা এ আত্মীয়, এ পর, এইরূপ অসদ্‌বুদ্ধির আশ্রয় বলিয়া তিনি উহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতেন না। ৩

হে পাণ্ডব! একদিন অসুররাজ নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বৎস! তুমি যাহা ভাল বলিয়া মনে কর, তাহা সকল আমার নিকট বল। ৪

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে অসুরশ্রেষ্ঠ! এ আমার আত্মীয়, এ আমার পর, এইরূপ অসদ্‌বুদ্ধি নিবন্ধন সর্ব্বদা যাহারা উদ্বিগ্নচিত্ত, সেই দেহিগণের পক্ষে আত্মার অধঃপতনের নিমিত্ত স্বরূপ অন্ধকূপ সদৃশ এই গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক যে ভগবান্ হরিকে আশ্রয় করে, তাহাকেই আমি উত্তম বলিয়া মনে করি। ৫

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পুত্রের মুখে শত্রুপক্ষাশ্রিত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিয়াছিল এবং বলিল, শিশুদিগের বুদ্ধি এই প্রকারেই পরবুদ্ধি দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়। ৬

এই বালককে গুরুগৃহে ব্রাহ্মণগণ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করুন, যেন ছদ্মবেশী বৈষ্ণবগণ ইহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে না পারে। ৭

দৈত্যযাজকগণ গৃহে আনীত প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া ও মধুর বাক্যে তাহার প্রশংসা করিয়া সাম ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে সত্যং কথয় মা মৃষা। বালানতি কুতস্তুভ্যমেষ বুদ্ধিবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৯॥
বুদ্ধিভেদঃ পরকৃত উতাহো তে স্বতোঽভবৎ। ভণ্যতাং শ্রোতুকামানাং গুরূণাং কুলনন্দন ॥১০॥
শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ। বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥১১॥
স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে। অন্য এষ তথান্যোঽহমিতি ভেদগতাঽসতী ॥১২॥
স এষ আত্মা স্বপরেত্যবুদ্ধিভির্দুরত্যয়ানুক্রমণো নিরূপ্যতে।
মুহ্যন্তি যদ্বর্ত্মনি বেদবাদিনো ব্রহ্মাদয়ো হ্যেষ ভিনত্তি মে মতিম্ ॥১৩॥
যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া ॥১৪॥
শ্রীনারদ উবাচ।

এতাবদ্ব্রাহ্মণায়োক্ত্বা বিররাম মহামতিঃ। তং সন্নির্ভর্ৎস্য কুপিতঃ সুদীনো রাজসেবকঃ ॥১৫॥
আনীয়তামরে বেত্রমস্মাকমযশস্করঃ। কুলাঙ্গারস্য দুর্ব্বুদ্ধেশ্চতুর্থোঽস্যোদিতোদমঃ ॥১৬॥

হে বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক, সত্য কথা বল, মিথ্যা বলিও না, এখানে যে সকল বালক রাহয়াছে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া তোমার এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় কোথা হইতে হইল? ৯

হে কুলনন্দন! তোমার এই প্রকার বুদ্ধিভেদ কি অন্যে করিয়াছে? অথবা আপনা হইতেই জন্মিয়াছে, এই বিষয় তোমার গুরু আমরা শুনিতে ইচ্ছুক, আমাদের নিকট যথার্থ বল। ১০

প্রহ্লাদ বলিলেন, বিমোহিতবুদ্ধি পুরুষগণের পর ও আপন এবং এই অসদাগ্রহ যাহার মায়ায় কৃত হইয়াছে দেখা যায়, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ১১

(আহা! কি প্রলাপ বলিতেছ, যাহা হইতে তোমার বুদ্ধিভেদ জন্মিয়াছে, তাহা বল; দ্বিজগণের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন) সেই ভগবান্ যখন পুরুষদিগের অনুকূল হয়েন, সেই সময়ে তাহাদের এই ব্যক্তি অন্য, এবং আমি অন্য, এই প্রকার ভেদপ্রাপ্ত অসৎ মিথ্যা পশুবুদ্ধি নষ্ট হয় অর্থাৎ তখন সর্ব্বভূতে একাত্মজ্ঞান হয়। ১২

নির্বুদ্ধি লোকেরা সেই পরমাত্মাকেই আত্মীয় ও পর বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকে। কারণ, ব্রহ্মাদি বেদবাদিগণও তাঁহাকে জানিতে গিয়া মুগ্ধ হয়েন। কারণ, তাহার বর্ণন দুর্ঘট, হে ব্রাহ্মণগণ! তিনিই আমার বুদ্ধিভেদ করিতেছেন। ১৩

হে ব্রাহ্মণগণ! লৌহ যেমন তাহার আকর্ষমণি চুম্বকের নিকটে স্বয়ং ভ্রমণ করে, সেইরূপ চক্রপাণির যাদৃচ্ছিক সন্নিকর্ষবশে আমার চিত্ত আপনা হইতেই ভেদ প্রাপ্ত হইতেছে। ১৪

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! মহামতি প্রহ্লাদ দ্বিজগণকে এই প্রকার বলিয়া বিরত হইলেন, তৎশ্রবণে কুপিত, সুদীন রাজসেবক প্রহ্লাদের শিক্ষক প্রহ্লাদকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল। ১৫

অরে, বেত্র আনয়ন কর, এই দুষ্ট আমাদের অযশস্কর, সুতরাং এই কুলাঙ্গার দুর্ব্বুদ্ধি প্রহ্লাদের প্রতি সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই উপায়-চতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থই অর্থাৎ দণ্ডই বিহিত। ১৬

দৈতেয়চন্দনবনে জাতোঽয়ং কণ্টকদ্রুমঃ। যন্মুলোন্মুলপরশোর্বিষ্ণোর্নালায়িতোঽর্ভকঃ ॥১৭॥
ইতি তং বিবিধোপায়ৈর্ভীষয়ংস্তর্জনাদিভিঃ। প্রহ্লাদং গ্রাহয়ামাস ত্রিবর্গস্যোপপাদনম্ ॥১৮॥
তত এনং গুরুর্জ্ঞাত্বা জ্ঞাতজ্ঞেয়চতুষ্টয়ম্। দৈত্যেন্দ্রং দর্শয়ামাস মাতৃমৃষ্টমলঙ্কৃতম্ ॥১৯॥
পাদয়োঃ পতিতং বালং প্রতিনন্দ্যাশিষাঽসুরঃ।
পরিষ্বজ্য চিরং দোর্ভ্যাং পরমামাপনির্বৃতিম্ ॥২২॥
আরোপ্যাঙ্কমবঘ্রায় মূর্দ্ধন্যশ্রুকলাম্বুভিঃ। আসিঞ্চন্ বিকসদ্বক্ত্রমিদমাহ যুধিষ্ঠির ॥২১॥
শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ।
প্রহ্লাদানূচ্যতাং তাত স্বধীতং কিঞ্চিদুত্তমম্। কালেনৈতাবতায়ুষ্মন্ যদশিক্ষৎ গুরোর্ভবান্ ॥২২॥
শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥২৩॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥২৪॥

হায়! দানবরূপ চন্দনবনে এই কুলাঙ্গার কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জন্মিয়াছে, যে চন্দনবনের উন্মূলন বিষয়ে কুঠারস্বরূপ বিষ্ণুর নালদণ্ডস্বরূপ এই বালক। ১৭

হে রাজন্! প্রহ্লাদের আচার্য্য এই প্রকার তর্জ্জনাদি বিবিধ উপায় দ্বারা প্রহ্লাদকে ভয় দেখাইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গপ্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮

তাহার পর গুরু, প্রহ্লাদ জ্ঞাতব্য সামাদি চারিটি উপায় জ্ঞাত হইয়াছে—ইহা জানিয়া একদিন প্রহ্লাদের মাতা প্রহ্লাদকে স্নান করাইয়া অলঙ্কৃত করিয়া দিলে আচার্য্য তাহাকে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। ১৯

তাহার পর দৈত্যরাজের পাদদ্বয়ে বালক প্রহ্লাদ পতিত হইয়া প্রণাম করিলে অসুররাজ প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়া ও বাহুদ্বয় দ্বারা দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিয়াছিল। ২০

হে যুধিষ্ঠির! তদনন্তর আনন্দে বিকসিতবদন (প্রফুল্লমুখ) হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া ও তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনন্দাশ্রু দ্বারা তাহাকে অভিষিক্ত করিতে করিতে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। ২১

হে আয়ুষ্মন্! হে বৎস প্রহ্লাদ! এতাবৎকাল গুরুর নিকটে তুমি যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহার মধ্যে যাহা উত্তম, তাহা কিঞ্চিৎ আমার নিকট বল। ২২

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ! বিষ্ণুর (রূপ গুণ প্রভৃতি লীলাময় শব্দ সকলের) শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, (পরিচর্য্যা), অর্চ্চন, বন্দন (নমস্কার), দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন (দেহ-সমর্পণ) এই নবলক্ষণা ভক্তি যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে পুরুষ কর্ত্তৃক অর্পিত করা হয়, তবে উহাই উত্তম অধ্যয়ন হয়, ইহা আমি মনে করি। ২৩-২৪

বিবৃতি—যখন কুঠার কোন বৃক্ষচ্ছেদন করে, তখন বাবলা প্রভৃতি কাঠের দণ্ড তাহার সহকারী হয়। কারণ, দণ্ড না থাকিলে কেবল কুঠার দ্বারা ছেদন সম্ভব হয় না, তেমনি এই দুর্বুদ্ধি বালক দানববংশচ্ছেদনকারী বিষ্ণুর সহকারী হইয়াছিল। ১৭

প্রহ্লাদ নববিধ ভক্তির কথা এই দুইটি শ্লোকে বলিয়াছেন। তাহার প্রত্যেকটিই প্রধান এবং ইহার এক একটি অবলম্বন করিয়া অসংখ্য ভক্ত সিদ্ধ হইয়াছেন, এই নববিধ ভক্তি সাক্ষাৎ ভগবানে অর্পিত হওয়া দরকার,—কেবল কর্ম্মাদির অর্পণ নহে, উহাও বিষ্ণুতেই হওয়া দরকার,

নিশম্যৈতৎ সুতবচো হিরণ্যকশিপুস্তদা। গুরুপুত্রমুবাচেদং রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥২৫॥
ব্রহ্মবন্ধো কিমেতৎ তে বিপক্ষং শ্রয়তাসতা। অসারং গ্রাহিতো বালো মামনাদৃত্য দুর্ম্মতে ॥২৬॥
সন্তি হ্যসাধবো লোকে দুর্ম্মৈত্রাশ্ছদ্মবেশিনঃ। তেষামুদেত্যঘং কালে রোগঃ পাতকিনামিব ॥২৭॥

ন মৎপ্রণীতং ন পরপ্রণীতং সুতো বদত্যেষ তবেন্দ্রশত্রো।
নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্ নিযচ্ছ মন্যুং কদদাঃ স্ম মা নঃ ॥২৮॥

শ্রীনারদ উবাচ

গুরুণৈবং প্রতিপ্রোক্তো ভূয় আহাসুরঃ সুতম্।
নচেদ্‌গুরুমুখীয়ং তে কুতোঽভদ্রা সতী মতিঃ ॥২৯॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥৩০॥

পুত্রের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্রকে এই কথা বলিয়াছিল। ২৫

হে ব্রহ্মবন্ধো! হে দুর্ম্মতে! ইহা তোমার কিরূপ ব্যবহার? আমাকে গ্রাহ্য না করিয়া আমার বিপক্ষ পক্ষ আশ্রয় পূর্ব্বক বালককে অসার বিষয় শিক্ষা দিয়াছ! ২৬

এই সংসারে ছদ্মবেশী, অসাধু, দুষ্ট মিত্র আছে, কালক্রমে তাহাদের পাপ প্রকাশ পায়, যেমন পাতকিগণের রোগ হয়, সেইরূপ। ২৭

(এই কথা শ্রবণে ভীত) গুরুপুত্র বলিলেন, হে ইন্দ্রশত্রো! আপনার পুত্র যাহা বলিল, তাহা আমি শিখাই নাই এবং অন্য কেহও শিখায় নাই, ইহার এইরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধি, অতএব ক্রোধ সম্বরণ করুন, আমাদের প্রতি অনর্থক দোষারোপ করিবেন না, ব্রাহ্মণের প্রতি কোপ করা উচিত নহে। ২৮

গুরু এইরূপ বলিলে হিরণ্যকশিপু পুনর্ব্বার পুত্রকে বলিল, হে দুর্ব্বিনীত! যদি এই অমঙ্গলময়ী বুদ্ধি গুরূপদেশে না জন্মিয়া থাকে, তবে কোথা হইতে আসিল তাহা বল্। ২৯

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ! যাহারা গৃহে আসক্ত, অতএব অশান্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণায় অন্ধতামিস্র নরকে প্রবেশপরায়ণ এবং সর্ব্বদা পশুর ন্যায় চর্ব্বিত-চর্ব্বণকারী অর্থাৎ এক জাতীয় ভোগ যাহারা বার-ম্বার করে, সেই বিষয়াসক্ত জীবগণের স্বভাবতঃ অথবা গুরূপদেশাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় না। ৩০

ধর্ম্মাদির নিমিত্ত নহে, এই নববিধ ভক্তি সাকল্যে অনুষ্ঠান করার কথাই প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, পরন্তু এক একটি দ্বারা সিদ্ধ হওয়া যায়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ক্রমানুসারে অথবা ব্যৎক্রমে অনুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধ হয়, প্রথম নাম শ্রবণ, তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধান্তঃকরণে রূপের উদয় হয়; তাহার পর গুণের স্ফুরণ হইয়া থাকে, এইরূপ কীর্ত্তন ও স্মরণেও হয়, ইহা সাধন-ক্রম। এই শ্রবণও মহদ্ব্যক্তির মুখে হওয়া আবশ্যক। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন, ভগবন্নাম শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুক, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবায় লক্ষ্মী, নমস্কারে অক্রূর, দাস্যে হনুমান্, সখ্যে অর্জ্জুন, আত্মদানে বলি—ইহারা ভগবান্‌কে চিরকালের মত পাইয়াছেন। অম্বরীষ-রুক্মিণী ইহারা আত্মনিবেদন ও দাস্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন। নামকীর্ত্তনে নামাপরাধ না হয়, ইহাও দেখিতে হইবে; ইহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীজীব গোস্বামীর টীকায় দ্রষ্টব্য। ২৩-২৪

বিবৃতি—ব্রহ্মহত্যাকারী ক্ষয়রোগী হয়, মদ্যপায়ী শ্যাবদন্ত হয়, যে স্বর্ণ চুরি করে, সে কুনখী হয়, আর গুরুপত্নী-গামী চর্ম্মরোগগ্রস্ত হয়, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ২৭

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥৩১॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৩২॥
ইত্যুক্ত্বোপরতং পুত্রং হিরণ্যকশিপূ রুষা। অন্ধীকৃতাত্মা স্বোৎসঙ্গান্নিরস্যত মহীতলে ॥৩৩॥
আহামর্ষরুষাবিষ্টঃ কষায়ীভূতলোচনঃ। বধ্যতামাশ্বয়ং বধ্যো নিঃসারয়ত নৈর্ঋতাঃ ॥৩৪॥
অয়ং মে ভ্রাতৃহা সোঽয়ং হিত্বা স্বান্ সুহৃদোঽধমঃ।
পিতৃব্যহন্তুঃ পাদৌ যো বিষ্ণোর্দাসবদর্চ্চতি ॥৩৫॥
বিষ্ণোর্ব্বা সাধ্বসৌ কিন্নু করিষ্যত্যসমঞ্জসঃ। সৌহৃদং দুস্ত্যজং পিত্রোরহাদ্‌যঃ পঞ্চহায়নঃ ॥৩৬॥
পরোঽপ্যপত্যং হিতকৃদ্‌যথৌষধং স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ।
ছিন্দ্যাৎ তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং শেষং সুখং জীবতি যদ্বিবর্জনাৎ ॥৩৭॥

যাহারা বিষয়ে আসক্ত দুরাশয়, সেই সকল ব্যক্তি—নিজেতেই পুরুষার্থ যাহাদের, তাহারা মাত্র প্রাপ্য ভগবান্ বিষ্ণুকে জানিতে পারে না, বাহিরের বিষয় সকলে অর্থাৎ স্রক্‌চন্দন-স্বর্গ প্রভৃতিই যাহাদের পুরুষার্থ, সেই সকলকে গুরু বলিয়া যাহারা মানে, তাহারা অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধগণ যেমন ঠিক পথে যাইতে পারে না পরন্তু কূপাদিতে পতিত হয়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত গুরূপদেশে চালিত ব্যক্তিরাও ভগবান্ বিষ্ণুকে জানে না, ঐ গুরুগণ ঈশ্বরনির্ম্মিত বেদরূপ জালে প্রভূত কর্ম্মরূপ সূত্রে আবদ্ধ হয়। সুতরাং স্বয়ং যাহারা বদ্ধ, তাহারা অপরকে মুক্তির পথ দেখাইতে পারে না। ৩১

যাহা হইতে সকল প্রকার অনর্থ দূরীভূত হয়, সেই ভগবান্ উরুক্রমের (বিষ্ণুর) পাদপদ্মে ইহাদের স্পর্শ করে না, যে পর্য্যন্ত অকিঞ্চন (বিষয়-বাসনাশূন্য) মহত্তম পুরুষগণের পদধূলি ইহারা আদরে মস্তকে গ্রহণ না করে। এই কথা বলিয়া বিরত প্রহ্লাদকে ক্রোধান্ধ হিরণ্যকশিপু নিজের ক্রোড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৩২-৩৩

অসহনীয় ক্রোধাবিষ্ট আরক্তনয়ন, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু বলিয়াছিল, হে অসুরগণ! এই বধ্য বালককে শীঘ্র বধ কর, এবং এখান হইতে দূরে লইয়া যাও। ৩৪

এই বালকই আমার ভ্রাতৃহন্তা, সেই বিষ্ণু,—যে অধম নিজের আত্মীয় ও সুহৃদ্‌গণকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃব্যহন্তা বিষ্ণুর পাদদ্বয় দাসের ন্যায় পূজা করে। ৩৫

সেই বিষ্ণুই বা ইহার কি মঙ্গল বিধান করিবে? কারণ, এই বালক অবিশ্বাস্য, যে অবিশ্বাস্য বালক পাঁচ বৎসর বয়সে পিতা মাতার দুস্ত্যজ স্নেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। ৩৬

ঔষধের ন্যায় হিতকারী পরও পুত্র হয়, নিজ দেহ হইতে জাত রোগের ন্যায় অহিতকারী পুত্রও রোগতুল্য পর বুঝিতে হইবে, যে অঙ্গ আপনার অহিতকারী হয়, তাহাকে ছেদন করিবে; কারণ, তাহাতে অপর সকল অঙ্গ সুখে থাকিতে পারে। সেইরূপ অহিতকারী পুত্রও বধ্য, তাহাতে অবশিষ্ট সকলেই সুখে জীবনধারণ করিতে পারে। ৩৭

বিবৃতি—কটু কষায় তিক্ত যেরূপ ঔষধ শরীরের রোগ নিরাময় করে, তাহার মত কেহই উপকারী হয় না। পুত্র যদি অহিতকারী হয়, তবে তাহাকে বধ করাই সঙ্গত, নিজ দেহোৎপন্ন রোগবৎ পরিত্যাজ্য। সর্পে অঙ্গুলি দংশন করিলে সেই অঙ্গুলি ছেদন করিয়া ফেলার কথা কালিদাসও বলিয়াছেন,—'অঙ্গুলীবোরগক্ষতা'। ৩৭

সর্ব্বৈরুপায়ৈর্হন্তব্যঃ সম্ভোজশয়নাসনৈঃ। সুহৃল্লিঙ্গধরঃ শত্রুর্মুনের্দুষ্টমিবেন্দ্রিয়ম্ ॥৩৮॥
নৈঋর্তাস্তে সমাদিষ্টা ভর্ত্রা বৈ শূলপাণয়ঃ। তিগ্মদংষ্ট্রকরালাস্যাস্তাম্রশ্মশ্রুশিরোরুহাঃ ॥৩৯॥
নদন্তো ভৈরবং নাদং ছিন্ধি ভিন্ধীতিবাদিনঃ। আসীনঞ্চাহনন্ শূলৈঃ প্রহ্লাদং সর্ব্বমর্ম্মসু ॥৪০॥
পরে ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে ভগবত্যখিলাত্মনি। যুক্তাত্মন্যফলা আসন্নপুণ্যস্যেব সৎক্রিয়াঃ ॥৪১॥
প্রয়াসেঽপহতে তস্মিন্ দৈত্যেন্দ্রঃ পরিশঙ্কিতঃ। চকার তদ্বধোপায়ান্ নির্ব্বন্ধেন যুধিষ্ঠির ॥৪২॥
দিগ্‌গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ। মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ ॥৪৩॥
হিমবাযুগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি। ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত ॥৪৪॥
এষ মে বহ্বসাধূক্তো বধোপায়াশ্চ নির্ম্মিতাঃ। তৈস্তৈর্দ্রোহৈরসদ্ধর্ম্মৈর্মুক্তঃ স্বেনৈব তেজসা ॥৪৫॥
বর্ত্তমানোঽবিদূরে বৈ বালোঽপ্যজড়ধীরয়ম্। ন বিস্মরতি মেঽনার্য্যং শুনঃশেফ ইব প্রভুঃ ॥৪৬॥

অতএব ভোজন, শয়ন ও আসনে বিষাদি প্রয়োগ দ্বারা বিবিধ উপায়ে এই পামরের বধার্থ চেষ্টা কর, দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন মুনিগণের পরম শত্রু, সেইরূপ সুহৃদের চিহ্নধারী এই দুষ্ট আমার পরম শত্রু, সুতরাং উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ৩৮

স্বামী কর্ত্তৃক আদিষ্ট, শূলহস্ত, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ভীষণবদন, তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু-কেশ অসুরগণ ভীষণ সিংহনাদ ও 'কাট কাট' এইরূপ শব্দ করিতে করিতে উপবিষ্ট প্রহ্লাদকে সকল মর্ম্মস্থানে শূল দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। ৩৯-৪০

অখিলের আত্মা সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, মনোবাক্যের অগোচর নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে সমাহিত-চিত্ত প্রহ্লাদের উপর কৃত সেই সকল প্রহার, অপুণ্য ব্যক্তির সৎকর্ম্মোদ্যমের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গেল। ৪১

হে যুধিষ্ঠির! ঐ সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইলে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিল, অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রহ্লাদের বধের নিমিত্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। ৪২

দিক-হস্তী, সর্প, অভিচার, পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ, মায়া, গর্ত্তাদি মধ্যে নিরোধ, বিষদান, ভোজন না দেওয়া আর হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও পর্ব্বতে ক্ষেপণ ইত্যাদি উপায় দ্বারা প্রহ্লাদকে বধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সেই অসুর হিরণ্যকশিপু যখন সেই নিষ্পাপ পুত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইল না, তখন সে দীর্ঘ চিন্তা লাভ করিল এবং কোনরূপ প্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিয়া পাইল না। ৪৩-৪৪

(হিরণ্যকশিপু মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিল) এই বালককে আমি বহু অসাধু বাক্য বলিয়াছি এবং ইহার বধের নিমিত্ত বহু উপায়ও অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু এই বালক নিজের প্রভাবে সেই সমস্ত দ্রোহাচরণ ও অপকার হইতে মুক্ত হইয়াছে। ৪৫

আমার অবিদূরে বর্ত্তমান থাকিয়াও এবং বালক হইয়াও এ এরূপ নির্ভয়চিত্ত! শুনঃশেফ যেমন পিতামাতার অনার্য্য ব্যবহার বিস্মৃত হয় নাই, সেইরূপ এ বালকও আমার এই অনার্য্য ব্যবহার বিস্মৃত হইবে না। ৪৬

বিবৃতি—অজীগর্ত্ত ও তৎপত্নী ধনলোভে নিজের মধ্যম পুত্রকে নরমেধ-যজ্ঞের পশুরূপে বিক্রয় করেন, সেই পুত্রের নাম শুনঃশেফ, সে পিতামাতার এই দুর্ব্যবহার কখন ভুলিয়া যায় নাই। সে বিশ্বামিত্রের শরণাগত হইয়া রক্ষা পায়, পরে সে আর তাহার পিতামাতার কাছে ফিরিয়া আসিল না, বিশ্বামিত্রেরই পুত্র হইয়াছিল, এই পৌরাণিকী কথা দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, অথবা কুকুরের পুচ্ছ যেমন স্বভাবত বক্র, কখনই সরল হয় না, এও সেইরূপ, এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। ৪৬

অপ্রমেয়ানুভাবোঽয়মকুতশ্চিদ্ভয়োঽমরঃ। নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা ন বা ॥৪৭॥
ইতি তচ্চিন্তয়া কিঞ্চিন্ম্লানশ্রিয়মধোমুখম্। শণ্ডামর্কাবৌশনসৌ বিবিক্ত ইতিহোচতুঃ ॥৪৮॥
জিতং ত্বয়ৈকেন জগত্ত্রয়ং ভ্রুবোর্বিজৃম্ভণত্রস্তসমস্তধিষ্ণ্যপম্।
ন তস্য চিন্ত্যং তব নাথ চক্ষ্বহে ন বৈ শিশূনাং গুণদোষয়োঃ পদম্ ॥৪৯॥
ইমং তু পাশৈর্বরুণস্য বদ্ধ্বা নিধেহি ভীতো ন পলায়তে যথা।
বুদ্ধিশ্চ পুংসো বয়সার্য্যসেবয়া যাবদ্‌গুরুর্ভার্গব আগমিষ্যতি ॥৫০॥
অথেতি গুরুপুত্রোক্তমনুজ্ঞায়েদমব্রবীৎ। ধর্ম্মো হ্যস্যোপদেষ্টব্যো রাজ্ঞাং যো গৃহমেধিনাম্ ॥৫১॥
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ নিতরাঞ্চানুপূর্ব্বশঃ। প্রহ্লাদায়োচতু রাজন্ প্রশ্রিতাবনতায় চ ॥৫২॥
যথা ত্রিবর্গং গুরুভিরাত্মনে উপশিক্ষিতম্। ন সাধু মেনে তচ্ছিক্ষাং দ্বন্দ্বারামোপবর্ণিতাম্ ॥৫৩॥
যদাচার্য্যঃ পরাবৃত্তো গৃহমেধীয়কর্ম্মসু। বয়স্যৈর্বালকৈস্তত্র সোপহূতঃ কৃতক্ষণৈঃ ॥ ৫৪ ॥
অথ তান্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রত্যাহূয় মহাবুধঃ। উবাচ বিদ্বাংস্তন্নিষ্ঠাং কৃপয়া প্রহসন্নিব ॥৫৫॥

এ বালকের অসীম প্রভাব, এ কাহাকেও ভয় করে না, এ অমর, হয়ত ইহার সহিত বিরোধ করায় আমারই মৃত্যু হইবে কি না কে বলিতে পারে। ৪৭

এইরূপ প্রহ্লাদের চিন্তায় ম্লানশ্রী, অধোবদন দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে শুক্রাচার্য্যের পুত্র শণ্ড ও অমার্ক একদিন নির্জ্জনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪৮

হে প্রভো! আপনি একাকী ত্রিজগৎ জয় করিয়াছেন, আপনার ভ্রূভঙ্গে সকল লোকপাল ত্রস্ত হয়, সেই আপনার চিন্তার বিষয় কি? হে নাথ! আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, তথাপি আপনি এরূপ চিন্তিত হইয়াছেন কেন? প্রহ্লাদের আচরণ জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত নহে, সে বালক, বালকের ব্যবহার গুণ অথবা দোষের হইতে পারে না। ৪৯

যে পর্য্যন্ত আপনার গুরু শুক্রাচার্য্য আগমন না করেন, তাবৎকাল প্রহ্লাদকে বরুণ-পাশে বন্ধন করিয়া রাখুন, যাহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে না পারে। হে মহারাজ! বয়োবৃদ্ধি ও আর্য্যজনের সেবা দ্বারা পুরুষের বুদ্ধি সমীচীন হইয়া থাকে। ৫০

হিরণ্যকশিপু 'তাহাই হউক' এই বলিয়া গুরু-পুত্রদের বাক্য অনুমোদন করিয়া বলিল, আপনারা ইহাকে গৃহাশ্রমী প্রজাদিগের ধর্ম্ম উপদেশ করুন। ৫১

হে রাজন্! তখন গুরুপুত্রদ্বয় বিনয়াবনত প্রহ্লাদকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ উপদেশ দিয়াছিলেন। ৫২

যেরূপভাবে গুরুগণ প্রহ্লাদকে ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম) শিক্ষা দিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ উহা ভাল বলিয়া মনে করেন নাই; কারণ, উপদেষ্টৃগণ দ্বন্দ্বারাম ছিলেন অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদিনিবন্ধন বিষয়াসক্ত ছিলেন। ৫৩

যে সময়ে আচার্য্য গৃহমেধীয় কর্ম্ম সকল করিবার নিমিত্ত অধ্যাপনা হইতে বিরত হইতেন ও তথা হইতে অন্যত্র গমন করিতেন, সেই সময়ে লব্ধাবসর বয়স্য বালকগণ প্রহ্লাদকে আহ্বান করিত। ৫৪

অনন্তর অগাধ-বুদ্ধি দৈত্যবালকগণের জন্ম-মরণরহস্যজ্ঞ, অথবা তাহাদের গুরুনিষ্ঠাভিজ্ঞ প্রহ্লাদ সেই বালকগণকে প্রত্যাহ্বান করিয়া মধুর বাক্যে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, অথবা মহা-বুদ্ধি বিদ্বান্ প্রহ্লাদ তদনন্তর সেই বালকগণকে কৃপা পূর্ব্বক প্রত্যাহ্বান করিয়া মধুর বাক্যে সংসারে তাহাদের জন্ম-মরণ পরিণতির কথা বলিয়াছিলেন। ৫৫

তে তু তদ্গৌরবাৎ সর্ব্বে ত্যক্তক্রীড়াপরিচ্ছদাঃ।
বালা অদূষিতধিয়ো দ্বন্দ্বারামেরিতেহিতৈঃ ॥৫৬॥
পর্য্যুপাসত রাজেন্দ্র তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণাঃ। তানাহ করুণো মৈত্রো মহাভাগবতোঽসুরঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
প্রহ্রাদানুচরিতে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দ্বন্দ্বারাম অর্থাৎ বিষয়াসক্ত লোকদিগের বাক্য রাজেন্দ্র! সেই বালকগণের হৃদয় ও নয়ন ও চেষ্টা দ্বারা অদূষিত-চিত্ত সেই সকল বালকগণ প্রহ্লাদের উপর ন্যস্ত থাকিত, তখন পরম কারুণিক প্রহ্লাদের গৌরবরক্ষার্থ ক্রীড়া-উপকরণ সকল সর্ব্বভূতসুহৃৎ মহাভাগবত প্রহ্লাদ তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদের উপাসনা করিত। হে বলিলেন। ৫৬

ইতি সপ্তম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ। দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥১॥
যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্। যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥২॥
সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্। সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্‌যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥৩॥
তৎ প্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্। ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥৪॥
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ। শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥৫॥
পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ। নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ ॥৬॥
মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ। জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ ॥৭॥
দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা। শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি ॥৮॥
কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ। স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্ব্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্ ॥৯॥

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে বয়স্যগণ! এই মনুষ্য-জন্ম অতিশয় দুর্ল্লভ, এবং তাহাও নশ্বর অথচ পুরুষার্থ-সম্পাদক, অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই মনুষ্য জন্মেই এবং কৌমারেই ভাগবত ধর্ম্মের আচরণ করিবে। ১

অতএব এই জন্মে পুরুষের বিষ্ণুর পাদসেবাই অনুরূপ কার্য্য অর্থাৎ যোগ্য, যেহেতুক তিনি সর্ব্ব-ভূতের প্রিয় আত্মা ঈশ্বর এবং সুহৃৎ। ২

হে দৈত্যবালকগণ! দৈব ঘটনায় অপ্রয়াসে যেমন লোকে দুঃখ পাইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্ব দেহে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় জন্য সুখও লাভ করা যায়, (সুতরাং এই সুখ পাইবার জন্য প্রয়াস করা বিফল)। ৩

অতএব ইন্দ্রিয়সুখ লাভের জন্য প্রয়াস করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ, উহাতে কেবল আয়ুই ব্যয়িত হয় মাত্র এবং ভগবান্ মুকুন্দের পাদপদ্মসেবায় যেরূপ মঙ্গল লাভ হয়, অন্য প্রকারে তাদৃশ মঙ্গলও পাওয়া যায় না। ৪

সংসারপ্রাপ্ত পুরুষ যে পর্য্যন্ত এই শরীর কার্য্য-ক্ষম থাকে, যে পর্য্যন্ত না বিপন্ন (নষ্ট) হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি নিজের মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন। ৫

হে দৈত্যবালকগণ! পুরুষের আয়ুঃ মাত্র শত বৎসর, যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, তাহার আয়ুঃ তাহার অর্দ্ধ, কারণ, সে রাত্রিকালে অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। ৬

সেই অর্দ্ধ পরমায়ু মধ্যেও বাল্যে ও কৈশোরে মুগ্ধভাবে ক্রীড়ায় বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হয়, এবং বৃদ্ধকালে শরীর যখন জরাগ্রস্ত—কোন কার্য্য করিতে অক্ষম, সেই সময়ে বিংশতি বৎসর গত হইয়া থাকে। ৭

অতি দুঃখে যাহা পূরণ করা যায়, তাদৃশ কাম ও বলবান্ মোহ দ্বারা গৃহে আসক্ত এবং অসাবধান পুরুষের অবশিষ্ট আয়ুও বৃথাই অপগত হয়। ৮

হে দৈত্যবালকগণ। এমন কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ আছে যে, সে গৃহে আসক্ত এবং স্নেহপাশে আবদ্ধ নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে। ৯

বিবৃতি—অন্ত পশ্বাদি জন্মে ধর্ম্মাচরণ সম্ভব নহে, সুতরাং মনুষ্য-জন্মেই আচরণ করিবে, সুতরাং মনুষ্য-জন্মই পুরুষার্থপ্রদ, বাল্যকালে আচরণ কর্ত্তব্য'; কারণ, এই জন্ম নশ্বর অথচ দুর্লভ, সেইজন্য ভাগবত ধর্ম্মই আচরণ করিবে। ১

কোন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্ ॥১০॥
কথং প্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়াঃ সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ্চ মন্ত্রান্।
সুহৃৎসু তৎস্নেহসিতঃ শিশূনাং কলাক্ষরাণামনুরক্তচিত্তঃ ॥১১॥
পুত্রান্ স্মরংস্তা দুহিতৃর্হৃদয্যা ভ্রাতৄন্ স্বসৃর্বা পিতরৌ চ দীনৌ।
গৃহান্ মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশুভৃত্যবর্গান্ ॥১২॥
ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ কর্ম্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ।
ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যং বহু মন্যমানঃ কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ ॥১৩॥
কুটুম্বপোষায় বিয়ন্নিজায়ুর্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ।
সর্ব্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা নির্ব্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ ॥১৪॥
বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্ত্তুঃ।
প্রেত্যেহ বাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্তদশান্তকামো হরতে কুটুম্বী ॥১৫॥

প্রাণ হইতেও যে অর্থ অভীপ্সিত, কোন্ ব্যক্তি সেই অর্থলিপ্সা পরিত্যাগ করে? ভৃত্য, চোর ও বণিক্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণের বিনিময়ে যে অর্থ ক্রয় করিয়া থাকে। ১০

অনুকম্পিতা প্রিয়তমার গোপন সঙ্গ এবং মধুর আলাপচিন্তা করিলে কে সেই প্রিয়তমার সঙ্গসুখ ত্যাগ করিতে পারে? আর সুহৃদ্গণের স্নেহপাশে যে বদ্ধ, সে কিরূপে সুহৃৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিবে? এবং অব্যক্ত মধুরভাষী বালকে অনুরক্তচিত্ত ব্যক্তিই বা কিরূপে সেই শিশুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে? ১১

এবং পুত্র, অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, দীন পিতা-মাতা, এবং সুহৃদ্, মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ-যুক্ত গৃহ, কুলপরম্পরাগত জীবিকা আর পশু ও ভৃত্যবর্গ এ সকলকে স্মরণ করিয়া কিরূপে ত্যাগ করিতে পারে। ১২

কোন্ ব্যক্তি এ সকল পরিত্যাগ করিতে পারে? যেমন কেশকার কীট স্বীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিশেষে নিজের নির্গমার্থ দ্বারও রাখে না, তাহার ন্যায় স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে আসক্তচিত্ত পুরুষ অতৃপ্ত-কাম হইয়া লোভবশে অনবরত কর্ম্মই করিতে থাকে, সেই দুরন্ত মোহসম্পন্ন পুরুষ, উপস্থ ও জিহ্বা জন্য সুখকেই বহু বলিয়া মনে করে, সে কিরূপে বিরক্ত হইবে? ১৩

সেই অসাবধান পুরুষ, কুটুম্বপোষণের নিমিত্ত নিজের ক্ষীয়মাণ আয়ুঃ ও নিজের পুরুষার্থ যে বিহত হইতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারে না, অতএব আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয়ে দুঃখিতচিত্ত হইয়াও ঐ সকল দুঃখ বুঝিতে পারে না। ১৪

অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্বি-পুরুষ, বিষয় সকলে এত অভিনিবিষ্টচিত্ত যে, পরবিত্তহরণে (পরকালে নরক ও ইহকালে রাজদণ্ডাদি রূপ) দোষ জানিয়াও লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সেই পরস্ব হরণ করিয়া থাকে। ১৫

বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ।
যঃ স্বীয়পারক্যবিভিন্নভাবস্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ ॥১৬॥
যতো ন কশ্চিৎ ক চ কুত্রচিদ্বা দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ।
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহারক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ ॥১৭॥
ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।*
উপেত নারায়ণমাদিদেবং স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ ॥১৮॥

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ। আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ ॥১৯॥
পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু। ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ মহৎসু চ ॥২০॥
গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা। এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ ॥২১॥
প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ম্। ব্যাপ্যব্যাপকনির্দ্দেশ্যো হ্যনির্দ্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ ॥২২॥
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ। মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া ॥ ২৩ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্। ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥ ২৪ ॥

হে দনুজনন্দনগণ! বিদ্বান্ পুরুষও এইরূপে কুটুম্ব-পোষণে রত থাকায় আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ আমি কে, কি করিতেছি, ইহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারে না, পরন্তু বিমূঢ় ব্যক্তির ন্যায় তমোগুণে অভিনিবিষ্ট হয়, কারণ, 'ইহা আমার, ইহা অন্যের' এইরূপ বিভিন্ন ভাব দ্বারা তাহার অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন থাকে। ১৬

হে বয়স্যবর্গ! এইরূপ গৃহাসক্ত দীন পুরুষ কোনকালে কোথাও আত্মাকে মোচন করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, সে কামিনীদিগের ক্রীড়া-মৃগস্বরূপ, এবং ঐ কামিনীগণের সন্তান তাহার শৃঙ্খল তুল্য। ১৭

অতএব হে দৈত্যবালকগণ! বিষয়াসক্ত দৈত্যগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব নারায়ণের শরণাগত হও, তাঁহার শরণই মোক্ষ, নিঃসঙ্গ মুনিগণ তাহাই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। ১৮

হে অসুরনন্দনগণ! ভগবান্ অচ্যুতকে প্রীত করা বহু প্রয়াসের কর্ম্ম নহে, কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্বত্রই আছেন। ১৯

স্থাবরাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট জীবসমূহে এবং জীবশূন্য ভৌতিক বিকার ঘট-পটাদিতে এবং মহাভূত সকলে, সত্ত্বাদি গুণসমূহে, প্রকৃতিতে ও মহদাদি তত্ত্বসমূহে, এই সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বর অব্যয় এক আত্মারূপে বর্ত্তমান আছেন। ২০-২১

(মায়া দ্বারাই দ্রষ্টা দৃশ্য, ভোক্তা ভোগ্য এইরূপ ভেদ হয় এই কথা বলিতেছেন) সেই ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মস্বরূপে ও দৃশ্যস্বরূপে নিজে অনির্দ্দেশ্য ও বিকল্পরহিত হইলেও ব্যাপক ও ব্যাপ্যরূপে নির্দ্দেশ্য ও বিকল্পিত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি দ্রষ্টা ও ভোক্তারূপে ব্যাপক বলিয়া এবং দৃশ্য ও ভোগ্যরূপে ব্যাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ্য হয়েন, পরন্তু তিনি কেবল অর্থাৎ দ্বৈতবর্জ্জিত, অনুভব ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ, তবে তাঁহার যে অন্য রূপে প্রতীতি হয় তাহার কারণ, গুণসৃষ্টিকারিণী মায়া দ্বারাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য অন্তর্হিত থাকে, সুতরাং তিনি অনির্দ্দেশ্য ও অবিকল্পিত। ২২-২৩

হে বয়স্যগণ! অতএব আসুরভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া ও সৌহার্দ্দ কর, যাহা দ্বারা ভগবান্ অধোক্ষজ পরিতুষ্ট হইবেন। ২৪

তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ ॥২৫॥
ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥২৬॥
জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং পাদারবিন্দরজসাপ্লুতদেহিনাং স্যাৎ ॥২৭॥
শ্রুতমেতন্ময়া পূর্ব্বং জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্। ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং নারদাদ্দেবদর্শনাৎ ॥২৮॥

শ্রীদৈত্যপুত্রা ঊচুঃ।

প্রহ্লাদ ত্বং বয়ঞ্চাপি নর্তেঽন্যং বিদ্মহে গুরুম্।
এতাভ্যাং গুরুপুত্রাভ্যাং বালানামপি হীশ্বরৌ ॥২৯॥
বালস্যান্তঃপুরস্থস্য মহৎসঙ্গো দুরন্বয়ঃ।
ছিন্ধি নঃ সংশয়ং সৌম্য স্যাচ্চেদ্বিস্রম্ভকারণম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হে বয়স্যগণ! সেই আদিদেব অনন্ত পরিতুষ্ট হইলে কি অলভ্য থাকে? সকলই লাভ করা যায়, পরন্তু গুণ-পরিণাম নিবন্ধন দৈববশে বিনা যত্নে যাহা সিদ্ধ হয়, সেই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মাদির জন্য চেষ্টা করায় কি ফল? এবং মোক্ষাদির আকাঙ্ক্ষাই বা কেন? সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে ভগবান্ মুকুন্দের পাদপদ্ম, তাহার মধু যে আমরা সেবা করিতেছি ও ভগবানের নাম কীর্ত্তন-রত আমাদের মোক্ষেরই বা প্রয়োজন কি? ২৫

হে দৈত্যবালকগণ! ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই যে ত্রিবর্গ অভিহিত হইয়াছে, উহা আত্মবিদ্যা, বেদত্রয়, দণ্ডশাস্ত্র ও বিবিধ বার্ত্তা (জীবিকা) শাস্ত্র, এই সকল বেদে কথিত হইয়াছে ইহা আমি সত্য বলিয়া মানি, পরন্তু হে সুহৃদ্গণ! পরম পুরুষে যে স্বাত্মার্পণ, তাহাকেই আমি সত্য বলিয়া মানি, তাহাই নিস্ত্রৈগুণ্য লক্ষণ। ২৬

হে বয়স্যগণ! এই নির্ম্মল জ্ঞানের কথা নরসখা ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন, (তোমরা নারদের ন্যায় অধিকারী নও বলিয়া এই জ্ঞান হইবে না এমন মনে করিও না) ভগবানের একান্ত ভক্ত অকিঞ্চন পুরুষদিগের চরণ-ধূলায় যে যে দেহ অভিষিক্ত হয়, তাহাদের সকলেরই জ্ঞান হইতে পারে। উত্তম পুরুষদেরই হয়, এমত নিয়ম নাই। ২৭

আমিও পূর্ব্বে জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত শুদ্ধ এই ভাগবত ধর্ম্ম দেবদর্শন নারদের নিকট শুনিয়াছি। ২৮

দৈত্যপুত্রগণ বলিল, হে প্রহ্লাদ! তুমি ও আমরা এই গুরুপুত্রদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন গুরুকে জানি না, আমরা বালক, এই গুরুপুত্রই আমাদের নিয়ন্তা, তবে তুমি কি প্রকারে এই জ্ঞান নারদের নিকট প্রাপ্ত হইলে? ২৯

হে সৌম্য! অন্তঃপুরস্থিত বালকের পক্ষে মহাপুরুষের সঙ্গলাভ দুর্ঘট, যদি এ বিষয়ে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে আমাদের এই সংশয় ছেদন কর। ৩০

ইতি সপ্তম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং দৈত্যসুতৈঃ পৃষ্টো মহাভাগবতোঽসুর উবাচ স্ময়মানস্তান্ স্মরন্মদনুভাষিতম্ ॥১॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

পিতরি প্রস্থিতেঽস্মাকং তপসে মন্দরাচলম্ যুদ্ধোদ্যমং পরং চক্রুর্বিবুধা দানবান্ প্রতি ॥২॥
পিপীলিকৈরহিরিব দিষ্ট্যা লোকোপতাপনঃ পাপেন পাপোঽভক্ষীতি বদন্তো বাসবাদয়ঃ ॥৩॥
তেষামতিবলোদ্যোগং নিশম্যাসুরযূথপাঃ। বধ্যমানাঃ সুরৈর্ভীতা দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৪॥
কলত্রপুত্রবিত্তাপ্তান্ গৃহান্ পশুপরিচ্ছদান্। নাবেক্ষ্যমাণাস্ত্বরিতাঃ সর্ব্বে প্রাণপরীপ্সবঃ ॥৫॥
ব্যলুম্পন্ রাজশিবিরমমরা জয়কাঙ্ক্ষিণঃ। ইন্দ্রস্তু রাজমহিষীং মাতরং মম চাগ্রহীৎ ॥৬॥
নীয়মানাং ভয়োদ্বিগ্নাং রুদতীং কুররীমিব। যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র দেবর্ষির্দদৃশে পথি ॥ ৭ ॥
প্রাহ নৈনাং সুরপতে নেতুমর্হস্যনাগসম্। মুঞ্চ মুঞ্চ মহাভাগ সতীং পরপরিগ্রহম্ ॥৮॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ।

আস্তেঽস্যা জঠরে বীর্য্যমবিষহ্যং সুরদ্বিষঃ। আস্যতাং যাবৎ প্রসবং মোক্ষ্যেঽর্থপদবীং গতঃ ॥৯॥

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! দৈত্যপুত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত মহাভাগবত প্রহ্লাদ আমার বাক্য স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন। ১

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে বয়স্যগণ! আমাদের পিতা তপস্যার নিমিত্ত মন্দরাচলে গমন করিলে বাসবাদি দেবগণ পিপীলিকাসমূহ যেমন সর্পকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ পাপ দ্বারা ইহলোক-সন্তাপকারী হিরণ্যকশিপু বিনাশিত হইয়াছে এইরূপ বলিতে বলিতে দানবগণের প্রতি পরম যুদ্ধোদ্যম করিয়াছিল। ২-৩

এই সময়ে অসুরগণের যাহারা দলপতি ছিল, তাহারা দেবগণের অতি প্রবল যুদ্ধোদ্যোগ দেখিয়া এবং দেবগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, ভয়ে ভীত প্রাণরক্ষণেচ্ছু তাহারা সকলেই স্ত্রী, পুত্র, ধন, আত্মীয়, গৃহ, পশু ও পরিচ্ছদ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে অতিদ্রুত পলায়ন করিয়াছিল। ৪-৫

জয়াকাঙ্ক্ষী দেবগণ সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজাবাস বিলুপ্ত (বিনষ্ট) করিয়াছিল। আর ইন্দ্র আমার মাতা রাজমহিষীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অমরাধিপতি যখন ভয়োদ্বিগ্না কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা আমার জননীকে লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় দেবর্ষি নারদ পথিমধ্যে দৈবক্রমে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৬-৭

দেবর্ষি, অমরাধিপতিকে বলিলেন, হে সুরপতে! এই নিরপরাধা রাজমহিষীকে লইয়া যাইতে তুমি পার না, হে মহাভাগ! পরস্ত্রী এই সতীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। ৮

ইন্দ্র বলিলেন, হে প্রভো! এই রাজমহিষীর জঠরে দেবশত্রু দৈত্যরাজের দুঃসহ বীর্য্য আছে, অতএব প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার আবাসে থাকুক, পরে পুত্র জন্মিলে তাহাকে বিনাশ করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিব। ৯

শ্রীনারদ উবাচ।

অয়ং নিষ্কিল্বিষঃ সাক্ষান্মহাভাগবতো মহান্। ত্বয়া ন প্রাপ্স্যতে সংস্থামনন্তানুচরো বলী ॥১০॥
ইত্যুক্তস্তাং বিহায়েন্দ্রো দেবর্ষের্মানয়ন্ বচঃ। অনন্তপ্রিয়ভক্ত্যৈনাং পরিক্রম্য দিবং যযৌ ॥১১॥
ততো মে মাতরমৃষিঃ সমানীয় নিজাশ্রমে। আশ্বাস্যেহোষ্যতাং বৎসে যাবত্তে ভর্ত্তুরাগমঃ ॥১২॥
তথেত্যবাৎসীদ্দেবর্ষেরন্তিকে সাকুতোভয়া। যাবদ্দৈত্যপতির্ঘোরাৎ তপসো ন ন্যবর্ত্তত ॥১৩॥
ঋষিং পর্য্যচরৎ তত্র ভক্ত্যা পরময়া সতী। অন্তর্বত্নী স্বগর্ভস্য ক্ষেমায়েচ্ছাপ্রসূতয়ে ॥১৪॥
ঋষিঃ কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাদুভয়মীশ্বরঃ। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানঞ্চ মামপ্যুদ্দিশ্য নির্ম্মলম্ ॥১৫॥
তত্তু কালস্য দীর্ঘত্বাৎ স্ত্রীত্বান্মাতুস্তিরোদধে। ঋষিণানুগৃহীতং মাং নাধুনাপ্যজহাৎ স্মৃতিঃ ॥১৬॥
ভবতামপি ভূয়ান্মে যদি শ্রদ্দধতে বচঃ। বৈশারদী ধীঃ শ্রদ্ধাতঃ স্ত্রীবালানাঞ্চ মে যথা ॥১৭॥
জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ। ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা ॥১৮॥

নারদ বলিলেন, দেবরাজ! ইহার গর্ভস্থ বালক নিষ্পাপ মহাভাগবত, স্বীয় গুণে অতি মহান্, এবং অনন্তের অনুচর অতএব মহাবলী, এই কারণে তুমি ইহাকে মারিতে পারিবে না, তোমা হইতে ইহার মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। ১০

উক্ত দেবরাজ, দেবর্ষির এইরূপ বাক্য মান্য করিয়া আমার জননীকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং অনন্তের প্রিয়ভক্ত আমি এই জন্য আমার প্রতি ভক্তি হওয়ায় আমার মাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। ১১

তাহার পর দেবর্ষি আমার মাতাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গিয়া ও আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, হে বৎসে! যে পর্য্যন্ত তোমার স্বামী আগমন না করেন, তাবৎকাল এই আশ্রমে বাস কর। ১২

দেবর্ষির বাক্যের প্রত্যুত্তরে 'তাহাই হউক' বলিয়া যে পর্য্যন্ত দৈত্যপতি দুশ্চর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, তাবৎকাল নিরুদ্বিগ্না হইয়া দেবর্ষির নিকটে আমার জননী বাস করিয়াছিলেন। ১৩

সেই গর্ভবতী মদীয় জননী, ইচ্ছা-প্রসবের জন্য অর্থাৎ দৈত্যপতির আগমনের পর যাহাতে প্রসব হয় তাহার নিমিত্ত এবং তাহা হইলেই গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গল হইবে এই বোধে পরম ভক্তি সহকারে ঋষির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ১৪

বরদানে সমর্থ দেবর্ষি আমার মাতাকে তাঁহার কাম্য উভয় (ইচ্ছা-প্রসব ও পুত্রের মঙ্গল) বরই প্রদান করিলেন এবং গর্ভস্থ আমাকে উদ্দেশ করিয়া নিজেই ধর্ম্মতত্ত্ব (ভক্তিতত্ত্ব) এবং আত্মানাত্মবিবেক-জ্ঞান এই দুইটি উপদেশ করিয়াছিলেন। ১৫

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় ও স্ত্রীজাতি বলিয়া আমার মাতার সে জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, ঋষি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত আমাকে সেই স্মৃতি পরিত্যাগ করে নাই। ১৬

হে দৈত্যবালকগণ! যদি তোমরা আমার বাক্যে শ্রদ্ধা কর, তবে শ্রদ্ধা হইতে তোমাদেরও সংসারচ্ছেদনিপুণা ভগবদ্বিষয়া মতি হইবে, স্ত্রী ও বালকের এইরূপ বুদ্ধি হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আমি, আমার ন্যায় তোমাদেরও হইবে। ১৭

ঈশ্বরমূর্ত্তি কাল দ্বারা যেমন বৃক্ষের বিদ্যমান অবস্থায়ই ফল সকলের জন্মাদি ষড়্ভাববিকার (উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ) হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকার কালক্রমে দেহেরই হয়—আত্মার হয় না। ১৮

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃস্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ ১৯ ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ। অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥২০॥
স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈরধ্যাত্মবিদ্‌ব্রহ্মগতিং লভেত ॥২১॥
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রয় এব হি তদ্‌গুণাঃ। বিকারাঃ ষোড়শাচার্য্যৈঃ পুমানেকঃ সমন্বয়াৎ ॥২২॥
দেহস্তু সর্ব্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা। অত্রৈব মৃগ্যঃ পুরুষো নেতিনেতীত্যতত্ত্যজন্ ॥২৩॥
অন্বয়ব্যতিরেকেণ বিবেকেনোশতাত্মনা। সর্গস্থানসমাম্নায়ৈর্বিমৃশদ্ভিরসত্বরৈঃ ॥ ২৪ ॥
বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ। তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ॥২৫॥
এভিস্ত্রিবর্ণৈঃ পর্য্যস্তৈর্বুদ্ধিভেদৈঃ ক্রিয়োদ্ভবৈঃ। স্বরূপমাত্মনো বুধ্যেদ্গন্ধৈর্বায়ুমিবান্বয়াৎ ॥২৬॥

কারণ, আত্মা অবিনাশী, অপক্ষয়শূন্য, শুদ্ধ (নিরঞ্জন), অদ্বিতীয়, বিজ্ঞাতা, সর্ব্বাশ্রয়, বিকারবিবর্জ্জিত, আত্মজ্যোতিঃ, সকলের হেতু, অসঙ্গ এবং অনাবৃত। ১৯

হে বয়স্যগণ! এই দ্বাদশটি আত্মার লক্ষণ, ইহার দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ দেহাদিতে আমি ও আমার এই প্রকার মোহ জন্য অসদ্ভব অর্থাৎ মিথ্যা বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন। ২০

হে বন্ধুগণ! স্বর্ণাকরক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বর্ণের খনিতে যেমন স্বর্ণ ও তাহা প্রাপ্তির উপায়াভিজ্ঞ স্বর্ণকার প্রস্তর সকলে ধমনাদি উপায় দ্বারা স্বর্ণকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অধ্যাত্মবিৎ (আত্মাধিকৃত কার্য্য-কারণসমূহজ্ঞাতা) পুরুষও এই দেহক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। ২১

হে দৈত্যনন্দনগণ! মূল প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই আটটিকে অষ্টপ্রকৃতি বলে, ঐ প্রকৃতির তিনটি গুণ (সত্ত্ব রজঃ, তমঃ), একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোলটি বিকার, আর পুরুষ যিনি সাক্ষিরূপে এই সকলে অন্বিত, তিনি এক। ২২

সকল পদার্থের অর্থাৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমবায়ই দেহ, সেই দেহ জঙ্গম ও স্থাবরভেদে দুই প্রকার, 'ইহা নয়' 'ইহা নয়' এইরূপে পুরুষ ভিন্ন পদার্থকে ত্যাগ করত পুরুষকে এই দেহমধ্যে অন্বেষণ করিবে। হে বন্ধুগণ! মণিময় মালার মধ্যগত সূত্র যেমন সকল মণিতে অনুস্যূত এবং যেমন ঐ সূত্র সকল মণি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ সর্ব্বজীবে যিনি বিদ্যমান, তাহা হইতে ভিন্ন এই অন্বয় ব্যতিরেক বিবেচনা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও অব্যগ্র হয়, সেই অন্তঃকরণ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক অব্যগ্র হইয়া সেই পুরুষকে অন্বেষণ করিবে। ২৩-২৪

হে বয়স্যগণ! জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই সকল বুদ্ধির বৃত্তি, এই সকল যাঁহা কর্ত্তৃক অনুভূত হয়, তিনিই পরম পুরুষ, তিনিই সাক্ষী। ২৫

উক্ত বৃত্তি সকল বুদ্ধির পরিণাম মাত্র, উহারা আত্মধর্ম্ম নহে, ঐ সকল বৃত্তি কর্ম্ম জন্য ও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং জাগ্রদাদি অবস্থা বুদ্ধিরই জানিবে। যেমন গন্ধ পুষ্পের ধর্ম্ম বায়ুর সহিত মিলিত হওয়ায় বায়ুর ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আত্মা বুদ্ধির সহিত অন্বিত হওয়ায় বুদ্ধির ধর্ম্ম জাগরণাদি-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়; বস্তুতঃ আত্মার ঐ সকল অবস্থা হয় না। হে বয়স্য সকল! এই প্রকারে পুষ্পধর্ম্ম গন্ধ দ্বারা গন্ধাশ্রয় বায়ুর ন্যায় আত্মস্বরূপ অবগত হও। ২৬

এতদ্দ্বারো হি সংসারো গুণকর্ম্মনিবন্ধনঃ। অজ্ঞানমূলোঽপার্থোঽপি পুংসঃ স্বপ্ন ইবার্প্যতে ॥২৭॥
তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যং কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্। বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহোপরমো ধিয়ঃ ॥২৮॥
তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ। যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥২৯॥
গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ। সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥ ৩০ ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্। তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥৩১॥
হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ। ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥৩২॥
এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে। বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥৩৩॥

নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্ বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥৩৪॥

(পুষ্পোপাধিক গন্ধবায়ুর এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা বায়ুর গন্ধবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ আত্ম-সংসারও নিবৃত্ত না হউক এই শঙ্কার উত্তরে বলিতে-ছেন)

হে বন্ধুগণ! এই সংসার কেবল বুদ্ধি দ্বারাই হয়, যেহেতুক, ঐ সংসার বুদ্ধির গুণ-কর্ম্ম নিবন্ধনই হয়, ও উহা অজ্ঞানমূলক, সুতরাং সংসারের স্বরূপ মিথ্যা হইলেও স্বপ্নের ন্যায় উহা পুরুষে অর্পিত হইয়া থাকে। ২৭

হে বয়স্যগণ! অতএব ত্রিগুণাত্মক কর্ম্ম সকলের মূল যে অজ্ঞান, তাহার দাহক যে যোগ, যাহাতে বুদ্ধির জাগ্রদাদি অবস্থাপ্রবাহ বিনষ্ট হয়, সেই যোগ অনুষ্ঠান কর। ২৮

হে বালকগণ! সেই সংসার-বীজ নির্হরণের সহস্র উপায়মধ্যে এই উপায়টি ভগবান্ বলিয়াছেন, যে সকল উপায় দ্বারা ভগবান্ ঈশ্বরে উপায়ান্তর ব্যতীত রতি জন্মে, সেই উপায়ই ভগবান্ নারদ বলিয়াছিলেন। ২৯

গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সর্ব্বতোভাবে লব্ধদ্রব্যের সমর্পণ, সাধু ও ভক্তজনগণের সঙ্গ ও ঈশ্বরারাধনা, এবং ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, এবং ভগবানের গুণ-কর্ম্মের কীর্ত্তন, তদীয় পাদপদ্মের ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তি সকলের দর্শন ও পূজা, এবং ভগবান্ ঈশ্বর হরি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন, এইজন্য মনের দ্বারা সকল ভূতকে সাধু বলিয়া মানিবে। ৩০-৩২

এইরূপে যাঁহারা ষড়্বর্গকে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া থাকেন, যাহার দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে রতি লাভ করা যায়। ৩৩

হে বয়স্যগণ! ভগবানের লীলা-শরীরে কৃত কর্ম্ম সকল তাঁহার গুণ ও বীর্য্য শ্রবণ করিয়া যখন অতিশয় হর্ষোদয় নিবন্ধন শরীর রোমাঞ্চিত ও আনন্দাশ্রুপাত হয়, তাহাতে গদ্গদ স্বরে উচ্চ কণ্ঠে গান করে ও রোদন করে, কখন বা নৃত্য করে। ৩৪

বিবৃতি—গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, 'যৎ করোষি যদশ্নাসি' ইত্যাদি এবং 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' ইত্যাদি। ভগবান্ নারদ যাহা বলিয়াছেন, সেই উপায় এই—যাহা যথাবৎ অনুষ্ঠান করিলে ভগবানে রতি জন্মে, সেই উপায়ই সংসার-বীজ নির্হরণে সমর্থ হয়, অথবা বীজ-নির্হরণের সহস্রোপায়মধ্যে ভগবান্ নারদ এই উপায়টি বলিয়াছেন যে, যাহা দ্বারা ভগবানে রতি হয়। ২৯

যদা গ্রহগ্রস্ত ইব কচিদ্ধসত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্‌ ।
মুহুঃ শ্বসন্‌ বক্তি হরে জগৎপতে নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥৩৫॥
তদা পুমান্‌ মুক্তসমস্তবন্ধনস্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্‌ ॥৩৬॥
অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্‌ ।
তদ্‌ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাস্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্‌ ॥৩৭॥
কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরেরুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥৩৮॥
রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো গৃহা মহী কুঞ্জরকোষভূতয়ঃ ।
সর্ব্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ ॥৩৯॥
এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্ম্মলাঃ ।
তস্মাদদৃষ্টশ্রুতদূষণং পরং ভক্ত্যোক্তয়েশং ভজতাত্মলব্ধয়ে ॥ ৪০ ॥
যদর্থ ইহ কর্ম্মাণি বিদ্বন্মান্যসকৃন্নরঃ । করোত্যতো বিপর্য্যাসমমোঘং বিন্দতে ফলম্‌ ॥৪১॥

এবং যখন গ্রহগ্রস্তের ন্যায় কখন হাসে, কখন ক্রন্দন করে, কখন ধ্যান করে, কখন বা লোক সকলকে বন্দনা করে, কখন বা বারম্বার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে, হে হরে! হে জগৎপতে! হে নারায়ণ! এই বাক্য নির্লজ্জ হইয়া উচ্চারণ করে। ৩৫

সেই সময়ে পুরুষ সমস্ত বন্ধনমুক্ত হয়, এবং ভগবানের ভাবনা দ্বারা ভগবৎচিত্ত ও শরীরের অনুরূপ চিত্তও শরীর হয়, এবং অজ্ঞান ও বাসনা মহা ভক্তিযোগ দ্বারা বাসনা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হওয়ায় ভগবান্‌ অধোক্ষজকে প্রাপ্ত হয়। ৩৬

হে বন্ধুগণ! এই সংসারে রাগাদিদূষিতচিত্ত শরীরীর সংসার-চক্রের নিবারক একমাত্র সেই ভগবান্‌ অধোক্ষজের মনো দ্বারা স্পর্শ অথবা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা, উহাই মোক্ষ, উহাই সুখ, অতএব সেই হৃদয়ের অধীশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া ভজনা কর। ৩৭

হে অসুরবালকগণ! হৃদয়মধ্যে আকাশের ন্যায় অবস্থিত সেই হরি নিজের আত্মার সখা, সুতরাং তাঁহার উপাসনায় এমন কি প্রয়াস পাইতে হয়? নিখিল দেহের সামান্যতঃ আহার-নিদ্রাদি বিষয় সমান, সুতরাং শূকরাদি পশুর তুল্য বিষয় উপপাদন করিয়া কি হয়? ৩৮

ক্ষণভঙ্গুর যাহার আয়ুঃ, সেই মানবের পক্ষে চঞ্চল ধন, স্ত্রী, পশু, পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী, ধনাদি ঐশ্বর্য্য এবং অর্থ, কাম ইহারা কতদূর প্রিয় করিতে পারে? ৩৯

এইরূপ যাগাদি জন্য পারলৌকিক লোক সকল ক্ষয়শীল ও পুণ্য-তারতম্যে উত্তমাধম হইয়া থাকে; সুতরাং পীড়াপ্রদ ও ক্ষয়শীল বলিয়া নিত্য নহে, অতএব আত্মলাভের জন্য যাহার দোষ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না, সেই ঈশ্বরকে উক্ত ভক্তি দ্বারা ভজনা কর। ৪০

হে বয়স্যগণ! পাণ্ডিত্যাভিমানী পুরুষ, এই সংসারে যে সকল্প করিয়া বারম্বার কার্য্য করে, সেই সকল্প হইতে প্রায় বিপরীত ফলই লাভ করে। ৪১

সুখায় দুঃখমোক্ষায় সংকল্প ইহ কর্ম্মিণঃ। সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ ॥ ৪২॥
কামান্ কাময়তে কামৈর্যদর্থমিহ পূরুষঃ। স বৈ দেহস্তু পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ ॥৪৩॥
কিমু ব্যবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ। রাজ্যকোষগজামাত্যভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ ॥৪৪॥
কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ। অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ ॥ ৪৫ ॥
নিরূপ্যতামিহ স্বার্থঃ কিয়ান্ দেহভৃতোঽসুরাঃ। নিষেকাদিষবস্থাসু ক্লিশ্যমানস্য কর্ম্মভিঃ ॥৪৬॥
কর্ম্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনাত্মানুবর্ত্তিনা। কর্ম্মভিস্তনুতে দেহমুভয়ং ত্ববিবেকতঃ ॥৪৭॥
তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ। ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মেশ্বরঃ প্রিয়ঃ। ভূতৈর্মহদ্ভিঃ স্বকৃতৈঃ কৃতানাং জীবসংজ্ঞিতঃ ॥৪৯॥
দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা।
ভজন্মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্‌যথা বয়ম্ ॥৫০॥
নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ। প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥৫১॥

ইহলোকে কর্ম্মী পুরুষগণ সুখের নিমিত্ত ও দুঃখ-মুক্তির জন্য সঙ্কল্প করে, কিন্তু পূর্ব্বে কোনরূপ সঙ্কল্প না থাকায় সুখ ব্যাপ্ত থাকিলেও পরে সঙ্কল্প নিবন্ধন দুঃখই প্রাপ্ত হয়। ৪২

অপর—এই সংসারে পুরুষ যে দেহের নিমিত্ত কাম্য কর্ম্ম দ্বারা ভোগের প্রার্থনা করে, সেই দেহও পরকীয় অর্থাৎ শৃগাল-কুকুরাদির ভোগ্য ও ক্ষণভঙ্গুর এবং নিত্য নহে, কখন যায়, কখন আইসে। ৪৩

আর দেহ হইতে যাহা অতিশয় ব্যবহিত এবং যাহারা মমতাস্পদ, অর্থাৎ 'ইহারা আমার' এই বুদ্ধির বিষয়ীভূত—সেই সকল পুত্র, স্ত্রী, গৃহ, ধন, জন, রাজ্য, কোষ, হস্তী, অমাত্য, ভৃত্য, আপ্ত প্রভৃতি ইহারা যে পরকীয়, তৎসম্বন্ধে আর সন্দেহ কোথায়? ৪৪

এই সকল পদার্থ দেহের সহিত নশ্বর, অনর্থ, অথচ অর্থের ন্যায় প্রতীয়মান, অতএব অতি তুচ্ছ, এ সকল দ্বারা নিত্যানন্দ-রস-সাগরস্বরূপ আত্মার কি উপকার হইতে পারে? হে অসুরবালকগণ! প্রাচীন কর্ম্ম দ্বারা নিষেকাদি অবস্থাতেও ক্লিশ্যমান দেহধারীর পক্ষে পুনরায় কর্ম্ম দ্বারা কতদূর স্বার্থসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখ। ৪৫-৪৬

(কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে যে ভোগের অবসান হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই, এই কথা বলিতেছেন) দেহী আত্মার অনুবর্ত্তী দেহ দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করে, সেই কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় দেহ লাভ করে, কর্ম্ম ও দেহ এই উভয়ই অজ্ঞান দ্বারাই লাভ করে। ৪৭

অতএব হে বন্ধুগণ! অর্থ, কাম এবং ধর্ম্ম, এই তিনটি যাঁহার অধীন, তোমরা কামনারহিত হইয়া সেই নিরপেক্ষ ঈশ্বর হরিকে ভজনা কর। ৪৮

ভগবান্ হরি সকল ভূতের আত্মা, প্রিয়, ঈশ্বর, এবং সকল প্রাণী তাঁহার নিজকৃত, মহৎভূত সকল দ্বারা সৃষ্ট, অতএব তিনি সকলের অন্তর্য্যামী। ৪৯

(অসুরগণের ঐ বিষয়ে অধিকার নাই, ইহাও বলা চলে না; এই কথা বলিতেছেন) হে বয়স্যগণ! সুর, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব, যে কেহ হউক, ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দ ভজনা করিলে সকলেই কল্যাণভাজন হয়, যেরূপ আমি সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মঙ্গলযুক্ত হইয়াছি। ৫০

হে অসুরনন্দনগণ! দ্বিজত্ব, অথবা দেবত্ব, কিম্বা ঋষিত্ব, অথবা সচ্চরিত্রতা কিম্বা বহুজ্ঞতা, ইহার কিছুই মুকুন্দের প্রীতি জন্মাইতে সমর্থ হয় না। ৫১

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥৫২॥
ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে ॥৫৩॥
দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ ॥৫৪॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
বালানুশাসনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ও ব্রত এ সকলও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে, কেবল নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ প্রীত হয়েন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সকলই বিড়ম্বনামাত্র অর্থাৎ নাট্যাভিনয় সদৃশ। ৫২

অতএব হে দানবনন্দনগণ! সর্ব্বত্র আত্মতুল্য দর্শন দ্বারা সর্ব্বভূতের আত্মা, ঈশ্বর ভগবান্ হরিতে ভক্তি কর। ৫৩

হে দৈত্যবালকগণ! যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, ব্রজবাসিগণ, এবং পক্ষী, মৃগ, প্রভৃতি বহু পাপ জীবও ভক্তিযোগ দ্বারা অচ্যুত তুল্য চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে। ৫৪

হে ভ্রাতৃগণ! ভগবান্ গোবিন্দে একান্ত ভক্তি করিয়া যে সর্ব্বত্র তাঁহাকে নিরীক্ষণ করা, তাহাই ইহলোকে পুরুষের পরম স্বার্থ। ৫৫

বিবৃতি—এই শ্লোকে 'ব্রজৌকসঃ' এই পদ দ্বারা নীচ আভীর জাতিকেই বুঝাইয়াছে। কারণ, পরে ইহাদিগকে 'পাপজীবাঃ' বলিয়াছেন, বৃন্দাবনবাসী গোপগণ বৈশ্য ছিল, গোবর্দ্ধনযাগ প্রসঙ্গে ভগবান্ বলিয়াছেন,

"কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষঃ কুসীদং তূর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্।"

সুতরাং তাহারা দ্বিজাতি, শ্রেষ্ঠ বর্ণ, নীচ জাতীয় হইতে পারে না। "কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ" ইত্যাদি স্তুলোক্ত গো যাহাদের উপজীব্য, তাদৃশ নীচ আভীর জাতিই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। ৫৪

প্রহ্লাদ স্তম্ভেও ভগবান্কে দেখিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বভূতে হরিকে দেখিতেন, সেইরূপ উপদেশও করিয়াছেন, কথিত যে—

"নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ।
জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামিনঃ কামিনীময়ম্॥"

ইতি সপ্তম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ দৈত্যসুতাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা তদনুবর্ণিতম্। জগৃহুর্নিরবদ্যত্বান্নৈব গুর্ব্বনুশিক্ষিতম্ ॥ ১ ॥
অথাচার্য্যসুতস্তেষাং বুদ্ধিমেকান্তসংস্থিতাম্ আলক্ষ্য ভীতস্ত্বরিতো রাজ্ঞ আবেদয়দ্‌যথা ॥২॥
কোপাবেশচলদ্গাত্রঃ পুত্রং হন্তুং মনো দধে। ক্ষিপ্ত্বা পরুষয়া বাচা প্রহ্লাদমতদর্হণম্ ॥৩॥
আহেক্ষমাণঃ পাপেন তিরশ্চীনেন চক্ষুষা। প্রশ্রয়াবনতং দান্তং বদ্ধাঞ্জলিমবস্থিতম্।
সর্পঃ পদাহত ইব শ্বসন্ প্রকৃতিদারুণঃ ৪ ॥

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে দুর্ব্বিনীত মন্দাত্মন্ কুলভেদকরাধম। স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং নেষ্যে ত্বাদ্য যমক্ষয়ম্ ॥৫॥
ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সহেশ্বরাঃ।
তস্য মেঽভীতবন্মূঢ় শাসনং কিং বলোঽত্যগাঃ ॥৬॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্ স বৈ বলং বলিনাঞ্চ পরেষাম্।
পরেঽবরেঽমী স্থিরজঙ্গমা যে ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ ॥৭॥

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! দৈত্যবালকেরা প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া উৎকৃষ্ট বোধে তাঁহার উপদেশই গ্রহণ করিল, গুরু যাহা শিখাইয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিল না। ১

অনন্তর আচার্য্যপুত্র দৈত্যবালকগণের বুদ্ধি (প্রহ্লাদের উপদেশে) বিষ্ণুতেই নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সকলেই বিষ্ণুর একান্ত ভক্ত হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং অতি শীঘ্র দৈত্যরাজের নিকট যথাযথরূপে নিবেদন করিয়াছিলেন। ২

দৈত্যপতি শ্রবণমাত্র কোপের উদ্রেকে কম্পিতকলেবর হইলেন ও তিরস্কারের অযোগ্য পুত্র প্রহ্লাদকে নিষ্ঠুর বাক্যে তিরস্কার করিয়া বধ করিতে মনঃস্থির করিলেন। ৩

বিনয়াবনত, জিতেন্দ্রিয়, কৃতাঞ্জলি অবস্থিত প্রহ্লাদকে সক্রোধ বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর সর্প যেমন পদাহত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, সেইরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিয়াছিল। ৪

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে দুর্ব্বিনীত! মন্দবুদ্ধি! কুলভেদকারিন্! জড়! আমার আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী তোকে অদ্য যমালয়ে প্রেরণ করিব। ৫

হে মূঢ়! আমি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপালসহ ত্রিভুবন ভয়ে কম্পিত হইয়া থাকে, কি বলে অথবা কাহার বলে তুই নির্ভয়ের ন্যায় আমার শাসন অতিক্রম করিয়াছিস্। ৬

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে রাজন্! সেই ভগবান্ কেবল আমার তোমার ও অন্য বলবান্‌গণেরই বল নহেন, পরন্তু উচ্চ-নীচ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকলকেই তিনি বশীভূত করিয়াছেন। ৭

স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোঽসাবোজঃসহঃসত্ত্ববলেন্দ্রিয়াত্মা।
স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ ॥৮॥
জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ।
ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্ ॥৯॥
দস্যূন্ পুরা ষণ্ন বিজিত্য লুম্পতো মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ।
জিতাত্মনো জ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃ পরে ॥১০॥

শ্রীহিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ব্যক্তং ত্বং মর্ত্তুকামোঽসি যোঽতিমাত্রং বিকত্থসে।
মুমূর্ষূণাং হি মন্দাত্মন্ ননু স্যুর্বিক্লবা গিরঃ ॥১১॥
যস্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তো মদন্যো জগদীশ্বরঃ। কাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ॥১২॥
সোঽহং বিকত্থমানস্য শিরঃ কায়াদ্ধরামি তে। গোপায়েত হরিস্ত্বাদ্য যস্তে শরণমীপ্সিতম্ ॥১৩॥
এবং দুরুক্তৈর্মুহুরর্দ্দয়ন্ রুষা সুতং মহাভাগবতং মহাসুরঃ।
খড়্গং প্রগৃহ্যোৎপতিতো বরাসনাৎ স্তম্ভং ততাড়াতিবলঃ স্বমুষ্টিনা ॥১৪॥

তিনিই ঈশ্বর, তিনিই কাল, তাঁহার পরাক্রম অসীম, তিনিই সামর্থ্য, সাহস, ধৈর্য্য, এবং ইন্দ্রিয়স্বরূপ, সেই পরমপুরুষই স্বীয় শক্তি দ্বারা সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন, কারণ, তিনি গুণত্রয়ের ঈশ্বর। ৮

হে রাজন্! আপনি আসুরভাব পরিত্যাগ করুন, সকলকে সমভাবে দেখুন, অর্থাৎ সকলের প্রতি সমভাবে মন অর্পণ করুন, আপনার কেহ শত্রু নাই, উৎপথে স্থিত অজিত মন ব্যতীত অন্য কেহ শত্রু নাই, মমত্বরূপে মনোধারণই ভগবান্ অনন্তের মহৎ আরাধনা। ৯

হে রাজন্! আপনার ন্যায় কতকগুলি লোক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী ইন্দ্রিয়রূপ ছয় জন দস্যুকে জয় না করিয়াই দশদিক্ জয় করিয়াছি ইহা মনে করিয়া থাকে, কিন্তু যিনি সাধু বিদ্বান্, সর্ব্বভূতে যাঁহার সমবুদ্ধি এবং মনকে যিনি জয় করিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানকল্পিত শত্রু কোথা হইতে হইবে? ১০

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে মন্দবুদ্ধি! যে তুই অতিশয় গর্ব্ব করিতেছিস্ সেই তুই নিশ্চয় মরিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, কারণ, মুমূর্ষুদিগের বাক্য অনন্বিত হইয়া থাকে। ১১

হে মন্দভাগ্য! তুই যে বলিলি, আমি ব্যতীত অন্য একজন জগদীশ্বর আছেন, ঐ ঈশ্বর কোথায়? যদি সে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, তবে এই স্তম্ভমধ্যে কেন দেখা যাইতেছে না? (ইহার পর প্রহ্লাদ স্তম্ভকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ঐ যে দৃষ্ট হইতেছে)। ১২

(হিরণ্যকশিপু দেখিতে না পাইয়া বলিল) বৃথা গর্ব্বকারী তোর শরীর হইতে আমি মস্তক হরণ করিতেছি, তোর অভীপ্সিত রক্ষক হরি অদ্য তোকে রক্ষা করুক। ১৩

সেই মহাসুর হিরণ্যকশিপু মহাভাগবত প্রহ্লাদকে ক্রোধে এই প্রকার দুর্ব্বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা করিতে করিতে খড়্গ লইয়া নিজের সিংহাসন হইতে উঠিয়া পড়িল, এবং (প্রহ্লাদ যে স্তম্ভের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন) অতি বলে সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিল। ১৪

তদৈব তস্মিন্নিনদোঽতিভীষণো বভূব যেনাণ্ডকটাহমস্ফুটৎ।
যং বৈ স্বধিষ্ণ্যোপগতং ত্বজাদয়ঃ শ্রুত্বা স্বধামাত্যয়মঙ্গ মেনিরে ॥১৫॥
স বিক্রমন্ পুত্রবধেপ্সুরোজসা নিশম্য নির্হ্রাদমপূর্ব্বমদ্ভুতম্।
অন্তঃসভায়াং ন দদর্শ তৎপদং বিতত্রসুর্যেন সুরারিযূথপাঃ ॥১৬॥
সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্ স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্ ॥১৭॥
স সত্ত্বমেনং পরিতো বিপশ্যন্ স্তম্ভস্য মধ্যাদনুনির্জ্জিহানম্।
নায়ং মৃগো নাপি নরো বিচিত্রমহো কিমেতন্নৃমৃগেন্দ্ররূপম্ ॥১৮॥
মীমাংসমানস্য সমুত্থিতোঽগ্রতে নৃসিংহরূপস্তদলং ভয়ানকম্ ॥১৯॥

হে রাজন্! মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্র সেই স্তম্ভ-মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর একটি শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, যে শব্দে ব্রহ্মকটাহ যেন ফাটিয়া গিয়াছিল, ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ স্থানে আগত যে শব্দ শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ স্থান বিনষ্ট হইয়া গেল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ১৫

হিরণ্যকশিপু অভূতপূর্ব্ব সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্রবধের ইচ্ছায় বল ও বিক্রম প্রকাশ করিতে করিতে সেই সভার মধ্যে সেই ভীষণ শব্দের আশ্রয়কে দেখিতে পাইল না, যে শব্দে সুরারি যূথপতিগণ বিত্রস্ত হইয়াছিল। ১৬

অনন্তর ভগবান্, নিজ ভৃত্য প্রহ্লাদের "এই স্তম্ভে দেখা যাইতেছে" এই বাক্য এবং নিজে যে সকল ভূতে ব্যাপিয়া আছেন, তাহা সত্য করিবার নিমিত্ত মৃগও নহে এবং মনুষ্যও নহে, এইরূপ একটি অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া সভায় স্তম্ভমধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭

সেই হিরণ্যকশিপু স্তম্ভের মধ্য হইতে বাহির হইতেছে, এইরূপ একটি প্রাণীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, অহো, কি আশ্চর্য্য! এ মৃগও নহে মনুষ্যও নহে, (পরে নিজেই বলিল, ইহা নৃমৃগেন্দ্ররূপ নৃসিংহরূপ)। ১৮

হিরণ্যকশিপু এইরূপ মীমাংসা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার অগ্রে নৃসিংহরূপী হরি সমুত্থিত হইলেন। ১৯

বিবৃতি—এই শ্লোকে উক্ত "নিজভৃত্যভাষিতং" এই কথাটির বহু অর্থ—নিজ ভৃত্য প্রহ্লাদের স্তম্ভে হরিকে দেখা যাইতেছে, এই বাক্য সত্য করিতে এবং ভগবান্ ভূত সকলে ও ভৌতিক পদার্থ সকলে আছেন, এই যে নিজ ভৃত্য প্রহ্লাদের বাক্য উহা সত্য করিতে অথবা ঐ অদ্ভুত-রূপ বেশ ধারণ করিলেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, সনকাদি নিজ ভৃত্যগণের বাক্য তিন জন্মে শাপ মোক্ষ হইবে, ইহা সত্য করিবার নিমিত্ত অথবা ঐ অদ্ভুত রূপ গ্রহণের কারণ নিজ ভৃত্য হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর গ্রহণকালে ব্রহ্মসৃষ্ট জীব হইতে যেন মৃত্যু না হয়, এইরূপ বর প্রার্থনা করে তাহা সত্য করিবার জন্য এবং নিজভৃত্য ব্রহ্মা যে 'তথাস্তু' বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য করিবার নিমিত্ত, এবং নিজভৃত্য হিরণ্যকশিপু যে বলিয়াছিল—

'নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা'

অর্থাৎ এই পুত্রের সহিত বিরোধ করায় নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে, এই বাক্য সত্য করিতে এবং নিজভৃত্য নারদ ইন্দ্রকে যে বলিয়াছিলেন, ভগবান্ ভক্তপক্ষপাতী, তাঁহার সেই বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত স্তম্ভমধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, চকার দ্বারা নিজ ভাষিত—'আমার ভক্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয় না' এই বাক্য সত্য করিতেও নৃহরি মূর্ত্তিতে ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ১৭

প্রতপ্তচামীকরচণ্ডলোচনং স্ফুরৎসটাকেশরজৃম্ভিতাননম্ ।
করালদংষ্ট্রং করবালচঞ্চলক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রূকুটীমুখোল্বণম্ ॥ ২০ ॥
স্তব্ধোর্দ্ধকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভুতব্যাত্তাস্যনাসং হনুভেদভীষণম্ ।
দিবিস্পৃশৎকায়মদীর্ঘপীবরগ্রীবোরুবক্ষঃস্থলমল্পমধ্যমম্ ॥ ২১ ॥
চন্দ্রাংশুগৌরৈশ্ছুরিতং তনূরুহৈর্বিষ্বগ্ভুজানীকশতং নখায়ুধম্ ।
দুরাসদং সর্ব্বনিজেতরায়ুধপ্রবেকবিদ্রাবিতদৈত্যদানবম্ ॥ ২২ ॥
প্রায়েণ মেঽয়ং হরিণোরুমায়িনা বধঃ স্মৃতোঽনেন সমুদ্যতেন কিম্ ।
এবং ব্রুবংস্ত্বভ্যপতদ্‌গদায়ুধো নদন্নৃসিংহং প্রতি দৈত্যকুঞ্জরঃ ॥২৩॥
অলক্ষিতোঽগ্নৌ পতিতঃ পতঙ্গমো যথা নৃসিংহৌজসি সোঽসুরস্তদা ।
ন তদ্বিচিত্রং খলু সত্ত্বধামনি স্বতেজসা যো নু পুরাঽপিবৎ তমঃ ॥২৪॥
ততোঽভিপদ্যাঽভ্যহনন্মহাসুরো রুষা নৃসিংহং গদয়োরুবেগয়া ।
তং বিক্রমন্তং সগদং গদাধরো মহোরগং তার্ক্ষ্যসুতো যথাগ্রহীৎ ॥২৫॥

তাঁহার লোচনদ্বয় প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, দেদীপ্যমান জটা ও কণ্ঠলোম দ্বারা বিকসিত বদন, করাল দংষ্ট্রা ও তরবারি সদৃশ চঞ্চল এবং ক্ষুরান্তবৎ তীক্ষ্ণ জিহ্বাযুক্ত, ভ্রূকুটিপূর্ণ মুখের দ্বারা ভীষণ বোধ হইতেছিল। কর্ণদ্বয় উন্নত ও শঙ্কুর ন্যায় ঊর্দ্ধ, মুখ ও নাসিকা গিরিগহ্বর তুল্য বিস্তৃত, আর কপোলের দুই প্রান্তভাগ বিদীর্ণ হওয়ায় অতিশয় ভীষণ হইয়াছিল, অধিকন্তু আকাশস্পর্শী শরীর, হ্রস্ব অথচ স্থূলগ্রীবা, বক্ষঃস্থল বিশাল, কিন্তু মধ্যভাগ (উদর) অত্যল্প অর্থাৎ কৃশ। ২০-২১

চন্দ্রকিরণ তুল্য গৌরবর্ণ লোম সকলে পরিব্যাপ্ত শরীর, এবং সকল দিকে শত শত ভুজসমূহ প্রসারিত হইয়াছিল, ঐ দেহে নখ সকলই অস্ত্র, অতএব উহা অতিশয় দুরধিগম্য, এবং নিজের যে সকল চক্রাদি অস্ত্র এবং তদ্ভিন্ন যে সকল বজ্রাদি অস্ত্র, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, সেই সকল দ্বারা তিনি দৈত্যদানবগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, (মীমাংসমান দৈত্যের সম্মুখে এতাদৃশ নৃসিংহমূর্ত্তি সমুত্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে।) ২২

(হিরণ্যকশিপু ঐরূপ অবলোকন করিয়া তাঁহার আবির্ভাব প্রয়োজন বিচার পূর্ব্বক সাতটি শ্লোকে বলিতেছে) যদিও মহামায়াবী হরি, আমার মৃত্যুর জন্য এইরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি ইহার উদ্যমে কি হইতে পারে ? ঐ দৈত্যশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিতে বলিতে গদা হস্তে নৃসিংহের দিকে বেগে আপতিত হইয়াছিল। ২৩

পতঙ্গ যেমন বহ্নিমধ্যে পতিত হইয়া অদৃশ্য হয়, সেইরূপ ঐ অসুর নৃসিংহের তেজোমধ্যে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। হে যুধিষ্ঠির! যিনি সৃষ্টির প্রথমে স্বীয় তেজোদ্বারা প্রলয়কালীন অন্ধকার পান করিয়াছিলেন, সেই সত্ত্ব প্রকাশ হরিতে পতিত অসুরের অন্তর্ধান হওয়া বিচিত্র নহে। ২৪

তাহার পর সেই মহাসুর হিরণ্যকশিপু নৃসিংহের সম্মুখে গমন করিয়া ক্রোধে তীব্র বেগশালিনী গদা দ্বারা নৃসিংহকে প্রহার করিয়াছিল। তখন গরুড় যেমন মহাসর্পকে গ্রহণ করে, সেইরূপ গদাধর ইতস্ততঃ প্রহারকারী সেই মহাসুরকে গদার সহিত ধৃত করিয়াছিলেন। ২৫

স তস্য হস্তোৎকলিতস্তদাসুরো বিক্রীড়তো যদ্বদহির্গরুত্মতঃ।
অসাধ্বমন্যন্ত হৃতৌকসোঽমরা ঘনচ্ছদা ভারত সর্ব্বধিষ্ণ্যপাঃ ॥২৬॥
তং মন্যমানো নিজবীর্য্যশঙ্কিতং যদ্ধস্তমুক্তো নৃহরিং মহাসুরঃ।
পুনস্তমাসজ্জত খড়্গচর্ম্মণী প্রগৃহ্য বেগেন গতশ্রমো মৃধে ॥২৭॥
তং শ্যেনবেগং শতচন্দ্রবর্ত্মভিশ্চরন্তমচ্ছিদ্রমুপর্য্যধো হরিঃ।
কৃত্বাট্টহাসং খরমুৎস্বনোল্বণং নিমীলিতাক্ষং জগৃহে মহাজবঃ ॥২৮॥
বিষ্বক্ স্ফুরন্তং গ্রহণাতুরং হরির্ব্যালো যথাখুং কুলিশক্ষতত্বচম্।
দ্বার্য্যূরুমাপত্য দদার লীলয়া নখৈর্যথাহিং গরুড়ো মহাবিষম্ ॥২৯॥
সংরম্ভদুষ্প্রেক্ষ্যকরাললোচনো ব্যাত্তাননান্তং বিলিহন্ স্বজিহ্বয়া।
অসৃগ্লবাক্তারুণকেশরাননো যথান্ত্রমালী দ্বিপহত্যয়া হরিঃ ॥ ৩০ ॥

একবার সেই মহাসুর কৌশলক্রমে নৃসিংহের হস্ত হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল এবং সর্প যেমন গরুড়ের করতল হইতে নির্গত হইয়া গর্জ্জন করে, সেইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন হে ভারত! হৃতসর্ব্বস্ব, স্থানভ্রষ্ট সকল দেবগণ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া দৈত্যরাজের অপসরণকে অত্যন্ত অসাধু মনে করিয়াছিলেন। ২৬

হে রাজন্! হিরণ্যকশিপু যাঁহার হস্তমুক্ত হইল, পরে সেই নৃহরিকে নিজ বীর্য্যশঙ্কিত অর্থাৎ আমার বল অপেক্ষা এ হীনবল বলিয়াই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়াছিল, এবং ক্ষণকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্রাম করিয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেগে তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। ২৭

শ্যেনবেগে অর্থাৎ অতি দ্রুত অসি-চর্ম্মচালনায় অচ্ছিদ্রভাবে উপরে ও অধোদিকে বিচরণশীল সেই মহাসুর মহাশব্দ দ্বারা ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া নিমীলিতনয়ন হইলে মহাবেগশালী নৃসিংহ তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্প যেমন মূষিককে ধরে, সেইরূপ হরি হিরণ্যকশিপুকে ধরিলে সে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার হস্ত হইতে নির্গত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, অসুর বজ্রপ্রহারে ক্ষতদেহ ছিল, পরে নৃহরি তাহাকে গ্রহণ করায় অত্যন্ত কাতর হয়, তখন ভগবান্ নৃহরি তাহাকে দ্বারে আনিয়া ও উরুর উপরে রাখিয়া গরুড় যেমন মহাবিষ সর্পকে বিদারণ করে, সেইরূপ নখ দ্বারা অবলীলাক্রমে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। ২৮-২৯

ভগবান্ নৃসিংহ, ক্রোধে দুষ্প্রেক্ষ্য ভয়ানকনয়ন হইয়াছিলেন, তিনি নিজ জিহ্বা দ্বারা বিস্তৃত বদনের প্রান্তভাগ লেহন করিতে লাগিলেন, এবং রুধির-বিন্দু সকল দ্বারা তাঁহার কেশর ও আনন সিক্ত হইয়া অরুণবর্ণ হইয়াছিল এবং অন্ত্রের মালা গলদেশে দুলিতেছিল, যেমন হস্তীকে হত্যা করিয়া সিংহ তাহার রুধিরবিন্দুতে কেশর ও বদন সিক্ত করে ও অন্ত্রমালা ধারণ করে, সেইরূপ। ৩০

বিশ্বপ্রভি—দ্বিতীয় বার যুদ্ধকালে হিরণ্যকশিপু সুশিক্ষার গুণে ও কৌশলে অসি-চর্ম্ম দ্বারা এমনভাবে বিচরণ করিতেছিল যে, তাহার ফলে কোন ছিদ্র ছিল না; তখন ভগবান্ অতি ভীষণ অট্টহাস্য করেন, সেই শব্দে মহাসুর নয়ন মুদ্রিত করে, তখন তাহাকে ভগবান্ ধরিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বাক্য রক্ষার্থ—নখ দ্বারা, বাহিরে ও ভিতরে মৃত্যু নাই বলিয়া দ্বারে, ভূমিতে ও আকাশে মৃত্যু নাই বলিয়া উরুর উপরে তাহাকে বধ করেন। ২৮২৯

নখাঙ্কুরোৎপাটিতহৃৎসরোরুহং বিসৃজ্য তস্যানুচরানুদায়ুধান্ ।
অহন্ সমস্তান্নখশস্ত্রপাণিভির্দোর্দ্দণ্ডযূথোঽনুপথান্ সহস্রশঃ ॥ ৩১ ॥
সটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্ গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ ।
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভুর্নির্হ্রাদভীতা দিগিভা বিচুক্রুশুঃ ॥৩২॥
দ্যৌস্তৎসটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কুলা প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাভিপীড়িতা ।
শৈলাঃ সমুৎপেতুরমুষ্য রংহসা তত্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে ॥৩৩॥
ততঃ সভায়ামুপবিষ্টমুত্তমে নৃপাসনে সংভৃততেজসং বিভুম্ ।
অলক্ষিতদ্বৈরথমত্যমর্ষণং প্রচণ্ডবক্ত্রং ন বভাজ কশ্চন ॥ ৩৪ ॥
নিশম্য লোকত্রয়মস্তকজ্বরং তমাদিদৈত্যং হরিণা হতং মৃধে ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননা মুহুঃ প্রসূনবর্ষৈর্ববৃষুঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
তদা বিমানাবলিভির্নভস্তলং দিদৃক্ষতাং সংকুলমাস নাকিনাম্ ।
সুরানকা দুন্দুভয়োঽথ জঘ্নিরে গন্ধর্ব্বমুখ্যা ননৃতুর্জগুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৩৬॥

ভগবান্ নৃসিংহ নখাঙ্কুর দ্বারা দৈত্যপতির হৃৎপদ্ম উৎপাটন করিয়া এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই দৈত্যরাজের উদ্যতাস্ত্র অনুচরবর্গকে এবং তাহাদের পক্ষপাতী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে তৎকালে আবিষ্কৃত বহু বাহু হইয়া নখশস্ত্রযুক্ত হস্ত দ্বারা তাহাদিগের সকলকেই বধ করিয়াছিলেন। ৩১

মেঘ সকল নৃহরির জটা দ্বারা প্রকম্পিত হইয়া বিশীর্ণ হইয়াছিল, গ্রহ সকল তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা দীপ্তিহীন হইল, সমুদ্র সকল তাঁহার নিশ্বাস-বায়ু দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, আর তাঁহার সিংহনাদকালে দিক্‌হস্তিগণ ভীত হইয়া কাতরধ্বনি করিয়াছিল। ৩২

এবং তাঁহার জটা দ্বারা উৎক্ষিপ্ত বিমান সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া স্বর্গ যেন স্বস্থান হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিল, আর পৃথিবী তাঁহার পদাঘাতে পীড়িত হইয়া বিচলিত হইয়াছিল। আর পর্ব্বত সকল তাঁহার বেগে নিজ নিজ স্থান হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল এবং তাঁহার তেজে আকাশ ও দিক্ সকল দীপ্তিশূন্য হইয়াছিল। ৩৩

তাহার পর প্রতিপক্ষ যোদ্ধা কাহাকেও না দেখায় ক্রোধপূর্ণ ভীষণবদন ভগবান্ নৃসিংহ সভামধ্যে উত্তম রাজাসনে উপবেশন করিলেন; সেই সম্পূর্ণ প্রকাশ বিভুকে কেহই সম্মুখে গিয়া সেবা করে নাই। ৩৪

লোকত্রয়ের শিরঃপীড়াস্বরূপ আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপু হরি কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া হর্ষাবেগে উৎফুল্লবদন দেবাঙ্গনাগণ বারম্বার ভগবানের উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। ৩৫

সেই সময়ে দর্শনাভিলাষী দেবগণের বিমানসমূহে গগনমণ্ডল সঙ্কুল হইয়াছিল, দেবতারা দুন্দুভি ও পটহ বাজাইয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বগণ গান করিয়াছিল, আর অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিল। ৩৬

বিবৃতি—যে ব্যক্তি যাহাকে জয় করে, সে তাহার আধিপত্য গ্রহণ করে; ইহা রাজনীতি। এই নীতি দেখাইবার জন্যই যেন ভগবান্ রাজাসনে বসিয়াছিলেন, অথবা শাপগ্রস্ত নিজভৃত্যের পরও আত্মীয়তাভিমানী ইহা দ্বারা সূচিত হইয়াছে। যাঁহাকে ঋষিগণ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গুদ্ধান্তঃকরণে আসনাদি উপহার দিলেও সাক্ষাৎ তাহা গ্রহণ করেন না, তিনিই অসুরভাবগ্রস্ত নিজ ভৃত্য কর্ত্তৃক অদত্ত—তাহার উপভুক্ত হইলেও রাজাসন নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই ভক্তের সৌভাগ্য সকলকে তিনি দেখাইয়াছেন। ৩৪

তত্রোপব্রজ্য বিবুধা ব্রহ্মেন্দ্রগিরিশাদয়ঃ। ঋষয়ঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ॥৩৭॥
মনবঃ প্রজানাং পতয়ো গন্ধর্ব্বাপ্সরচারণাঃ। যক্ষাঃ কিংপুরুষাস্তাত বেতালাঃ সহকিন্নরাঃ ॥৩৮॥
তে বিষ্ণুপার্ষদাঃ সর্ব্বে সুনন্দকুমুদাদয়ঃ। মূর্দ্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিপুটা আসীনং তীব্রতেজসম্।
ঈড়িরে নরশার্দ্দূলং নাতিদূরচরাঃ পৃথক্ ॥৩৯॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে বিচিত্রবীর্য্যায় পবিত্রকর্ম্মণে।
বিশ্বস্য সর্গস্থিতিসংযমান্ গুণৈঃ স্বলীলয়া সন্দধতেঽব্যয়াত্মনে ॥৪০॥

শ্রীরুদ্র উবাচ।

কোপকালো যুগান্তস্তে হতোঽয়মসুরোঽল্পকঃ।
তৎসুতং পাহ্যুপসৃতং ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥৪১॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ।

প্রত্যানীতাঃ পরম ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা দৈত্যাক্রান্তং হৃদয়কমলং ত্বদ্‌গৃহং প্রত্যবোধি।
কালগ্রস্তং কিয়দিদমহো নাথ শুশ্রূষতাং তে মুক্তিস্তেষাং নহি বহুমতা নারসিংহাপরৈঃ কিম্ ॥৪২॥

তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গিরিশাদি দেবগণ সেই স্থানে আসিয়া সকলে নৃসিংহকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্তব করিয়াছিলেন এবং ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধসমূহ, বিদ্যাধর, মহোরগগণ, মনুগণ, প্রজাপতিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, চারণ, যক্ষ, কিংপুরুষ, বেতাল, কিন্নর ও সুনন্দ প্রভৃতি বিষ্ণুর পার্ষদগণ ইঁহারা সকলে তথায় যাইয়া, মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট নৃসিংহদেবের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্তব করিয়াছিলেন। ৩৭-৩৯

ব্রহ্মা বলিলেন, যাঁহার দুরন্ত শক্তি, যিনি বিচিত্র-বীর্য্য, পবিত্রকর্ম্মা, যিনি গুণ দ্বারা অবলীলাক্রমে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন, সেই অনন্তকে আমি নমস্কার করি। ৪০

রুদ্রদেব বলিলেন, হে ভক্তবৎসল! আপনার কোপকালই যুগান্ত, অর্থাৎ সহস্র যুগান্ত আপনার কোপকাল, এই ক্ষুদ্র অসুর হত হইয়াছে, আপনার ভক্ত এই স্থানে উপনীত, ইহাকে রক্ষা করুন। ৪১

ইন্দ্র বলিলেন, হে পরমপুরুষ! আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আপনি দৈত্য কর্ত্তৃক অপহৃত নিজের যজ্ঞীয় ভাগ সকল প্রত্যানয়ন করিয়াছেন, (অন্তর্য্যামী রূপে আপনিই ঐ যজ্ঞভাগভোক্তা, সুতরাং উহা আপনারই) হে প্রভো! আমাদের হৃদয়কমল আপনার গৃহস্বরূপ, উহাও দৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল অর্থাৎ সর্ব্বদা দৈত্যভয়ে আপনাকে মনে করিতে পারিতাম না—দৈত্যই একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল, ইদানীং দৈত্যকে সংহার করিয়া ঐ হৃদয়পঙ্কজ বিকাশ করিয়াছেন। আমাদের ঐশ্বর্য্য কালে গ্রাস করিয়াছিল, উহা আপনার শুশ্রূষাকারিগণের পক্ষে ফিরিয়া পাওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে; হে নরসিংহ! আপনার পরিচর্য্যা যাহারা করে, তাহারা মুক্তিকে বহুজ্ঞান করে না, অপর পদার্থের কথা আর কি বলিব? ৪২

বিবৃতি—যদিও আপনার ইহা কোপকাল নহে, তথাপি ভক্তের রক্ষণার্থ আপনি ক্রোধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ক্ষুদ্র অসুর নিহত হইয়াছে, আপনার ভক্তকে কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রক্ষা করুন। ৪১

আমাদের হবির্ভাগ লাভই পুরুষার্থ নহে, কিন্তু আপনার পরিচর্য্যাই পুরুষার্থ। আপনি ক্রোধ করিয়া তাহা সাধন করিয়াছেন, সুতরাং ঐ কার্য্য সিদ্ধ হওয়ায় এক্ষণে ক্রোধ সম্বরণ করুন, এই কথা এই শ্লোকে বলিতেছেন। ৪২

শ্রীঋষয় ঊচুঃ।

ত্বং নস্তপঃ পরমমাত্থ যদাত্মতেজো যেনেদমাদিপুরুষাত্মগতং সসর্ক্থ।
তদ্বিপ্রলুপ্তমমুনাদ্য শরণ্যপাল রক্ষাগৃহীতবপুষা পুনরন্বমংস্থাঃ ॥৪৩॥

শ্রীপিতর ঊচুঃ।

শ্রাদ্ধানি নোঽধিবুভুজে প্রসভং তনূজৈর্দত্তানি তীর্থসময়েঽপ্যপিবৎ তিলাম্বু।
তস্যোদরান্নখবিদীর্ণবপাদ্ য আর্চ্ছৎ তস্মৈ নমো নৃহরয়েঽখিলধর্ম্মগোপ্ত্রে ॥৪৪॥

শ্রীসিদ্ধা ঊচুঃ।

যো নো গতিং যোগসিদ্ধামসাধুরহার্ষীদ্‌যোগতপোবলেন।
নানাদর্পং তং নখৈর্বিদদার তস্মৈ তুভ্যং প্রণতাঃ স্মো নৃসিংহ ॥৪৫॥

শ্রীবিদ্যাধরা ঊচুঃ।

বিদ্যাং পৃথগ্ধারণয়ানুরাদ্ধাং ন্যষেধদজ্ঞো বলবীর্য্যদৃপ্তঃ।
স যেন সংখ্যে পশুবদ্ধতস্তং মায়ানৃসিংহং প্রণতাঃ স্ম নিত্যম্ ॥৪৬॥

শ্রীনাগা ঊচুঃ।

যেন পাপেন রত্নানি স্ত্রীরত্নানি হৃতানি নঃ। যদ্বক্ষঃপাটনেনাসাং দত্তানন্দ নমোঽস্তু তে ॥৪৭॥

ঋষিগণ বলিলেন, হে আদিপুরুষ! আপনি আমাদিগকে যে ধ্যানলক্ষণ তপস্যা বলিয়াছিলেন, যে তপস্যা আপনার তেজঃপ্রভাবস্বরূপ, যে তপস্যা দ্বারা আপনাতে লীন এই বিশ্বকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই তপস্যা এই দৈত্য কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছিল, হে শরণাগতরক্ষক! রক্ষার জন্য গৃহীত শরীর দ্বারা পুনরায় তপস্যা কর, এই অনুমতি দিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি। ৪৩

পিতৃগণ বলিতেছেন, হে ভগবন্! আমাদের সন্তানগণ শ্রাদ্ধ (পিণ্ড) দান করিলে উহা যে দুরাত্মা বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া স্বয়ং ভোজন করিত, এবং তীর্থস্নানান্তে যে তিলোদক দান করিলে উহা স্বয়ং পান করিত, তাহার উদর নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া যিনি ঐ সকল পুনরায় আহরণ করিয়াছেন, সেই অখিল ধর্ম্মগোপ্তা নৃসিংহ-দেবকে আমরা নমস্কার করি। ৪৪

সিদ্ধগণ বলিলেন, হে নৃসিংহ! যে অসাধুচরিত্র হিরণ্যকশিপু যোগ ও তপোবলে আমাদের যোগ-সিদ্ধ গতি অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিয়াছিল, নানা দর্পে দর্পিত সেই দৈত্যকে যে আপনি নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই নৃসিংহমূর্ত্তি আপনাকে আমরা নমস্কার করি। ৪৫

বিদ্যাধরগণ বলিলেন, আমরা পৃথক্ পৃথক্ ধারণা-বলে যে অন্তর্দ্ধানাদি বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ঐ বিদ্যাকে যে বলবীর্য্যগর্ব্বিত অজ্ঞ দৈত্য নিবারণ করিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি তাহাকে পশুর ন্যায় বধ করিয়াছেন, অতএব আমরা সেই মায়ানৃসিংহকে নিত্য নমস্কার করি। ৪৬

নাগগণ বলিলেন, হে প্রভো! যে দুরাত্মা আমাদের রত্ন সকল ও স্ত্রীরত্ন সকলকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিল, তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া যিনি সেই উত্তমা স্ত্রীগণের আনন্দ দান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। ৪৭

মনবো বয়ং তব নিদেশকারিণো দিতিজেন দেব পরিভূতসেতবঃ।
ভবতা খলঃ স উপসংহৃতঃ প্রভো করবাম তে কিমনুশাধি কিঙ্করান্ ॥৪৮॥

শ্রীপ্রজাপতয় ঊচুঃ।

প্রজেশা বয়ং তে পরেশাভিসৃষ্টা ন যেন প্রজা বৈ সৃজামো নিষিদ্ধাঃ।
স এষ ত্বয়া ভিন্নবক্ষা নু শেতে জগন্মঙ্গলং সত্ত্বমূর্ত্তেঽবতারঃ ॥৪৯॥

শ্রীগন্ধর্ব্বা ঊচুঃ।

বয়ং বিভো তে নটনাট্যগায়কা যেনাত্মসাদ্বীর্য্যবলৌজসা কৃতাঃ।
স এষ নীতো ভবতা দশামিমাং কিমুৎপথস্থঃ কুশলায় কল্পতে ॥৫০॥

শ্রীচারণা ঊচুঃ।

হরে তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ভবাপবর্গমাশ্রিতাঃ। যদেষ সাধুহৃচ্ছয়স্ত্বয়াঽসুরঃ সমাপিতঃ ॥৫১॥

শ্রীযক্ষা ঊচুঃ।

বয়মনুচরমুখ্যাঃ কর্ম্মভিস্তে মনোজ্ঞৈস্ত ইহ দিতিসুতেন প্রাপিতা বাহকত্বম্।
স তু জনপরিতাপং তৎকৃতং জানতা তে নরহর উপনীতঃ পঞ্চতাং পঞ্চবিংশ ॥৫২॥

(নৃসিংহদেব মনুগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে) মনুগণ বলিলেন, হে দেব! আমরা মনুগণ আপনার আজ্ঞাকারী, দুরাত্মা দৈত্য আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা উচ্ছিন্ন করিয়াছিল, আপনি ঐ খলস্বভাব দৈত্যকে বধ করিয়া পুনরায় ধর্ম্মসেতু স্থাপন করিলেন, হে প্রভো! আমরা আপনার কি করিব, আদেশ করুন। ৪৮

প্রজাপতিগণ বলিলেন, হে পরেশ! আমরা আপনার সৃষ্ট প্রজাপতি, যে দুরাত্মা দৈত্য নিষেধ করায় আমরা এতকাল প্রজা সৃষ্টি করিতে পারি নাই, সেই দুরাত্মা সংপ্রতি আপনা কর্ত্তৃক বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছে, (অতঃপর প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিব) হে সত্ত্বমূর্ত্তে! আপনার এই অবতার জগতের মঙ্গলস্বরূপ। ৪৯

গন্ধর্ব্বগণ বলিলেন, হে বিভো! আমরা আপনার নর্ত্তক ও নৃত্যকালীন গায়ক, যে দুরাত্মা নিজ শৌর্য্য ও বীর্য্য দ্বারা আমাদিগকে নিজের অধীন করিয়াছিল, আপনি তাহাকে এই দশা প্রাপ্ত করাইলেন; উৎপথবর্ত্তী কোন্ ব্যক্তি কুশলী হইয়া থাকে? ৫০

চারণগণ বলিলেন, হে প্রভো! আমরা সংসার-নিবর্ত্তক আপনার পাদপদ্মকে আশ্রয় করিয়াছি, কারণ, এই দুরাত্মা সাধুগণের হৃদয়ে ভয় জন্মাইয়াছিল, আপনি এ অসুরকে বধ করিয়াছেন। ৫১

যক্ষগণ বলিলেন, হে প্রভো! আমরা মনোজ্ঞ কর্ম্ম সকল দ্বারা আপনার অনুচরগণের মধ্যে প্রধান ছিলাম, এই দৈত্য বলপ্রভাবে আমাদিগকে বাহক করিয়াছিল, হে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বনিয়ামক পুরুষ! আপনি ঐ দুরাত্মা হইতে যে লোকসকলের পরিতাপ হইতেছিল, তাহা অবগত হইয়া এই নৃসিংহ-রূপে তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদের বাহকত্ব ও লোকসকলের পরিতাপ দূরীভূত হইয়াছে, আপনাকে নমস্কার করি। ৫২

শ্রীকিংপুরুষা ঊচুঃ।

বয়ং কিংপুরুষাস্ত্বন্তু মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ। অয়ং কুপুরুষো নষ্টো ধিক্‌কৃতঃ সাধুভির্যদা ॥৫৩॥

শ্রীবৈতালিকা ঊচুঃ।

সভাসু সত্রেষু তবামলং যশো গীত্বা সপর্য্যাং মহতীং লভামহে।
যস্তামনৈষীদ্বশমেষ দুর্জ্জনো দিষ্ট্যা হতস্তে ভগবন্ যথাময়ঃ ॥৫৪॥

শ্রীকিন্নরা ঊচুঃ।

বয়মীশ কিন্নরগণাস্তবানুগা দিতিজেন বিষ্টিমমুনাঽনুকারিতাঃ।
ভবতা হরে স বৃজিনোঽবসাদিতো নরসিংহ নাথ বিভবায় নো ভব ॥৫৫॥

শ্রীবিষ্ণুপার্ষদা ঊচুঃ।

অদ্যৈতদ্ধরিনররূপমদ্ভুতং তে দৃষ্টং নঃ শরণদ সর্ব্বলোকশর্ম্ম।
সোঽয়ং তে বিধিকর ঈশ বিপ্রশপ্তস্তস্যেদং নিধনমনুগ্রহায় বিদ্মঃ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
হিরণ্যকশিপুবধোঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

কিংপুরুষগণ বলিলেন, হে ভগবন্! আমরা কিংপুরুষ, অর্থাৎ তুচ্ছ প্রাণী, আপনি মহাপুরুষ, এই দৈত্য যখন কুকর্ম্ম করায় সাধুগণ কর্ত্তৃক ধিক্‌কৃত অর্থাৎ নিন্দিত হয়, তখনই এই কুপুরুষ অর্থাৎ কদর্য্য-স্বভাব দৈত্য নিহত হইয়াছে। ৫৩

বৈতালিকগণ বলিতেছেন, হে ভগবন্! আমরা সভাস্থলে ও যজ্ঞস্থলে আপনার নির্ম্মল যশঃ গান করিয়া মহতী পূজা লাভ করিতাম, যে দুর্জ্জন দৈত্য আমাদের ঐ পূজা নিজের আয়ত্ত করিয়াছিল, ভাগ্যক্রমে রোগের ন্যায় সেই ব্যক্তি আপনা কর্ত্তৃক নিহত হইল, (এক্ষণে আমরা পূর্ব্ববৎ পূজা লাভ করিতে পারিব)। ৫৪

কিন্নরগণ বলিলেন, হে ভগবন্! হে ঈশ! আমরা কিন্নরগণ আপনার অনুচর, এই দৈত্য আমাদিগকে ধরিয়া বিনা বেতনে কর্ম্ম করাইয়া লইত, সেই এই পাপ আপনা কর্ত্তৃক অপসারিত হইল, হে নৃসিংহ! হে নাথ! আপনি অতঃপর আমাদের সমৃদ্ধির নিমিত্ত হউন। ৫৫

বিষ্ণুপার্ষদগণ বলিলেন, হে আমাদের আশ্রয়-দাতা! সকল লোকের মঙ্গলস্বরূপ এই অদ্ভুত নৃসিংহ-মূর্ত্তি অদ্যই দর্শন করিলাম, ইতঃপূর্ব্বে কখন দেখি নাই। হে ঈশ! এই দৈত্য আপনার সেই ভৃত্য—যে বিপ্রশাপগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার এই নিধনকে আমরা অনুগ্রহ বলিয়াই জানিতেছি। ৫৬

বিবৃতি—আমরা তুচ্ছ প্রাণী—আপনার স্তব করিতে অসমর্থ, আপনি মহাপুরুষ, মহাদৈত্যকে বধ করিয়াছেন বলিয়া আমরা আপনার স্তব করি না; কারণ, এই কুপুরুষ যে সময়ে সাধুগণ কর্ত্তৃক ধিক্‌কৃত হয়, তখনই বিনষ্ট হইয়াছে।৫৩

ইতি সপ্তম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং সুরাদয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ। নোপৈতুমশকন্মন্যু-সংরম্ভং সুদুরাসদম্ ॥১॥

সাক্ষাৎ শ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তং মহদদ্ভুতম্। অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা ॥২॥

প্রহ্রাদং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মাবস্থিতমন্তিকে। তাত প্রশময়োপেহি স্বপিত্রে কুপিতং প্রভুম্ ॥৩॥

তথেতি শনকৈ রাজন্ মহাভাগবতোঽর্ভকঃ। উপেত্য ভুবি কায়েন ননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ ॥৪॥

স্বপাদমূলে পতিতং তমর্ভকং বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ।
উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং কালাহিবিত্রস্তধিয়াং কৃতাভয়ম্ ॥৫॥

স তৎকরস্পর্শধুতাখিলাশুভঃ সপদ্যভিব্যক্তপরাত্মদর্শনঃ।
তৎপাদপদ্মং হৃদি নির্বৃতো দধৌ হৃষ্যত্তনুঃ ক্লিন্নহৃদশ্রুলোচনম্ ॥৬॥

অস্তৌষীদ্ধরিমেকাগ্রমনসা সুসমাহিতঃ। প্রেমগদ্গদয়া বাচা তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণঃ ॥ ৭ ॥

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মা, রুদ্র প্রমুখ সকল দেবগণ রোষাবেশবশে দুরধিগম্য সেই নৃসিংহের নিকট কেহই যাইতে সমর্থ হইলেন না। ১

দেবগণ লক্ষ্মীকে নৃসিংহের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ঐ অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া এবং পূর্ব্বে ঐ রূপ কখন দেখেন নাই বা শোনেন নাই বলিয়া শঙ্কিতা (ভীতা) হইলেন, সুতরাং তিনি নৃসিংহের নিকটে গমন করিলেন না। ২

তখন ব্রহ্মা নিকটে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদকে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তাত! এই নৃসিংহ তোমার পিতার প্রতি কুপিত হইয়াছেন, তুমি ইঁহার নিকটে যাও এবং ইঁহাকে শান্ত কর। ৩

হে রাজন্! মহাভাগবত বালক প্রহ্লাদ ব্রহ্মার বাক্যে 'তাহাই হউক' ইহা বলিয়া ধীরে ধীরে নৃসিংহের নিকটে উপনীত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। ৪

হে যুধিষ্ঠির! তখন বালককে নিজ পাদমূলে পতিত দেখিবামাত্র ভগবান্ নৃসিংহদেব করুণায় পরিপ্লুত হইলেন, এবং বালককে উঠাইয়া তাহার মস্তকে কালরূপ সর্পভয়ে বিত্রস্ত জনগণের যে হস্ত অভয় প্রদান করে, সেই অভয় করপদ্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। ৫

সেই অভয় হস্তের স্পর্শে প্রহ্লাদের নিখিল অশুভ বিনষ্ট হইল, এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান অভিব্যক্ত হইল, এবং তিনি পরম নির্বৃত হইয়া নৃসিংহের পাদপদ্ম নিজের হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। ৬

ভগবান্ নৃসিংহদেবে হৃদয় ও নয়ন অর্পিত যাহার—সেই প্রহ্লাদ সুসমাহিত হইয়া একাগ্র মনে ও প্রেমগদ্গদ বাক্যে হরিকে স্তব করিয়াছিলেন। ৭

বিশ্বপ্রতি—শাস্ত্রে আছে—এই নৃসিংহ উগ্রমূর্ত্তি হইলেও নিজ ভক্তগণের নিকটে অনুগ্র অর্থাৎ শান্ত, যেমন সিংহ অন্যের নিকট উগ্র হইলেও নিজের সন্তানগণের নিকট অনুগ্র, সেইরূপ। দেবতারা দূরে থাকিয়া স্তব করিতেছিলেন কিন্তু কেহই নিকটে যাইতে সমর্থ হয়েন নাই, ইহার কারণ, নৃসিংহের উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহারা ভীত হইয়াছিলেন।১

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ সত্ত্বৈকতানগতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ।
নারাধিতুং পুরুগুণৈরধুনাপি পিপ্রুঃ কিং তোষ্টুমর্হতি স মে হরিরুগ্রজাতেঃ॥৮॥

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥৯॥

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ॥১০॥

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥১১॥

প্রহ্লাদ বলিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুনিগণ যাঁহাদের সত্ত্বগুণে অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যায় মতি একতান অর্থাৎ তন্মাত্রনিষ্ঠ, তাঁহাদের বাক্যপ্রবাহ ও বহুগুণ দ্বারা যাঁহাকে আরাধনা করিতে সমর্থ হয়েন না, সেই হরি উগ্রজাতি অর্থাৎ অসুর আমার, আমা হইতে কি সন্তোষ লাভ করিতে পারেন? ৮

কিন্তু আমার মনে হয়—ধন, সৎকুলে জন্ম, রূপ, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়পটুতা, তেজ (কান্তি), প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ (উদ্যম), বুদ্ধি ও অষ্টাঙ্গযোগ এ সকল গুণও সেই পরমপুরুষের আরাধনায় সমর্থ নহে, কারণ, ভগবান্ কেবল ভক্তি দ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। ৯

পূর্ব্বোক্ত ধনাদি দ্বাদশ, অথবা মহাভারতে সনৎসুজাতোক্ত ধর্ম্মাদি দ্বাদশ গুণযুক্ত অথচ পদ্মনাভের চরণারবিন্দবিমুখ ব্রাহ্মণ হইতেও যাহার মন, বাক্য ও কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত, তাদৃশ চণ্ডালকেও আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, কারণ. ভক্তিমান্ চণ্ডাল নিজ কুলকে পবিত্র করিতে সমর্থ আর ধনাদি জন্য গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করিতে পারে না। ১০

এই প্রভু ভগবান্ তিনি নিজ লাভে পূর্ণ, সুতরাং আপনার জন্য অবিদ্বান্ ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের পূজা ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তিনি করুণাময় বলিয়া ঐ সকল ব্যক্তির হিতার্থ পূজা স্বীকার করিয়া থাকেন, যেমন মুখে যেরূপ তিলকাদি থাকে, আদর্শমধ্যে প্রতিবিম্বেও সেইরূপ দেখায়; তাহার ন্যায় যেরূপ বা যাহা দ্বারা যে যেমন পূজা ভগবান্‌কে করে, সেইরূপ পূজাই সে লাভ করে। ১১

বিশ্বনাথ—সনৎ-সুজাতোক্ত দ্বাদশ গুণ—ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমৎসরতা, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শ্রুত, ভক্তিহীন মানবের দ্বাদশ গুণ গর্ব্বের নিমিত্তই হইয়া থাকে, শুদ্ধির জন্য হয় না। ১০

অথবা এই প্রভু ভক্তের নিকট পূজা ইচ্ছা করেন না। কারণ, তিনি নিজ জন অর্থাৎ ভক্তলাভেই পরিতুষ্ট থাকেন। অপর কারণ, ভক্ত কিছুই জানে না, যেমন পিতার অগ্রে বালক, সেইরূপ ভগবানের অগ্রে ভক্তও অজ্ঞ, এবং ভক্তের পূজাদি করিতে প্রয়াস হইবে ইহা ভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া ভক্তের নিকট পূজা ইচ্ছা করেন না। অথবা ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকায় অন্য কিছু ভক্ত জানিতে পারে না। উভয়ই তাঁহার করুণারই কারণ। তবে কি লোকে পূজা করে না, এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন যে, পূজা করেন, তিনি তাহা তাহার হিতার্থ গ্রহণ করেন, যে যে পূজা আত্মার্থ করে, তাহাই গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভক্তের সুখে তিনি সুখী হন। ১১

তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য সর্ব্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্।
নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন ॥১২॥

সর্ব্বে হ্যমী বিধিকরাস্তব সত্ত্বধাম্নো ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ নচোদ্বিজন্তঃ।
ক্ষেমায় ভূতয় উতাত্মসুখায় চাস্য বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈঃ ॥১৩॥

তদ্‌যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা।
লোকাশ্চ নির্ব্বৃতিমিতঃ প্রতিযন্তি সর্ব্বে রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি ॥১৪॥

নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকাস্যজিহ্বার্কনেত্রভ্রুকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ।
আন্ত্রস্রজঃ ক্ষতজকেশরশঙ্কুকর্ণান্নির্হ্রাদভীতদিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ ॥১৫॥

ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্রসংসারচক্রকদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু ॥১৬॥

অতএব আমি নিঃশঙ্ক হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে ভগবান্ ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন করিতেছি, যে মহিমা-বর্ণন দ্বারা অবিদ্যাবশে সংসারপ্রবিষ্ট নীচ জাতীয় পুরুষও পবিত্রীভূত হয় (ইহাতে যদিও আমি অজ্ঞ, তথাপি শুদ্ধ হইতে পারিব)। ১২

(স্তব করিবার অনধিকার শ্লোকদ্বয়ে খণ্ডন করিয়া ক্রোধ-সংহার প্রার্থনা করিতেছেন) হে ঈশ! এই সকল ভীত ব্রহ্মাদি দেবগণ সত্ত্বমূর্ত্তি আপনার আজ্ঞাকারী, ভক্ত, আমাদের অসুর জাতির ন্যায় বৈরভাবে ভক্ত নহেন। হে প্রভো! আপনার বিবিধ অবতারে বিবিধ ক্রীড়া কেবল এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, উন্নতির জন্য অথবা আত্মসুখের জন্য হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা ভয়োৎপাদনের নিমিত্ত নহে। ১৩

হে ভগবন্! অতএব এই সকল দেবতাদের ভয় নিবৃত্তির নিমিত্ত আপনি ক্রোধ সংহার করুন, (যে জন্য আপনার ক্রোধ হইয়াছিল, সাধুগণের সন্তোষার্থ) সেই অসুর অদ্য হত হইয়াছে। সাধু ব্যক্তিও বৃশ্চিক, সর্প প্রভৃতি পরোপদ্রবকারী প্রাণিহত্যায় আনন্দিত হইয়া থাকেন, বর্ত্তমানে সকল লোক নির্ব্বৃতি লাভ করিয়াছে, এবং আপনার ক্রোধশান্তির প্রার্থনা করিতেছে, হে নৃসিংহ! জন সকল ভয়নিবৃত্তির জন্য আপনার রূপই স্মরণ করিবে, অতএব ক্রোধধারণের প্রয়োজন নাই। ১৪

হে অজিত! আমি আপনার ভয়ানক মুখ, জিহ্বা, সূর্য্যসদৃশ নেত্র, ভ্রূকুটি, উগ্রদংষ্ট্রা, অন্ত্রের মাল্য, শোণিতাক্ত কেশর, শঙ্কুবৎ রূপে এবং গর্জ্জনে দিগ্‌গজসমূহ ভীত হয়, তাহাতে এবং শত্রুনাশকারী নখাগ্র হইতে ভয় করি না। ১৫

হে ভগবন্! আমি দুঃসহ উগ্র সংসার-চক্রের যে দুঃখ তাহা হইতেই ভীত হইয়াছি। কারণ, স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ঐ সংসার-চক্র হিংস্র জন্তুমধ্যে বদ্ধ হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, হে দীন-বৎসল! হে উশত্তম! আপনি কবে প্রীত হইয়া অপবর্গভূত ও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মমূলে আশ্রয় দিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিবেন। ১৬

যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসযোগজন্ম শোকাগ্নিনা সকলযোনিষু দহ্যমানঃ।
দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্ ॥১৭॥
সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥১৮॥
বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ নার্ত্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্টস্তাবদ্বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥১৯॥
যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্‌যস্মৈ যথা যদুত যস্ত্বপরঃ পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্‌স্বভাবঃ সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥২০॥
মায়া মনঃ সৃজতি কর্ম্মময়ং বলীয়ঃ কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ।
ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিতষোড়শারং সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেৎ ত্বদন্যঃ ॥২১॥

হে ভগবন্! প্রিয়বিরহ ও অপ্রিয়সংযোগে জাত শোকানলে আমি সকল যোনিতে দগ্ধ হইতেছি, এবং দুঃখের ঔষধ বলিয়া যাহা করি, উহাও দুঃখকর হয়, হে ভূমন্! দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই দুঃখী হইয়া সকল যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি, অতএব হে নাথ! আপনার দাস্যযোগ অর্থাৎ যাহাতে আপনার দাস হওয়া যায়, তাহার উপায় আমাকে বলুন। ১৭

হে ভগবন্! হে নৃসিংহ! সেই আমি আপনার পদযুগল যাঁহাদের আলয় সেই হংসগণের অর্থাৎ আপনার ভক্তজনের সঙ্গ লাভ করিয়া, প্রিয়তম ও পরম সুহৃৎ আপনার ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গীত লীলাকথা সকল উচ্চারণ করিতে করিতে অনায়াসে দুর্গ সকল পার হইব অর্থাৎ অনায়াসে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। ১৮

হে বিভো! হে নৃসিংহ! তাপত্রয়তপ্ত ব্যক্তির যে প্রতিকার-বিধি ইহলোকে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আপনা কর্ত্তৃক উপেক্ষিত প্রাণিগণের পক্ষে ক্ষণিকমাত্র—আত্যন্তিক নহে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন—বালকের পিতামাতা রক্ষক হয়েন কিন্তু তাহাও সর্ব্বদা সকলের নহে। অজীগর্ত্ত ও তৎপত্নী নিজ পুত্র শুনঃশেফকে অর্থলোভে—নরমেধের পশু রূপে যথার্থ—বিক্রয় করিয়াছিল, রোগপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ঔষধ সর্ব্বদা রক্ষক হয় না, মৃত্যুর কারণই হয়, সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকাও আশ্রয় হয় না, কারণ, ঐ নৌকাও নিমগ্ন হয়। ১৯

হে ভগবন্! পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব অপর কর্ত্তা পিত্রাদি এবং পরকর্ত্তা ব্রহ্মাদি যাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে অধিকরণে যে নিমিত্তক যে কালে যে হেতুতে যাহার সম্বন্ধে যে অপাদান হইতে যাহার নিমিত্ত যে প্রকারে যে যে অভীপ্সিত বিষয় উৎপন্ন করেন অথবা রূপান্তর প্রাপ্ত করান, সে সকল আপনার স্বরূপ। ২০

হে ঈশ! কালবশে মায়ার গুণক্ষোভ হইলে আপনার অংশস্বরূপ পুরুষের ঈক্ষণরূপ অনুগ্রহে সেই মায়া মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীর সৃজন করেন, ঐ মনঃকর্ত্তৃক দুর্জ্জয়, বেদোক্ত কর্ম্মময়, তাহাতেই জীবের অবিদ্যা, ষোড়শ বিকার অর্পণ করিয়াছেন, হে অচ্যুত! এইরূপ সংসার-চক্ররূপ মনকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া এবং আপনাকে ভজনা না করিয়া কে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে? ২১

স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ।
চক্রে বিসৃষ্টমজয়েশ্বর ষোড়শারে নিষ্পীড্যমানমুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্ ॥২২॥

দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিলধিষ্ণ্যপানামায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যান্ জনোঽয়ম্।
যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রূবিস্ফূর্জিতেন লুলিতা স তু তে নিরস্তঃ ॥২৩॥

তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞ আয়ুঃশ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ॥২৪॥

কুত্রাশিষঃ শ্রুতিসুখা মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ ক্বেদং কলেবরমশেষরুজাং বিরোহঃ।
নির্ব্বিদ্যতে ন তু জনো যদপীতি বিদ্বান্ কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্ দুরাপৈঃ ॥২৫॥

ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্ জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো নতু ভবস্য ন বৈ রমায়া যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥২৬॥

হে ভগবন্! যিনি চিৎশক্তি দ্বারা নিত্য বুদ্ধির গুণ সকল জয় করেন, আপনি সেই পুরুষ; অপর, আপনি কালস্বরূপ—অতএব কার্য্য ও কারণশক্তি আপনার বশীকৃত, হে ঈশ্বর! আমি ষোড়শার চক্রে মায়া কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ইক্ষুদণ্ডবৎ নিষ্পীড়িত হইতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক শরণাগত আমাকে উদ্ধার করিয়া আপনার সমীপে লইয়া যাউন। ২২

হে বিভো! লোকে যে সকল বিষয় কামনা করিয়া থাকে, আমি স্বর্গবাসী সকল লোকপালগণের সেই সকল কাম্য আয়ুঃ, ঐশ্বর্য্য ও বিভব দেখিয়াছি, ঐ সম্পদ্ আমার পিতার সকোপ হাস্য ও বিকৃত ভ্রূভঙ্গে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সেই সর্ব্বজয়ী আমার পিতাকে আপনি পরাভূত করিয়াছেন। ২৩

হে ভগবন্! অতএব শরীরিগণের কাম্য বিষয় সকলের পরিণাম আমি জানি বলিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত কাহারও, আয়ুঃ, সম্পদ্, বিভব ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য ভোগ সকল প্রার্থনা করি না, কারণ, মহাপরাক্রমশালী কালরূপী আপনি ঐ সকলকে বিনষ্ট করেন, হে ঈশ! আমি এই মাত্র প্রার্থনা করি—আপনি আমাকে আপনার ভৃত্যগণ-পার্শ্বে লইয়া যাউন। ২৪

হে ভগবন্! শরীরিগণের প্রার্থনীয় মৃগতৃষ্ণিকা তুল্য বিষয় সকল কোথায়? আর এই অশেষ রোগের উৎপত্তি-ক্ষেত্র দেহই বা কোথায়? অর্থাৎ ইহাদের একত্র সংঘটনই দুর্লভ। এই সকল বিষয় ভালরূপে জানিয়াও লোক সকল ইহা হইতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু তাহারা ঐ কামানলকে দুষ্প্রাপ্য ক্ষুদ্র মধুকণা সদৃশ সুখলেশ দ্বারা উপশমিত করিতে ইচ্ছা করে। ২৫

(আপনার দয়াতেই আমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, পরন্তু আমি ঐ দয়ার উপযুক্ত পাত্র নহি, এই কথাই বলিতেছেন) হে ঈশ! রজোগুণের দ্বারা জন্ম যাহার, এবং তমোগুণই যাহাতে অধিক, তাদৃশ অসুরকুলে উৎপন্ন আমিই বা কোথায়? আর আপনার অনুকম্পাই বা কোথায়? হে ভগবন্! ব্রহ্মা, শিব, এমন কি, লক্ষ্মীর মস্তকেও সকল সন্তাপ-হারী আপনার অনুগ্রহরূপ যে কর অর্পিত হয় নাই, অদ্য আমার মস্তকে সেই অভয় হস্ত অর্পিত হইয়াছে। ২৬

নৈষা পরাবরমতির্ভবতো নমু স্যাজ্জন্তোর্যথাত্মসুহৃদো জগতস্তথাপি।
সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ॥২৭॥
এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ।
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবন্ গৃহীতঃ সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্ ॥২৮॥
মৎপ্রাণরক্ষণমনন্ত পিতুর্ব্বধশ্চ মন্যে স্বভৃত্যঋষিবাক্যমৃতং বিধাতুম্।
খড়্গং প্রগৃহ্য যদবোচদসদ্বিধিৎসুস্ত্বামীশ্বরো মদপরোঽবতু কং হরামি ॥২৯॥
একস্ত্বমেব জগদেতদমুষ্য যত্ত্বমাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ।
সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ ॥৩০॥
ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।
যদ্‌যস্য জন্মনিধনং স্থিতিরীক্ষণঞ্চ তদ্বৈতদেব বসুকালবদষ্টিতর্ব্বোঃ ॥৩১॥

হে প্রভো! জগতের আত্মা ও সুহৃৎ আপনার ব্রহ্মাদি দেবগণ উত্তম ও অসুরগণ নীচ, এই পরাপর বুদ্ধি অর্থাৎ উচ্চ-নীচ বুদ্ধি জীবের ন্যায় নাই। (সুতরাং আমার প্রতি এই অনুকম্পা হওয়া আপনার পক্ষে বিচিত্র নহে) পরন্তু, সম্যক্ প্রকার সেবা দ্বারা কল্পবৃক্ষের ন্যায় আপনার প্রসন্নতা জন্মে, এবং যে যেমন সেবা করে, তাহার তদনুসারে ধর্ম্মাদি হয় অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ যেমন সেবকেরই সংকল্পানুসারে ফল দান করে, কাহারও প্রতি বিষম হয় না, সেইরূপ সেবাই আপনার প্রসন্নতার কারণ, উত্তমত্ব ও অধমত্ব তাহার কারণ নহে। হে ভগবন্! নিরন্তর কাম্য বিষয় সকলের কামনাকারী অতএব জন্মরূপ সর্পযুক্ত কূপে পতিত এই লোক সকলের প্রসঙ্গে আমিও সেই কূপে পতিত হইতেছিলাম, তখন দেবর্ষি নারদ আমাকে নিজাধীন করিয়া আপনার ন্যায় অনুকম্পা করিয়াছিলেন, সেই আমি কিরূপে আপনার ভৃত্যের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি? ২৭-২৮

হে অনন্ত! আমার প্রাণরক্ষা করা ও আমার পিতাকে বধ করা, এই উভয়ই আপনার ভৃত্য দেবর্ষির বাক্য সত্য করিবার জন্য আপনি করিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, অসৎ কার্য্য (পুত্রবধ) করিতে ইচ্ছুক আমার পিতা খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর যদি থাকে, তবে সে তোকে রক্ষা করুক, আমি তোর শিরশ্ছেদন করিতেছি।" (পক্ষপাতমূলক ভৃত্যরক্ষা এবং দৈত্য-হত্যা করা আপনার স্বাভাবিক নহে, উহা মায়াগুণের উপাধিমাত্র—সর্ব্বাত্মক আপনাতে স্বভাবতঃ উহা হইতে পারে না, এই কথা বলিতেছেন) হে প্রভো! এই অখিল জগৎ এক আপনিই, কারণ, এই জগতের আদিতে অন্তে আপনিই বিদ্যমান থাকেন, অর্থাৎ কারণত্ব ও অবধিত্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, অতএব মধ্যেতেও আপনিই বর্ত্তমান। হে ঈশ! আপনি নিজ মায়া দ্বারা পরিণামস্বরূপ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। সুতরাং সেই সকল গুণের কারণ নানা রূপে অর্থাৎ কখন রক্ষক, কখন হন্তা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। ২৯-৩০

হে প্রভো! আপনিই এই সৎ ও অসৎ, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণাত্মক জগৎ আপনা হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু আপনি ইহা হইতে ভিন্ন, কারণ, আপনি প্রথমে ও অন্তে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করেন। অতএব এ আত্মীয়, এ পর, এই বুদ্ধি মায়ামাত্র—মিথ্যা, হে ঈশ! এই জগতের প্রকাশ ও সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ ইহা বীজ ও বৃক্ষের পৃথ্বী ও ভূতসূক্ষ্মের ন্যায়, অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ পৃথ্বীময় বীজমাত্র এবং সেই বীজ তদ্রূপ ভূত-সূক্ষ্ম মাত্র, সেই বা কার্য্য-কারণাত্মক সকল জগৎ পরম-কারণ যে আপনি, সেই আপনার স্বরূপ। ৩১

স্বস্ত্যেদমাত্মনি জগদ্বিলয়াম্বুমধ্যে শেষেত্মনা নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
যোগেন মীলিতদৃগাত্মনিপীতনিদ্রস্তুর্য্যে স্থিতো নতু তমো ন গুণাংশ্চ যুঙ্ক্ষে ॥৩২॥
তস্যৈব তে বপুরিদং নিজকালশক্ত্যা সঞ্চোদিতপ্রকৃতিধর্ম্মণ আত্মগূঢ়ম্।
অম্ভস্যনন্তশয়নাদ্বিরমৎসমাধের্নাভেরভূৎ স্বকণিকাবটবন্মহাজ্জম্ ॥৩৩॥
তৎসম্ভবঃ কবিরতোঽন্যদপশ্যমানস্ত্বাং বীজমাত্মনি ততং স বহির্বিচিন্ত্য।
নাবিন্দদব্দশতমপ্সু নিমজ্জমানো জাতেঽঙ্কুরে কথমুহোপলভেত বীজম্ ॥৩৪॥
স ত্বাত্মযোনিরতিবিস্মিত আশ্রিতোঽব্জং কালেন তীব্রতপসা পরিশুদ্ধভাবঃ।
ত্বামাত্মনীশ ভুবি গন্ধমিবাতিসূক্ষ্মং ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ে বিততং দদর্শ ॥৩৫॥
এবং সহস্রবদনাঙ্ঘ্রিশিরঃকরোরু নাসাস্যকর্ণনয়নাভরণায়ুধাঢ্যম্।
মায়াময়ং সদুপলক্ষিতসন্নিবেশং দৃষ্ট্বা মহাপুরুষমাপ মুদং বিরিঞ্চঃ ॥৩৬॥

হে ভগবন্! আপনি এই জগৎ নিজেতে নিক্ষেপ করিয়া নিজে সুখানুভব করেন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া প্রলয়োদকমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন। হে প্রভো! যোগ দ্বারা আপনি মীলিতনয়ন এবং স্বরূপপ্রকাশ দ্বারা নিপীতনিদ্র, অতএব জীবের ন্যায় তমোবৃত্তি-রূপা নিদ্রা আপনার নাই। আপনি তুরীয়াবস্থায় স্থিত বলিয়া তমঃ বা গুণ সকলে যুক্ত হয়েন না। অর্থাৎ আপনি অবস্থাত্রয়াতিরিক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করেন, এইজন্য সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় তমোযোগ নাই এবং জাগ্রৎস্বপ্নের তুল্য বিষয় সকলও আপনার দৃষ্টিগোচর হয় না। ৩২

হে ভগবন্! নিজ কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতির ধর্ম্ম সত্ত্বাদিকে যিনি প্রেরণ করেন, সেই আপনারই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ শরীর। হে ঈশ! প্রলয়-কালীন সমুদ্রজলে অনন্তশয্যায় শায়িত আপনি যখন সমাধি হইতে বিরত হয়েন, সেই সময়ে আপনার নাভি হইতে একটি মহাপদ্ম হইয়াছিল, যেমন সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে মহা বটবৃক্ষ হয়, সেইরূপ আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই সমস্ত লোক ঐ পদ্ম হইতে হইয়াছে। ৩৩

হে ঈশ! সেই পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মা পদ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ দেখিতে পান নাই, সেই ব্রহ্মা উপাদান-কারণ-রূপী; আপনি যে তাঁহার দেহে ব্যাপ্ত ছিলেন, সেই আপনিও বাহিরে আছেন, ইহা বিচার করিয়া শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া আপনাকে অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হয়েন নাই, হে ভগবন্! অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে কি প্রকারে বীজকে লাভ করা যায়? ৩৪

হে ভগবন্! অতিশয় বিস্ময়াপন্ন সেই আত্ম-যোনি (ব্রহ্মা) পদ্মের আশ্রয়ে থাকিয়া দীর্ঘকালে তীব্র তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, পরে যেমন ভূমিতে সূক্ষ্মরূপে গন্ধ ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ ভূত, ইন্দ্রিয় ও চিত্তময় নিজ দেহে ব্যাপ্ত আপনাকে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ৩৫

(ব্রহ্মা ঐরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, এই কথা বলিতেছেন) এইরূপ সহস্র বদন, সহস্র পদ, সহস্র মস্তক, সহস্র উরু, সহস্র নাসিকা, সহস্র মুখ, সহস্র কর্ণ, সহস্র নয়ন, সহস্র আভরণ, সহস্র অস্ত্র-যুক্ত আপনার মায়াময় এবং পাতালাদি প্রপঞ্চ দ্বারা যে শরীরের পাদাদির সন্নিবেশ, সেই মহাপুরুষ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মা আনন্দ লাভ করিয়া-ছিলেন। ৩৬

তস্মৈ ভবান্ হয়শিরস্তনুবং হি বিভ্রদ্বেদদ্রুহাবতিবলৌ মধুকৈটভাখ্যৌ।
হত্বানয়চ্ছ্রুতিগণাংশ্চ রজস্তমশ্চ সত্ত্বং তব প্রিয়তমাং তনুমামনন্তি ॥৩৭॥
ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥৩৮॥
নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ সংপ্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃষামি দীনঃ ॥৩৯॥
জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্ম্মশক্তির্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥৪০॥
এবং স্বকর্ম্মপতিতং ভববৈতরণ্যামন্যোন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্।
পশ্যন্ জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য ॥৪১॥
কো ন্বত্র তেঽখিলগুরো ভগবন্ প্রয়াস উত্তারণেঽস্য ভবসম্ভবলোপহেতোঃ।
মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহ আর্ত্তবন্ধো কিং তেন তে প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ ॥৪২॥

হে ভগবন্! আপনি হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেদদ্রোহী অতি বলশালী রজঃ ও তমোমূর্ত্তি মধু এবং কৈটভ নামক দানবদ্বয়কে বধ করিয়া সেই ব্রহ্মাকে বেদ সকল সমর্পণ করেন। ঋষিগণ সত্ত্ব গুণকেই আপনার প্রিয়তম শরীর বলিয়া থাকেন। ৩৭

হে মহাপুরুষ! আপনি এইরূপ মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেব ও মৎস্যাবতার দ্বারা লোক সকলকে পালন করেন, এবং যাহারা জগতের প্রতিকূল, তাহাদিগকে বিনাশ করেন, আর যুগানুবৃত্ত ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, আপনি যেহেতুক কলিযুগে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, সেইজন্য আপনি ত্রিযুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ৩৮

হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমার মনঃ অধর্ম্মে দূষিত, সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ, দুর্দ্ধর্ষ এবং কামাতুর, অতএব হর্ষ, শোক, ভয় এবং বিবিধ দুঃখে পীড়িত হইয়াও আপনার কথায় প্রীত হয় না, হে প্রভো! আমি অতি দীন, কি প্রকারে আপনার তত্ত্ব বিচার করিব? ৩৯

হে নাথ! জিহ্বা অতৃপ্ত হইয়া যে মধুরাদি রস সেই দিকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্য দিকে শিশ্ন আকর্ষণ করে, ত্বক্ অপর দিকে এবং উদর, শ্রবণ ও নাসিকা ইহারাও নিজের নিজের বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, সর্ব্বদা চঞ্চল নয়ন অন্য দিকে আকর্ষণ করিতেছে, এইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকর্ষণ করে। যেমন বহু সপত্নীগণ গৃহে পতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, সেইরূপ ইহারা আমাকে আকর্ষণ করিয়া বিব্রত করিতেছে। ৪০

হে ভগবন্! স্বকর্ম্ম দ্বারা সংসার-রূপ বৈতরণী নদীমধ্যে পতিত, এবং পরস্পরের জন্ম-মরণাদিতে অত্যন্ত ভীত, এবং নিজের ও পরের বিগ্রহে বৈর ও মৈত্রভাবাপন্ন মূঢ় জন সকলকে দেখিয়া 'হায় কি কষ্ট' এই বোধে অনুকম্পা করিয়া অদ্যই, হে বৈতরণীর পারস্থিত, আমাকে বৈতরণী হইতে উদ্ধার করিয়া পালন করুন। ৪১

হে অখিলগুরো! এই জগদুদ্ধারণকার্য্যে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের কারণ আপনার পক্ষে এমন কি আয়াস হইতে পারে? অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন, তিনি ইহাকে অনায়াসে উদ্ধারও করিতে পারেন। হে দীনবন্ধো! মূঢ় জনের প্রতি মহদ্ব্যক্তিগণের অনুগ্রহ সুপ্রসিদ্ধ অথবা মূঢ়জনের প্রতি আপনার মহানুগ্রহ। আমরা আপনার ভক্তজনের সেবক, আমাদিগের উদ্ধার ত আপনার অতি তুচ্ছ কর্ম্ম। অথবা অসুরবালকগণের তাদৃশ উদ্ধারে আপনার কি প্রয়াস? ৪২

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যাস্ত্বদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থমায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥৪৩॥
প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥৪৪॥
যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥৪৫॥
মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্মব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥৪৬॥
রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য।
যুক্তাঃ সমক্ষমুভয়ত্র বিচক্ষতে ত্বাং যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ ॥৪৭॥

(বৎস প্রহ্লাদ! তোমাকে উদ্ধার করিব, ইহাতেই কৃতার্থ হও, অপরের জন্য নির্বন্ধ করিও না, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে পার! সর্ব্বোত্তম! আপনার বীর্য্যগানরূপ মহা অমৃতে নিমগ্নচিত্ত আমি দুষ্পার সংসার-বৈতরণীকেও ভয় করি না, কিন্তু যাহারা সেই ভগবদ্বীর্য্য-কথামৃতে বিমুখচিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগরূপ মায়া-সুখের নিমিত্ত কুটুম্ব পর বহন করে, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত আমি শোক করি। ৪৩

হে দেব! প্রায়শঃ মুনিগণ নিজের নিজের মুক্তি-কামনায় নির্জ্জন বনে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন; পরন্তু পরের জন্য তাঁহারা প্রয়াস করেন না। হে ভগবন্! ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না এবং ইহার নিমিত্ত অন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে পারি না। যেহেতু আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও এই ভ্রান্ত লোক সকলের পরিত্রাতা দেখি না। ৪৪

(গৃহাশ্রমিগণ স্ত্রীসম্ভোগাদি দ্বারা সুখী, তাহারা দীন নহে—ইহার উত্তরে বলিতেছেন) হে ভগবন্! গৃহাশ্রমিগণের স্ত্রী-সঙ্গাদিজনিত যে সুখ তাহা অতি তুচ্ছ, করদ্বয়ের কণ্ডুয়ন দ্বারা যেমন দুঃখের পর দুঃখই হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহা দুঃখপ্রদ, সুখ নহে। হে ভগবন্! ঐ দীনজনগণ এই গৃহাশ্রমের সুখে বহু দুঃখভাগী হয়, তাহারা কখন তৃপ্তি লাভ করে না, পরন্তু কণ্ডূতিব ন্যায় অসহ্য বেদনা বোধ করিয়া থাকে, তবে কোন কোন ধীর ব্যক্তিই কণ্ডূতির ন্যায় কামকে সহ্য করিয়া থাকেন। ৪৫

হে পুরুষ! মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বকর্ম্ম ব্যাখ্যা, নির্জ্জনে বাস, জপ এবং সমাধি এই দশটি মোক্ষসাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহারা প্রায়শঃ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের জীবনোপায় হইয়া থাকে, দম্ভের ফল নিয়ত একরূপ নহে, সেইজন্য দাম্ভিক লোকদিগের পক্ষে ঐ সকল মৌনাদি কখন জীবনোপায় হইতে পারে না। ৪৬

হে দেব! বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় সৎ ও অসৎ অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য আপনার রূপ বলিয়া বেদে প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি রূপশূন্য সুতরাং অন্য কোন যোগ দ্বারা আপনাকে কার্য্য ও কারণ এই উভয়েতেই দেখেন, যেমন মন্থন দ্বারা কাষ্ঠমধ্যে বহ্নিকে দেখা যায়, অন্য প্রকারে প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ যুক্ত ব্যক্তিরাই দেখেন, অযুক্ত ব্যক্তিরা দেখিতে পারেন না। ৪৭

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
বিগুণশ্চ ভূমন্ নান্যং ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্ ॥৪৮॥

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বামেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ ॥৪৯॥

তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্ম্মপূজাঃ কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥৫০॥

শ্রীনারদ উবাচ।

এতাবদ্বর্ণিতগুণো ভক্ত্যা ভক্তেন নির্গুণঃ। প্রহ্রাদং প্রণতং প্রীতো যতমন্যুরভাষত ॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রহ্রাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্ ॥৫২॥

মামপ্রীণত আয়ুষ্মন্ দর্শনং দুর্লভং হি মে। দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং তপ্তুমর্হতি ॥৫৩॥

বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত এবং অহঙ্কার এই সকলই আপনি, হে বিরাট্! স্থূল সূক্ষ্ম সকলই আপনি, মনঃ বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তুই আপনা হইতে ভিন্ন নাই। ৪৮

হে ভগবন্! গুণ সকল (গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা) গুণিগণ (ব্রহ্মাদি) মহদাদি মনঃ প্রভৃতি ও দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইঁহারা সকলেই আদ্যন্তযুক্ত, সুতরাং ইঁহারা নিরুপাধি আপনাকে জানিতে পারেন না, এইজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বিচার করিয়া অধ্যয়ন ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ অধ্যয়নাদি বিসর্জ্জন দিয়া সমাধিযোগে আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন। ৪৯

অতএব হে পূজ্যতম! নমস্কার, স্তব, কর্ম্মার্পণ, অর্চ্চনা, চরণস্মরণ ও কথাশ্রবণ এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতিরেকে পরমহংসদিগের প্রাপ্য আপনাতে লোকে কি প্রকারে ভক্তি লাভ করিবে? ভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না, এবং সংসেবা ব্যতীত ভক্তি হয় না, অতএব আমি যে প্রথমে আপনার ভক্তপার্শ্বে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি, উহাই আমাকে প্রদান করুন। ৫০

নারদ বলিলেন, ভক্ত প্রহ্লাদ ভক্তিসহকারে এইরূপ গুণবর্ণন করিলে সেই নির্গুণ নৃসিংহ কোপ সংযত করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক প্রণত প্রহ্লাদকে বলিলেন। ৫১

ভগবান্ বলিলেন, হে ভদ্র! হে অসুরোত্তম! হে প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি নিজের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমিই মানবদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি। ৫২

হে আয়ুষ্মন্! যে ব্যক্তি আমাকে প্রীত না করে, তাহার পক্ষে আমার দর্শন অতীব দুর্লভ, কিন্তু আমার দর্শন পাইলে অপূর্ণকাম বলিয়া কোন ব্যক্তিকে শোক করিতে হয় না। ৫৩

প্রাণস্তি হ্যথ মাং ধীরাঃ সর্ব্বভাবেন সাধবঃ। শ্রেয়স্কামা মহাভাগ সর্ব্বাসামাশিষাং পতিম্ ॥৫৪॥

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ।
একান্তিত্বাদ্ভগবতি নৈচ্ছত্তানসুরোত্তমঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদানুচরিতে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

হে মহাভাগ! শ্রেয়স্কামী, ধীর, সাধুগণ, সকল আকাঙ্ক্ষাপূরক আমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রীত করিয়া থাকেন। নারদ বলিলেন, এই প্রকার সর্ব্বলোকের লোভনীয় বরের দ্বারা লোভ প্রদর্শন করিলেও ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত অসুরোত্তম প্রহ্লাদ সেই সকল বর ইচ্ছা করেন নাই। ৫৪-৫৫

ইতি সপ্তম স্কন্ধে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

ভক্তিযোগস্য তৎ সর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ। মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচ হ ॥১॥

শ্রীপ্রহ্রাদ উবাচ।

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ। তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥২॥

ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ। ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো ॥৩॥

নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ। যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥৪॥

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ ॥৫॥

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ। নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥ ৬ ॥

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ। কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্ ॥৭॥

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্ম্মো ধৃতির্মতিঃ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা ॥৮॥

নারদ বলিলেন, বালক প্রহ্লাদ ঐ সকল বরকে ভক্তিযোগের অন্তরায় (বিঘ্ন) মনে করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ভগবান্ হৃষীকেশকে বলিলেন। ১

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে ভগবন্! স্বভাবতঃ কামে আসক্ত আমাকে ঐ সকল বর দ্বারা প্রলুব্ধ করিবেন না, আমি কামসঙ্গ হইতে ভীত, নির্ব্বিণ্ণচিত্ত, অতএব মুক্তিকামী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। ২

হে প্রভো! আপনি বোধ হয় আমি ভৃত্য হইবার যোগ্য কি না, ইহা জানিবার জন্য সংসারের বীজ, হৃদয়গ্রন্থিস্বরূপ কামোপভোগ বিষয়ে আপনার এই ভক্তকে প্রেরণ করিতেছেন। ৩

অন্যথা হে অখিলগুরো! করুণার্দ্রহৃদয় আপনার পক্ষে এরূপ অনর্থসাধনে প্রবৃত্তি ঘটিতে পারে না, যে ব্যক্তি আপনার দুর্লভ দর্শন লাভ করিয়াও আপনার নিকট সাংসারিক মঙ্গল কামনা করে, সে ব্যক্তি আপনার ভৃত্য নহে, সে ব্যবসায়ী বণিক্। ৪

হে ভগবন্! যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করে, সে ভৃত্য নহে, আর যে প্রভু ভৃত্যের নিকট নিজের প্রভুত্ব ইচ্ছা করিয়া তাহাকে তাহার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রদান করেন, তিনিও স্বামী নহেন। ৫

হে প্রভো! আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত, এবং আপনিও অভিসন্ধিরহিত স্বামী, অতএব রাজা ও সেবকের ন্যায় কাম ও অভিসন্ধি আমাদের প্রয়োজন নাই। ৬

হে বরদর্ষভ! (আপনার সন্তোষার্থ) আপনি যদি নিতান্তই আমাকে আমার অভিলষিত বর প্রদান করেন, তবে আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি—যেন আমার হৃদয়মধ্যে কামাঙ্কুর উৎপন্ন না হয়। ৭

হে প্রভো! যে কাম উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ্, তেজ, স্মৃতি, এবং সত্য সকল নষ্ট হইয়া যায়। ৮

বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্। তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে ॥৯॥
ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে। হরয়েঽদ্ভুতসিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥১০॥
শ্রীভগবানুবাচ।

নৈকান্তিনো মে ময়ি জাত্বিহাশিষ আশাসতেঽমুত্র চ যে ভবদ্বিধাঃ।
তথাপি মন্বন্তরমেতদত্র দৈত্যেশ্বরাণামনুভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ ॥ ১১ ॥
কথা মদীয়া জুষমাণঃ প্রিয়াস্ত্বমাবেশ্য মামাত্মনি সন্তমেকম্।
সর্ব্বেষু ভূতেষ্বধিযজ্ঞমীশং যজস্ব যোগেন চ কর্ম্ম হিন্বন্ ॥১২॥
ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং কলেবরং কালজবেন হিত্বা।
কীর্ত্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ ॥১৩॥

য এতৎ কীর্ত্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ। ত্বাঞ্চ মাঞ্চ স্মরন্ কালে কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৪॥
শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।
বরং বরয় এতৎ তে বরদেশান্মহেশ্বরাৎ। যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম্ ॥১৫॥
বিদ্ধামর্ষাশয়ঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকগুরুং প্রভুম্। ভ্রাতৃহেতি মৃষাদৃষ্টিস্ত্বদ্ভক্তে ময়ি চাঘবান্ ॥১৬॥
তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্দুস্তরাদঘাৎ। পূতস্তেঽপাঙ্গসংদৃষ্টস্তদা কৃপণবৎসল ॥ ১৭ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মানব যে সময়ে মনে অবস্থিত সকল কামনাকে ত্যাগ করে, সেই সময়েই ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভের অধিকারী হয়। ৯

হে ভগবন্! আপনি পরমপুরুষ, মহাত্মা, হরি, অদ্ভুত সিংহ, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা—আপনাকে নমস্কার করি। ১০

ভগবান্ বলিলেন, বৎস! তোমার ন্যায় যাহারা আমার একান্ত ভক্ত, তাহারা কখনও আমার নিকট কোনরূপ ইহকালের বা পরকালের কল্যাণ কামনা করে না; তাহা হইলেও তুমি এক মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত এ স্থানে থাকিয়া দৈত্যেশ্বরগণভোগ্য সকল ভোগ কর। ১১

হে বৎস! আমার প্রিয়-কথা সকল প্রীতিপূর্ব্বক সেবা এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত ও অধিষ্ঠাতা আমাকে নিজ মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া আমাতে অর্পণ দ্বারা কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাগ-যজ্ঞ কর। ১২

হে বৎস! ভোগ দ্বারা পুণ্য ও পুণ্যজনক কর্ম্মাচরণ দ্বারা পাপ ও কালবেগের দ্বারা শরীর পরিত্যাগ করিয়া ও সুরলোকগীত বিশুদ্ধ কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া বন্ধনমুক্ত তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। হে বৎস! যে মানব তোমাকে, আমাকে ও আমার চরিত্রকে স্মরণ করিয়া যথাযোগ্যকালে তোমার গীত এই স্তোত্র আমার নিকট কীর্ত্তন করিবে, সে-ও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ১৩-১৪

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে ভগবন্! বরদশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর আপনার নিকটে আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি, আমার পিতা আপনার ঐশ্বরিক তেজ জানিতে না পারায় আপনাকে নিন্দা করিয়াছেন। ১৫

ক্রোধবিদ্ধচিত্ত আমার পিতা ইনি ভ্রাতৃহন্তা, এই মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় সর্ব্বলোকের গুরু ও প্রভু আপনার যে নিন্দা করিয়াছেন এবং আপনার ভক্ত আমার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। ১৬

হে ভগবন্! সেই দুরন্ত ও দুস্তর পাপ হইতে আমার পিতা পূত হউন। হে দীনবৎসল! যদিও তিনি যখন আপনার অপাঙ্গ দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখনই পূত হইয়াছেন, আমি দীন বলিয়া এই প্রার্থনা করিলাম। ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥১৮॥

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ ॥১৯॥
সর্ব্বাত্মনা ন হিংসন্তি ভূতগ্রামেষু কিঞ্চন। উচ্চাবচেষু দৈত্যেন্দ্র মদ্ভাববিগতস্পৃহাঃ ॥২০॥
ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ। ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাংপ্রতিরূপধৃক্ ॥২১॥
কুরু ত্বং প্রেতকৃত্যানি পিতুঃ পূতস্য সর্ব্বশঃ। মদঙ্গস্পর্শনেনাঙ্গ লোকান্ যাস্যতি সুপ্রজাঃ ॥২২॥
পিত্র্যঞ্চ স্থানমাতিষ্ঠ যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ। ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কর্ম্মাণি মৎপরঃ ॥২৩॥

শ্রীনারদ উবাচ।

প্রহ্লাদোঽপি তথা চক্রে পিতুর্যৎ সাম্পরায়িকম্।
যথাহ ভগবান্ রাজন্নভিষিক্তো দ্বিজাতিভিঃ ॥২৪॥

প্রসাদসুমুখং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা নরহরিং হরিম্। স্তুত্বা বাগ্ভিঃ পবিত্রাভিঃ প্রাহ দেবাদিভির্বৃতঃ ॥২৫॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

দেবদেবাখিলাধ্যক্ষ ভূতভাবন পূর্ব্বজ। দিষ্ট্যা তে নিহতঃ পাপো লোকসন্তাপনোঽসুরঃ ॥২৬॥

ভগবান্ বলিলেন, হে নিষ্পাপ! তোমার পিতা একবিংশতি পিতৃপুরুষসহ পূত হইয়াছেন। হে সাধো! যেহেতুক, কুলপাবন তুমি তাঁহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যেখানে যেখানে সমদর্শী, প্রশান্ত, সাধু, সদাচারসম্পন্ন আমার ভক্তগণই থাকে, সেই সকল কীকট দেশ হইলেও অথবা কীকট তুল্য অপবিত্র নীচ বংশীয়গণও শুদ্ধ হইয়া থাকে। ১৮-১৯

হে দৈত্যেন্দ্র! আমাতে ভক্তি করায় স্পৃহাশূন্য ভক্তগণ উচ্চ-নীচ প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও সর্ব্বপ্রযত্নে হিংসা করেন না। ২০

হে বৎস! এই লোকে মদ্ভক্ত পুরুষগণ তোমারই অনুবর্ত্তন করিবে। কারণ, তুমিই আমার সকল ভক্তগণের উপমার স্থল। ২১

হে বৎস! আমার অঙ্গ স্পর্শমাত্রে পবিত্র পিতার সকল কার্য্য অর্থাৎ ঔর্দ্ধদেহিককার্য্য সকল কর; হে পুত্র! সৎ পুত্রের জনকগণ উত্তমলোক সকলে গমন করিবেন। ২২

হে তাত! অতঃপর পৈতৃকপদে অধিষ্ঠিত হও, এবং ব্রহ্মবাদী মুনিগণ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা অতিক্রম না করিয়া আমাতে মনোনিবেশপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া সকল কর্ম্ম কর। ২৩

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! দ্বিজগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া প্রহ্লাদও ভগবান্ যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিয়াছিলেন। দেবাদিগণে পরিবৃত ভগবান্ ব্রহ্মা ভগবান্ নৃসিংহরূপী হরিকে প্রসাদসুমুখ দর্শন করিয়া পবিত্র বহু বাক্য দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। ২৪-২৫

ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেবদেব! হে অখিলাধ্যক্ষ! হে ভূতভাবন! হে পূর্ব্বজ! বড়ই সৌভাগ্যক্রমে, এই লোকসন্তাপকারী পাপিষ্ঠ অসুর নিহত হইয়াছে। ২৬

বিশ্বপ্রতি—যদিও হিরণ্যকশিপুর পূর্ব্বপুরুষ কশ্যপ, মরীচি ও ব্রহ্মা এই তিন জন মাত্র, তাহা হইলেও পূর্ব্বেকার কল্পের উহার পিতৃ-পুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ একবিংশ পুরুষের কথা বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। ১৮

যোঽসৌ লব্ধবরো মত্তো ন বধ্যো মম সৃষ্টিভিঃ। তপোযোগবলোন্নদ্ধঃ সমস্তনিগমানহন্ ॥২৭॥
দিষ্ট্যা তত্তনয়ঃ সাধুর্মহাভাগবতোঽর্ভকঃ। ত্বয়া বিমোচিতো মৃত্যোর্দ্দিষ্ট্যা ত্বাং সমিতোঽধুনা ॥২৮॥
এতদ্বপুস্তে ভগবন্ ধ্যায়তঃ পরমাত্মনঃ। সর্ব্বতো গোপ্তৃ সন্ত্রাসান্মৃত্যোরপি জিঘাংসতঃ ॥২৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মৈবং বিভোঽসুরাণাস্তে প্রদেয়ঃ পদ্মসম্ভব। বরঃ ক্রূরনিসর্গাণামহীনামমৃতং যথা ॥৩০॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রাজংস্ততশ্চান্তর্দ্দধে হরিঃ। অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥৩১॥
ততঃ সংপূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্। ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ ॥৩২॥

ততঃ কাব্যাদিভিঃ সার্দ্ধং মুনিভিঃ কমলাসনঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমকরোৎ পতিম্ ॥৩৩॥

প্রতিনন্দ্য ততো দেবাঃ প্রযুজ্য পরমাশিষঃ। স্বধামানি যযু রাজন্ ব্রহ্মাদ্যাঃ প্রতিপূজিতাঃ ॥৩৪॥

এবং চ পার্ষদৌ বিষ্ণোঃ পুত্রত্বং প্রাপিতৌ দিতেঃ।
হৃদি স্থিতেন হরিণা বৈরভাবেন তৌ হতৌ ॥৩৫॥

যে অসুর আমার সৃষ্টির দ্বারা অবধ্য, এইরূপ আমার নিকট বর লাভ করিয়াছিল এবং তপোবল ও যোগবলে গর্ব্বিত হইয়া সমস্ত ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়াছিল। ২৭

আরও সৌভাগ্য এই যে, হিরণ্যকশিপুর পুত্র এই বালক সাধু ও মহাভাগবত, কত আনন্দের বিষয়—ঐ বালককে মৃত্যুর কবল হইতে আপনি মুক্ত করিয়াছেন এবং আরও সৌভাগ্য যে, সে বর্ত্তমান সময়ে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৮

হে ভগবন্! পরমাত্মা আপনার এই মূর্ত্তিধ্যানকারী পুরুষের স্বয়ং মৃত্যুও হিংসা করিতে উপস্থিত হইলে সেই সন্ত্রাস হইতে এই মূর্ত্তিই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে। ২৯

ভগবান্ বলিলেন, হে পদ্মযোনে! তুমি অসুরগণকে এই প্রকার বর প্রদান করিও না। স্বভাবতঃ ক্রূরপ্রকৃতি সর্পগণের পক্ষে অমৃত দানের ন্যায় উহা অহিতকর। ৩০

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত, স্তুত ও পূজিত হইয়া ভগবান্ হরি সকল প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৩১

তাহার পর প্রহ্লাদ ভগবানের অংশ ব্রহ্মাদি, শিব, প্রজাপতি ও দেবগণকে সম্যক্ পূজা করিয়া অবনতমস্তকে নমস্কার করিয়াছিলেন। ৩২

তাহার পর ভগবান্ ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের অধিপতি করিয়াছিলেন। ৩৩

হে রাজন্! ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রহ্লাদকে অভিনন্দিত করিয়া ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তৎকৃত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ৩৪

এইরূপভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ পার্ষদদ্বয় বিপ্রশাপে দিতির পুত্রত্ব প্রাপিত হইয়াছিল, এবং বৈরভাবে সর্ব্বদা ভাবনা করায় তাহাদের হৃদয়স্থিত হরি তাহাদিগকে বধ করেন ৩৫

পুনশ্চ বিপ্রশাপেন রাক্ষসৌ তৌ বভূবতুঃ। কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ হতৌ তৌ রামবিক্রমৈঃ ॥৩৬॥
শয়ানৌ যুধি নির্ভিন্ন-হৃদয়ৌ রামশায়কৈঃ। তচ্চিত্তৌ জহতুর্দেহং যথা প্রাক্তনজন্মনি ॥৩৭॥
তাবিহাথ পুনর্জাতৌ শিশুপালকরূষজৌ। হরৌ বৈরানুবন্ধেন পশ্যতস্তে সমীয়তুঃ ॥৩৮॥
এনঃ পূর্ব্বকৃতং যৎ তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ। জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা ॥৩৯॥
যথা যথা ভগবতো ভক্ত্যা পরময়াঽভিদা। নৃপাশ্চৈদ্যাদয়ঃ সাত্ম্যং হরেস্তচ্চিন্তয়া যযুঃ ॥৪০॥

আখ্যাতং সর্ব্বমেতৎ তে যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্।
দমঘোষসুতাদীনাং হরেঃ সাত্ম্যমপি দ্বিষাম্ ॥৪১॥

এষা ব্রহ্মণ্যদেবস্য কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ। অবতারকথা পুণ্যা বধো যত্রাদিদৈত্যয়োঃ ॥৪২॥
প্রহ্লাদস্যানুচরিতং মহাভাগবতস্য চ। ভক্তির্জ্ঞানং বিরক্তিশ্চ যাথার্থ্যঞ্চাস্য বৈ হরেঃ ॥৪৩॥
সর্গস্থিত্যপ্যয়েশস্য গুণকর্ম্মানুবর্ণনম্। পরাবরেষাং স্থানানাং কালেন ব্যত্যয়ো মহান্ ॥৪৪॥
ধর্ম্মো ভাগবতানাঞ্চ ভগবান্ যেন গম্যতে। আখ্যানেঽস্মিন্ সমাম্নাতমাধ্যাত্মিকমশেষতঃ ॥৪৫॥

য এতৎ পুণ্যমাখ্যানং বিষ্ণোর্বীর্য্যোপবৃংহিতম্।
কীর্ত্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা কর্ম্মপাশৈর্বিমুচ্যতে ॥৪৬॥

হে রাজন্! পুনর্ব্বার তাহারা বিপ্রশাপে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে রাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তাহারা রামচন্দ্রের বিক্রমে নিহত হইয়াছিল। ৩৬

তাহারা রামবাণে নির্ভিন্নহৃদয় হইয়া শায়িত হয় এবং পূর্ব্বজন্মের ন্যায় এ জন্মেও রামগতচিত্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিল। ৩৭

অনন্তর তাহারাই পুনর্ব্বার শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, হে যুধিষ্ঠির! তোমারই সমক্ষে বৈরানুবন্ধ দ্বারা (যোগাদি সাধন ব্যতিরেকে) ভগবান্ হরিতে সাযুজ্য লাভ করিল। ৩৮

এইরূপ কৃষ্ণবৈরী রাজগণ কৃষ্ণের অনুধ্যান দ্বারা তন্ময়ত্ব লাভ করায় পূর্ব্বকৃত কৃষ্ণনিন্দাদিজনিত পাপ-শূন্য হইয়া পেশস্কৃত কীটের ন্যায় আত্মদেহ ত্যাগ করিয়াছিল। ৩৯

হে যুধিষ্ঠির! ভগবানে ভেদজ্ঞানশূন্য পরমা-ভক্তি দ্বারা শিশুপালাদি নৃপগণ যে যে প্রকারে তাঁহার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, সেই সকলই তোমার নিকট বলিলাম, যাহা তুমি ইতঃপূর্ব্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, দমঘোষ পুত্র প্রভৃতি হরির দ্বেষ্টা হইলেও যেরূপে স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়। ৪০-৪১

যে পবিত্র অবতারকথায় আদি দৈত্যদ্বয়ের বধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ব্রহ্মণ্যদেব মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই পুণ্য অবতার-কথা। ৪২

এবং মহাভাগবত প্রহ্লাদের চরিত্র ও তাঁহার ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য এবং হরির যাথার্থ্য অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ঈশ্বর হরির গুণ-কর্ম্মের অনুবর্ণন, এবং দেব দৈত্যদিগের স্থান সকলের কালে মহা বিপর্য্যয় বর্ণিত আছে। ৪৩-৪৪

যাহা দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায়, সেই মহাভাগবত ধর্ম্ম এবং অশেষ প্রকার আধ্যাত্মিক বিবরণ এই চরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ৪৫

বিষ্ণুর বীর্য্যগাথায় পূর্ণ এই পুণ্য আখ্যান যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তন করে, সে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হয়। ৪৬

এতদ্য আদিপুরুষস্য মৃগেন্দ্রলীলাং দৈত্যেন্দ্রযূথপবধং প্রযতঃ পঠেত।
দৈত্যাত্মজস্য চ সতাং প্রবরস্য পুণ্যং শ্রুত্বানুভাবমকুতোভয়মেতি লোকম্ ॥৪৭॥

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥৪৮॥

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যকৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥৪৯॥

ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥৫০॥

স এষ ভগবান্ রাজন্ ব্যতনোদ্বিহতং যশঃ। পুরা রুদ্রস্য দেবস্য ময়েনানন্তমায়িনা ॥৫১॥

রাজোবাচ

কস্মিন্ কর্ম্মণি দেবস্য ময়োঽহন্ জগদীশিতুঃ।
যথা চোপচিতা কীর্ত্তিঃ কৃষ্ণেনানেন কথ্যতাম্ ॥৫২॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে আদিদেব হরির দৈত্যেন্দ্র যূথপতির বধবৃত্তান্তযুক্ত এই মৃত্যু-লীলা পাঠ করেন, তিনি সাধুপ্রবর দৈত্যেন্দ্রতনয় প্রহ্লাদের পবিত্র প্রভাব শ্রবণ করিয়া যেখানে কোন ভয় নাই, সেই লোক (বৈকুণ্ঠ) প্রাপ্ত হয়েন। ৪৭

(প্রহ্লাদের ন্যায় তোমরাও ভাগ্যবান্ এই কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! এই মনুষ্যলোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যসম্পন্ন, কারণ, লোক সকলকে যাঁহারা পবিত্র করেন, সেই মুনিগণ তোমাদের গৃহে আসিয়া থাকেন, আর যিনি পরব্রহ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য শরীর দ্বারা প্রচ্ছন্ন আছেন, তিনি তোমাদের গৃহে বাস করেন। ৪৮

মহাজনগণ যে কৈবল্য-নির্ব্বাণসুখ (পরমানন্দ) অন্বেষণ করেন, তদনুভূতিরূপ ব্রহ্ম এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তোমাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজনীয়, আজ্ঞাবহ ও গুরু। ৪৯

হে রাজন্! ভব (শিব), ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার তত্ত্ব বস্তুরূপে অর্থাৎ ইহা এই প্রকার, এইরূপে সাক্ষাৎ বর্ণন করেন নাই, তিনি তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন, আমরা মৌনাদি ব্রত, ভক্তি ও উপশম দ্বারা পূজিত হইয়া সেই সাত্বতপতি ভগবান্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৫০

হে রাজন্! পূর্ব্বে অনন্ত মায়াবান্ ময়দানব দেবদেব রুদ্রের যশঃ বিনষ্ট করিলে সেই এই ভগবান্ পুনরায় তদীয় কীর্ত্তি বিস্তার করেন। ৫১

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভগবন্! কোন্ কর্ম্মে দেবদেব জগদীশ্বর রুদ্রের যশঃ ময়দানব নষ্ট করিয়াছিল, এবং এই কৃষ্ণ পুনর্ব্বার সেই কীর্ত্তিকে বৃদ্ধি করেন, তাহা আমাদিগকে বলুন। ৫২

বিবৃতি—প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম বাস করেন নাই এবং মুনিগণও তদ্দর্শনার্থ প্রহ্লাদের গৃহে যান নাই। আর পরব্রহ্ম তাঁহার মাতুলপুত্র বা সুহৃৎ নহেন অথচ তোমাদের গৃহে তিনি বাস করিয়াছেন, তিনি তোমাদের মাতুলপুত্র, সুহৃৎ ও উপদেষ্টা ; অতএব তোমরা প্রহ্লাদ অপেক্ষায় মহা-ভাগ্যবান্। ৫০

শ্রীনারদ উবাচ।

নির্জিতা অসুরা দেবৈর্যুধ্যনেনোপবৃংহিতৈঃ। মায়িনাং পরমাচার্য্যং ময়ং শরণমাযযুঃ ॥৫৩॥

স নির্ম্মায় পুরস্তিস্রো হৈমীরৌপ্যায়সীর্বিভুঃ। দুর্লক্ষ্যাপায়সংযোগা দুর্বিতর্ক্যপরিচ্ছদাঃ ॥৫৪॥

তাভিস্তেঽসুরসেনান্যো লোকাংস্ত্রীন্ সেশ্বরান্ নৃপ। স্মরন্তো নাশয়াঞ্চক্রুঃ পূর্ব্ববৈরমলক্ষিতাঃ ॥৫৫॥

ততস্তে সেশ্বরা লোকা উপাসাদ্যেশ্বরং নতাঃ। ত্রাহি নস্তাবকান্ দেব বিনষ্টাংস্ত্রিপুরালয়ৈঃ ॥৫৬॥

অথানুগৃহ্য ভগবান্ মাভৈষ্টেতি সুরান্ বিভুঃ। শরং ধনুষি সন্ধায় পুরেষস্ত্রং ব্যমুঞ্চত ॥৫৭॥

ততোঽগ্নিবর্ণা ইষব উৎপেতুঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ। যথা ময়ূখসন্দোহা নাদৃশ্যন্ত পুরো যতঃ ॥৫৮॥

তৈঃ স্পৃষ্টা ব্যসবঃ সর্ব্বে নিপেতুঃ স্ম পুরৌকসঃ।
তানানীয় মহাযোগী ময়ঃ কূপরসেঽক্ষিপৎ ॥৫৯॥

সিদ্ধামৃতরসস্পৃষ্টা বজ্রসারা মহৌজসঃ। উত্তস্থুর্মেঘদলনা বৈদ্যুতা ইব বহ্নয়ঃ ॥৬০॥

বিলোক্য ভগ্নসংকল্পং বিমনস্কং বৃষধ্বজম্। তদায়ং ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রোপায়মকল্পয়ৎ ॥৬১॥

বৎসশ্চাসীৎ তদা ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুরয়ং হি গৌঃ। প্রবিশ্য ত্রিপুরং কালে রসকূপামৃতং পপৌ ॥৬২॥

নারদ বলিলেন, এই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত দেবগণ যুদ্ধে অসুরগণকে পরাজিত করিলে নির্জ্জিত অসুরগণ মায়াবিগণের পরমাচার্য্য ময়দানবের শরণাপন্ন হইয়াছিল। ৫৩

তাহাতে ঐ ময়দানব স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্ম্মিত তিনটি পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে দিয়াছিল, সেই তিন পুরীতে তাহারা কখন গমনাগমন করিত, তাহা কেহ লক্ষ্য করিতে পারিত না এবং তাহাদের সেই পুরীমধ্যে গৃহোপকরণ কত ছিল, তাহা তর্ক দ্বারা জানিবার সাধ্য ছিল না। ৫৪

অসুরসেনানায়কগণ সেই পুরত্রয় দ্বারা অলক্ষিত থাকিয়া পূর্ব্ব বৈরভাব স্মরণ করতঃ লোকপালসহ ত্রিলোককে নাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ৫৫

অনন্তর লোকপালগণসহ লোক সকল শিবের নিকটে গমন করিয়া শিবকে নমস্কার করিয়াছিল এবং বলিল, হে দেবদেব! ত্রিপুরবাসিগণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত আপনারই লোক আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫৬

অনন্তর ভগবান্ রুদ্রদেব দেবগণকে 'ভয় করিও না' বলিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি ধনুতে শর সন্ধানপূর্ব্বক ত্রিপুরের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৫৭

রাজন্! সূর্য্যমণ্ডল হইতে রশ্মিসমূহের ন্যায় সেই বাণ হইতে অগ্নিবর্ণ শরসমূহ উৎপতিত হইয়াছিল। তাহাতে পুরত্রয় আর দেখা গেল না। ৫৮

সেই সকল বাণ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া সেই পুরবাসিগণ বিগতপ্রাণ হইয়া নিপতিত হইয়াছিল, তখন মহাযোগী ময়দানব তাহাদিগকে আনিয়া অমৃতময় কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৫৯

সিদ্ধ অমৃতরসে সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্র ঐ সকল অসুরসেনানীগণ বজ্রবৎ দৃঢ়াঙ্গ ও মহাবলশালী হইয়া মেঘদলনকারী বৈদ্যুত অগ্নির ন্যায় উঠিয়াছিল। ৬০

তখন এই বিষ্ণু বৃষভধ্বজকে ভগ্নসংকল্প অতএব বিমনস্ক দর্শন করিয়া সেই বিষয়ে একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। ৬১

সেই সময়ে ব্রহ্মা বৎস ও স্বয়ং বিষ্ণু গাভী হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অমৃতকূপের রস সকল পান করিয়াছিলেন। ৬২

তেঽসুরা হ্যপি পশ্যন্তো ন ন্যষেধন্ বিমোহিতাঃ। তদ্বিজ্ঞায় মহাযোগী রসপালানিদং জগৌ ॥৬৩॥
স্ময়ন্ বিশোকঃ শোকার্ত্তান্ স্মরন্ দৈবগতিঞ্চ তাম্। দেবোঽসুরোনরোঽন্যোবানেশ্বরোঽস্তীহকশ্চন।
আত্মনোঽন্যস্যবাদিষ্টং দৈবেনাপোহিতুং দ্বয়োঃ ॥৬৪॥
অথাসৌ শক্তিভিঃ স্বাভিঃ শম্ভোঃ প্রাধানিকং ব্যধাৎ।
ধর্ম্মজ্ঞানবিরক্ত্যৃদ্ধিতপোবিদ্যাক্রিয়াদিভিঃ ॥ ৬ ॥
রথং সূতং ধ্বজং বাহান্ ধনুর্বর্ম্মশরাদি যৎ। সন্নদ্ধো রথমাস্থায় শরং ধনুরুপাদদে ॥৬৬॥
শরং ধনুষি সন্ধায় মুহূর্ত্তেঽভিজিতীশ্বরঃ। দদাহ তেন দুর্ভেদ্যা হরোঽথ ত্রিপুরো নৃপ ॥৬৭॥
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্বিমানশতসঙ্কুলাঃ। দেবর্ষিপিতৃসিদ্ধেশা জয়েতি কুসুমোৎকরৈঃ।
অবাকিরন্ জগুর্হৃষ্টা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৬৮॥
এবং দগ্ধ্বা পুরস্তিস্রো ভগবান্ পুরহা নৃপ। ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানঃ স্বং ধাম প্রত্যপদ্যত ॥৬৯॥
এবংবিধান্যস্য হরেঃ স্বমায়য়া বিড়ম্বমানস্য নৃলোকমাত্মনঃ।
বীর্য্যাণি গীতান্যৃষিভির্জগদ্গুরোর্লোকং পুনানান্যপরং বদামি কিম্ ॥৭০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদচরিতং পুরবিজয়শ্চ দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বিমোহিত অসুরগণ অমৃতরস পান করিতে দেখিলেও নিষেধ করিল না। তখন শোকশূন্য মহাযোগী বিষ্ণু শোকার্ত্তগণ স্মরণ করিয়া ও দৈবগতি স্মরণ করিয়া রসপালগণকে বলিলেন। ৬৩

আপনার অথবা অন্যের কিম্বা উভয়ের প্রতি মানুষ দৈব কর্ত্তৃক উপকল্পিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে সুর, অসুর কিম্বা নর কেহই সমর্থ হয় না। ৬৪

অনন্তর ঐ ভগবান্ বিষ্ণু ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, বিদ্যা, ক্রিয়াদি দ্বারা এবং স্বীয় শক্তি দ্বারা শম্ভুর রথ, সারথি, ধ্বজ, বাহন, ধনুঃ, বর্ম্ম প্রভৃতি সংগ্রামের উপকরণ রচনা করিয়াছিলেন, পরে মহেশ্বর বর্ম্ম পরিধান করিয়া ও রথে আরোহণ করিয়া শর ও ধনু গ্রহণ করিলেন। ৬৫-৬৬

হে রাজন্! অনন্তর মহেশ্বর ধনুতে শরসন্ধান করিয়া অভিজিৎ নামক মুহূর্ত্তে সেই বাণ দ্বারা দুর্ভেদ্য ত্রিপুরকে দাহ করিয়াছিলেন। ৬৭

স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, শত শত বিমান যাহাদের সংকীর্ণ হইয়াছিল সেই দেবতা ঋষি পিতৃ ও সিদ্ধেশ্বরগণ 'জয় হউক', বলিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ হৃষ্ট হইয়া গান করিয়াছিলেন, হে রাজন্! এইরূপে ত্রিপুরারি পুরত্রয় দগ্ধ করিয়াও ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া দেবদেব নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। ৬৮-৬৯

নিজের মায়া দ্বারা নরাকার অনুকরণকারী হরির এই প্রকার বহু কার্য্য আছে, ঐ জগদ্গুরুর লোকপবিত্রকারী বীর্য্য-কথা ঋষিগণ গান করেন, আমি সেই সকল তোমার নিকট বলিলাম, অপর আর কি বলিব তাহা বল। ৭০

ইতি সপ্তম স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

শ্রুত্বেহিতং সাধুসভাসভাজিতং মহত্তমাগ্রণ্য উরুক্রমাত্মনঃ।
যুধিষ্ঠিরো দৈত্যপতের্মুদান্বিতঃ পপ্রচ্ছ ভূয়স্তনয়ং স্বয়ম্ভুবঃ॥১॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্ম্মং সনাতনম্। বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরম্॥২॥
ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষাদাত্মজঃ পরমেষ্ঠিনঃ। সুতানাং সম্মতো ব্রহ্মংস্তপোযোগসমাধিভিঃ॥৩॥
নারায়ণপরা বিপ্রা ধর্ম্মং গুহ্যং পরং বিদুঃ। করুণাঃ সাধবঃ শান্তাস্ত্বদ্বিধা ন তথাপরে॥৪॥

শ্রীনারদ উবাচ।

নত্বা ভগবতেঽজায় লোকানাং ধর্ম্মসেতবে। বক্ষ্যে সনাতনং ধর্ম্মং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্॥৫॥
যোঽবতীর্য্যাত্মনোঽংশেন দাক্ষায়ণ্যাস্তু ধর্ম্মতঃ।
লোকানাং স্বস্তয়েঽধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে।৬॥
ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ। স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সর্ব্বদা হরিগতচিত্ত মহত্তমগণের অগ্রগণ্য দৈত্যপতি প্রহ্লাদের সাধুগণের সভায় সৎকৃত পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মার পুত্র নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভগবন্! মনুষ্যদিগের সনাতন ধর্ম্ম এবং বর্ণ ও আশ্রম সকলের আচার আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ২

হে ব্রহ্মন্! আপনি পরমেষ্ঠী প্রজাপতির সাক্ষাৎ আত্মজ এবং তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধি দ্বারা তাঁহার অন্য পুত্রসম্মত, অতএব আপনি সমুদায় জানেন। ৩

হে ভগবন্! আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণগণ নারায়ণপরায়ণ, করুণাপূর্ণহৃদয়, শান্ত ও সাধু, তাঁহারাই পরম গুহ্য ধর্ম্ম জানেন, অপরে তাহা জানে না। ৪

নারদ বলিলেন, লোক সকলের ধর্ম্মসেতুরূপী ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মুখে শ্রুত সনাতন ধর্ম্ম বলিব। ৫

যিনি অংশে ধর্ম্ম হইতে দক্ষপুত্রী মূর্ত্তির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া লোক সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতেছেন। ৬

ভগবানই ধর্ম্মের মূল (প্রমাণ), ভগবান্ হরি সর্ব্ববেদময়, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতিও ধর্ম্মের প্রমাণ, যাহা দ্বারা মন প্রসন্ন হয়, উহাও ধর্ম্মের প্রমাণ। ৭

বিবৃতি—সর্ব্ববেদময় হরিই ধর্ম্মের মূল এবং তাঁহাকে যাহারা জানে, তাহাদের স্মৃতি ও যাহা দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয়, উহা ধর্ম্মের মূল; মনুসংহিতায় যাহা আছে, তাহারই কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এখানে কথিত হইয়াছে; মনূক্ত শ্লোকটি এই :—

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনাং আত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচার আত্মনস্তুষ্টিরেব চ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ—কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্॥ ৭

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ। অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবম্ ॥৮॥
সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ। নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্ ॥৯॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ। তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥১০॥
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ। সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥ ১১ ॥
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ। ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥১২॥
সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্। ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাম্।
জন্মকর্ম্মাবদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ ॥১৩॥
বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ। রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপ্তুরবিপ্রাদ্বা করাদিভিঃ ॥১৪॥
বৈশ্যস্তু বার্ত্তাবৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ। শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ ॥১৫॥

(সাধারণ নরমাত্রের ধর্ম্ম বলিতেছেন) হে রাজন্! সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশ্যুপবাসাদি), শৌচ, তিতিক্ষা (দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা), ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ (দান), স্বাধ্যায় (যথোচিত জপ), আর্জ্জব, (সরলতা)। ৮

সন্তোষ (দৈবলব্ধ দ্রব্যে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি), সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, মহদ্ব্যক্তিগণের সেবা, প্রবর্ত্তক কর্ম্ম সকল হইতে নিবৃত্তি, মানবগণের নিষ্ফল ক্রিয়াকলাপের অবলোকন, বৃথালাপ পরিত্যাগ, দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান। ৯

যথাযোগ্যভাবে প্রাণিসকলের প্রতি অন্নাদির সংবিভাগ করিয়া দেওয়া, সুতরাং সেই সকল মানবে আত্ম ও দেবতাজ্ঞান। ১০

হে পাণ্ডব! মহদ্ব্যক্তির গতি এই শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চ্চনা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ। ১১

হে রাজন্! এই ত্রিংশসংখ্যক ধর্ম্মই সকল মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই ধর্ম্ম দ্বারা সকলের আত্মা ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, (বর্ণধর্ম্ম বলিবার জন্য দ্বিজাতির লক্ষণ বলিতেছেন) যাহার অবিচ্ছিন্নভাবে সমন্ত্রক গর্ভাধানাদি সংস্কার হয়, ব্রহ্মা এবম্ভূত সংস্কারযুক্তের কথায় বলিয়াছেন সেই দ্বিজ। শূদ্রকে সমন্ত্র সংস্কারযুক্ত বলেন নাই, সুতরাং সে দ্বিজ নহে, শূদ্রের উপনয়নের বিধান নাই বলিয়াও সে দ্বিজ নহে। ১২

জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা যাহারা বিশুদ্ধ, সেই দ্বিজগণের পক্ষে যজন, অধ্যয়ন ও দান এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমোচিত ক্রিয়া বিহিত অর্থাৎ আবশ্যক ধর্ম্ম। ১৩

ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম্ম বিহিত, ক্ষত্রিয় জাতির প্রতিগ্রহ ব্যতিরিক্ত অপর পাঁচটি কর্ম্ম বিহিত, পরন্তু প্রজাপালনে অধিকৃত ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকলের নিকট করগ্রহণ ও দণ্ডাদি দ্বারা জীবিকা বিহিত। বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্যাদি বৃত্তিসম্পন্ন হইবে, এবং নিত্য ব্রাহ্মণকুলের অনুগত থাকিবে। শূদ্রের দ্বিজাতিশুশ্রূষাই ধর্ম্ম এবং দ্বিজ-শুশ্রূষা দ্বারা জীবিকা বিহিত। ১৪-১৫

বিশ্ববৃত্তি—ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত ছয়টি কর্ম্মের মধ্যে তিনটি অবশ্য কর্ত্তব্য, অপর তিনটি জীবিকার নিমিত্ত অনুষ্ঠেয়, যজন, অধ্যয়ন ও দান অবশ্য কর্ত্তব্য, জীবিকার্থ যাজন, অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহবৃত্তি নাই, অপর সকলই আছে। ১৪

বার্ত্তা বিচিত্রা শালীনযাযাবরশিলোঞ্ছনম্। বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্দ্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা ॥১৬॥
জঘন্যো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ। ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্ব্বেষামপি সর্ব্বশঃ ॥১৭॥
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥১৮॥
ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতম্। মৃতং তু নিত্যযাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ॥১৯॥
সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্। বর্জয়েৎ তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥২০॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥২১॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা। ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥২২॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্। আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্ ॥২৩॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া। অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥২৪॥

(মুখ্য ও অনুকল্পভেদে ব্রাহ্মণের বৃত্ত্যন্তর বলিতেছেন) বিপ্রের—বিচিত্র বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষ্যাদি-শালীন অর্থাৎ ধৃষ্টতা ব্যতিরেকে অযাচিত প্রাপ্ত, যাযাবর অর্থাৎ প্রত্যহ ধান্য যাচ্ঞা, শিল ও উঞ্ছ (শিলপদে ধান্যাদি ক্ষেত্রে স্বামিপরিত্যক্ত শস্য গ্রহণ, উঞ্ছ শব্দের অর্থ আপনা হইতে পতিত শস্যকণা সংগ্রহ) এই চারি প্রকার বিপ্র জাতির বৃত্তি, ইহার মধ্যে পর পরটি উত্তম। ১৬

হে রাজন্! নীচ জাতীয় মানব অনাপৎকালে উত্তমা বৃত্তি অর্থাৎ অধ্যাপনাদি অবলম্বন করিবে না। কিন্তু আপৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল জাতিই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয় জাতি আপৎ-কালে প্রতিগ্রহ ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে। ১৭

(পূর্ব্বোক্ত বিপ্র জাতির চারিপ্রকার বৃত্তি অন্যের সম্বন্ধেও বলা হইতেছে) ঋত ও অমৃত দ্বারা অথবা মৃত ও প্রমৃত দ্বারা কিম্বা সত্যানৃত দ্বারা সকল জাতিই জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু শ্ববৃত্তি দ্বারা কখনও জীবিকা অর্জ্জন কর্ত্তব্য নহে। ১৮

হে রাজন্! ঋত শব্দের অর্থ উঞ্ছ ও শিল, অমৃতের অর্থ অযাচিত (শালীন) মৃত শব্দের অর্থ নিত্য যাচ্ঞা (যাযাবর) প্রমৃতের অর্থ কৃষি, সত্যা-নৃতের অর্থ বাণিজ্য আর শ্ববৃত্তির অর্থ নীচ-সেবা। ১৯

হে রাজন্! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সেই অত্যন্ত নিন্দিত শ্ববৃত্তি (নীচসেবা) সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিবেন, কারণ, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদময় ও ক্ষত্রিয় সর্ব্বদেবময়। ২০

(এক্ষণে বর্ণ সকলের অভিব্যঞ্জক রূপ ধর্ম্ম বলিতেছেন) শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিষ্ণুপরত্ব ও সত্য এই সকল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ। ২১

শৌর্য্য (যুদ্ধোৎসাহ), বীর্য্য (প্রভাব), ধৈর্য্য, তেজঃ (প্রগল্ভতা), দান, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা এবং সত্য এই সকল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। ২২

দেবতা, গুরু ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের পরিপোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম, এবং নৈপুণ্য এই সকল বৈশ্যলক্ষণ। ২৩

সাধু বিপ্রগণের প্রতি প্রণাম, শৌচ, অকপটে প্রভুর সেবা, অমন্ত্রক, অর্থাৎ নমস্কার, মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান, অস্তেয়, সত্য এবং গো-ব্রাহ্মণের রক্ষা এই সকল শূদ্রের লক্ষণ। ২৪

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা। তদ্বন্ধুষ্বনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রতধারণম্ ॥২৫॥
সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্ত্তনৈঃ। স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টপরিচ্ছদা ॥২৬॥
কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্না কালে কালে ভজেৎ পতিম্ ॥২৭॥
সন্তুষ্টাঽলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥২৮॥
যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে ॥২৯॥
বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ। অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥৩০॥
প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ ॥৩১॥
বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ। হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥৩২॥

(এক্ষণে স্ত্রীধর্ম্ম বলিতেছেন) পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলবর্ত্তিনী হওয়া, পতিবন্ধুগণের অনুবৃত্তি আর নিত্য পতির নিয়ম ধারণ, এই চারিটি পতিব্রতা নারীদিগের লক্ষণ ও ধর্ম্ম। ২৫

সাধ্বী রমণী স্বয়ং বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সম্মার্জ্জন, উপলেপন এবং গৃহসুসজ্জিকরণ এবং উচ্চাবচকাম, বিনয়, দম, সত্য অথচ প্রিয়বাক্য আর প্রেম এই সকল দ্বারা সময়ে সময়ে অর্থাৎ যাহার যে সময় তখন পতিকে সেবা করিবে, আর গৃহের উপকরণ সকল সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। ২৬ ২৭

যথালাভে সন্তুষ্টা, ভোগে অলোলুপা, দক্ষা (আলস্যশূন্যা), ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয় অথচ সত্যবাদিনী, সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে অবহিতা, সর্ব্বদা পবিত্রা এবং স্নেহ-পরায়ণা হইয়া মহাপাতকশূন্য পতিকে সেবা করিবে। ২৮

হে রাজন্! যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় তৎপরা হইয়া হরিভাবে পতির সেবা করেন, তিনি লক্ষ্মার তুল্য হরিস্বরূপ সেই পতির সহিত হরিলোকে আনন্দলাভ করেন। ২৯

ইদানীং প্রতিলোমজাতগণের বৃত্তি বলিতেছেন—হে রাজন্! অপাপ ও অচৌর সঙ্করজাতিদিগের ও অন্ত্যজ রজক, চর্ম্মকার, নট, গরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ-ভিল্লাদি সেইরূপ অন্ত্যবসায়ী অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতির স্ব স্ব কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত বৃত্তিও বৃত্তি। ৩০

হে যুধিষ্ঠির! মনুষ্যদিগের স্বভাব অর্থাৎ সত্ত্বাদি প্রকৃতি দ্বারা যুগে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, বেদদর্শীরা বলেন—প্রায় সেই ধর্ম্মই ইহকালে ও পরকালে তাহাদের সুখকর হয়। ৩১

স্বকর্ম্মকারী ব্যক্তি স্বভাববিহিত বৃত্তির দ্বারা বর্ত্তমান থাকিবেন এবং ক্রমশঃ স্বভাববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ৩২

বিবৃতি—সঙ্কর জাতির অপাপ ও অচৌর বিশেষণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, চৌর্য্য ও হিংসা যদিও তাহাদের পরম্পরা প্রাপ্ত, তথাপি উহা তাহাদের ধর্ম্মানুমোদিত বৃত্তি নহে। ৩০

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্য্যতামিয়াৎ। ন কল্পতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি ॥৩৩॥
এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া। বিরজ্যেত যথা রাজন্নগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ ॥৩৪॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
সদাচারনির্ণয় একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

(দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্ববাক্য সমর্থন করিতেছেন) উর্ব্বর ক্ষেত্রে বারম্বার বীজ বপন করিলে ঐ ক্ষেত্র নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, পুনর্ব্বার শস্যপ্রসবে সমর্থ হয় না, বরং বপন করা বীজও নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ কামসকলের আলয় যে চিত্ত, সে অতিশয় কাম সকলের সেবা দ্বারা যেরূপ বিরক্ত হইতে পারে, কাম-বিন্দু সেবায় সেরূপ হয় না, অগ্নি যেমন অল্প ঘৃতবিন্দু দ্বারা শান্ত হয় না, একেবারে অধিক ঘৃত দিলে নির্ব্বাপিত হয়, তাহার ন্যায় অল্প অল্প কামসেবা দ্বারা চিত্ত বিরক্ত হয় না, অধিক সেবা করিলেই বিরক্ত হইতে পারে। ৩৩-৩৪

হে রাজন্! যে পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ বলিলাম, যদি অন্য বর্ণে সেই লক্ষণ দেখিতে পাও, তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ দ্বারা সেই বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিও, অর্থাৎ শম-দমাদি লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য, এবং জন্মমাত্র নিবন্ধন ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার গৌণ জানিবে। ৩৫

ইতি সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্ দান্তো গুরোর্হিতম্। আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ ॥১॥
সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্ব্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্। সন্ধ্যে উভে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥২॥
ছন্দাংস্যধীয়ীত গুরোরাহূতশ্চেৎ সুযন্ত্রিতঃ। উপক্রমেঽবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ ॥৩॥
মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্। বিভৃয়াদুপবীতঞ্চ দর্ভপাণির্যথোদিতম্ ॥ ৪ ॥
সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ। ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো নো চেদুপবসেৎ কচিৎ ॥৫॥
সুশীলো মিতভুগ্দক্ষঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ। যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জ্জিতেষু চ ॥৬॥
বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্ব্রতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ ॥৭॥
কেশপ্রসাধনোন্মর্দ্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকম্। গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা ॥ ৮ ॥
নম্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্। সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ ॥ ৯ ॥
কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ। দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততো হ্যস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥১০॥

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিবার সময়, জিতেন্দ্রিয় ও নিজ গুরুতে দৃঢ় সৌহার্দ্দসম্পন্ন হইবে এবং দাসবৎ নীচভাবে থাকিবে আর গুরুর হিত আচরণ করিবে। ১

সায়ং ও প্রাতঃকালে গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও দেবগণকে উপাসনা করিবে এবং উভয়-সন্ধ্যায় সংযতবাক্ হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ২

অধ্যয়নার্থ যদি গুরু আহ্বান করেন, তাহা হইলে সুযন্ত্রিত শিষ্য অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও অবসানে মস্তক দ্বারা গুরুর চরণদ্বয় স্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। ৩

মেখলা (শরপত্রনির্ম্মিত কটিবন্ধন রজ্জুবিশেষ), অজিন (মৃগচর্ম্ম), বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং যজ্ঞোপবীত যেরূপ উক্ত আছে, সেইরূপ ধারণ করিবে এবং সর্ব্বদা কুশহস্ত থাকিবে। ৪

প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভিক্ষাচরণ করিবে, এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে নিবেদন করিবে, এবং গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে ভোজন করিবে, নচেৎ উপবাস করিয়া দিনপাত করিবে। ৫

সুশীল, পরিমিতভোজী, কার্য্যদক্ষ, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীদিগের এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিদের নিকট প্রয়োজন মত ব্যবহার করিবে। ৬

হে রাজন্! ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ ব্যতিরেকে সকলেই প্রমদাগণের গাথা বর্জ্জন করিবে, কারণ, ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় বলবান্, যতি ব্যক্তিরও মনঃ হরণ করিয়া থাকে। ৭

যুবা ব্রহ্মচারী যুবতী গুরুপত্নীদিগের দ্বারা কখন আপনার কেশ প্রসাধন, গাত্রমর্দ্দন, স্নপন ও অভ্যঞ্জনাদি কার্য্য করাইবে না। ৮

যুবতী স্ত্রী অগ্নির সমান এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভ তুল্য, অতএব নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থান করিবে না। অনির্জ্জন স্থানে যাবন্মাত্র প্রয়োজন, তাবন্মাত্র কাল অবস্থিতি করিবে। ৯

স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিকে আভাস মাত্র নিশ্চয় করিয়া যাবৎ জীব স্বতন্ত্র না হন, তাবৎ পর্য্যন্ত দ্বৈত অর্থাৎ আমি পুরুষ, ইনি স্ত্রী, এইরূপ ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় না। হে যুধিষ্ঠির! ঐ দ্বৈত হইতেই বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভোগ্যতা বুদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব স্ত্রীলোকের সহাবস্থানাদি ত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া উপদেশ করা গেল। ১০

এতৎ সর্ব্বং গৃহস্থস্য সমাম্নাতং যতেরপি। গুরুবৃত্তির্ব্বিকল্পেন গৃহস্থস্যর্ত্তুগামিনঃ ॥ ১১ ॥
অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্মর্দ্দনস্ত্র্যবলেখামিষং মধু। স্রগ্গন্ধলেপালঙ্কারাংস্ত্যজেয়ুর্যে বৃহদ্ব্রতাঃ ॥১২॥
উষিত্বৈবং গুরুকুলে দ্বিজোঽধীত্যাববুধ্য চ। ত্রয়ীং সাঙ্গোপনিষদং যাবদর্থং যথাবলম্ ॥১৩॥
দত্ত্বা বরমনুজ্ঞাতো গুরোঃ কামং যদীশ্বরঃ।
গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেৎ তত্র বা বসেৎ ॥১৪॥
অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্ব্বভূতেষ্বধোক্ষজম্। ভূতৈঃ স্বধামভিঃ পশ্যেদপ্রবিষ্টং প্রবিষ্টবৎ ॥১৫॥
এবংবিধো ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থো যতির্গৃহী। চরন্ বিদিতবিজ্ঞানঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥১৬॥
বানপ্রস্থস্য বক্ষ্যামি নিয়মান্ মুনিসম্মতান্। যানাস্থায় মুনির্গচ্ছেদৃষিলোকমুহাঞ্জসা ॥ ১৭ ॥
ন কৃষ্টপচ্যমশ্নীয়াদকৃষ্টঞ্চাপ্যকালতঃ। অগ্নিপক্বমথামং বা অর্কপক্বমুতাহরেৎ ॥ ১৮ ॥
বন্যৈশ্চরুপুরোডাশান্ নির্ব্বপেৎ কালচোদিতান্।
লব্ধে নবে নবেঽন্নাদ্যে পুরাণঞ্চ পরিত্যজেৎ ॥১৯॥
অগ্ন্যর্থমেব শরণমুটজং বাদ্রিকন্দরম্। শ্রয়েত হিমবাযুগ্নিবর্ষার্কাতপষাট্ স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥

হে রাজন্! ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে যে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, এই সকল গৃহস্থ ও যতি ব্যক্তির ধর্ম জানিবে। হে পাণ্ডব! যে গৃহস্থ ঋতুকাল মাত্রে স্বীয় স্ত্রীতে গমন করেন, তাঁহার তাহাই গুরুবৃত্তি। ১১

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ, তাঁহারা চক্ষুতে অঞ্জন, মস্তকে তৈলাভ্যঞ্জন, গাত্র সম্বাহন, স্ত্রী-চিত্র কর্ম্ম (ভিত্তি প্রভৃতিতে স্ত্রীর প্রতিকৃতি চিত্র করা), আমিষ (মৎস্য ও মাংস), মধু, মাল্য, গন্ধ, অনুলেপন এবং অলঙ্করণ এই সকল পরিত্যাগ করিবেন। ১২

হে যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মচারী এইরূপ গুরুকুলে বাস করিয়া শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ ও উপনিষৎসহ বেদত্রয় অধ্যয়ন করিয়াও আপনার অধিকারানুসারে শক্ত্যনুরূপ উহার অর্থ বিচার করিয়া পরে যদি সমর্থ হয়, তবে গুরু যাহা চাহেন, তাহা দক্ষিণা দিয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে যেমন ইচ্ছা গৃহাশ্রম অবলম্বন করিবেন, অথবা বানপ্রস্থ হইবার জন্য বনে প্রবেশ করিবেন, কিম্বা পরিব্রাজক হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া যাবজ্জীবন গুরুকুলেই বাস করিবেন। ১৩-১৪

যে আশ্রমেই প্রবেশ করুক, সে অগ্নি গুরু আত্মা আপনার আশ্রয় জীবগণ সহিত ভগবান্ অধোক্ষজকে সর্ব্বভূতে নিয়ন্তৃস্বরূপে প্রবিষ্টের ন্যায় অথচ অপ্রবিষ্ট দর্শন করিবে। হে রাজন্! ব্রহ্মচারী, অথবা বানপ্রস্থ কিম্বা যতি, অথবা গৃহী এই প্রকার আচরণ করিলে বিজ্ঞেয়বস্তু জ্ঞাত হইয়া পরব্রহ্ম অধিগত হয়েন। ১৫-১৬

অতঃপর বানপ্রস্থাশ্রমীর মুনিসম্মত নিয়ম সকল বলিব, মুনি যাহা অবলম্বন করিয়া অনায়াসে মহর্লোকে গমন করিয়া থাকেন। ১৭

বানপ্রস্থাশ্রমী কর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন শস্য এবং যে শস্য অকালে কর্ষণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয়, সেই শস্য, অগ্নিপক্ব বা আমাবস্থায় কোনরূপেই ভোজন করিবেন না; পরন্তু সূর্য্যপক্ব ফলাদি ভোজন করিবেন। ১৮

বন্য নীবারাদি দ্বারা নিত্য চরু ও পুরোডাশাদি নির্ব্বাহ করিবে। আর নূতন নূতন অন্নাদি লব্ধ হইলে সঞ্চিত অন্নাদি পরিত্যাগ করিবে। ১৯

হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা ও সূর্য্যাতপসহনকারী বানপ্রস্থাশ্রমী স্বয়ং অগ্নির জন্যই গৃহ, কুটীর অথবা পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিবেন। ২০

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি জটিলো দধৎ। কমণ্ডল্বজিনে দণ্ডবল্কলাগ্নিপরিচ্ছদান্ ॥২১॥
চরেদ্বনে দ্বাদশাব্দানষ্টৌ বা চতুরো মুনিঃ। দ্বাবেকং বা যথা বুদ্ধির্ন বিপদ্যেত কৃচ্ছ্রতঃ ॥২২॥

যদাঽকল্পঃ স্বক্রিয়ায়াং ব্যাধিভির্জরয়াথবা।
আন্বীক্ষিক্যাং বাবিদ্যায়াং কুর্য্যাদনশনাদিকম্ ॥২৩॥

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য সংন্যস্যাহংমমাত্মতাম্।
কারণেষু ন্যসেৎ সম্যক্ সংঘাতং তু যথার্হতঃ ॥২৪॥

খে খানি বায়ৌ নিশ্বাসাংস্তেজস্যুষ্মাণমাত্মবান্।
অপ্‌স্বসৃক্‌শ্লেষ্মপূযানি ক্ষিতৌ শেষং যথোদ্ভবম্ ॥২৫॥

বাচমগ্নৌ সবক্তব্যামিন্দ্রে শিল্পং করাবপি। পদানি গত্যা বয়সি রত্যোপস্থং প্রজাপতৌ ॥২৬॥

মৃত্যৌ পায়ুং বিসর্গঞ্চ যথাস্থানং বিনির্দ্দিশেৎ।
দিক্ষু শ্রোত্রং সনাদেন স্পর্শেনাধ্যাত্মনি ত্বচম্ ॥২৭॥

রূপাণি চক্ষুষা রাজন্ জ্যোতিষ্যভিনিবেশয়েৎ।
অপ্সু প্রচেতসাজিহ্বাংঘ্রেয়ৈর্ঘ্রাণং ক্ষিতৌ ন্যসেৎ ॥২৮॥

জটিল হইয়া কেশ, নখ, শ্মশ্রু, শারীর মল, কমণ্ডলু, অজিন (মৃগচর্ম্ম), দণ্ড, বল্কল এবং অগ্নি পরিচ্ছদ সকল ধারণ করিবে। ২১

দ্বাদশ, অষ্ট, চারি, দুই অথবা একবর্ষকাল বনে বনে তপস্যা করিয়া বেড়াইবে। কিন্তু তপস্যার ক্লেশে বুদ্ধি বিনষ্ট না হয়, সেই রূপেই তপস্যা করিবে। ২২

(দ্বাদশ বর্ষের পরও যদি শক্তি থাকে, তবে বনেই বাস করিবে; যদি শক্তিহীন হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে সামর্থ্য থাকে, তবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এই কথা অগ্রিমাধ্যায়ে বলিবেন। এক্ষণে এতদুভয় ভিন্ন ব্যক্তির কথা বলিতেছেন) যদি ব্যাধি কিম্বা জরা দ্বারা নিজ কার্য্যে অথবা জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ হয়, তবে সে অনশন ব্রতাদি করিবে অর্থাৎ অনশনাদি দ্বারা জীবন ত্যাগ করিবে। ২৩

সেই সময়ে আত্মাতে অগ্নি আরোপণ পূর্ব্বক আমি, আমার ইত্যাদি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া দেহকে যথাযোগ্য স্বীয়কারণ আকশাদিতে বিলীন করাইবে। ২৪

দেহগত ছিদ্র সকল আকাশে, নিশ্বাস বায়ুতে, উষ্ণতাকে তেজে, শুক্র-শোণিত ও শ্লেষ্মাদিকে জলে, অস্থি-মাংসাদি কঠিন অবশিষ্টাংশ পৃথিবীতে লয় প্রাপ্ত করাইবে, অবশ্য এই সকল যেরূপ ভাবে উৎপন্ন সেইরূপেই লয় করাইতে হইবে। ২৫

তদনন্তর বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয়কে অগ্নিতে, শিল্প সহিত করদ্বয়কে ইন্দ্রে, গতির সহিত পদদ্বয়কে বিষ্ণুতে এবং রতির সহিত উপস্থকে প্রজাপতিতে লয় প্রাপ্ত করাইবে। ২৬

বিসর্গ সহিত পায়ুকে মৃত্যুতে যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিবে, এবং শব্দ সহিত শ্রোত্রকে দিক্ সকলে, স্পর্শ সহ ত্বগিন্দ্রিয়কে বায়ুতে নির্দ্দেশ করিবে। ২৭

চক্ষুর সহিত রূপকে তেজে, বরুণের সহিত জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনীকুমারসহ ঘ্রাণকে পৃথিবীতে বিন্যস্ত করাইবে। ২৮

মনো মনোরথৈশ্চন্দ্রে বুদ্ধিং বোধ্যৈঃ কবৌ পরে। কর্ম্মাণ্যধ্যাত্মনা রুদ্রে যদহংমমতাক্রিয়া।
সত্ত্বেন চিত্তং ক্ষেত্রজ্ঞে গুণৈর্বৈকারিকং পরে ॥২৯॥
অপ্সু ক্ষিতিমপো জ্যোতিষ্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্। কূটস্থে তচ্চ মহতি তদব্যক্তেঽক্ষরে চ তৎ ॥৩০॥
ইত্যক্ষরতয়াত্মানং চিন্মাত্রমবশেষিতম্। জ্ঞাত্বাঽদ্বয়োঽথ বিরমেদ্দগ্ধযোনিরিবানলঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে আশ্রমধর্ম্মো দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

মনোরথ সকলের সহিত মনকে চন্দ্রে, বোধ্য পদার্থের সহিত বুদ্ধিকে ব্রহ্মাতে, অহঙ্কার সহিত কর্ম্ম সকলকে রুদ্রে লয় করাইবে, যে রুদ্র হইতে আমি ও আমার এই ইত্যাদি জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রিয়া হইয়া থাকে; তদনন্তর চেতনার সহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞে, এবং গুণকার্য্য দেবগণসহ ভোক্তৃত্বাদি গুণযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত করাইবে। ২৯

পরে পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতিকে পরমাত্মাতে লয় করাইবে। ৩০

এই প্রকারে সকল উপাধির লয় হইলে পর অবশিষ্ট চিন্মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অক্ষরস্বরূপে অবগত হইয়া দ্বৈতরহিত হইবে এবং দগ্ধকাষ্ঠ বহ্নির ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিরত হইবে। ৩১

ইতি সপ্তম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

কল্পস্ত্বেবং পরিব্রজ্য দেহমাত্রাবশেষিতঃ। গ্রামৈকরাত্রবিধিনা নিরপেক্ষশ্চরেন্মহীম্ ॥১॥
বিভৃয়াদ্যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্। ত্যক্তং ন লিঙ্গাদ্দণ্ডাদেরন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি ॥২॥
এক এব চরেদ্ভিক্ষুরাত্মারামোঽনপাশ্রয়ঃ। সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো নারায়ণপরায়ণঃ ॥৩॥
পশ্যেদাত্মন্যদো বিশ্বং পরে সদসতোঽব্যয়ে। আত্মানঞ্চ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সদসন্ময়ে ॥৪॥
সুপ্তিপ্রবোধয়োঃ সন্ধ্যাবাত্মনো গতিমাত্মদৃক্। পশ্যন্ বন্ধঞ্চ মোক্ষঞ্চ মায়ামাত্রং ন বস্তুতঃ ॥৫॥
নাভিনন্দেদ্ধ্রুবং মৃত্যুমধ্রুবং বাস্য জীবিতম্। কালং পরং প্রতীক্ষেত ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥৬॥

নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্।
বাদবাদাংস্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কঞ্চন সংশ্রয়েৎ ॥৭॥

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥৮॥

নারদ বলিলেন, জ্ঞানাভ্যাসে সমর্থ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেহমাত্রাবশেষিত হইবেন, তিনি যদি গ্রামে যান, তবে তথায় এক রাত্রি বাস করিবেন, নচেৎ নিরপেক্ষ হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। ১

যদি বস্ত্র ধারণ করেন, তবে যাবন্মাত্রে কৌপীন আচ্ছাদিত হয়, তাবন্মাত্র ধারণ করিবেন, আর দণ্ডাদি চিহ্ন ব্যতীত অন্য সকলই পরিত্যাগ করিবেন, অনাপৎকালে পুনরায় তাহা গ্রহণ করিবেন না। ২

ভিক্ষোপজীবী হইয়া একাকী ভ্রমণ করিবেন, কুত্রাপি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না, আর আপনি আত্মারাম, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, শান্ত ও নারায়ণপরায়ণ হইয়া থাকিবেন। ৩

এই বিশ্বকে কার্য্য-কারণ ব্যতিরিক্ত আত্মাতে দর্শন করিবেন, এবং পরব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে কার্য্য-কারণময় সর্ব্বত্র জগতে ব্যাপ্ত দেখিবেন। ৪

যোগী—সুষুপ্তি ও জাগরণ এই দুই অবস্থার সন্ধি সময়ে যখন তমঃ এবং বিক্ষেপ না থাকে, তখন আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত হইবেন ও আত্মতত্ত্ব দর্শন করিবেন, অতএব বন্ধ ও মোক্ষ মায়ামাত্র, কিছুই নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিবেন। ৫

দেহের সুনিশ্চিত মৃত্যুকে অভিনন্দন করিবেন না, এবং অনিশ্চিত জীবন লইয়াও আনন্দ করিবেন না, যাহা হইতে প্রাণিসকলের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, কেবল সেই কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন। ৬

অসৎ শাস্ত্রে অর্থাৎ যাহাতে আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ের বর্ণন আছে, তাহাতে অনুরক্ত হইবেন না, এবং জ্যোতিষাদি বিদ্যা দ্বারা নিজের জীবিকা কল্পনা করিবেন না, এবং বিতণ্ডাদিবাদনিষ্ঠ তর্ক পরিত্যাগ করিবেন, (নির্ব্বন্ধ সহকারে) কোন পক্ষ আশ্রয় করিবেন না। ৭

প্রলোভনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, বহুতর গ্রন্থ অভ্যাস করিবেন না, এবং শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করিবেন না, এবং কুত্রাপি মঠ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিবেন না। ৮

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্ম্মহেতুর্মহাত্মনঃ। শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ ॥৯॥
অব্যক্তলিঙ্গো ব্যক্তার্থো মনীষ্যুন্মত্তবালবৎ। কবির্মূকবদাত্মানং স দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নৃণাম্ ॥১০॥
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং মুনেরাজগরস্য চ ॥১১॥
তং শয়ানং ধরোপস্থে কাবের্য্যাং সহ্যসানুনি। রজস্বলৈস্তনূদেশৈর্নিগূঢ়ামলতেজসম্ ॥ ১২ ॥
দদর্শ লোকান্ বিচরন্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া। বৃতোঽমাত্যৈঃ কতিপয়ৈঃ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥১৩॥
কর্ম্মণাকৃতিভির্ব্বাচা লিঙ্গৈর্বর্ণাশ্রমাদিভিঃ। ন বিদন্তি জনা যং বৈ সোঽসাবিতি নবেতি চ ॥১৪॥
তং নত্বাভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ পাদয়োঃ শিরসা স্পৃশন্। বিবিৎসুরিদমপ্রাক্ষীন্মহাভাগবতোঽসুরঃ ॥১৫॥
বিভর্ষি কায়ং পীবানং সোদ্যমো ভোগবান্ যথা ॥১৬॥
বিত্তঞ্চৈবোদ্যমবতাং ভোগো বিত্তবতামিহ। ভোগিনাং খলু দেহোঽয়ং পীবাভবতি নান্যথা ॥১৭॥
ন তে শয়ানস্য নিরুদ্যমস্য ব্রহ্মন্ নু হার্থো যত এব ভোগাঃ।
অভোগিনোঽয়ং তব বিপ্র দেহঃ পীবা যতস্তদ্বদ নঃ ক্ষমঞ্চেৎ ॥১৮॥

(পরমহংসের কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! শান্ত, সর্ব্বভূতে সমচিত্ত—মহাত্মা যতির আশ্রম প্রায়ই ধর্ম্মার্থ হয় না, অতএব ইচ্ছা হইলে তিনি লোক-শিক্ষার্থ যম-নিয়মাদি ধারণ করিবেন, অথবা ইচ্ছা না হয় পরিত্যাগ করিবেন। ৯

বাহিরে যাঁহার কোনরূপ চিহ্ন ব্যক্ত হয় না, অথচ আত্মানুসন্ধানই মাত্র যাঁহার ব্যক্ত—সেই মনীষী আপনাকে উন্মত্তের ন্যায়, বালকের ন্যায় এবং মূকের ন্যায় সর্ব্বজন সমক্ষে দেখাইবেন, নিজে মনীষী হইয়াও উন্মত্তের ন্যায়, পণ্ডিত হইয়াও বালকের ন্যায়, এবং বাগ্মী হইয়াও মূকের ন্যায় নিজেকে দেখাইবেন। ১০

হে রাজন্! এই বিষয়ে প্রহ্লাদ ও আজগরব্রত মুনির সংবাদযুক্ত একটি ইতিহাস পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, উহা শ্রবণ কর। ১১

কাবেরী নদীর তটে সহ্য পর্ব্বতের সানুদেশে ভূতলে শায়িত ও ধূলিধূসরিতসর্ব্বাঙ্গ, সেই অজগর ব্রতাবলম্বী মুনিকে—যাঁহার নির্ম্মল তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁহাকে কতিপয় মন্ত্রিগণে পরিবৃত ভগবানের প্রিয় প্রহ্লাদ লোকতত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। ১২-১৩

কর্ম্ম, আকৃতি, বাক্য এবং বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন দ্বারা লোকে যাঁহাকে ইনি সেই কি না বলিয়া জানিতে পারে না, মহাভাগবত প্রহ্লাদ দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং নমস্কার করিয়া যথাবিধি মস্তক দ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শপূর্ব্বক বিশেষ পরিজ্ঞানের ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে প্রভো! উদ্যমশীল ব্যক্তিগণের ধন হয় এবং ধনীদিগের ভোগ হয় ও ভোগীদিগের দেহ স্থূল হইয়া থাকে; বিনা ভোগে এইরূপ স্থূলদেহ হয় না। ১৪-১৭

হে ব্রহ্মন্! নিরুদ্যম, শয়ান, আপনার অর্থ হইতে পারে না—যে অর্থ হইতে ভোগ হইবে, হে বিপ্র! ভোগহীন আপনার এই দেহ স্থূল হইল কি প্রকারে, তাহা যদি আমাকে বলার যোগ্য হয়, তবে বলুন। ১৮

বিবৃতি—যে পর্য্যন্ত জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তাবৎ-কাল পর্য্যন্ত সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত যম-নিয়মাদি ধারণ করিবেন, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ঐ সকল যম-নিয়মাদি ধারণে কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। ইচ্ছা হয় ধারণ করিবেন, ইচ্ছা না হয় পরিত্যাগ করিবেন। ৯

কবিঃ কল্পো নিপুণদৃক্ চিত্রপ্রিয়কথঃ সমঃ। লোকস্য কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম শেষে তদ্বীক্ষিতাপি বা ॥১৯॥

শ্রীনারদ উবাচ।

স ইত্থং দৈত্যপতিনা পরিপৃষ্টো মহামুনিঃ। স্ময়মানস্তমভ্যাহ তদ্বাগমৃতযন্ত্রিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

বেদেদমসুরশ্রেষ্ঠ ভবান্ নন্বার্য্যসম্মতঃ। ঈহোপরময়োর্নৃণাং পদান্যধ্যাত্মচক্ষুষা ॥ ২১ ॥

যস্য নারায়ণো দেবো ভগবান্ হৃদ্গতঃ সদা। ভক্ত্যা কেবলয়াঽজ্ঞানং ধুনোতি ধ্বান্তমর্কবৎ ॥২২॥

তথাপি ব্রূমহে প্রশ্নাংস্তব রাজন্ যথাশ্রুতম্। সম্ভাষণীয়ো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥২৩॥

তৃষ্ণয়া ভববাহিন্যা যোগ্যৈঃ কামৈরপূর্য্য (র) য়া।
কর্ম্মাণি কার্য্যমাণোঽহং নানাযোনিষু যোজিতঃ ॥২৪॥

যদৃচ্ছয়া লোকমিমং প্রাপিতঃ কর্ম্মভির্ভ্রমন্।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তিরশ্চাং পুনরস্য চ ॥২৫॥

তত্রাপি দম্পতীনাঞ্চ সুখায়ান্যাপনুত্তয়ে। কর্ম্মাণি কুর্ব্বতাং দৃষ্ট্বা নিবৃত্তোঽস্মি বিপর্য্যয়ম্ ॥২৬॥

হে প্রভো! আপনি বিদ্বান্, দক্ষ, চতুর, লোকের নিকট বিচিত্র প্রিয় কথা বলিতে পারেন, এবং আপনি সম, সকল লোক কর্ম্ম করিতেছে ইহা দেখিয়াও আপনি শয়ান আছেন, সংসারের সর্ব্ববিধ লোক সমর্থ বা অসমর্থ সকলেই কর্ম্ম করিবার জন্য উদ্যম করে, আপনি ইহা দেখিয়াও নিরুদ্যম, ইহার অর্থ কি? তাহা বলুন। ১৯

নারদ বলিলেন, সেই মহামুনি দৈত্যপতি প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ও প্রহ্লাদের বাক্যামৃতে বশীকৃত হইয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। ২০

প্রিয় ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে অসুরশ্রেষ্ঠ! তুমি আর্য্যগণের সম্মত এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মানবগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সকল ফলই অবগত আছ। ২১

সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে দূর করেন, সেইরূপ ভগবান্ নারায়ণ তোমার কেবল ভক্তি দ্বারা হৃদয়গত হইয়া অজ্ঞান সকলকে দূরীভূত করিতেছেন, সুতরাং তোমার কিছুই অজ্ঞাত নাই। ২২

হে রাজন্! তথাপি আমি তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর বলিব—কারণ, শুদ্ধিকামী ব্যক্তির তোমার সহিত সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য। ২৩

হে রাজন্! যথোচিত বিষয় সকল দ্বারা যাহা পূর্ণ হয় না, সেই সংসারপ্রবাহিনী তৃষ্ণা কর্ত্তৃক কর্ম্ম সকলে প্রবর্ত্তিত হইয়া আমি নানা যোনিতে প্রবেশিত হইয়াছিলাম। ২৪

পরে স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ভ্রমণ করিতে থাকিলে সেই তৃষ্ণাই আমাকে যদৃচ্ছা ক্রমে এই মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত করাইয়াছে। হে রাজন্! এই দেহ ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গসাধন, অধর্ম্ম দ্বারা কুকুর-শূকরাদি যোনির দ্বার আর মিশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্বের দ্বার এবং সর্ব্ব নিবৃত্তির দ্বারা মোক্ষের দ্বার। ২৫

সেই মনুষ্যজীবনেও সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য কর্ম্মকারী স্ত্রী-পুরুষদিগের বিপর্য্যয় অর্থাৎ সুখের অপ্রাপ্তি ও দুঃখের নিবৃত্তি না হওয়া দেখিয়া আমি নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়াছি। ২৬

সুখমস্যাত্মনো রূপং সর্ব্বেহোপরতিস্তনুঃ। মনঃসংস্পর্শজান্ দৃষ্ট্বা ভোগান্ স্বপ্স্যামি সংবিশন্ ॥২৭॥
ইত্যেতদাত্মনি স্বার্থং সন্তং বিস্মৃত্য বৈ পুমান্।
বিচিত্রামসতি দ্বৈতে ঘোরামাপ্নোতি সংসৃতিম্ ॥২৮॥
জলং তদুদ্ভবৈশ্ছন্নং হিত্বাজ্ঞো জলকাম্যয়া। মৃগতৃষ্ণামুপাধাবেৎ তথান্যত্রার্থদৃক্ স্বতঃ ॥২৯॥
দেহাদিভির্দৈবতন্ত্রৈরাত্মনঃ সুখমীহতঃ। দুঃখাত্যয়ং চানীশস্য ক্রিয়ামোঘাঃ কৃতাঃ কৃতাঃ ॥৩০॥
আধ্যাত্মিকাদিভির্দুঃখৈরবিমুক্তস্য কর্হিচিৎ। মর্ত্ত্যস্য কৃচ্ছ্রোপনতৈরর্থৈঃ কামৈঃ ক্রিয়েত কিম্ ॥৩১॥
পশ্যামি ধনিনাং ক্লেশং লুব্ধানামজিতাত্মনাম্। ভয়াদলব্ধনিদ্রাণাং সর্ব্বতোঽভিবিশঙ্কিনাম্ ॥৩২॥
রাজতশ্চৌরতঃ শত্রোঃ স্বজনাৎ পশুপক্ষিতঃ। অর্থিভ্যঃ কালতঃ স্বস্মান্নিত্যং প্রাণার্থবদ্ভয়ম্ ॥৩৩॥
শোকমোহভয়ক্রোধ-রাগক্লৈব্যশ্রমাদয়ঃ। যন্মূলাঃ স্যুর্ণাং জহ্যাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থয়োর্বুধঃ ॥৩৪॥
মধুকারমহাসর্পৌ লোকেঽস্মিন্নো গুরূত্তমৌ। বৈরাগ্যং পরিতোষঞ্চ প্রাপ্তা যচ্ছিক্ষয়া বয়ম্ ॥৩৫॥
বিরাগঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ শিক্ষিতো মে মধুব্রতাৎ।
কৃচ্ছ্রাপ্তং মধুবদ্বিত্তং হত্বাপ্যন্যো হরেৎ পতিম্ ॥৩৬॥

হে রাজন্! জীবের স্বরূপই সুখ, যখন সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা নিবৃত্তি হয়, তখন আপনা হইতে ঐরূপ প্রকাশ পায়। আমি ভোগ সকলকে মনোরথ মাত্র অর্থাৎ অনিত্য বিবেচনা করিয়া নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়া আছি, এবং প্রারব্ধ মাত্র ভোগ করিয়া থাকি। ২৭

এইরূপে সুখাত্মকরূপ পুরুষার্থ নিজেতেই বিদ্যমান আছে, তাহা পুরুষ বিস্মৃত হইয়া দ্বৈত বস্তু না থাকিলেও ভীষণ অথচ বিচিত্র সংসার জীব প্রাপ্ত হয়। ২৮

যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি তৃণ শৈবাল দ্বারা আচ্ছন্ন কূপকে পরিত্যাগ করিয়া জলকামনায় মৃগতৃষ্ণিকার প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন পদার্থকে যে পুরুষার্থ বলিয়া দর্শন করে, সেই পুরুষও সংসার প্রাপ্ত হয়। ২৯

হে রাজন্! দৈবাধীন এই দেহাদি দ্বারা যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি ইচ্ছা করে, সেই অস্বতন্ত্র ব্যক্তির সকল ক্রিয়াই বিফল হইয়া থাকে। ৩০

কোন সময়ে আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ দ্বারা অবিমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা দুঃখিত মরণধর্ম্মা পুরুষের দুঃখার্জ্জিত অর্থ বা কাজ কি প্রয়োজন সাধন করিবে? ৩১

লুব্ধ, অজিতেন্দ্রিয় এবং চৌরাদির ভয়ে অলব্ধনিদ্র ও সর্ব্বদা সকল ব্যক্তি হইতে শঙ্কাকুলচিত্ত ধনীদিগেরও ক্লেশ আমি দেখিতেছি। ৩২

প্রাণবান্ ও অর্থবান্ লোকদিগের রাজা, চৌর, শত্রু, স্বজন, পশু, পক্ষী প্রভৃতি, যাচকগণ, কাল ও আপনা হইতে সর্ব্বদাই বিনাশভয় আছে। ৩৩

যন্মূলক শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, আসক্তি, ক্লীবতা ও শ্রমাদি হইয়া থাকে, পণ্ডিত ব্যক্তি সেই প্রাণ ও অর্থের স্পৃহা পরিত্যাগ করিবেন। ৩৪

হে রাজন্! এই লোকে মধুমক্ষিকা ও অজগর সর্প উত্তম গুরু, যাহাদের বৃত্তি পর্য্যালোচনা দ্বারা শিক্ষায় আমরা বৈরাগ্য ও পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ৩৫

মধুমক্ষিকার নিকট আমি সকল প্রকার কার্য্য বিষয়ে বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি, কারণ, অন্যান্য ব্যক্তিরা ধনস্বামীকে বধ করিয়া মধুকরের ন্যায় তাহার কৃচ্ছ্রলব্ধ বিত্ত হরণ করিয়া থাকে। ৩৬

অনীহঃ পরিতুষ্টাত্মা যদৃচ্ছোপনতাদহম্। নো চেচ্ছয়ে বহ্বহানি মহাহিরিব সত্ত্ববান্ ॥৩৭॥
ক্বচিদল্পং ক্বচিদ্ভূরি ভুঞ্জেঽন্নং স্বাদ্বস্বাদু বা। ক্বচিদ্ভূরিগুণোপেতং গুণহীনমুত ক্বচিৎ।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং ক্বাপি কদাচিন্মানবর্জিতম্। ভুঞ্জে ভুক্ত্বাথ কস্মিংশ্চিদ্দিবা নক্তং যদৃচ্ছয়া ॥৩৮॥
ক্ষৌমং দুকূলমজিনং চীরং বল্কলমেব বা। বসেঽন্যদপি সংপ্রাপ্তং দিষ্টভুক্ তুষ্টধীরহম্ ॥৩৯॥
ক্বচিচ্ছয়ে ধরোপস্থে তৃণপর্ণাশ্মভস্মসু। ক্বচিৎ প্রাসাদপর্য্যঙ্কে কশিপৌ বা পরেচ্ছয়া ॥৪০॥

ক্বচিৎ স্নাতোঽনুলিপ্তাঙ্গঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ।
রথেভাশ্বৈশ্চরে ক্বাপি দিগ্বাসা গ্রহবদ্বিভো ॥৪১॥
নাহং নিন্দে ন চ স্তৌমি স্বভাববিষমং জনম্।
এতেষাং শ্রেয় আশাসে উতৈকাত্ম্যং মহাত্মনি ॥৪২॥
বিকল্পং জুহুয়াচ্চিত্তৌ তাং মনস্যর্থবিভ্রমে।
মনো বৈকারিকে হুত্বা তং মায়ায়াং জুহোত্যনু ॥৪৩॥
আত্মানুভূতৌ তাং মায়াং জুহুয়াৎ সত্যদৃঙ্মুনিঃ।
ততো নিরীহো বিরমেৎ স্বানুভূত্যাত্মনি স্থিতঃ ॥৪৪॥

আমি নিশ্চেষ্ট যদৃচ্ছালাভে পরিতুষ্ট থাকি। যদি কদাচিৎ কিছু লাভ না হয়, তবে অজগরের ন্যায় ধৈর্য্যবান্ হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকি। ৩৭

আমি কদাচিৎ অল্প, কদাচিৎ প্রচুর, কখন সুস্বাদু, কখন বা বিস্বাদ অন্ন ভোজন করি। কোন স্থানে শ্রদ্ধা করিয়া কেহ অন্ন দেয়, তাহা ভোজন করি, কোথাও বা অপমান করিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দেয়, তাহাই ভক্ষণ করি, কোন দিন ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার ভোজন করি, কোন দিন বা রাত্রে যদৃচ্ছাক্রমে কিঞ্চিন্মাত্র যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষ্য লাভ হয়। কখন ক্ষৌম বস্ত্র, কখন দুকুল, কখন মৃগচর্ম্ম, কখন চীর, কখন বল্কল, কখন বা অন্য যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাই পরিধান করি, এইরূপে পরিতুষ্ট থাকিয়া সর্ব্বদা প্রারব্ধভোগ করিতেছি। ৩৮-৩৯

কখন ভূমিশয্যায় শয়ন করি, কখন বা তৃণ, পর্ণ, প্রস্তর অথবা ভস্মের উপর শুইয়া থাকি, কখন বা অন্যের ইচ্ছায় অট্টালিকামধ্যে পালঙ্কের উপরে উত্তম শয্যায় শয়ন করি। ৪০

কখন সুস্নাত অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া সুন্দর বসন পরিধান ও অলঙ্কার ধারণ ও মাল্য ধারণ করিয়া রথে কিম্বা হাতীতে অথবা অশ্বে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করি, কখন বা গ্রহের ন্যায় দিগম্বর হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকি। ৪১

হে রাজন্! স্বভাববশে বিষম জনকে আমি নিন্দাও করি না, স্তবও করি না, কেবল ইহাদের মঙ্গল কামনা করি, আর বিষ্ণুতে নিজের একাত্মতা অর্থাৎ ঐক্য প্রার্থনা করি। ৪২

(উক্তরূপ এইবার উপায় বলিতেছেন) হে রাজন্! ভেদগ্রাহক মনোবৃত্তিতে বিকল্পকে আহুতি দিবে, অর্থবিভ্রমযুক্তমনে তাদৃশ মনোবৃত্তিকে আহুতি দিবে, তাহার পর তাদৃশ মনকে বৈকারিক অহঙ্কারে হোম করিবে, তদনন্তর অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্ব দ্বারা মায়াতে আহুতি দিবে। ৪৩

সত্যদর্শী মুনি সেই মায়াকে আত্মানুভূতিতে আহুতি দিবেন, পরে নিরীহ ও আত্মাতে অবস্থিত হইয়া বিরত হইবেন। ৪৪

স্বাত্মবৃত্তং ময়েত্থং তে সুগুপ্তমপি বর্ণিতম্ ।
ব্যপেতং লোকশাস্ত্রাভ্যাং ভবান্ হি ভগবৎপরঃ ॥৪৫॥

শ্রীনারদ উবাচ ।
ধর্ম্মং পারমহংস্যং বৈ মুনেঃ শ্রুত্বাসুরেশ্বরঃ । পূজয়িত্বা ততঃ প্রীত আমন্ত্র্য প্রযযৌ গৃহম্ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে যতিধর্ম্মস্ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হে রাজন্! তুমি ভগবৎপ্রিয়, এই কারণে অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও এই প্রকার লোকব্যবহার ও শাস্ত্রের আপাততঃ দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ এই আত্মবৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম। ৪৫

নারদ বলিলেন, হে অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ অজগরব্রত মুনির নিকট উক্ত প্রকার পারমহংস্য ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ও তাঁহাকে পূজা করিয়া প্রীত হইলেন ও নিজগৃহে মুনির অনুমতিক্রমে গমন করিলেন। ৪৬

ইতি সপ্তম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

গৃহস্থ এতাং পদবীং বিধিনা যেন চাঞ্জসা। যায়াদ্দেবঋষে ব্রূহি মাদৃশো গৃহমূঢ়ধীঃ ॥১॥

শ্রীনারদ উবাচ।

গৃহেম্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ। বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্ ॥২॥

শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতারকথামৃতম্। শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ ॥ ৩ ॥

সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু। বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ ॥ ৪ ॥

যাবদর্থমুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ। বিরক্তো রক্তবত্তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ ॥৫॥

জ্ঞাতয়ঃ পিতরৌ পুত্রা ভ্রাতরঃ সুহৃদোঽপরে। যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তি চানুমোদেত নির্ম্মমঃ ॥৬॥

দিব্যং ভৌমঞ্চান্তরীক্ষং বিত্তমচ্যুতনির্ম্মিতম্। তৎ সর্ব্বমুপযুঞ্জান এতৎ কুর্য্যাৎ স্বতো বুধঃ ॥৭॥

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্। অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥৮॥

মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ্ খগমক্ষিকাঃ। আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ ॥৯॥

ঠির বলিলেন, হে দেবর্ষে! মাদৃশ গৃহাবদ্ধবুদ্ধি গৃহস্থ ব্যক্তি বাস্তবিক পক্ষে যে বিধি দ্বারা এই পদবী লাভ করিতে পারেন, আপনি আমাকে তাহা বলুন। ১

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি বাসুদেবে সমর্পণ পূর্ব্বক যথোচিত ক্রিয়া সকল করিবেন এবং সাক্ষাৎভাবে মহামুনিগণকে উপাসনা করিবেন। ২

যথাকালে শ্রদ্ধাশীল ও শান্ত-দান্ত জনগণে বেষ্টিত হইয়া ভগবানের অবতার-কথামৃত শ্রবণ করিবে। ৩

সেই সকল লোকের সঙ্গ করার জন্য ক্রমে আত্মা, জায়া, পুত্রাদিতে স্বয়ং স্নেহাদি বিযুজ্যমান-প্রায় হইয়া যাইবে, তখন সুপ্তোত্থিত পুরুষ যেমন স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় ঐ ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। ৪

পণ্ডিত ব্যক্তি যাবন্মাত্র প্রয়োজন, তাবন্মাত্র অর্থের সেবা করতঃ দেহে ও গৃহে, অন্তরে বিরক্ত ও বাহিরে অনুরক্তের ন্যায় থাকিয়া লোকসমাজে পুরুষকার আবিষ্কার করিবে। ৫

আর নিজে সর্ব্বত্র মমতারহিত থাকিয়া, জ্ঞাতি, পিতামাতা, পুত্র, ভ্রাতা ও সুহৃদ্গণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাহা বলেন এবং যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, সেই সকলের অনুমোদন করিবে। ৬

পণ্ডিত ব্যক্তি দিব্য অর্থাৎ বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা প্রাপ্ত ধান্যাদি, ভৌম—ভূমিখননে প্রাপ্ত খনিজাদি, অন্তরীক্ষ অর্থাৎ অকস্মাৎ প্রাপ্ত এবং স্বতোলব্ধ বস্তুমাত্রকেই ভগবানের দান মনে করিয়া ভোগ করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকল করিবে। ৭

যাবৎ পরিমিত ধনাদিতে উদর পূরণ হয়, দেহি-গণের তাবৎ পরিমিত দ্রব্যেই স্বত্ব, তাহার অধিকে নিজের স্বত্ব আছে বলিয়া যে মনে করে, সে দণ্ড পাইবার যোগ্য। ৮

(যে কোন প্রাণী গৃহে বা ক্ষেত্রে আগমন করিয়া শস্যাদি ভোজন করিলে নিবারণ করি না, এই কথা বলিতেছেন) মৃগ উষ্ট্র, গর্দ্দভ, বানর, ইন্দুর, সর্প, পক্ষী, মক্ষিকা ইহাদিগকে নিজের পুত্রের ন্যায় দেখিবে, ফলতঃ ইহাদের ও পুত্রাদির মধ্যে পার্থক্য কি পরিমাণ? ৯

ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি। যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্ ॥১০॥

আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্‌যথা।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহোযতঃ ॥১১॥
জহ্যাদ্‌যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্বা পিতরং গুরুম্।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্ যস্তেনহ্যজিতোজিতঃ ॥১২॥

কৃমিবিড়্‌ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্। ক্ব তদীয়রতির্ভার্য্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ ॥১৩॥
সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্‌বৃত্তিমাত্মনঃ। শেষে স্বত্বং ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ ॥১৪॥
দেবানৃষীন্ নৃভূতানি পিতৄনাত্মানমন্বহম্। স্ববৃত্ত্যা গতবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্ ॥১৫॥
যর্হ্যাত্মনোঽধিকারাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্যজ্ঞসম্পদঃ। বৈতানিকেন বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ ॥১৬॥
নহ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞভুক্। ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ ॥১৭॥
তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণদেবেষু মর্ত্ত্যাদিষু যথার্হতঃ। তৈস্তৈঃ কামৈর্যজস্বৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণাননু ॥১৮॥

গৃহস্থ ব্যক্তিও অতিশয় আয়াসে ত্রিবর্গের (ধর্ম্ম অর্থ কামের) সেবা করিবে না, যে দেশে যেকালে দৈবাধীন যাহা লাভ হয়, তাহারই সেবা করিবে। কুকুর, পতিত এবং চণ্ডালাদি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীকে যথাযোগ্য তাহাদের ভোগ্য বস্তু বিভাগ করিয়া দিবে, যেমন যে নিজের ভার্য্যাতে এ আমারই ভোগ্য, এইরূপ স্বত্ব জ্ঞান আছে, সেই একমাত্র ভার্য্যাকেও অতিথি উপস্থিত হইলে, নিজের শুশ্রূষা না করাইয়া অতিথি-পরিচর্য্যার নিমিত্ত নিয়োগ করিতে হয়। ১০-১১

হে রাজন্। যে ভার্য্যার নিমিত্ত নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত লোকে পরিত্যাগ করে এবং পিতা ও গুরুকে পর্য্যন্ত বধ করে, যিনি সেই ভার্য্যাতেও স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তিনিই অজিত ঈশ্বরকেও জয় করিয়াছেন।১২

যাহার পর্য্যবসান কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্ম সেই এই অতি তুচ্ছ শরীরই বা কোথায়? আর এই দেহের যাহাতে রতি হয়, সেই ভার্য্যাই বা কোথায়? আর যে আত্মা স্বীয় মহিমা দ্বারা গগনমণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করেন, সেই আত্মাই বা কোথায়? এইরূপ তত্ত্ব বিচার করিলে এই দেহ ও ভার্য্যা কোন পদার্থ বলিয়াই বোধ হইবে না। ১৩

হে রাজন্। গৃহস্থ দৈবলব্ধ অর্থ দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবে এবং পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অর্থ দ্বারা আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এইরূপে জীবিকা সম্পাদন করিয়া শেষ বিষয়ে যে পুরুষ স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তিনিই প্রাজ্ঞ এবং তিনি নিবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গের পথিক, মহাজনের পদবী প্রাপ্ত হয়েন। ১৪

দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, ভূতবর্গ, পিতৃগণ, এবং আত্মা—ইঁহারা পঞ্চযজ্ঞের দেবতা, ইঁহাদিগকে নিজের বিত্ত দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে, ইঁহাদের পূজার অন্তর্য্যামী পুরুষ পূজিত হয়েন, যখন আত্মাধিকার প্রভৃতি সমস্ত সম্পদ্ উপস্থিত হয়, তখন বৈতানিক বিধি অনু-সারে অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ১৫-১৬

হে রাজন্! সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা ভগবান্ হরি ব্রাহ্মণ-মুখে হুত ঘৃত দ্বারা যেরূপ তৃপ্ত হয়েন, অগ্নিমুখে হুত হবির দ্বারা সেরূপ তৃপ্তি তাঁহার হয় না। ১৭

অতএব ব্রাহ্মণ, দেব, মানব প্রভৃতিতে তত্তৎ কামনা করিয়া যথাযোগ্য ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার যজ্ঞ করিবে, ব্রাহ্মণগণের পর অন্যান্য জীবে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার অর্চ্চনা করিও। ১৮

কুর্য্যাদপরপক্ষীয়ং মাসি প্রৌষ্ঠপদে দ্বিজঃ। শ্রাদ্ধং পিত্রোর্যথাবিত্তং তদ্বন্ধূনাঞ্চ বিত্তবান্ ॥১৯॥
অয়নে বিষুবে কুর্য্যাদ্ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে। চন্দ্রাদিত্যোপরাগে চ দ্বাদশ্যাং শ্রবণেষু চ ॥২০॥
তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে নবম্যামথ কার্ত্তিকে। চতসৃষ্বপ্যষ্টকাসু হেমন্তে শিশিরে তথা ॥২১॥
মাঘে চ সিতসপ্তম্যাং মঘারাকাসমাগমে। রাকয়া চানুমত্যা চ মাসর্ক্ষাণি যুতান্যপি ॥২২॥
দ্বাদশ্যামনুরাধা স্যাচ্ছ্রবণস্তিস্র উত্তরাঃ। তিসৃষ্বেকাদশী বাসু জন্মর্ক্ষ শ্রোণযোগযুক্ ॥২৩॥
ত এতে শ্রেয়সঃ কালা নৃণাং শ্রেয়োবিবর্দ্ধনাঃ।
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মনৈতেষু শ্রেয়োঽমোঘং তদায়ুষঃ ॥২৪॥
এষু স্নানং জপো হোমো ব্রতং দেবদ্বিজার্চ্চনম্। পিতৃদেবনৃভূতেভ্যো যদ্দত্তং তদ্ধ্যনশ্বরম্ ॥২৫॥
সংস্কারকালো জায়ায়া অপত্যস্যাত্মনস্তথা। প্রেতসংস্থা মৃতাহশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যুদয়ে নৃপ ॥২৬॥
অথ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাদিশ্রেয়-আবহান্।
স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে ॥২৭॥
বিম্বং ভগবতো যত্র সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্। যত্র হ ব্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতম্ ॥২৮॥

বিত্তবান্ ব্রাহ্মণ, আপনার বিভবানুসারে পিতা-মাতা এবং তদ্বন্ধুগণের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় শ্রাদ্ধ করিবে, এবং অয়নদ্বয়ে, বিষুবদ্বয়ে, ব্যতীপাতে, ত্র্যহস্পর্শে, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে, দ্বাদশী তিথিতে ও শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবে, অক্ষয় তৃতীয়া, কার্ত্তিক মাসের শুক্লানবমী, এবং হেমন্ত ও শিশিরে অর্থাৎ অগ্রহায়ণাদি চারি মাসের চারি অষ্টকায় শ্রাদ্ধ করিবে। ১৯-২১

এবং মাঘের শুক্লা সপ্তমীতে, মঘানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায়, এবং যে যে নক্ষত্র হইতে মাসের নাম হয়, সেই সকল নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায় বা চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। ২২

যখন দ্বাদশী তিথিতে অনুরাধা নক্ষত্র কিম্বা শ্রবণা ও উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র যুক্ত হয়, অথবা উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর-ভাদ্রপদযুক্ত একাদশী তিথি হয়, কিম্বা জন্মনক্ষত্রে ও শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এই সকল কাল মানবগণের শ্রেয়োবর্দ্ধক, অতএব এই সকল সময়ে সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রেয়স্কর সমস্ত কার্য্যই করিবে, এই সকল সময়ে ধর্ম্ম কার্য্য করিলে আয়ুর সাফল্য হয়। ২৩-২৪

এই সকল সময়ে স্নান, জপ, হোম, ব্রত, দেব-ব্রাহ্মণার্চ্চন, এবং পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য ও অন্য প্রাণীদিগকে যাহা দেওয়া যায়, এই সকল অনশ্বর অর্থাৎ অক্ষয়। ২৫

ভার্য্যার পুংসবনাদি সংস্কারকালে, এবং পুত্র-কন্যাদিগের জাতকর্ম্মাদি সময়ে এবং আপনার যজ্ঞ-দীক্ষাদি সময়ে, প্রেতের দাহাদিতে, মৃতাহে এবং অন্যান্য আভ্যুদয়িক কার্য্যে শ্রেয়োজনক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবে। ২৬

অতঃপর যে সকল দেশধর্ম্মাদি শ্রেয়োজনক, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; সেইটিই পুণ্যতম দেশ যেস্থানে সৎপাত্র লাভ করা যায়, ভগবানের এই সকল চরাচর বিশ্বরূপ প্রতিবিম্ব যে সৎপাত্রে বিদ্যমান। ২৭

যেস্থানে তপস্যা, বিদ্যা ও দয়াযুক্ত ব্রাহ্মণকুল বাস করেন, আর যেস্থানে ভগবান্ হরির প্রতিমা বিদ্যমান, সেই সকল দেশ মঙ্গলের আলয়। ২৮

যত্র যত্র হরেরর্চ্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্। যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ ॥২৯॥
সরাংসি পুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত। কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ প্রয়াগঃ পুলহাশ্রমঃ ॥৩০॥
নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোঽথ কুশস্থলী। বারাণসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা ॥৩১॥
নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতারামাশ্রমাদয়ঃ। সর্ব্বে কুলাচলা রাজন্ মহেন্দ্রমলয়াদয়ঃ ॥৩২॥
এতে পুণ্যতমা দেশা হরেরর্চ্চাশ্রিতাশ্চ যে। এতান্ দেশান্ নিষেবেত শ্রেয়স্কামোহ্যভীক্ষ্ণশঃ।
ধর্ম্মো হ্যত্রেহিতঃ পুংসাং সহস্রাধিফলোদয়ঃ ॥৩৩॥
পাত্রং তত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ। হরিরেবৈক উর্ব্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥৩৪॥
দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু। রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ ॥৩৫॥
জীবরাশিভিরাকীর্ণ অণ্ডকোষাঙ্ঘ্রিপো মহান্। তন্মূলত্বাদচ্যুতেজ্যা সর্ব্বজীবাত্মতর্পণম্ ॥৩৬॥
পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ। শেতে জীবেন রূপেণ পরেষু পুরুষো হ্যসৌ ॥৩৭॥
তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে। তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে ॥৩৮॥

যেস্থানে পুরাণ সকলে বিশ্রুত গঙ্গাদি নদী সকল এবং যেস্থানে পুষ্করাদি সরোবর সকল, এবং যেস্থান উত্তম জন কর্ত্তৃক আশ্রিত, সেই সকল স্থান। ২৯

আর কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গুনদী, সেতুবন্ধ, প্রভাস ও দ্বারকা, বারাণসী, মথুরা, পম্পা, বিন্দুসরোবর, নারায়ণাশ্রম (বদরিকাশ্রম), নন্দা, (অলকানন্দা) এবং সীতা ও রামের আশ্রম প্রভৃতি স্থান সকল। ৩০-৩১

হে রাজন্! মহেন্দ্র-মলয় প্রভৃতি কুলাচল সকল, ইহারা এবং যেস্থানে ভগবান্ হরির বিগ্রহ আছে, সেই পুণ্যতম দেশ জানিবে। ৩২

হে রাজন্! শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি নিরন্তর এই সকল স্থান বাসের জন্য আশ্রয় করিবে, এবং মানব এই সকল স্থানে ধর্ম্ম আচরণ করিলে সহস্রগুণ অধিক ফল লাভ করে। ৩৩

হে মহীপতে! পাত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ চরাচর বিশ্বময় একমাত্র হরিকেই পাত্র বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন। ৩৪

হে রাজন্! রাজসূয় যজ্ঞে পূজার যোগ্য দেবতা ও ঋষিরা বিদ্যমান থাকিতে, এবং ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি মহর্ষিগণ উপস্থিত থাকিতে অগ্রে কাহার পূজা করা যায়, এই সন্দেহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই তুমি অগ্রপূজ্য বলিয়া পাত্ররূপে নিশ্চয় করিয়াছ। ৩৫

হে রাজন্! জীবসমূহে ব্যাপ্ত এই ব্রহ্মাণ্ডকোষ-রূপে মহাবৃক্ষের মূল সেই ভগবান্ অচ্যুত, অতএব তাঁহার পূজায় সকল জীবের ও আপনার তৃপ্তি হয়। ৩৬

হে রাজন্! মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ঋষি, দেবতা-রূপ পুর (শরীর) সকল ইনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজে জীবরূপে সেই সকল পুরে শয়ন করিয়া আছেন, এই কারণে তিনি পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৩৭

সেই সকল পুরমধ্যে ভগবান্ তারতম্যক্রমে বর্ত্তমান আছেন, অর্থাৎ পশু-পক্ষী অপেক্ষা মনুষ্যে, তদপেক্ষায় ঋষি ও দেবতায় অধিকরূপে আছেন, এই কারণে পুরুষই পাত্র, তন্মধ্যেও যাহাতে যত অংশ তপস্যাদি দ্বারা অধিক বলিয়া জানা যায়, সেই পুরুষই তত অধিক পাত্র হয়েন। ৩৮

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥৩৯॥

ততোঽর্চ্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধায় সপর্য্যয়া। উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্ ॥৪০॥

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ। তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্ ॥৪১॥

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ। পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সদাচারনির্ণয়ে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হে রাজন্! ঐ সকল মনুষ্যগণের পরস্পর অসম্মান করণে বুদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া কবিগণ ত্রেতাযুগে উপাসনার নিমিত্ত ভগবানের প্রতিমা সৃষ্টি করেন। ৩৯

হে নৃপ! তাহার পর কতগুলি লোক প্রতিমাতে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা দ্বারা উপাসনা করিতে লাগিল, কিন্তু যাহারা পুরুষদ্বেষী, তাহাদের প্রতিমাপূজায় অভীষ্ট ফল লাভ হয় না, অতএব পুরুষ সকলের প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমা-পূজা করিলেই মন্দাধিকার ফল লাভ হয়। ৪০

হে রাজেন্দ্র! সেই পুরুষগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকেই সৎপাত্র বলিয়া লোকে জানে; কারণ, তাঁহারা তপস্যা বিদ্যা ও তুষ্টি দ্বারা ভগবান্ হরির মূর্ত্তি বেদকে ধারণ করেন। ৪১

হে রাজন্! সেই ব্রাহ্মণগণ পদধূলি দ্বারা ত্রিলোককে পবিত্র করেন, জগদাত্মা এই শ্রীকৃষ্ণের সেই ব্রাহ্মণেরা পরমদৈবত অর্থাৎ আরাধ্য, সুতরাং সেই ব্রাহ্মণগণ যে সৎপাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৪২

ইতি সপ্তম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে।
স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে কেচন জ্ঞানযোগয়োঃ ॥১॥

জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা। দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ ॥২॥
দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা। ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি শ্রাদ্ধে কুর্য্যান্নবিস্তরম্ ॥৩॥
দেশকালোচিতশ্রদ্ধাদ্রব্যপাত্রার্হণানি চ। সম্যগ্‌ভবন্তি নৈতানি বিস্তরাৎ স্বজনার্পণাৎ ॥৪॥
দেশে কালে চ সংপ্রাপ্তে মুন্যন্নং হরিদৈবতম্। শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পাত্রে ন্যস্তং কামধুগক্ষয়ম্ ॥৫॥
দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্য আত্মনে স্বজনায় চ। অন্নং সংবিভজন্ পশ্যেৎ সর্ব্বং তৎপুরুষাত্মকম্ ॥৬॥
ন দদ্যাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাদ্যাদ্ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ। মুন্যন্নৈঃ স্যাৎ পরা প্রীতির্যথা ন পশুহিংসয়া ॥৭॥
নৈতাদৃশঃ পরো ধর্ম্মো নৃণাং সদ্ধর্ম্মমিচ্ছতাম্। ন্যাসো দণ্ডস্য ভূতেষু মনোবাক্‌কায়জস্য যঃ ॥৮॥
এতকে কর্ম্মময়ান্ যজ্ঞান্ জ্ঞানিনো যজ্ঞবিত্তমাঃ। আত্মসংযমনেঽনীহা জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥৯॥

নারদ বলিলেন, হে রাজন্! কতকগুলি ব্রাহ্মণ কর্ম্মনিষ্ঠ, এবং কতক ব্রাহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, অপর ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠে নিরত, অন্য বিপ্রগণ বেদব্যাখ্যায় নিরত, অপর ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠ। ১

যে ব্যক্তি দানের অনন্ত ফল ইচ্ছা করেন, তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ বিপ্রকে কব্য (পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে দেয় দ্রব্য) এবং হব্য (দেবগণের উদ্দেশ্যে দেয় দ্রব্য) দান করিবেন, যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তবে যোগ্যতানুসারে অপর ব্রাহ্মণকে দিবেন। ২

দৈবে দুইটি ব্রাহ্মণ এবং পিতৃপক্ষে তিনটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে অথবা উভয় পক্ষেই এক একটি করিয়া মোট দুইটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিও উক্ত সংখ্যক ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইবে, শ্রাদ্ধে বিস্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে না। ৩

হে রাজন্! স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া তদনুরোধে বিস্তর ব্রাহ্মণ বলিলে দেশ-কালের অনুরূপ শ্রদ্ধা, দ্রব্য, সৎপাত্র এবং অর্চ্চন এ সকল প্রায় উত্তম হইতে পারে না। উপযুক্ত দেশ, কাল, প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুদৈবত মুন্যন্ন (নীবার ধান্যাদি) যদি শ্রদ্ধাসহকারে বিধিবৎ সৎপাত্রে দেওয়া যায়, তবে ঐ দান কাম-ফলদায়ক ও অক্ষয় হয়। ৪-৫

দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, প্রাণী সকল, আত্মা ও আত্মীয়গণকে যথাযোগ্য অন্ন বিভাগ করিয়া দিবে এবং সর্ব্বভূতকে ঈশ্বররূপে দর্শন করিবে। ৬

শ্রাদ্ধে আমিষ (মৎস্য-মাংসাদি) প্রদান করিবে না, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির উহা ভোজন করাও কর্ত্তব্য নহে। কারণ, নীবারাদি দ্বারা যেরূপ প্রীতি হয়, পশুহিংসায় সেরূপ হইতে পারে না। ৭

সদ্ধর্ম্মাভিলাষী মানবগণের পক্ষে সর্ব্বভূতে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা দণ্ড পরিত্যাগ করার মত ধর্ম্ম আর নাই। যজ্ঞাভিজ্ঞ নিশ্চেষ্ট জ্ঞানিগণ জ্ঞানদীপ্ত আত্মসংযম রূপ অগ্নিতে কর্ম্মময় যজ্ঞ সকল হোম করিয়া থাকেন। ৮-৯

বিবৃতি—উত্তমাধিকারিগণ দোষবহুল হিংসাপ্রধান কর্ম্মময় যজ্ঞ সকল করেন না, তাঁহারা জ্ঞানতৃপ্ত ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল, সুতরাং বাহ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ৯

দ্রব্যযজ্ঞৈর্যক্ষ্যমাণং দৃষ্ট্বা ভূতানি বিভ্যতি। এষ মাঽকরুণোহন্যাদতজ্জ্ঞোহ্যসুতৃপ্ ধ্রুবম্ ॥১০॥
তস্মাদ্দৈবোপপন্নেন মুন্যন্নেনাপি ধর্ম্মবিৎ। সন্তুষ্টোঽহরহঃকুর্য্যান্নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥১১॥
বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ। অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ ॥১২॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ। উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ ॥১৩॥

যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসোহ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে ॥১৪॥

ধর্ম্মার্থমপি নেহেত যাত্রার্থং বাঽধনো ধনম্। অনীহানীহমানস্য মহাহেরিব বৃত্তিদা ॥ ১৫ ॥
সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্। কুতস্তৎকামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ ॥১৬॥
সদা সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ শিবময়া দিশঃ। শর্করাকণ্টকাদিভ্যো যথোপানৎপদঃ শিবম্ ॥১৭॥
সন্তুষ্টঃ কেন বা রাজন্ ন বর্ত্তেতাপি বারিণা। ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যকার্পণ্যাদ্গৃহপালায়তে জনঃ ॥১৮॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি দ্রব্যযজ্ঞ দ্বারা যজন করেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণিসকল ভয় পাইয়া থাকে, তাহারা মনে করে, এ ব্যক্তি আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ কেবল প্রাণের তৃপ্তিকারী, ইহার করুণা নাই, সুতরাং এ ব্যক্তি যে আমাদিগকে বধ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০

অতএব ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবাধীনলব্ধ মুন্যন্ন (নীবারাদি) দ্বারা অহরহঃ নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিবে। ১১

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম ও ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম এবং ছলধর্ম্ম এই পাঁচটিকে অধর্ম্মের ন্যায় ত্যাগ করিবেন। ১২

স্বধর্ম্মের বাধার নাম বিধর্ম্ম, অন্যের উপরি অন্যের ধর্ম্মকে পরধর্ম্ম বলে, পাষণ্ড ধর্ম্মকে অথবা দম্ভকে উপধর্ম্ম বলে, যাহা শব্দমাত্রে ধর্ম্ম নাম ধারণ করে, তাহার নাম ছলধর্ম্ম। ১৩

পুরুষগণ স্বেচ্ছায় যে ধর্ম্ম করেন, উহাকে আভাস ধর্ম্ম বলে; কারণ, উহা আশ্রমধর্ম্ম হইতে পৃথক্, স্বভাববিহিত ধর্ম্মপ্রশান্তির নিমিত্ত কাহার না অভীপ্সিত হয়? অতএব স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, ধর্ম্মবাহুল্যের জন্য পরধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে না। ১৪

অধন ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ অথবা দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ ধন ইচ্ছা করিবেন না, যে ব্যক্তি ধনচেষ্টাশূন্য, নিশ্চয়ই তাহার সেই চেষ্টাহীনতা মহাসর্পের ন্যায় জীবিকা প্রদান করে। ১৫

সন্তুষ্ট আত্মারাম ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে তাহার অন্তঃকরণে যে সুখ হয়, কাম-লোভে অর্থ-চেষ্টায় দশদিকে ধাবমান লোকের সে সুখ কোথায়? ১৬

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, তাহার পক্ষে সকলদিক্ সর্ব্বদাই মঙ্গলময়, যেমন যে ব্যক্তির চরণে পাদুকা থাকে, তাহার শর্করা (কাঁকর), কণ্টক প্রভৃতি হইতেও কল্যাণ হইয়া থাকে। ১৭

হে রাজন্! সন্তুষ্ট ব্যক্তি কোনরূপে জল দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তির মনঃ অসন্তুষ্ট, সে উপস্থ জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী, সুতরাং কুকুরের তুল্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। ১৮

বিবৃতি—ছলধর্ম্মের দৃষ্টান্ত—যেমন গোদান করা ধর্ম্ম, পরন্তু মুমূর্ষু বা রুগ্ন বা নিরিন্দ্রিয় গো-দানকে ছলধর্ম্ম বলা যায়, অথবা দশবার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, ইহার দশের ন্যূন অর্থ গ্রহণ করাও ছলধর্ম্ম। ১৩

অসন্তুষ্টস্য বিপ্রস্য তেজো বিদ্যা তপো যশঃ। স্রবন্তীন্দ্রিয়লৌল্যেন জ্ঞানঞ্চৈবাবকীর্য্যতে ॥১৯॥
কামস্যান্তং হি ক্ষুতৃড়্‌ভ্যাং ক্রোধস্যৈতৎফলোদয়াৎ।
জনো যাতি ন লোভস্য জিত্বা ভুক্ত্বা দিশো ভুবঃ ॥২০॥
পণ্ডিতা বহবো রাজন্ বহুজ্ঞাঃ সংশয়চ্ছিদঃ। সদসস্পতয়োঽপ্যেকে অসন্তোষাৎ পতন্ত্যধঃ ॥২১॥
অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ ॥২২॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥২৩॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা। আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥২৪॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ। এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥২৫॥
যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ৬॥

অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয়চালনা নিবন্ধন তেজঃ, বিদ্যা, তপস্যা, যশঃ সকলই বিগলিত হইয়া যায়, আর জ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া পড়ে। ১৯

হে রাজন্! ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা লোক কামের অন্ত পাইতে পারে, এবং ক্রোধের ফল যে হিংসা, তাহার নিষ্পত্তি হইতে ক্রোধেরও অন্ত হইতে পারে, কিন্তু সকলদিক্ জয় এবং সমুদায় পৃথ্বী ভোগ করিয়াও কোন ব্যক্তি লোভের অন্ত পাইতে পারে না। ২০

হে রাজন্! বহুজ্ঞ এবং সংশয়চ্ছেত্তা বহু বহু পণ্ডিত এবং সভাপতি বলিয়া গণ্য অনেক মহাজন, অসন্তোষের জন্য অধঃপতিত হইয়াছেন। ২১

(কামাদি জয়ের উপায় বলিতেছেন) সংকল্প পরিত্যাগ দ্বারা কাম জয় করিবে, কামের বিসর্জ্জন দ্বারা ক্রোধকে নিবারণ করিবে, অর্থে অনর্থ দর্শন দ্বারা লোভ জয় করিবে, আর তত্ত্বালোচনা দ্বারা অর্থাৎ প্রারব্ধ অবশ্যই ভোক্তব্য অথবা অদ্বৈতানুসন্ধান দ্বারা ভয়কে জয় করিবে। ২২

আত্মানাত্ম-বিবেক দ্বারা শোক ও মোহকে দূর করিবে, মহদ্ব্যক্তির সেবা দ্বারা দম্ভকে জয় করিবে, এবং মৌনাবলম্বন দ্বারা যোগের প্রতিবন্ধক লোকবার্ত্তাদি পরিত্যাগ করিবে, আর কামাদি বিষয়ে চেষ্টা পরিত্যাগ দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে। ২৩

ভূতাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে কৃপা দ্বারা জয় করিবে, অর্থাৎ যে সকল প্রাণী হইতে ভয়াদি জন্মে, তাহাদের হিতাচরণ করিয়া তজ্জন্য দুঃখ নিবারণ করিবে, দৈবোপসর্গ জন্য বৃথা মনঃপীড়াদি দুঃখকে সমাধি দ্বারা পরিত্যাগ করিবে, আর আত্মতুল্য দুঃখকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দুঃখকে যোগবলে পরাভূত করিবে, আর নিদ্রাকে সত্ত্বগুণের সেবা দ্বারা দূর করিবে। ২৪

সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে জয় করিবে এবং সেই সত্ত্বগুণকে উপশম দ্বারা জয় করিবে, হে রাজন্! গুরুভক্তি দ্বারা পুরুষ ঐ সমুদায়কে অনায়াসে ও যথার্থরূপে জয় করিতে সমর্থ হয়। ২৫

হে রাজন্! সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতীক জ্ঞানদাতা গুরুর প্রতি—যাহার ইনি মানব, এইরূপ অসদ্বুদ্ধি থাকে, তাহার সকল ক্রিয়া হস্তিস্নানের ন্যায় বিফল। ২৬

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ। যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্ ॥২৭॥
ষড়্‌বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্ব্বা নিয়মচোদনাঃ। তদন্তা যদি নো যোগা নাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ ॥২৮॥
যথা বার্ত্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রতি। অনর্থায় ভবেয়ুঃ স্ম পূর্ত্তমিষ্টং তথাসতঃ ॥২৯॥
যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ। একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভৈক্ষ্যমিতাশনঃ ॥৩০॥
দেশে শুচৌ সমে রাজন্ সংস্থাপ্যাসনমাত্মনঃ। স্থিরং সুখং সমং তস্মিন্নাসীতর্জ্জ্বঙ্গ ওমিতি ॥৩১॥
প্রাণাপানৌ সংনিরুন্ধ্যাৎ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ। যাবন্মনস্ত্যজেৎ কামান্ স্বনাসাগ্রনিরীক্ষণঃ ॥৩২॥
যতো যতো নিঃসরতি মনঃ কামহতং ভ্রমৎ। ততস্তত উপাহৃত্য হৃদি রুন্ধ্যাচ্ছনৈর্বুধঃ ॥৩৩॥
এবমভ্যস্যতশ্চিত্তং কালেনাল্পীয়সা যতেঃ। অনিশং তস্য নির্ব্বাণং যাত্যনিন্ধনবহ্নিবৎ ॥৩৪॥
কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিলবৃত্তি যৎ। চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ ॥৩৫॥

হে যুধিষ্ঠির! ঐ ব্যক্তিই সাক্ষাৎ ভগবান্, ইনিই প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর এবং যোগেশ্বরগণ ইঁহারই চরণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, লোকেরা যে ইঁহাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, তাহা তাহাদের ভ্রান্তি মাত্র। ২৭

হে রাজন্! ইষ্টাপূর্ত্তাদি যত বিধি আছে, উহা কেবল ষড়বর্গের অর্থাৎ ষড়েন্দ্রিয়ের সংযমের জন্য জানিবে; সকল বিধিই ষড়বর্গসংযমপর, কিন্তু ঐ সকল বিধি ষড়বর্গসংযমপর হইয়াও যদি যোগ অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা সমাধি ইত্যাদি সাধন করিতে না পারে, তবে তাহা দ্বারা কামাদির বেগ জয় করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইবে। নতুবা শাস্ত্র সকল বিফল হইয়া যায়। ২৮

হে রাজন্! যেমন কৃষ্যাদি বিষয়, যোগের ফল মোক্ষকে সাধন করে না, প্রত্যুত সংসারের নিমিত্ত হয়, সেইরূপ অসৎ বহির্ম্মুখ প্রবৃত্ত ব্যক্তির ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম মোক্ষসাধক হইতে পারে না, বরং সংসারসাধকই হইয়া থাকে। ২৯

(যোগনিরত ব্যক্তিরও কুটুম্বাদি সঙ্গ জন্য চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছেন) যে ব্যক্তি চিত্ত জয় করিতে যত্নবান, তিনি নিঃসঙ্গ ও অপরিগ্রহ সন্ন্যাসী হইবেন এবং একাকী হইয়া নির্জ্জনে বাস করিবেন ও ভিক্ষালব্ধ পরিমিত অন্ন আহার করিবেন। ৩০

হে রাজন্! পবিত্র অথচ সম প্রদেশে স্থির সুখকর এবং সম আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিবেন ও 'ওম্' এই শব্দ উচ্চারণ করিবেন, আর পূরক কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণ ও অপানবায়ুকে নিরুদ্ধ করিবেন এবং নিজের নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিবেন, যে পর্য্যন্ত মন কামনা সকল পরিত্যাগ না করে, তাবৎ এই প্রাণায়াম করিবেন। আর কামাহত ভ্রমণশীল মন যে যে স্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়, সেই সেই স্থান হইতে তাহাকে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে হৃদয়মধ্যে তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবেন। ৩১-৩৩

হে রাজন্! এইরূপ নিরন্তর অভ্যাসপরায়ণ যতির অতি অল্পকালমধ্যেই চিত্ত কাষ্ঠশূন্য বহ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ অর্থাৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। ৩৪

যে চিত্ত কামাদির দ্বারা ক্ষুব্ধ হয় না এবং যাহা হইতে সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি তিরোহিত হইয়াছে, অতএব সেই চিত্ত ব্রহ্মসুখ স্পর্শ করিয়াছে, এই কারণে সে আর উত্থিত অর্থাৎ কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না। ৩৫

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ ॥৩৬॥
যৈঃ স্বদেহঃ স্মৃতোঽনাত্মামর্ত্ত্যো বিট্ক্রিমিভস্মবৎ।
ত এনমাত্মসাৎকৃত্বা শ্লাঘয়ন্তি হ্যসত্তমাঃ ॥৩৭॥

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি। তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা ॥৩৮॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ। দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া ॥ ৩৯ ॥
আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পট ॥৪০॥

আহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি হয়ানভীষূন্ মন ইন্দ্রিয়েশম্।
বর্ত্মানি মাত্রা ধিষণঞ্চ সূতং সত্ত্বং বৃহদ্বন্ধুরমীশসৃষ্টম্ ॥৪১॥
অক্ষং দশপ্রাণমধর্ম্মধর্ম্মৌ চক্রেঽভিমানং রথিনঞ্চ জীবম্।
ধনুর্হি তস্য প্রণবং পঠন্তি শরন্তু জীবং পরমেব লক্ষ্যম্ ॥৪২॥

যে ভিক্ষু-ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের আবপন ক্ষেত্র গৃহাশ্রম হইতে পূর্ব্বে প্রব্রজিত হইয়া পরে পুনর্ব্বার যদি সেই ত্রিবর্গের সেবা করে, তবে সে বান্তাশী অর্থাৎ বমন করিয়া তাহার ভক্ষণকারী এবং অতিশয় নির্লজ্জ। ৩৬

(সন্ন্যাসগ্রহণের পর পুনর্ব্বার গৃহী হওয়া অসম্ভব নহে, এই কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! যে ব্যক্তি নিজ দেহকে অনাত্মা ও মরণধর্ম্মশীল বিবেচনা করিয়া বিষ্ঠা ক্রিমি অথবা ভস্ম তুল্য চিন্তা করে, তাহারাই পুনর্ব্বার ঐ দেহকে আত্মা বোধ করিয়া থাকে ; কারণ, উহারা অতিশয় অসৎ। ৩৭

হে রাজন্! যে গৃহস্থ ক্রিয়া ত্যাগ করে এবং যে ব্রহ্মচারী ব্রত ত্যাগ করে এবং যে তপস্বী গ্রামে বাস করে ও যে ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য থাকে, ইহারা সকলে আশ্রমাপসদ ও আশ্রমসকলের বিড়ম্বনাকারী, উহারা দৈবমায়াবিমূঢ় অতএব দয়া করিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে। ৩৮-৩৯

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়চাপল্যে কি দোষ? এই প্রশ্নে বলিতেছেন, জ্ঞান দ্বারা যাহার সমস্ত বাসনা নিরস্ত হইয়াছে, অতএব যিনি পরব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কি অভিলাষ করিয়া কিসের জন্য লোলুপ হইয়া দেহ পোষণ করিবেন? অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কোনরূপে ইন্দ্রিয়চাপল্য সম্ভবপর নহে। ৪০

হে রাজন্! পণ্ডিতগণ এই দেহকে রথ, ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব, ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর মনকে রশ্মি (লাগাম), শব্দাদি বিষয় সকলকে বর্ত্ম—গন্তব্য দেশ—বুদ্ধিকে সারথি এবং চিত্তকে ঈশ্বরসৃষ্ট বন্ধন বলিয়া থাকেন। ৪১

দশবিধ বায়ুকে রথের অক্ষ (আল), ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে চক্র, অহঙ্কার সহিত বর্ত্তমান জীবকে রথী পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন। প্রণব ঐ রথীর ধনুঃ, শুদ্ধ জীব তাহার শর, পরব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য, অর্থাৎ যেমন ধনুর দ্বারা শর লক্ষ্যে পাতিত হয়, সেইরূপ প্রণব কর্ত্তৃক জীব ব্রহ্মে নিপাতিত হয়েন। ৪২

বিবৃতি—প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান ও নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই দশটি প্রাণ বা দশবিধ বায়ু।৪২

রাগো দ্বেষশ্চ লোভশ্চ শোকমোহৌ ভয়ং মদঃ।
মানোঽবমানোঽসূয়া চ মায়া হিংসা চ মৎসরঃ॥৪৩॥
রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুন্নিদ্রা শত্রবস্ত্বেবমাদয়ঃ। রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ কচিৎ॥৪৪॥
যাবন্নৃকায়রথমাত্মবশোপকল্পং ধত্তে গরিষ্ঠচরণার্চ্চনয়া নিশাতম্।
জ্ঞানাসিমচ্যুতবলো দধদস্তশত্রুঃ স্বানন্দতুষ্ট উপশান্ত ইদং বিজহ্যাৎ॥৪৫॥
নোচেৎ প্রমত্তমসদিন্দ্রিয়বাজিসূতা নীত্বোৎপথং বিষয়দস্যুষু নিঃক্ষিপন্তি।
তে দস্যবঃ সহয়সূতমমুং তমোঽন্ধে সংসারকূপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপন্তি॥৪৬॥
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
আবর্ত্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্॥৪৭॥
হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্।
দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্মাস্যং পশুঃ সুতঃ॥৪৮॥
এতদিষ্টং প্রবৃত্তাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ। পূর্ত্তং সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদিলক্ষণম্॥৪৯॥

হে রাজন্! রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অবমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য্য, অভিনিবেশ, অনবধানতা, ক্ষুধা, নিদ্রা এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয় সকল জীবের শত্রু, তাহারা কোথাও রজঃ-তমঃপ্রকৃতি হয়, কোথাও বা সত্ত্বপ্রকৃতি হইয়া থাকে; পরন্তু সত্ত্বপ্রকৃতি হইলেও আরূঢ়-সমাধি যতির পক্ষে পরোপকারাদি প্রবৃত্তি শত্রু, অতএব ঐ সকলকে জয় করা কর্ত্তব্য। ৪৩-৪৪

হে যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রিয় সকল এই মানব-দেহরূপ রথের উপকরণ, ঐ সকলকে আত্ম-বশবর্ত্তী করিয়া যাবৎ এই রথদেহ ধারণ করে, তাবৎ পর্য্যন্ত বরিষ্ঠ গুরুগণের চরণসেবা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত জ্ঞানরূপ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক ভগবান্ অচ্যুতকে আশ্রয় করিয়া উপশান্ত হইবে। পরে আনন্দানুভবে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ রথাদিকে উপেক্ষা করিবে। ৪৫

হে রাজন্! ভগবান্ অচ্যুতকে আশ্রয় না করিলে অসৎ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ ও সারথি সেই প্রমত্ত ব্যক্তিকে উৎপথে প্রবৃত্তিমার্গে লইয়া গিয়া বিষয় নামক দস্যুগণমধ্যে নিক্ষেপ করে। তাহার পর সেই দস্যুগণ অশ্ব ও সারথি সহ সেই ব্যক্তিকে অন্ধকারময় সংসারকূপে যে স্থানে গুরুতর মৃত্যুভয়, তথায় ফেলিয়া দিবে। ৪৬

বেদোক্ত কর্ম্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত, প্রবৃত্ত কর্ম্ম করিলে তাহার দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয়, নিবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অমৃত মুক্তি ভোগ করে। ৪৭

হে রাজন্! দ্রব্যময় কাম্য হিংসাপ্রধান শ্যেন-যাগাদি ও অগ্নিহোত্রাদি অশান্তিপ্রদ, আর দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযাগ ও সোমযাগ এই সকল অত্যন্ত আসক্তি জন্মায় বলিয়া শান্তিপ্রদান করিতে পারে না। ৪৮

প্রবৃত্ত হুত, বৈশ্বদেব ও প্রহুতকে (বলিদান) ইষ্ট বলে, অর্থাৎ কাম্যবলি বৈশ্বদেব নামক কর্ম্মকে ইষ্ট বলে, আর দেবালয়, উপবন, কূপ, প্রপা প্রভৃতিকে পূর্ত্ত বলে, এই সকল কর্ম্ম কাম্য হইলে অশান্তিপ্রদ হয়। ৪৯

দ্রব্যসূক্ষ্মবিপাকশ্চ ধূমো রাত্রিরপক্ষয়ঃ। অয়নং দক্ষিণং সোমো দর্শ ওষধিবীরুধঃ ॥৫০॥
অন্নং রেত ইতি ক্ষেমশ পিতৃযানং পুনর্ভবঃ। একৈকশ্যেনানুপূর্ব্ব্যা ভূত্বা ভূত্বেহ জায়তে ॥৫১॥
নিষেকাদিশ্মশানান্তৈঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো দ্বিজঃ।
ইন্দ্রিয়েষু ক্রিয়াযজ্ঞান্ জ্ঞানদীপেষু জুহ্বতি ॥৫২॥
ইন্দ্রিয়াণি মনস্যূর্ম্মৌ বাচি বৈকারিকং মনঃ। বাচং বর্ণসমাম্নায়ে তমোঙ্কারে স্বরে ন্যসেৎ।
ওঙ্কারং বিন্দৌ নাদে তং তন্তু প্রাণে মহত্যমুম্ ॥৫৩।
অগ্নিঃ সূর্য্যো দিবা প্রাহ্নঃ শুক্লো রাকোত্তরং স্বরাট্।
বিশ্বোঽথ তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুর্য্য আত্মা সমন্বয়াৎ ॥৫৪॥

(প্রবৃত্ত কর্ম্ম দ্বারা যেরূপে পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা বলিতেছেন) যজ্ঞে আহুত দ্রব্যের সূক্ষ্ম পরিণাম (মৃত্যুর পরে যাহা দেহান্তরের আরম্ভক হয়), ধূম অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্রি—অর্থাৎ রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এবং চন্দ্রলোক এই সকল যথাক্রমে জীব লাভ করে, পরে অদৃশ্য হয়; পরে বৃষ্টি দ্বারা যথাক্রমে ওষধি লতা সমস্তও শুক্র হইয়া পরিণত হয়, এইরূপে প্রবৃত্ত কর্ম্মমার্গ পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়। ৫০-৫১

একটির পর একটি এইরূপ আনুপূর্ব্বা ক্রমে চন্দ্রলোকের ওষধি লতা ইত্যাদিরূপে ভূতলে বার বার নিষেকাদি (গর্ভাধানাদি) শ্মশানান্ত সংস্কার সকল দ্বারা সংস্কৃত হইলে তাহাকে দ্বিজ বলে। (নিবৃত্তকর্ম্ম দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোক হয়—এই কথা বলিতেছেন) নিবৃত্তিমার্গিগণ জ্ঞানদীপিত ইন্দ্রিয় সকলে ক্রিয়া সকলকে আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার ইষ্টপূর্ত্তাদিকে ইন্দ্রিয় তাবন্মাত্ররূপ ভাবনা করেন, ইন্দ্রিয় সকলকে দর্শনাদি সংকল্পরূপ মনে এবং বিকারসহ মনকে বিধি প্রভৃতি বাক্যে হোম করেন, কারণ, বিধ্যাদি লক্ষণবাক্য দ্বারাই মনঃ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, বাক্যকে বর্ণ সমুদায়ে হোম করিয়া তাহার পর সেই বর্ণসমুদায়কে ওঙ্কারে হোম করেন, পরে সেই ওঙ্কারকে বিন্দুতে এবং বিন্দুকে সূত্রাত্মা ব্রহ্মে হোম করিয়া থাকেন। ৫২-৫৩

এইরূপ নিবৃত্ত কর্ম্মে রত পুরুষেরা যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য্য, দিবস, প্রাতঃ, শুক্লপক্ষ, রাকা (পূর্ণিমা), উত্তরায়ণ ও ব্রহ্মা এই সকলের অভিমানিনী দেবতা প্রাপ্ত হয়েন, ইহা যথাক্রমে হইয়া থাকে; এইরূপে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভোগাবসানে অগ্রে বিশ্ব অর্থাৎ স্থূলোপাধি হয়, তাহার পর সেই স্থূলকে সূক্ষ্মে লয় করাইয়া সূক্ষ্মোপাধি তৈজস হয়, পরে সেই সূক্ষ্মকে কারণে লয় করাইয়া কারণোপাধি প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়, তাহার পর সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপে অন্বয় নিবন্ধন সেই কারণকে সাক্ষিত্বস্বরূপে লয় করাইয়া তুরীয় হয়, পরে সাক্ষিত্বের বিলয় হইলে শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ হয়। ৫৪

বিবৃতি—মৃত্যুর পর জীবের জীবনকালে যে যজ্ঞে হুত চরু পুরোডাশাদি, তাহার সূক্ষ্ম পরিণাম মরণের পর জীবের দেহারম্ভক হয়, তাহার পর যথাক্রমে ধূমরাত্রি কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন এই সকলের দেবতা কর্ত্তৃক জীব চন্দ্রলোকে নীত হয়, সেখানে কর্ম্মানুসারে ভোগ হইয়া থাকে, চন্দ্রলোকে জীবের ভোগ সমাপ্ত হইলে জীবের ঐ দেহ লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাতে জীব অদৃশ্য হইয়া পরে বৃষ্টি দ্বারা ক্রমে ওষধি লতা শস্য শুক্ররূপে পরিণত হয়, এইরূপে প্রবৃত্ত কর্ম্ম দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। ৫০

দেবযানমিদং প্রাহুর্ভূত্বা ভূত্বানুপূর্ব্বশঃ। আত্মযাজ্যুপশান্তাত্মা হ্যাত্মস্থো ন নিবর্ত্ততে ॥৫৫॥
য এতে পিতৃদেবানাময়নে বেদনির্ম্মিতে। শাস্ত্রেণ চক্ষুষা বেদ জনস্থোঽপি ন মুহ্যতি ॥৫৬॥
আদাবন্তে জনানাং সদ্বহিরন্তঃ পরাবরম্। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচোবাচ্যং তমোজ্যোতিস্ত্বয়ং স্বয়ম্ ॥৫৭॥
অবাধিতোঽপি হ্যাভাসো যথা বস্তুতয়া স্মৃতঃ। দুর্ঘটত্বাদৈন্দ্রিয়কং তদ্বদর্থবিকল্পিতম্ ॥ ৫৮ ॥
ক্ষিত্যাদীনামিহার্থানাং ছায়া ন কতমাপি হি। ন সংঘাতোবিকারোঽপি ন পৃথঙ্নান্বিতো মৃষা ॥৫৯॥
ধাতবোঽবয়বিত্বাচ্চ তন্মাত্রাবয়বৈর্বিনা। ন স্যূর্হ্যসত্যবয়বিন্যসন্নবয়বোঽন্ততঃ ॥ ৬০ ॥
স্যাৎ সাদৃশ্যভ্রমস্তাবদ্বিকল্পে সতি বস্তুনঃ। জাগ্রৎস্বাপৌ যথা স্বপ্নে তথা বিধিনিষেধতা ॥৬১॥

এই পথকে পণ্ডিতেরা দেবযান বলিয়াছেন, প্রবৃত্তকারী পুরুষেরা যেমন যথাক্রমে সেই সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নিবৃত্ত হয়, আত্মযাজী, উপশান্তাত্মা আত্মস্থ পুরুষ উক্ত প্রকার ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ নিবৃত্ত হয়েন না। ৫৫

হে রাজন্! যে ব্যক্তি বেদনির্ম্মিত পিতৃযান ও দেবযান এই দুইটি পথকে শাস্ত্ররূপ চক্ষু দ্বারা অবগত হয়েন, তিনি দেহস্থ হইয়াও মুগ্ধ হয়েন না। ৫৬

দেহাদির আদিতে কারণরূপে এবং অন্তে অবধিত্বরূপে যে সদ্বস্তু বর্ত্তমান থাকে, যাহাতে ভোক্তা ও ভোগ্য, উচ্চ ও নীচ, অপ্রকাশ ও প্রকাশ স্বরূপ, তাহা এই জ্ঞানী জীবই অর্থাৎ জীব ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই নাই—কিসে মুগ্ধ হইবে। ৫৭

হে রাজন্! যেমন প্রতিবিম্ব সকল যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বাধিত হইলেও বস্তু বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহাত্মক দেহ অর্থরূপে কল্পিত হয় সত্য, কিন্তু দুর্ঘটত্ব নিবন্ধন বস্তুতঃ অর্থ নহে। ৫৮

হে রাজন্! ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের ছায়া ঐক্য বুদ্ধির অবলম্বনরূপ, দেহাদি সংঘাত আরম্ভ ও পরিণামমধ্যে একটাও হইতে পারে না, যেমন বৃক্ষ সকলের সংঘাতে বন, সেইরূপ পঞ্চভূতের সংঘাতে দেহ নহে; কারণ, দেহের একদেশের আকর্ষণে সকলের আকর্ষণ দেখা যায়, কিন্তু একটা বৃক্ষের আকর্ষণে বনের আকর্ষণ হয় না, এইরূপ বিকার অর্থাৎ আরব্ধ অবয়বী অথবা পরিণাম নহে, কারণ, তাহা অবয়ব হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে, আর কাহারও সহিত অধিকতর অন্বিতও থাকে না, সুতরাং মিথ্যা বলিয়াই জানিবে। ৫৯

হে রাজন্! দেহাদি যেমন মিথ্যা, সেইরূপ দেহাদির কারণ পঞ্চভূতও মিথ্যা, কারণ, মহাভূত সকল অবয়বী, সুতরাং সূক্ষ্ম অবয়ব ব্যতিরেকে হইতে পারে না, পরন্তু অবয়বী উক্ত প্রকারে অসৎ, অর্থাৎ মিথ্যা হইলে অবয়বও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইল। ৬০

(অবয়বীর অসত্তা স্বীকার করিলে বাল্যাদির অপগমে ইনিই শ্রেষ্ঠ, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞতা কিরূপে হয়, ইহার উত্তরে বলিতেছে) পরমাত্মার ভেদ না থাকিলেও অবিদ্যা দ্বারা ভেদ প্রতীত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাদৃশ্য আরোপ নিবন্ধন ইনি সেই—এইরূপ সাদৃশ্য ভ্রম হইতে পারে, পরন্তু যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই ঐ ভ্রম থাকে। (সকলই যদি মিথ্যা হয়, তবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধব্যবস্থা কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন) স্বপ্নমধ্যে যেমন কখন কখন জাগ্রৎ ও নিদ্রার ব্যবস্থা হয়, সেই-রূপ শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ ব্যবস্থিত হইতে পারে। ৬১

বিশ্বনাথ—প্রতিবিম্ব প্রভৃতিকে আভাস বলা হয়, উহা বিচার দ্বারা মিথ্যা বলিয়াও সকলেই জানে; পরন্তু তাহা যেমন বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ এই দেহও মিথ্যা। পরন্তু সত্য বস্তু বলিয়া প্রতিভাত, সত্য বলিতে এক আত্মা, অপর সকলই মিথ্যা। কারণ, উহা কালান্তরে থাকে না। ৫৮

ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ।
বর্ত্তয়ন্ স্বানুভূত্যেহ ত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ ॥৬২॥

কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং পটতন্তুবৎ। অবস্তুত্বাদ্বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥

যদ্‌ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণম্। মনোবাক্‌তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥৬৪॥

আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্ব্বদেহিনাম্। যৎ স্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥৬৫॥

যদ্‌যস্য বানিষিদ্ধং স্যাদ্‌যেন যত্র যতো নৃপ। স তেনেহেত কার্য্যাণি নরো নান্যৈরনাপদি ॥৬৬॥

এতৈরন্যৈশ্চ বেদোক্তৈর্বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মভিঃ। গৃহেঽপ্যস্য গতিং যায়াদ্রাজংস্তদ্ভক্তিভাঙ্ নরঃ ॥৬৭॥

যথা হি যূয়ং নৃপদেব দুস্ত্যজাদাপদ্গণাদুত্তরতাত্মনঃ প্রভোঃ।
যৎপাদপঙ্কেরুহসেবয়া ভবানহার্ষীন্নির্জিতদিগ্‌গজঃ ক্রতূন্ ॥৬৮॥

অহং পুরাভবং কশ্চিদ্গান্ধর্ব্ব উপবর্হণঃ। নাম্নাতীতে মহাকল্পে গন্ধর্ব্বাণাং সুসম্মতঃ ॥৬৯॥

রূপপেশলমাধুর্য্য-সৌগন্ধ্যপ্রিয়দর্শনঃ। স্ত্রীণাং প্রিয়তমো নিত্যং মত্তঃ স্বপুরলম্পটঃ ॥৭০॥

মননশীল যোগী ভাবনার অদ্বৈত, ক্রিয়ার অদ্বৈত, ও দ্রব্যের অদ্বৈত আলোচনা করিয়া আত্মতত্ত্বানুভব দ্বারা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়কে নিবারণ করিয়া থাকেন। ৬২

(ভাবাদ্বৈত বলিতেছেন) বিকল্প-ভেদ অবস্তু সুতরাং বস্ত্র ও সূত্রের ন্যায় কার্য্য ও কারণবস্তুর ঐক্য আলোচনাকে ভাবাদ্বৈত বলে। ৬৩

হে পার্থ! মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে যে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ, তাহাকে ক্রিয়াদ্বৈত বলে। ৬৪

আত্মা, পত্নী, পুত্র ও অন্য সকল দেহীর স্বার্থ ও কামের ঐক্যজ্ঞানকে দ্রব্যাদ্বৈত বলে। ৬৫

হে রাজন! যে দ্রব্য যে উপায়ে, যে স্থানে, যাহা হইতে, যে মনুষ্যের পক্ষে অনিষিদ্ধ হয়, সেই মনুষ্য সেই দ্রব্য দ্বারা কার্য্যের চেষ্টা করিবে, অনাপৎকালে তদ্ব্যতীত অন্য দ্বারা কোন কর্ম্ম করিবে না। ৬৬

হে রাজন! এই সকল ও বেদবিহিত অন্য কর্ম্ম সকল দ্বারা বর্ত্তমান পুরুষ, গৃহে থাকিয়াও ভগবানের গতি প্রাপ্ত হয় এবং ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিতে পারে। ৬৭

হে নৃপ! তোমরা নিজের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের যে পাদপদ্মের সেবা দ্বারা রাজা ও দেবগণেরও অপরিহার্য্য, অথবা দেবগণের দুস্ত্যজ বিপৎসমূহ হইতে যেরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছ, এবং তুমি যেরূপে সর্ব্বদিক্ জয় করিয়া যজ্ঞ সকল করিয়াছ, সেইরূপ সংসার হইতেও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ৬৮

(মহাজনের অবজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণসেবা নষ্ট হয় এবং তাহাদের কৃপায় উহাদিগের সিদ্ধ হয়, ইহা দেখাইতেছেন) হে রাজন! অতীত কল্পে গন্ধর্ব্বগণের প্রিয় ও মান্য উপবর্হণ নামে আমি এক গন্ধর্ব্ব ছিলাম। ৬৯

সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য ও সৌগন্ধ প্রভৃতি দ্বারা আমি সকলের প্রিয়দর্শন ছিলাম, সকল যুবতী স্ত্রীই আমাকে ভালবাসিত, আমি সদা মদমত্ত ও লম্পট হইয়া স্বপুরমধ্যে বাস করিতাম। ৭০

বিবৃতি—বস্ত্র যেমন সূত্রসমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে, অথচ সূত্র কারণ, বস্ত্র কার্য্য; সেইরূপ সর্ব্বত্রই কার্য্য ও কারণবস্তুর ঐক্য আলোচনা দ্বারাই ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়, উহাকেই ভাবাদ্বৈত বলে। ৬৩

একদা দেবসত্রে তু গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ। উপহূতা বিশ্বসৃগ্ভির্হরিগাথোপগায়নে ॥ ৭১ ॥
অহঞ্চ গায়ংস্তদ্বিদ্বান্ স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো গতঃ। জ্ঞাত্বা বিশ্বসৃজস্তন্মে হেলনং শেপুরোজসা।
যাহি ত্বং শূদ্রতামাশু নষ্টশ্রীঃ কৃতহেলনঃ ॥৭২॥
তাবদ্দাস্যামহং জজ্ঞে তত্রাপি ব্রহ্মবাদিনাম্। শুশ্রূষয়ানুষঙ্গেণ প্রাপ্তোঽহং ব্রহ্মপুত্রতাম্ ॥৭৩॥
ধর্ম্মস্তে গৃহমেধীয়ো বর্ণিতঃ পাপনাশনঃ। গৃহস্থো যেন পদবীমঞ্জসা ন্যাসিনামিয়াৎ ॥৭৪॥

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥৭৫॥
স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যকৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥৭৬॥
ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভীরূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥৭৭॥

শ্রীশুক উবাচ।
ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং নিশম্য ভরতর্ষভঃ। পূজয়ামাস সুপ্রীতঃ কৃষ্ণঞ্চ প্রেমবিহ্বলঃ ॥৭৮॥

এক সময়ে দেবগণের যজ্ঞে হরিগাথা গান করিবার জন্য বিশ্বস্রষ্টগণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ৭১

সেই আহ্বান জানিতে পারিয়া স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত মদমত্ত আমি গান করিতে করিতে তথায় গিয়াছিলাম, কিন্তু স্রষ্টৃগণ আমার এই দেবগণের প্রতি অবহেলা জানিতে পারিয়া স্বীয় প্রভাববলে আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন। ৭২

"যেহেতু তুমি আমাদের প্রতি অবহেলা করিয়াছ, অতএব অতি শীঘ্র নষ্টশ্রী হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও" এই অভিশাপের পর আমি এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং সেই জন্মে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের শুশ্রূষা ও সঙ্গপ্রভাবে আমি ব্রহ্মার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারিয়াছি। ৭৩

হে রাজন্! তোমার নিকটে পাপনাশক গৃহমেধীর ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছি, যে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা গৃহস্থ সত্য সত্যই সন্ন্যাসীদিগের পদবী প্রাপ্ত হইতে পারে। ৭৪

হে রাজেন্দ্র! মনুষ্যলোকমধ্যে তোমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান্, কারণ, লোকপবিত্রকারী মুনিগণ তোমাদের গৃহে আগমন করেন, এবং তোমাদের আলয়ে মনুষ্যচিহ্নধারী সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম গূঢ়রূপে বাস করিতেছেন, অহো! মহদ্ব্যক্তিগণের অন্বেষণীয় কৈবল্যনির্ব্বাণ-সুখের অনুভবরূপী সেই এই ব্রহ্ম তোমাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, পূজ্য, আদেশকারী অথবা পরামর্শদাতা ও গুরু। ৭৫-৭৬

হে রাজন্! সাক্ষাৎ শিব, ব্রহ্মা, প্রজাপতিদেব স্ব স্ব বুদ্ধির দ্বারা যাঁহার রূপ যথার্থরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার বর্ণন করিব, সেই সাত্বতপতি ভগবান্ মৌনভক্তি এবং উপশম দ্বারাই পূজিত হইয়া প্রসন্ন হউন। ৭৭

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দেবর্ষি নারদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রীত হইলেন এবং প্রেমবিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়াছিলেন। ৭৮

কৃষ্ণপার্থাবুপামন্ত্র্য পূজিতঃ প্রযযৌ মুনিঃ। শ্রুত্বা কৃষ্ণং পরংব্রহ্ম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ ॥৭৯॥
ইতি দাক্ষায়ণীনাং তে পৃথগ্বংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। দেবাসুরমনুষ্যাদ্যা লোকা যত্র চরাচরাঃ ॥৮০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদঃ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক পূজিত দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, যুধিষ্ঠিরও নারদের মুখে 'শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম' এই কথা শুনিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৭৯

হে রাজন্! তোমার নিকট দাক্ষায়ণীদিগের পৃথক্ পৃথক্ বংশ এই কীর্ত্তন করিলাম, দেব, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি চরাচর লোক ঐ সকল বংশের অন্তর্গত। ৮০

ইতি সপ্তম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত

৫

শ্রীমদ্ভাগবত

অষ্টম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

স্বায়ম্ভুবস্যেহ গুরো বংশোঽয়ং বিস্তরাচ্ছ্রুতঃ। যত্র বিশ্বসৃজাং সর্গো মনূনন্যান্ বদস্ব নঃ ॥১॥

মন্বন্তরে হরের্জন্ম কর্ম্মাণি চ মহীয়সঃ। গৃণন্তি কবয়ো ব্রহ্মংস্তানি নো বদ শৃণ্বতাম্ ॥২॥

যদ্‌যস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। কৃতবান্ কুরুতে কর্ত্তা হ্যতীতেঽনাগতেঽদ্য বা ॥৩॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

মনবোঽস্মিন্ ব্যতীতাঃ ষট্ কল্পে স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ। আদ্যস্তে কথিতো যত্র দেবাদীনাঞ্চ সম্ভবঃ ॥৪॥

আকূত্যাং দেবহূত্যাঞ্চ দুহিত্রোস্তস্য বৈ মনোঃ। ধর্ম্মজ্ঞানোপদেশার্থং ভগবান্ পুত্রতাং গতঃ ॥৫॥

কৃতং পুরা ভগবতঃ কপিলস্যানুবর্ণিতম্। আখ্যাস্যে ভগবান্ যজ্ঞো যচ্চকার কুরূদ্বহ ॥৬॥

বিরক্তঃ কামভোগেষু শতরূপাপতিঃ প্রভুঃ। বিসৃজ্য রাজ্যং তপসে সভার্য্যো বনমাবিশৎ ॥৭॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বিস্তর-রূপে শুনিয়াছি, ঐ মন্বন্তরেই বিশ্বস্রষ্টৃগণের সৃষ্টি বলিয়াছেন, এক্ষণে অন্যান্য মনুগণের কথা বলুন। ১

হে ব্রহ্মন্! মন্বন্তরে মহত্তর হরির জন্ম ও কর্ম্ম সকল পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, আপনি শুশ্রূষু আমাদের নিকট সেই সকল কথা বলুন। ২

ভগবান্ বিশ্বভাবন অতীত মন্বন্তরে যাহা যাহা করিয়াছেন এবং আগামী মন্বন্তরে যাহা যাহা করিবেন এবং বর্ত্তমান মন্বন্তরে যাহা যাহা করিতেছেন, এ সকল কথা আমাদিগকে বলুন। ৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি ছয়টি মনু এই কল্পে অতীত হইয়াছেন, তন্মধ্যে আদ্য স্বায়ম্ভুব মনু, ঐ মন্বন্তরে দেবগণের উৎপত্তি হয়, উহা তোমাকে বলিয়াছি। ভগবান্ বিষ্ণু ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশার্থ ঐ মনুর আকূতি ও দেবহূতি নামে দুই দুহিতায় যজ্ঞ ও কপিলদেব মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ৪-৫

হে কৌরব্য! ভগবান্ কপিলের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে (তৃতীয়স্কন্ধে) বর্ণন করিয়াছি, ভগবান্ যজ্ঞ যাহা যাহা করেন, তাহা পরে বলিব। ৬

শতরূপার পতি স্বায়ম্ভুব মনু কামোপভোগে বিরক্ত হইয়া ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত তপস্যার জন্য বনে গমন করেন। ৭

সুনন্দায়াং বর্ষশতং পদৈকেন ভুবং স্পৃশন্। তপ্যমানস্তপোঘোরমিদমন্বাহ ভারত ॥ ৮ ॥
শ্রীমনুরুবাচ।
যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্। যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং বেদ বেদ সঃ ॥৯॥
আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১০॥
যং পশ্যতি ন পশ্যন্তং চক্ষুর্যস্য ন রিষ্যতি। তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবত ॥১১॥
ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ। বিশ্বস্যামুনি যদ্‌যস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদৃতং মহৎ ॥১২॥
স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে ॥১৩॥
অথাগ্রে ঋষয়ঃ কর্ম্মাণীহন্তেঽকর্ম্মহেতবে। ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রায়োঽনীহাং প্রপদ্যতে ॥১৪॥
ঈহতে ভগবানীশো নহি তত্র বিসজ্জতে। আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তম্ ॥১৫॥

তিনি সুনন্দা নদীর তীরে একপদে ভূমি স্পর্শ করিয়া অবিচ্ছেদে শত বৎসর তপস্যা করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিয়াছিলেন। ৮

যে চিৎস্বরূপ আত্মা দ্বারা এই বিশ্ব চৈতন্যযুক্ত হয়, অথচ বিশ্ব যাহাকে চৈতন্য করিতে পারে না, এবং এই বিশ্ব সুপ্ত হইলে যিনি জাগিয়া থাকেন, তাঁহাকে এই জনসকল জানে না অথচ তিনি সকলকে জানেন। ৯

লোকে যে কিছু ভূতসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত, অতএব তিনি ঈশ্বর, তিনি যাহা কিছু প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই ভোগ সম্পাদন কর, আপনার জন্য পরের ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না

তিনি সকলকে দেখিতেছেন অথচ কোন লোক অথবা চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এবং যে দ্রষ্টার জ্ঞানও নষ্ট হয় না, সেই সর্ব্বভূতনিলয় (অন্তর্য্যামী) সুপর্ণ অর্থাৎ অসঙ্গ দেবকে ভজনা কর। ১১

যাঁহার আদি অন্ত মধ্য এবং আত্মীয় পর ও অন্তর বাহির নাই, কিন্তু যাঁহা হইতে বিশ্বের ঐ সকল আদি অন্ত প্রভৃতি হয় এবং এই বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, তিনি সত্য এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। ১২

তিনি বিশ্বকায়, এবং তাঁহার বহু নাম, তিনি ঈশ, অজ, সত্য, স্বপ্রকাশ ও নিত্য, তিনি আত্মশক্তি মায়া দ্বারা বিশ্বের জন্মাদি বিধান করেন, অথচ নিজে নিত্যসিদ্ধ বিদ্যা দ্বারা মায়াকে ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্টরূপে আছেন। ১৩

(যেহেতুক ঈশ্বর কর্ম্ম করিয়াও উহাকে সম্যক্ রূপে ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন) সেইজন্যই ঋষিরা মুক্তির জন্য অথবা কর্ম্মনাশের জন্য প্রথমে কর্ম্ম করেন। ফল কথা, যে পুরুষ চেষ্টা করেন, তিনি প্রায়ই নিশ্চেষ্টতা প্রাপ্ত হয়েন। ১৪

আত্মলাভের দ্বারা পরিপূর্ণার্থ ভগবান্ ঈশ্বর কর্ম্ম করেন পরন্তু তাহাতে আসক্ত হয়েন না, সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুবৃত্তি করেন, তাঁহারাও আত্মলাভের দ্বারা চরিতার্থ হইবেন, কখন আসক্ত হইবেন না। ১৫

বিবৃতি—শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি চক্ষুরাদির বিষয় নহেন সুতরাং তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানও নষ্ট হয় না, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, অসঙ্গ সকলে তাঁহার ভজনা কর। ১১

তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বুধং নিরাশিষং পূর্ণমনন্যচোদিতম্ ।
নন্ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্ত্মসংস্থিতং প্রভুং প্রপদ্যেঽখিলধর্ম্মভাবনম্ ॥১৬॥

শ্রীশুক উবাচ ।

ইতি মন্ত্রোপনিষদং ব্যাহরন্তং সমাহিতম্। দৃষ্ট্বাসুরা যাতুধানা জগ্ধুমভ্যদ্রবন্ ক্ষুধা ॥১৭॥
তাংস্তথাবসিতান্ বীক্ষ্য যজ্ঞঃ সর্ব্বগতো হরিঃ।
যামৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্হত্বাঽশাসৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥১৮॥

স্বারোচিষো দ্বিতীয়স্তু মনুরগ্নেঃ সুতোঽভবৎ। দ্যুমৎসুষেণরোচিষ্মৎ প্রমুখাস্তস্য চাত্মজাঃ ॥১৯॥
তত্রেন্দ্রো রোচনস্ত্বাসীদ্দেবাশ্চ তুষিতাদয়ঃ। ঊর্জ্জস্তম্ভাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২০॥
ঋষেস্তু বেদশিরসস্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ। তস্যাং যজ্ঞে ততো দেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ ॥২১॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ। অন্বশিক্ষন্ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥২২॥
তৃতীয় উত্তমো নাম প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ। পবনঃ সৃঞ্জয়ো যজ্ঞহোত্রাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ ॥২৩॥
বসিষ্ঠতনয়াঃ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রমদাদয়ঃ। সত্যা বেদশ্রুতা ভদ্রা দেবা ইন্দ্রস্তু সত্যজিৎ ॥২৪॥
ধর্ম্মস্য সুনৃতায়াস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ ॥২৫॥

যিনি নরাবতারানুরূপ মার্গে অবস্থিত হইযা বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ করেন অথচ স্বয়ং পূর্ণ, নিরাশী, নিরহঙ্কার, এবং আপনি প্রভু, এ কারণে অন্য কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন না, যিনি অখিল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, যিনি আপনার আচার দ্বারা মানবগণকে শিক্ষা প্রদান করেন, আমি সেই ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি। ১৬

শুকদেব বলিলেন, সমাধিস্থিত স্বায়ম্ভুব মনু যখন উক্ত মন্ত্রোপনিষদ্ উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন অসুর ও রাক্ষস ক্ষুধায় তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য অভি-ধাবিত হইয়াছিল। ১৭

তাহাদিগকে সেইরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া যজ্ঞরূপী স্বয়ং সর্ব্বগত হরি নিজপুত্র যামগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগকে বধ করেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করেন। ১৮

অগ্নির পুত্র স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনু হইয়াছলেন, দ্যুমৎ, সুষেণ ও রোচিষ্মৎ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র ছিলেন। ১৯

সেই মন্বন্তরে রোচন নামে ইন্দ্র, তুষিতাদি দেবগণ, ঊর্জ্জ শুস্তাদি ব্রহ্মবাদী সপ্ত ঋষি ছিলেন। ২০

বেদশিরা নামে ঋষিব তুষিতা নামে পত্নী ছিলেন, ঐ মন্বন্তরে তুষিতার গর্ভে বেদশিরা হইতে বিভুনামে বিখ্যাত দেব উৎপন্ন হয়েন। ২১

কুমার ব্রহ্মচারী বিভুর নিকট হইতে ধৃতব্রত অষ্টাশীতি সহস্র মুনিগণ ব্রত-শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। ২২

উত্তম নামক প্রিয়ব্রত-পুত্র তৃতীয় মনু হয়েন, হে রাজন্! পবন, সৃঞ্জয় ও যজ্ঞহোত্রাদি তাঁহার পুত্র ছিলেন। ২৩

এই মন্বন্তরে বশিষ্ঠের প্রমদাদি পুত্রগণ সপ্তর্ষি হয়েন, আর সত্য, বেদশ্রুত ও ভদ্রগণ দেবতা হয়েন, সত্যজিৎ ইন্দ্র ছিলেন। ২৪

এই মন্বন্তরে ধর্ম্মের সুনৃতা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ভগবান্ পুরুষোত্তম সত্যব্রতগণসহ উৎপন্ন হইয়া :সত্যসেন নামে বিখ্যাত হয়েন। ২৫

সোঽনৃতব্রতদুঃশীলানসতো যক্ষরাক্ষসান্। ভূতদ্রুহো ভূতগণাংশ্চাবধীৎ সত্যজিৎসখঃ ॥২৬॥
চতুর্থ উত্তমভ্রাতা মনুর্নাম্না চ তামসঃ। পৃথুঃ খ্যাতির্নরঃ কেতুরিত্যাদ্যা দশ তৎসুতাঃ ॥২৭॥
সত্যকা হরয়ো বীরা দেবাস্ত্রিশিখ ঈশ্বরঃ। জ্যোতির্ধামাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়স্তামসেঽন্তরে ॥২৮॥
দেবা বৈধৃতয়ো নাম বিধৃতেস্তনয়া নৃপ। নষ্টাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধৃতাঃ স্বেন তেজসা ॥২৯॥
তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ। হরিরিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ ॥৩০॥
শ্রীরাজোবাচ।
বাদরায়ণ এতৎ তে শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্। হরির্যথা গজপতিং গ্রাহগ্রস্তমমূমুচৎ ॥ ৩১ ॥
তৎকথাসু মহৎ পুণ্যং ধন্যং স্বস্ত্যয়নং শুভম্। যত্র যত্রোত্তমঃশ্লোকো ভগবান্ গীয়তে হরিঃ ॥৩২॥
শ্রীসূত উবাচ।

পরীক্ষিতৈবং স তু বাদরায়ণিঃ প্রায়োপবিষ্টেন কথাসু চোদিতঃ।
উবাচ বিপ্রাঃ প্রতিনন্দ্য পার্থিবং মুদা মুনীনাং সদসি স্ম শৃণ্বতাম্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তরানুবর্ণনং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সেই সত্যসেন, সত্যজিৎনামা ইন্দ্রের সখা হইয়া, মিথ্যাব্রত, দুঃশীল, অসৎ যক্ষ-রাক্ষসদিগকে ও ভূত-দ্রোহী প্রাণিসকলকে বধ করেন। ২৬

উত্তমের ভ্রাতা তামস নামে খ্যাত চতুর্থ মনু হয়েন, পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি দশ জন তাঁহার পুত্র ছিলেন। এই তামস মন্বন্তরে সত্যক হরি ও বীরগণ দেবতা ছিলেন, ত্রিশিখ ইন্দ্র, আর জ্যোতিধামাদি সপ্তর্ষি হয়েন। ২৭-২৮

হে রাজন্! তামস মন্বন্তরে উক্ত সত্যকাদি ব্যতীত বিশিষ্ট পরাক্রমশালী বৈধৃতিগণও দেবতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিধৃতির পুত্র, মহারাজ! কালবশে যখন বেদ সকল বিনষ্ট হইতেছিল, তখন ঐ সকল দেবতা স্ব স্ব তেজে বেদ সকলকে ধারণ করিয়াছিলেন। ২৯

এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু হরিমেধসের ঔরসে হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও হরি নামে বিখ্যাত হয়েন, যিনি গ্রাহের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন। ৩০

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাদরায়ণ! গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রকে ভগবান্ হরি যেরূপে মুক্ত করিয়াছিলেন, আমরা আপনার নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ৩১

হে ব্রহ্মন্! যাহাতে উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ হরি গীত হয়েন, সে কথা অতিশয় পবিত্র, ধন্য, শুভ এবং মঙ্গলকর। ৩২

সূত বলিলেন, হে বিপ্রগণ! প্রায়োপবিষ্ট রাজা পরীক্ষিৎ কর্তৃক ব্যাসনন্দন শুকদেব এইরূপ ভগবৎ-কথা বলিবার জন্য নিয়োজিত হইলে তিনি শ্রবণকারী মুনিগণের সভায় রাজার বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৩

ইতি অষ্টম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

আসীদ্গিরিবরো রাজংস্ত্রিকূট ইতি বিশ্রুতঃ। ক্ষীরোদেনাবৃতঃ শ্রীমান্ যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতঃ ॥১॥
তাবতাবিস্তৃতঃ পর্য্যক্ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈঃ পয়োনিধিম্। দিশশ্চ রোচয়ন্নাস্তে রৌপ্যায়সহিরণ্ময়ৈঃ ॥২॥
অন্যৈশ্চ ককুভঃ সর্ব্বা রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ। নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নির্ঘোষৈর্নির্ঝরাম্ভসাম্ ॥৩॥
স চাবনিজ্যমানাঙ্ঘ্রিঃ সমন্তাৎ পয়উর্ম্মিভিঃ। করোতি শ্যামলাং ভূমিং হরিন্মরকতাশ্মভিঃ ॥৪॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ। কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়দ্ভির্জুষ্টকন্দরঃ ॥৫॥
যত্র সংগীতসন্নাদৈর্নদদ্গুহমমর্ষয়া। অভিগর্জ্জন্তি হরয়ঃ শ্লাঘিনঃ পরশঙ্কয়া ॥৬॥
নানারণ্যপশুব্রাতসঙ্কুলদ্রোণ্যলঙ্কৃতঃ। চিত্রদ্রুমসুরোদ্যানকলকণ্ঠবিহঙ্গমঃ ॥ ৭ ॥
সরিৎসরোভিরচ্ছোদৈঃ পুলিনৈর্মণিবালুকৈঃ। দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাম্ব্বনিলৈর্যুতঃ ॥ ৮ ॥
তস্য দ্রোণ্যাং ভগবতো বরুণস্য মহাত্মনঃ। উদ্যানমৃতুমন্নাম আক্রীড়ং সুরযোষিতাম্ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! চতুর্দ্দিকে ক্ষীরোদসমুদ্রে পরিবেষ্টিত, দশসহস্র যোজন উচ্চ, ত্রিকূট নামে বিখ্যাত একটি পর্ব্বত ছিল। ১

এবং চতুর্দ্দিকে তাবৎ পরিমাণে বিস্তীর্ণ, সেই পর্ব্বত লৌহ, রৌপ্য ও হিরণ্ময় এই তিনটি শৃঙ্গের দ্বারা সাগর ও দিক্ সকলকে শোভিত করিয়া আছে (এই কারণেই পর্ব্বতের ত্রিকূট নাম হইয়াছে)। ২

ত্রিকূট পর্ব্বতের অন্যান্য শৃঙ্গ, নানা রত্ন ও ধাতু-বিচিত্রিত, সেই সকল শৃঙ্গ এবং বিবিধ বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ও নির্ঝর জলপাতের শব্দের দ্বারা সকল দিকের শোভা হইতেছে। ৩

চতুর্দ্দিকে ক্ষীরোদসাগরের তরঙ্গ সকল দ্বারা ধৌতপাদদেশ সেই ত্রিকূট পর্ব্বত হরিদ্বর্ণ মরকত-প্রস্তর দ্বারা নিকটস্থ ভূমিকে শ্যামল করিতেছে। ৪

ক্রীড়াপরায়ণ সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ সেই পর্ব্বতের কন্দর-ভাগের সেবা করিত। ৫

সেই পর্ব্বতের যে প্রদেশের গুহা সকল উক্ত কিন্নর প্রভৃতির সংগীত শব্দে শব্দায়মান, সেই প্রদেশের গর্ব্বিত সিংহগণ প্রতিপক্ষ সিংহশঙ্কায় অসহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছে। ৬

নানাবিধ আরণ্য পশুসমূহে সঙ্কুল, দ্রোণী সকল দ্বারা অলঙ্কৃত এবং বিচিত্র বৃক্ষপূর্ণ দেবোদ্যান ও মধুর-শব্দ পক্ষিগণে পরিপূর্ণ, নির্ম্মলজলা নদী ও নির্ম্মল-জল সরোবরে শোভিত, এবং মণি-বালুকাযুক্ত পুলিনমণ্ডিত, দেবাঙ্গনাগণের অবগাহন জন্য সুগন্ধ জল ও সুগন্ধ বায়ুযুক্ত সেই ত্রিকূট পর্ব্বত ছিল। ৭-৮

সেই পর্ব্বতের দ্রোণীতে ভগবান্ বরুণের একটি উদ্যান আছে, তাহার নাম ঋতুমৎ, উহা দেবাঙ্গনা-গণের ক্রীড়াস্থান। ৯

সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ ।
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ ॥১০॥
চূতৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরাম্রৈরাম্রাতকৈরপি । ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জুরৈর্বীজপূরকৈঃ ॥১১॥
মধুকৈঃ শালতালৈশ্চ তমালৈরসনার্জ্জুনৈঃ অরিষ্টোড়ুম্বরপ্লক্ষৈর্বটৈঃ কিংশুকচন্দনৈঃ ॥১২॥
পিচুমর্দ্দৈঃ কোবিদারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ দ্রাক্ষেক্ষুরম্ভাজম্বুভির্বদর্য্যক্ষাভয়ামলৈঃ ॥ ১৩॥
বিল্বৈঃ কপিত্থৈর্জম্বীরৈর্বৃতো ভল্লাতকাদিভিঃ তস্মিন্ সরঃ সুবিপুলং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজম্ ॥১৪॥
কুমুদোৎপলকহ্লারশতপত্রশ্রিয়োর্জ্জিতম্ । মত্তষট্‌পদনির্ঘুষ্টং শকুন্তৈশ্চ কলস্বনৈঃ ॥১৫॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রাহ্বৈঃ সারসৈরপি । জলকুক্কুটকোযষ্টিদাত্যুহকুলকূজিতম্ ॥ ১৬ ॥
মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎপদ্মরজঃপয়ঃ । কদম্ববেতসনল-নীপবঞ্জুলকৈর্বৃতম্ ॥ ১৭ ॥
কুন্দৈঃ কুরুবকাশোকৈঃ শিরীষৈঃ কূটজেঙ্গুদৈঃ । কুব্জকৈঃ স্বর্ণযূথীভির্নাগপুন্নাগজাতিভিঃ ॥১৮॥
মল্লিকাশতপত্রৈশ্চ মাধবীজালকাদিভিঃ । শোভিতং তীরজৈশ্চান্যৈর্নিত্যর্ত্তুভিরলংদ্রুমৈঃ ॥১৯॥
তত্রৈকদা তদ্গিরিকাননাশ্রয়ঃ করেণুভির্ব্বারণযূথপশ্চরন্ ।
সকণ্টকং কীচকবেণুবেত্রবদ্বিশালগুল্মং প্ররুজন্ বনস্পতীন্ ॥২০॥
যদ্গন্ধমাত্রাদ্ধরয়ো গজেন্দ্রা ব্যাঘ্রাদয়ো ব্যালমৃগাঃ সখড়্গাঃ ।
মহোরগাশ্চাপি ভয়াদ্দ্রবন্তি সগৌরকৃষ্ণাঃ সরভাশ্চমর্য্যঃ ॥২১॥

ঐ উদ্যান নিত্য পুষ্প ও ফলশালী বৃক্ষ সকলে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত ছিল, মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চুত, পিয়াল, পনস, আম্র, আম্রাতক, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, মধুক, শাল, তাল, তমাল, অসন, অর্জ্জুন, অরিষ্ট, ওড়ুম্বর, অশ্বত্থ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু, বদরী, অক্ষ, অভয়া, আমলকী, বিল্ব, জম্বীর, কপিত্থ ও ভল্লাতকাদি অসংখ্য বৃক্ষে ঐ পর্ব্বত পরিবৃত ছিল। ১০-১৪

সেই পর্ব্বতে একটি বিপুলায়তন সরোবর আছে, তাহাতে কাঞ্চনবর্ণ পদ্মসকল সর্ব্বদা বিদ্যমান, আর অসংখ্য কুমুদ, কহ্লার, উৎপল ও শতপত্র সকলের শোভায় ঐ সরোবর সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত, ঐ সরোবর মত্ত ভ্রমর সকলে শব্দায়মান এবং কলস্বর বিহগকুলে বিশেষতঃ হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক ও সারসে সমাকীর্ণ, আর সেই সরোবর জলকুক্কুট, কোযষ্টি ও দাত্যুহ-কুলের শব্দে মুখরিত, এবং মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতির সঞ্চরণে পদ্মপরাগরঞ্জিত ঐ সরোবরের জল চঞ্চল হইত, আর কদম্ব, বেতস, নল, নীপ, বঞ্জুল, কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কূটজ, ইঙ্গুদ, স্বর্ণযূথী, নাগ, পুন্নাগ, জাতী, মল্লিকা, শতপত্র, মাধবী প্রভৃতি বহুতর তীরজাত সকল ঋতুর পুষ্প ফলভারাবনত বৃক্ষ সকলে ঐ সরোবর শোভিত ছিল। ১৫-১৯

সেই ত্রিকূট পর্ব্বতে একদিন সেই পর্ব্বতের অরণ্যবাসী একটি যূথপতি হস্তী করেণুগণ সম-ভিব্যাহারে বিচরণ করিতে করিতে কণ্টকযুক্ত কীচকবেণু ও বেত্রবিশিষ্ট বৃহৎ লতাকুঞ্জবিশাল বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন করিতেছিল। ২০

তাহার এইরূপ প্রতাপ যে, তাহার গন্ধমাত্রে সিংহ, গজেন্দ্র, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ও গণ্ডার, সর্প, মহাসর্প ও কৃষ্ণ সরভকুল ও চমরীগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ২১

বৃকা বরাহা মহিষর্ক্ষশল্যা গোপুচ্ছশালাবৃকমর্কটাশ্চ।
অন্যত্র ক্ষুদ্রা হরিণাঃ শশাদয়শ্চরন্ত্যভীতা যদনুগ্রহেণ ॥২২॥
স ঘর্ম্মতপ্তঃ করিভিঃ করেণুভির্বৃতো মদচ্যুৎ করভৈরনুদ্রুতঃ।
গিরিং গরিম্না পরিতঃ প্রকম্পয়ন্ নিষেব্যমাণোঽলিকুলৈর্মদাশনৈঃ ॥২৩॥
সরোঽনিলং পঙ্কজরেণুরূষিতং জিঘ্রন্ বিদূরান্মদবিহ্বলেক্ষণঃ।
বৃতঃ স্বযূথেন তৃষার্দ্দিতেন তৎসরোবরাভ্যাসমথাগমদ্দ্রুতম্ ॥২৪॥
বিগাহ্য তস্মিন্নমৃতাম্বু নির্ম্মলং হেমারবিন্দোৎপলরেণুরূষিতম্।
পপৌ নিকামং নিজপুষ্করোদ্ধৃতমাত্মানমদ্ভিঃ স্নপয়ন্ গতক্লমঃ ॥২৫॥
স পুষ্করেণোদ্ধৃতশীকরাম্বুভির্নিপায়য়ন্ সংস্নপয়ন্ যথা গৃহী।
ঘৃণী করেণুঃ করভাংশ্চ দুর্ম্মদো নাচষ্ট কৃচ্ছ্রং কৃপণোঽজমায়য়া ॥২৬॥
তং তত্র কশ্চিন্নৃপ দৈবচোদিতো গ্রাহো বলীয়াংশ্চরণে রুষাগ্রহীৎ।
যদৃচ্ছয়ৈবং ব্যসনং গতো গজো যথাবলং সোঽতিবলো বিচক্রমে ॥২৭॥
তথাতুরং যূথপতিং করেণবো বিকৃষ্যমাণং তরসা বলীয়সা।
বিচুক্রুশুর্দীনধিয়োঽপরে গজাঃ পার্ষ্ণিগ্রহাস্তারয়িতুং নচাশকন্ ॥২৮॥

পরন্তু বৃক, বরাহ, মহিষ, ভল্লুক, শল্য, গোপুচ্ছ (মৃগবিশেষ), শালাবৃক (কুকুর), বানর, হরিণ, এবং শশক প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৃগগণ যাহার অনুগ্রহে অন্যত্র বিচরণ করিতেছিল। ২২

মদস্রাবী, অতএব মদজলপানকারী ভ্রমরকুল কর্ত্তৃক সেব্যমান হস্তী ও হস্তিনীগণে পরিবৃত, করিশাবকগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান নিজ গুরুত্ব দ্বারা পর্ব্বতকে কম্পিত করতঃ পদ্মপরাগজুষ্ট সরোবরের বায়ুর আঘ্রাণে মদবিহ্বলনয়ন, এবং তৃষ্ণাপরিপীড়িত স্বযূথে পরিবৃত নিদাঘতপ্ত সেই যূথপতি হস্তী, অতিদ্রুত সেই সরোবরের নিকটে গমন করিয়াছিল। ২৩-২৪

সেই যূথপতি হস্তী, সেই সরোবরে অবগাহন করিয়া নিজের শুঁণ্ড দ্বারা উদ্ধৃত হেমপদ্ম ও উৎপল-রেণুরঞ্জিত নির্ম্মল অমৃত তুল্য স্বাদু জল ইচ্ছানুরূপ পান করিয়াছিল, এবং নিজেকে ঐ জল দ্বারা স্নান করাইয়া ক্লান্তি অপনোদন করিয়াছিল। ২৫

তাহার পর শুঁড়ের দ্বারা উদ্ধৃত শীকর জল দ্বারা দয়ালু গৃহী পুরুষের ন্যায় আপনার স্ত্রী, করেণু ও সন্তান সকলকে স্নান ও পান করাইতে আরম্ভ করিল, সে অতিশয় দুর্ম্মদ এবং পরম্পরের মায়ায় মোহিত—এজন্য (আগতপ্রায়) সুমহৎ দুঃখকে লক্ষ্য করিল না। ২৬

হে রাজন্! সেই সরোবরে কোন একটা বলবান্ গ্রাহ (কুম্ভীর) দৈবপ্রেরিত হইয়া ক্রোধে তাহার চরণ আক্রমণ করিয়াছিল, সেই অতিবলবান্ যূথপতি গজেন্দ্র, অকস্মাৎ এইরূপ বিপন্ন হইয়া যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। ২৭

অতি বলবান্ কুম্ভীর কর্ত্তৃক বেগে আকৃষ্যমাণ, তাদৃশ বিপন্ন ও কাতর যূথপতি গজেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া দীনচিত্তা করিণী সকল চীৎকার করিয়াছিল, আর অপর হস্তিগণ যূথপতির পার্ষ্ণি ধরিয়া রহিল, কিন্তু কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না। ২৮

নিযুধ্যতোরেবমিভেন্দ্রনক্রয়োর্বিকর্ষতোরন্তরতো বহির্মিথঃ ।
সমাঃ সহস্রং ব্যগমন্ মহীপতে সপ্রাণয়োশ্চিত্রমমংসতামরাঃ ॥২৯॥
ততো গজেন্দ্রস্য মনোবলৌজসাং কালেন দীর্ঘেণ মহানভূদ্ব্যয়ঃ ।
বিকৃষ্যমাণস্য জলেঽবসীদতো বিপর্য্যয়োঽভূৎ সকলং জলৌকসঃ ॥৩০
ইত্থং গজেন্দ্রঃ স যদাপ সঙ্কটং প্রাণস্য দেহী বিবশো যদৃচ্ছয়া ।
অপারয়ন্নাত্মবিমোক্ষণে চিরং দধ্যাবিমাং বুদ্ধিমথাভ্যপদ্যত ॥৩১॥
ন মামিমে জ্ঞাতয় আতুরং গজাঃ কুতঃ করিণ্যঃ প্রভবন্তি মোচিতুম্ ।
গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরাবৃতোঽপ্যহঞ্চ তং যামি পরং পরায়ণম্ ॥৩২॥
যঃ কশ্চনেশো বলিনোঽন্তকোরগাৎ প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভৃশম্ ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যদ্ভয়ান্মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে গজেন্দ্রোপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হে রাজন্! এইরূপে গজেন্দ্র ও নক্রের তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল ; পরস্পরকে জলের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আকর্ষণ করিতে করিতে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, ইতিমধ্যে কাহারও নিধন হইল না, উভয়েই জীবিত রহিল, এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেবগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে করিয়াছিলেন। ২৯

তাহার পর সুদীর্ঘকালে গজেন্দ্রের উৎসাহ, শক্তি, শারীরিক বল ও ইন্দ্রিয়বীর্য্য পরিক্ষীণ হইল, সুতরাং কুম্ভীর কর্তৃক জলে আকৃষ্ট হইয়া গজেন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িল, কিন্তু সেই নক্রের ঐ উৎসাহ, শক্তি প্রভৃতি উত্তরোত্তর অধিক হইতে লাগিল। ৩০

দেহধারী সেই যূথপতি গজেন্দ্র যখন এইরূপ প্রাণের সঙ্কট প্রাপ্ত হইল, কোন প্রকারে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিল না, তখন সে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াছিল এবং পরিশেষে এই বুদ্ধিলাভ করিল। ৩১

এই সকল জ্ঞাতি গজগণ বিপন্ন আমাকে মুক্ত করিতে পারিল না, সুতরাং করিণীগণ কিরূপে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে? আমি বিধাতার পাশস্বরূপ এই কুম্ভীর দ্বারা আবৃত হইয়াছি, সুতরাং আমিও ব্রহ্মাদি দেবগণের যিনি আশ্রয় সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হই। ৩২

যে অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বর প্রচণ্ডবেগে অতিশয় ধাবমান বলবান্ অন্তকরূপ সর্প হইতে ভীত শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, এবং যাঁহার ভয়ে পলায়ন করে, আমি সেই তাঁহারই শরণাগত হইলাম। ৩৩

ইতি অষ্টম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সমাধায় মনো হৃদি। জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্‌জন্মন্যনুশিক্ষিতম্ ॥১॥

শ্রীগজেন্দ্র উবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্। পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি ॥ ২ ॥

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্। যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥৩॥

যঃ স্বাত্মনীদং নিজমায়য়ার্পিতং ক্বচিদ্বিভাতং ক্ব চ তৎ তিরোহিতম্।
অবিদ্ধদৃক্ সাক্ষ্যুভয়ং তদীক্ষতে স আত্মমূলোঽবতু মাং পরাৎ পরঃ ॥৪॥
কালেন পঞ্চত্বমিতেষু কৃৎস্নশো লোকেষু পালেষু চ সর্ব্বহেতুষু।
তমস্তদাসীদ্‌গহনং গভীরং যস্তস্য পারেঽভিবিরাজতে বিভুঃ ॥৫॥
ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদুর্জন্তুঃ পুনঃ কোঽর্হতি গন্তুমীরিতুম্।
যথা নটস্যাকৃতিভির্বিচেষ্টতো দুরত্যয়ানুক্রমণঃ স মাবতু ॥ ৬ ॥
দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ।
চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং বনে ভূতাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই গজেন্দ্র হৃদয়মধ্যে সমাহিত হইল, এবং পূর্ব্বজন্মে শিক্ষিত স্তোত্রকে জপ করিতে লাগিল। গজেন্দ্র বলিল, যাহা হইতে এই চিদাত্মক বিশ্ব হয়, যিনি প্রকৃতি পুরুষ সেই ভগবান্ পরমেশ্বরকে নমস্কার, আমি তাঁহার ধ্যান করি। ১-২

যাঁহাতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে ইহা উৎপন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক ইহা সৃষ্ট, এবং যিনি এ বিশ্বের স্বরূপ, যিনি কার্য্য এবং কারণ হইতে ভিন্ন, সেই স্বতঃসিদ্ধ বিভুর আমি শরণ গ্রহণ করি। ৩

নিজ মায়া দ্বারা আপনাতে অর্পিত, কখন সৃষ্টিকালে অভিব্যক্ত, কখন বা প্রলয়ে তিরোহিত এই বিশ্বকে, অলুপ্তদৃষ্টি সাক্ষী যিনি কার্য্য ও কারণ এই উভয়কে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই স্বপ্রকাশ এবং প্রকাশক চক্ষুরাদিরও প্রকাশক পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। কালবশে সমস্ত লোক ও লোকপালগণ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর সেই সময়ে যে অনন্ত, গাঢ়, দুর্ভেদ্য অন্ধকার ছিল, সেই অন্ধকারের গায়ে যে বিভু বিরাজ করেন। ৪-৫

অতএব দেবগণ ও ঋষিগণ যাঁহার স্বরূপ জানেন না, সুতরাং অর্ব্বাচীন কোন্ প্রাণী তাঁহাকে জানিতে অথবা বলিতে সমর্থ হইতে পারে? তিনি নটের ন্যায় বিবিধ আকৃতি দ্বারা চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহার চরিত্র অতি দুর্জ্জেয়, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ৬

সর্ব্বপ্রাণীর আত্মভূত ও সকলের সুহৃৎ, মুক্তসঙ্গ, সুসাধু মুনিগণ যাঁহার সুমঙ্গল পদদর্শনের আকাঙ্ক্ষায়, বনে অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, সেই পরমাত্মা আমার গতি হউন। ৭

বিবৃতি—গজেন্দ্র এইরূপ স্থির করিয়াছিল যে, আমি গ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছি, প্রণাম করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই, অতএব কায়িক প্রণাম যখন করিতে পারিব না, তখন কেবল ধ্যান করি, এইরূপ চিন্তার পর পূর্ব্বজন্মের শিক্ষিত স্তোত্র জপ করিয়াছিল। ২

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি ॥৮॥
তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥৯॥
নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে। নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি ॥১০॥
সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্ম্যেণ বিপশ্চিতা। নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্ব্বাণসুখসংবিদে ॥১১॥
নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্ম্মিণে। নির্ব্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ ॥১২॥
ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে। পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে। অসতাচ্ছায়য়োক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ ॥১৪॥
নমো নমস্তেঽখিলকারণায় নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়।
সর্ব্বাগমাম্নায়মহার্ণবায় নমোঽপবর্গায় পরায়ণায় ॥ ১৫ ॥
গুণারণিচ্ছন্নচিদূষ্মপায় তৎক্ষোভবিস্ফূর্জিতমানসায়।
নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন বিবর্জিতাগমস্বয়ংপ্রকাশায় নমস্করোমি ॥ ১৬ ॥

যাঁহার জন্ম-কর্ম্ম নাই, নাম-রূপ নাই, গুণ-দোষ নাই, তথাপি লোকের উৎপত্তি ও বিনাশের জন্য যিনি নিজ মায়া দ্বারা সময়ে সময়ে ঐ সকল (জন্মাদি) স্বীকার করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ৮

যিনি অরূপ অথচ বহুরূপী, অনন্তশক্তি, আশ্চর্য্য-কর্ম্মা পরমেশ্বর সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। ৯

যিনি স্বপ্রকাশ (অর্থাৎ পরের প্রকাশক অথচ প্রকাশক নাই), পরমাত্মা অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তা, এবং যিনি বাক্য মনঃ ও চিত্তের অগোচর, তাঁহাকে নমস্কার করি। ১০

বিদ্বান্ ব্যক্তি সত্ত্বগুণ ও সন্ন্যাস দ্বারা যাঁহাকে লাভ করেন, সেই মোক্ষানন্দস্বরূপ কৈবল্যনাথকে নমস্কার। ১১

যিনি শান্ত, ঘোর, মূঢ় এবং সত্ত্বাদিধর্ম্মানুকারী, যিনি অবিশেষ ও সকলের পক্ষে সম ও জ্ঞানঘন, তাঁহাকে নমস্কার করি। ১২

হে ভগবন্! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বাধ্যক্ষ ও সাক্ষী, আপনাকে নমস্কার করি, হে প্রভো! আপনি ক্ষেত্র সকলের মূল ও মূলেরও মূল প্রকৃতি, আপনাকে নমস্কার করি। যিনি সকল ইন্দ্রিয় বিষয়ের দ্রষ্টা ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির হেতু, এবং অসৎ অহঙ্কারপ্রপঞ্চ কর্তৃক অসদ্রূপ ছায়া দ্বারা যিনি উক্ত হয়েন অর্থাৎ প্রতি-বিম্ব দ্বারা বিম্বের ন্যায় সংসূচিত হইয়া থাকেন, এবং যিনি বিষয়ে সদাভাসরূপে বিদ্যমান, সেই আপনাকে নমস্কার করি। ১৩ ১৪

হে ভগবন্! আপনি অখিলের কারণ, আপনাকে নমস্কার; আপনি নিষ্কারণ অর্থাৎ আপনার কোন কারণ নাই, অতএব আপনি অদ্ভুত কারণ, আপনাকে নমস্কার; আপনি পঞ্চরাত্রাদি আগম সকল ও বেদ সকলের আধার—যেমন নদী-নদের আধার সমুদ্র সেই-রূপ, আপনি মোক্ষরূপী ও পরায়ণ অর্থাৎ সাধুজনের আশ্রয়, অতএব আপনাকে বারম্বার নমস্কার। ১৫

হে ভগবন্! আপনি গুণরূপে অরণি দ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ, এবং সেই গুণ সকলের কার্য্যে বিস্ফূর্জ্জিত চিত্ত, নৈষ্কর্ম্ম্যভাব দ্বারা যাঁহারা বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যিনি স্বয়ংপ্রকাশ, সেই আপনাকে নমস্কার করি। ১৬

মাদৃক্প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায় মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোঽলয়ায়।
স্বাংশেন সর্ব্বতনুভৃন্মনসি প্রতীতপ্রত্যগ্দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥১৭॥
আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু সক্তৈর্দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতায়।
মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায় জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায় ॥১৮॥
যং ধর্ম্মকামার্থবিমুক্তিকামা ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি।
কিঞ্চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং করোতু মেঽদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্ ॥১৯॥
একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ২০ ॥
তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূরমনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ২১ ॥
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ। নামরূপবিভেদেন ফল্গ্ব্যা চ কলয়া কৃতাঃ ॥২২॥
যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহো বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥২৩॥

যিনি আমার ন্যায় শরণাগতের পশুপাশ-(অবিদ্যা) মোচনকারী, এবং যিনি মুক্ত অথচ যাঁহার অপার করুণা, যিনি অনলস, তাঁহাকে নমস্কার করি, যিনি স্বাংশ দ্বারা দেহিমাত্রেরই মনে প্রখ্যাত প্রত্যক্ দ্রষ্টা অর্থাৎ যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা, জ্ঞানস্বরূপ, সেই ভগবান্ ব্রহ্মকে নমস্কার করি। ১৭

(আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী হইলেও) হে ভগবন্! যাহারা দেহ পুত্র গৃহ ধন ভৃত্য প্রভৃতিতে আসক্ত, আপনি তাহাদের দুষ্প্রাপ্য; কারণ, আপনি গুণসঙ্গ-বর্জ্জিত, অতএব দেহাদিতে অনাসক্ত মানবগণই আপনার চিন্তা করিয়া থাকেন, আপনি জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার করি। ১৮

ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তিকামী মানবগণ যাঁহাকে ভজনা করে, এবং নিজের অভিলষিত ধর্ম্মাদি গতি প্রাপ্ত হয়, এবং প্রার্থনার অতিরিক্ত বহু আকাঙ্ক্ষার বিষয় এবং অব্যয় দেহ দান করে, সেই অসীম দয়া-সাগর আমাকে মোচনমাত্র করিয়া দিউন, অর্থাৎ আমি অধিক কিছুই প্রার্থনা করি না, এই গ্রাহ হইতে কেবল আমাকে মুক্ত করুন। ১৯

যে সকল মানবগণ ভগবানের শরণাগত ও একান্ত ভক্ত, তাঁহারা ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না, কারণ, তাঁহারা সেই ভগবানের মঙ্গলময় অদ্ভুত চরিত্র গান করিতে করিতে আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ২০

সেই অক্ষর পরেশ, অব্যক্ত পরমব্রহ্ম, আধ্যাত্মিক যোগগম্য, সূক্ষ্ম পদার্থের ন্যায় অতীন্দ্রিয়, বাহ্যদৃষ্টিতে অতিদূর, অনন্ত, আদ্য ও পরিপূর্ণস্বরূপ যিনি তাঁহার স্তব করি। ২১

যাঁহার অতি অল্প অংশ দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ, বেদ ও চরাচর লোক সকল বিরচিত হইয়াছে। ২২

যেমন অগ্নির শিখা ও সূর্য্যের কিরণ সকল তাহা হইতে বারম্বার নির্গত হয় এবং তাহাতেই লীন হয়, সেইরূপ যাঁহা হইতে গুণপ্রবাহ বুদ্ধি মনঃ ইন্দ্রিয় ও শরীর সকল নির্গত হইতেছে এবং যাঁহাতে বিলীন হইতেছে। ২৩

স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্ ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্নচাসন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥ ২৪ ॥
জিজীবিষে নাহমিহামুয়া কিম্ অন্তর্ব্বহিশ্চাবৃতয়েভযোন্যা।
ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লবস্তস্যাত্মলোকাবরণস্য মোক্ষম্ ॥২৫॥
সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্। বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরং পদম্ ॥২৬॥
যোগরন্ধিতকর্ম্মণো হৃদি যোগবিভাবিতে। যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোস্ম্যহম্ ॥২৭॥
নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগশক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে ॥২৮॥
নায়ং বেদ স্বমাত্মানং যচ্ছক্ত্যাঽহংধিয়া হতম্। তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং ভগবন্তমিতোঽস্ম্যহম্ ॥২৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্ব্বিশেষং ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ।
নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বাৎ তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ ॥৩০॥

তিনি দেব, অসুর, মনুষ্য বা তির্য্যক্ নহেন, তিনি স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহেন এবং তিনি জন্তুও নহেন, তিনি গুণ কর্ম্ম নহেন তিনি সৎ বা অসৎ নহেন, তিনি নিষেধে অবধিরূপে অবশিষ্ট থাকেন অথচ তাঁহার শেষ নাই, তিনি জয়যুক্ত হউন অর্থাৎ আমার রক্ষার্থ আবির্ভূত হউন। ২৪

জীবন ধারণ করিতে আমি এই গ্রাহ হইতে শরীরমোচন করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, অন্তরে ও বাহিরে অবিবেকব্যাপ্ত এই গজজন্মের কি প্রয়োজন? পরন্তু আত্মপ্রকাশের আবরণ যে অজ্ঞান, তাহারই মুক্তি ইচ্ছা করি। যে মোক্ষের কালবশে বিনাশ হয় না অথবা দেহনাশে দেহের বন্ধন অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তাহার মোক্ষ প্রার্থনায় কি প্রয়োজন? আত্মপ্রকাশের আবরণ যে অজ্ঞান—কালেতেও যাহার নাশ হয় না, যাহা কেবল জ্ঞাননাশ্য, তাহারই মোক্ষ হউক। ২৫

(যাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাকে আমি জানি না) যিনি বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বরূপ অথচ বিশ্বব্যতিরিক্ত বিশ্ব (বেদ) যাঁহার উপকরণ, যিনি বিশ্বের আত্মা, অজ, ব্রহ্ম ও পরমপদস্বরূপ আমি তাঁহাকে কেবল প্রণাম করি। ভগবদ্ধর্ম্মরূপ যোগ দ্বারা যাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে, এতাদৃশ যোগিগণ যোগবিভাবিত হৃদয়মধ্যে যাঁহাকে দর্শন করেন, আমি সেই যোগেশকে প্রণাম করি। ২৬-২৭

অসহ্য বেগ শক্তিত্রয় যাঁহার, এবং যিনি অখিল ধীগুণস্বরূপ শরণাগতপালক দুরন্ত শক্তি—আপনাকে নমস্কার; যাহাদের ইন্দ্রিয় কুৎসিত তাহাদের অপ্রাপ্য অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয়গণ আপনাকে যে পথে পাওয়া যায়, তাহাও জানিতে পারে না। ২৮

যাঁহার মায়াবশে অহংবুদ্ধি দ্বারা আবৃত আপনার আত্মাকে এই লোক জানিতে পারে না, সেই দুরত্যয়মাহাত্ম্য ভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি। ২৯

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সেই গজেন্দ্র মূর্ত্তিভেদ না করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির অভিমানী বলিয়া গজেন্দ্রের মোচনার্থ গমন করিলেন না, তখন অখিলের আত্মা সর্ব্বদেবময় হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। ৩০

তং তদ্বদার্ত্তমুপলভ্য জগন্নিবাসঃ স্তোত্রং নিশম্য দিবিজৈঃ সহ সংস্তবদ্ভিঃ।
ছন্দোময়েন গরুড়েন সমুহ্যমানশ্চক্রায়ুধোঽভ্যগমদাশু যতো গজেন্দ্রঃ॥৩১॥
সোঽন্তঃসরস্যুরুবলেন গৃহীত আর্ত্তো দৃষ্ট্বা গরুত্মতি হরিং খ উপাত্তচক্রম্।
উৎক্ষিপ্য সাম্বুজকরং গিরমাহ কৃচ্ছ্রান্নারায়ণাখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে॥৩২॥
তং বীক্ষ্য পীড়িতমজঃ সহসাবতীর্য্য সগ্রাহমাশু সরসঃ কৃপয়োজ্জহার।
গ্রাহাদ্বিপাটিতমুখাদরিণা গজেন্দ্রং সংপশ্যতাং হরিরমুমুচদুচ্ছ্রিয়াণাম্॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥৩॥

জগন্নিবাস ভগবান্ হরি গজেন্দ্রকে ঐরূপ আর্ত্ত লক্ষ্য করিয়া এবং স্তবকারী দেবগণের সহিত তাহার কৃত স্তব শুনিয়া চক্রায়ুধধারী ছন্দোময় গরুড়োপরি উপবিষ্ট থাকিয়া যেখানে সেই গজেন্দ্র বিপন্ন হইয়াছিল, তথায় সত্বর গমন করিলেন। ৩১

গজেন্দ্র সরোবরের অভ্যন্তরে মহাবল গ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় অতিশয় আর্ত্ত হইয়াছিল; আকাশে গরুড়োপরি চক্রহস্ত ভগবান্‌কে দেখিতে পাইয়া পদ্ম সহিত স্বীয় শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিল এবং অতি কষ্টে "হে নারায়ণ! হে অখিলগুরো! হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার" এই বাক্য বলিল। ৩২

ভগবান্ অজ সেই গজেন্দ্রকে অতিশয় পীড়িত দর্শন করিয়া সহসা গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই সরোবর হইতে কুম্ভীর সহ গজেন্দ্রকে কৃপা করিয়া উদ্ধৃত করিলেন। তাহার পর দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষে চক্র দ্বারা সেই গ্রাহের মুখ বিদারিত করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন। ৩৩

ইতি অষ্টম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তদা দেবর্ষিগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ। মুমুচুঃ কুসুমাসারং শংসন্তঃ কর্ম্ম তদ্ধরেঃ ॥১॥
নেদুর্দুন্দুভয়ো দিব্যা গন্ধর্ব্বা ননৃতুর্জগুঃ। ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥২॥
যোঽসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্। মুক্তো দেবলশাপেন হূহূর্গন্ধর্ব্বসত্তমঃ ॥ ৩ ॥
প্রণম্য শিরসাধীশমুত্তমঃশ্লোকমব্যয়ম্। অগায়ত যশোধাম কীর্ত্তন্যগুণসৎকথম্ ॥৪॥
সোঽনুকম্পিত ঈশেন পরিক্রম্য প্রণম্য তম্। লোকস্য পশ্যতো লোকং স্বমগান্মুক্তকিল্বিষঃ ॥৫॥
গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ। প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥৬॥
স বৈ পূর্ব্বমভূদ্রাজা পাণ্ড্যো দ্রবিড়সত্তমঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ॥৭॥
স একদারাধনকাল আত্মবান্ গৃহীতমৌনব্রত ঈশ্বরং হরিম্।
জটাধরস্তাপস আপ্লুতোঽচ্যুতং সমর্চ্চয়ামাস কুলাচলাশ্রমঃ ॥ ৮ ॥

শুকদেব বলিলেন হে রাজন্! সেই সময়ে ব্রহ্মা, মহেশ প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ভগবান্ হরির সেই কার্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে কুসুম বর্ষণ করিয়াছিলেন। ১

স্বর্গীয় দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও গান করিলেন, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ পুরুষোত্তমের স্তব করিলেন। ২

হে মহারাজ! যে হূহূনামক গন্ধর্ব্ব দেবলশাপে গ্রাহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে শাপমুক্ত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ পরমাশ্চর্য্য রূপ ধারণ করিয়াছিল। ৩

গন্ধর্ব্বরাজ হূহূ উত্তমঃশ্লোক অব্যয় অধীশ্বরকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া যশের আশ্রয় কীর্ত্তনীয় গুণ এবং যাঁহার কথা কথনীয়, সেই বিষ্ণুর গুণগান করিয়াছিল। ৪

তদনন্তর ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুকম্পিত ও মুক্তপাপ সেই গন্ধর্ব্ব ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া দর্শনকারী লোকের সমক্ষে নিজলোকে গমন করিয়াছিল। ৫

এবং গজেন্দ্র ভগবৎস্পর্শে অজ্ঞান-বন্ধন হইতে মুক্ত ও পীতাম্বর চতুর্ভুজ হইয়া ভগবানের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইল। ৬

সেই গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণুব্রতপরায়ণ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত দ্রাবিড়শ্রেষ্ঠ পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ছিলেন। ৭

একদা জিতেন্দ্রিয় মৌনব্রতী জটাধর তাপস এবং মলয়াচলে কৃতাশ্রম সেই রাজা আরাধনাকালে স্নান করিয়া ঈশ্বর অচ্যুত হরিকে পূজা করিয়াছিলেন। ৮

বিবৃতি—এক সময়ে হূহূনামক গন্ধর্ব্ব স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া সেই সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছিল, সেই সময়ে দেবল ঋষি তথায় স্নান করিবার নিমিত্ত অবগাহন করিলে গন্ধর্ব্বরাজ আমোদ করিবার জন্য ঋষির পা ধরিয়া জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেবল ঋষি ইহাতে কুপিত হইয়া "তুমি গ্রাহ হইয়া এই সরোবরে অবস্থান কর" এই কথা বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন; পরে গন্ধর্ব্বরাজের স্তবে প্রসন্ন হইয়া বলেন—এই সরোবরে আগত গজেন্দ্রকে গ্রহণ করিলে হরি আসিয়া তোমাকে মুক্ত করিবেন। এই অভিশাপবৃত্তান্ত ইতিহাসোত্তমে আছে। ৩

যদৃচ্ছয়া তত্র মহাযশা মুনিঃ সমাগমচ্ছিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ।
তং বীক্ষ্য তুষ্ণীমকৃতার্হণাদিকং রহস্যুপাসীনমৃষিশ্চুকোপ হ ॥৯॥
তস্মা ইমং শাপমদাদসাধুরয়ং দুরাত্মাহকৃতবুদ্ধিরদ্য।
বিপ্রাবমন্তা বিশতাং তমিস্রং যথা গজস্তব্ধমতিঃ স এব ॥১০॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং শপ্ত্বা গতোহগস্ত্যো ভগবান্ নৃপ সানুগঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নোহপি রাজর্ষির্দ্দিষ্টং তদুপধারয়ন্ ॥১১॥
আপন্নঃ কৌঞ্জরীং যোনিমাত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্। হর্য্যর্চ্চনানুভাবেন যদ্গজত্বেহপ্যনুস্মৃতিঃ ॥১২॥

এবং বিমোক্ষ্য গজযূথপমব্জনাভস্তেনাপি পার্ষদগতিং গমিতেন যুক্তঃ।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধবিবুধৈরুপগীয়মানকর্ম্মাদ্ভুতং স্বভবনং গরুড়াসনোহগাৎ ॥১৩॥
এতন্মহারাজ তবেরিতো ময়া কৃষ্ণানুভাবো গজরাজমোক্ষণম্।
স্বর্গ্যং যশস্যং কলিকল্মষাপহং দুঃস্বপ্ননাশং কুরুবর্য্য শৃণ্বতাম্ ॥১৪॥

যথানুকীর্ত্তয়ন্ত্যেতচ্ছ্রেয়স্কামা দ্বিজাতয়ঃ। শুচয়ঃ প্রাতরুত্থায় দুঃস্বপ্নাদ্যুপশান্তয়ে ॥ ১৫ ॥
ইদমাহ হরিঃ প্রীতো গজেন্দ্রং কুরুসত্তম। শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতময়ো বিভুঃ ॥১৬॥

একদিন সেই মলয়াচলের আশ্রমে মহাযশস্বী অগস্ত্যমুনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তদ্দর্শনেও রাজা রহস্যোপাসনায় নিমগ্ন, অতএব তূষ্ণীম্ভূত ছিলেন; ঋষি সেই রাজাকে অভ্যর্থনা-পরাঙ্মুখ দেখিয়া তাঁহার উপর ক্রোধ করিয়াছিলেন। ৯

"দুরাত্মা অসাধু অশিক্ষিতবুদ্ধি (অশিষ্ট), ব্রাহ্মণের অপমানকারী এই রাজা নরকে প্রবেশ করুক, এই রাজা গজের ন্যায় স্তব্ধমতি, সুতরাং গজই হউক" এই বলিয়া অগস্ত্যঋষি সেই রাজাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। ১০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ অগস্ত্য রাজাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া অনুযায়িবর্গের সহিত তথা হইতে গমন করিয়াছিলেন, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নও ইহাকে দৈব ঘটনা বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কৌঞ্জরীযোনি (হস্তিশরীর) প্রাপ্ত হইলেন, যাহাতে আত্মস্মৃতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, পরন্তু ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এই কারণে হস্তিযোনি প্রাপ্ত হইলেও পরে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা সকল স্মরণ হইয়াছিল। ১১-১২

হে রাজন্! ভগবান্ পদ্মনাভ এই প্রকারে গজ-যূথপতিকে মুক্ত করিয়া নিজের পার্ষদ করিয়াছিলেন, পরে গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও দেবগণ কর্তৃক এই উপগীয়মান-কর্ম্মা ভগবান্ গরুড়াসন হরি সেই গন্ধর্ব্বরাজ সহিত ধীরভাব গমন করিয়াছিলেন। ১৩

হে মহারাজ! এই গজরাজ-মোক্ষণ নামক শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব, আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তাহাদের স্বর্গ ও যশঃ হয়, এবং কলিকলুষ ও দুঃস্বপ্ন দূরীভূত হইয়া থাকে। অতএব শ্রেয়স্কাম দ্বিজাতিগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানাদি করিয়া ও শুচি হইয়া দুঃস্বপ্নাদির শান্তির নিমিত্ত এই বৃত্তান্ত যথাবিধি পাঠ করিয়া থাকেন। ১৪-১৫

হে কুরুসত্তম! সর্ব্বভূতময় বিভু ভগবান্ হরি প্রীত হইয়া সকলে শুনিতে পায়, এইভাবে গজেন্দ্রকে এই বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৬

শ্রীভগবানুবাচ।

যে মাং তাঞ্চ সরশ্চেদং গিরিকন্দরকাননম্। বেত্রকীচকবেণুনাং গুল্মানি সুরপাদপান্ ॥১৭॥

শৃঙ্গাণীমানি ধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মণো মে শিবস্য চ। ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্ ॥১৮॥

শ্রীবৎসং কৌস্তুভং মালাং গদাং কৌমোদকীং মম।
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং সুপর্ণং পতগেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥

শেষঞ্চ মৎকলাং সূক্ষ্মাং শ্রিয়ং দেবীং মদাশ্রয়াম্। ব্রহ্মাণং নারদমৃষিং ভবং প্রহ্লাদমেব চ ॥২০॥

মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদ্যৈরবতারৈঃ কৃতানি মে। কর্ম্মাণ্যনন্তপুণ্যানি সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্ ॥২১॥

প্রণবং সত্যমব্যক্তং গোবিপ্রান্ ধর্ম্মমব্যয়ম্। দাক্ষায়ণীর্ধর্ম্মপত্নীঃ সোমকশ্যপয়োরপি ॥ ২২ ॥

গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং কালিন্দীং সিতবারণম্। ধ্রুবং ব্রহ্মঋষীন্ সপ্তপুণ্যশ্লোকাংশ্চ মানবান্ ॥২৩॥

উত্থায়াপররাত্রান্তে প্রয়তাঃ সুসমাহিতাঃ। স্মরন্তি মম রূপাণি মুচ্যন্তে তেহংহসোঽখিলাৎ ॥২৪॥

যে মাং স্তুবন্ত্যনেনাঙ্গ প্রতিবুধ্য নিশাত্যয়ে।
তেষাং প্রাণাত্যয়ে চাহং দদামি বিপুলাং গতিম্ ॥২৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদিশ্য হৃষীকেশঃ প্রধ্মায় জলজোত্তমম্। হর্ষয়ন্ বিবুধানীকমারুরোহ খগাধিপম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে গজেন্দ্র! যে ব্যক্তি আমাকে, তোমাকে, এই সরোবর, গিরিকন্দর, কানন, বেত্র, কীচক, বেণু, গুল্ম, সুরদ্রুম প্রভৃতিকে স্মরণ করিবে, এবং আমার, ব্রহ্মার ও শিবের আবাস-স্থল এই গিরিশৃঙ্গ সকল, এবং আমার প্রিয়ধাম ক্ষীরোদসাগর, এবং দীপ্তিমান শ্বেতদ্বীপ ও আমার শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, পক্ষিরাজ গরুড়, শেষ নাগ, এবং আমার সূক্ষ্ম কলারূপিণী হৃদয়াশ্রিতা শ্রীদেবী এবং ব্রহ্মা, মহেশ, দেবর্ষি নারদ, প্রহ্লাদ আর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতার দ্বারা আমার কর্ম্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, প্রণব, সত্য, মায়া, গো, বিপ্র, ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, ধর্ম্মপত্নী, চন্দ্র ও কশ্যপের পত্নী, দক্ষ-কন্যাগণ, গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা, কালিন্দী, প্রভৃতি পুণ্যনদী সকল, ঐরাবত, ধ্রুব, সপ্ত ব্রহ্মর্ষি, এবং পুণ্যশ্লোক মানবগণ এই সকল আমার রূপ অর্থাৎ বিভূতিবিশেষ, রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান করিয়া সংযত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া এই সকল স্মরণ করিবে, তাহারাও নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইবে, অপর—হে রাজন্! যাহারা নিশাপগমে জাগ্রত হইয়া এই বৃত্তান্ত পাঠ পূর্ব্বক আমাকে স্তব করিবে, তাহাদের প্রাণাত্যয়ে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমি স্বয়ং উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিব। ১৭-২৫

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ হৃষীকেশ, গজেন্দ্রকে এই প্রকার আদেশ করিয়া ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া দেবগণকে আনন্দিত করিতে করিতে গরুড়োপরি আরোহণ করিলেন। ২৬

ইতি অষ্টম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

রাজন্নুদিতমেতৎ তে হরেঃ কর্ম্মাঘনাশনম্। গজেন্দ্রমোক্ষণং পুণ্যং রৈবতং ত্বন্তরং শৃণু ॥১॥

পঞ্চমো রৈবতো নাম মনুস্তামসসোদরঃ। বলিবিন্ধ্যাদয়স্তস্য সুতা হার্জ্জুনপূর্ব্বকাঃ ॥২॥

বিভুরিন্দ্রঃ সুরগণা রাজন্ ভূতরয়াদয়ঃ হিরণ্যরোমা বেদশিরা ঊর্দ্ধবাহ্বাদয়ো দ্বিজাঃ ॥৩॥

পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥৪॥

বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ। রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥৫॥

তস্যানুভাবঃ কথিতো গুণাশ্চ পরমোদয়াঃ। ভৌমান্ রেণূন্ স বিমমে যো বিষ্ণোর্বর্ণয়েদ্ গুণান্ ॥৬॥

ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনুঃ। পূরুপূরুষসুদ্যুম্নপ্রমুখাশ্চাক্ষুষাত্মজাঃ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রো মন্ত্রদ্রুমস্তত্র দেবা আপ্যাদয়ো গণাঃ। মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হর্য্যস্মদ্বীরকাদয়ঃ ॥৮॥

তত্রাপি দেবসম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ। অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতীপতিঃ ॥৯॥

পয়োধিং যেন নির্ম্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা। ভ্রমমাণোঽম্ভসি ধৃতঃ কূর্ম্মরূপেণ মন্দরঃ ॥১০॥

শ্রীরাজোবাচ।

যথা ভগবতা ব্রহ্মন্ মথিতঃ ক্ষীরসাগরঃ। যদর্থং বা যতশ্চাদ্রিং দধারাম্বুচরাত্মনা ॥১১॥

যথামৃতং সুরৈঃ প্রাপ্তং কিঞ্চান্যদভবৎ ততঃ। এতদ্ভগবতঃ কর্ম্ম বদস্ব পরমাদ্ভুতম্ ॥১২॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ হরির গজেন্দ্রমোক্ষণ নামক পাপনাশক কর্ম্ম তোমাকে বলিয়াছি, এক্ষণে পবিত্র রৈবতমন্বন্তর শ্রবণ কর। ১

চতুর্থ মনু তামসের সহোদর ভ্রাতা রৈবত, পঞ্চম মনু, অর্জ্জুন, বলি-বিন্ধ্যাদি তাঁহার পুত্র। ২

হে রাজন্! এই মন্বন্তরে বিভু নামে ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবগণ আর হিরণ্যরোমা, বেদশিরা ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি দ্বিজগণ ঋষি হয়েন। আর শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামে পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে শুভ্রের ঔরসে বৈকুণ্ঠ নামক পুত্র বৈকুণ্ঠবাসী সুরগণসহ জন্মগ্রহণ করেন। ৩-৪

ঐ বৈকুণ্ঠই রমাদেবীর প্রার্থনায় তাঁহার প্রিয় করিবার বাসনায় লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক নির্ম্মাণ করেন। সেই বৈকুণ্ঠের অনুভাব ও পরম মঙ্গলময় গুণ সকল (তৃতীয় স্কন্ধাদিতে) যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি, যে ব্যক্তি পার্থিব পরমাণু সকল গণনা করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিই ভগবানের গুণ সকল বর্ণন করিতে পারে। ৫-৬

ষষ্ঠ মনুর নাম চাক্ষুষ, তিনি চক্ষুষের পুত্র। পুরু, পুরুষ, সুদ্যুম্ন প্রভৃতি চাক্ষুষের পুত্র। এই মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম নামক ইন্দ্র, আপ্যাদিগণ দেবতা। হে রাজন্! এই মন্বন্তরে হর্য্যস্মৎ বীরকাদিগণ সপ্তর্ষি। ৭-৮

এই মন্বন্তরে বৈরাজের ঔরসে দেবসম্ভূতির গর্ভে জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে বিখ্যাত হয়েন, যিনি সমুদ্রমন্থন করিয়া দেবগণের নিমিত্ত অমৃত আহরণ করেন, এবং যিনি কূর্ম্মরূপে জলমধ্যে ভ্রমমান মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। ৯-১০

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে কারণে ও যেরূপে ভগবান্ ক্ষীরসাগর মন্থন করেন এবং যে কারণে জলচর (কূর্ম্ম) রূপে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, এবং দেবগণ যে প্রকারে অমৃত প্রাপ্ত হয়েন, এবং তদুপলক্ষে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ভগবানের অত্যাশ্চর্য্যজনক সেই কর্ম্ম সকল আপনি আমাদিগকে বলুন। ১১-১২

ত্বয়া সংকথ্যমানেন মহিম্না সাত্বতাং পতেঃ। নাভিতৃপ্যতি মে চিত্তং সুচিরং তাপতাপিতম্ ॥১৩॥

শ্রীসূত উবাচ।

সংপৃষ্টো ভগবানেবং দ্বৈপায়নসুতো দ্বিজাঃ। অভিনন্দ্য হরেবীর্য্যমভ্যাচষ্টুং প্রচক্রমে ॥১৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

যদা যুদ্ধেঽসুরৈর্দেবা বধ্যমানাঃ শিতায়ুধৈঃ। গতা সবো নিপতিতা নোত্তিষ্ঠেরন্ স্ম ভূরিশঃ ॥১৫॥
যদা দুর্ব্বাসঃশাপেন সেন্দ্রা লোকাস্ত্রয়ো নৃপ। নিঃশ্রীকাশ্চাভবংস্তত্র নেশুরিজ্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ ॥১৬॥
নিশাম্যৈতৎ সুরগণা মহেন্দ্রবরুণাদয়ঃ। নাধ্যগচ্ছন্ স্বয়ং মন্ত্রৈর্মন্ত্রয়ন্তো বিনিশ্চিতম্ ॥১৭॥
ততো ব্রহ্মসভাং জগ্মুর্মেরোর্মূর্দ্ধনি সর্ব্বশঃ। সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ প্রণতাঃ পরমেষ্ঠিনে ॥১৮॥
স বিলোক্যেন্দ্রবায়্বাদীন্ নিঃসত্ত্বান্ বিগতপ্রভান্। লোকানমঙ্গলপ্রায়ানসুরানযথা বিভুঃ ॥১৯॥
সমাহিতেন মনসা সংস্মরন্ পুরুষং পরম্। উবাচোৎফুল্লবদনো দেবান্ স ভগবান্ পরঃ ॥২০॥

অহং ভবো যূয়মথোঽসুরাদয়ো মনুষ্যতির্য্যগ্‌দ্রুমঘর্ম্মজাতয়ঃ।
যস্যাবতারাংশকলাবিসর্জিতা ব্রজাম সর্ব্বে শরণং তমব্যয়ম্ ॥২১॥

হে ঋষে! সাত্বতপতি ভগবানের যত মহিমা আপনি বলিতেছেন, কিছুতেই উহা দ্বারা সুচিরকাল যাবৎ তাপসন্তপ্ত আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ১৩

সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! ভগবান্ ব্যাসনন্দন রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ-পুরঃসর ভগবান্ হরির বীর্য্যকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যে সময়ে যুদ্ধে অসুরগণ শাণিত অস্ত্র দ্বারা দেবগণকে নিহত করে, গতপ্রাণ ভূতলে পতিত বহুসংখ্যক দেবতাই যখন আর উঠিলেন না। ১৫

আর যখন দুর্ব্বাশার শাপে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ত্রিলোক শ্রীহীন হইল, তখন সর্ব্বত্র যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হইল। ১৬

আর যখন ইন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি দেবগণ স্বয়ং মন্ত্রণা দ্বারা কোনরূপ নিশ্চিত উপায় প্রাপ্ত হইলেন না। ১৭

তখন দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের উপরিস্থিত ব্রহ্মার সভায় গমন করিয়াছিলেন এবং সকলে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইয়াছিলেন। ১৮

সেই ব্রহ্মা ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণকে নির্বীর্য্য ও নিষ্প্রভ এবং লোক সকলকে অমঙ্গলপ্রায় দেখিয়া এবং অসুরগণকে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বলবীর্য্যপুষ্টিসম্পন্ন অবলোকন করিয়া সমাহিত চিত্তে পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে করিতে, উৎফুল্লনয়ন সেই ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন। ১৯-২০

ব্রহ্মা বলিলেন, আমি, মহেশ, তোমরা অসুর, মানুষ, পশু পক্ষী এবং দ্রুম ও ঘর্ম্মজ (স্বেদজ) অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ—এই সকল যাঁহার অবতাররূপ পুরুষের অংশে যে ব্রহ্ম তাহার কণা হইতে সৃষ্ট, অর্থাৎ মরীচ্যাদি পুত্র পৌত্র দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সকলে সেই অব্যয় পরমেশ্বরের শরণাগত হইতেছি। ২১

ন যস্য বধ্যো নচ রক্ষণীয়ো নোপেক্ষণীয়াদরণীয়পক্ষঃ।
তথাপি সর্গস্থিতিসংযমার্থং ধত্তে রজঃসত্ত্বতমাংসি কালে ॥২২॥
অয়ঞ্চ তস্য স্থিতিপালনক্ষণঃ সত্ত্বং জুষাণস্য ভবায় দেহিনাম্।
তস্মাদ্‌ব্রজামঃ শরণং জগদ্‌গুরুং স্বানাং স নো ধাস্যতি শং সুরপ্রিয়ঃ ॥২৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাভাষ্য সুরান্ বেধাঃ সহ দেবৈররিন্দম। অজিতস্য পদং সাক্ষাজ্জগাম তমসঃ পরম্ ॥২৪॥
তত্রাদৃষ্টস্বরূপায় শ্রুতপূর্ব্বায় বৈ প্রভুঃ। স্তুতিমব্রূত দৈবীভির্গীর্ভিস্ত্ববহিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৫॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।
মনোঽগ্রযানং বচসানিরুক্তং নমামহে দেববরং বরেণ্যম্ ॥২৬॥
বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্মনামর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্।
ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥২৭॥
অজস্য চক্রং ত্বজয়ের্য্যমানং মনোময়ং পঞ্চদশারমাশু।
ত্রিনাভি বিদ্যুচ্চলমষ্টনেমি যদক্ষমাহুস্তমৃতং প্রপদ্যে ॥২৮॥

যাঁহার বধ্য নাই, রক্ষণীয়ও নাই, উপেক্ষণীয় নাই, এবং আদরণীয় পক্ষও নাই, তথাপি তিনি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের জন্য তত্তৎকালে সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ ধারণ করেন। ২২

দেহীদিগের মঙ্গলের জন্য সত্ত্বগুণসেবী সেই ভগবানের ইহা স্থিতি-পালনের সময়, অতএব আমরা জগদ্‌গুরু ভগবানের হইতেছি—সেই দেবপ্রিয় ভগবান্ তাঁহার আত্মীয় আমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন।২৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বিধাতা দেবগণকে এই কথা বলিয়া দেবগণের সহিত তমোগুণের পরবর্ত্তী (অবিষয়) অজিতের বসতিস্থানে (ক্ষীরোদ-সাগরতীরে) গমন করিলেন। ২৪

সেই স্থানে উপনীত হইয়া ব্রহ্মা বৈদিক বাক্য দ্বারা অদৃষ্টপূর্ব্ব কিন্তু শ্রুতপূর্ব্ব ভগবান্ হরির অবহিতচিত্তে স্তব করিয়াছিলেন। ২৫

ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেব! আমরা বিকারহীন, সত্য, অনন্ত, আদ্য, অন্তর্য্যামী, নিরুপাধি, তর্কের অগোচর, মনের অগ্রযায়ী বাক্যের দ্বারা অনির্ব্বাচ্য বরেণ্য দেবশ্রেষ্ঠকে নমস্কার করি। ২৬

যিনি প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি এবং আত্মাকে জানেন, এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পান, অথচ স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় অজ্ঞানরহিত, যাঁহার দেহ নাই, যিনি অক্ষয় ও আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী এবং যাঁহাতে জীব-পক্ষপাতী ছায়া ও আতপ অর্থাৎ অবিদ্যা ও বিদ্যা নাই, সেই ত্রিযুগে বর্ত্তমান ভগবানের আমরা শরণাপন্ন হইতেছি। ২৭

জীবের চক্র অর্থাৎ চক্রবৎ বর্ত্তমান দেহাদি—যাহা মায়া কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, যিনি ঐ চক্রের অক্ষ অর্থাৎ অধিষ্ঠান, আমরা সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি; জীবের ঐ চক্র মনোময়, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ এই পঞ্চদশটি উহার অর (আল), সত্ত্বাদি তিনগুণ নাভির ন্যায় তাহার মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা বিদ্যুতের তুল্য চঞ্চল, অষ্ট প্রকৃতি নেমির ন্যায় তাহার আবরণাদি। ২৮

য একবর্ণং তমসঃ পরং তদলোকমব্যক্তমনন্তপারম্।
আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেনমুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ ॥২৯॥
ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্।
তং নির্জ্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্ ॥৩০॥
ইমে বয়ং যৎপ্রিয়য়ৈব তন্বা সত্ত্বেন সৃষ্টা বহিরন্তরাবিঃ।
গতিং ন সূক্ষ্মামৃষয়শ্চ বিদ্মহে কুতোঽসুরাদ্যা ইতরপ্রধানাঃ ॥৩১॥
পাদৌ মহীয়ং স্বকৃতৈব যস্য চতুর্ব্বিধো যত্র হি ভূতসর্গঃ।
স বৈ মহাপুরুষ আত্মতন্ত্রঃ প্রসীদতাং ব্রহ্ম মহাবিভূতিঃ ॥৩২॥
অন্তস্ত যদ্রেত উদারবীর্য্যং সিধ্যন্তি জীবন্ত্যুত বর্দ্ধমানাঃ।
লোকা যতোঽথাখিললোকপালাঃ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৩৩॥
সোমং মনো যস্য সমামনন্তি দিবৌকসাং যো বলমন্ধ আয়ুঃ।
ঈশো নগানাং প্রজনঃ প্রজানাং প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৩৪॥
অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা।
অন্তঃসমুদ্রেঽনুপচন্ স্বধাতূন্ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৩৫॥

যিনি জীবসমীপে জীবনিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত, অথবা ভক্তরক্ষার জন্য গরুড়োপরি উপবিষ্ট, কিন্তু জ্ঞানৈকস্বরূপ ও প্রকৃতির পর, যিনি অদৃশ্য ও অব্যক্ত, দেশ ও কাল দ্বারা যাঁহার পরিচ্ছেদ হয় না, অতএব ধীরগণ যোগরূপ উপায় দ্বারা যাঁহার ভজনা করেন, সেই পরমেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি। ২৯

কোন ব্যক্তি যাঁহার মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, যে মায়ায় সমস্ত লোক মুগ্ধ হয় এবং নিজেকে জানিতে পারে না, যিনি ঐ মায়া ও গুণকে জয় করিয়াছেন এবং সর্ব্বভূতে সমানভাবে বর্ত্তমান আছেন, সেই পরমেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি। এই আমরা (দেবগণ) ও (ঋষিগণ) যাঁহার প্রিয়মূর্ত্তি সত্ত্বগুণ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও বাহিরে ও অন্তরে সত্তা প্রকাশ দ্বারা প্রকাশরূপ, যাঁহার সূক্ষ্ম গতি অর্থাৎ নিরুপাধি স্বরূপ জানিতে পারিলাম না, তাঁহাকে রজঃ ও তমোগুণপ্রধান অসুরাদি ব্যক্তিরা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? অতএব আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি। ৩০-৩১

যে পৃথিবীতে জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূতসৃষ্টি হইয়াছে, সেই এই পৃথিবী যাঁহার চরণ, সেই আত্মতন্ত্র, মহাবিভূতি, ব্রহ্ম মহাপুরুষ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যে জল হইতে অখিললোক ও লোকপালসকল উৎপন্ন হয়, জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়, সেই উদার শক্তিযুক্ত জল যাঁহার রেতঃ, সেই মহৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩২-৩৩

যে সোম দেবতাদিগের অন্ন, বল ও আয়ুঃস্বরূপ, আর যিনি বৃক্ষসকলের প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধির কারণ, সেই সোমকে পণ্ডিতেরা যাঁহার মনঃ বলিয়া থাকেন, সেই মহাবিভূতিশালী মহেশ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহা হইতে বেদরূপ ধন উৎপন্ন হয় এবং বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মনিমিত্ত যাঁহার জন্ম আর যিনি অন্তঃসমুদ্রে অর্থাৎ উদরমধ্যে স্বীয় ধাতু অর্থাৎ পাকযোগ্য অন্নাদি পাক করিয়া থাকেন, সেই অগ্নি যাঁহার মুখ, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৪-৩৫

যচ্চক্ষুরাসীৎ তরণির্দেবযানং ত্রয়ীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিষ্ণ্যম্।
দ্বারঞ্চ মুক্তেরমৃতঞ্চ মৃত্যুঃ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৩৬॥
প্রাণাদভূদ্‌যস্য চরাচরাণাং প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ।
অন্বাস্ম সম্রাজমিবানু যং বয়ং প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৩৭॥
শ্রোত্রাদ্দিশো যস্য হৃদশ্চ খানি প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষস্য নাভ্যাঃ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতঃ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৩৮॥
বলান্মহেন্দ্রস্ত্রিদশাঃ প্রসাদান্মন্যোর্গিরীশো ধিষণাদ্বিরিঞ্চঃ।
খেভ্যস্তু ছন্দাংস্যৃষয়ো মেঢ্রতঃ কঃ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৩৯॥
শ্রীর্বক্ষসঃ পিতরশ্ছায়য়াসন্ ধর্ম্মঃ স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠতোঽভূৎ।
দ্যৌর্যস্য শীর্ষ্ণোঽপ্সরসো বিহারাৎ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৪০॥
বিপ্রো মুখাদ্ব্রহ্ম চ যস্য গুহ্যং রাজন্য আসীদ্ভুজয়োর্বলঞ্চ।
ঊর্ব্বোর্বিড়োজোঽঙ্ঘ্রিরবেদশূদ্রৌ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৪১॥
লোভোঽধরাৎ প্রীতিরুপর্য্যভূদ্দ্যুতির্নস্তঃ পশব্যঃ স্পর্শেন কামঃ।
ভ্রুবোর্যমঃ পক্ষ্মভবস্তু কালঃ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৪২॥

যে সূর্য্য দেবযান অর্থাৎ অর্চ্চিরাদিমার্গের দেবতা, ত্রয়ীময় ব্রহ্মের উপাসনাস্থান, এবং দেবযান বলিয়া মুক্তির দ্বার, এবং পুণ্যলোকত্বনিবন্ধন অমৃতস্বরূপ, আর কালরূপত্ব প্রযুক্ত মৃত্যুস্বরূপ, সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৬

যাঁহার প্রাণ হইতে চরাচর ভূত সকলের তেজঃ, বল ও সামর্থ্যাদিবিশিষ্ট প্রাণবায়ু উৎপন্ন হয়, ভৃত্যগণ যেমন সম্রাটের অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ আমরা যাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকি, সেই মহৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৭

যে পুরুষের শ্রোত্র হইতে দিক্, হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র সকল, এবং নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা, নাগকূর্ম্মাদি শরীর এই সকলের আশ্রয়, সেই মহাবিভূতিসম্পন্ন প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৮

যাঁহার বল হইতে মহেন্দ্র, প্রসাদ হইতে সুরগণ, মন্যু হইতে গিরিশ, বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, দেহচ্ছিদ্র হইতে বেদ সকল এবং মেঢ্র হইতে ঋষি ও প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মহৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ হরি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে শ্রী, ছায়া হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম্ম, এবং পৃষ্ঠ হইতে অধর্ম্ম, মস্তক হইতে স্বর্গ এবং বিহার হইতে অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৯-৪০

যাঁহার মুখ হইতে বিপ্র এবং পরমগুহ্য বেদ, ভুজদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় ও বল, ঊরু হইতে বৈশ্য ও নৈপুণ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র ও শুশ্রূষা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার অধর হইতে লোভ, উত্তরৌষ্ঠ হইতে প্রীতি, নাসিকা হইতে কান্তি উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহার স্পর্শ দ্বারা পশুদিগের হিতকর কাম উদ্ভূত হয় আর ভ্রূদ্বয় হইতে যম, পক্ষ্ম হইতে কাল জন্মে, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪১-৪২

দ্রব্যং বয়ঃ কর্ম্ম গুণান্ বিশেষং যদ্‌যোগমায়ামহিতাং বদন্তি।
যদ্দুর্ব্বিভাব্যং প্রবুধাপবাধং প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৪৩॥
নমোঽস্তু তস্মা উপশান্তশক্তয়ে স্বারাজ্যলাভপ্রতিপূরিতাত্মনে।
গুণেষু মায়ারচিতেষু বৃত্তিভির্ন সজ্জমানায় নভস্বদূতয়ে ॥৪৪॥
স ত্বং নো দর্শয়াত্মানমস্মৎকরণগোচরম্। প্রপন্নানা দিদৃক্ষূণা তে মুখাম্বুজম্ ॥৪৫॥
তৈস্তৈঃ স্বেচ্ছাভূতৈ রূপৈঃ কালে কালে স্বয়ং বিভো।
কর্ম্ম দুর্ব্বিষহং যন্নো ভগবাংস্তৎ করোতি হি ॥৪৬॥
ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা। দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥৪৭॥
নাবমঃ কর্ম্মকল্পোঽপি বিফলায়েশ্বরার্পিতঃ। কল্পতে পুরুষস্যৈষ স হ্যাত্মা দয়িতো হিতঃ ॥৪৮॥
যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্ম্মূলাবসেচনম্। এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥৪৯॥
নমস্তুভ্যমনন্তায় দুর্ব্বিতর্ক্যাত্মকর্ম্মণে। নির্গুণায় গুণেশায় সত্ত্বস্থায় চ সাম্প্রতম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
ব্রহ্মস্তুতিঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চভূত, কাল, কর্ম্ম, গুণ, লৌকিক প্রপঞ্চ, এই সকল যে কারণে দুর্ব্বিভাব্য, অতএব বিদ্বান্‌গণ উহার খণ্ডন করিতে চেষ্টা পান, পণ্ডিতেরা এই সকলকে যাঁহার যোগমায়া বলিয়া থাকেন, সেই মহাবিভূতি-শালী পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৩

অবিদ্যাদি অন্তরঙ্গ শক্তি সকল যাঁহার উপশান্ত হইয়াছে এবং স্বারাজ্য লাভ দ্বারা যিনি পরিপূর্ণ, মায়ারচিত গুণ এবং দর্শনাদি বৃত্তি দ্বারা যিনি আসক্ত হয়েন না, সেই পরমেশ্বরকে—যাঁহার লীলা বায়ুর ন্যায় সেই তাঁহাকে নমস্কার করি। ৪৪

হে ভগবন্! আপনার সস্মিত মুখপদ্মদর্শনেচ্ছু শরণাগত আমাদিগকে আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া নিজে প্রদর্শন করাইতে আজ্ঞা হউক।৪৫

(ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এইরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ নূতন নহে—ইহা বলিতেছেন) হে ভগবন্। যে যে কার্য্য আমাদিগের অশক্য হয়, আপনি কালে কালে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতার গ্রহণ করিয়া সেই সেই অবতার দ্বারা স্বয়ং সেই সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। হে ভগবন্! বিষয়ের জন্য আর্ত্ত দেহীদিগের কর্ম্ম সকল যেমন প্রচুর ক্লেশ ও অত্যল্প ফলদায়ক, ভক্তদিগের আপনাতে অর্পিত কর্ম্ম তদ্রূপ নহে। ৪৬-৪৭

হে ভগবন্! কর্ম্মাভ্যাসও ঈশ্বরে অর্পিত হইলে বিফল হয় না, কারণ, ঈশ্বর পুরুষের আত্মা, অতএব দয়িত ও হিত, অতএব প্রিয় ও হিতকারীকে যাহা অর্পণ করা যায়, উহা কিরূপে নিষ্ফল হইতে পারে? ৪৮

যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলেই স্কন্ধ-শাখা প্রভৃতি সকল অবয়বের সেচন করা হয়, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে সকলের ও আত্মার আরাধনা হইয়া থাকে। (সর্ব্বজ্ঞ আপনাকে আমাদের দুঃখের কথা কি নিবেদন করিব, আপনি সকলই জানেন, কেবল নমস্কার করি এই কথা বলিতে-ছেন) হে প্রভো! আপনি অনন্ত, নির্গুণ, গুণেশ এবং সত্ত্বস্থ, আপনার স্বভাব ও চেষ্টিত দুর্ব্বিতর্ক্য, অর্থ-যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাহা অনুমান করা যায় না, আমরা আপনাকে কেবল নমস্কার করি। ৪৯ ৫০

ইতি অষ্টম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং স্তুতঃ সুরগণৈর্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। তেষামাবিরভূদ্রাজন্ সহস্রার্কোদয়দ্যুতিঃ ॥ ১ ॥

তেনৈব মহসা সর্ব্বে দেবাঃ প্রতিহতেক্ষণাঃ।

নাপশ্যন্ খং দিশঃ ক্ষৌণীমাত্মানঞ্চ কুতো বিভুম্ ॥২॥

বিরিঞ্চো ভগবান্ দৃষ্ট্বা সহ শর্ব্বেণ তাং তনুম্। স্বচ্ছাং মরকতশ্যামাং কঞ্জগর্ভারুণেক্ষণাম্ ॥৩॥

তপ্তহেমাবদাতেন লসৎকৌশেয়বাসসা। প্রসন্নচারুসর্ব্বাঙ্গীং সুমুখীং সুন্দরভ্রুবম্ ॥৪॥

মহামণিকিরীটেন কেয়ূরাভ্যাঞ্চ ভূষিতাম্। কর্ণাভরণনির্ভাত-কপোলশ্রীমুখাম্বুজাম্ ॥ ৫ ॥

কাঞ্চীকলাপবলয়-হারনূপুরশোভিতাম্। কৌস্তুভাভরণাং লক্ষ্মীং বিভ্রতীং বনমালিনীম্ ॥৬॥

সুদর্শনাদিভিঃ স্বাস্ত্রৈর্ম্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাসিতাম্। তুষ্টাব দেবপ্রবরঃ সশর্ব্বঃ পুরুষং পরম্।

সর্ব্বামরগণৈঃ সাকং সর্ব্বাঙ্গৈরবনিং গতৈঃ ॥৭॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

অজাতজন্মস্থিতিসংযমায়াগুণায় নির্ব্বাণসুখার্ণবায়।

অণোরণিম্নেঽপরিগণ্যধাম্নে মহানুভাবায় নমো নমস্তে ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত ভগবান্ ঈশ্বর, সহস্রসূর্য্যোদয়বৎ দীপ্তিশালী হরি সেই দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১

সেই তেজের দ্বারা প্রতিহতদৃষ্টি দেবতা সকল আকাশ, দিক্, পৃথিবী ও নিজেকে দেখিতে পাইলেন না, কিরূপে বিভু হরিকে দেখিতে পাইবেন? ২

ভগবান্ ব্রহ্মা মহেশের সহিত সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা ভূতলগত অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণত দেবগণের সহিত স্তব করিয়াছিলেন। ৩

হে রাজন্! ভগবানের সেই তনু, স্বচ্ছ এবং মরকতমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাহাতে পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ নেত্রদ্বয় শোভা পাইতেছিল, সেই মূর্ত্তি তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ, পীত বসনে আবৃত, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রসন্ন ও মনোহর, বদন সুশোভন, এবং ভ্রূদ্বয় পরম সুন্দর। মস্তকে মহার্ঘ মণিময় কিরীট, ভুজদ্বয় কেয়ূর দ্বারা বিভূষিত, এবং কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলদ্বয় আন্দোলিত হইতেছিল, সে কুণ্ডল দ্বারা কপোলদ্বয় উদ্দীপ্ত হওয়ায় মুখারবিন্দের অনির্ব্বাচ্য শোভা প্রকাশ পাইতেছিল।৪-৫

কাঞ্চী, কলাপ, বলয়, হার, নূপুরে সেই মূর্ত্তি শোভিত ছিল, তিনি কণ্ঠে কৌস্তুভ, বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীকে এবং গলদেশে বনমালাকে ধারণ করিতেছিলেন। ৬

এবং সুদর্শনাদি তদীয় নিজাস্ত্র সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপাসনা করিতেছিল, এই মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা দেবগণসহ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, পরে শিবের সহিত স্তব করিয়াছিলেন। ৭

যাঁহার জন্ম, স্থিতি, সংযম (বিনাশ) জানা যায় না, যিনি নির্গুণ এবং নির্ব্বাণসুখ সমুদ্রস্বরূপ, আর যিনি অণু হইতেও অণুতর, অথচ যাঁহার মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই অর্থাৎ অতি বৃহৎ, সেই মহানুভব আপনাকে বারম্বার নমস্কার। ৮

বিবৃতি—ব্রহ্মা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঐ মূর্ত্তি যে জন্মাদিহীন, এই কথা বলিতেছেন, হে প্রভো! আপনার জন্মাদি নাই, ইহার কারণ, আপনি নির্গুণ অতএব নির্ব্বাণ-সুখ সমুদ্রস্বরূপ, অথচ অণু হইতে অণুতর, সুতরাং তাঁহার শরীরের ইয়ত্তা নাই, তিনি মহানুভব, আমি যাহা যাহা বলিলাম, আপনাতে কিছুই অসম্ভব নহে, আপনি মহানুভব, আপনাকে নমস্কার। ৮

রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ।
যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্ পশ্যাম্যমুষ্মিন্ন হ বিশ্বমূর্ত্তৌ ॥৯॥

ত্বয্যগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্মতন্ত্রে।
ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ ॥১০॥

ত্বং মায়য়াত্মাশ্রয়য়া স্বয়েদং নির্ম্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ।
পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো গুণব্যবায়েঽপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ ॥১১॥

যথাগ্নিমেধস্যমৃতঞ্চ গোষু ভুব্যন্নমম্বূদ্যমনে চ বৃত্তিম্।
যোগৈর্মনুষ্যা অধিযন্তি হি ত্বাং গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি ॥১২॥

তং ত্বাং বয়ং নাথ সমুজ্জিহানং সরোজনাভাতিচিরেপ্সিতার্থম্।
দৃষ্ট্বা গতা নির্বৃতিমদ্য সর্ব্বে গজা দবার্ত্তা ইব গাঙ্গমম্ভঃ ॥১৩॥

স ত্বং বিধৎস্বাখিললোকপালা বয়ং যদর্থাস্তব পাদমূলম্।
সমাগতাস্তে বহিরন্তরাত্মন্ কিং বান্যবিজ্ঞাপ্যমশেষসাক্ষিণঃ ॥১৪॥

(ঐ মূর্ত্তির নিত্যতা ও অপরিণামিত্ব যুক্তির দ্বারা উপপাদন করিতেছেন) হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার এই রূপকে মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন, (আমরা দেবতা পূজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহা সত্য কিন্তু) আপনাতে ত্রিভুবনসহ আমাদিগকে অবলোকন করিতেছি, আপনার এই মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের আধার, সুতরাং এই রূপ অপরিচ্ছিন্ন। ৯

হে ভগবন্! আত্মতন্ত্র আপনাতে এই জগৎ অগ্রে ছিল, মধ্যেও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং অন্তেও আপনাতেই থাকিবে, মৃত্তিকা যেমন ঘটের আদি, অন্ত ও মধ্য, আপনিও সেইরূপ এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য; আপনি প্রধানেরও পর (শ্রেষ্ঠ)। ১০

হে প্রভো! আপনি নিজের আশ্রিত স্বাধীন মায়া দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়া পরে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, শাস্ত্রজ্ঞ বিবেকী যোগিগণ মনের দ্বারা সকলের পরিণামেও আপনাকে অগুণ দর্শন করিয়া থাকেন। ১১

হে ভগবন্! যেমন কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি, গাভী সকলে অমৃত (ঘৃত), পৃথিবীতে (কর্ষণাদি দ্বারা অন্ন ও খনন দ্বারা) জল, অথবা ঘটীযন্ত্রাদি দ্বারা উদ্ধারণে জল এবং উদ্যমে বৃত্তি (জীবিকা), মনুষ্যগণ সেই সেই উপায় দ্বারা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কবি (বেদজ্ঞ) পণ্ডিতগণ বলেন যে, বুদ্ধি দ্বারা গুণসকল আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন। ১২

হে পদ্মনাভ! সুচিরকাল হইতে বাঞ্ছিত বিষয় সেই আপনাকে অবলোকন করিয়া দাবানলপীড়িত হস্তিগণ যেমন গঙ্গাজল দর্শনে নির্বৃতি লাভ করে, আমরা সকলেও অদ্য সেইরূপ নির্বৃতি লাভ করিলাম। ১৩

হে ভগবন্! অখিললোকপাল আমরা যে জন্য আপনার পাদমূলে সমাগত হইয়াছি, আপনি উহা সম্পন্ন করুন, হে অন্তর্য্যামিন্! অশেষসাক্ষিন্! আপনার নিকটে আর অন্য কি বিজ্ঞাপন করিবার আছে? ১৪

অহং গিরিত্রশ্চ সুরাদয়ো যে দক্ষাদয়োঽগ্নেরিব কেতবস্তে।
কিং বা বিদামেশ পৃথগ্বিভাতা বিধৎস্ব শং নো দ্বিজদেবমন্ত্রম্ ॥১৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং বিরিঞ্চাদিভিরীড়িতস্তদ্বিজ্ঞায় তেষাং হৃদয়ং যথৈব।
জগাদ জীমূতগভীরয়া গিরা বদ্ধাঞ্জলীন্ সংবৃতসর্ব্বকারকান্ ॥১৬॥

এক এবেশ্বরস্তস্মিন্ সুরকার্য্যে সুরেশ্বরঃ। বিহর্ত্তুকামস্তানাহ সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত ব্রহ্মন্নহো শম্ভো হে দেবা মম ভাষিতম্।
শৃণুতাবহিতাঃ সর্ব্বে শ্রেয়ো বঃ স্যাদ্যথাসুরাঃ ॥১৮॥

যাত দানবদৈতেয়ৈস্তাবৎ সন্ধির্বিধীয়তাম্। কাব্যেনানুগৃহীতৈস্তৈর্যাবদ্বো ভব আত্মনঃ ॥১৯॥

অরয়োঽপি হি সন্ধেয়াঃ সতি কার্য্যার্থগৌরবে। অহিমূষিকবদ্দেবা হ্যর্থস্য পদবীং গতৈঃ ॥২০॥

অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ ক্রিয়তামবিলম্বিতম্। যস্য পীতস্য বৈ জন্তুর্মৃত্যুগ্রস্তোঽমরো ভবেৎ ॥২১॥

ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরোদধৌ সর্ব্বা বীরুত্তৃণলতৌষধীঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥২২॥

সহায়েন ময়া দেবা নির্ম্মথধ্বমতন্দ্রিতাঃ। ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যূয়ং ফলগ্রহাঃ ॥২৩॥

আমি, গিরিশ ও অন্যান্য দেবগণ ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণ আমরা সকলেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনা হইতে পৃথক্‌রূপে প্রকাশমান হইয়াছি। আমাদিগের কি শ্রেয়ঃ, তাহা জানিতে পারিতেছি না; অতএব আপনিই দ্বিজ ও দেবগণের মঙ্গল বিধান করুন, কি করিতে হইবে, সেই মন্ত্রণা বলুন। শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! এই প্রকারে ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ও দেবগণের হৃদয়ের সেইরূপ ভাব অবগত হইয়া মেঘগম্ভীরশব্দে অঞ্জলিবদ্ধ ও নিরুদ্ধ সর্ব্বেন্দ্রিয় দেবগণকে বলিয়াছিলেন। ১৫-১৬

ভগবান্ সুরেশ্বর একাকীই সেই সুরকার্য্যে সমর্থ ছিলেন, তথাপি সমুদ্রমন্থনাদি দ্বারা বিহার করিতে অভিলাষ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১৭

ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে গিরিশ! হে দেবগণ! তোমরা সকলে অবহিত হইয়া যে প্রকারে তোমাদের শ্রেয়ঃ হইবে, তাহা শ্রবণ কর। ১৮

হে দেবগণ! তোমরা যাও, যে পর্য্যন্ত তোমাদের নিজের বৃদ্ধি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত শুক্রাচার্য্যানুগৃহীত দানব-দৈত্যগণের সহিত সন্ধি কর। ১৯

হে দেবগণ! কার্য্য ও অর্থের গৌরব উপস্থিত হইলে শত্রুগণও সন্ধির যোগ্যপাত্র হয়, যেমন সর্প ও মূষিকের সন্ধি হইয়াছিল। দৈববশে একটি পেটিকামধ্যে এক সর্প ও মূষিক নিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন নির্গমছিদ্র প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত সর্প মূষিকের সহিত সন্ধি করে, পরে মার্গ নির্ম্মিত হইলে মূষিককে ভক্ষণ করে, তোমরাও সেইরূপ শত্রুগণের সহিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য সন্ধি কর। যাহা পান করিলে মৃত্যুগ্রস্ত জীবও অমর হয়, সেই অমৃত উৎপাদনের নিমিত্ত শীঘ্র যত্ন কর। ২০-২১

যাও, ক্ষীরোদসমুদ্রে সকল প্রকার লতা, তৃণ ও ওষধি নিক্ষেপ করিয়া মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া আমার সাহায্যে অনলস হইয়া, হে দেবগণ! তোমরা সমুদ্রমন্থন কর, এই ব্যাপারে দৈত্যগণ কেবল ক্লেশভাগী হইবে, আর তোমরা ফলভোগ করিবে। ২২-২৩

যূয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরাঃ। ন সংরম্ভেণ সিধ্যন্তি সর্ব্বার্থাঃ সান্ত্বয়া যথা ॥২৪॥
ন ভেতব্যং কালকূটাদ্বিষাজ্জলধিসম্ভবাৎ। লোভঃ কার্য্যো ন বো জাতু রোষঃ কামস্তু বস্তুষু॥২৫॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইতি দেবান্ সমাদিশ্য ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। তেষামন্তর্দ্দধে রাজন্ স্বচ্ছন্দগতিরীশ্বরঃ ॥২৬॥
অথ তস্মৈ ভগবতে নমস্কৃত্য পিতামহঃ। ভবশ্চ জগ্মতুঃ স্বং স্বং ধামোপেয়ুর্বলিং সুরাঃ ॥২৭॥
দৃষ্ট্বারীনপ্যসংযত্তান্ জাতক্ষোভান্ স্বনায়কান্।
ন্যষেধদ্দৈত্যরাট্ শ্লোক্যঃ সন্ধিবিগ্রহকালবিৎ ॥২৮॥
তে বৈরোচনিমাসীনং গুপ্তঞ্চাসুরযূথপৈঃ। শ্রিয়া পরময়া জুষ্টং জিতাশেষমুপাগমন্ ॥২৯॥
মহেন্দ্রঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সান্ত্বয়িত্বা মহামতিঃ। অভ্যভাষত তৎসর্ব্বং শিক্ষিতং পুরুষোত্তমাৎ ॥৩০॥
তত্ত্বরোচত দৈত্যস্য তত্রান্যে যেঽসুরাধিপাঃ। শম্বরোঽরিষ্টনেমিশ্চ যে চ ত্রিপুরবাসিনঃ ॥৩১॥
ততো দেবাসুরাঃ কৃত্বা সংবিদং কৃতসৌহৃদাঃ। উদ্যমং পরমং চক্রুরমৃতার্থে পরন্তপ ॥৩২॥
ততস্তে মন্দরগিরিমোজসোৎপাট্য দুর্ম্মদাঃ। নদন্ত উদধিং নিন্যুঃ শক্তাঃ পরিঘবাহবঃ ॥৩৩॥

হে দেবগণ! অসুরেরা যাহা যাহা ইচ্ছা করে, তোমরা তাহাই অনুমোদন করিও, সাম উপায় দ্বারা যেমন অনায়াসে সকল কার্য্যার্থ সিদ্ধ হয়, সংরম্ভ (ক্রোধ) দ্বারা সেইরূপ কার্য্য অর্থসিদ্ধ হয় না। ২৪

হে দেবগণ! সমুদ্রমন্থনে কালকূট বিষ উৎপন্ন হইবে, তাহাতে ভয় করিও না; আর সমুদ্রমন্থন করিতে করিতে অন্যান্য যে সকল লোভনীয় বস্তু উঠিবে, তাহার জন্য লোভ অথবা লোভের ব্যাঘাতে ক্রোধও করিও না। ২৫

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ পুরুষোত্তম দেবগণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ ঈশ্বর, তাঁহার গতি ইচ্ছাধীন। ২৬

ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও ভব, নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়াছিলেন, আর দেবগণ (সন্ধির নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া) বলির নিকট গমন করিয়াছিলেন। ২৭

সন্ধি-বিগ্রহ-কালাভিজ্ঞ দৈত্যরাজ বলি, কবচ ও অস্ত্রহীন শত্রুগণকে দেখিয়া সঞ্জাতক্ষোভ সেনানায়কগণকে নিষেধ করিয়াছিলেন। দেবগণ তদনন্তর যেখানে ত্রৈলোক্যবিজয়ী বিরোচননন্দন বলি অসুরযূথপতিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ও পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া অধ্যাসীন ছিলেন, তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহামতি মহেন্দ্র মনোজ্ঞ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পুরুষোত্তমের নিকটে যাহা যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সমুদ্রমন্থনাদির সেই সমস্ত বিষয়ের প্রস্তাব বলির নিকটে করিয়াছিলেন। ২৮-৩০

দেবরাজের বাক্য দৈত্যরাজের অভিমত হইল এবং অসুরনায়কগণ শম্বর, অরিষ্টনেমি ও ত্রিপুরবাসিগণ সকলেই উহাকে মানিয়া লইলেন। ৩১

হে শত্রুতাপন! তাহার পর দানব ও দেবগণ পরস্পর সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া অমৃতলাভের জন্য পরম উদ্যম করিয়াছিলেন। ৩২

তাহার পর বলবান্ ও পরিঘ সদৃশ বাহুশালী দুর্ম্মদ সেই দেবাসুরগণ বাহুবলে মন্দরপর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে ক্ষীরোদ-সমুদ্রের দিকে লইয়া গিয়াছিল। ৩৩

দূরভারোদ্বহশ্রান্তাঃ শক্রবৈরোচনাদয়ঃ। অপারয়ন্তস্তং বোঢ়ুং বিবশা বিজহুঃ পথি ॥৩৪॥
নিপতন্ স গিরিস্তত্র বহূনমরদানবান্। চূর্ণয়ামাস মহতা ভারেণ কনকাচলঃ ॥ ৩৫ ॥
তাংস্তথা ভগ্নমনসো ভগ্নবাহূরুকন্ধরান্। বিজ্ঞায় ভগবাংস্তত্র বভূব গরুড়ধ্বজঃ ॥৩৬॥
গিরিপাতবিনিষ্পিষ্টান্ বিলোক্যামরদানবান্। ঈক্ষয়া জীবয়ামাস নীরুজান্নিৰ্ব্রণান্ যথা ॥৩৭॥
গিরিঞ্চারোপ্য গরুড়ে হস্তেনৈকেন লীলয়া। আরুহ্য প্রযযাবব্ধিং সুরাসুরগণৈর্বৃতঃ ॥৩৮॥
অবরোপ্য গিরিং স্কন্ধাৎ সুপর্ণঃ পততাং বরঃ।
যযৌ জলান্ত উৎসৃজ্য হরিণা স বিসর্জ্জিতঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

দীর্ঘপথ সেই গুরুভার বহনে শ্রান্ত অতএব আর বহিতে অসমর্থ ইন্দ্র ও বলি প্রভৃতি দেবাসুরগণ সেই মন্দর-পর্ব্বতকে বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিল। ৩৪

সেই কনকাচল গিরিশ্রেষ্ঠ মন্দর পতিত হইয়া মহাভার দ্বারা বহু দেবদানবকে চূর্ণ করিয়াছিল। ৩৫

সেই ভগ্ন বাহূরুকন্ধর অমর ও অসুরগণকে ভগ্নসংকল্প জানিবামাত্র ভগবান্ গরুড়ধ্বজ তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৬

মন্দর-পর্ব্বতের পতনে বিনিষ্পিষ্ট দেবদানবগণকে অবলোকন করিয়া ঈক্ষণ দ্বারাই তাহাদিগকে নীরোগ ও ব্রণশূন্য করিয়া জীবিত করিয়াছিলেন। ৩৭

তাহার পর অবলীলাক্রমে এক হস্ত দ্বারা সেই পর্ব্বত আপনার বাহন গরুড়ের উপর রাখিয়া ও স্বয়ং তাহাতে আরোহণ করিয়া দেবাসুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮

সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া গরুড় আপনার স্কন্ধ হইতে সেই পর্ব্বতকে জলের নিকটে নামাইয়া দিলে ভগবান্ হরি তাহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন, সে-ও হরি কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গরুড় তথায় উপস্থিত থাকিলে বাসুকিসর্প কোনক্রমেই তথায় আসিবে না, এই জন্য ভগবান্ গরুড়কে অন্যত্র পাঠাইয়াছিলেন। ৩৯

ইতি অষ্টম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তে নাগরাজমামন্ত্র্য ফলভাগেন বাসুকিম্। পরিবীয় গিরৌ তস্মিন্ নেত্রমব্ধিং মুদান্বিতাঃ।
আরেভিরে সুরা যত্তা অমৃতার্থে কুরূদ্বহ ॥১॥
হরিঃ পুরস্তাজ্জগৃহে পূর্ব্বং দেবাস্ততোঽভবন্ ॥২॥

তন্নৈচ্ছন্ দৈত্যপতয়ো মহাপুরুষচেষ্টিতম্। ন গৃহ্লীমো বয়ং পুচ্ছমহেরঙ্গমমঙ্গলম্ ॥ ৩ ॥
স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্ম্মভিঃ।
ইতিতূষ্ণীংস্থিতান্ দৈত্যান্ বিলোক্য পুরুষোত্তমঃ ॥৪॥

স্ময়মানো বিসৃজ্যাগ্রং পুচ্ছং জগ্রাহ সামরঃ। কৃতস্থানবিভাগাস্তে এবং কশ্যপনন্দনাঃ ॥৫॥
মমন্থুঃ পরমং যত্তা অমৃতার্থং পয়োনিধিম্। মথ্যমানেঽর্ণবে সোঽদ্রিরনাধারো হ্যপোঽবিশৎ।
ধ্রিয়মাণোঽপি বলিভির্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দন ॥৬॥

তে সুনির্ব্বিণ্নমনসঃ পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ। আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতিবলীয়সা ॥৭॥
বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো দুরন্তবীর্য্যোঽবিতথাভিসন্ধিঃ।
কৃত্বা বপুঃ কচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার হ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই সুর ও অসুরগণ সমুদ্রমন্থনের ফলভাগী বাসুকিকে করিবেন, ইহা বলিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া মন্দর-পর্ব্বত বেষ্টন করিলেন, পরে সুরাসুরগণ যত্নসহকারে অমৃতের জন্য সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ করিলেন। ১

প্রথমে ভগবান্ হরি বাসুকির অগ্রভাগ মস্তক ধারণ করিলেন এবং দেবগণও সেই দিকে গমন্ করিলেন, মহাপুরুষ হরির এই কর্ম্ম দৈত্যপতিগণ ইচ্ছা করিলেন না এবং তাঁহারা বলিলেন, আমরা স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্ন এবং জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা প্রখ্যাত, সুতরাং সর্পের ঐ অমঙ্গলকর পুচ্ছভাগ গ্রহণ করিব না, ইহা বলিয়া তাহারা তুষ্ণীভূত হইল, দৈত্যপতিগণের ঐ সকল কথা শুনিয়া ভগবান্ হরি ঈষদ্ধাস্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অমরগণসহ অগ্রভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুচ্ছদেশ গ্রহণ করিলেন। ২-৪

কশ্যপনন্দন সুরাসুরগণ এইরূপ স্থান-বিভাগ করিয়া পরম যত্নসহকারে অমৃতের জন্য সমুদ্রকে মন্থন করিয়াছিলেন। ৫

হে পাণ্ডুনন্দন! সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হইলে বলবান্ দেবদানবগণ কর্ত্তৃক ধ্রিয়মাণ হইলেও অত্যন্ত গুরুত্ব নিবন্ধন আধারশূন্য মন্থনদণ্ড মন্দরগিরি জলমধ্যে প্রবেশ করিল। ৬

অতি বলবান্ দৈব কর্ত্তৃক স্বীয় স্বীয় পুরুষকার বিনষ্ট হইলে সেই সুর ও অসুরগণ দুঃখিতান্তঃকরণ ও ম্লানমুখ হইয়াছিলেন। ৭

সেই সময়ে অসীম শক্তি, সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ ঈশ্বর হরি বিঘ্নেশের বিরচিত ঐ বিঘ্ন অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ সুমহৎ অদ্ভুত কচ্ছপশরীর ধারণ করিলেন এবং সমুদ্রমধ্যে পৃষ্ঠ দ্বারা সম্যক্ প্রকারে সেই গিরিকে উঠাইয়া ধরিলেন। ৮

তমুত্থিতং বীক্ষ্য কুলাচলং পুনঃ সমুদ্যতা নির্ম্মথিতুং সুরাসুরাঃ।
দধার পৃষ্ঠেন স লক্ষযোজনপ্রস্তারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্ ॥৯॥

সুরাসুরেন্দ্রৈর্ভুজবীর্য্যবেপিতং পরিভ্রমন্তং গিরিমঙ্গ পৃষ্ঠতঃ।
বিভ্রৎ তদাবর্তনমাদিকচ্ছপো মেনেহঙ্গকণ্ডূয়নমপ্রমেয়ঃ ॥ ১০ ॥

তথাহসুরানাবিশদাসুরেণ রূপেণ তেষাং বলবীর্য্যমীরয়ন্।
উদ্দীপয়ন্ দেবগণাংশ্চ বিষ্ণুর্দৈবেন নাগেন্দ্রমবোধরূপঃ ॥১১॥

উপর্য্যগেন্দ্রং গিরিরাড়িবান্য আক্রম্য হস্তেন সহস্রবাহুঃ।
তস্থৌ দিবি ব্রহ্মভবেন্দ্রমুখ্যৈরভিষ্টুবদ্ভিঃ সুমনোহভিবৃষ্টঃ ॥১২॥

উপর্য্যধশ্চাত্মনি গোত্রনেত্রয়োঃ পরেণ তে প্রাবিশতা সমেধিতাঃ।
মমন্থুরব্ধিং তরসা মদোৎকটা মহাদ্রিণা ক্ষোভিতনক্রচক্রম্ ॥১৩॥

অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃঙ্মুখশ্বাসাগ্নিধূমাহতবর্চ্চসোহসুরাঃ।
পৌলোমকালেয়বলীল্বলাদয়ো দাবাগ্নিদগ্ধাঃ শরলা ইবাভবন্ ॥১৪॥

সেই কুলাচল মন্দর-পর্ব্বতকে উত্থিত দর্শন করিয়া সুর ও অসুরগণ পুনর্ব্বার সমুদ্রকে মন্থন করিবার নিমিত্ত সমুদ্যত হইয়াছিলেন, সেই কূর্ম্মশরীরধারী ভগবান্ হরি অপর একটি মহাদ্বীপের ন্যায় অবস্থিত হইয়া লক্ষযোজন বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ঐ পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। ৯

হে রাজন্! সুরাসুরগণের ভুজ-বীর্য্যের দ্বারা কম্পমান ও সর্ব্বতোভাবে ভ্রাম্যমাণ অতএব আবর্ত্তমান সেই গিরীন্দ্রকে অপ্রমেয় আদি কূর্ম্মশরীরধারী ভগবান্ হরি স্বীয় পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়া তাহার আবর্ত্তনকে আপনার অঙ্গ-কণ্ডূয়ন মনে করিয়াছিলেন। ১০

অনন্তর সেই ভগবান্ অসুরগণের মধ্যে অসুরাকারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বলবীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, এবং দেবাকারে দেবগণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিলেন, আর অবোধরূপে নাগেন্দ্রে আবিষ্ট হইয়া তাহাকেও সবল করিলেন, অনন্তর সহস্রবাহুধারী হরি অপর একটি পর্ব্বতের ন্যায় নিজ হস্ত দ্বারা মন্দর-পর্ব্বতের উপরিভাগ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত হইলেন, এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সুরলোকে ব্রহ্মা, মহেশ ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দ স্তব ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ১১-১২

উপরে, নীচে, আত্মাতে অর্থাৎ দেব-দানবমধ্যে এবং মন্দর-পর্ব্বতে ও মন্থনরজ্জু বাসুকিতে ভগবান্ আবিষ্ট হইলে মদোৎকট দেব ও দানবগণ বর্দ্ধিতবল হইয়া মহাদ্রি মন্দর দ্বারা এইরূপ মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে ক্ষণকালমধ্যে সমুদ্রস্থিত নক্রচক্র ক্ষুভিত হইল। ১৩

অহীন্দ্র বাসুকির সহস্র সংখ্যক কঠোর নয়ন, মুখ ও শ্বাসজাত বহ্নি ও ধূম দ্বারা অসুরগণ নিস্তেজ হইয়াছিল, পৌলোম কালকেয় বলি ইল্বল প্রভৃতি অসুরগণ দাবানলদগ্ধ সরল বৃক্ষের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছিল। ১৪

দেবাংশ্চ তচ্ছ্বাসশিখাহতপ্রভান্ ধূম্রাম্বরস্রগ্বরকঞ্চুকাননান্।
সমভ্যবর্ষন্ ভগবদ্বশা ঘনা ববুঃ সমুদ্রোর্ম্ম্যুপগূঢ়বায়বঃ ॥১৫॥
মথ্যমানাৎ তথা সিন্ধোর্দেবাসুরবরূথপৈঃ। যদা সুধা ন জায়তে নির্ম্মমন্থাজিতঃ স্বয়ম্ ॥১৬॥
মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যুন্মূর্দ্ধ্নি ভ্রাজদ্বিলুলিতকচঃ স্রগ্ধরো রক্তনেত্রঃ।
জৈত্রৈর্দোর্ভির্জগদভয়দৈর্দন্দশূকং গৃহীত্বা মথ্নন্মথ্না প্রতিগিরিরিবাশোভতাথো ধৃতাদ্রিঃ ॥১৭॥
নির্ম্মথ্যমানাদুদধেরভূদ্বিষং মহোল্বণং হালহলাহ্বমগ্রতঃ।
সংভ্রান্তমীনোন্মকরাহিকচ্ছপাৎ তিমিদ্বিপগ্রাহতিমিঙ্গিলাকুলাৎ ॥১৮॥
তদুগ্রবেগং দিশি দিশ্যুপর্য্যধো বিসর্পদুৎসর্পদসহ্যমপ্রতি।
ভীতাঃ প্রজা দুদ্রুবুরঙ্গ সেশ্বরা অরক্ষ্যমাণাঃ শরণং সদাশিবম্ ॥১৯॥
বিলোক্য তং দেববরং ত্রিলোক্যা ভবায় দেব্যাভিমতং মুনীনাম্।
আসীনমদ্রাবপবর্গহেতোস্তপোজুষাণং স্তুতিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীপ্রজাপতয় ঊচুঃ।

দেবদেব মহাদেব ভূতাত্মন্ ভূতভাবন। ত্রাহি নঃ শরণাপন্নাংস্ত্রৈলোক্যদহনাদ্বিষাৎ ॥২১॥
ত্বমেব সর্ব্বজগত ঈশ্বরো বন্ধমোক্ষয়োঃ। তং ত্বামর্চ্চন্তি কুশলাঃ প্রপন্নার্ত্তিহরং গুরুম্ ॥২২॥
গুণময্যা স্বশক্ত্যাস্য স্বর্গস্থিত্যপ্যয়ান্ বিভো। ধৎসে যদা স্বদৃগ্ ভূমন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিধাম্ ॥২৩॥

দেবতারাও বাসুকির শ্বাসাগ্নি দ্বারা হতপ্রভ হইলেন এবং তাঁহাদের বস্ত্র, মাল্য, কঞ্চুক ও বদনমণ্ডল ধূম্রবর্ণ হইয়াছিল; তখন ভগবানের দৃষ্টিতে জাত মেঘ সকল দেবগণের উপরে বর্ষণ করিল ও সমুদ্রতরঙ্গ শীতল বায়ু দেবগণকে বীজন করিয়া প্রবাহিত হইল। যে মথ্যমান সমুদ্রে মৎস্য, মকর, সর্প ও কচ্ছপ সকল সংভ্রান্ত হইয়াছিল এবং তিমি, জলহস্তী, নক্র ও তিমিঙ্গিল সকল ব্যাকুল হইয়াছিল, সে মথ্যমান সমুদ্র হইতে সর্ব্বপ্রথমে হলাহল নামে মহোল্বণ (অতি তীব্র) বিষ উত্থিত হইল। অতিশয় তীব্র বেগ এবং সকল দিকে উপরে ও নীচে বিসর্পণ ও উৎসর্পণশীল অসহনীয় ও অপ্রতিক্রিয় সেই হলাহল বিষ অবলোকন করিয়া লোকপালগণের সহিত সমস্তলোক ভীত হইয়া এবং অন্য কাহাকেও রক্ষক দেখিতে না পাইয়া সদাশিবের শরণ লইবার জন্য তথায় দ্রুত গমন করিতেছিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ সদাশিব ত্রৈলোক্যের মঙ্গলার্থ দেবীর সহিত কৈলাসপর্ব্বতে মুনিগণের অভিমত জন্য তপস্যা করিতেছিলেন, ইহা প্রজাপতিগণ অবলোকন করিয়া স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। ১৫-২০

প্রজাপতিগণ বলিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে ভূতাত্মন্! ত্রৈলোক্যদহনে উদ্যত ঐ ভয়ানক বিষ হইতে আপনার শরণাপন্ন আমাদিগকে ত্রাণ করুন। ২১

হে প্রভো! জগতের বন্ধ ও মোক্ষের আপনিই একমাত্র ঈশ্বর, অতএব নিপুণ ব্যক্তিরা শরণাগতের দুঃখহারী গুরু আপনাকে পূজা করিয়া থাকেন। ২২

হে বিভো! আপনি গুণজয়ী স্বীয় শক্তি দ্বারা যখন এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন, তখন, হে ভূমন্! আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, এই কারণেই আপনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সংজ্ঞা ধারণ করেন। ২৩

ত্বং ব্রহ্ম পরমং গুহ্যং সদসদ্ভাবভাবনম্। নানাশক্তিভিরাভাতস্ত্বমাত্মা জগদীশ্বরঃ ॥২৪॥

ত্বং শব্দযোনির্জগদাদিরাত্মা প্রাণেন্দ্রিয়দ্রব্যগুণঃ স্বভাবঃ।
কালঃ ক্রতুঃ সত্যমৃতঞ্চ ধর্ম্মস্ত্বয্যক্ষরং যৎ ত্রিবৃদামনন্তি ॥২৫॥

অগ্নির্মুখং তেঽখিলদেবতাত্মা ক্ষিতিং বিদুর্লোকভবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্।
কালং গতিং তেঽখিলদেবতাত্মনো দিশশ্চ কর্ণৌ রসনং জলেশম্ ॥২৬॥

নাভির্নভস্তে শ্বসনং নভস্বান্ সূর্য্যশ্চ চক্ষূংষি জলং স্ম রেতঃ।
পরাবরাত্মাশ্রয়ণং তবাত্মা সোমো মনো দ্যৌর্ভগবন্ শিরস্তে ॥২৭॥

কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসঙ্ঘা রোমাণি সর্ব্বৌষধিবীরুধস্তে।
ছন্দাংসি সাক্ষাৎ তব সপ্ত ধাতবস্ত্রয়ীময়াত্মন্ হৃদয়ং স ধর্ম্মঃ ॥২৮॥

মুখানি পঞ্চোপনিষদস্তবেশ যৈস্ত্রিংশদষ্টোত্তরমন্ত্রবর্গঃ।
যত্তচ্ছিবাখ্যং পরমাত্মতত্ত্বং দেব স্বয়ংজ্যোতিরবস্থিতিস্তে ॥২৯॥

ছায়া ত্বধর্ম্মোর্ম্মিষু যৈর্বিসর্গো নেত্রত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমাংসি।
সাংখ্যাত্মনঃ শাস্ত্রকৃতস্তবেক্ষা ছন্দোময়ো দেব ঋষিঃ পুরাণঃ ॥৩০॥

আপনিই পরমগুহ্য পরব্রহ্ম, আপনা হইতেই দেব-তির্য্যগাদি সৎ ও অসৎ পদার্থ সকল প্রকাশ পায়; ফল কথা, আপনি ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই। আত্মরূপী আপনিই নানাশক্তির দ্বারা জগদ্-রূপে পরিণত হইয়াছেন, অতএব আপনিই ঈশ্বর। ২৪

(স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানত্ব উপপাদন পূর্ব্বক জগৎ-স্বরূপত্ব বলিতেছেন) হে ভগবন্! আপনি শব্দের যোগে অর্থাৎ বেদ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, আপনি জগতের আদি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং প্রাণ-ইন্দ্রিয় দ্রব্য সকলের কারণীভূত সেই রসাদি; ত্রিবিধ অহঙ্কারও আপনি, এবং আপনিই স্বকার কাল ও সঙ্কল্প এবং সত্য ও ঋত হইতে এই যে ধর্ম্ম, তাহারও আপনি কারণ; ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিও আপনাতে আশ্রিত ইহা জ্ঞানিগণ বলেন। হে লোকভাবন! সমস্ত দেবতাস্বরূপ অগ্নি আপনার মুখ, ক্ষিতি আপনার পাদপদ্ম, কাল। অখিল দেবতা স্বরূপ আপনার গমন, দিক্‌সকল আপনার কর্ণ, আর বরুণ আপনার রসনা। ২৫-২৬

আকাশ আপনার নাভি, বায়ু আপনার নিশ্বাস, সূর্য্য আপনার চক্ষু, জল আপনার শুক্র, জ্ঞানীরা আপনার অহঙ্কারকে পর ও অপর জীব সকলের আশ্রয় বলিয়া থাকেন, হে ভগবন্! চন্দ্র আপনার মন, স্বর্গ আপনার মস্তক। ২৭

হে ভগবন্! বেদত্রয় আপনার মূর্ত্তি, সমুদ্র সকল আপনার কুক্ষি, পর্ব্বত সকল আপনার অস্থি, সর্ব্বপ্রকার ওষধি ও লতা আপনার গাত্ররোম, এবং বেদ সকল আপনার সপ্তধাতু, এবং সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম আপনার হৃদয়। হে ঈশ! পঞ্চোপনিষৎ অর্থাৎ তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব ও ঈশান, ইহাই আপনার পঞ্চমুখ—যে মুখ দ্বারা অষ্টত্রিংশৎ মন্ত্রবর্গ কথিত হইয়াছে, শিবনামে প্রসিদ্ধ আত্মজ্ঞ আপনি, আপনার উপরতাবস্থা স্বয়ংজ্যোতিঃ। ২৮-২৯

হে ভগবন্! আপনার ছায়া অধর্ম্মের উর্ম্মিতে অর্থাৎ দম্ভ-লোভাদিতে বর্ত্তমান, যাহার দ্বারা সংহার হইয়া থাকে, আর সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন গুণ আপনার তিন নেত্র, হে প্রভো! আপনি শাস্ত্রকারী, সাংখ্যজ্ঞান আপনার আত্মা, হে দেব! ছন্দোময় পুরাণ ঋষি অর্থাৎ বেদ আপনার ঈক্ষণ। ৩০

ন তে গিরিত্রাখিললোকপালবিরিঞ্চবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম্ ।
জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ সত্ত্বং ন যদ্ব্রহ্ম নিরস্তভেদম্ ॥৩১॥
কামাধ্বরত্রিপুরকালগরাদ্যনেকভূতদ্রুহঃ ক্ষপয়তঃ স্তুতয়ে ন তৎ তে ।
যস্ত্বন্তকাল ইদমাত্মকৃতং স্বনেত্রবহ্নিস্ফুলিঙ্গশিখয়া ভসিতং ন বেদ ॥৩২॥
যে ত্বাত্মরামগুরুভির্হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং চরন্তমুময়া তপসাভিতপ্তম্ ।
কত্থন্ত উগ্রপরুষং নিরতং শ্মশানে তে নূনমূতিমবিদংস্তব হাতলজ্জাঃ ॥৩৩॥
তত্তস্য তে সদসতোঃ পরতঃ পরস্য নাঞ্জঃস্বরূপগমনে প্রভবন্তি ভূম্নঃ ।
ব্রহ্মাদয়ঃ কিমুত সংস্তবনে বয়ন্তু তৎসর্গসর্গবিষয়া অপি শক্তিমাত্রম্ ॥৩৪॥
এতৎ পরং প্রপশ্যামো ন পরং তে মহেশ্বর ।
মৃড়নায় হি লোকস্য ব্যক্তিস্তেঽব্যক্তকর্ম্মণঃ ॥৩৫॥

হে গিরিত্র ! আপনার জ্যোতিঃ অখিল-লোকপাল, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও সুরেন্দ্রের অধিগম্য নহে। ঐ জ্যোতিতে রজঃ তমঃ অথবা সত্ত্ব কোন গুণই নাই। উহাতে সর্ব্বপ্রকার ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, উহা পরব্রহ্মস্বরূপ। ৩১

হে ভগবন্ ! কামদেব, দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুর ও কালকূট বিষ এই সকলের বিনাশ আপনি করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্ম আপনার স্তুতির যোগ্য নহে ; কারণ, আপনার নিকট উহা অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম, যে হেতু প্রলয়কালে নিজ নয়নানলের বিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্মসাৎ করেন অথচ তাহা আপনি আলোচনাও করেন না। ৩২

হে ভগবন্ ! আত্মারাম বিশ্বের হিতোপদেষ্টা মুনিগণ আপনার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, আপনি উমার সহিত বিচরণ করেন ও তপস্যায় রত, যাহারা উমার সহিত বিচরণ করেন বলিয়া আপনাকে কামী বলে এবং শ্মশানে আপনি বেড়ান, এই জন্য আপনাকে উগ্রপ্রকৃতি পুরুষ হিংস্র বলে, সেই নির্লজ্জগণ আপনার লীলা কি জানে ! নিশ্চয়ই জানে না। এই কারণেই নির্লজ্জ হইয়াও বিচার না করিয়া ঐরূপ প্রলাপ বাক্য বলে, হায় ! যাঁহার পাদপদ্ম আত্মারাম মুনিগণ ধ্যান করেন, তিনি কি কামী হইতে পারেন ? এবং যিনি তপস্যায় নিরত, তিনি শান্তস্বভাবই হইতে পারেন, তাঁহার উগ্রত্ব বা হিংস্রত্ব কিরূপে সম্ভব হয় ? ৩৩

হে ভগবন্ ! সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন এবং পরম-পুরুষ ভূমা যে আপনার যথার্থ স্বরূপ, ইহা জানিতে ব্রহ্মাদি দেবগণও সমর্থ নহেন। সুতরাং তাঁহারা আপনার স্তব করিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবেন ? হে প্রভো ! আমরা ব্রহ্মাদির সৃষ্টিমধ্যে অতিশয় অর্ব্বাচীন, আমরাই বা কি প্রকারে আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব ? তথাপি এই যে স্তব করিলাম, ইহা কেবল আত্মশক্তির পরিমাণ মাত্র অনুসারে। ৩৪

হে মহেশ্বর ! যদিও আমরা অব্যক্তরূপী আপনার এই ব্যক্ত রূপ ভিন্ন যে শ্রেষ্ঠ রূপ তাহা দেখিতে পাইলাম না, তথাপি এই রূপ দর্শনেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, আপনি অব্যক্তকর্ম্মা, আপনার এইরূপে আবির্ভাব লোকসকলের রক্ষার্থ মাত্র। ৩৫

শ্রীশুক উবাচ।

তদ্বীক্ষ্য ব্যসনং তাসাং কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ। সর্ব্বভূতসুহৃদ্দেব ইদমাহ সতীং প্রিয়াম্ ॥৩৬॥

শ্রীশিব উবাচ।

অহোবত ভবান্যেতৎ প্রজানাং পশ্য বৈশসম্। ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতাৎ কালকূটাদুপস্থিতম্ ॥৩৭॥

আসাং প্রাণপরীপ্সূনাং বিধেয়মভয়ং হি মে। এতাবান্ হি প্রভোরর্থো যদ্দীনপরিপালনম্ ॥৩৮॥

প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ। বদ্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেষ্বাত্মমায়য়া ॥৩৯॥

পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে সর্ব্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ। প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ।
তস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে ॥৪০॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবমামন্ত্র্য ভগবান্ ভবানীং বিশ্বভাবনঃ। তদ্বিষং জগ্ধুমারেভে প্রভাবজ্ঞান্বমোদত ॥৪১॥

ততঃ করতলীকৃত্য ব্যাপি হালাহলং বিষম্। অভক্ষয়ন্মহাদেবঃ কৃপয়া ভূতভাবনঃ ॥ ৪২ ॥

তস্যাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্য্যং জলকল্মষঃ। যচ্চকার গলে নীলং তচ্চ সাধোর্বিভূষণম্ ॥৪৩॥

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ। পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ ॥৪৪॥

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃৎ, সুতরাং প্রজাপতিদিগের ও প্রজাগণের তাদৃশ বিপদ দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কারণ, তিনি করুণাসাগর, তিনি নিকটস্থিতা প্রিয়তমা সতীকে এই কথা বলিলেন। ৩৬

আহা, কি কষ্ট! হে ভবানি! ক্ষীরোদসমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত তীব্র কালকূট বিষ হইতে প্রজা সকলের কি মারাত্মক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা একবার দেখ। ৩৭

প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল এই প্রজাবর্গকে অভয় দান করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য, প্রভুগণের এই পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য যে, দীন ব্যক্তিকে প্রতিপালন করা, সাধুগণ ক্ষণভঙ্গুর স্বীয় প্রাণ দ্বারা প্রাণিগণকে পরিপালন করিয়া থাকেন। ৩৮

হে ভদ্রে! যাহারা আত্মমায়ায় মুগ্ধ এবং পরস্পর বৈরভাবে বদ্ধ, সেই সকল প্রাণীকে যে পুরুষ কৃপা করেন, সর্ব্বাত্মা হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন। ৩৯

ভগবান্ হরি প্রীত হইলে চরাচর সহ আমি প্রীত হইয়া থাকি। হে ভবানি! সেই কারণে আমি এই হলাহল বিষ ভক্ষণ করিব, আমার প্রজাগণের স্বস্তি—মঙ্গল হউক। ৪০

বিশ্বভাবন ভগবান্ শঙ্কর ভবানীকে এই কথা বলিয়া সেই বিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ভগবানের প্রভাবজ্ঞা ভবানীও উহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। ৪১

তাহার পর ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব, সর্ব্বব্যাপক সেই বিষকে করতলে একত্রিত করিয়া কৃপাপরতন্ত্রতা নিবন্ধন সেই কালকূটবিষ খাইয়া ফেলিলেন। ৪২

কিন্তু সেই জলের পাপ কালকূটবিষও নিজের পরাক্রম প্রদর্শন করাইল; যেহেতু সেই বিষ ভক্ষণে শঙ্করের কণ্ঠদেশ তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ হইল, পরন্তু উহা করুণাময় ঈশ্বরের ভূষণ হইয়া রহিল। ৪৩

প্রায়শঃ সাধুজনগণ লোকদুঃখে পরিতপ্ত হইয়া থাকেন, সেই লোকসন্তাপ দূর করা অখিলাত্মা পরম পুরুষের পরমারাধন জানিবে। ৪৪

নিশম্য কর্ম্ম তচ্ছম্ভোর্দেবদেবস্য মীঢ়ুষঃ। প্রজা দাক্ষায়ণী ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠশ্চ শশংসিরে ॥৪৫॥

প্রস্কন্নং পিবতঃ পাণের্যৎ কিঞ্চিজ্জগৃহুঃ স্ম তৎ।
বৃশ্চিকাহিবিষৌষধ্যো দন্দশূকাশ্চ যেঽপরে ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

হে রাজন্! দেবদেব প্রভু শম্ভুর এই আশ্চর্য্য-জনক বিষ-ভক্ষণ কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া প্রজাগণ, দাক্ষায়ণী (সতী), ব্রহ্মা ও বৈকুণ্ঠ সকলেই সেই কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ৪৫

হে মহারাজ! সেই কালকূটবিষ পান করিবার সময় করতলের ছিদ্র দ্বারা যাহা পতিত হইয়াছিল, তাহাই বৃশ্চিক, সর্প, বিষময় ওষধি এবং অন্যান্য দন্দশূকগণ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই কারণে উহারা তীব্র হইয়াছে, ইহা দ্বারা কালকূটবিষ কত তীব্র, তাহা বিবেচনা করিতে পার। ৪৬

ইতি অষ্টম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

পীতে গরে বৃষাঙ্কেণ প্রীতাস্তেঽমরদানবাঃ। মমন্থুস্তরসা সিন্ধুং হবির্দ্ধানী ততোঽভবৎ ॥১॥
তামগ্নিহোত্রীমৃষয়ো জগৃহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ। যজ্ঞস্য দেবযানস্য মেধ্যায় হবিষে নৃপ ॥২॥
তত উচ্চৈঃশ্রবা নাম হয়োঽভূচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ। তস্মিন্ বলিঃ স্পৃহাঞ্চক্রে নেন্দ্র ঈশ্বরশিক্ষয়া ॥৩॥
তত ঐরাবতো নাম বারণেন্দ্রো বিনির্গতঃ। দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্বেতাদ্রের্হরন্ ভগবতো মহিম্ ॥৪॥
ঐরাবণাদয়স্ত্বষ্টৌ দিগ্‌গজা অভবংস্ততঃ। অভ্রমুপ্রভৃতয়োঽষ্টৌ চ করিণ্যস্ত্বভবন্নৃপ ॥৫॥
কৌস্তুভাখ্যমভূদ্রত্নং পদ্মরাগো মহোদধেঃ। তস্মিন্মণৌ স্পৃহাঞ্চক্রে বক্ষোঽলঙ্করণে হরিঃ ॥৬॥
ততোঽভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণম্। পূরয়ত্যর্থিনো যোঽর্থৈঃ শশ্বদ্ভুবি যথা ভবান্ ॥৭॥
ততশ্চাপ্সরসো জাতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ। রমণ্যঃ স্বর্গিণাং বল্গুগতিলীলাবলোকনৈঃ ॥৮॥
ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রী রমা ভগবৎপরা। রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥৯॥
তস্যাং চক্রুঃ স্পৃহাং সর্ব্বে সসুরাসুরমানবাঃ। রূপৌদার্য্যবয়োবর্ণমহিমাক্ষিপ্তচেতসঃ ॥ ১০ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বৃষধ্বজ শিব বিষপান করিলে অমরগণ ও দানবগণ প্রীত হইয়া পুনরায় মহাবেগে সমুদ্রমন্থন করিলেন; তাহাতে যজ্ঞীয় হবির আধার সুরভি গাভী উত্থিত হইল। ১

ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ অগ্নিহোত্রসম্পাদিকা, দেবলোকপ্রাপক যজ্ঞের হবির নিমিত্ত সেই সুরভিকে গ্রহণ করিলেন। ২

তাহার পর উচ্চৈঃশ্রবা নামে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ একটি অশ্ব উত্থিত হইল, দৈত্যরাজ বলি উহার জন্য স্পৃহা করিলে ঈশ্বরের শিক্ষানুসারে দেবরাজ ইন্দ্র তাহার প্রতি ইচ্ছা করিলেন না। ৩

তাহার পর ঐরাবত নামে এক বারণরাজ সমুদ্রমন্থনে নির্গত হইয়াছিল, সে চারিটি দন্ত দ্বারা ও চন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ দ্বারা ভগবান্ শিবের কৈলাস পর্ব্বতের মহিমা হরণ করিয়াছিল। ৪

তাহার পর ঐরাবণ প্রভৃতি আটটি দিগ্‌গজ উত্থিত হইল, হে রাজন্! তাহার পর অভ্রমু প্রভৃতি আটটি দিক্‌হস্তিনী উত্থিত হইল। ৫

তাহার পর মহোদধি হইতে কৌস্তুভ নামে পদ্মরাগ মণি উত্থিত হইল, ভগবান্ হরি নিজ বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত ঐ মণির প্রতি স্পৃহা করিয়াছিলেন। ৬

তাহার পর সুরলোকের ভূষণস্বরূপ পারিজাত তরু উত্থিত হইল, হে রাজন্! তুমি যেমন মর্ত্ত্যলোকে অর্থ দ্বারা অর্থীদিগের কামনা পূর্ণ কর, সেইরূপ ঐ তরু নিরন্তর যাবতীয় অর্থ দ্বারা অর্থীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকে। ৭

তাহার পর নিষ্ক-কণ্ঠী সুবাসিনী অপ্সরা সকল উদ্ভূতা হইল, তাহারা মনোহর গমন ও লীলাবলোকন দ্বারা স্বর্গবাসীদিগের রতি জন্মাইতেছিল। ৮

তাহার পর ভগবানের প্রিয়তমা শ্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিধারিণী হইয়া আবির্ভূতা হইলেন, সেই রমা সুদাম পর্ব্বতে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৯

তাঁহার রূপ, ঔদার্য্য, বর্ণ, মহিমা দর্শনে সুর, অসুর, মানব সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় সকলেই সেই রমার প্রতি অভিলাষ করিয়াছিল। ১০

তস্যা আসনমানিন্যে মহেন্দ্রো মহদদ্ভুতম্। মূর্ত্তিমত্যঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা হেমকুম্ভৈর্জলং শুচি ॥১১॥
আভিষেচনিকা ভূমিরাহরৎ সকলৌষধীঃ। গাবঃ পঞ্চ পবিত্রাণি বসন্তো মধুমাধবৌ ॥১২॥
ঋষয়ঃ কল্পয়াঞ্চক্রুরভিষেকং যথাবিধি। জগুর্ভদ্রাণি গন্ধর্ব্বা নট্যশ্চ ননৃতুর্জগুঃ ॥১৩॥
মেঘা মৃদঙ্গপণবমুরজানকগোমুখান্। ব্যনাদয়ন্ শঙ্খবেণুবীণাস্তুমুলনিঃস্বনান্ ॥ ১৪ ॥

ততোঽভিষিষিচুর্দেবীং শ্রিয়ং পদ্মকরাং সতীম্।
দিগিভাঃ পূর্ণকলসৈঃ সূক্তবাক্যৈর্দ্বিজেরিতৈঃ ॥১৫॥

সমুদ্রঃ পীতকৌশেয়ে বাসসী সমুপাহরৎ।
বরুণঃ স্রজং বৈজয়ন্তীং মধুনা মত্তষট্পদাম্ ॥১৬॥

ভূষণানি বিচিত্রাণি বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ। হারং সরস্বতী পদ্মমজো নাগাশ্চ কুণ্ডলে ॥১৭॥

ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নোৎপলস্রজং নদদ্দ্বিরেফাং পরিগৃহ্য পাণিনা।
চচাল বক্ত্রং সুকপোলকুণ্ডলং সব্রীড়হাসং দধতী সুশোভনম্ ॥১৮॥

স্তনদ্বয়ং চাতিকৃশোদরী সমং নিরন্তরং চন্দনকুঙ্কুমোক্ষিতম্।
ততস্ততো নূপুরবল্গুশিঞ্জিতৈর্বিসর্পতী হেমলতেব সা বভৌ ॥১৯॥

(ভগবৎপ্রিয়া রমাদেবীকে অবলোকন করিবা-মাত্র) ভগবান্ ইন্দ্র রমাদেবীর নিমিত্ত অদ্ভুত আসন আনয়ন করিলেন, প্রধান প্রধান নদীগণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্ণকলস দ্বারা পবিত্র জল আহরণ করিল। ১১

অভিষেচনোচিতা ভূমি ওষধি সকল আহরণ করিয়াছিল, আর গাভীগণ পঞ্চগব্য আহরণ করিল, এবং বসন্ত ঋতু চৈত্র ও বৈশাখোদ্ভব ফল-পুষ্প আহরণ করিয়াছিল। ১২

তাহার পর ঋষিগণ যথাবিধি অভিষেক কল্পনা করিলেন, তাহার পর গন্ধর্ব্বগণ সুস্বরে গান করিল, এবং নটীগণ নৃত্য ও গান করিল। ১৩

আর মেঘ সকল মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, আনক এবং গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য সকলের তুমুল ধ্বনি ও শঙ্খ, বীণা, বেণু প্রভৃতির মধুর শব্দ নিনাদিত করিয়াছিল। ১৪

তাহার পর পদ্মকরা সতী শ্রীদেবীকে দিগ্‌হস্তী সকল পূর্ণ কলস দ্বারা এবং ব্রাহ্মণগণের উচ্চারিত বেদ মন্ত্র দ্বারা অভিষেক করিয়াছিল। ১৫

সমুদ্র তাহার পরিধানার্থ দুইখানি পীতবর্ণ কৌশেয় বসন, বরুণ মত্তমধুকর-গুঞ্জিত বৈজয়ন্তী মালা, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা বিবিধ বিচিত্র ভূষণ, সরস্বতী, হরি ও ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কুণ্ডল আনিয়া উপহার দিলেন। ১৬-১৭

এইরূপে কৃতস্বস্ত্যয়না লক্ষ্মীদেবী স্বীয় হস্ত দ্বারা ভৃঙ্গনাদিত উৎপলমালা গ্রহণ করিয়া চলিবার উপক্রম করিলেন, তাঁহার বদন-কপোলস্থ কুণ্ডলদ্বয়ে এবং সলজ্জ হাস্যে অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিল, আর স্তনদ্বয় চন্দন ও কুঙ্কুমে অভিষিক্ত হইয়াছিল, সেই কৃশোদরী রমা মনোহর নূপুর নিনাদ করিতে করিতে ইতস্ততঃ পাদবিক্ষেপ করিতে থাকিলে চঞ্চলা হেমলতার ন্যায় তাঁহার চমৎকার শোভা হইয়াছিল। ১৮-১৯

বিলোকয়ন্তী নিরবদ্যমাত্মনঃ পদং ধ্রুবং চাব্যভিচারিসদ্গুণম্।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধাসুরযক্ষচারণত্রৈপিষ্টপেয়াদিষু নান্ববিন্দত ॥ ২০ ॥

নূনং তপো যস্য ন মন্যুনির্জ্জয়ো জ্ঞানং ক্বচিৎ তচ্চ ন সঙ্গবর্জিতম্।
কশ্চিন্মহাংস্তত্র ন কামনির্জ্জয়ঃ স ঈশ্বরঃ কিং পরতো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥২১॥

ধর্ম্মঃ ক্বচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদং ত্যাগঃ ক্বচিৎ তত্র ন মুক্তিকারণম্।
বীর্য্যং ন পুংসোঽস্ত্যজবেগনিষ্কৃতং নহি দ্বিতীয়ো গুণসঙ্গবর্জিতঃ ॥২২॥

ক্বচিচ্চিরায়ুর্নহি শীলমঙ্গলং ক্বচিৎ তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ।
যত্রোভয়ং কুত্র চ সোঽপ্যমঙ্গলঃ সুমঙ্গলঃ কশ্চ ন কাঙ্ক্ষতে হি মাম্ ॥২৩॥

এবং বিমৃশ্যাব্যভিচারিসদ্গুণৈর্বরং নিজৈকাশ্রয়তয়াঽগুণাশ্রয়ম্।
বব্রে বরং সর্ব্বগুণৈরপেক্ষিতং রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্ ॥২৪॥

তস্যাংসদেশ উশতীং নবকঞ্জমালাং মাদ্যন্মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাম্।
তস্থৌ নিধায় নিকটে তদুরঃ স্বধাম সব্রীড়হাসবিকসন্নয়নেন যাতা ॥২৫॥

তাহার পর অনিন্দনীয় অথচ স্থির নিজের আশ্রয় নিরীক্ষণ করিতে গিয়া যাহাতে নিত্য সদ্গুণ বিরাজিত, তাদৃশ আশ্রয় গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, অসুর, যক্ষ কি স্বর্গবাসী দেবগণমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, (সকলেরই একটা না একটা দোষ প্রকাশ পাইতে লাগিল)। (রমা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন) যেস্থানে তপস্যা আছে, সেস্থানে ক্রোধজয় নাই (যেমন দুর্ব্বাসা), কোন কোন ব্যক্তিতে (গুরু-শুক্রাদিতে) জ্ঞান আছে কিন্তু ঐ জ্ঞান সঙ্গবর্জ্জিত নহে, কোন কোন ব্যক্তি (ব্রহ্মা চন্দ্র প্রভৃতি) মহান্ হইলেও কামজয়ী নহেন, আর সকল ব্যক্তি (ইন্দ্রাদি) পরাপেক্ষী, তাঁহারা কি ঈশ্বর? ২০-২১

কোন কোন ব্যক্তিতে (পরশুরামাদিতে) ধর্ম্ম আছে কিন্তু সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়া নাই, কোন কোন ব্যক্তির ত্যাগ আছে কিন্তু মোক্ষার্থ ত্যাগ নাই, কোন কোন পুরুষের (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদির) বীর্য্য আছে, তাহা কালবেগ কর্ত্তৃক পরিহৃত নহে, যাঁহারা (সনকাদি) গুণসঙ্গবর্জ্জিত, তাঁহারা সমাধিনিষ্ঠ সুতরাং আমার সহচর হইতে পারেন না। ২২

কোন কোন ব্যক্তিতে (মার্কণ্ডেয়াদিতে) দীর্ঘায়ুঃ থাকিলেও শীল ও মঙ্গল নাই, কোন কোন ব্যক্তিতে তাহা থাকিলেও তাহাদের আয়ুঃস্থৈর্য্য জানা যায় না, যদিও এক ব্যক্তিতে (রুদ্রে) এই উভয়ই (শীল-মঙ্গল ও আয়ুস্থৈর্য্য) আছে, কোন দোষ নাই তথাপি তিনি স্বয়ং অমঙ্গল, তাঁহার শ্মশানবাসাদি অমঙ্গল চেষ্টা, (এইরূপ বিচার করিয়া পরে মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) এখানে সর্ব্বতোভাবে সুমঙ্গল কোন ব্যক্তি আছেন কিন্তু তিনি আত্মারাম, এজন্য আমাকে অভিলাষ করেন না। ২৩-২৪

রমাদেবী এই প্রকার বিচার করিয়া অব্যভিচারী সদ্গুণ ধর্ম্ম-জ্ঞানাদিযুক্ত এবং আপনার নিত্য আশ্রয়, ভগবান্ মুকুন্দই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া স্থিরনিশ্চয় হওয়ায় নিরপেক্ষ তাঁহাকেই বরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, ভগবান্ মুকুন্দ প্রাকৃত গুণাতীত হইলেও ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি ও অণিমাদি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, তিনি নিরপেক্ষ অর্থাৎ কাহাকেও পাইতে চাহেন না, অথচ অভিপ্রেত দেখিয়া লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। ২৫

বিবৃতি—লক্ষ্মী ইহা বিচার দ্বারা স্থির করেন যে, মুকুন্দের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কেহই নাই, অথচ তিনি কিছু

তস্যাঃ শ্রিয়স্ত্রিজগতো জনকো জনন্যা বক্ষোনিবাসমকরোৎ পরমং বিভূতেঃ।
শ্রীঃ স্বাঃ প্রজাঃ সকরুণেন নিরীক্ষণেন যত্র স্থিতৈধয়ত সাধিপতীংস্ত্রিলোকান্ ॥২৬॥
শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাং পৃথুঃ স্বনঃ। দেবানুগানাং সস্ত্রীণাং নৃত্যতাং গায়তামভূৎ ॥২৭॥
ব্রহ্মরুদ্রাঙ্গিরোমুখ্যাঃ সর্ব্বে বিশ্বসৃজো বিভুম্। ঈড়িরেঽবিতথৈর্মন্ত্রৈস্তল্লিঙ্গৈঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥২৮॥
শ্রিয়াবলোকিতা দেবাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রজাঃ। শীলাদিগুণসম্পন্না লেভিরে নির্বৃতিং পরাম্ ॥২৯॥
নিঃসত্ত্বা লোলুপা রাজন্ নিরুদ্যোগাগতত্রপাঃ। যদাচোপেক্ষিতা লক্ষ্ম্যা বভূবুর্দৈত্যদানবাঃ ॥৩০॥
অথাসীদ্বারুণী দেবী কন্যা কমললোচনা। অসুরা জগৃহুস্তাং বৈ হরেরনুমতেন তে ॥৩১॥
অথোদধের্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৩২ ॥
দীর্ঘপীবরদোর্দণ্ডঃ কম্বুগ্রীবোঽরুণেক্ষণঃ। শ্যামলস্তরুণঃ স্রগ্বী সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥৩৩॥
পীতবাসা মহোরস্কঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ। স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশান্তসুভগঃ সিংহবিক্রমঃ ॥৩৪॥
অমৃতাপূর্ণকলসং বিভ্রদ্বলয়ভূষিতঃ। স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ ॥৩৫॥

তখন লক্ষ্মীদেবী মত্তভ্রমরসমূহের গুঞ্জনে অনুনাদিত নূতন কমলপুষ্পের মালা সেই ভগবানের স্কন্ধদেশে অর্পণ করিয়া তাঁহার অবিদূরে তাঁহারই অনুগ্রহ প্রতীক্ষায় তূষ্ণীভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার ভাব দর্শনে বোধ হইল, সলজ্জ হাস্যে বিকসমান নয়নযোগে ভগবানের বক্ষঃস্থল যাহা নিজধাম তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ফলেও তিনি সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করতঃ ভগবানের বক্ষঃস্থলের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। (সে যাহা হউক) ত্রিলোকের জনক ভগবান্ মুকুন্দ, বিভূতি সকলের জননী সেই লক্ষ্মীদেবীর নিজ বক্ষঃস্থলকে পরম নিবাসস্থান করিয়া দিলেন, যেস্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীদেবী স্বয়ং সকরুণ অবলোকন দ্বারা স্বীয় প্রজা ও লোকপালগণসহ ত্রিলোকীকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ২৬-২৭

তদবলোকনে নৃত্যগীতপরায়ণ সস্ত্রীক দেবগণ ও অসুরগণের শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য সকলের পৃথক্ পৃথক্ নিঃস্বন হইয়াছিল এবং ব্রহ্মা, রুদ্র, অঙ্গিরা প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টৃগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে করিতে বিষ্ণুপ্রতিপাদক যথার্থ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ এবং প্রজাপতিগণসহ প্রজা সকল লক্ষ্মী কর্তৃক অবলোকিত হইয়া শীলাদি গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরম নির্বৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ২৮-৩০

হে রাজন্! লোলুপ দৈত্যদানবগণ, লক্ষ্মী কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া নিঃসত্ত্ব নিরুদ্যম ও নির্লজ্জ হইয়াছিল। অনন্তর পদ্মনয়না বরুণকন্যা অর্থাৎ অন্নময়ী সুরা সেই সমুদ্র হইতে উত্থিত হইল, ভগবান্ হরির অনুমতিক্রমে অসুরেরা ঐ কন্যাকে গ্রহণ করিল। ৩১-৩২

হে মহারাজ! অনন্তর অমৃতার্থী কশ্যপ পুত্রগণ কর্তৃক মথ্যমান সমুদ্র হইতে পরমাশ্চর্য্য একটি পুরুষ উত্থিত হইলেন। তাঁহার বাহুযুগল দীর্ঘ অথচ পীবর (মোটা) তিনি কম্বুগ্রীব অর্থাৎ তাঁহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় তিনটি রেখাযুক্ত, এবং তিনি অরুণনয়ন, শ্যামবর্ণ, যুবা, মাল্যধারী, এবং সর্ব্বাভরণে বিভূষিত, তিনি পীতবসন, তাঁহার বক্ষঃ বিশাল, এবং তাঁহার উজ্জ্বল মণিকুণ্ডল ছিল, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে সমুদ্ভূত, ধন্বন্তরি এই নামে বিখ্যাত, আয়ুর্ব্বেদে পারদর্শী, যজ্ঞভাগভোক্তা। ৩৩-৩৫

চান না; পরন্তু তিনি অণিমাদি গুণকে যখন উপেক্ষা করেন না, তখন আমাকেও উপেক্ষা করিবেন না, অথচ আমি ইঁহার সেবা করিতে পাইলে কৃতার্থ হইব, এই সকল বিবেচনা করিয়াই মুকুন্দকে বরণ করিয়াছিলেন। ২৫

ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্। তমালোক্যাসুরাঃ সর্ব্বে কলসং চামৃতাভৃতম্ ॥৩৬॥
লিপ্সন্তঃ সর্ব্ববস্তূনি কলসং তরসাহরন্। নীয়মানেঽসুরৈস্তস্মিন্ কলসেঽমৃতভাজনে ॥৩৭॥
বিষণ্ণমানসা দেবা হরিং শরণমাযযুঃ। ইতি তদ্দৈন্যমালোক্য ভগবান্ ভৃত্যকামকৃৎ।
মা খিদ্যত মিথোঽর্থং বঃ সাধয়িষ্যে স্বমায়য়া ॥৩৮॥
মিথঃ কলিরভূৎ তেষাং তদর্থে তর্ষচেতসাম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বং ন ত্বং ন ত্বমিতি প্রভো ॥৩৯॥
দেবাঃ স্বভাগমর্হন্তি যে তুল্যায়াসহেতবঃ। সত্রযাগ ইবৈতস্মিন্নেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৪০ ॥
ইতি স্বান্ প্রত্যষেধন্ বৈ দৈতেয়া জাতমৎসরাঃ।
দুর্ব্বলাঃ প্রবলান্ রাজন্ গৃহীতকলসান্ মুহুঃ ॥৪১॥
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুঃ সর্ব্বোপায়বিদীশ্বরঃ। যোষিদ্রূপমনির্দ্দেশ্যং দধার পরমাদ্ভুতম্ ॥৪২॥
প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্। সমানকর্ণাভরণং সুকপোলোন্নসাননম্ ॥ ৪৩ ॥
নবযৌবননির্ব্বৃত্তস্তনভারকৃশোদরম্। মুখামোদানুরক্তালি-ঝঙ্কারোদ্বিগ্নলোচনম্ ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপূর্ণ কলসহস্ত সেই পুরুষকে অবলোকন করিয়া সমস্ত অসুরগণ সম্পূর্ণ অমৃত লাভ করিবার জন্য বলপূর্ব্বক সেই অমৃতপূর্ণ কলস হরণ করিয়া লইল। ৩৬

সেই অমৃতভাজন কলস অসুরেরা লইয়া গেলে, দেবগণ বিষণ্ণচিত্ত হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ৩৭

ভৃত্যবর্গের কামনাপূরণকারী ভগবান্ হরি, দেবগণের ঐরূপ দীনতা দর্শন করিয়া (সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন) হে দেবগণ! তোমরা খেদ করিও না, আমি নিজ মায়া দ্বারা উহাদের মধ্যে বৈরভাব উৎপাদন করিয়া তোমাদের কার্য্য সাধন করিব। ৩৮

হে রাজন্! তাহার পরে দৈত্যদিগের মধ্যে পরস্পর কলহ উপস্থিত হইল, অমৃতপানের জন্য সকলেই সতৃষ্ণ হইয়া তাহারা আমি পূর্ব্বে আমি অগ্রে, তুমি নহ তুমি নহ এই কথা বলিতে লাগিল। ৩৯

(দুর্ব্বলদিগের বক্তব্য বলিতেছেন) বলপূর্ব্বক গ্রহণে অসমর্থ, সুতরাং পরশ্রীকাতর দুর্ব্বল দৈত্যগণ গৃহীতকলস বলবান্ দৈত্যগণকে এই বলিয়া বার-ম্বার বারণ করিতে লাগিল, দেবগণও অমৃত আহরণের জন্য তুল্য আয়াস করিয়াছেন, অতএব সত্রযাগে যেমন সকলের অংশ হয়, সেইরূপ দেবতারাও স্বীয় অংশ পাইতে পারেন, যাহার যে প্রাপ্য, তাহা তাহাকে দেওয়া, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ৪০-৪১

হে রাজন্! এই সময়ে সকল উপায়াভিজ্ঞ, ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু, পরমাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় স্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন। ৪২

ঐরূপ দর্শনীয় উৎপল তুল্য শ্যামবর্ণ, সকল অবয়ব সুন্দর, কর্ণদ্বয় সমান ও মনোহর আভরণে ভূষিত, সুকোমল কপোলদ্বয় ও সুন্দর নাসিকাযুক্ত বদন, নবযৌবন জন্য উদ্‌গত স্তনভারে উদর অতিশয় কৃশ হইয়াছিল, আননের সৌরভে অনুরক্ত অলি-কুলের ঝঙ্কারে নয়নদ্বয় সচকিত হইতেছিল। ৪৩-৪৪

বিভ্রৎ সুকেশভারেণ মালামুৎফুল্লমল্লিকাম্। সুগ্রীবকণ্ঠাভরণং সুভুজাঙ্গদভূষিতম্ ॥ ৪৫ ॥
বিরজাম্বরসংবীতনিতম্বদ্বীপশোভয়া। কাঞ্চ্যা প্রবিলসদ্বল্গু চলচ্চরণনূপুরম্ ॥ ৪৬ ॥
সব্রীড়স্মিতবিক্ষিপ্তভ্রূবিলাসাবলোকনৈঃ। দৈত্যযূথপচেতঃসু কামমুদ্দীপয়ন্মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে অমৃতমথনে ভগবন্মায়োপলম্ভনোঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

এবং তিনি কেশসমূহে বিকসিত মল্লিকা পুষ্পের মালা এবং সুশ্রী গ্রীবায় মনোহর কণ্ঠভূষণ আর ভুজদ্বয়ে অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। নির্ম্মলবসনাচ্ছাদিত নিতম্বরূপ দ্বীপের শোভাস্বরূপ কাঞ্চী এবং চলনশীল চরণদ্বয়ে নূপুর বিরাজ করিতেছিল। হে রাজন্! সেই কামিনী সলজ্জ হাস্যসহ ভ্রূভঙ্গ ও অবলোকন দ্বারা দৈত্য-যূথপতিগণের হৃদয়ে বারম্বার কাম উদ্দীপিত করিতেছিলেন। ৪৫-৪৭

ইতি অষ্টম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তেঽন্যোন্যতোঽসুরাঃ পাত্রং হরন্তস্ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ক্ষিপন্তো দস্যুধর্ম্মাণ আয়ান্তীং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ম্ ॥১॥

অহো রূপমহো ধাম অহো অস্যা নবং বয়ঃ। ইতি তে তামভিদ্রুত্য প্রপচ্ছুর্জাতহৃচ্ছয়াঃ ॥২॥

কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি। কস্যাসি বদ বামোরু মথ্নতীব মনাংসি নঃ ॥৩॥

ন বয়ং ত্বামরৈর্দৈত্যৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ।
নাস্পৃষ্টপূর্ব্বাং জানীমো লোকেশৈশ্চ কুতোঽনৃভিঃ ॥৪॥

নূনং ত্বং বিধিনা সুভ্রু প্রেষিতাসি শরীরিণাম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়মনঃপ্রীতিং বিধাতুং সঘৃণেন কিম্ ॥৫॥

সা ত্বং নঃ স্পর্দ্ধমানানামেকবস্তুনি ভামিনি। জ্ঞাতীনাং বদ্ধবৈরাণাং শং বিধৎস্ব সুমধ্যমে ॥৬॥

বয়ং কশ্যপদায়াদা ভ্রাতরঃ কৃতপৌরুষাঃ। বিভজস্ব যথান্যায়ং নৈব ভেদো যথা ভবেৎ ॥৭॥

ইত্যুপামন্ত্রিতো দৈত্যৈর্মায়াযোষিদ্বপুর্হরিঃ। প্রহস্য রুচিরাপাঙ্গৈর্নিরীক্ষন্নিদমব্রবীৎ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দস্যুধর্ম্মা, ত্যক্তসৌহার্দ্দভাব সেই অসুরগণ পরস্পরের নিকট হইতে অমৃতপাত্র হরণ করিতে করিতে ও পরস্পরকে নিন্দা করিতে করিতে সেই দিকে আগমনকারিণী একটি স্ত্রীকে দেখিয়াছিল। ১

সেই রমণী দর্শনমাত্রে কামাতুর অসুরগণ, আহা কি মনোহর রূপ, কি চমৎকার কান্তি, কি সুন্দর নবীন বয়স, এইরূপ বলিয়া তাহার নিকট দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ২

হে পদ্মপলাশাক্ষি! তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি কাহার কন্যা, এই সকল কথা বল, হে বামোরু! তোমাকে দেখিয়া আমাদের মন ক্ষুব্ধ হইতেছে। ৩

হে সুন্দরি! আমরা নিশ্চয় জানি, দেব দানব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ অথবা লোকপালগণ কেহই তোমাকে পূর্ব্বে স্পর্শ করে নাই, সুতরাং মনুষ্যেরা যে স্পর্শ করিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? ৪

হে সুভ্রু! তুমি কি শরীরিগণের সকল ইন্দ্রিয় মনঃপ্রাণের প্রীতি বিধান করিবার নিমিত্ত সকরুণ বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ? (অথবা যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আসিয়াছ? বোধ হয় সদয় বিধাতাই তোমাকে পাঠাইয়াছেন?) ৫

হে ভামিনি! হে সুমধ্যমে! আমরা এই সকল জ্ঞাতি এক বস্তুতে অভিলাষী হইয়া বিবাদ বিসম্বাদে বদ্ধবৈর হইয়াছি, তুমি আমাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়া মঙ্গল বিধান কর। ৬

হে সুন্দরি! আমরা সকলে কশ্যপের পুত্র, পরস্পর ভ্রাতা এবং আমরা সকলেই পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছি, তুমি এই অমৃত আমাদিগকে ন্যায়ানুসারে ভাগ করিয়া দাও, যাহাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ না জন্মে। ৭

হে রাজন্! যোষিদ্রূপধারী ভগবান্ হরি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া, তিনি হাস্য করিয়া ও অপাঙ্গে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া এই কথা বলিলেন। ৮

শ্রীভগবানুবাচ।

কথং কশ্যপদায়াদাঃ পুংশ্চল্যাং ময়ি সঙ্গতাঃ। বিশ্বাসং পণ্ডিতো জাতু কামিনীষু ন যাতি হি ॥৯॥

শালাবৃকাণাং স্ত্রীণাঞ্চ স্বৈরিণীনাং সুরদ্বিষঃ। সখ্যান্যাহুরনিত্যানি নূত্নং নূত্নং বিচিন্বতাম্ ॥১০॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি তে ক্ষ্বেলিতৈস্তস্যা আশ্বস্তমনসোঽসুরাঃ। জহসুর্ভাবগম্ভীরং দদুশ্চামৃতভাজনম্ ॥১১॥

ততো গৃহীত্বাঽমৃতভাজনং হরির্ব্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভয়া গিরা।
যদ্যভ্যুপেত ক্ক চ সাধ্বসাধু বা কৃতং ময়া বো বিভজে সুধামিমাম্ ॥১২॥

ইত্যভিব্যাহৃতং তস্যা আকর্ণ্যাসুরপুঙ্গবাঃ। অপ্রমাণবিদস্তস্যাস্তৎ তথেত্যন্বমংসত ॥১৩॥

অথোপোষ্য কৃতস্নানা হুত্বা চ হবিষাঽনলম্। নত্বা গোবিপ্রভূতেভ্যঃ কৃতস্বস্ত্যয়না দ্বিজৈঃ ॥১৪॥

যথোপজোষং বাসাংসি পরিধায়াহতানি তে। কুশেষু প্রাবিশন্ সর্ব্বে প্রাগগ্রেষ্বভিভূষিতাঃ ॥১৫॥

প্রাঙ্মুখেষূপবিষ্টেষু সুরেষু দিতিজেষু চ। ধূপামোদিতশালায়াং জুষ্টায়াং মাল্যদীপকৈঃ ॥১৬॥

তস্যাং নরেন্দ্র করভোরুরুশদ্দুকূলশ্রোণীতটালসগতির্মদবিহ্বলাক্ষী।
সা কূজতী কনকনূপুরসিঞ্জিতেন কুম্ভস্তনী কলসপাণিরথ বিবেশ ॥১৭॥

ভগবান্ বলিলেন, হে কশ্যপদায়াদগণ! আমি পুংশ্চলী (বেশ্যা), তোমরা কেন আমার অনুসরণ করিলে? পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনও রমণীগণকে বিশ্বাস করেন না। ৯

হে দেবদ্বেষিগণ! শালাবৃক (কুকুর) ও স্বৈরিণী স্ত্রীগণের সখ্য ভালবাসা অনিত্য, কারণ, ইহারা প্রতি নিয়ত নূতন নূতন অন্বেষণ করে। ১০

হে রাজন্! অসুর সকল সেই কামিনীর ঐ প্রকার সশ্লেষ পরিহাসবাক্যে আশ্বস্তচিত্ত হইয়া অতি গম্ভীরভাবে হাস্য করিল, তাহার পর তাহার হস্তে অমৃতপাত্র অর্পণ করিল। ১১

তাহার পর ভগবান্ হরি অমৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাস্যশোভিত বাক্যে বলিলেন, আমি যাহা করিব তাহা ভালই হউক, অথবা মন্দই হউক, যদি তোমরা তাহা স্বীকার করিয়া লও, তাহা হইলে আমি এই অমৃত বিভাগ করিয়া দিতে পারি। ১২

শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অসুরগণও তাঁহার ইয়ত্তা জানিত না, সুতরাং যোষিদ্রূপধারী হরির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে বলিয়া ভগবদ্বাক্যে সম্মত হইল। ১৩

তাহার পর অসুরেরা উপবাসী থাকিয়া স্নান ও হবির দ্বারা অগ্নিতে হোম করিয়া এবং গো-ব্রাহ্মণ এবং ভূত সকলকে নমস্কার করিয়া দ্বিজাতিগণ দ্বারা শুভার্থ স্বস্ত্যয়ন করাইল। ১৪

তাহারা নিজের নিজের ইচ্ছানুসারে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া ও ভূষিত হইয়া প্রাগগ্র কুশের উপরে উপবেশন করিল। ১৫

হে রাজন্! দেবগণ ও দৈত্যগণ পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলে সেই গৃহ ধূপামোদিত ও মাল্যদীপ দ্বারা অলঙ্কৃত হইল। ১৬

হে রাজন্! করভোরু, কৌশেয়বসনশোভিত নিতম্বভরে মন্দগতি, মদবিহ্বলনয়না, কুম্ভসদৃশ স্তন-যুগলশালিনী নূপুরের সিঞ্জন শব্দে অব্যক্ত মধুর ধ্বনিকারিণী সেই মায়ারমণী কলস হস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১৭

তাং শ্রীসখীং কনককুণ্ডলচারুকর্ণনাসাকপোলবদনাং পরদেবতাখ্যাম্।
সংবীক্ষ্য সংমুমুহুরুৎস্মিতবীক্ষণেন দেবাসুরা বিগলিতস্তনপট্টিকান্তাম্ ॥১৮॥

অসুরাণাং সুধাদানং সর্পাণামিব দুর্নয়ম্। মত্বা জাতিনৃশংসানাং ন তাং ব্যভজদচ্যুতঃ ॥১৯॥
কল্পয়িত্বা পৃথক্‌পঙ্‌ক্তীরুভয়েষাং জগৎপতিঃ। তাংশ্চোপবেশয়ামাস স্বেষু স্বেষু চ পঙ্‌ক্তিষু ॥২০॥
দৈত্যান্ গৃহীতকলসো বঞ্চয়ন্নুপসঞ্চরৈঃ। দূরস্থান্ পায়য়ামাস জরামৃত্যুহরাং সুধাম্ ॥২১॥
তে পালয়ন্তঃ সময়মসুরাঃ স্বকৃতং নৃপ। তুষ্ণীমাসন্ কৃতস্নেহাঃ স্ত্রীবিবাদজুগুপ্সয়া ॥২২॥
তস্যাং কৃতাতিপ্রণয়াঃ প্রণয়াপায়কাতরাঃ। বহুমানেন চাবদ্ধা নোচুঃ কিঞ্চন বিপ্রিয়ম্ ॥২৩॥
দেবলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ স্বর্ভানুর্দ্দেবসংসদি। প্রবিষ্টঃ সোমমপিবচ্চন্দ্রার্কাভ্যাঞ্চ সূচিতঃ ॥২৪॥
চক্রেণ ক্ষুরধারেণ জহার পিবতঃ শিরঃ। হরিস্তস্য কবন্ধস্তু সুধয়াঽপ্লাবিতোঽপতৎ ॥২৫॥
শিরস্ত্বমরতাং নীতমজো গ্রহমচীকৢপৎ। যস্তু পর্ব্বণি চন্দ্রার্কাবভিধাবতি বৈরধীঃ ॥২৬॥
পীতপ্রায়েঽমৃতে দেবৈর্ভগবান্ লোকভাবনঃ। পশ্যতামসুরেন্দ্রাণাং স্বং রূপং জগৃহে হরিঃ ॥২৭॥

পরদেবতা নাম্নী সেই রমণী লক্ষ্মীর সখী, তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় কনক-কমল, কর্ণ, নাসিকা, কপোল ও বদন অতিশয় মনোহর, এবং তাঁহার স্তনাবরণ বস্ত্রের প্রান্তভাগ বিগলিত হইয়া পড়িতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার হাস্য অবলোকন দ্বারা দেবগণ ও অসুরগণ মুগ্ধ হইয়াছিল। ১৮

(এই রূপে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া যাহা করিলেন, তাহাই বলিতেছেন) সর্পদিগকে দুগ্ধদানের ন্যায় অসুরদিগকে অমৃত দান করা দুর্নীতি, সুতরাং অন্যায় মনে করিয়া ভগবান্ অচ্যুত জাতিনৃশংস অসুরদিগের মধ্যে সুধা বিভাগ করিয়া দিলেন না। ১৯

তাহার পর দেব ও দৈত্য উভয় পক্ষের পৃথক্ পঙ্‌ক্তি কল্পনা করাইয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ পংক্তিতে উপবেশন করাইলেন। ২০

সুধাকলসধারী ভগবান্, বহুমান প্রদর্শন ও প্রিয়ভাষণাদি দ্বারা দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিয়া দূরস্থিত দেবগণকে জরামরণহারিণী সুধা পান করাইয়াছিলেন। ২১

হে রাজন্! সেই কামিনীর প্রতি কৃতস্নেহ অসুরগণ নিজকৃত অঙ্গীকার পালন করিয়া তুষ্ণীম্ভূত হইয়াছিল, কারণ, স্ত্রীর সহিত বিবাদে নিন্দাভয়ও তাহাদের ছিল। ২২

সেই রমণীতে কৃত অতি প্রণয়, এবং প্রণয়ভঙ্গভয়ে কাতর, এবং তাহার প্রতি বহুমানে আবদ্ধ অসুরগণ কোন অপ্রিয় কথাই বলে নাই। ২৩

হে রাজন্! দেবচিহ্ন দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন রাহু দেবপংক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত পান করিয়াছিল এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২৪

ভগবান্ হরি সুধাপানকারী রাহুর মস্তক ক্ষুরধার চক্র দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন, তখন উহার কবন্ধ সুধা দ্বারা প্লাবিত হইয়া পতিত হইল। ২৫

অমৃতসংস্পর্শে অমরতাপ্রাপ্ত রাহুর মস্তককে ভগবান্ হরি গ্রহ কল্পনা করিলেন, ঐ গ্রহ বৈরবুদ্ধি বশতঃ পর্ব্বকালে চন্দ্র-সূর্য্যের প্রতি অভিধাবিত হয়। ২৬

দেবগণের অমৃতপান প্রায় শেষ হইলে, লোকভাবন ভগবান্ হরি দর্শনকারী প্রধান প্রধান অসুরেন্দ্রগণের সমক্ষেই স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন। ২৭

এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকালহেত্বর্থকর্ম্মমতয়োঽপি ফলে বিকল্পাঃ।
তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাহপুর্যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণান্ন দৈত্যাঃ ॥২৮॥
যদ্যুজ্যতেঽসুবসুকর্ম্মমনোবচোভির্দ্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ সর্ব্বস্য তদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে অমৃতমথনে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

হে রাজন্! সুর ও অসুরগণ সমুদ্রমন্থনে তুল্য দেশ তুল্য কাল তুল্য কারণ তুল্য প্রয়োজন তুল্য কর্ম্ম তুল্য বুদ্ধি হইলেও উহাদের বিভিন্নরূপ ফল লাভ হইয়াছিল। কারণ, দেবগণ ভগবানের পাদপদ্মরজের আশ্রয় গ্রহণ করায় অনায়াসে অমৃতপানরূপ ফল লাভ করিয়াছিলেন, দৈত্যগণ ভগবৎপরায়ণ না হওয়ায় অমৃতলাভরূপ ফলে বঞ্চিত হইল। ২৮

হে রাজন্! মানবগণ ধন, প্রাণ, কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা দেহ ও পুত্রাদিতে যাহা করে, উহা অসদাশ্রয় বলিয়া উহা অসৎ, এবং সেই সকল দ্বারাই ভগবদুদ্দেশে যাহা কৃত হয়, উহা সৎ হয়। কারণ, মূলে জলসেক করিলে শাখা প্রশাখা সকলেরই সেক করা হয়, কিন্তু শাখায় জলসেক করিলে মূলের সেক হয় না। ২৯

ইতি অষ্টম স্কন্ধে নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি দানবদৈতেয়া নাবিন্দন্নমৃতং নৃপ। যুক্তাঃ কর্ম্মণি যত্তাশ্চ বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥১॥
সাধয়িত্বাঽমৃতং রাজন্ পায়য়িত্বা স্বকান্ সুরান্। পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং যযৌ গরুড়বাহনঃ ॥২॥
সপত্নানাং পরামৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা তে দিতিনন্দনাঃ। অমৃষ্যমাণা উৎপেতুর্দ্দেবান্ প্রত্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥৩॥
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে সুধয়া পীতয়ৈধিতাঃ। প্রতিসংযুযুধুঃ শস্ত্রৈর্নারায়ণপদাশ্রয়াঃ ॥ ৪ ॥
তত্র দৈবাসুরো নাম রণঃ পরমদারুণঃ। রোধস্যুদন্বতো রাজংস্তুমুলো রোমহর্ষণঃ ॥ ॥
তত্রান্যোন্যং সপত্নাস্তে সংরব্ধমনসো রণে। সমাসাদ্যাসিভির্ব্বাণৈর্নিজঘ্নুর্ব্বিবিধায়ুধৈঃ ॥ ৬ ॥
শঙ্খতুর্য্যমৃদঙ্গানাং ভেরীডমরিণাং মহান্। হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং নদতাং নিঃস্বনোঽভবৎ ॥৭॥
রথিনো রথিভিস্তত্র পত্তিভিঃ সহ পত্তয়ঃ। হয়া হয়ৈরিভাশ্চেভৈঃ সমসজ্জন্ত সংযুগে ॥৮॥
উষ্ট্রৈঃ কেচিদিভৈঃ কেচিদপরে যুযুধুঃ খরৈঃ। কেচিদ্গৌরমুখৈরৃক্ষৈর্দ্বীপিভির্হরিভির্ভটাঃ ॥৯॥
গৃধ্রৈঃ কঙ্কৈর্ব্বকৈরন্যে শ্যেনভাসৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ। শরভৈর্ম্মহিষৈঃ খড়্গৈর্গোবৃষৈর্গবয়ারুণৈঃ ॥১০॥
শিবাভিরাখুভিঃ কেচিৎ কৃকলাসৈঃ শশৈর্নরৈঃ। বস্তৈরেকে কৃষ্ণসারৈর্হংসৈরন্যে চ শূকরৈঃ ॥১১॥
অন্যে জলস্থলখগৈঃ সত্ত্বৈর্ব্বিকৃতবিগ্রহৈঃ। সেনয়োরুভয়ো রাজন্ বিবিশুস্তেঽগ্রতোঽগ্রতঃ ॥১২॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দৈত্য ও দানবগণ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ও যত্নপরায়ণ হইয়াও বাসুদেব-পরাঙ্মুখ বলিয়া অমৃত লাভ করিতে পারে নাই। ১

হে রাজন্! এইরূপে অমৃত আহরণ করিয়া ও স্বজন দেবগণকে উহা পান করাইয়া সর্ববজন সমক্ষে গরুড়বাহন ভগবান্ হরি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ২

সেই দিতিনন্দনগণ শত্রুদিগের পরম সিদ্ধি দর্শন করিয়া ও তদ্দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া দেবগণের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থ উৎপতিত হইল। ৩

তাহার পর নারায়ণের আশ্রিত অমৃতপানে বৰ্দ্ধিত-বল দেবগণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৪

হে রাজন্! সেই ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে দেব ও অসুরগণের দেবাসুর নামক তুমুল রোমহর্ষণকর যুদ্ধ হইয়াছিল। হে রাজন্! ক্রুদ্ধ সেই পরস্পর সপত্নগণ সেই স্থানে মিলিত হইয়া পরস্পরকে খড়্গ, বাণ এবং অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। ৫-৬

সেই স্থানে শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, ভেরী এবং ডমরু বাদ্যে আর হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতির শব্দে অতিশয় কোলাহল হইল। তাহার পর রথিগণ রথীদিগের সহিত, পদাতিকগণ পদাতিকদিগের সহিত, হস্তিযূথ হস্তিসকলের সহিত ও অশ্বসকল অশ্বগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ৭-৮

হে রাজন্! উভয় পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে কেহ উষ্ট্রে, কেহ কেহ হস্তীতে, অপর কেহ বা গর্দ্দভে চড়িয়া প্রতিযোদ্ধার দিকে ধাবমান হইল, হে রাজন্! কোন কোন যোদ্ধা গৌরমুখ (বানরবিশেষ) লইয়া, কোন কোন সেনা ভল্লুক লইয়া, কেহ কেহ বা ব্যাঘ্র লইয়া, অপরে সিংহ লইয়া, অন্যে গৃধ্র, কঙ্ক, বক, ভাস প্রভৃতি পক্ষী ও তিমিঙ্গিল, শরভ, মহিষ, গণ্ডার, গোবৃষ, গবয়াদি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগত হইল, আর কেহ কেহ শিবা, মুষিক, কৃকলাস, শশক এবং মনুষ্য লইয়া আসিল, অপর কোন কোন বীর, ছাগল, কৃষ্ণসার শূকর এবং হংসসহ আসিয়া উপস্থিত হইল, অন্য কতিপয় যোদ্ধা জলচর ও স্থলচর পক্ষী এবং বিকৃতাকার অন্যান্য প্রাণীর সহিত আগমন করিল, ইহারা উভয় পক্ষীয় সেনার অগ্রে অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৯-১২

চিত্রধ্বজপটৈ রাজন্নাতপত্রৈঃ সিতামলৈঃ। মহাধনৈর্বজ্রদণ্ডৈর্ব্যজনৈর্বার্হচামরৈঃ ॥ ১৩ ॥
বাতোদ্ধূতোত্তরোষ্ণীষৈরর্চ্চির্ভির্বর্ম্মভূষণৈঃ। স্ফুরদ্ভির্বিশদৈঃ শস্ত্রৈঃ সুতরাং সূর্য্যরশ্মিভিঃ ॥১৪॥
দেবদানববীরাণাং ধ্বজিন্যৌ পাণ্ডুনন্দন। রেজতুর্বীরমালাভির্যাদসামিব সাগরৌ ॥ ১৫ ॥

বৈরোচনো বলিঃ সংখ্যে সোঽসুরাণাং চমূপতিঃ।
যানং বৈহায়সং নাম কামগং ময়নির্ম্মিতম্ ॥১৬॥

সর্ব্বসাংগ্রামিকোপেতং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং প্রভো। অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং দৃশ্যমানমদর্শনম্ ॥ ১৭ ॥
আস্থিতস্তদ্বিমানাগ্র্যং সর্ব্বানীকাধিপৈর্বৃতঃ। বালব্যজনছত্রাগ্র্যৈ রেজে চন্দ্র ইবোদয়ে ॥১৮॥
তস্যাসন্ সর্ব্বতো যানৈর্যূথানাং পতয়োঽসুরাঃ। নমুচিঃ শম্বরো বাণো বিপ্রচিত্তির্অয়োমুখঃ ॥১৯॥
দ্বিমূর্দ্ধা কালনাভোঽথ প্রহেতির্হেতিরিল্বলঃ। শকুনির্ভূতসন্তাপো বজ্রদংষ্ট্রো বিরোচনঃ ॥২০॥
হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলো মেঘদুন্দুভিঃ। তারকশ্চক্রদৃক্ শুম্ভো নিশুম্ভো জম্ভ উৎকলঃ ॥২১॥
অরিষ্টোঽরিষ্টনেমিশ্চ ময়শ্চ ত্রিপুরাধিপঃ। অন্যে পৌলোমকালেয়া নিবাতকবচাদয়ঃ ॥২২॥
অলব্ধভাগাঃ সোমস্য কেবলং ক্লেশভাগিনঃ। সর্ব্ব এতে রণমুখে বহুশো নির্জ্জিতামরাঃ ॥২৩॥

সিংহনাদান্ বিমুঞ্চন্তঃ শঙ্খান্ দধ্মুর্মহারবান্।
দৃষ্ট্বা সপত্নানুৎসিক্তান্ বলভিৎ কুপিতো ভৃশম্ ॥২৪॥

ঐরাবতং দিক্করিণমারূঢ়ঃ শুশুভে স্বরাট্। যথা স্রবৎপ্রস্রবণমুদয়াদ্রিমহর্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

বিচিত্র ধ্বজপট, নির্ম্মল শ্বেতচ্ছত্র, মহামূল্য হীরকদণ্ডযুক্ত ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ও চামরের ব্যজন সকল দ্বারা এবং বায়ু দ্বারা চঞ্চল উত্তরীয় ও উষ্ণীষ সকল দ্বারা এবং সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল নির্ম্মল শক্তি, বর্ম্ম ও ভূষণ সকল ও নির্ম্মল অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দেব ও দানবগণের দুইটি বাহিনী বীরমালা দ্বারা শোভা পাইয়াছিল, যেমন জলজন্তু দ্বারা সাগরদ্বয় শোভা পায় সেইরূপ। ১৩-১৫

বিরোচননন্দন, অসুরগণের সেনাপতি সেই বলি, ময়দানবনির্ম্মিত কামগামী বৈহায়সনামক সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণযুক্ত সকল আশ্চর্য্যময়, তর্কের অবিষয়, ইহা এই বস্তু বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না, এবং যাহা কখন দৃশ্য কখন অদৃশ্য, সেই শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া অধিষ্ঠিত হইলে তিনি সকল সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন এবং বালব্যজন ছত্রাদির দ্বারা উদয়পর্ব্বতে উদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। পৃথক্ পৃথক্ যূথপতিগণ নিজ নিজ যান সহ সেনাপতি বলির সমভিব্যাহারে গমন করিল, নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্দ্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপন, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, চক্রদৃক্, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট ও অরিষ্টনেমি, ময়, ত্রিপুরাধিপ, পৌলোম, কালেয়, নিবাতকবচ প্রভৃতি যে যে অসুরগণ অমৃতের ভাগ পায় নাই, কেবল ক্লেশভোগই করিয়াছে, সেই অসুরগণ সিংহনাদ ত্যাগপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিয়াছিল, তখন এইরূপে দৃপ্ত সপত্নগণকে অবলোকন করিয়া ইন্দ্র অতিশয় কুপিত হইয়াছিলেন। ১৬-২৪

যেমন প্রস্রবণযুক্ত উদয় পর্ব্বতে দিনকর উদিত হয়েন, সেইরূপ স্বর্গের রাজা ইন্দ্র দিক্‌হস্তী ঐরাবতে আরোহণ করিয়া আকাশে অবস্থান করিলেন। ২৫

তস্যাসন্ সর্ব্বতো দেবা নানাবাহধ্বজায়ুধাঃ। লোকপালাঃ সহ গণৈর্ব্বায়্বগ্নিবরুণাদয়ঃ ॥২৬॥

তেঽন্যোন্যমভিসংসৃত্য ক্ষিপন্তো নামভির্ম্মিথঃ।

আহ্বয়ন্তো বিশন্তোঽগ্রে যুযুধুর্দ্বন্দ্বযোধিনঃ ॥২৭॥

যুযোধ বলিরিন্দ্রেণ তারকেণ গুহোঽস্যত। বরুণো হেতিনাঽযুধ্যন্মিত্রো রাজন্ প্রহেতিনা ॥২৮॥

যমস্তু কালনাভেন বিশ্বকর্ম্মা ময়েন বৈ। শম্বরো যুযুধে ত্বষ্ট্রা সবিত্রা তু বিরোচনঃ ॥২৯॥

অপরাজিতেন নমুচিরশ্বিনৌ বৃষপর্ব্বণা। সূর্য্যো বলিসুতৈর্দ্দেবো বাণজ্যেষ্ঠৈঃ শতেন চ ॥৩০॥

রাহুণা চ তথা সোমঃ পুলোম্না যুযুধেঽনিলঃ। নিশুম্ভশুম্ভয়োর্দ্দেবী ভদ্রকালী তরস্বিনা ॥৩১॥

বৃষাকপিস্তু জম্ভেন মহিষেণ বিভাবসুঃ। ইল্বলঃ সহবাতাপির্ব্রহ্মপুত্রৈররিন্দম ॥ ৩২ ॥

কামদেবেন দুর্ম্মর্ষ উৎকলো মাতৃভিঃ সহ। বৃহস্পতিশ্চোশনসা নরকেণ শনৈশ্চরঃ ॥৩৩॥

মরুতো নিবাতকবচৈঃ কালেয়ৈর্বসবোঽমরাঃ।

বিশ্বেদেবাস্তু পৌলোমৈ রুদ্রাঃ ক্রোধবশৈঃ সহ ॥৩৪॥

ত এবমাজাবসুরাঃ সুরেন্দ্রা দ্বন্দ্বেন সংহত্য চ যুধ্যমানাঃ।

অন্যোঽন্যমাসাদ্য নিজঘ্নুরোজসা জিগীষবস্তীক্ষ্ণশরাসিতোমরৈঃ ॥৩৫॥

ভূশুণ্ডিভিশ্চক্রগদর্ষ্টিপট্টিশৈঃ শক্ত্যুল্মুকৈঃ প্রাসপরশ্বধৈরপি।

নিস্ত্রিংশভল্লৈঃ পরিঘৈঃ সমুদ্গরৈঃ সভিন্দিপালৈশ্চ শিরাংসি চিচ্ছিদুঃ ॥৩৬॥

সেই ইন্দ্রের সকল দিকে নানাবিধ ধ্বজ ও অস্ত্রধারী দেবগণ এবং বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি লোকপালগণ স্ব স্ব গণসহ মিলিত হইয়াছিলেন। ২৬

দ্বন্দ্বযোধি-সুরাসুরগণ পরস্পরের নিকটে গমন করিয়া নাম ধরিয়া আহ্বান করিল ও পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বলি, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তারকাসুরের সহিত কার্ত্তিক যুদ্ধ করিলেন, হে রাজন্! হেতির সহিত বরুণ এবং প্রহেতির সহিত মিত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ২৭-২৮

কালনাভের সহিত যম, ময়ের সহিত বিশ্বকর্ম্মা, ত্বষ্টার সহিত শম্বর এবং বিরোচনের সহিত সূর্য্য যুদ্ধ করিলেন। অপরাজিতের সহিত নমুচি, বৃষপর্ব্বার সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বলির শতপুত্র—তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ, সেই বলির শতপুত্রসহ এক সূর্য্যদেব যুদ্ধ করিলেন। ২৯-৩০

রাহুর সহিত চন্দ্র, পুলোমার সহিত বায়ু, নিশুম্ভ ও শুম্ভের সহিত বেগবতী দেবী ভদ্রকালী যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জম্ভের সহিত বৃষাকপি, মহিষাসুরের সহিত অগ্নি এবং হে অরিন্দম! ব্রহ্মপুত্রগণের সহিত ইল্বল ও বাতাপি যুদ্ধ করিয়াছিল। ৩১-৩২

কামদেবের সহিত দুর্ম্মর্ষ, মাতৃগণের সহিত উৎকল, শুক্রের সহিত বৃহস্পতি, নরকাসুরের সহিত শনৈশ্চর, কালেয় নামক অসুরগণের সহিত বসুগণ, নিবাতকবচগণসহ মরুদ্গণ, পৌলোমগণের সহিত বিশ্বেদেবগণ এবং ক্রোধবশগণের সহিত রুদ্রদেব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৩৩-৩৪

সেই অসুর ও সুরগণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে রণক্ষেত্রে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর জয়ের আশায়, তীক্ষ্ণবাণ অসি ও তোমর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়াছিল, এবং ভুষুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি ও ভিন্দিপাল দ্বারা পরস্পরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল। ৩৫-৩৬

গজাস্তুরঙ্গাঃ সরথাঃ পদাতয়ঃ সারোহবাহা বিবিধা বিখণ্ডিতাঃ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধরাঙ্ঘ্রয়শ্ছিন্নধ্বজেম্বাসতনুত্রভূষণাঃ ॥ ৩৭ ॥
তেষাং পদাঘাতরথাঙ্গচূর্ণিতাদাযোধনাদুল্বণ উত্থিতস্তদা।
রেণুর্দিশঃ খং দ্যুমণিঞ্চ ছাদয়ন্ ন্যবর্ত্ততাসৃক্স্রুতিভিঃ পরিপ্লুতাৎ ॥৩৮॥
শিরোভিরুদ্ধূতকিরীটকুণ্ডলৈঃ সংরম্ভদৃগ্ভিঃ পরিদষ্টদচ্ছদৈঃ।
মহাভুজৈঃ সাভরণৈঃ সহায়ুধৈঃ সা প্রাস্তৃতা ভূঃ করভোরুভির্বভৌ ॥৩৯॥
কবন্ধাস্তত্র চোৎপেতুঃ পতিতস্বশিরোঽক্ষিভিঃ। উদ্যতায়ুধদোর্দ্দণ্ডৈরাধাবন্তো ভটান্ মৃধে ॥৪০॥
বলির্মহেন্দ্রং দশভিস্ত্রিভিরৈরাবতং শরৈঃ। চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকেনারোহমার্চ্ছয়ৎ ॥৪১॥
স তানাপততঃ শক্রস্তাবদ্ভিঃ শীঘ্রবিক্রমঃ। চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈরসম্প্রাপ্তান্ হসন্নিব ॥৪২॥
তস্য কর্ম্মোত্তমং বীক্ষ্য দুর্ম্মর্ষঃ শক্তিমাদদে। তাং জ্বলন্তীং মহোল্কাভাং হস্তস্থামচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥৪৩॥
ততঃ শূলং ততঃ প্রাসং ততস্তোমরমৃষ্টয়ঃ। যদ্‌যচ্ছস্ত্রং সমাদদ্যাৎ সর্ব্বং তদচ্ছিনদ্বিভুঃ ॥৪৪॥
সসর্জ্জাথাসুরীং মায়ামন্তর্দ্ধানগতোঽসুরঃ। ততঃ প্রাদুরভূচ্ছৈলঃ সুরানীকোপরিপ্রভো ॥৪৫॥

গজ, অশ্ব, রথ, পদাতি আরোহিসহ বাহন সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল. তাহাদের বাহু, উরু, কন্ধর ও চরণ ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং ধ্বজ, ধনুঃ, কবচ, ভূষণ প্রভৃতিও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ৩৭

হে রাজন্! ঐ সকল দেবাসুরের পদাঘাতে ও রথচক্রে রণভূমি চূর্ণিত হওয়ায় তথা হইতে অতি উগ্র ধূলি উত্থিত হইয়া প্রথমে গগনমণ্ডল ও দিনকরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তাহার পর শোণিত-পরিপ্লুত হওয়ায় ঐ ধূলি নিবৃত্ত হইয়াছিল। ৩৮

হে রাজন্! সেই রণভূমি বহু বহু যোদ্ধার ভূষণ-ভূষিত ভুজে এবং করভসদৃশ উরুতে এবং কিরীটসহ মস্তকে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃষ্ট দীপ্তি পাইয়াছিল, রণাঙ্গনে যে সকল মস্তক পড়িয়াছিল, সে সকলের কিরীট ও কুণ্ডল স্থানচ্যুত হইয়াছিল, তদবস্থাতে ছিন্নমুণ্ডের চক্ষুঃসকল ক্রোধে আরক্ত এবং ওষ্ঠ সকল দন্ত দ্বারা পরিদষ্ট বোধ হইতেছিল। ৩৯

তাহার পর পতিত স্ব স্ব শিরঃস্থ চক্ষু দ্বারা অবলোকন করিতে করিতে কবন্ধ সকল ও পতিত ছিন্নশিরা পুরুষগণ অস্ত্র লইয়া ধাবমান হইল। ৪০

তদনন্তর বলি বাণ দ্বারা মহেন্দ্রকে, তিন বাণ দ্বারা ঐরাবতকে এবং চারি বাণে ঐরাবতের পাদরক্ষক চারিবাহনকে ও এক বাণে আরোহীকে (মাহুতকে) বিদ্ধ করিল। ৪১

ততসংখ্যক সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা লঘুবিক্রম ইন্দ্রও সেই সকল আপতিত অথচ অসংপ্রাপ্ত বাণসকলকে ছেদন করিলেন। ৪২

সেই ইন্দ্রের এই উত্তম কর্ম্ম দেখিয়া অসহিষ্ণু বলি শক্তি গ্রহণ করিলেন, সেই প্রজ্বলিত হস্তস্থিত শক্তিকে ইন্দ্র ছেদন করিলেন। ৪৩

বলি তাহার পর শূল, তৎপরে প্রাস, তৎপরে তোমর, তদনন্তর ঋষ্টি গ্রহণ করিল, কিন্তু যাহা যাহা গ্রহণ করিতে লাগিল, দেবরাজ সেই সকলই ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ৪৪

তদনন্তর ঐ অসুর সহসা অদৃশ্য হইয়া মায়া সৃষ্টি করিল, তাহাতে দেবগণের উপরে হঠাৎ একটা বৃহৎ পর্ব্বত প্রাদুর্ভূত হইল। ৪৫

ততো নিপেতুস্তরবো দহ্যমানা দবাগ্নিনা। শিলাঃ সটঙ্কশিখরাশ্চূর্ণয়ন্ত্যো দ্বিষদ্বলম্ ॥৪৬॥
মহোরগাঃ সমুৎপেতুর্দন্দশূকাঃ সবৃশ্চিকাঃ। সিংহব্যাঘ্রবরাহাশ্চ মর্দ্দয়ন্তো মহাগজাঃ ॥৪৭॥
যাতুধান্যশ্চ শতশঃ শূলহস্তা বিবাসসঃ। ছিন্ধিভিন্ধীতিবাদিন্যস্তথারক্ষোগণাঃ প্রভো ॥৪৮॥
ততো মহাঘনা ব্যোম্নি গম্ভীরপরুষস্বনাঃ। অঙ্গারান্ মুমুচুর্বাতৈরাহতাঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥৪৯॥
সৃষ্টো দৈত্যেন সুমহান্ বহ্নিঃ শ্বসনসারথিঃ। সাংবর্ত্তক ইবাত্যুগ্রো বিবুধধ্বজিনীমধাক্ ॥৫০॥
ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সর্ব্বতঃ প্রত্যদৃশ্যত। প্রচণ্ডবাতৈরুদ্ধূততরঙ্গাবর্ত্তভীষণঃ ॥ ৫১ ॥
এবং দৈত্যৈর্মহামায়ৈরলক্ষ্যগতিভী রণে। সৃজ্যমানাসু মায়াসু বিষেদুঃ সুরসৈনিকাঃ ॥৫২॥
ন তৎপ্রতিবিধিং যত্র বিদুরিন্দ্রাদয়ো নৃপ। ধ্যাতঃ প্রাদুরভূৎ তত্র ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥৫৩॥

ততঃ সুপর্ণাংসকৃতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ পিশঙ্গবাসা নবকঞ্জলোচনঃ।
অদৃশ্যতাষ্টায়ুধবাহুরুল্লসচ্ছ্রীকৌস্তুভানর্ঘ্যকিরীটকুণ্ডলঃ ॥ ৫৪ ॥
তস্মিন্ প্রবিষ্টেঽসুরকূটকর্ম্মজা মায়া বিনেশুর্মহিনা মহীয়সঃ।
স্বপ্নো যথা হি প্রতিবোধ আগতে হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্বিমোক্ষণম্ ॥৫৫॥

তাহার পর বহুতর বৃক্ষ দাবানলদগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল এবং টঙ্কের তুল্য তীক্ষ্ণ শিখার সহিত বহু বহু শিলা প্রক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুসেনা চূর্ণ করিতে লাগিল। ৪৬

দন্দশূক মহাসর্পগণ, বৃশ্চিক সকল এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ আর মহাহস্তিগণ শব্দ করিতে করিতে উৎপতিত হইল। ৪৭

আর শত শত উলঙ্গ রাক্ষস শূল হস্তে মার্ মার্ কাট্ কাট্ বলিয়া মহাকোলাহল করিতে লাগিল। ৪৮

তাহার পর গগনমণ্ডলে গম্ভীর ও কঠোর শব্দকারী মহামেঘ সকল প্রবলবায়ু ও বিদ্যুৎসহ অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল। ৪৯

তদনন্তর মহাসুর বলি মায়াযোগে যে বহ্নি সৃষ্টি করিল, যাহার সারথি বায়ু, তাহা প্রলয়াগ্নি তুল্য ভীষণ হইয়া দেবতাদিগকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। ৫০

তাহার পর চতুর্দ্দিকে বেলাভূমি অতিক্রমকারী এবং প্রচণ্ড বায়ুর আঘাতে তরঙ্গ ও আবর্ত্তসঙ্কুল সমুদ্র দেখা গিয়াছিল। ৫১

অলক্ষ্যগতি মহামায়াবী দৈত্যগণ রণক্ষেত্রে এই প্রকার বহু মায়া সৃষ্টি করিলে দেব-সৈন্যগণ বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। ৫২

হে রাজন্! সে বিষয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন কোন প্রকার প্রতিকারোপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন ভগবানের ধ্যান করিলেন, ধ্যাত হইবামাত্র বিশ্বভাবন ভগবান্ হরি তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৫৩

তৎপরেই পীতবসন, নব-নীরজনয়ন, গরুড়ের স্কন্ধে যাঁহার চরণপল্লব সন্নিবেশিত এবং শ্রী কৌস্তুভ ও অমূল্য কিরীটকুণ্ডলধারী, সেই ভগবান্ হরি অষ্টভুজে অস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব্বজনের দৃশ্য হইলেন। ৫৪

সেই ভগবান্ রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র সেই মহাপুরুষের মহিমার দ্বারা অসুরদিগের কর্ম্মজ কূট মায়া বিনষ্ট হইয়াছিল, যেমন নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন তিরোহিত হয়, সেইরূপ; হে রাজন্! হরিস্মরণে সর্ব্বপ্রকার বিপদের মুক্তি হইয়া থাকে। ৫৫

দৃষ্ট্বা মৃধে গরুড়বাহমিভারিবাহ আবিধ্য শূলমহিনোদথ কালনেমিঃ।
তল্লীলয়া গরুড়মূর্দ্ধ্নি পতদ্‌গৃহীত্বা তেনাহনন্নৃপ সবাহমরিং ত্র্যধীশঃ ॥৫৬॥
মালী সুমাল্যতিবলৌ যুধি পেততুর্যচ্চক্রেণ কৃত্তশিরসাবথ মাল্যবাংস্তম্।
আহত্য তিগ্মগদয়াহহনদণ্ডজেন্দ্রং তাবচ্ছিরোহচ্ছিনদরের্নদতোহরিণাদ্যঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুরসংগ্রামে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

সিংহবাহনে অবস্থিত কালনেমি রণক্ষেত্রে গরুড়-বাহনকে দেখিতে পাইয়া বিদ্ধ করিবার বাসনায় সুতীক্ষ্ণ শূল ক্ষেপণ করিয়াছিল, সেই শূল গরুড়ের মস্তকোপরি পতিত হইতেছিল, তখন ভগবান্ ত্রিগুণাধীশ্বর হরি অবলীলাক্রমে কর দ্বারা সেই শূল গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা সবাহন শত্রু কালনেমিকে সংহার করিলেন। ৫৬

হে রাজন্! অতি বলবান্ মালী ও সুমালী যাঁহার চক্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া যুদ্ধে পতিত হইয়াছিল এবং তদনন্তর মাল্যবান্ তাহাকে তদ্রূপ নিরীক্ষণ করিয়া যখন তদীয় বাহন গরুড়ের সংহারার্থ তীক্ষ্ণ গদা উদ্যত করিল, সেই সময় সেই আদিপুরুষ হরি চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৫৭

ইতি অষ্টম স্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথো সুরাঃ প্রত্যুপলব্ধচেতসঃ পরস্য পুংসঃ পরয়ানুকম্পয়া।
জঘ্নুর্ভৃশং শক্রসমীরণাদয়স্তাংস্তান্ রণে যৈরভিসংহতাঃ পুরা ॥১॥

বৈরোচনায় সংরব্ধো ভগবান্ পাকশাসনঃ। উদযচ্ছদ্‌যদা বজ্রং প্রজা হাহেতি চুক্রুশুঃ ॥২॥

বজ্রপাণিস্তমাহেদং তিরস্কৃত্য পুরস্থিতম্। মনস্বিনং সুসম্পন্নং বিচরন্তং মহামৃধে ॥৩॥

নটবন্মূঢ় মায়াভির্মায়েশান্ নো জিগীষসি। জিত্বা বালান্ নিবদ্ধাক্ষান্ নটো হরতি তদ্ধনম্ ॥৪॥

আরুরুক্ষন্তি মায়াভিরুৎসিসৃপ্সন্তি যে দিবম্।
তান্ দস্যূন্ বিধুনোম্যজ্ঞান্ পূর্ব্বস্মাচ্চ পদাদধঃ ॥৫॥

সোঽহং দুর্ম্মায়িনস্তেঽদ্য বজ্রেণ শতপর্ব্বণা। শিরো হরিষ্যে মন্দাত্মন্ ঘটস্ব জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥৬॥

শ্রীবলিরুবাচ।

সংগ্রামে বর্ত্তমানানাং কালচোদিতকর্ম্মণাম্। কীর্ত্তির্জ্জয়োঽজয়োমৃত্যুঃ সর্ব্বেষাং স্যুরনুক্রমাৎ ॥৭॥

তদিদং কালরশনং জগৎ পশ্যন্তি সূরয়ঃ। ন হৃষ্যন্তি ন শোচন্তি তত্র যূয়মপণ্ডিতাঃ ॥৮॥

ন বয়ং মন্যমানানামাত্মানং তত্র সাধনম্। গিরো বঃ সাধু শোচ্যানাং গৃহ্ণীমো মর্ম্মতাড়নাঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, তদনন্তর ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ পরমপুরুষ ভগবানের অনুকম্পায় চেতনা লাভ করিয়া যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে আঘাত করিয়াছিল, তাহাদিগকে অতিশয় আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া যখন বিরোচনপুত্র বলির প্রতি বজ্র উত্তোলন করেন, তখন প্রজা সকল হাহাকার করিয়া উঠিল। ২

মনস্বী বলি সুসজ্জিত হইয়া মহারণে বিচরণ করিতেছিল, সম্মুখে অবস্থিত সেই বলিকে অমরাধিপতি ইন্দ্র তিরস্কার করিয়া বলিলেন। ৩

রে মূঢ়! কপটবৃত্তি দস্যুগণ যেমন বালকদিগের চক্ষু-কর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া তাহাদের ধন অপহরণ করে, সেইরূপ নটের ন্যায় মায়া দ্বারা মায়ার অধীশ্বর আমাদিগকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। ৪

যাহারা মায়া দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, কিম্বা স্বর্গকে উল্লঙ্ঘন করিতে অভিলাষ করে, আমি সেই অজ্ঞ দস্যুগণকে তাহাদের পূর্ব্বপদ অপেক্ষাও নিম্নপদে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ৫

হে মন্দাত্মন্! আমি এই শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদ করিতেছি, তুমি জ্ঞাতিগণ সহ ইহার প্রতীকারার্থ যত্ন কর। ৬

বলি বলিল, হে দেবেন্দ্র! কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত, সংগ্রামে বর্ত্তমান ব্যক্তিগণের সকলেরই ক্রমানুসারে জয়-পরাজয়, কীর্ত্তি ও মৃত্যু হইয়া থাকে। ৭

অতএব পণ্ডিতগণ এই জগৎকে কালযন্ত্রিত বিবেচনা করেন, সুতরাং ঐ সকল জয়-পরাজয়াদিতে হর্ষ অথবা শোক করেন না। তোমরা সেই বিষয়ে অপণ্ডিত অর্থাৎ অজ্ঞ। ৮

নিজেকে যাহারা জয়-পরাজয়ের কারণ মনে করে, সেই সকল শোকের পাত্র, তোমাদের মর্ম্মপীড়াদায়ক বাক্য সকল সাধু বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম না। ৯

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাক্ষিপ্য বিভুং বীরো নারাচৈর্বীরমর্দ্দনঃ। আকর্ণপূর্ণৈরহনদাক্ষেপৈরাহতং পুনঃ ॥ ১০ ॥
এবং নিরাকৃতো দেবো বৈরিণা তথ্যবাদিনা। নামৃষ্যৎ তদধিক্ষেপং তোত্রাহত ইব দ্বিপঃ ॥১১॥
প্রাহরৎ কুলিশং তস্মা অমোঘং পরমর্দ্দনঃ। সযানো ন্যপতদ্ভূমৌ ছিন্নপক্ষ ইবাচলঃ ॥১২॥
সখায়ং পতিতং দৃষ্ট্বা জম্ভো বলিসখঃ সুহৃৎ। অভ্যয়াৎ সৌহৃদং সখ্যুর্হতস্যাপি সমাচরন্ ॥১৩॥
সসিংহবাহ আসাদ্য গদামুদ্যম্য রংহসা। জত্রাবতাড়য়চ্ছক্রং গজঞ্চ সুমহাবলঃ ॥ ১৪ ॥
গদাপ্রহারব্যথিতো ভৃশং বিহ্বলিতো গজঃ। জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বা কশ্মলং পরমং যযৌ ॥১৫॥
ততো রথো মাতলিনা হরিভির্দশশতৈর্বৃতঃ। আনীতো দ্বিপমুৎসৃজ্য রথমারুরুহে বিভুঃ ॥১৬॥
তস্য তৎ পূজয়ন্ কর্ম্ম যন্তুর্দানবসত্তমঃ। শূলেন জ্বলতা তং তু স্ময়মানোঽহনন্মৃধে ॥১৭॥
সেহে রুজং সুদুর্ম্মর্ষাং সত্বমালম্ব্য মাতলিঃ। ইন্দ্রো জম্ভস্য সংক্রুদ্ধো বজ্রেণাপাহরচ্ছিরঃ ॥১৮॥
জম্ভং শ্রুত্বা হতং তস্য জ্ঞাতয়ো নারদাদৃষেঃ। নমুচিশ্চ বলঃ পাকস্তত্রাপেতুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥১৯॥
বচোভিঃ পরুষৈরিন্দ্রমর্দ্দয়ন্তোঽস্য মর্ম্মসু। শরৈরবাকিরন্ মেঘা ধারাভিরিব পর্ব্বতম্ ॥২০॥

শুকদেব বলিলেন, বীরমর্দ্দন বলি দেবন্দ্রকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া আকর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট নারাচ সকল দ্বারা তিরস্কারী শক্রকে পুনরায় আঘাত করিল। ১০

যথার্থবাদী শত্রু বলি কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় দেবরাজ উহা সহ্য করিলেন না। ১১

(তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র) শত্রুবিমর্দ্দনকারী অমোঘ বজ্র বলির উপর প্রহার করিলেন, তখন ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় বলি বিমান সহ ভূমিতে নিপতিত হইল। ১২

বলির সখা ও সুহৃৎ জম্ভাসুর, সখাকে পতিত দর্শন করিয়া হত হইলেও সখার সৌহার্দ্দ রক্ষা করিতে তথায় আসিয়াছিল। ১৩

মহাবল সিংহবাহন সেই জম্ভাসুর ইন্দ্রের নিকটে আসিয়া অতি বেগে গদা উদ্যত করিয়া ইন্দ্র ও গজের জত্রু (স্কন্ধসন্ধি) স্থানে আঘাত করিয়াছিল। ১৪

গদাপ্রহারে ব্যথিত ও অতিশয় বিহ্বল গজেন্দ্র জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৫

তদনন্তর মাতলি সহস্র অশ্বযুক্ত রথ তথায় আনয়ন করিলে, ভগবান্ ইন্দ্র হস্তীকে পরিত্যাগ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। ১৬

দানবশ্রেষ্ঠ গর্ব্বিত জম্ভ, মাতলির সেই রথানয়ন কার্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রজ্বলিত শূল দ্বারা মাতলিকে প্রহার করিয়াছিলেন। ১৭

মাতলি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া সেই শূলপ্রহারজনিত দুঃসহ বেদনা সহ্য করিয়াছিল, ইহাতে দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র দ্বারা জম্ভাসুরের মস্তক হরণ করিয়াছিলেন। ১৮

হে নৃপ! জম্ভাসুর নিহত হইল, এই কথা নারদ ঋষির মুখে শ্রবণ করিয়া তাহার জ্ঞাতি নমুচি, বল ও পাক, এই তিন জন দানব ত্বরান্বিত হইয়া তথায় আগমন করিল। ১৯

এবং তাহারা বিবিধ পরুষ বাক্যে ইন্দ্রের মর্ম্ম ভেদ করিতে মেঘ যেমন বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ শরবর্ষণ দ্বারা ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ২০

হরীন্ দশশতান্যাজৌ হর্য্যশ্বস্য বলঃ শরৈঃ। তাবদ্ভিরর্দ্দয়ামাস যুগপল্লঘুহস্তবান্ ॥ ২১ ॥
শতাভ্যাং মাতলিং পাকো রথং সাবয়বং পৃথক্। সকৃৎসন্ধানমোক্ষেণ তদদ্ভুতমভূদ্রণে ॥২২॥
নমুচিঃ পঞ্চদশভিঃ স্বর্ণপুঙ্খৈর্মহেষুভিঃ। আহত্য ব্যনদৎ সংখ্যে সতোয় ইব তোয়দঃ ॥২৩॥
সর্ব্বতঃ শরকূটেন শক্রং সরথসারথিম্। ছাদয়ামাসুরসুরাঃ প্রাবৃট্সূর্য্যমিবাম্বুদাঃ ॥২৪॥
অলক্ষয়ন্তস্তমতীব বিহ্বলা বিচুক্রুশুর্দেবগণাঃ সহানুগাঃ।
অনায়কাঃ শক্রবলে বিসর্জিতা বণিক্পথা ভিন্ননবো যথার্ণবে ॥২৫॥
ততস্তুরাষাড়িষুবদ্ধপঞ্জরাদ্বিনির্গতঃ সাশ্বরথধ্বজাগ্রণীঃ।
বভৌ দিশঃ খং পৃথিবীং চ রোচয়ন্ স্বতেজসা সূর্য্য ইব ক্ষপাত্যয়ে ॥২৬॥
নিরীক্ষ্য পৃতনাং দেবঃ পরৈরভ্যর্দ্দিতাং রণে। উদযচ্ছদ্রিপুং হন্তুং বজ্রং বজ্রধরো রুষা ॥২৭॥
স তেনৈবাষ্টধারেণ শিরসী বলপাকয়োঃ। জ্ঞাতীনাং পশ্যতাং রাজন্ জহার জনয়ন্ ভয়ম্ ॥২৮॥
নমুচিস্তদ্বধং দৃষ্ট্বা শোকামর্ষরুষান্বিতঃ। জিঘাংসুরিন্দ্রং নৃপতে চকার পরমোদ্যমম্ ॥২৯॥
অশ্মসারময়ং শূলং ঘণ্টাবদ্ধেমভূষণম্। প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো হতোঽসীতি বিতর্জ্জয়ন্।
প্রাহিণোদ্দেবরাজায় নিনদন্ মৃগরাড়িব ॥ ৩০ ॥

অতিশয় লঘুহস্ত বল, যুদ্ধে ইন্দ্রের সহস্র অশ্বকে সহস্র বাণ দ্বারা পীড়িত করিয়াছিল। ২১

পাক নামক অসুর দুই বাণে দেবেন্দ্রের রথ ও সারথি অর্দ্দিত করিল, একবার মাত্র সন্ধানে ও মোচনে ঐ দুই পৃথক্ ও পরে ও নীচে আহত হইল, সুতরাং ঐ ব্যাপার সমরক্ষেত্রে অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া প্রকাশ পাইল। ২২

তদনন্তর নমুচি স্বর্ণপুঙ্খ সুবৃহৎ পঞ্চদশ শরে দেবরাজকে বিদ্ধ করিয়া রণাঙ্গনে সজল জলধরের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ২৩

হে রাজন্! মেঘসকল যেমন বর্ষাকালীন সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ অসুরগণ শর দ্বারা রথ ও সারথিসহ ইন্দ্রকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিল। ২৪

ইন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া সমুদ্রমধ্যে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্গণ যেমন কাতর হয়, সেইরূপ অনুচরবর্গ সহ দেবতারা অনায়ক অথচ শত্রুমধ্যে পতিত হইয়া বিহ্বল হইল ও চীৎকার করিতে লাগিল। ২৫

তদনন্তর ইন্দ্র অসুরদিগের কৃত শরপঞ্জর হইতে ধ্বজা, রথ, অশ্ব ও সারথি সহিত নির্গত হইয়া রাত্রির অবসানে দিনকরের ন্যায় স্বীয় তেজে আকাশ ও দিক্সকল প্রকাশ করিয়া উদ্দীপিত হইলেন। ২৬

এবং বজ্রধর ইন্দ্রদেব স্বীয় সেনাগণকে শত্রু কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে নিপীড়িত অবলোকন করিয়া ক্রোধে শত্রুকে বধ করিবার নিমিত্ত বজ্র-অস্ত্র উত্তোলন করিলেন। ২৭

হে রাজন্। দেবরাজ ইন্দ্র সেই অষ্টধার বজ্র দ্বারাই বল ও পাক নামক অসুরদ্বয়ের মস্তকদ্বয় কাটিয়া ফেলিলেন ও ইহা অবলোকন করিয়া বল ও পাকের জ্ঞাতিগণের ভয় জন্মিয়াছিল। ২৮

কিন্তু নমুচি দানব পাক ও বলের বধ দেখিয়া শোকে অমর্ষ ও ক্রোধান্বিত হইল, হে রাজন্! ইন্দ্রকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া পরম উদ্যোগ করিয়াছিল। তখন নমুচি ঘণ্টাযুক্ত স্বর্ণভূষণে ভূষিত লৌহময় শূল উদ্যত করিয়া 'তুই হত হইলি' এই বলিয়া শাসাইয়া সিংহের ন্যায় সিংহনাদ করিতে করিতে দেবরাজের উপর নিক্ষেপ করিল। ২৯-৩০

তদাপতদ্গগনতলে মহাজবং বিচিচ্ছিদে হরিরিষুভিঃ সহস্রধা।
তমাহনম্নৃপ কুলিশেন কন্ধরে রুষান্বিতস্ত্রিদশপতিঃ শিরো হরন্ ॥৩১॥
ন তস্য হি ত্বচমপি বজ্র ঊর্জ্জিতো বিভেদ যঃ সুরপতিনৌজসেরিতঃ।
তদদ্ভুতং পরমতিবীর্য্যবৃত্রভিৎ তিরস্কৃতো নমুচিশিরোধরত্বচা ॥৩২॥
তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেচ্ছত্রোর্বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ। কিমিদং দৈবযোগেন ভূতং লোকবিমোহনম্ ॥৩৩॥
যেন মে পূর্ব্বমদ্রীণাং পক্ষচ্ছেদঃ প্রজাত্যয়ে।
কৃতো নিবিশতাং ভারৈঃ পতত্রৈঃ পততাং ভুবি ॥৩৪॥
তপঃ সারময়ং ত্বাষ্ট্রং বৃত্রো যেন বিপাটিতঃ। অন্যে চাপি বলোপেতাঃ সর্ব্বাস্ত্রৈরক্ষতত্বচঃ ॥৩৫॥
সোঽয়ং প্রতিহতো বজ্রো ময়া মুক্তোঽসুরেঽল্পকে।
নাহং তদাদদে দণ্ডং ব্রহ্মতেজোঽপ্যকারণম্ ॥৩৬॥
ইতি শক্রং বিষীদন্তমাহ বাগশরীরিণী। নায়ং শুষ্কৈরথো নার্দ্রৈর্বধমর্হতি দানবঃ ॥৩৭॥
ময়াঽস্মৈ যদ্বরো দত্তো মৃত্যুর্নৈবার্দ্রশুষ্কয়োঃ।
অতোঽন্যশ্চিন্তনীয়স্তে উপায়ো মঘবন্ রিপোঃ ॥৩৮॥

হে রাজন্! গগনপথে আগতপ্রায় সেই মহাবেগ শূলকে ইন্দ্র বহুতর বাণ দ্বারা সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিলেন, এবং ত্রিদশরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া নমুচির শির লইবার জন্য তাহার স্কন্ধদেশে বজ্র প্রহার করিলেন। ৩১

কিন্তু যদিও ইন্দ্র কর্তৃক অতি তেজে উর্জ্জিত বজ্র নিক্ষিপ্ত হইল, তথাচ ঐ বজ্র নমুচি দানবের দেহচর্ম্মও ভেদ করিতে পারিল না, যে বজ্র অতি-বীর্য্য বৃত্রাসুরকে বিদীর্ণ করে, তাহা যে নমুচির স্কন্ধের চর্ম্মও ভেদ করিতে কুণ্ঠিত হইল, ইহা পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। ৩২

হে রাজন্! যে শত্রু হইতে বজ্র প্রতিহত হইয়া আসিত, ইন্দ্র সেই শত্রুকে অতিশয় ভয় করিতেন, অতএব এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সুরপতি বিস্মিতচিত্তে আপনা আপনি বলিলেন, দৈবযোগে লোকবিমোহন এ কি হইল? ৩৩

পূর্ব্বকালে পক্ষবান্ পর্ব্বত সকল উড়িয়া ভূতলে অতিশয় ভয় প্রদানপূর্ব্বক পড়িলে যে প্রজাক্ষয় উপনীত হইত, তাহার জন্য সেই সকল পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদ যে বজ্র দ্বারা করিয়াছি। ৩৪

ত্বষ্টার তপঃসারময় পুত্র বৃত্রাসুর যে বজ্র দ্বারা বিপাটিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য বলবান্ যে সকল অসুরের, সকল অস্ত্র দ্বারাও ত্বক্‌ভেদ হয় নাই, তাহারাও যদ্দ্বারা বিদারিত হইয়াছে। ৩৫

সেই বজ্র অদ্য অতি ক্ষুদ্র একটা অসুরে আমা কর্তৃক মুক্ত হইয়াও প্রতিহত হইল, সুতরাং অকারণ ব্রহ্মতেজ-নির্ম্মিত ইদানীং লগুড় তুল্য এই বজ্র আমি গ্রহণ করিব না। ৩৬

এইরূপে ইন্দ্র বিষাদ করিতে থাকিলে আকাশ-বাণী তাঁহাকে বলিল, এই দানব শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তু দ্বারা বধ প্রাপ্ত হইবে না। ৩৭

কারণ, আমি ইহাকে বর দিয়াছি, আর্দ্র অথবা শুষ্কতে ইহার মৃত্যু হইবে না, অতএব ইহার বধার্থ, হে ইন্দ্র! অন্য কোন উপায় চিন্তা কর। ৩৮

তাং দৈবীং গিরমাকর্ণ্য মঘবান্ সুসমাহিতঃ। ধ্যায়ন্ ফেনমথাপশ্যদুপায়মুভয়াত্মকম্ ॥৩৯॥
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ জহার নমুচেঃ শিরঃ। তং তুষ্টুবুর্মুনিগণামাল্যৈশ্চাবাকিরন্ বিভুম্ ॥৪০॥
গন্ধর্ব্বমুখ্যৌ জগতুর্বিশ্বাবসুপরাবসূ। দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নর্ত্তক্যো ননৃতুর্মুদা ॥ ৪১॥
অন্যেঽপ্যেবং প্রতিদ্বন্দ্বান্ বায়্বগ্নিবরুণাদয়ঃ। সূদয়ামাসুরসুরান্ মৃগান্ কেশরিণো যথা ॥৪২॥
ব্রহ্মণা প্রেষিতো দেবান্ দেবর্ষির্নারদো নৃপ বারয়ামাস বিবুধান্ দৃষ্ট্বা দানবসংক্ষয়ম্ ॥৪৩॥
শ্রীনারদ উবাচ।
ভবদ্ভিরমৃতং প্রাপ্তং নারায়ণভুজাশ্রয়ৈঃ। শ্রিয়া সমেধিতাঃ সর্ব্ব উপারমত বিগ্রহাৎ ॥৪৪॥
শ্রীশুক উবাচ।
সংযম্য মন্যুসংরম্ভং মানয়ন্তো মুনের্ব্বচঃ উপগীয়মানানুচরৈর্যযুঃ সর্ব্বে ত্রিবিষ্টপম্ ॥৪৫॥
যেঽবশিষ্টা রণে তস্মিন্ নারদানুমতেন তে। বলিং বিপন্নমাদায় অস্তং গিরিমুপাগমন্ ॥৪৬॥
তত্রাবিনষ্টাবয়বান্ বিদ্যমানশিরোধরান্। উশনা জীবয়ামাস সঞ্জীবন্যা স্ববিদ্যয়া ॥৪৭॥
বলিশ্চোশনসা স্পৃষ্টঃ প্রত্যাপন্নেন্দ্রিয়স্মৃতিঃ। পরাজিতোঽপি নাখিদ্যল্লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুরযুদ্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র সুসমাহিত হইয়া ধ্যান করিতে করিতে আর্দ্র ও শুষ্ক উভয়াত্মক ফেনকে উপায়স্বরূপ দর্শন করিলেন। ৩৯

শুষ্কও নহে আর্দ্রও নহে তাদৃশ ফেন দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন, হে রাজন্! নমুচি দানব নিহত হইলে মুনিগণ দেবেন্দ্রকে স্তব করিলেন এবং দেবেন্দ্রের উপরে মাল্য বর্ষণ করিলেন। ৪০

গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাবসু ও পরাবসু গান করিলেন, দেবদুন্দুভি সকল বাজিল এবং নর্ত্তকী সকল নৃত্য করিয়াছিল। হে মহারাজ! দেবরাজের ন্যায় অন্য বায়ু, অগ্নি বরুণাদি সকল দেবগণও সিংহ যেমন মৃগগণকে বধ করে, তাহার ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৪১-৪২

হে রাজন্! তখন দানবগণের ক্ষয় দর্শন করিয়া ব্রহ্মা নারদকে তথায় প্রেরণ করেন এবং নারদ দেবগণকে দানবক্ষয়কার্য্য নিবারণ করিলেন। নারদ বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা নারায়ণের ভুজ আশ্রয় করিয়া অমৃত লাভ করিয়াছ, এবং সকলে সর্ব্ব সম্পদে সমৃদ্ধও হইয়াছ; সুতরাং যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ৪৩-৪৪

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দেবগণ মুনির বাক্য মানিয়া লইলেন, তাঁহারা ক্রোধবেগকে সংযত করিয়া ও অনুচরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ৪৫

হে রাজন্! সেই যুদ্ধে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, সেই সকল অসুরগণ নারদের অনুমত্যনুসারে বিপন্ন বলিকে লইয়া অস্ত পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল। ৪৬

হে রাজন্। রণাঙ্গনে পতিত যে যে দানবের অবয়ব একেবারে বিনষ্ট হয় নাই এবং যাহাদের কন্ধর বিদ্যমান ছিল, ভগবান্ শুক্রাচার্য্য স্বীয় সঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ৪৭

অসুররাজ বলিও শুক্রাচার্য্যের করস্পর্শে পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয় ও স্মরণশক্তি প্রাপ্ত হইলেন, ঐ দানব, লোক-তত্ত্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন, অতএব পরাজিত হইয়াও তিনি খেদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। ৪৮

ইতি অষ্টম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

বৃষধ্বজো নিশম্যেদং যোষিদ্রূপেণ দানবান্। মোহয়িত্বা সুরগণান্ হরিঃ সোমমপায়য়ৎ ॥১॥
বৃষমারুহ্য গিরিশঃ সর্ব্বভূতগণৈর্বৃতঃ। সহ দেব্যা যযৌ দ্রষ্টুং যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥২॥
সভাজিতো ভগবতা সাদরং সোময়া ভবঃ। সূপবিষ্ট উবাচেদং প্রতিপূজ্য স্ময়ন্ হরিম্ ॥৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

দেবদেব জগদ্ব্যাপিন্ জগদীশ জগন্ময়। সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্বমাত্মা হেতুরীশ্বরঃ ॥৪॥
আদ্যন্তাবস্য যন্মধ্যমিদমন্যদহং বহিঃ। যতোঽব্যয়স্য নৈতানি তৎসত্যং ব্রহ্মচিদ্ভবান্ ॥৫॥
তবৈব চরণাম্ভোজং শ্রেয়স্কামা নিরাশিষঃ। বিসৃজ্যোভয়তঃ সঙ্গং মুনয়ঃ সমুপাসতে ॥ ৬ ॥

ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং বিগুণং বিশোকমানন্দমাত্রমবিকারমনন্যদন্যৎ।
বিশ্বস্য হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানামাত্মেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ ॥৭॥
একস্ত্বমেব সদসদ্দ্বয়মদ্বয়ঞ্চ স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ।
অজ্ঞানতস্ত্বয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পো যস্মাদ্‌গুণব্যতিকরো নিরুপাধিকস্য ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ হরি যোষিদ্রূপে দানবগণকে মোহিত করিয়া দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছেন, ভগবান্ বৃষধ্বজ শিব ইহা শুনিয়া, বৃষারোহণে সর্ব্বভূতগণ-পরিবৃত হইয়া দেবীর সহিত যেখানে ভগবান্ মধুসূদন রহিয়াছেন, তথায় গমন করিলেন। ১-২

ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক উমা সহ ভব সাদরে অভিনন্দিত ও সুখে উপবিষ্ট ও পূজিত হইয়া হাসিতে হাসিতে হরিকে প্রতিপূজা করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। হে দেবদেব! জগৎস্বামিন্! হে জগন্ময়! হে জগদীশ! আপনি সমস্ত ভূতের আত্মা, হেতু ও ঈশ্বর। হে ভগবন্! যাঁহা হইতে এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য হয়, এবং অব্যয় বলিয়া যাঁহার আদি-অন্ত-মধ্য নাই, আর যিনি 'এই' শব্দের আস্পদ দৃশ্য এবং 'আমি' শব্দের বাচ্য দ্রষ্টা, এবং 'বহিঃ' এই শব্দ, বাচ্য ভোজ্য এবং ভোক্তা, সেই সত্যস্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম আপনি; (অতএব আপনাকে জগন্ময় বলিলেও আপনি বিকারশূন্য)। ৩-৫

হে ভগবন্! শ্রেয়স্কাম, নিরাকাঙ্ক্ষ মুনিগণ ইহকাল ও পরকালের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই পাদপদ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। ৬

হে ভগবন্! আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, আপনি এই বিশ্বের আত্মা ও ঈশ্বর, অর্থাৎ সকল জীবের ফলদাতা কিন্তু আপনি ফলদানের নিমিত্ত রাজাদির ন্যায় কিছু অপেক্ষা করিয়া সেবকদিগকে ফলদান করেন না, আপনি নিরপেক্ষ এবং সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন, পূর্ণ, সুখস্বরূপ, নিত্য আনন্দময়, অগুণ এবং বিশোক, আপনি ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই, ভগবন্! আপনি এতাদৃশ সুখ, ব্রহ্মস্বরূপ সুতরাং আপনার অন্য বস্তুতে অপেক্ষা নাই, আপনার ঐশ্বর্য্য কেবল ভক্তানুগ্রহার্থ, আত্মার্থ নহে। ৭

হে দেব! যেমন কুণ্ডলাদিরূপ স্বর্ণ ও কেবল স্বর্ণ, দুই এক বস্তু, তেমনি সৎ ও অসৎ, দ্বয় ও অদ্বয়, এক আপনিই, অজ্ঞাননিবন্ধন লোকেরা আপনাকে ভেদ কল্পনা করে, বস্তুতঃ আপনি নিরুপাধি, গুণ দ্বারাই আপনার ভেদ হয়, স্বতঃ কোন ভেদ নাই। ৮

ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবযন্ত্যুত ধর্ম্মমেক একে পরং সদসতোঃ পুরুষং পরেশম্।
অন্যেঽবযন্তি নবশক্তিযুতং ত্বাং পরং কেচিন্মহাপুরুষমব্যয়মাত্মতন্ত্রম্ ॥৯॥

নাহং পরায়ুঋ্ষয়ো ন মরীচিমুখ্যা জানন্তি যদ্বিরচিতং খলু সত্ত্বসর্গাঃ।
যন্মায়য়া মুষিতচেতস ঈশ দৈত্যমর্ত্ত্যাদয়ঃ কিমুত শশ্বদভদ্রবৃত্তাঃ ॥১০॥

স ত্বং সমীহিতমদঃস্থিতিজন্মনাশং ভূতেহিতঞ্চ জগতো ভববন্ধমোক্ষৌ।
বায়ুর্যথাবিশতি খঞ্চ চরাচরাখ্যং সর্ব্বং তদাত্মকতয়াবগমোঽবরুন্ৎসে ॥১১॥

অবতারা ময়া দৃষ্টা রমমাণস্য তে গুণৈঃ। সোঽহং তদ্দ্রষ্টুমিচ্ছামি যত্তে যোষিদ্বপুর্ধৃতম্ ॥১২॥

যেন সংমোহিতা দৈত্যাঃ পায়িতাশ্চামৃতং সুরাঃ।
তদ্দিদৃক্ষব আয়াতাঃ পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥১৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবমভ্যর্থিতো বিষ্ণুর্ভগবান্ শূলপাণিনা। প্রহস্য ভাবগম্ভীরং গিরিশং প্রত্যভাষত ॥১৪॥

(আপনাকে বহু প্রকারে পণ্ডিতেরা বর্ণনা করেন, পরন্তু কেহই তত্ত্ব জানেন না, এই কথা বলিতেছেন) হে ভগবন্! কোন কোন ব্যক্তি (বেদান্তীরা) আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) আপনাকে ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হয়েন, আর কেহ কেহ (সাংখ্যবেত্তারা) আপনাকে প্রকৃতি-পুরুষের পরপুরুষ বলিয়া বর্ণন করেন, অন্যেরা (পঞ্চরাত্রাভিজ্ঞগণ) নবশক্তিযুক্ত পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অপরেরা (পাতঞ্জলাভিজ্ঞ-গণ) আপনাকে আত্মতত্ত্ব মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন। ৯

আমি (মহেশ্বর), ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এই সকলে সত্ত্বগুণে সৃষ্ট হইয়াও আপনার মায়ায় অপহৃতচিত্ত হইয়া আপনার রচিত এই বিশ্বকে যথার্থরূপে জানিতে পারি না, হে ঈশ! ইহাতে যাহারা রাজস ও তামস বৃত্তিসম্পন্ন দৈত্য ও মর্ত্ত্য প্রভৃতি, তাহারা আপনাকে জানিবে কিরূপে? অর্থাৎ তাহারা যে আপনাকে জানে না, ইহা কি আবার বলিতে হইবে? ১০

হে ভগবন্! আপনি জগতের জন্ম, স্থিতি, নাশ, প্রাণিসকলের চেষ্টা এবং জগতের ভববন্ধন ও মোচন সকলই জানেন, বায়ু যেমন চর ও অচর দেহসমূহ এবং আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তেমনি আপনি আত্মতত্ত্বরূপে সমুদায় চরাচর ব্যাপিয়া আছেন, আপনি জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং সকলের আত্মা। ১১

হে প্রভো! গুণ দ্বারা রমণকারী আপনার অবতার সকল আমি দেখিয়াছি, আপনি সম্প্রতি যে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, আমি সেই রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ১২

হে ভগবন্! যে মোহিনী মূর্ত্তি দ্বারা আপনি দৈত্যগণকে সংমোহিত করিয়াছেন এবং দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছেন, সেই রূপ দেখিবার বাসনায় আমরা আসিয়াছি, উহা দেখিবার জন্য আমাদের পরম কৌতূহল হইয়াছে। ১৩

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! শূলপাণি কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু গম্ভীরভাবে হাস্য করিয়া গিরিশকে বলিয়াছিলেন। ১৪

শ্রীভগবানুবাচ।

কৌতূহলায় দৈত্যানাং যোষিদ্বেশো ময়া ধৃতঃ। পশ্যতা সুরকার্য্যাণি গতে পীযূষভাজনে ॥১৫॥

তৎ তেঽহং দর্শয়িষ্যামি দিদৃক্ষোঃ সুরসত্তম। কামিনাং বহু মন্তব্যং সংকল্পপ্রভবোদয়ম্ ॥১৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি ব্রুবাণো ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। সর্ব্বতশ্চারয়ংশ্চক্ষুর্ভব আস্তে সহোময়া ॥১৭॥

তততো দদর্শোপবনে বরস্ত্রিয়ং বিচিত্রপুষ্পারুণপল্লবদ্রুমে।
বিক্রীড়তীং কন্দুকলীলয়া লসদ্দুকূলপর্য্যস্তনিতম্বমেখলাম্ ॥১৮॥

আবর্ত্তনোদ্বর্ত্তনকম্পিতস্তনপ্রকৃষ্টহারোরুভরৈঃ পদে পদে।
প্রভজ্যমানামিব মধ্যতশ্চলৎপদপ্রবালং নয়তীং ততস্ততঃ ॥১৯॥

দিক্ষু ভ্রমৎকন্দুকচাপলৈর্ভৃশং প্রোদ্বিগ্নতারায়তলোললোচনাম্।
স্বকর্ণবিভ্রাজিতকুণ্ডলোল্লসৎকপোলনীলালকমণ্ডিতাননাম্ ॥ ২০ ॥

শ্লথদ্দুকূলং কবরীঞ্চ বিচ্যুতাং সংনহ্যতীং বামকরেণ বল্গুনা।
বিনিঘ্নতীমন্যকরেণ কন্দুকং বিমোহয়ন্তীং জগদাত্মমায়য়া ॥২১॥

তাং বীক্ষ্য দেব ইতি কন্দুকলীলয়েষদ্ব্রীড়াস্ফুটস্মিতবিসৃষ্টকটাক্ষমুষ্টঃ।
স্ত্রীপ্রেক্ষণপ্রতিসমীক্ষণবিহ্বলাত্মা নাত্মানমন্তিক উমাং স্বগণাংশ্চ বেদ ॥২২॥

ভগবান্ বলিলেন, হে গিরিশ! অমৃতপাত্র দৈত্যগণের হস্তগত হইলে দেবকার্য্য করিবার নিমিত্ত, দৈত্যগণের কৌতূহলার্থ আমি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। হে সুরসত্তম! আমার সেই স্ত্রীরূপদর্শনেচ্ছু তোমাকে কামীদিগের বহু সম্মত ও কামোদ্দীপক সেই স্ত্রীরূপ দেখাইব। ১৫-১৬

শুকদেব বলিলেন, ভগবন্ বিষ্ণু এই কথা বলিতে বলিতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, এদিকে ভব উমার সহিত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে থাকিলেন।১৭

কিয়ৎক্ষণ পরে বিচিত্র পুষ্প অরুণবর্ণ পল্লবশোভিত বৃক্ষসকলযুক্ত উপবনমধ্যে উৎকৃষ্ট কৌশেয় বসনাবৃত নিতম্বমেখলাশালিনী এবং কন্দুক লইয়া ক্রীড়াকারিণী একটি পরমা সুন্দরী রমণীকে দেখিয়াছিলেন। পদে পদে পতন ও উৎপতনশীল কন্দুকক্রীড়াবশতঃ তদীয় শরীর নত ও উন্নত হওয়ায় স্তনদ্বয় ও মনোহর হার কম্পিত হইতেছিল, বোধ হইল যেন উহাদের গুরুভারে মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, এবং তিনি নিজের প্রবালতুল্যচরণ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে ভ্রমণশীল কন্দুকের চাঞ্চল্য নিবন্ধন যেন তাঁহার সুদীর্ঘ চঞ্চল লোচনদ্বয়ের তারা সচকিত হইতেছিল, আর সুন্দর কর্ণদ্বয়ে সুশোভিত কুণ্ডলদ্বয় দ্বারা উদ্দীপ্ত কপোলদেশে পতিত নীলবর্ণ চূর্ণকুন্তলে বদনমণ্ডল অতিশয় মণ্ডিত হইয়াছিল। ১৮-২০

আর গাত্র হইতে বিগলিত বস্ত্র ও বিচ্যুত কবরীকে মনোহর বামকর দ্বারা তিনি বন্ধন করিতেছিলেন এবং দক্ষিণকর দ্বারা কন্দুকে আঘাত করিতেছিলেন, এইরূপ আত্মমায়া দ্বারা জগৎকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন। ২১

দেবদেব শঙ্কর সেই মোহিনীকে দেখিয়া এবং পূর্ব্বোক্তরূপ কন্দুকক্রীড়ায় ঈষৎ লজ্জা ও অস্ফুট হাস্যসহ কটাক্ষপাতের দ্বারা সেই মোহিনী কর্ত্তৃক বঞ্চিত, আর সেই স্ত্রীকে দেখা ও তৎকর্ত্তৃক অবলোকন, ইহা দ্বারা বিহ্বলিতচিত্ত হইয়া নিজেকে এবং নিকটেই যে উমা ও পার্ষদগণ রহিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। ২২

তস্যাঃ করাগ্রাৎ স তু কন্দুকো যদা গতো বিদূরং তমনুব্রজৎস্ত্রিয়াঃ।
বাসঃ সসূত্রং লঘু মারুতোঽহরদ্‌ভবস্য দেবস্য কিলানুপশ্যতঃ ॥২৩॥
এবং তাং রুচিরাপাঙ্গীং দর্শনীয়াং মনোরমাম্।
দৃষ্ট্বা তস্যাং মনশ্চক্রে বিসজ্জন্ত্যাং ভবঃ কিল ॥২৪॥

তয়াপহৃতবিজ্ঞানস্তৎকৃতস্মরবিহ্বলঃ। ভবান্যা অপি পশ্যন্ত্যা গতহ্রীস্তৎপদং যযৌ ॥২৫॥
সা তমায়ান্তমালোক্য বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্। বিলীয়মানা বৃক্ষেষু হসন্তী নান্বতিষ্ঠত ॥২৬॥
তামন্বগচ্ছদ্ভগবান্ ভবঃ প্রমুষি (দ) তেন্দ্রিয়ঃ। কামস্য চ বশং নীতঃ করেণুমিব যূথপঃ ॥২৭॥
সোঽনুব্রজ্যাতিবেগেন গৃহীত্বাঽনিচ্ছতীং স্ত্রিয়ম্। কেশবন্ধ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষস্বজে ॥২৮॥
সোপগূঢ়া ভগবতা করিণা করিণী যথা। ইতস্ততঃ প্রসর্পন্তী বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা ॥২৯॥
আত্মানং মোচয়িত্বাঙ্গ সুরর্ষভভুজান্তরাৎ। প্রাদ্রবৎ সা পৃথুশ্রোণী মায়া দেববিনির্ম্মিতা ॥৩০॥
তস্যাসৌ পদবীং রুদ্রো বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। প্রত্যপদ্যত কামেন বৈরিণেব বিনির্জ্জিতঃ ॥৩১॥
তস্যানুধাবতো রেতশ্চস্কন্দামোঘরেতসঃ। শুষ্মিণো যূথপস্যেব বাসিতামনুধাবতঃ ॥৩২॥

সেই মোহিনীর করাগ্র হইতে সেই ক্রীড়াকন্দুক যখন অনেক দূরে চলিয়া গেল, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা, সেই স্ত্রীর কটিদেশ হইতে কাঞ্চীসহ বসন শিবের নয়ন সমক্ষে বায়ু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। ২৩

রুচিরনয়না, দর্শনীয়া, মনোরমা ভাবপ্রকাশ-কারিণী সেই বামাকে ঐ প্রকার দর্শন করিয়া ভব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ২৪

সেই মোহিনী কর্ত্তৃক অপহৃতবিজ্ঞান এবং তাঁহারই জন্য কামে বিহ্বল ভব, ভবানীর সমক্ষেই নির্লজ্জ হইয়া তাঁহার নিকট গমন করি-লেন। ২৫

সেই বিবস্ত্রা মোহিনী ভবকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে বৃক্ষের মধ্যে নিলীনা অর্থাৎ লুকায়িত হইতে উদ্যত হইয়া কোথাও অবস্থান করিলেন না। ২৬

যূথপতি হস্তী যেমন হস্তিনীর অনুগমন করে, সেইরূপ অসংযতেন্দ্রিয় ভগবান্ মহাদেবও কামের বশীভূত হইয়া সেই সুন্দরীর অনুগমন করি-লেন। ২৭

অতিবেগে সেই রমণীর অনুগমন করিয়া ও ভব নিজ সঙ্গে অনভিলাষিণী সেই রমণীকে কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটে আনিয়া বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। ২৮

হে রাজন্! হস্তিনী যেমন হস্তী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হয়, সেইরূপ ভগবান্ ভব কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা সেই মোহিনী ইতস্ততঃ দৌড়াইতে লাগিলেন, তাঁহার কেশপাশ খুলিয়া গেল, তখন সেই দেবনির্ম্মিতা মায়া অতি কষ্টে সুরশ্রেষ্ঠ ভবের বাহুমধ্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ধাবিতা হইলেন। ২৯-৩০

চিরশত্রু কামদেব কর্ত্তৃক যেন পরাজিত হইয়াই ভগবান্ রুদ্র সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদবী অনুসরণ করিলেন। ৩১

হে মহারাজ! বাসিতার (ঋতুমতী হস্তিনীর) পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান কামুক হস্তীর ন্যায় মোহিনীর পশ্চাৎ ধাবমান অমোঘবীর্য্য ভবের শুক্র স্খলিত ৩২

যত্র যত্রাপতন্মহ্যাং রেতস্তস্য মহাত্মনঃ। তানি রূপ্যস্য হেম্নশ্চ ক্ষেত্রাণ্যাসন্ মহীপতে ॥৩৩॥
সরিৎসরঃসু শৈলেষু বনেষূপবনেষু চ। যত্র ক্ব চাসন্নৃষয়স্তত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥৩৪॥
স্কন্নে রেতসি সোঽপশ্যদাত্মানং দেবমায়য়া। জড়ীকৃতং নৃপশ্রেষ্ঠ সংন্যবর্ত্তত কশ্মলাৎ ॥৩৫॥
অথাবগতমাহাত্ম্য আত্মনো জগদাত্মনঃ। অপরিজ্ঞেয়বীর্য্যস্য ন মেনে তদুহাদ্ভুতম্ ॥৩৬॥
তমবিক্লবমব্রীড়মালক্ষ্য মধুসূদনঃ। উবাচ পরমপ্রীতো বিভ্রৎ স্বাং পৌরুষীং তনুম্ ॥৩৭॥
শ্রীভগবানুবাচ।

দিষ্ট্যা ত্বং বিবুধশ্রেষ্ঠ স্বাং নিষ্ঠামাত্মনি স্থিতঃ।
যন্মে স্ত্রীরূপয়া স্বৈরং মোহিতোঽপ্যঙ্গ মায়য়া ॥৩৮॥
কো নু মেঽতিতরেন্মায়াং বিষক্তস্ত্বদৃতে পুমান্।
তাংস্তান্ বিসৃজতীং ভাবান্ দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ ॥৩৯॥

সেয়ং গুণময়ী মায়া ন ত্বামভিভবিষ্যতি। ময়া সমেতা কালেন কালরূপেণ ভাগশঃ ॥৪০॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবং ভগবতা রাজন্ শ্রীবৎসাঙ্কেন সৎকৃতঃ। আমন্ত্র্য তং পরিক্রম্য সগণঃ স্বালয়ং যযৌ ॥৪১॥
আত্মাংশভূতাং তাং মায়াং ভবানীং ভগবান্ ভবঃ। সম্মতামৃষিমুখ্যানাং প্রীত্যাচষ্টাথ ভারত ॥৪২॥

হে মহারাজ! সেই মহাত্মা রুদ্রের রেতঃ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান রৌপ্য ও স্বর্ণের ক্ষেত্র হইল। ৩৩

এইরূপে সেই মোহিনীর পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, নদী, সরোবর, পর্ব্বত, উপবন এবং অন্যান্য যে স্থানে ঋষিরা থাকেন, সর্ব্বত্রই শিব সন্নিহিত হইয়াছিলেন।৩৪

হে রাজন্! শুক্র স্খলিত হইলে সেই রুদ্রদেব নিজেকে দেবমায়া দ্বারা জড়ীকৃত লক্ষ্য করিলেন, এবং ঐ অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ৩৫

হে রাজন্! যাঁহার বীর্য্য অপরিজ্ঞেয়, সেই জগদাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া রুদ্রদেব উহা অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন নাই। ৩৬

সেই রুদ্রদেবকে অবিকল ও অলজ্জিত দর্শন করিয়া ভগবান্ মধুসূদন পরম প্রীত হইলেন ও নিজের পৌরুষশরীর গ্রহণ করিয়া বলিলেন। ৩৭

ভগবান্ বলিলেন, হে বিবুধশ্রেষ্ঠ! বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়—আপনি আমার স্ত্রীরূপা মায়া দ্বারা মোহিত হইয়াও পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ৩৮

হে দেব! আপনি ব্যতীত বিষয়াসক্ত কোন্ ব্যক্তি আমার মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে? যে মায়া অনির্ব্বচনীয় ভাবসকলকে প্রকাশ করে, তাহা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে দুস্তর। ৩৯

কারণরূপী আমার সহিত অংশতঃ মিলিত অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোরূপে মিলিত সেই এই গুণময়ী মায়া আপনাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। ৪০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! শ্রীবৎসচিহ্নিত ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপে সৎকৃত হইয়া রুদ্রদেব ভগবানের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পার্ষদগণসহ নিজধামে গমন করিলেন। ৪১

তদনন্তর ভগবান্ ভব, আপনার অংশভাগিনী সেই মায়ারূপা, প্রধান মুনিদিগের সম্মতা ভবানীকে প্রীতি সহকারে বলিলেন। ৪২

অয়ি ব্যপশ্যস্ত্বমজস্য মায়াং পরস্য পুংসঃ পরদেবতায়াঃ ।
অহং কলানামৃষভোঽপি মুহ্যে যয়া বশোঽন্যে কিমুতাস্বতন্ত্রাঃ॥৪৩॥
যং মামপৃচ্ছস্ত্বমুপেত্য যোগাৎ সমাসহস্রান্ত উপারতং „বৈ ।
স এষ সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণো ন যত্র কালো বিশতে ন বেদঃ॥৪৪॥

শ্রীশুক উবাচ ।

ইতি তেঽভিহিতস্তাত বিক্রমঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ । সিন্ধোর্নির্ম্মথনে যেন ধৃতঃ পৃষ্ঠে মহাচলঃ ॥৪৫॥
এতন্মুহুঃ কীর্ত্তয়তোঽনুশৃণ্বতো ন রিষ্যতে জাতু সমুদ্যমঃ ক্বচিৎ ।
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনং সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্ ॥ ৪৬ ॥
অসদবিষয়মঙ্ঘ্রিং ভাবগম্যং প্রপন্নান্ অমৃতমমরবর্য্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যম্ ।
কপটযুবতিবেশো মোহয়ন্ যঃ সুরারীংস্তমহমুপসৃতানাং কামপূরং নতোঽস্মি ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে শঙ্করমোহনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অয়ি প্রিয়তমে ! পরদেবতা পরমপুরুষ ভগবানের মায়া অবলোকন করিলে ত ? আমি সকল কলার অধীশ্বর এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যাঁহার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া থাকি, অন্য অন্য অস্বতন্ত্র ব্যক্তিরা যে তাঁহার দ্বারা মুগ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ? ৪৩

হে সতি ! সহস্র বৎসর পরে আমি যোগ হইতে উপরত হইলে তুমি যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, ইনি সাক্ষাৎ সেই পুরাণপুরুষ, ইঁহার মধ্যে কালও প্রবেশ করিতে পারে না, বেদও প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ নহেন । ৪৪

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্ ! যে শার্ঙ্গধন্বা সমুদ্রমন্থনসময়ে মন্দর-পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিক্রমের কথা এই তোমার নিকট বর্ণিত হইল । ৪৫

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই বিষয় কীর্ত্তন ও শ্রবণ করে, তাহার কখন উদ্যম ভঙ্গ হইবে না, কারণ, উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন সাংসারিক সমস্ত ক্লেশের বিনাশকারী । ৪৬

কপট যুবতীবেশধারী—যিনি দানবগণকে মোহিত করিয়া নিজ চরণে শরণাপন্ন অমরগণকে সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন অমৃত পান করাইয়াছিলেন, যাঁহার পদ অসজ্জনগণের অবিষয়, কেবল উপাসনায় লভ্য হয়, যিনি আশ্রিতজনের অভিলাষ পূর্ণ করেন, আমি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করি । ৪৭

ইতি অষ্টম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায় ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

মনুর্বিবস্বতঃ পুত্রঃ শ্রাদ্ধদেব ইতি শ্রুতঃ। সপ্তমো বর্ত্তমানো যস্তদপত্যানি মে শৃণু ॥১॥
ইক্ষ্বাকুর্নভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ। নরিষ্যন্তোঽথ নাভাগঃ সপ্তমো দিষ্ট উচ্যতে ॥২॥
তরূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ দশমো বসুমান্ স্মৃতঃ। মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে দশ পুত্রাঃ পরন্তপ ॥৩॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ। অশ্বিনাবৃভবো রাজন্নিন্দ্রস্তেষাং পুরন্দরঃ ॥৪॥
কশ্যপোঽত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গোতমঃ। জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৫॥
অত্রাপি ভগবজ্জন্ম কশ্যপাদদিতেরভূৎ। আদিত্যানামবরজো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্ ॥ ৬ ॥
সংক্ষেপতো ময়োক্তানি সপ্ত মন্বন্তরাণি তে। ভবিষ্যাণ্যথ বক্ষ্যামি বিষ্ণোঃ শক্ত্যান্বিতানি চ ॥৭॥
বিবস্বতশ্চ দ্বে জায়ে বিশ্বকর্ম্মসুতে উভে। সংজ্ঞা ছায়া চ রাজেন্দ্র যে প্রাগভিহিতে তব ॥৮॥
তৃতীয়াং বড়বামেকে তাসাং সংজ্ঞাসুতাস্ত্রয়ঃ। যমো যমী শ্রাদ্ধদেবশ্ছায়ায়াশ্চ সুতান্ শৃণু ॥৯॥
সাবর্ণিস্তপতী কন্যা ভার্য্যা সংবরণস্য যা। শনৈশ্চরস্তৃতীয়োঽভূদশ্বিনৌ বড়বাত্মজৌ ॥১০॥
অষ্টমেঽন্তর আয়াতে সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ। নির্মোকবিরজস্কাদ্যাঃ সাবর্ণিতনয়া নৃপ ॥১১॥
তত্র দেবাঃ সুতপসো বিরজা অমৃতপ্রভাঃ। তেষাং বিরোচনসুতো বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥১২॥

শুকদেব বলিলেন, বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত সপ্তম মনু, যিনি বর্ত্তমান, তাঁহার সন্তান-দিগের কথা শ্রবণ কর। ১

ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, তরূষ, পৃষধ্র এবং বসুমান্, ইঁহারা দশজন বৈবস্বত মনুর পুত্র। ২ ৩

হে রাজন্! এই মন্বন্তরে, আদিত্য বসু, রুদ্র, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঋভুগণ, ইঁহারা দেবতা, পুরন্দর ঐ সকল দেবতার ইন্দ্র। ৪

কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ভরদ্বাজ ইঁহারা সপ্তর্ষি। ৫

এই মন্বন্তরেও প্রজাপতি কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে ভগবানের জন্ম হইয়াছে। তিনি আদিত্যগণের সর্ব্বকনিষ্ঠ বামনরূপধারী বিষ্ণু। ৬

হে রাজন্! তোমার নিকটে সংক্ষেপে সাতটি মন্বন্তরের কথা বলিয়াছি। এক্ষণে ভবিষ্য বিষ্ণুর শক্তি দ্বারা যুক্ত অপর মনুর কথা বলিব। সূর্য্যের দুই পত্নী, উঁহারা দুইজনেই বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। সংজ্ঞা ও ছায়া উঁহাদের নাম। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে ইঁহাদের কথা তোমাকে বলিয়াছি। ৭-৮

কোন কোন ঋষি বলেন—সূর্য্যের তৃতীয়া পত্নী বড়বা। তাঁহাদের মধ্যে সংজ্ঞার তিনটি সন্তান, যম, যমী ও শ্রাদ্ধদেব। ছায়ার সন্তানগণ শ্রবণ কর। সাবর্ণি, তপতী—যিনি সম্বরণের ভার্য্যা হইয়াছিলেন, তৃতীয় শনৈশ্চর। বড়বার যমজ দুই পুত্র, নাম অশ্বিনীকুমার। ৯-১০

অষ্টম মন্বন্তর আসিলে সাবর্ণি মনু হইবেন। হে রাজন্! নির্ম্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি সাবর্ণির পুত্র। ১১

এই মন্বন্তরে সুতপা, বিরজা ও অমৃতপ্রভ প্রভৃতি দেবতা এবং বিরোচনপুত্র বলি তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন। ১২

দত্ত্বেমাং যাচমানায় বিষ্ণবে যঃ পদত্রয়ম্। রাদ্ধমিন্দ্রপদং হিত্বা ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যতি ॥১৩॥
যোঽসৌ ভগবতা বদ্ধঃ প্রীতেন সুতলে পুনঃ। নিবেশিতোঽধিকে স্বর্গাদধুনাস্তে স্বরাড়িব ॥১৪॥
গালবো দীপ্তিমান্ রামো দ্রোণপুত্রঃ কৃপস্তথা। ঋষ্যশৃঙ্গঃ পিতাস্মাকং ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥১৫॥
ইমে সপ্তর্ষয়স্তত্র ভবিষ্যন্তি স্বযোগতঃ। ইদানীমাসতে রাজন্ স্বে স্বে আশ্রমমণ্ডলে ॥১৬॥
দেবগুহ্যাৎ সরস্বত্যাং সার্ব্বভৌম ইতি প্রভুঃ। স্থানং পুরন্দরাদ্ধৃত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ ॥১৭॥
নবমো দক্ষসাবর্ণির্মনুর্বরুণসম্ভবঃ। ভূতকেতুর্দীপ্তকেতুরিত্যাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ ॥১৮॥
পারা মরীচিগর্ভাদ্যা দেবা ইন্দ্রোঽদ্ভুতঃ স্মৃতঃ। দ্যুতিমৎপ্রমুখাস্তত্র ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্ততঃ ॥১৯॥
আয়ুষ্মতোঽম্বুধারায়ামৃষভো ভগবৎকলা।
ভবিতা যেন সংরাদ্ধাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতেঽদ্ভুতঃ ॥২০॥
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্লোকসুতো মনুঃ। তৎসুতা ভূরিষেণাদ্যা হবিষ্মৎপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥২১॥
হবিষ্মান্ সুকৃতঃ সত্যো জয়ো মূর্ত্তিস্তদা দ্বিজাঃ। সুবাসনবিরুদ্ধাদ্যা দেবাঃ শম্ভুঃ সুরেশ্বরঃ ॥২২॥
বিষ্বক্সেনো বিসূচ্যাস্তু শম্ভোঃ সখ্যং করিষ্যতি।
জাতঃ স্বাংশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বসৃজো বিভুঃ ॥২৩॥
মনুর্বৈ ধর্ম্মসাবর্ণিরেকাদশম আত্মবান্। অনাগতাস্তৎসুতাশ্চ সত্যধর্ম্মাদয়ো দশ ॥২৪॥

যে বলি যাচমান বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমির ছলে এই ত্রিলোক দান করিয়া এবং নিজের প্রাপ্ত ইন্দ্রপদ ত্যাগ করিয়া পরে মুক্তিলাভ করিবেন। ১৩

ভগবান্ প্রীত হইয়া যাঁহাকে বন্ধন করতঃ স্বর্গ হইতেও অধিক সুখকর সুতলে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি বর্ত্তমানে ইন্দ্রের ন্যায় তথায় আছেন। ১৪

পূর্ব্বোক্ত মন্বন্তরে গালব, দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ, আমাদের পিতা ভগবান্ বাদরায়ণ ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। ইঁহারা এক্ষণে যোগ অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। ১৫-১৬

হে রাজন্! এই মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম নামে বিখ্যাত হইবেন। তিনি পুরন্দরের নিকট হইতে স্থান (ইন্দ্রত্ব) হরণ করিয়া বলিকে প্রদান করিবেন। ১৭

বরুণের পুত্র দক্ষসাবর্ণি নবম মনু, ভূতকেতু, দীপ্তকেতু প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। ১৮

ঐ মন্বন্তরে পারা মরীচিগর্ভ প্রভৃতি দেবতা, অদ্ভুত নামে ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান্ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন। এই মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া ঋষভ নামে বিখ্যাত হইবেন। যিনি সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধ এই ত্রিলোকী অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে ভোগ করাইবেন। ১৯-২০

উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু, ভূরিষেণাদি তাঁহার পুত্র এবং হবিষ্মৎ প্রমুখ সপ্তর্ষি হইবেন। হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, জয়, মূর্ত্তি ইত্যাদি সপ্তর্ষি, সুবাসন বিরুদ্ধ প্রভৃতি দেবতা, তাঁহাদের ঈশ্বর শম্ভু নামে ইন্দ্র। ২১-২২

দশম মন্বন্তরে ভগবান্ বিভু বিশ্বসৃক্ বিপ্রের গৃহে বিসূচীর গর্ভে অংশাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্বক্সেন নামে খ্যাত হইবেন এবং তৎকালে ইন্দ্র শম্ভুর সহিত সখ্য করিবেন। ২৩

একাদশ মন্বন্তরে মনস্বী ধর্ম্মসাবর্ণি মনু হইবেন, ঐ মনুর সত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি দশটি পুত্র হইবে। ২৪

বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ব্বাণরুচয়ঃ সুরাঃ। ইন্দ্রশ্চ বৈধৃতস্তেষামৃষয়শ্চারুণাদয়ঃ ॥২৫॥
আর্য্যকস্য সুতস্তত্র ধর্ম্মসেতুরিতি স্মৃতঃ। বৈধৃতায়াং হরেরংশস্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥২৬॥
ভবিতা রুদ্রসাবর্ণী রাজন্ দ্বাদশমো মনুঃ। দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়ঃ সুতাঃ ॥২৭॥
ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রো দেবাশ্চ হরিতাদয়ঃ। ঋষয়শ্চ তপোমূর্ত্তিস্তপস্ব্যাগ্নীধ্রকাদয়ঃ ॥২৮॥
স্বধামাখ্যো হরেরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ। অন্তরং সত্যসহসঃ সূনৃতায়াঃ সুতো বিভুঃ ॥২৯॥
মনুস্ত্রয়োদশো ভাব্যো দেবসাবর্ণিরাত্মবান্। চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা দেবসাবর্ণিদেহজাঃ ॥৩০॥
দেবাঃ সুকর্ম্মসুত্রামসংজ্ঞা ইন্দ্রো দিবস্পতিঃ। নির্ম্মোকতত্ত্বদর্শাদ্যা ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্তদা ॥৩১॥
দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্ত্তা দিবস্পতেঃ। যোগেশ্বরো হরেরংশো বৃহত্যাং সম্ভবিষ্যতি ॥৩২॥
মনুর্বা ইন্দ্রসাবর্ণিশ্চতুর্দ্দশম এষ্যতি। উরুগম্ভীরবুদ্ধ্যাদ্যা ইন্দ্রসাবর্ণিবীর্য্যজাঃ ॥৩৩॥
পবিত্রাশ্চাক্ষুষা দেবাঃ শুচিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি। অগ্নির্বাহুঃ শুচিঃ শুদ্ধো মাগধাদ্যাস্তপস্বিনঃ ॥৩৪॥
সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তদা হরিঃ। বিনতায়াং মহারাজ ক্রিয়াতন্তূন্ বিতায়িতা ॥৩৫॥
রাজংশ্চতুর্দ্দশৈতানি ত্রিকালানুগতানি তে। প্রোক্তান্যেভির্মিতঃ কল্পো যুগসাহস্রপর্য্যয়ঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তরানুবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কামগম, নির্ব্বাণরুচি ইঁহারা দেবতা, বৈধৃত তাঁহাদের ইন্দ্র, অরুণাদি ঋষি। ২৫

ভগবান্ হরি আর্য্যকের গৃহে একাংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, হে রাজন্! ঐ অংশই ত্রিলোকী ধারণ করিবেন। ২৬

হে রাজন্! রুদ্রসাবর্ণি দ্বাদশ মনু হইবেন, দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠাদি তাঁহার পুত্র হইবেন। ২৭

সেই মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র, হরিতাদি দেবতা, তপোমূর্ত্তি, তপস্বী, অগ্নীধ্রকাদি সপ্তর্ষি। ২৮

সত্যসহার ঔরসে পত্নী সুনৃতার গর্ভে ভগবান্ হরি অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বধামা নামে খ্যাত হইবেন এবং ঐ মন্বন্তরকে প্রসিদ্ধ করিবেন। ২৯

আত্মবান্ দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু হইবেন, চিত্রসেন বিচিত্রাদি ঐ দেবসাবর্ণির পুত্র হইবেন। ৩০

ঐ মন্বন্তরে সুকর্ম্মা সুত্রামা প্রভৃতি দেবতা ও দিবস্পতি ইন্দ্র এবং নির্ম্মোক, তত্ত্বদর্শাদি সপ্তর্ষি হইবেন। ৩১

ঐ সময়ে ভগবান্ হরির অংশে বৃহতীর গর্ভে দেবহোত্রের এক পুত্র হইবে এবং তিনি যোগেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া দিবস্পতি ইন্দ্রের কার্য্য করিয়া দিবেন। ৩২

ইন্দ্রসাবর্ণি নামে চতুর্দ্দশ মনু হইবেন, উরুগম্ভীর, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্র হইবেন। ৩৩

ঐ মন্বন্তরে পবিত্র চাক্ষুষগণ দেবতা, এবং শুচি ইন্দ্র হইবেন, অগ্নি, বাহু, শুচি, শুদ্ধ, মাগধাদি সপ্তর্ষি হইবেন। ৩৪

হে মহারাজ! ঐ মন্বন্তরে ভগবান্ হরি বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্রায়ণের তনয় হইবেন, এবং বৃহদ্ভানু নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ক্রিয়াকলাপ বিস্তার করিবেন। ৩৫

হে রাজন্! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ মনুর বিবরণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এই চতুর্দ্দশ মনুর কাল এককল্প, সহস্র যুগকল্প ইহার পর্য্যায় শব্দ ৩৬

ইতি অষ্টম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

মন্বন্তরেষু ভগবন্ যথা মন্বাদয়স্ত্বিমে। যস্মিন্ কর্ম্মণি যে যেন নিযুক্তাস্তদ্ বদস্ব মে ॥১॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

মনবো মনুপুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে। ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব সর্ব্বে পুরুষশাসনাঃ ॥২॥
যজ্ঞাদয়ো যাঃ কথিতাঃ পৌরুষ্যস্তনবো নৃপ। মন্বাদয়ো জগদ্‌যাত্রাং নয়ন্ত্যাভিঃ প্রচোদিতাঃ ॥৩॥
চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা। তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৪॥
ততো ধর্ম্মং চতুষ্পাদং মনবো হরিণোদিতাঃ।
যুক্তাঃ সঞ্চারয়ন্ত্যদ্ধা স্বে স্বে কালে মহীং নৃপ ॥৫॥
পালয়ন্তি প্রজাপালা যাবদন্তং বিভাগশঃ। যজ্ঞভাগভুজো দেবা যে চ তত্রান্বিতাশ্চ তৈঃ ॥৬॥
ইন্দ্রো ভগবতা দত্তাং ত্রৈলোক্যশ্রিয়মূর্জিতাম্।
ভুঞ্জানঃ পাতি লোকাংস্ত্রীন্ কামং লোকে প্রবর্ষতি ॥৭॥
জ্ঞানঞ্চানুযুগং ব্রূতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক্। ঋষিরূপধরঃ কর্ম্ম যোগং যোগেশরূপধৃক্ ॥৮॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! মন্বন্তর সকলে মন্বাদিগণ যে প্রকারে যাঁহা কর্ত্তৃক যে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বলুন। ১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্র সকল ও দেবগণ সকলেই পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকেন। ২

হে রাজন্! যজ্ঞাদি যে সকল পৌরুষী মূর্ত্তি অর্থাৎ ঈশ্বরাবতারের কথা বলিয়াছি, সেই সমস্ত মূর্ত্তি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া মন্বাদিগণ জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ৩

হে রাজন্! চতুর্যুগান্তে কালগ্রস্ত বেদ সকলকে সেই সেই মন্বন্তরের ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা অবলোকন করেন অর্থাৎ কালপ্রভাবে নষ্ট শ্রুতিসকলকে উদ্ধার করেন, যাহা হইতে সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়। ৪

তদনন্তর ভগবান্ হরির আদেশে মনুগণ স্ব স্ব কালে সংযত হইয়া অবনীতলে চতুষ্পাদ ধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করেন। ৫

প্রজাপালগণ অর্থাৎ মনুপুত্রসকলও সেই মন্বন্তরাবসানকাল পর্য্যন্ত পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ধর্ম্ম পালন করেন, এবং যজ্ঞভাগভোজী দেবগণ ও সেই পালনকার্য্যে যাঁহারা সম্বদ্ধ, তাঁহারাও ধর্ম্মকে পালন করেন, এবং তাঁহাদের সহিত ভগবান্ ইন্দ্রও ভগবদ্দত্ত ত্রৈলোক্যসম্পৎ ভোগ করেন ও ত্রিলোক পালন করেন এবং তিনি পর্য্যাপ্তরূপে বারিবর্ষণ করেন। ৬-৭

হে রাজন্! ভগবান্ হরি প্রত্যেক যুগে সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণ করিয়া জ্ঞানোপদেশ, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরূপ ধারণ করিয়া কর্ম্মোপদেশ এবং দত্তাত্রেয়াদি যোগেশরূপ ধারণ করিয়া যোগোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ৮

সর্গং প্রজেশরূপেণ দস্যূন্ হন্যাৎ স্বরাড়্বপুঃ। কালরূপেণ সর্ব্বেষামভাবায় পৃথগ্গুণঃ ॥৯॥
স্তূয়মানো জনৈরেভির্মায়য়া নামরূপয়া। বিমোহিতাত্মভির্নানাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে ॥১০॥
এতৎ কল্পবিকল্পস্য প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতম্। যত্র মন্বন্তরাণ্যাহুশ্চতুর্দ্দশ পুরাবিদঃ ॥১১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

তিনি মরীচ্যাদি প্রজাপতিরূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি, রাজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দস্যুবধ ও প্রজাপালন করেন, এবং কালরূপী হইয়া সকল প্রজা সংহার করেন; সেই সেই কার্য্যকালে তাঁহার গুণ পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইয়া থাকে। ৯

হে রাজন্! নামরূপাত্মিকা মায়া দ্বারা বিমোহিত-চিত্ত জনগণ এই সকল শাস্ত্র ও নানা দর্শন দ্বারা স্তূয়মান অর্থাৎ নিরূপ্যমাণ হরিকে দেখিতে পায় না। ১০

হে রাজন্! তোমার নিকটে কল্প ও অবান্তর কল্পের প্রমাণ কথিত হইল, পুরাবিদ্গণ যাহাতে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বর্ণন করিয়া থাকেন। ১১

বিবৃতি—ভগবান্ অরূপ, অনাম, অথচ অবতারে নামরূপ ধারণ করেন; সুতরাং সেই মায়ামুগ্ধ জনগণ শাস্ত্র-দ্বারা নিরূপ্যমাণ ভগবান্কে জানিতে পারে না, কারণ, তাহারা তখন সংসারাক্রান্ত হইয়া থাকে। ১০

ইতি অষ্টম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

বলেঃ পদত্রয়ং ভূমেঃ কস্মাদ্ধরিরযাচত। ভূতেশ্বরঃ কৃপণবল্লব্ধার্থোঽপি ববন্ধ তম্ ॥১॥

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামো মহৎ কৌতূহলং হি নঃ। যাচ্ঞেশ্বরস্য পূর্ণস্য বন্ধনং চাপ্যনাগসঃ ॥২॥

শ্রীশুক উবাচ।

পরাজিতশ্রীরসুভিশ্চ হাপিতো হীন্দ্রেণ রাজন্ ভৃগুভিঃ স জীবিতঃ।
সর্ব্বাত্মনা তানভজদ্ভৃগূন্ বলিঃ শিষ্যো মহাত্মার্থনিবেদনেন ॥৩॥
তং ব্রাহ্মণা ভৃগবঃ প্রীয়মাণা অযাজয়ন্ বিশ্বজিতা ত্রিনাকম্।
জিগীষমাণং বিধিনাভিষিচ্য মহাভিষেকেণ মহানুভাবাঃ ॥ ৪ ॥
ততো রথঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো হয়াশ্চ হর্য্যশ্বতুরঙ্গবর্ণাঃ।
ধ্বজশ্চ সিংহেন বিরাজমানো হুতাশনাদাস হবির্ভিরিষ্টাৎ ॥ ৫ ॥
ধনুশ্চ দিব্যং পুরটোপনদ্ধং তূণাবরিক্তৌ কবচঞ্চ দিব্যম্।
পিতামহস্তস্য দদৌ চ মালামম্লানপুষ্পাং জলজঞ্চ শুক্রঃ ॥ ৬ ॥
এবং স বিপ্রার্জ্জিতযোধনার্থস্তৈঃ কল্পিতস্বস্ত্যয়নোঽথ বিপ্রান্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতপ্রণামঃ প্রহ্রাদমামন্ত্র্য নমশ্চকার ॥ ৭ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, ভগবান্ হরি লোকসকলের ঈশ্বর হইয়াও দীনের ন্যায় বলির নিকট ত্রিপদ পরিমিত ভূমি কেন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন এবং আর যাচিত বিষয় লাভ করিয়াও তিনি বলিকে কেন বন্ধন করিয়াছিলেন? ১

ইহা জানিতে আমরা ইচ্ছা করি, আমাদের এ বিষয়ে ঈষৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে, ঈশ্বরের ভিক্ষা করা এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে বন্ধন করা ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। ২

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যুদ্ধে অসুররাজ বলি ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত, এমন কি প্রাণহীন পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন, পরে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক জীবিত হয়েন, ভৃগুবংশের শিষ্য মহাত্মা বলি সকল অর্থ ও আত্ম-নিবেদন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি গুরু-গণের উপাসনা করিতেন। ৩

হে রাজন্! মহানুভাব ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ, স্বর্গ জয় করিতে ইচ্ছুক বলিকে মহাভিষেক-বিধি দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের দ্বারা যাজন করিয়াছিলেন। ৪

তখন উপযুক্তরূপে হবিঃসকল হুত হইলে সেই হুতাশন হইতে কাঞ্চনপট্টবদ্ধ রথ, ইন্দ্রের অশ্বের সমানবর্ণ অশ্ব সকল, এবং সিংহের প্রতিমূর্ত্তিযুক্ত ধ্বজ, এবং সুবর্ণোপনদ্ধ অর্থাৎ সুবর্ণবিন্দুযুক্ত ধনুঃ, অক্ষয়-বাণে পরিপূর্ণ দুইটি তূণীর, এবং দিব্য কবচ উত্থিত হইল, বলি যজ্ঞাগ্নি হইতে ঐ সকল দ্রব্য লাভ করিলে পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁহাকে অম্লানপুষ্প-মালা এবং শুক্রাচার্য্য একটি শঙ্খ প্রদান করিলেন। ৫-৬

এই প্রকারে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বলির যুদ্ধোপকরণ সকল অর্জ্জিত হইল এবং তাঁহারা বলির জন্য স্বস্ত্যয়ন করিলেন; তাহার পর বলি ঐ ব্রাহ্মণ-গণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া পিতামহ প্রহ্লাদকে পাদগ্রহণ পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। ৭

অথারুহ্য রথং দিব্যং ভৃগুদত্তং মহারথঃ। সুস্রগ্ধরোঽথ সংনহ্য ধন্বী খড়্গী ধৃতেষুধিঃ ॥৮॥
হেমাঙ্গদলসদ্বাহুঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ। ররাজ রথমারূঢ়ো ধিষ্ণ্যস্থ ইব হব্যবাট্ ॥৯॥
তুল্যৈশ্বর্য্যবলশ্রীভিঃ স্বযূথৈর্দৈত্যযূথপৈঃ। পিবদ্ভিরিব খং দৃগ্ভির্দহদ্ভিঃ পরিধীনিব ॥১০॥
বৃতো বিকর্ষন্মহতীমাসুরীং ধ্বজিনীং বিভুঃ। যযাবিন্দ্রপুরীং স্বৃদ্ধাং কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥১১॥
রম্যামুপবনোদ্যানৈঃ শ্রীমদ্ভির্নন্দনাদিভিঃ। কূজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্মত্তমধুব্রতৈঃ ॥ ১২ ॥
প্রবালফলপুষ্পোরু-ভারশাখামরদ্রুমৈঃ। হংসসারসচক্রাহ্ব-কারণ্ডবকুলাকুলাঃ।
নলিন্যো যত্র ক্রীড়ন্তি প্রমদাঃ সুরসেবিতাঃ ॥১৩॥
আকাশগঙ্গয়া দেব্যা বৃতাং পরিখভূতয়া। প্রাকারেণাগ্নিবর্ণেন সাট্টালেনোন্নতেন চ ॥১৪॥
রুক্মপট্টকবাটৈশ্চ দ্বারৈঃ স্ফটিকগোপুরৈঃ। জুষ্টাং বিভক্তপ্রপথাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতাম্ ॥১৫॥
সভাচত্বররথ্যাঢ্যাং বিমানৈর্ন্যর্ব্বুদৈর্যুতাম্। শৃঙ্গাটকৈর্মণিময়ৈর্বজ্রবিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৬ ॥
যত্র নিত্যবয়োরূপাঃ শ্যামা বিরজবাসসঃ। ভ্রাজন্তে রূপবন্নার্য্য অর্চ্চির্ভিরিব বহ্নয়ঃ ॥১৭॥

তদনন্তর ভৃগুদত্ত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া সুন্দর, মাল্য ধারণ ও কবচ বন্ধন করিলেন, তাহার পর ধনুঃ, খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে তূণ বান্ধিয়া লইলেন। ৮

স্বর্ণবলয় ও উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডলধারী রথারূঢ় বলি. প্রজ্বলিত কুণ্ডস্থ বহ্নির ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। ৯

তদনন্তর স্ব স্ব যূথসহ দৈত্যযূথপতিগণ—যাহাদের বল, ঐশ্বর্য্য, শোভা বলির তুল্য ছিল এবং যাহারা দৃষ্টি দ্বারা যেন গগনমণ্ডলকে পান ও দিক্‌সলকে দগ্ধ করিতেছিল। ১০

তাহারা গিয়া বলির সহিত মিলিত হইল, বলি তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ও বৃহত্তম অসুর-বাহিনীকে লইয়া সুসমৃদ্ধ ইন্দ্রপুরীর দিকে যাত্রা করিলেন, গমনকালে স্বর্গ ও পৃথিবীকে কাঁপাইয়াছিলেন। ১১

ঐ ইন্দ্রপুরী শোভাশালী নন্দনাদি উপবন, উদ্যান দ্বারা অতিশয় রমণীয়, সেই সকল উদ্যান ও উপবনে বিহঙ্গগণ সুমধুর কলরব এবং মত্তভ্রমর সকল সুস্বরে গান করিতেছিল, তথায় যে সকল সুরদ্রুম ছিল, তাহাদের শাখা সকল প্রবাল ও ফলপুষ্পের গুরুভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। ১২

তথায় হংস, সারস, চক্রবাক ও কারণ্ডবকুলে আকুল সরোবর সকল বিরাজমান, যে সকল সরোবরে সুরসেবিত প্রমদাগণ ক্রীড়া করিতেছিল। ১৩

পরিখাভূতা আকাশ-গঙ্গাদেবী দ্বারা পরিবৃত, এবং অগ্নিবর্ণ ও উন্নত অথচ যুদ্ধস্থানযুক্ত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ইন্দ্রপুরীকে (দৈত্যগণসহ বলি অবরোধ করিয়াছিল, এই অগ্রিম শ্লোকাংশসহ অন্বয়)। রুক্ম, পট্ট ও কপাটযুক্ত দ্বার সকল ও স্ফটিকনির্ম্মিত গোপুর সকল যুক্ত বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত সেই অমরাবতী, যাহাতে রাজপথ সকল সুবিভক্ত ছিল। ১৪-১৫

সভা (উপবেশন স্থান), অঙ্গন ও রথ্যা (যে পথ দিয়া রথ যায়) সকলে যুক্ত এবং কোটি কোটি বিমানযুক্ত এবং বজ্র (হীরক), বিদ্রুম (প্রবাল) প্রভৃতি মণিময় বেদিকাযুক্ত চতুষ্পথশোভিত সেই ইন্দ্রপুরীকে। ১৬

যে পুরীতে অবিনশ্বর বয়স ও রূপযুক্তা নির্ম্মল-বসনা শ্যামা রূপবতী রমণীরা শিখাযুক্ত উজ্জ্বল বহ্নির ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। ১৭

সুরস্ত্রীকেশবিভ্রষ্ট-নবসৌগন্ধিকস্রজাম্। যত্রামোদমুপাদায় মার্গ আবাতি মারুতঃ ॥১৮॥
হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদ্ধূমেনাগুরুগন্ধিনা। পাণ্ডুরেণ প্রতিচ্ছন্ন-মার্গে যান্তি সুরপ্রিয়াঃ ॥১৯॥
মুক্তাবিতানৈর্মণিহেমকেতুভির্নানাপতাকাবলভীভিরাবৃতাম্।
শিখণ্ডিপারাবতভৃঙ্গনাদিতাং বৈমানিকস্ত্রীকলগীতমঙ্গলাম্ ॥২০॥
মৃদঙ্গশঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈঃ সতালবীণামুরজেষ্টবেণুভিঃ।
নৃত্যৈঃ সবাদ্যৈরুপদেবগীতকৈর্মনোরমাং স্বপ্রভয়া জিতপ্রভাম্ ॥২১॥
যাং ন ব্রজন্ত্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ খলা ভূতদ্রুহঃ শঠাঃ। মানিনঃ কামিনো লুব্ধা এভির্হীনা ব্রজন্তি যৎ ॥২২॥
তাং দেবধানীং স বরূথিনীপতির্বহিঃ সমন্তাদ্রুরুধে পৃতন্যয়া।
আচার্য্যদত্তং জলজং মহাস্বনং দধ্মৌ প্রযুঞ্জন্ ভয়মিন্দ্রযোষিতাম্ ॥২৩॥
মঘবাংস্তমভিপ্রেত্য বলেঃ পরমমুদ্যমম্। সর্ব্বদেবগণোপেতো গুরুমেতদুবাচ হ ॥ ২৪ ॥
ভগবন্নুদ্যমো ভূয়ান্ বলের্নঃ পূর্ব্ববৈরিণঃ। অবিষহ্যমিমং মন্যে কেনাসীৎ তেজসোর্জ্জিতঃ ॥২৫॥
নৈনং কশ্চিৎ কুতো বাপি প্রতিবোঢ়ুমধীশ্বরঃ। পিবন্নিব মুখেনেদং লিহন্নিব দিশো দশ।
দহন্নিব দিশো দৃগ্ভিঃ সংবর্ত্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥২৬॥

যে পুরীতে সুরস্ত্রীগণের কেশ হইতে ভ্রষ্ট সুগন্ধি মাল্য সকলের সৌরভ গ্রহণ করিয়া বায়ু প্রত্যেক পথে প্রবাহিত হইতেছিল। যে পুরীতে হেমময় গবাক্ষ হইতে নির্গত শুভ্রবর্ণ অগুরুর গন্ধযুক্ত ধূম দ্বারা ব্যাপ্ত পথে সুরপ্রিয়াগণ ভ্রমণ করিতেছিল। ১৮-১৯

এবং মুক্তাময় বিতান (চন্দ্রাতপ), মণিময় হেম-ধ্বজা এবং নানাবিধ পতাকালঙ্কৃত বলভীতে (বিমানের অগ্রভাগ) ঐ পুরী ব্যাপ্ত, আর ময়ূর, পারাবত ও ভৃঙ্গ প্রভৃতির মধুর শব্দে নিনাদিত এবং বৈমানিক স্ত্রীগণের মঙ্গলগীতি শব্দযুক্ত ছিল। ২০

ঐ পুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, দুন্দুভি ইত্যাদির ধ্বনি দ্বারা এবং তালসমেত বীণা, মুরজ ও বংশীর নিনাদ দ্বারা এবং গন্ধর্ব্বগণের নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্বারা অতিশয় মনোরম ছিল, এবং ঐ পুরী নিজ প্রভা দ্বারা অন্যের প্রভাকে জয় করিয়াছিল। ২১

হে রাজন! যেখানে অধার্ম্মিক, খল, প্রাণি-হিংসক শঠ, মানী, কামী, লোভী এই সকল লোক যাইতে পারে না এবং এই সকল বর্জ্জিত ব্যক্তিরাই যাইতে পারে। সেনাপতি বলি, নিজ সেনা দ্বারা বাহিরে চতুর্দ্দিকে সেই দেব-রাজধানীকে অবরোধ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্ররমণীগণের ভয় উৎপাদন করিয়া শুক্রাচার্য্য-দত্ত মহাস্বন সেই শঙ্খকে বাজাইয়াছিলেন। ২২-২৩

বলির ঐ প্রকার উদ্যোগের বিষয় অবগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ সমভিব্যাহারে গুরু বৃহস্পতির নিকট এই কথা বলিলেন। ২৪

হে ভগবন্! আমাদের পূর্ব্ববৈরী বলির পুনরায় গুরুতর উদ্যম দেখিতেছি, তাহার এই উদ্যম (আক্রমণ) অসহ্য বলিয়া মনে করি, হে গুরো! কি কারণে এবং কাহার তেজে সে বর্দ্ধিত-বল হইয়াছে? ২৫

আমার বোধ হয় কোন ব্যক্তি কোন উপায়ে তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, ঐ ব্যক্তি যেন মুখ দ্বারা জগৎ পান, জিহ্বা দ্বারা দশদিক্ অবলেহন ও চক্ষু দ্বারা দিক্ সকল দাহ করিতেছে, ইহাতে বোধ হয় ঐ দানব প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়াছে। ২৬

ব্রূহি কারণমেতস্য দুর্ধর্ষত্বস্য মদ্রিপোঃ। ওজঃ সহো বলং তেজো যত এতৎসমুদ্যমঃ ॥২৭॥
শ্রীগুরুরুবাচ।
জানামি মঘবন্ শত্রোরুন্নতেরস্য কারণম্। শিষ্যায়োপভৃতং তেজো ভৃগুভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥২৮॥
ওজস্বিনং বলিং জেতুং ন সমর্থোঽস্তি কশ্চন। ভবদ্বিধো ভবান্ বাপি বর্জ্জয়িত্বেশ্বরং হরিম্ ॥২৯॥

বিজেষ্যতি ন কোঽপ্যেনং ব্রহ্মতেজঃ সমেধিতম্।
নাস্য শক্তঃ পুরঃ স্থাতুং কৃতান্তস্য যথা জনাঃ ॥৩০॥

তস্মান্নিলয়মুৎসৃজ্য যূয়ং সর্ব্বে ত্রিবিষ্টপম্। যাত কালং প্রতীক্ষন্তো যতঃ শত্রোর্বিপর্য্যয়ঃ ॥৩১॥
এষ বিপ্রবলোদর্কঃ সম্প্রত্যূর্জ্জিতবিক্রমঃ। তেষামেবাপমানেন সানুবন্ধো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥৩২॥
এবং সুমন্ত্রিতার্থাস্তে গুরুণার্থানুদর্শিনা। হিত্বা ত্রিবিষ্টপং জগ্মুর্গীর্ব্বাণাঃ কামরূপিণঃ ॥৩৩॥
দেবেষ্বথ নিলীনেষু বলির্বৈরোচনঃ পুরীম্। দেবধানীমধিষ্ঠায় বশং নিন্যে জগত্ত্রয়ম্ ॥৩৪॥
তং বিশ্বজয়িনং শিষ্যং ভৃগবঃ শিষ্যবৎসলাঃ। শতেন হয়মেধানামনুব্রতমযাজয়ন্ ॥ ৩৫ ॥
ততস্তদনুভাবেন ভুবনত্রয়বিশ্রুতাম্। কীর্ত্তিং দিক্ষু বিতন্বানঃ স রেজ উড়ুরাড়িব ॥৩৬॥
বুভুজে চ শ্রিয়ং স্বৃদ্ধাং দ্বিজদেবোপলম্ভিতাম্। কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানো মহামনাঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
বলিবিজয়ো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে গুরো! আমাদের শত্রুর ঐরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইবার কারণ কি বলুন, উহার এ প্রকার সামর্থ্য, সাহস, বল ও তেজ কিসে হইল? এবং এই সামর্থ্যাদি নিবন্ধনই এরূপ যুদ্ধোদ্যোগ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ২৭

গুরু বলিলেন, হে মঘবন্! এই শত্রুর উন্নতির কারণ আমি জানি, ব্রহ্মবাদী ভৃগুবংশীয়গণ শিষ্য বলির তেজ সঞ্চয় করিয়া দিয়াছেন। অতএব ঈশ্বর হরি ভিন্ন তুমি বা তোমার সদৃশ কোন ব্যক্তি ওজস্বী বলিকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। ২৮-২৯

ব্রহ্মতেজে বর্দ্ধিত এই বলিকে কেহই জয় করিতে পারিবে না, যেমন যমের সম্মুখে কেহ থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই বলির সম্মুখেও কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না। ৩০

অতএব তোমরা সকলে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়া থাক, যাবৎ পর্য্যন্ত শত্রুর বিপর্য্যয় না হয়, তাবৎকাল প্রতীক্ষা কর। বিপ্রবলেই বলির উত্তরোত্তর অধিক বল হইয়াছে, তাহাতেই সম্প্রতি মহাবিক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণগণের অবমান দ্বারাই সবংশে বিনষ্ট হইবে। ৩১-৩২

হে রাজন্! কার্য্যদর্শী গুরু কর্ত্তব্য বিষয়ে এইরূপ সৎপরামর্শ প্রদান করিলে, কামরূপী দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া সকলেই অদৃশ্য হইলেন। ৩৩

দেবতারা বিলীন হইলে বিরোচনপুত্র বলি, দেব-রাজধানীতে অধিষ্ঠান করিয়া ত্রিজগৎকে বশীভূত করিলেন। হে রাজন্! শিষ্যবৎসল ভৃগুগণ, নিজেদের বশীভূত শিষ্য বিশ্বজয়ী বলিকে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ৩৪-৩৫

সেই শতাশ্বমেধ প্রভাবে বলি দশদিকে নির্ম্মল কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। বলি নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া দ্বিজাতিগণ কর্তৃক প্রাপিত সেই সুসমৃদ্ধ সম্পৎ ভোগ করিয়াছিল। ৩৬-৩৭

ইতি অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং পুত্রেষু নষ্টেষু দেবমাতাঽদিতিস্তদা। হৃতে ত্রিবিষ্টপে দৈত্যৈঃ পর্য্যতপ্যদনাথবৎ ॥১॥
একদা কশ্যপস্তস্যা আশ্রমং ভগবানগাৎ। নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধের্বিরতশ্চিরাৎ ॥২॥
স পত্নীং দীনবদনাং কৃতাসনপরিগ্রহঃ। সভাজিতো যথান্যায়মিদমাহ কুরূদ্বহ ॥৩॥
অপ্যভদ্রং ন বিপ্রাণাং ভদ্রে লোকেঽধুনাগতম্। ন ধর্ম্মস্য ন লোকস্য মৃত্যোশ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ ॥৪॥
অপি বাঽকুশলং কিঞ্চিদ্‌গৃহেষু গৃহমেধিনি। ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য যত্র যোগো হ্যযোগিনাম্ ॥৫॥
অপি বাঽতিথয়োঽভ্যেত্য কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া। গৃহাদপূজিতা যাতাঃ প্রত্যুত্থানেন বা ক্বচিৎ ॥৬॥
গৃহেষু যেম্বতিথয়ো নার্চিতাঃ সলিলৈরপি। যদি নির্যান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ ॥৭॥
অপ্যগ্নয়স্তু বেলায়াং ন হুতা হবিষা সতি। ত্বয়োদ্বিগ্নধিয়া ভদ্রে প্রোষিতে ময়ি কর্হিচিৎ ॥৮॥

যৎপূজয়া কামদুঘান্ যাতি লোকান্ গৃহান্বিতঃ।
ব্রাহ্মণোঽগ্নিশ্চ বৈ বিষ্ণোঃ সর্ব্বদেবাত্মনোমুখম্ ॥৯॥

অপি সর্ব্বে কুশলিনস্তব পুত্রা মনস্বিনি। লক্ষয়েঽস্বস্থমাত্মানং ভবত্যা লক্ষণৈরহম্ ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! এইরূপে দেবগণ অদৃশ্য হইলে এবং দৈত্যগণ কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য হৃত হইলে দেবমাতা অদিতি অনাথার ন্যায় পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। ১

তাহার পতি প্রজাপতি কশ্যপ বহুকালের পর সমাধি হইতে বিরত হইয়া একদিন অদিতির নিরুৎসব নিরানন্দ আশ্রমে গমন করিলেন। ২

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! প্রজাপতি কশ্যপ যথাবিধি পূজিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন এবং তিনি দীনবদনা পত্নী অদিতিকে এই কথা বলিলেন। ৩

হে ভদ্রে! ব্রাহ্মণদিগের বর্ত্তমান সময়ে কোন অমঙ্গল আগত হয় নাই ত? এবং ধর্ম্মের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? আর মৃত্যুর বশবর্ত্তী লোকের ত কোন অশুভ হয় নাই? ৪

অথবা তোমার গৃহে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গের কোন অকুশল ত হয় নাই? হে গৃহমেধিনি! গৃহাশ্রম সামান্য নহে, যেস্থানে অযোগীদিগের স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যোগফল লাভ হইয়া থাকে। ৫

অথবা অতিথিগণ আসিয়া কুটুম্বাসক্তা অর্থাৎ পরিজনের কার্য্যে ব্যগ্রা তোমা কর্ত্তৃক প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা পূজিত না হইয়াই গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছেন! যে সকল গৃহে অতিথিগণ আসিয়া জল দ্বারাও অর্চ্চিত না হইয়া নির্গত হয়েন, ঐ সকল গৃহ শৃগালের বিবর তুল্য। ৬ ৭

হে সতি! আমি প্রবাসে অবস্থান করিলে সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্তা, তুমি কি যথাকালে অগ্নিত্রয়ে হবির্দ্বারা হোম করিতে কখন বিস্মৃত হইয়াছ? ৮

গৃহস্থ যাঁহার পূজা দ্বারা কামদুঘ লোকে গমন করে, কারণ, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সর্ব্বদেবময় বিষ্ণুর মুখ। ৯

হে মনস্বিনি! তোমার পুত্রেরা সকলে কুশলে আছে ত? আমি মুখমালিন্যাদি লক্ষণ দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ অসুস্থ বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি। ১০

শ্রীঅদিতিরুবাচ।

ভদ্রং দ্বিজগবাং ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্যাস্য জনস্য চ। ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রং গৃহমেধিন্ গৃহা ইমে ॥১১॥

অগ্নয়োঽতিথয়ো ভৃত্যা ভিক্ষবো যে চ লিপ্সবঃ। সর্ব্বং ভগবতো ব্রহ্মন্নুধ্যানান্ন রিষ্যতি ॥১২॥

কো নু মে ভগবন্ কামো ন সম্পদ্যেত মানসঃ।
যস্যা ভবান্ প্রজাধ্যক্ষ এবং ধর্ম্মান্ প্রভাষতে ॥১৩॥

তবৈব মারীচ মনঃশরীরজাঃ প্রজা ইমাঃ সত্ত্বরজস্তমোজুষঃ।
সমো ভবাংস্তাস্বসুরাদিষু প্রভো তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ ॥১৪॥

তস্মাদীশ ভজন্ত্যা মে শ্রেয়শ্চিন্তয় সুব্রত। হৃতশ্রিয়ো হৃতস্থানান্ সপত্নৈঃ পাহি নঃ প্রভো ॥১৫॥

পরৈর্বিবাসিতা সাহং মগ্না ব্যসনসাগরে। ঐশ্বর্য্যং শ্রীর্যশঃ স্থানং হৃতানি প্রবলৈর্মম ॥১৬॥

যথা তানি পুনঃ সাধো প্রপদ্যেরন্ মমাত্মজাঃ। তথা বিধেহি কল্যাণং ধিয়া কল্যাণকৃত্তম ॥১৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবমভ্যর্থিতোঽদিত্যা কস্তামাহ স্ময়ন্নিব। অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ ॥১৮॥

ক্ব দেহো ভৌতিকোঽনাত্মা ক্ব চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।
কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্ ॥১৯॥

অদিতি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণ-গো-ধর্ম্ম ও এই লোকের কুশল, হে গৃহমেধিন্! এই গৃহ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের উদ্ভব স্থান, তাহারও কুশল। ১১

হে ব্রহ্মন্! আপনার অনুধ্যান আমি করি বলিয়াই অগ্নি, অতিথি, ভিক্ষুক ও যাহারা বলি-ইচ্ছুক, ইহারা সকলেই পরিতৃপ্ত আছে, ইহাদের সম্বন্ধে কোন ত্রুটি ঘটে নাই। হে ভগবন্! আমার মনের কোন্ অভিলাষ সম্পন্ন না হইবে যে, আমার নিকটে প্রজাপতি আপনি এইরূপ ধর্ম্ম বলিতেছেন। ১২-১৩

হে মরীচিনন্দন! আপনার মন ও শরীরোৎপন্ন এই প্রজা সকল সত্ত্ব, রজঃ অথবা তমোগুণযুক্ত, সেই দেবাদি প্রজাসকলের নিকট আপনি সমান, তথাপি মহেশ্বর ভক্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ১৪

হে সুব্রত! আমি আপনার ভক্তি করিয়া ভজনা করিতেছি, আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা করুন, ইহাই প্রার্থনা করি, সপত্নগণ আমার পুত্রগণের ঐশ্বর্য্য ও স্থান হরণ করিয়াছে, আপনি আমার পুত্রগণকে রক্ষা করুন। ১৫

হে ভগবন্! সেই আমি শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিবাসিতা অর্থাৎ স্থানচ্যুতা, অতএব বিপদসাগরে নিমগ্না হইয়াছি, এবং আমার ঐশ্বর্য্য, শ্রী, যশ ও স্থান প্রবল দৈত্যগণ হরণ করিয়া লইয়াছে, যে প্রকারে সেই সকল, আমার পুত্রগণ পাইতে পারে—হে সাধো! হে কল্যাণকারিন্! স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা সেই কল্যাণ বিধান করুন। ১৬-১৭

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অদিতি এই কথা বলিলে প্রজাপতি কশ্যপ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, অহো, বিষ্ণুর মায়া কি বলবতী, কি আশ্চর্য্য, এই জগৎ সেই মায়াপাশে বদ্ধ রহিয়াছে। ১৮

হে ভদ্রে! এই ভৌতিক অনাত্মা দেহ কোথায়? আর প্রকৃতির পরবর্ত্তী আত্মাই বা কোথায়? পতি পুত্রাদিই বা কে? এবং তাহারাই বা কাহার? এ সকলেরই মোহ একমাত্র কারণ। ১৯

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দ্দনম্। সর্ব্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুম্ ॥২০॥
স বিধাস্যতি তে কামান্ হরির্দীনানুকম্পনঃ। অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম ॥২১॥
শ্রীঅদিতিরুবাচ।
কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মন্নুপস্থাস্যে জগৎপতিম্। যথা মে সত্যসংকল্পো বিদধ্যাৎ স মনোরথম্ ॥২২॥
আদিশ ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিধিং তদুপধাবনম্।
আশু তুষ্যতি মে দেবঃ সীদন্ত্যাঃ সহ পুত্রকৈঃ ॥২৩॥
শ্রীকশ্যপ উবাচ।
এতন্মে ভগবান্ পৃষ্টঃ প্রজাকামস্য পদ্মজঃ। যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণম্ ॥২৪॥
ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্। অর্চ্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ ॥২৫॥
সিনীবাল্যাং মৃদালিপ্য স্নায়াৎ ক্রোড়বিদীর্ণয়া।
যদি লভ্যেত বৈ স্রোতস্যেতং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥২৬॥
ত্বং দেব্যাদিবরাহেণ রসায়াঃ স্থানমিচ্ছতা। উদ্ধৃতাসি নমস্তুভ্যং পাপ্মানং মে প্রণাশয় ॥২৭॥
নির্ব্বর্ত্তিতাত্মনিয়মো দেবমর্চ্চেৎ সমাহিতঃ।
অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্য্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি ॥২৮॥

হে ভদ্রে! সকল প্রাণীর অন্তর্য্যামী জগদ্গুরু আদিপুরুষ বাসুদেব ভগবান্ জনার্দ্দনকে আরাধনা কর। ২০

সেই ভগবান্ দীনানুগ্রহকারী হরি অবশ্যই তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন, আমার ইহাই স্থির নিশ্চয় যে, ভগবৎসেবাই একমাত্র অমোঘ, অপর কিছুই অমোঘ নহে। ২১

অদিতি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি কোন্ বিধি অনুসারে জগদ্গুরু হরির উপাসনা করিব, যেরূপ উপাসনায় সেই সত্যসঙ্কল্প হরি আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। ২২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাঁহার আরাধনার বিধি বলুন, যাহাতে পুত্রগণের সহিত অবসাদপ্রাপ্ত আমার প্রতি তিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হয়েন। ২৩

কশ্যপ বলিলেন, হে ভদ্রে! আমি পূর্ব্বে প্রজা কামনা করিয়া ভগবান্ পদ্মযোনিকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে কেশবতোষণ যে ব্রত বলিয়াছিলেন, আমি সেই ব্রত তোমাকে বলিতেছি। ২৪

ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষে দ্বাদশ দিন পয়োব্রত করিবে, উহাতে ভগবান্ পদ্মলোচনের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ২৫

হে কল্যাণি! যদি পাওয়া যায়, তবে বরাহোৎখাত মৃত্তিকা দ্বারা অমাবস্যায় গাত্র লেপন করিয়া স্রোতোজলে স্নান করিবে, এবং স্নানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ২৬

হে দেবি! স্থানেচ্ছু ভগবান্ আদি বরাহ তোমাকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমার পাপ নাশ কর। ২৭

নিজে নিত্য ও নৈমিত্তিক নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া প্রতিমায় কিম্বা স্থণ্ডিলে, অথবা জলে কিম্বা সূর্য্যে, অথবা বহ্নিতে কিম্বা গুরুতে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। ২৮

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহীয়সে। সর্ব্বভূতনিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে ॥ ২৯ ॥
নমো ব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধানপুরুষায় চ। চতুর্ব্বিংশদ্‌গুণজ্ঞায় গুণসঙ্খ্যানহেতবে ॥ ৩০ ॥
নমো দ্বিশীর্ষ্ণে ত্রিপদে চতুঃশৃঙ্গায় তন্তবে। সপ্তহস্তায় যজ্ঞায় ত্রয়ীবিদ্যাত্মনে নমঃ ॥৩১॥
নমঃ শিবায় রুদ্রায় নমঃ শক্তিধরায় চ। সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥৩২॥
নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে। যোগৈশ্বর্য্যশরীরায় নমস্তে যোগহেতবে ॥৩৩॥
নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ। নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ ॥৩৪॥
নমো মরকতশ্যামবপুষেঽধিগতশ্রিয়ে। কেশবায় নমস্তুভ্যং নমস্তে পীতবাসসে ॥৩৫॥
ত্বং সর্ব্ববরদঃ পুংসাং বরেণ্য বরদর্ষভ অতস্তে শ্রেয়সে ধীরাঃ পাদরেণুমুপাসতে ॥৩৬॥
অন্ববর্ত্তন্ত যং দেবাঃ শ্রীশ্চ তৎপাদপদ্ময়োঃ। স্পৃহয়ন্ত ইবামোদং ভগবান্ মে প্রসীদতাম্ ॥৩৭॥
এতৈর্মন্ত্রৈর্হৃষীকেশমাবাহনপুরস্কৃতম্। অর্চ্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ ॥৩৮॥
অর্চ্চিত্বা গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ পয়সা স্নাপয়েদ্বিভুম্। বস্ত্রোপবীতাভরণপাদ্যোপস্পর্শনৈস্ততঃ।
গন্ধধূপাদিভিশ্চার্চ্চেদ্দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥৩৯

পূজাকালে নয়টি মন্ত্র বলিয়া ভগবানের আবাহনাদি করিতে হইবে, সেই মন্ত্র এই, হে ভগবন্! বাসুদেব, মহত্তর পুরুষ, সর্ব্বপ্রাণীর নিবাসস্থান, সর্ব্বসাক্ষী আপনাকে নমস্কার। ২৯

সাংখ্যযোগের প্রবর্ত্তক এবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞ, সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম প্রধান পুরুষকে নমস্কার করি। ৩০

সেই বিষ্ণু যজ্ঞফলদাতা ও যজ্ঞরূপী, তাঁহার দুইটি শীর্ষ, তিনটি (সবনত্রয়) চরণ, চারিটি (চতুর্ব্বেদ) শৃঙ্গ, সাতটি (সপ্তচ্ছন্দঃ) হস্ত, সেই ত্রয়ী বিদ্যাস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, মঙ্গলময় ও রুদ্ররূপী এবং শক্তিধর আপনাকে নমস্কার, সর্ব্ববিদ্যার অধিপতি ও সর্ব্বভূতপতি আপনাকে নমস্কার করি। ৩১-৩২

সূত্রাত্মা এবং জগদাত্মা হিরণ্যগর্ভকে নমস্কার করি, যোগ ও ঐশ্বর্য্য যাঁহার শরীর, যিনি যোগের হেতু সেই আপনাকে নমস্কার। ৩৩

হে ভগবন্! আপনি আদিদেব, সকলের সাক্ষিস্বরূপ, আপনি নারায়ণ ও নর ঋষি, আপনি হরি—আপনাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! আপনি কেশব এবং মরকতের ন্যায় শ্যামবর্ণ, আপনি পীতবসন, আর আপনি শ্রীকে লাভ করিয়াছেন—আপনাকে নমস্কার করি। ৩৪-৩৫

হে বরেণ্য! হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি পুরুষদিকের সর্ব্বপ্রকার বরদাতা, অতএব ধীরব্যক্তিগণ মঙ্গলের জন্য আপনার পাদরেণুর উপাসনা করিয়া থাকেন। ৩৬

দেবগণ ও লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্মের সৌরভস্পৃহা করিয়া অনুবৃত্তি করেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৭

হে ভদ্রে! এই সকল মন্ত্রে আবাহন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে পাদ্যাদি দানান্তর ভগবান্ হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিবে। ৩৮

তাহার পর গন্ধ-মাল্য দ্বারা পূজা করিয়া দুগ্ধ দ্বারা সেই বিভুকে স্নান করাইবে, তাহার পর বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, পাদ্য, আচমন, গন্ধ, ধূপ প্রভৃতি দ্বারা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিবে। ৩৯

শৃতং পয়সি নৈবেদ্যং শাল্যন্নং বিভবে সতি। সসর্পিঃ সগুড়ং দত্ত্বা জুহুয়ান্মূলবিদ্যয়া ॥৪০॥
নিবেদিতং তদ্ভক্তায় দদ্যাদ্ ভুঞ্জীত বা স্বয়ম্। দত্ত্বাচমনমর্চ্চিত্বা তাম্বূলং চ নিবেদয়েৎ ॥৪১॥
জপেদষ্টোত্তরশতং স্তুবীত স্তুতিভিঃ প্রভুম্। কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভূমৌ প্রণমেদ্দণ্ডবন্মুদা ॥৪২॥
কৃত্বা শিরসি তচ্ছেষাং দেবমুদ্বাসয়েৎ ততঃ। দ্ব্যবরান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পায়সেন যথোচিতম্ ॥৪৩॥
ভুঞ্জীত তৈরনুজ্ঞাতঃ শেষ্টঃ শেষং সভাজিতৈঃ।
ব্রহ্মচার্য্যথ তদ্রাত্র্যাং শ্বোভূতে প্রথমেঽহনি ॥৪৪॥
স্নাতঃ শুচির্যথোক্তেন বিধিনা সুসমাহিতঃ। পয়সা স্নাপয়িত্বার্চ্চেদ্যাবদ্ব্রতসমাপনম্ ॥৪৫॥
পয়োভক্ষ্যো ব্রতমিদং চরেদ্বিষ্ণ্বর্চ্চনাদৃতঃ। পূর্ব্ববজ্জুহুয়াদগ্নিং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ॥৪৬॥
এবং ত্বহরহঃ কুর্য্যাদ্দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্। হরেরারাধনং হোমমর্হণং দ্বিজতর্পণম্ ॥ ৪৭ ॥
প্রতিপদ্দিনমারভ্য যাবচ্ছুক্লত্রয়োদশীম্। ব্রহ্মচর্য্যমধঃ স্বপ্নং স্নানং ত্রিষবণং চরেৎ ॥৪৮॥
বর্জ্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা। অহিংস্রঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ ॥৪৯॥
ত্রয়োদশ্যামথো বিষ্ণোঃ স্নপনং পঞ্চকৈর্বিভোঃ।
কারয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা বিধিকোবিদৈঃ ॥৫০॥

হে সতি! যদি বিভব থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধে শাল্যন্ন পাক করিয়া পায়সের নৈবেদ্য গুড় ও ঘৃতযুক্ত করিয়া নিবেদন করিবে, এবং ঐ পায়স দ্বারা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে হোম করিবে। ৪০

ঐ নিবেদিত নৈবেদ্য ভক্তকে প্রদান করিবে, অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে, তাহার পর আচমন দিয়া অর্চ্চনা করিয়া তাম্বূল নিবেদন করিবে। ৪১

তদনন্তর অষ্টোত্তরশত-বার মূল মন্ত্র জপ করিবে, নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা প্রভুকে স্তব করিবে, এবং প্রদক্ষিণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৪২

নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া দেবতাকে বিসর্জ্জন দিবে, পরে পায়স দ্বারা যথোচিতভাবে দুইটির অন্যূন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ৪৩

পরে সেই পূজিত ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বন্ধু-বান্ধবসহ স্বয়ং শেষান্ন ভোজন করিবে, এবং সেই রাত্রে ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবে, প্রভাত হইলে প্রথম দিনে প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নান করিয়া শুচি ও সমাহিত হইবে, এবং দুগ্ধ দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান করাইয়া পূজা করিবে; যাবৎকাল ব্রত-সমাপন না হয়, তাবৎ এইরূপে করিবে। বিষ্ণুপূজায় আগ্রহান্বিত ও পয়োভক্ষণপরায়ণ হইয়া এই ব্রত আচরণ করিবে, পূর্ব্বোক্তরূপে অগ্নিতে হোম করিবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ৪৪-৪৬

এইরূপে দ্বাদশদিন যাবৎ প্রত্যহ পয়োব্রত করিবে, হরির আরাধনা, হোম, পূজা, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করিবে, প্রতিপদ হইতে শুক্লা ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিশয্যায় শয়ন, তিনবার স্নান করিবে। ৪৭-৪৮

অসদালাপ বর্জ্জন করিবে, এবং উচ্চাবচ ভোগ পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বভূতে অহিংসানিরত ও বাসুদেবপরায়ণ হইবে। ৪৯

ত্রয়োদশীতে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বিধিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা পঞ্চামৃতে ভগবান্ বিষ্ণুর স্নান করাইবে। ৫০

পূজাং চ মহতীং কুর্য্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। চরুং নিরূপ্য পয়সি শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥৫১॥
সূক্তেন তেন পুরুষং যজেত সুসমাহিতঃ। নৈবেদ্যং চাতিগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ॥৫২॥
আচার্য্যং জ্ঞানসম্পন্নং বস্ত্রাভরণধেনুভিঃ। তোষয়েদৃত্বিজশ্চৈব তদ্বিদ্ধ্যারাধনং হরেঃ ॥৫৩॥

ভোজয়েৎ তান্ গুণবতা সদন্নেন শুচিস্মিতে।
অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা যে চ তত্র সমাগতাঃ ॥৫৪॥
দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদৃত্বিগ্ভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
অন্নাদ্যেনাশ্বপাকাংশ্চ প্রীণয়েৎ সমুপাগতান্ ॥৫৫॥
ভুক্তবৎসু চ সর্ব্বেষু দীনান্ধকৃপণাদিষু।
বিষ্ণোস্তৎ প্রীণনং বিদ্বান্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥৫৬॥
নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ স্তুতিভিঃ স্বস্তিবাচকৈঃ।
কারয়েৎ তৎকথাভিশ্চ পূজাং ভগবতোঽন্বহম্ ॥৫৭॥

এতৎ পয়োব্রতং নাম পুরুষারাধনং পরম্। পিতামহেনাভিহিতং ময়া তে সমুদাহৃতম্ ॥৫৮॥
ত্বঞ্চানেন মহাভাগে সম্যক্‌চীর্ণেন কেশবম্। আত্মনা শুদ্ধভাবেন নিয়তাত্মা ভজাব্যয়ম্ ॥৫৯॥
অয়ং বৈ সর্ব্বযজ্ঞাখ্যঃ সর্ব্বব্রতমিতি স্মৃতম্। তপঃসারমিদং ভদ্রে দানঞ্চেশ্বরতর্পণম্ ॥৬০॥

বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিত হইয়া মহতী পূজা করিবে, পরে দুগ্ধে চরু প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে, এবং উত্তমরূপ সমাহিত হইয়া উল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা পরম পুরুষকে পূজা করিবে। যাহাতে পরম পুরুষের তুষ্টি হয়, তাদৃশ গুণবৎ নৈবেদ্য প্রদান করিবে। ৫১-৫২

তাহার পর বস্ত্রালঙ্কার ও ধেনু দিয়া জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য ও পুরোহিতদিগের সন্তোষ জন্মাইবে, ঐ সকলের সন্তোষ-সম্পাদনই হরির আরাধনা, ইহা জানিবে। ৫৩

হে শুচিস্মিতে! গুণবৎ সদন্ন দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে, এবং শক্তি অনুসারে অন্য ব্রাহ্মণগণকে ও যাহারা সেই স্থানে সমাগত, তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। ৫৪

গুরুকে ও অন্য ঋত্বিগ্‌গণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিবে এবং সমাগত আচণ্ডাল সকল ব্যক্তিকে অন্নাদি দ্বারা প্রীত করিবে। ৫৫

দীন, অন্ধ, কৃপণাদি সকলে আহার করিলে পর ভগবান্ বিষ্ণু প্রীত হয়েন, ইহা জানিয়া বন্ধুগণসহ পরে স্বয়ং ভোজন করিবে। ৫৬

হে ভদ্রে! ব্রতকালে প্রতিদিনই নৃত্য-গীত বাদ্য স্তুতিপাঠ স্বস্তিবাচন এবং ভগবৎ-কথা ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। ৫৭

হে ভদ্রে! মহাপুরুষের পরম আরাধনাত্মক এই পয়োব্রত-নামক ব্রত পিতামহ আমাকে বলিয়াছিলেন, আর আমি তোমাকে বলিলাম। ৫৮

হে মহাভাগে! তুমি এই ব্রত সম্যক্‌রূপে আচরণ করিয়া, ইহা দ্বারা সংযত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া অব্যয় ভগবান্ কেশবকে ভজনা কর। ৫৯

হে ভদ্রে। ইহারই নাম সর্ব্বযজ্ঞ, ইহাই সর্ব্বব্রত, ইহাই তপস্যার সার, ইহাই মহাদান, ইহাই ঈশ্বরতর্পণ। ৬০

ত এব নিয়মাঃ সাক্ষাৎ ত এব চ যমোত্তমাঃ।
তপো দানং ব্রতং যজ্ঞো যেন তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥৬১॥
তস্মাদেতদ্ব্রতং ভদ্রে প্রয়তা শ্রদ্ধয়াচর। ভগবান্ পরিতুষ্টস্তে বরানাশু বিধাস্যতি ॥৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
কশ্যপাদিতিসংবাদে পয়োব্রতকথনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

যাহা দ্বারা ভগবান্ অধোক্ষজ তৃপ্ত হয়েন, তাহাই নিয়ম, তাহাই উত্তম সংযম, তাহাই তপস্যা, তাহাই দান, তাহাই ব্রত, তাহাই যজ্ঞ। অতএব হে ভদ্রে! তুমি সংযতা হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই ব্রত আচরণ কর, ইহাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া শীঘ্রই তোমাকে অভিলষিত বর সকল প্রদান করিবেন। ৬১-৬২

ইতি অষ্টম স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তা সাদিতী রাজন্ স্বভর্ত্রা কশ্যপেন বৈ। অন্বতিষ্ঠদ্ব্রতমিদং দ্বাদশাহমতন্দ্রিতা ॥ ১ ॥
চিন্তয়ন্ত্যেকয়া বুদ্ধ্যা মহাপুরুষমীশ্বরম্। প্রগৃহ্যেন্দ্রিয়দুষ্টাশ্বান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ ॥২॥
মনশ্চৈকাগ্রয়া বুদ্ধ্যা ভগবত্যখিলাত্মনি। বাসুদেবে সমাধায় চচার হ পয়োব্রতম্ ॥৩॥
তস্যাঃ প্রাদুরভূৎ তাত ভগবানাদিপূরুষঃ। পীতবাসাশ্চতুর্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৪ ॥
তং নেত্রগোচরং বীক্ষ্য সহসোত্থায় সাদরম্। ননাম ভুবি কায়েন দণ্ডবৎ প্রীতিবিহ্বলা ॥৫॥

সোত্থায় বদ্ধাঞ্জলিরীড়িতুং স্থিতা নোৎসেহ আনন্দজলাকুলেক্ষণা।
বভূব তূষ্ণীং পুলকাকুলাকৃতিস্তদ্দর্শনাত্যুৎসবগাত্রবেপথুঃ ॥ ৬ ॥
প্রীত্যা শনৈর্গদ্গদয়া গিরা হরিং তুষ্টাব সা দেব্যদিতিঃ কুরূদ্বহ।
উদ্বীক্ষতী সা পিবতীব চক্ষুষা রমাপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ॥৭॥

শ্রীঅদিতিরুবাচ।

যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুততীর্থপাদ তীর্থশ্রবঃশ্রবণমঙ্গলনামধেয়।
আপন্নলোকবৃজিনোপশমোদয়াদ্য শং নঃ কৃধীশ ভগবন্নসি দীননাথঃ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্, নিজপতি কশ্যপ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া অদিতি অনলসভাবে দ্বাদশাহ পয়োব্রত আচরণ করিলেন। ১

তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে সারথি করিয়া ও মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বগণকে সংযত করিয়া একাগ্রচিত্তে মহাপুরুষ ঈশ্বরকে চিন্তা করিতেন এবং অখিলাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে মনকে সমাহিত করিয়া পয়োব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। ২-৩

হে তাত, (অদিতির ব্রতচর্য্যায় স হইয়া) চতুর্ব্বাহু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পীতবসন ভগবান্ আদিপুরুষ অদিতির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ৪

তাঁহাকে নেত্রগোচর দেখিয়া অদিতি সাদরে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রীতিবিহ্বল হইয়া কায় দ্বারা ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ৫

হে রাজন্! প্রীতিবিহ্বলতা প্রযুক্ত উঠিবার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া অদিতি স্তব করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দাশ্রুতে তাঁহার নয়নদ্বয় পরিপূর্ণ হওয়ায় স্তুতি করিতে সমর্থা হইলেন না, তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, তাঁহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল; ভগবদ্দর্শনজনিত আনন্দে সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল। ৬

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞপতি জগৎপতি রমাপতিকে অবলোকন করিয়া দেবমাতা অদিতি চক্ষুর্দ্বারা যেন পান করিতে করিতে প্রীতিগদ্গদ বচনে ধীরে ধীরে স্তব আরম্ভ করিলেন। ৭

অদিতি বলিলেন, হে যজ্ঞেশ! হে যজ্ঞ-পুরুষ! হে অচ্যুত! হে তীর্থপাদ! হে তীর্থকীর্ত্তে! আপনার নাম শ্রবণে মঙ্গল হয়, হে বিপন্ন-পাপশমনকারিন্! হে প্রকাশমান, হে আদ্য! হে ঈশ! আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, আপনি দীননাথ। ৮

বিশ্বায় বিশ্বভবনস্থিতিসংযমায় স্বৈরং গৃহীতপুরুশক্তিগুণায় ভূম্নে।
স্বস্থায় শশ্বদুপবৃংহিতপূর্ণবোধব্যাপাদিতাত্মতমসে হরয়ে নমস্তে॥৯॥
আয়ুঃ পরং বপুরভীষ্টমতুল্যলক্ষ্মীর্দ্যোভূরসাঃ সকলযোগগুণাস্ত্রিবর্গঃ।
জ্ঞানঞ্চ কেবলমনন্ত ভবন্তি তুষ্টাৎ ত্বত্তো নৃণাং কিমু সপত্নজয়াদিরাশীঃ॥১০॥

শ্রীশুক উবাচ।

অদিত্যৈবং স্তুতো রাজন্ ভগবান্ পুষ্করেক্ষণঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানামিতি হোবাচ ভারত॥১১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

দেবমাতর্ভবত্যা মে বিজ্ঞাতং চিরকাঙ্ক্ষিতম্।
যৎ সপত্নৈর্হৃতশ্রীণাং চ্যাবিতানাং স্বধামতঃ॥১২॥

তান্ বিনির্জ্জিত্য সমরে দুর্ম্মদানসুরর্ষভান্। প্রতিলব্ধজয়শ্রীভিঃ পুত্রৈরিচ্ছস্যুপাসিতুম্॥১৩॥
ইন্দ্রজ্যেষ্ঠৈঃ স্বতনয়ৈর্হতানাং যুধি বিদ্বিষাম্। স্ত্রিয়ো রুদতীরাসাদ্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি দুঃখিতাঃ॥১৪॥
আত্মজান্ সুসমৃদ্ধাংস্ত্বং প্রত্যাহৃতযশঃশ্রিয়ঃ। নাকপৃষ্ঠমধিষ্ঠায় ক্রীড়তো দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥১৫॥

হে ভগবন্! আপনি বিশ্বরূপী অথচ বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে আপনি বিপুলশক্তি মায়াগুণ গ্রহণ করেন, আপনি ভূমা, (মহান্), স্বস্থ, নিত্য বর্দ্ধিতপূর্ণবোধ দ্বারা আত্মতমোগুণকে নাশ করেন। হে হরে! আপনাকে নমস্কার। ৯

হে অনন্ত! আপনি পরিতুষ্ট হইলে আপনা হইতে মনুষ্যদিগের ব্রহ্মার তুল্য আয়ুঃ, অভীপ্সিত দেহ, অতুলীয় স্বর্গ-সম্পদ্ ও মর্ত্ত্যের যাবতীয় ভোগ, অণিমাদি যোগসিদ্ধি সকল, ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং শত্রুজয়াদিরূপ বাসনা যে পূর্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? ১০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! হে ভারত! অদিতি এই প্রকার স্তব করিলে সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পদ্মলোচন ভগবান্ বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিয়াছিলেন। ১১

ভগবান্ বলিলেন, হে দেবমাতঃ! স্বপত্নীপুত্রেরা তোমার পুত্রগণের সম্পত্তি হরণ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ স্থান হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, ইহাতে তোমার মনে অনেক দিন হইতে যে বাসনা হইতেছে, তাহা আমি জানিয়াছি। ১২

সেই দুর্ম্মদ অসুরশ্রেষ্ঠগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিজের সম্পত্তি ও স্থান লাভ-পূর্ব্বক বিজয়ী পুত্রগণ তোমার উপাসনা করে, ইহাই তোমার অভিলাষ। ১৩

আর ইন্দ্র প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ যুদ্ধে শত্রুগণকে নিধন করিলে তাহাদের দুঃখিত পত্নীগণ মৃত পতির নিকটে রোদন করে, ইহা তুমি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ। ১৪

আর তোমার পুত্রেরা নিজেদের জয়শ্রী ফিরিয়া পায় এবং সুসমৃদ্ধ হয় এবং স্বর্গে ক্রীড়া করে, ইহা তুমি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ। ১৫

প্রায়োঽধুনা তেঽসুরযূথনাথা অপারণীয়া ইতি দেবি মে মতিঃ।
যৎ তেঽনুকূলেশ্বরবিপ্রগুপ্তা ন বিক্রমস্তত্র সুখং দদাতি ॥১৬॥
অথাপ্যুপায়ো মম দেবি চিন্ত্যঃ সন্তোষিতস্য ব্রতচর্য্যয়া তে।
মমার্চ্চনং নার্হতি গন্তুমন্যথা শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ ॥১৭॥
ত্বয়ার্চ্চিতশ্চাহমপত্যগুপ্তয়ে পয়োব্রতেনানুগুণং সমীড়িতঃ।
স্বাংশেন পুত্রত্বমুপেত্য তে সুতান্ গোপ্তাস্মি মারীচতপস্যধিষ্ঠিতঃ ॥১৮॥

উপধাব পতিং ভদ্রে প্রজাপতিমকল্মষম্। মাং চ ভাবয়তী পত্যাবেবংরূপমবস্থিতম্ ॥১৯॥
নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন। সর্ব্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্ ॥২০॥
শ্রীশুক উবাচ।
এতাবদুক্ত্বা ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। অদিতির্দুর্ল্লভং লব্ধ্বা হরের্জ্জন্মাত্মনি প্রভোঃ ॥২১॥
উপাধাবৎ পতিং ভক্ত্যা পরয়া কৃতকৃত্যবৎ। স বৈ সমাধিযোগেন কশ্যপস্তদবুধ্যত ॥২২॥
প্রবিষ্টমাত্মনি হরেরংশং হ্যবিতথেক্ষণঃ। সোঽদিত্যাং বীর্য্যমাধত্ত তপসা চিরসংভৃতম্।
সমাহিতমনা রাজন্ দারুণ্যগ্নিং যথাঽনিলঃ ॥২৩॥

হে দেবি! বর্ত্তমানে খুব সম্ভব অসুরযূথপতি-গণকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারা যাইবে না, ইহাই আমার অভিমত। কারণ, তাহারা অনুকূলেশ্বর বিপ্রগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সুতরাং তাহাদিগের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিতে গেলে উহা সুখের নিমিত্ত হইবে না। ১৬

ইহা হইলেও তুমি যখন ব্রতচর্য্যা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, তখন হে দেবি! ইহার উপায় আমাকে চিন্তা করিতে হইবে, আমার অর্চ্চনা শ্রদ্ধানু-রূপ ফল জন্মাইয়া থাকে, সুতরাং উহা বিফলে যাইতে পারে না। ১৭

হে দেবি! পুত্রগণের রক্ষার নিমিত্ত পয়োব্রত দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়াছ এবং অনুকূল ভাবে আমার স্তব করিয়াছ, এই কারণে আমি অংশে তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব এবং কশ্যপের তপস্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করিব। ১৮

হে দেবি! হে ভদ্রে! এইরূপে আমি তোমার পতিতে অবস্থিত ইহা ভাবনা করিয়া নিষ্পাপ প্রজাপতি স্বীয় পতি কশ্যপকে ভজনা কর। ১৯

হে দেবি! জিজ্ঞাসা করিলেও এই দেবগুহ্য বৃত্তান্ত অপর কাহাকেও বলিও না, দেবগুহ্য ব্যাপার গোপনে রাখিতে পারিলে সকলই সুসম্পন্ন হয়। ২০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, অদিতি নিজের গর্ভে ভগবান্ হরি জন্মগ্রহণ করিবেন, এই দুর্লভ বরলাভ করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্যা মনে করিলেন এবং পরম ভক্তিসহকারে পতিকে সেবা করিবার জন্য তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। সেই সত্যদৃষ্টি, মহর্ষি কশ্যপ সমাধিযোগে জানিতে পারিলেন যে, ভগবান্ হরির অংশ আপনাতে প্রবিষ্ট হইল। হে রাজন্! বায়ু যেমন ঘর্ষণ দ্বারা কাষ্ঠে বন-দাহকবহ্নি সঞ্চার করে, সেইরূপ সেই কশ্যপ সমা-হিতমনা হইয়া চিরকালের সঞ্চিত বীর্য্য অদিতিতে আধান করিলেন। ২১-২৩

অদিতের্ধিষ্ঠিতং গর্ভং ভগবন্তং সনাতনম্। হিরণ্যগর্ভো বিজ্ঞায় সমীড়ে গুহ্যনামভিঃ ॥২৪॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

জয়োরুগায় ভগবন্নুরুক্রম নমোঽস্তু তে। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ত্রিগুণায় নমো নমঃ ॥২৫॥

নমস্তে পৃশ্নিগর্ভায় বেদগর্ভায় বেধসে। ত্রিনাভায় ত্রিপৃষ্ঠায় শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥২৬॥

ত্বমাদিরন্তো ভুবনস্য মধ্যমনন্তশক্তিং পুরুষং যমাহুঃ।
কালো ভবানাক্ষিপতীশ বিশ্বং স্রোতো যথান্তঃপতিতং গভীরম্ ॥২৭॥

ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং প্রজাপতীনামসি সম্ভবিষ্ণুঃ।
দিবৌকসাং দেব দিবশ্চ্যুতানাং পরায়ণং নৌরিব মজ্জতোঽপ্সু ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হে রাজন্! ভগবান্ সনাতন বিষ্ণু অদিতির গর্ভে অবস্থিত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইবামাত্র হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা গুহ্যনাম সকল দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ২৪

ব্রহ্মা বলিলেন, হে উরুগায়! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে উরুক্রম! আপনাকে নমস্কার, হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে ত্রিগুণ! আপনাকে নমস্কার। ২৫

হে ভগবন্! পূর্ব্বে অদিতি পৃশ্নি ছিলেন, আপনি তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, আপনাকে নমস্কার, হে প্রভো! আপনি বিধাতা, সকল বেদে প্রকাশমান, আপনাকে নমস্কার, হে ভগবন্! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন প্রদেশ আপনার নাভিদেশে বর্ত্তমান; আপনি ত্রিলোকের উপরিস্থিত, সকল জীবে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট, তথাপি সর্ব্বব্যাপী আপনাকে নমস্কার। হে ঈশ! যাঁহাকে অনন্তশক্তি পুরুষ বলে, আপনি সেই এবং আপনি বিশ্বের আদি, অন্ত ও মধ্য। গভীর স্রোতঃ যেমন জলপতিত তৃণকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কালরূপী আপনি বিশ্বকে আকর্ষণ করেন। ২৬-২৭

হে ভগবন্! আপনি স্থাবর-জঙ্গম প্রজাসকলের ও প্রজাপতিগণের উৎপাদক, জলমধ্যে মজ্জনোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে নৌকা যেমন অবলম্বনীয় হয়, সেইরূপ স্বর্গচ্যুত দেবগণেরও আপনিই একমাত্র আশ্রয়, (অতএব দেবকাম্য-সাধনার্থ আপনার এই অবতার, সুতরাং স্বর্গচ্যুত দেবগণকে পুনরায় স্বর্গে স্থাপন করুন)। ২৮

ইতি অষ্টম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং বিরিঞ্চস্তুতকর্ম্মবীর্য্যঃ প্রাদুর্ব্বভূবামৃতভূরদিত্যাম্ ।
চতুর্ভুজঃ শঙ্খগদাব্জচক্রঃ পিশঙ্গবাসা নলিনায়তেক্ষণঃ ॥১॥
শ্যামাবদাতো ঝষরাজকুণ্ডল ত্বিষোল্লসচ্ছ্রীবদনাম্বুজঃ পুমান্ ।
শ্রীবৎসবক্ষা বলয়াঙ্গদোল্লসৎকিরীটকাঞ্চীগুণচারুনূপুরঃ ॥২॥
মধুব্রতব্রাতবিঘুষ্টয়া স্বয়া বিরাজিতঃ শ্রীবনমালয়া হরিঃ ।
প্রজাপতের্বেশ্মতমঃ স্বরোচিষা বিনাশয়ন্ কণ্ঠনিবিষ্টকৌস্তুভঃ ॥৩॥
দিশঃ প্রসেদুঃ সলিলাশয়াস্তদা প্রজাঃ প্রহৃষ্টা ঋতবো গুণান্বিতাঃ ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং ক্ষিতিরগ্নিজিহ্বা গাবো দ্বিজাঃ সংজহৃষুর্নগাশ্চ ॥৪॥
শ্রোণায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রভুঃ । সর্ব্বে নক্ষত্রতারাদ্যাশ্চক্রুস্তজ্জন্ম দক্ষিণম্ ॥৫॥
দ্বাদশ্যাং সবিতাঽতিষ্ঠন্মধ্যন্দিনগতো নৃপ । বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্যাং জন্ম বিদুর্হরেঃ ॥৬॥
শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গপণবানকাঃ । চিত্রবাদিত্রতূর্য্যাণাং নির্ঘোষস্তুমুলোঽভবৎ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মা এইরূপে ভগবানের কার্য্য ও বীর্য্যের স্তব করিলে জন্ম-মৃত্যু-শূন্য সেই হরি অদিতিতে প্রাদুর্ভূত হইলেন, তাঁহার নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত আর চারি বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দেদীপ্যমান, এবং কটিদেশে পীত-বসন পরিধান ছিল। ১

তিনি শ্যামবর্ণ, অথচ উজ্জ্বল, এবং মকরাকৃতি কুণ্ডলের দীপ্তি দ্বারা তাঁহার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত, তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, এবং বলয়, অঙ্গদ, উজ্জ্বল কিরীট, কাঞ্চী ও মনোহর নূপুর যথাস্থানে উল্লসিত হইতেছিল। ২

ভ্রমরপুঞ্জের দ্বারা শব্দায়মান স্বীয় বনমালা বিভূষিত ভগবান্ হরি শরীরের প্রভাবে প্রজাপতির গৃহের অন্ধকার বিনাশ করিতেছিলেন, তাঁহার কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি নিবেশিত ছিল। ৩

ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র দিক্ সকল ও জলাশয় সকল প্রসন্ন হইল, প্রজাবর্গ প্রহৃষ্ট হইল, এবং সমুদায় ঋতু স্ব স্ব গুণে (ফল-পুষ্পাদিতে) সুশোভিত হইল, আর স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী এবং দেব-দ্বিজ গো সকলের ও পর্ব্বত সকলের অন্তরে যৎপরোনাস্তি হর্ষ জন্মিল। ৪

হে রাজন্! ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতিথিতে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে ভগবান্ হরি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগণ ও গুরু-শুক্রাদি গ্রহ সকল অনুকূল থাকিয়া তাঁহার জন্মদিনকে উদার করিয়াছিল অর্থাৎ তদীয় জন্মকালে সমুদায় গ্রহ-নক্ষত্র শুভাবহ হইয়াছিল। ৫

হে রাজন্! যে সময়ে ভগবান্ বামনের জন্ম হয় বলিয়া প্রাচীনগণ জানেন, সেই দ্বাদশীর দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়কে 'বিজয়া' বলে। ৬

সেই সময়ে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, আনক সকল বাজিয়াছিল, বিচিত্র বাদ্য ও নৃত্যের তুমুল শব্দ হইয়াছিল। ৭

প্রীতাশ্চাপ্সরসোঽনৃত্যন্ গন্ধর্ব্বপ্রবরা জগুঃ। তুষ্টুবুর্মুনয়ো দেবা মনবঃ পিতরোঽগ্নয়ঃ ॥৮॥
সিদ্ধবিদ্যাধরগণাঃ সকিম্পুরুষকিন্নরাঃ। চারণা যক্ষরক্ষাংসি সুপর্ণা ভুজগোত্তমাঃ ।৯॥
গায়ন্তোঽতিপ্রশংসন্তো নৃত্যন্তো বিবুধানুগাঃ। অদিত্যা আশ্রমপদং কুসুমৈঃ সমবাকিরন্ ॥১০॥
দৃষ্ট্বাঽদিতিস্তং নিজগর্ভসম্ভবং পরং পুমাংসং মুদমাপ বিস্মিতা।
গৃহীতদেহং নিজযোগমায়য়া প্রজাপতিশ্চাহ জয়েতি বিস্মিতঃ ॥১১॥
যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ।
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সংপশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ ॥১২॥
তং বটুং বামনং দৃষ্ট্বা মোদমানা মহর্ষয়ঃ। কর্ম্মাণি কারয়ামাসুঃ পুরস্কৃত্য প্রজাপতিম্ ॥১৩॥
তস্যোপনীয়মানস্য সাবিত্রীং সবিতাঽব্রবীৎ। বৃহস্পতির্ব্রহ্মসূত্রং মেখলাং কশ্যপোঽদদাৎ ॥১৪॥
দদৌ কৃষ্ণাজিনং ভূমির্দণ্ডং সোমো বনস্পতিঃ।
কৌপীনাচ্ছাদনং মাতা দ্যৌশ্ছত্রং জগতঃ পতেঃ ॥১৫॥
কমণ্ডলুং বেদগর্ভঃ কুশান্ সপ্তর্ষয়ো দদুঃ। অক্ষমালাং মহারাজ সরস্বত্যব্যয়াত্মনঃ ॥১৬॥
তস্মা ইত্যুপনীতায় যক্ষরাট্ পাত্রিকামদাৎ। ভিক্ষাং ভগবতী সাক্ষাদুমাদাদম্বিকা সতী ॥১৭॥

অপ্সরোগণ প্রীত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল এবং গন্ধর্ব্বপ্রবরগণ গান করিল ও মুনিগণ, দেবগণ, মনুগণ, পিতৃগণ ও অগ্নিসমূহ স্তব করিয়াছিলেন। ৮

সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, কিম্পুরুষ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, গরুড়, উত্তম নাগগণ দেবগণের অনুগ হইয়া নৃত্য গান ও অতিশয় প্রশংসা করিতে করিতে অদিতির আশ্রমে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৯-১০

হে রাজন্! নিজ গর্ভসম্ভূত সেই পরমপুরুষকে দেখিয়া অদিতি বিস্মিতা হইলেন ও পরম আনন্দ লাভ করিলেন, প্রজাপতি কশ্যপ যোগমায়ায় গৃহীত-কলেবর সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ও ভগবান্ আপনি জয়যুক্ত হউন, এই কথা বলিলেন। ১১

হে রাজন্! ভগবান্ হরি যে অব্যক্ত শরীর প্রথমে ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যে ভূষণ ও অস্ত্র দ্বারা বিভাসিত হইয়া নিত্য ব্যক্ত হয়, সেই শরীরেই ভগবান্ দর্শনকারী পিতামাতার সমক্ষে নটের ন্যায় বটু বামন হইয়াছিলেন। ১২

তাঁহাকে, বামন দর্শন করিয়া মহর্ষি-গণ আনন্দিত হইলেন এবং প্রজাপতি কশ্যপকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সকল করাইলেন। ১৩

তাহার পর যখন বটু বামন উপনীত হইলেন, তখন সবিতৃদেব তাঁহাকে সাবিত্রী বলিলেন, বৃহস্পতি তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত ও কশ্যপ তাঁহাকে মেখলা প্রদান করিলেন। ১৪

ভূমি কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি সোম দণ্ড এবং মাতা (অদিতি) কৌপীনাচ্ছাদন, স্বর্গ ছত্র, সেই জগৎ-পতিকে প্রদান করিলেন। ১৫

হে মহারাজ! ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ, আর সরস্বতী অক্ষমালা সেই অব্যয়াত্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ১৬

হে রাজন্! সেই উপনীত ব্রাহ্মণকুমারকে যক্ষ-রাজ কুবের ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিলেন আর ভগবতী সতী অম্বিকা উমা ভিক্ষা প্রদান করিলেন। ১৭

স ব্রহ্মবর্চসেনৈবং সভাং সম্ভাবিতো বটুঃ। ব্রহ্মর্ষিগণসংজু(ঘু)ষ্টামত্যরোচত মারিষঃ ॥১৮॥
সমিদ্ধমাহিতং বহ্নিং কৃত্বা পরিসমূহনম্। পরিস্তীর্য্য সমভ্যর্চ্চ্য সমিদ্ভিরজুহোদ্দ্বিজঃ ॥১৯॥
শ্রুত্বাঽশ্বমেধৈর্যজমানমূর্জ্জিতং বলিং ভৃগূণামুপকল্পিতৈস্ততঃ।
জগাম তত্রাখিলসারসম্ভৃতো ভারেণ গাং সন্নময়ন্ পদে পদে ॥২০॥
তং নর্ম্মদায়াস্তট উত্তরে বলের্যে ঋত্বিজস্তে ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে।
প্রবর্ত্তয়ন্তো ভৃগবঃ ক্রতূত্তমং ব্যচক্ষতারাদুদিতং যথা রবিম্ ॥২১॥
তে ঋত্বিজো যজমানঃ সদস্যা হতত্বিষো বামনতেজসা নৃপ।
সূর্য্যঃ কিলায়াত্যুত বা বিভাবসুঃ সনৎকুমারোঽথ দিদৃক্ষয়া ক্রতোঃ ॥২২॥
ইত্থং সশিষ্যেষু ভৃগুষ্বনেকধা বিতর্ক্যমাণো ভগবান্ স বামনঃ।
ছত্রং সদণ্ডং সজলং কমণ্ডলুং বিবেশ বিভ্রদ্ধয়মেধবাটম্ ॥২৩॥
মৌঞ্জ্যা মেখলয়া বীতমুপবীতাজিনোত্তরম্। জটিলং বামনং বিপ্রং মায়ামাণবকং হরিম্ ॥২৪॥
প্রবিষ্টং বীক্ষ্য ভৃগবঃ সশিষ্যাস্তে সহাগ্নিভিঃ। প্রত্যগৃহ্ণন্ সমুত্থায় সংক্ষিপ্তাস্তস্য তেজসা ॥২৫॥
যজমানঃ প্রমুদিতো দর্শনীয়ং মনোরমম্। রূপানুরূপাবয়বং তস্মা আসনমাহরৎ ॥২৬॥

সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বামন বটু এই প্রকারে সৎকৃত হইয়া স্বীয় ব্রহ্মতেজ দ্বারাই ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত সেই সভাকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৮

তাহার পর বিভু বামন, অবস্থিত অগ্নিকে কাষ্ঠ দ্বারা সমিদ্ধ করিয়া এবং চতুর্দ্দিকে কুশাস্তরণ-পূর্ব্বক পরিসমূহন ও অর্চ্চনা করিয়া সমিধ্ দ্বারা হোম করিলেন। ১৯

তাহার পর ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের সুসংস্কৃত বহুতর অশ্বমেধ দ্বারা বলবান্ বলি যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া, অখিল বিশ্বের সারগ্রাহী বামন নিজ দেহভারে প্রতি পদে ভূমিকে অবনমিত করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। ২০

হে রাজন্! নর্ম্মদার উত্তর তীরে ভৃগুকচ্ছ-নামক ক্ষেত্রে যে সকল ভৃগুবংশীয় ঋত্বিক্ বলির ঐ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহারা উদিত সূর্য্যের ন্যায় বামনকে নিকটে দেখিতে পাইলেন। ২১

হে রাজন্! সেই প্রসিদ্ধ ঋত্বিক্‌সমূহ, সদস্যগণ ও যজমান বলি বামনের তেজে হতপ্রভ হইলেন, এবং এই বলিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যজ্ঞদর্শন করিবার বাসনায় কি দিবাকর অথবা বহ্নি কিম্বা সনৎকুমার আসিতেছেন? ২২

হে নৃপ! সশিষ্য ভৃগুগণ এইরূপ অনেক প্রকার বিতর্ক করিলে বিতর্কের বিষয় ভগবান্ বামন দণ্ড, ছত্র, সজল কমণ্ডলু ধারণ করিয়া বলির অশ্বমেধযজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২৩

কটিদেশে মুঞ্জের মেখলাবন্ধ, স্কন্ধে উপবীত ও কৃষ্ণাজিনোত্তরীয় ধারণ করিয়া জটিল মায়াবামনরূপী বামন হরিকে যজ্ঞভূমিতে প্রবিষ্ট দেখিয়া তদীয় তেজে সশিষ্য সবহ্নি ভৃগুগণ হতপ্রভ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ২৪-২৫

বামন দর্শনে পরম হৃষ্ট যজমান বলি, দর্শনীয় মনোরম রূপের অনুরূপাকৃতি আসন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ২৬

স্বাগতেনাভিনন্দ্যাথ পাদৌ ভগবতো বলিঃ। অবনিজ্যার্চ্চয়ামাস মুক্তসঙ্গং মনোরমম্ ॥ ২৭ ॥
তৎপাদশৌচং জনকল্মষাপহং স ধর্ম্মবিন্মূর্দ্ধ্যদধাৎ সুমঙ্গলম্।
যদ্দেবদেবো গিরিশশ্চন্দ্রমৌলির্দধার মূর্দ্ধ্না পরয়া চ ভক্ত্যা ॥২৮॥

শ্রীবলিরুবাচ

স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মন্ কিং করবাম তে।
ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ সাক্ষান্মন্যে ত্বার্য্য বপুর্ধরম্ ॥২৯॥
অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্।
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্ভবানাগতো গৃহান্ ॥৩০॥
অদ্যাগ্নয়ো মে সুহুতা যথাবিধি দ্বিজাত্মজ ত্বচ্চরণাবনেজনৈঃ।
হতাংহসো বার্ভিরিয়ঞ্চ ভূরহো তথা পুনীতা তনুভিঃ পদৈস্তব ॥৩১॥
যদ্‌যদ্বটো বাঞ্ছসি তৎ প্রতীচ্ছ মে ত্বামর্থিনং বিপ্রসুতানুতর্কয়ে।
গাং কাঞ্চনং গুণবদ্ধামমৃষ্টং তথান্নপেয়মুত বা বিপ্রকন্যাম্।
গ্রামান্ সমৃদ্ধাংস্তুরগান্ গজান্ বা রথাংস্তথার্হত্তম সংপ্রতীচ্ছ ॥৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে বলিবামনসংবাদেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

পরে স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা অভিনন্দন করিয়া বলি ভগবানের পাদদ্বয় ধৌত করিয়া মুক্তসঙ্গ মনোরম হরিকে পূজা করিয়াছিলেন। ২৭

হে রাজন্! যে জল (গঙ্গারূপে) দেবদেব চন্দ্রশেখর গিরিশ পরম ভক্তি-সহকারে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, দৈত্য-কুলের পাপনাশক পরম মঙ্গলময় সেই পাদশৌচ জল, ধর্ম্মজ্ঞ বলি মস্তকে ধারণ করিলেন। ২৮

বলি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনাকে নমস্কার করি, আপনার কি করিব আজ্ঞা করুন। হে আর্য্য, আপনাকে ব্রহ্মর্ষিদিগের বিগ্রহধারী তপস্যা বলিয়া আমি মনে করি। ২৯

অদ্য আমার পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়াছেন, অদ্য আমাদিগের কুল পবিত্র হইয়াছে এবং অদ্য আমার যজ্ঞ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কারণ, আপনি আমার গৃহে আসিয়াছেন। ৩০

অদ্য আমার অগ্নি সকল যথাবিধি হুত হইয়াছেন, হে দ্বিজাত্মজ! আপনার পাদপ্রক্ষালনজলে আমার পাপ দূরীভূত হইয়াছে এবং এই ভূমি আপনার ক্ষুদ্র পদন্যাসে পবিত্র হইয়াছে। ৩১

হে ব্রাহ্মণনন্দন! আপনাকে দেখিয়া আপনি প্রার্থী বলিয়া মনে হইতেছে, সুতরাং আপনি যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন। হে পূজ্যতম! গো, কাঞ্চন, উৎকৃষ্ট গৃহ, সুমিষ্ট অন্ন-পানীয়, বিপ্রকন্যা, সমৃদ্ধ ভূরি ভূরি গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, অথবা রথ, যাহা আপনার অভিলষিত, তাহা গ্রহণ করুন। ৩২

ইতি অষ্টম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বৈরোচনের্বাক্যং ধর্ম্মযুক্তং স সূনৃতম্। নিশম্য ভগবান্ প্রীতঃ প্রতিনন্দ্যেদমব্রবীৎ ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বচস্তবৈতজ্জনদেব সূনৃতং কুলোচিতং ধর্ম্মযুতং যশস্করম্।
যস্য প্রমাণং ভৃগবঃ সাম্পরায়ে পিতামহঃ কুলবৃদ্ধঃ প্রশান্তঃ ॥২॥
ন হ্যেতস্মিন্ কুলে কশ্চিন্নিঃসত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমান্।
প্রত্যাখ্যাতা প্রতিশ্রুত্য যো বাহদাতা দ্বিজাতয়ে ॥৩॥
ন সন্তি তীর্থে যুধি চার্থিনার্থিতাঃ পরাঙ্মুখা যে ত্বমনস্বিনো নৃপ।
যুষ্মৎকুলে যদ্‌যশসামলেন প্রহ্লাদ আভাতি যথোড়ুপঃ খে ॥৪॥
যতো জাতো হিরণ্যাক্ষশ্চরন্নেক ইমাং মহীম্। প্রতিবীরং দিগ্বিজয়ে নাবিন্দত গদায়ুধঃ ॥৫॥
যং বিনির্জ্জিত্য কৃচ্ছ্রেণ বিষ্ণুঃ ক্ষ্মোদ্ধার আগতম্।
আত্মানং জয়িনং মেনে তদ্বীর্য্যং ভূর্য্যনুস্মরন্ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বিরোচননন্দন বলির এই প্রকার ধর্ম্মযুক্ত সুনৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বামন প্রীত হইলেন ও প্রশংসা করিয়া এই কথা বলিলেন। ১

ভগবান্ বলিলেন, হে জনদেব! তোমার এই সকল বাক্য সূনৃত, ধর্ম্মযুক্ত যশস্কর এবং তোমার কুলোচিত, না হইবেই বা কেন? পারলৌকিক ধর্ম্মে ভৃগুগণ ও কুলবৃদ্ধ পিতামহ প্রশান্ত প্রহ্লাদ যাহার নিকট প্রমাণ—অর্থাৎ ভৃগুগণ ও পিতামহ প্রহ্লাদের বাক্যানুসারে যখন তুমি পারলৌকিক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাক, তখন এইরূপই হওয়া উচিত। ২

হে রাজন্! তোমাদের কুলে এমত নিঃসত্ত্ব অথবা কৃপণ কোন পুরুষ জন্মে নাই, যে প্রতিশ্রুতি করিয়া কোন ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কিম্বা অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে নাই ৩

হে নৃপ! দানাবসরে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রার্থিত হইয়া পরাঙ্মুখ হয়, এবংবিধ অমনস্বী পুরুষ তোমাদের কুলে কেহ হয় নাই, ইহার প্রমাণ দে—নক্ষত্রপতি চন্দ্র যেমন আকাশে দীপ্তি পাইতেছেন, সেইরূপ তোমার কুলে মহাত্মা প্রহ্লাদ অমল যশে উদ্যোতিত হইতেছেন। ৪

তোমার বিখ্যাত বংশে মহাবীর হিরণ্যাক্ষ জন্ম-গ্রহণ করিয়া গদা-ধারণপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ার্থ একাকী এই মহীমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কুত্রাপি প্রতি-যোদ্ধা প্রাপ্ত হন নাই। ৫

ভগবান্ বিষ্ণু যখন বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, সেই সময়ে ঐ বীর (হিরণ্যাক্ষ) তথায় উপস্থিত ছিলেন; বিষ্ণু অতিকষ্টে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তদীয় ভূরি বীর্য্য স্মরণ করিতে করিতে আপনাকে জয়ী বলিয়া মনে করেন। ৬

নিশম্য তদ্বধং ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুঃ পুরা। হন্তুং ভ্রাতৃহণং ক্রুদ্ধো জগাম নিলয়ং হরেঃ ॥৭॥
তমায়ান্তং সমালোক্য শূলপাণিং কৃতান্তবৎ। চিন্তয়ামাস কালজ্ঞো বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ ॥৮॥
যতো যতোঽহং তত্রাসৌ মৃত্যুঃ প্রাণভৃতামিব। অতোঽহমস্য হৃদয়ং প্রবেক্ষ্যামি পরাগ্‌দৃশঃ ॥৯॥
এবং স নিশ্চিত্য রিপোঃ শরীরমাধাবতো নির্বিবিশেঽসুরেন্দ্র।
শ্বাসানিলান্তর্হিতসূক্ষ্মদেহস্তৎপ্রাণরন্ধ্রেণ বিবিগ্নচেতাঃ ॥ ১০ ॥
স তন্নিকেতং পরিমৃশ্য শূন্যমপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ।
ক্ষ্মাং দ্যাং দিশঃ খং বিবরান্ সমুদ্রান্ বিষ্ণুং বিচিন্বন্ ন দদর্শ বীরঃ ॥১১॥
অপশ্যন্নিতি হোবাচ ময়ান্বিষ্টমিদং জগৎ। ভ্রাতৃহা মে গতো নূনং যতো নাবর্ত্ততে পুমান্ ॥১২॥
বৈরানুবন্ধ এতাবানামৃত্যোরিহ দেহিনাম্। অজ্ঞানপ্রভবো মন্যুরহংমানোপবৃংহিতঃ ॥ ১৩ ॥
পিতা প্রহ্লাদপুত্রস্তে তদ্বিদ্বান্ দ্বিজবৎসলঃ। স্বমায়ুর্দ্বিজলিঙ্গেভ্যো দেবেভ্যোঽদাৎ স যাচিতঃ ॥১৪॥
ভবানাচরিতান্ ধর্ম্মানাস্থিতো গৃহমেধিভিঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ পূর্ব্বজৈঃ শূরৈরন্যৈশ্চোদ্দামকীর্ত্তিভিঃ ॥১৫॥

আর হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষের বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃহন্তার প্রাণবধার্থ ক্রুদ্ধ হইয়া হরির আবাস-স্থানে গমন করিয়াছিল, তখন মায়াবীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মায়াবী অথচ কালজ্ঞ হরি শূলহস্ত ঐ দানবকে কৃতান্তবৎ আসিতে দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। ৭-৮

যেখানে যেখানে আমি যাই, সেই সেই স্থানে প্রাণধারিগণের মৃত্যুর ন্যায় ঐ দানব উপস্থিত হয়, সুতরাং আমি ঐ বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন দানবের হৃদয়ে প্রবেশ করিব। ৯

হে রাজন্! ভগবান্ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ধাবমান সেই রিপুর নাসারন্ধ্র-পথে শরীর-মধ্যে (হৃদয়ে) প্রবেশ করিলেন, তথাপি সেই সুরেন্দ্র শত্রুর শ্বাসবায়ুতে সূক্ষ্ম দেহ অন্তর্হিত করিয়াছিলেন এবং উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছিলেন। ১০

সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর শূন্য আবাস-স্থানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে না দেখিতে পাওয়ায় কুপিত হইয়া সিংহনিনাদ করিল। সে পৃথ্বী, স্বর্গ, আকাশ, দিক্‌সকল, বিবরসকল, সমুদ্র—সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া বিষ্ণুকে দেখিতে পাইল না। সেই দৈত্যপতি বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া এই কথা বলিল, আমি এই জগৎ অন্বেষণ করিয়াছি, আমার ভ্রাতৃহন্তা সেই স্থানে নিশ্চয় গমন করিয়াছে, যেখানে গমন করিলে পুরুষ আর ফিরিয়া আইসে না। ১১-১২

হে রাজন্! অহঙ্কারাভিমানের দ্বারা বর্দ্ধিত অজ্ঞানপ্রভব ক্রোধ দেহাভিমানী পুরুষের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই প্রকারই হইয়া থাকে। ১৩

হে রাজন্! তোমার পিতা দ্বিজবৎসল প্রহ্লাদ-পুত্র বিরোচন, দ্বিজবেশধারী নিজ শত্রু দেবগণকে জানিতে পারিয়াও সেই দ্বিজবেশধারী দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া নিজের পরমায়ু দান করিয়াছিলেন। হে নৃপ! তুমি গৃহমেধি-ব্রাহ্মণগণ, পূর্ব্বপুরুষগণ ও অন্যান্য উদ্দামকীর্ত্তি মহাজনগণের আচরিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ। ১৪-১৫

বিবৃতি—অজ্ঞাননিবৃত্তির পূর্ব্বে পৌরুষ ত্যাগ করা মূর্খতা মাত্র, এই কারণেই হিরণ্যকশিপু শত্রু অন্বেষণে বিরত হয় নাই। ১৩

তস্মাৎ ত্বত্তো মহীমীষদ্‌বৃণেঽহং বরদর্ষভাৎ। পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সম্মিতানি পদা মম ॥১৬॥
নান্যং তে কাময়ে রাজন্ বদান্যাজ্জগদীশ্বরাৎ। নৈনঃ প্রাপ্নোতি বৈ বিদ্বান্ যাবদর্থপ্রতিগ্রহঃ ॥১৭॥

শ্রীবলিরুবাচ।

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ বাচস্তে বৃদ্ধসম্মতাঃ। ত্বং বালো বালিশমতিঃ স্বার্থং প্রত্যবুধো যথা ॥১৮॥
মাং বচোভিঃ সমারাধ্য লোকানামেকমীশ্বরম্। পদত্রয়ং বৃণীতে যোঽবুদ্ধিমান্ দ্বীপদাশুষম্ ॥১৯॥
ন পুমান্ মামুপব্রজ্য ভূয়ো যাচিতুমর্হতি।
তস্মাদ্ বৃত্তিকরীং ভূমিং বটো কামং প্রতীচ্ছ মে ॥২০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যাবন্তো বিষয়াঃ প্রেষ্ঠাস্ত্রিলোক্যামজিতেন্দ্রিয়ম্। ন শক্নুবন্তি তে সর্ব্বে প্রতিপূরয়িতুং নৃপ ॥২১॥
ত্রিভিঃ ক্রমৈরসন্তুষ্টো দ্বীপেনাপি ন পূর্য্যতে। নববর্ষসমেতেন সপ্তদ্বীপবরেচ্ছয়া ॥ ২২ ॥
সপ্তদ্বীপাধিপতয়ো নৃপা বৈণ্যগয়াদয়ঃ। অর্থৈঃ কামৈর্গতা নান্তং তৃষ্ণায়া ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥২৩॥
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তুষ্টো বর্ত্ততে সুখম্। নাসন্তুষ্টস্ত্রিভির্লোকৈরজিতাত্মোপসাদিতৈঃ ॥ ২৪ ॥
পুংসোঽয়ং সংসৃতের্হেতুরসন্তোষোঽর্থকাময়োঃ। যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষো মুক্তয়ে স্মৃতঃ ॥২৫॥

অতএব বরদশ্রেষ্ঠ, তোমার নিকট আমি কিঞ্চিৎ ভূমি ভিক্ষা করিতেছি। হে দৈত্যেন্দ্র! আমার পদের পরিমিত তিন পদ মাত্র ভূমি আমি প্রার্থনা করিতেছি। ১৬

হে রাজন্! তুমি অসামান্য বদান্য এবং জগদীশ্বর, তোমার নিকট এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু আমি কামনা করি না; যেহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তি যাবন্মাত্র বিষয়ে প্রয়োজন, তাবন্মাত্র প্রতিগ্রহ করিলে তাহাতে পাপভাগী হয়েন না। বলি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার! তোমার এই সকল বাক্য বৃদ্ধসম্মত, তুমি বালক, তোমার বুদ্ধি অজ্ঞের ন্যায়, স্বার্থ-বিষয়ে তোমার বোধমাত্র নাই। ১৭-১৮

হে দ্বিজবালক! তুমি বুদ্ধিহীন, ত্রিলোকের একমাত্র ঈশ্বর আমাকে বাক্য দ্বারা আরাধনা করিয়া দ্বীপ-দাতার নিকট মাত্র তিন-পদ ভূমি প্রার্থনা করিতেছ। ১৯

হে বিপ্রতনয়! আমার আনুগত্য করিয়া কোন পুরুষ পুনর্ব্বার যাচ্ঞা করিতে পারে না, অতএব হে বটো! তোমার ইচ্ছানুরূপ বৃত্তিকরী ভূমি আমার নিকট গ্রহণ কর। ২০

ভগবান্ বলিলেন, হে নৃপ! ত্রিলোকমধ্যে যত প্রিয়তর বিষয় আছে, ঐ সমুদায়ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। ২১

হে রাজন্! যে ব্যক্তি ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমিতে অসন্তুষ্ট, সে নববর্ষসমেত একটি দ্বীপ পাইলেও সন্তুষ্ট হইতে পারে না, কারণ, তাহার সপ্তদ্বীপ-লাভের অভিলাষ হইয়া থাকে। ২২

হে রাজন্! সপ্তদ্বীপের অধিপতি পৃথু, গয় প্রভৃতি রাজগণ তৃষ্ণার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, এই কথা আমরা শুনিয়াছি। ২৩

যে ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বিষয়ে সন্তুষ্ট, তিনি সুখী হয়েন, অসন্তুষ্ট অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্রিভুবন লাভ করিলেও সুখী হইতে পারে না। ২৪

অর্থ ও কাম বিষয়ে যে অসন্তোষ, উহাই সংসারে গমনাগমনের কারণ, এবং যদৃচ্ছালব্ধ বিষয়ে সন্তোষই মুক্তির হেতু। ২৫

যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য তেজো বিপ্রস্য বর্দ্ধতে। তৎ প্রশাম্যত্যসন্তোষাদম্ভসেবাশুশুক্ষণিঃ ॥২৬॥
তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব বৃণে ত্বদ্বরদর্ষভাৎ। এতাবতৈব সিদ্ধোঽহং বিত্তং যাবৎপ্রয়োজনম্ ॥২৭॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স হসন্নাহ বাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্। বামনায় মহীং দাতুং জগ্রাহ জলভাজনম্ ॥২৮॥
বিষ্ণবে ক্ষ্মাং প্রদাস্যন্তমুশনা অসুরেশ্বরম্। জানংশ্চিকীর্ষিতং বিষ্ণোঃ শিষ্যং প্রাহ বিদাংবরঃ ॥২৯॥
শ্রীশুক্র উবাচ।
এষ বৈরোচনে সাক্ষাদ্ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ। কশ্যপাদদিতের্জাতো দেবানাং কার্য্যসাধকঃ ॥৩০॥
প্রতিশ্রুতং ত্বয়ৈতস্মৈ যদনর্থমজানতা। ন সাধু মন্যে দৈত্যানাং মহানুপগতোঽনয়ঃ ॥৩১॥

এষ তে স্থানমৈশ্বর্য্যং শ্রিয়ং তেজো যশঃ শ্রুতম্।
দাস্যত্যাচ্ছিদ্য শক্রায় মায়ামাণবকো হরিঃ ॥৩২॥
ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাঁল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্ ॥৩৩॥
ক্রমতো গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ।
খঞ্চ কায়েন মহতা তার্তীয়স্য কুতো গতিঃ ॥৩৪॥

যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বিষয়ে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের তেজ বর্দ্ধিত হয় এবং ঐ তেজই অসন্তোষে, জল দ্বারা যেমন বহ্নি প্রশমিত হয়, সেইরূপ শান্ত হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। ২৬

অতএব বরদশ্রেষ্ঠ, তোমার নিকটে ত্রিপাদমাত্র ভূমিই প্রার্থনা করি, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইব, যেহেতু প্রয়োজনানুরূপ বিত্তই সুখজনক, অতিরিক্ত ধন ক্লেশের কারণ হয়। ২৭

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ এই কথা বলিলে বলি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করুন, ইহা বলিয়া বামনকে ভূমি দান করিবার নিমিত্ত জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। ২৮

দৈত্যগুরু বিজ্ঞপ্রবর শুক্রাচার্য্য ভগবান্ বিষ্ণুর চিকীর্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে ভূমিদান করিতে উদ্যত স্বীয় শিষ্য বলিকে বলিলেন। ২৯

শুক্রাচার্য্য বলিলেন, হে বিরোচননন্দন! ইনি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু, দবগণের কার্য্য সাধন করিবার জন্য কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৩০

দৈত্যরাজ! তুমি অনর্থ জানিতে না পারিয়া এই বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, আমি উহা ভাল মনে করি না; দৈত্যগণের ইহাতে মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। ৩১

হে রাজন্! এই মায়াবলে বামনরূপী হরি তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, যশঃ, বিদ্যা সমুদায় আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন। ৩২

ইনি বিশ্বকায় (বিরাটপুরুষ), ত্রিপাদ দ্বারা তিনলোক আক্রমণ করিবেন। হে মূঢ়! বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? ৩৩

ইনি একপদে পৃথিবী আক্রমণ করিবেন, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আক্রমণ করিবেন এবং বিশাল দেহ দ্বারা অন্তরিক্ষ পরিপূর্ণ হইবে, তৃতীয় পদের স্থান কোথায় হইবে? ৩৪

নিষ্ঠাং তে নরকে মন্যে হ্যপ্রদাতুঃ প্রতিশ্রুতম্।
প্রতিশ্রুতস্য যোঽনীশঃ প্রতিপাদয়িতুং ভবান্ ॥৩৫॥
ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তির্বিপদ্যতে।
দানং যজ্ঞস্তপঃ কর্ম্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ ॥৩৬॥
ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে ॥৩৭॥
অত্রাপি বহ্বৃচৈর্গীতং শৃণু মেঽসুরসত্তম।
সত্যমোমিতি যৎ প্রোক্তং যন্নেত্যাহানৃতং হি তৎ ॥৩৮॥
সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যাদাত্মবৃক্ষস্য গীয়তে। বৃক্ষেঽজীবতি তন্ন স্যাদনৃতং মূলমাত্মনঃ ॥৩৯॥
তদ্‌যথা বৃক্ষ উন্মূলঃ শুষ্যত্যুদ্বর্ত্ততেঽচিরাৎ।
এবং নষ্টানৃতঃ সদ্য আত্মা শুষ্যেন্ন সংশয়ঃ ॥৪০॥
পরাগ্‌রিক্তমপূর্ণং বা অক্ষরং যত্তদোমিতি। তদ্‌যৎকিঞ্চোমিতি ব্রূয়াৎ তেন রিচ্যেত বৈ পুমান্।
ভিক্ষবে সর্ব্বমোঙ্কুর্ব্বন্নালং কামেন চাত্মনে ॥৪১॥

আমার মনে হয়, এই দানের জন্যও তোমাকে নরকে গমন করিতে হইবে, কারণ, প্রতিশ্রুত হইয়া দিতে পারিবে না, প্রতিশ্রুত বস্তু দিবার ক্ষমতাই যে তোমার নাই। ৩৫

পণ্ডিতেরা তাদৃশ দানের প্রশংসা করেন না, যে দানে আপনার বৃত্তি বিপন্ন হয়। কারণ, ইহলোকে বৃত্তিমান্ ব্যক্তিরই দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও পূজাদি কর্ম্ম হইয়া থাকে। ৩৬

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, যশঃ, অর্থ, কাম ও স্বজন ইহাদের জন্য পাঁচভাগে বিত্ত বিভাগ করিয়াছেন, তিনি ইহকালে ও পরকালে সুখী হয়েন। ৩৭

হে অসুরসত্তম! এ সম্বন্ধে বহ্বৃচগণ যাহা বলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর, 'হাঁ' বলিয়া স্বীকার করার নামই সত্য এবং 'না' এই যে বাক্য তাহা অনৃত (মিথ্যা)। ৩৮

(সেই সত্য মিথ্যা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না এই কথা বলিতেছেন) হে নৃপ! দেহরূপ বৃক্ষের সত্য পুষ্প ও ফল জানিবে, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সেই বৃক্ষ জীবিত না থাকিলে পুষ্প ও ফল থাকিতে পারে না, দেহরূপ বৃক্ষের মূল অনৃত। ৩৯

অতএব যেমন বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে শুষ্ক হয়, এবং অচিরে পড়িয়া যায়, তেমনি অনৃত নষ্ট হইলে দেহ সদ্য শীর্ণ হয়। ৪০

(সর্ব্বথা সত্য বলিলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব, অতএব সত্যের দোষ ও মিথ্যার গুণ বলিতেছেন) 'হাঁ' এই যে অক্ষর, ইহাতে সম্পত্তিকে দূরে লইয়া যায়, সুতরাং পুরুষকে ধনশূন্য করে অথবা অপূর্ণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাচকের আশার অন্ত নাই, অতএব তাহা পূর্ণ করা যায় না, অতএব যাচককে দিব বলিয়া স্বীকার করিয়া দেওয়া ভাল নয়, দিলে পুরুষকে অর্থ বিষয়ে ন্যূন হইতে হয়। ৪১

বিবৃতি—বৃক্ষ না বাঁচিলে তাহার পুষ্প ফল রক্ষার চেষ্টা যেমন বিফল ও হাস্যকর, সেইরূপ দেহকে বিপন্ন করিয়া ধর্ম্মরক্ষাও অন্যায়, বামনকে প্রতিশ্রুত ত্রিপাদ ভূমি দিলে দেহ বিপন্ন হইবে সুতরাং এ ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ৩৯

অথৈতৎ পূর্ণমভ্যাত্মং যচ্চ নেত্যনৃতং বচঃ। সর্ব্বং নেত্যনৃতং ব্রূয়াৎ স দুষ্কীর্ত্তিঃ শ্বসন্ মৃতঃ ॥৪২॥
স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে। গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে বামনচরিতে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি ভিক্ষুককে সকল দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া দিয়া থাকে, তাহার আপনার কামও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহার নিজের ভোগোপায় নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু 'না' এই যে অনৃত বাক্য, ইহা অর্থব্যয়াভাব হেতু পূর্ণস্বরূপ এবং নিজের দিকে অন্যের অর্থ আকর্ষণ করে; কারণ, যে ব্যক্তি নিত্য 'আমার কিছু নাই' এই কথা বলে, সে ঐ অনৃত বাক্য দ্বারা অন্যের অর্থ আকর্ষণ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সকলকে সকল বিষয়ে 'না না' বলিয়া মিথ্যা বলে, সে অতিশয় দুষ্কীর্ত্তিভাগী এবং জীবনসত্ত্বে মৃত-তুল্য হয়। ৪২

স্ত্রীসমীপে, পরিহাস-বাক্যে, বিবাহ-বিষয়ে, জীবিকার নিমিত্ত, প্রাণসঙ্কটকালে, গো এবং ব্রাহ্মণের হিতার্থে এবং কাহারও হিংসা উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ মিথ্যা-কথন দোষাবহ নহে। ৪৩

ইতি অষ্টম স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বলিরেবং গৃহপতিঃ কুলাচার্য্যেণ ভাষিতঃ। তূষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং রাজন্নুবাচাবহিতো গুরুম্ ॥১॥

শ্রীবলিরুবাচ।

সত্যং ভগবতা প্রোক্তং ধর্ম্মোঽয়ং গৃহমেধিনাম্।
অর্থং কামং যশো বৃত্তিং যো ন বাধেত কর্হিচিৎ ॥২॥

স চাহং বিত্তলোভেন প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্। প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহ্লাদিঃ কিতবো যথা ॥৩॥

ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্। সর্ব্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্ ॥৪॥

নাহং বিভেমি নিরয়ান্নাধন্যাদসুখার্ণবাৎ। ন স্থানচ্যবনান্মৃত্যোর্যথা বিপ্রপ্রলম্ভনাৎ ॥৫॥

যদ্‌যদ্ধাস্যতি লোকেঽস্মিন্ সম্পরেতং ধরাদিকম্।
তস্য ত্যাগে নিমিত্তং কিং বিপ্রস্তুষ্যেন্ন তেন চেৎ ॥৬॥

শ্রেয়ঃ কুর্ব্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুস্ত্যজাসুভিঃ। দধ্যঙ্‌শিবিপ্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পো ধরাদিষু ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কুলাচার্য্য দৈত্যগুরু ঐ প্রকার বলিলে গৃহপতি বলি ক্ষণকাল তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন, তাহার পর অবহিত হইয়া গুরুকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১

বলি বলিলেন, হে গুরো! আপনি যাহা বলিলেন উহা সত্য, যে ধর্ম্ম গৃহস্থদিগের অর্থ, কাম, যশঃ এবং বৃত্তিকে কদাচ ব্যাহত করে না, উহাই ধর্ম্ম বটে। ২

আর প্রহ্লাদের বংশধর সেই আমি 'দিব' বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়া সামান্য দ্যূতকারের ন্যায় ধনলোভে কি প্রকারে ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিব। ৩

পৃথিবী বলিয়াছেন, "অসত্য হইতে বড় অধর্ম্ম নাই, অসত্যপরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন সকলই আমি সহ্য করিতে পারি, অর্থাৎ মিথ্যার ভার ব্যতীত সকল ভারই সহ্য করিতে পারি।" ৪

(অপ্রত্যাখ্যানে দোষ বলা হইয়াছে, এক্ষণে প্রত্যাখ্যানে দোষ বলিতেছেন) হে গুরুদেব! আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করায় যেরূপ ভয় করি, নরক হইতে কিম্বা সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আকর দারিদ্র্য হইতে এবং স্থানচ্যুতি হইতে, এমন কি, মৃত্যু হইতেও তাদৃশ ভয় করি না। ৫

আর ইহলোকে পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই মৃত পুরুষকে অবশ্যই ত্যাগ করিবে, (তবে জীবিত থাকিয়া কেন তাহা দান করিব না? যদি বল, সমস্ত দিলে বৃত্তিসঙ্কট হইবে, সুতরাং অর্দ্ধ দান কর, তাহার উত্তরে বলিতেছেন) যে দানে ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হয়েন না, তাদৃশ দান বিফল। অতএব এই ব্রাহ্মণের প্রার্থিত সকলই দান করা আমার কর্ত্তব্য। ৬

দধীচি, শিবি প্রভৃতি সাধু পুরুষেরা দুস্ত্যজ প্রাণ দ্বারা প্রাণীদিগের উপকার করিয়াছেন, ইহাতে ভূমি প্রভৃতি সামান্য বিষয়ে বিচার কি? ৭

বিবৃতি—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জাগতিক ব্যবহার মিথ্যা দ্বারা চলে না, লোক সকল মিথ্যাপরায়ণ হইলে সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাই পৃথিবী ঐ কথা বলিয়াছেন। ৪

যৈরিয়ং বুভুজে ব্রহ্মন্ দৈত্যৈন্দ্রৈরনিবর্ত্তিভিঃ।
তেষাং কালোঽগ্রসীল্লোকান্ন যশোঽধিগতং ভুবি ॥৮॥
সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ। ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ ॥৯॥
মনস্বিনঃ কারুণিকস্য শোভনং যদর্থিকামোপনয়েন দুর্গতিঃ।
কুতঃ পুনর্ব্রহ্মবিদাং ভবাদৃশাং ততো বটোরস্য দদামি বাঞ্ছিতম্ ॥১০॥
যজন্তি যজ্ঞং ক্রতুভির্যমাদৃতা ভবন্ত আম্নায়বিধানকোবিদাঃ।
স এব বিষ্ণুর্বরদোঽস্তু বা পরো দাস্যাম্যমুষ্মৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে ॥১১॥
যদ্যপ্যসাবধর্ম্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্। তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্ ॥১২॥
এষ বা উত্তমঃশ্লোকো ন জিহাসতি যদ্‌যশঃ। হত্বা মৈনাং হরেদ্‌যুদ্ধে শয়ীত নিহতো ময়া ॥১৩॥
শ্রীশুক উবাচ।
এবমশ্রদ্ধিতং শিষ্যমনাদেশকরং গুরুঃ। শশাপ দৈবপ্রহিতঃ সত্যসন্ধং মনস্বিনম্ ॥১৪॥
দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজ্ঞঃ স্তব্ধোঽস্যস্মদুপেক্ষয়া। মচ্ছাসনাতিগো যস্ত্বমচিরাদ্‌ভ্রশ্যসে শ্রিয়ঃ ॥১৫॥

হে ব্রহ্মন্! যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ যে সকল দৈত্যেন্দ্র এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছেন, করাল কাল তাঁহাদিগের ইহলোক ও পরলোক সকলই গ্রাস করিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা অবনিতলে যে যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছেন, কাল তাহা গ্রাস করিতে পারে নাই, (অতএব যশঃসাধন করাই উচিত)। ৮

হে বিপ্রর্ষে! যুদ্ধে অনুবর্ত্তনকারী শরীরত্যাগী পুরুষ সুলভ, কিন্তু সেইরূপ সৎপাত্র উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাসহকারে যাহারা ধন ত্যাগ করে, এরূপ লোক সুলভ নহে। ৯

হে ভগবন্! সামান্য যাচকের অভিলাষ-পূরণে যদি দৈন্যদশা উপস্থিত হয়, তবে উদারচেতা সদয় পুরুষের পক্ষে তাহা শোভন; আর আপনাদের ন্যায় ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণের অভিলাষ-পূরণে যদি আমার দারিদ্র্য হয়, তবে তাহার আর কথাই নাই; সুতরাং আমি এই বটুর বাঞ্ছিত বস্তু দান করিব। ১০

হে মুনে! বেদবিদ্যায় সুদক্ষ আপনারা আদরপূর্ব্বক যাগযজ্ঞ দ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এই বটু সেই বরদাতা বিষ্ণুই হউন, অথবা শত্রুই হউন, ইঁহার প্রার্থিত ভূমি আমি প্রদান করিব। ১১

আমি নিরপরাধ, যদি ইনি অধর্ম্ম করিয়া আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি এই ভীত ব্রাহ্মণরূপী শত্রুকে হিংসা করিব না। ১২

ইনি যদি উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ হয়েন এবং আপনার যশঃ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে যুদ্ধে আমাকে বধ করিয়া এই ভূমি হরণ করিবেন, অথবা আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিশায়ী হইবেন। ১৩

শুকদেব বলিলেন, গুরু শুক্রাচার্য্য শ্রদ্ধাহীন আদেশ-পালনে পরাঙ্মুখ সত্যসঙ্কল্প উদারহৃদয় নিজ শিষ্য বলিকে দৈবপ্রেরিত হইয়া শাপ প্রদান করিলেন। ১৪

হে রাজন্! তুমি অজ্ঞ অথচ নিজেকে দৃঢ়রূপে পণ্ডিত বলিয়া মনে কর, আমাকে উপেক্ষা করায় গর্ব্বিতও হইয়াছ। যেহেতু তুমি আমার শাসন অতিক্রম করিয়াছ, সেই কারণে অচিরকাল মধ্যে শ্রীভ্রষ্ট হইবে। ১৫

এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্। বামনায় দদাবেনামর্চ্চিত্বোদকপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥
বিন্ধ্যাবলিস্তদাগত্য পত্নী জালকমালিনী। আনিন্যে কলসং হৈমমব ন্যপাং ভৃতম্ ॥১৭॥
যজমানঃ স্বয়ং তস্য শ্রীমৎপাদযুগং মুদা। অবনিজ্যাবহন্ মূর্দ্ধি তদপো বিশ্বপাবনীঃ ॥১৮॥

তদাঽসুরেন্দ্রং দিবি দেবতাগণা গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।
তৎ কর্ম্ম সর্ব্বেঽপি গৃণন্ত আর্জ্জবং প্রসূনবর্ষৈর্ব্ববৃষুর্মুদান্বিতাঃ ॥১৯॥
নেদুর্মুহুর্দুন্দুভয়ঃ সহস্রশো গন্ধর্ব্বকিম্পুরুষকিন্নরা জগুঃ।
মনস্বিনানেন কৃতং সুদুষ্করং বিদ্বানদাদ্যদ্রিপবে জগত্রয়ম্ ॥২০॥
তদ্বামনং রূপমবর্দ্ধতাদ্ভুতং হরেরনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্।
ভূঃ খং দিশো দ্যৌর্বিবরাঃ পয়োধয়স্তির্য্যঙ্‌নৃদেবা ঋষয়ো যদাসত ॥২১॥
কায়ে বলিস্তস্য মহাবিভূতেঃ সহর্ত্বিগাচার্য্যসদস্য এতৎ।
দদর্শ বিশ্বং ত্রিগুণং গুণাত্মকে ভূতেন্দ্রিয়ার্থাশয়জীবযুক্তম্ ॥২২॥
রসামচষ্টাঙ্ঘ্রিতলেঽথ পাদয়োর্মহীং মহীধ্রান্ পুরুষস্য জঙ্ঘয়োঃ।
পতত্রিণো জানুনি বিশ্বমূর্ত্তেরূর্ব্বোর্গণং মারুতমিন্দ্রসেনঃ ॥২৩॥
সন্ধ্যাং বিভোর্বাসসি গুহ্য ঐক্ষৎ প্রজাপতীন্ জঘনে আত্মমুখ্যান্।
নাভ্যাং নভঃ কুক্ষিষু সপ্ত সিন্ধূন্ উরুক্রমস্যোরসি চর্ক্ষমালাম্ ॥২৪॥

হে রাজন্! স্বীয় গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াও মহাত্মা বলি সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না, বামনকে অর্চ্চনা করিয়া উদকস্পর্শ-পূর্ব্বক ভূমিদান করিলেন। ১৬

মুক্তারচিত-মাল্যাভরণা বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলি সেই সময়ে তথায় আসিয়া পাদপ্রক্ষালনার্থ জলে পরিপূর্ণ একটি সুবর্ণকলস আনয়ন করিলেন। ১৭

যজমান বলি স্বয়ং সেই বামনের শ্রীমৎচরণযুগল সানন্দে প্রক্ষালিত করিয়া বিশ্বের পবিত্রতা-সম্পাদক সেই পাদধাবন-জল মস্তকে ধারণ করিলেন। ১৮

হে রাজন্! এই সময়ে স্বর্গে দেবগণ এবং গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও চারণগণ সকলেই বলির ঐ কর্ম্মের এবং সরলতার প্রশংসা করিয়া পরম হর্ষে তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৯

আর সহস্র সহস্র দুন্দুভি মুহুর্মুহুঃ বাজিতে লাগিল, এবং গন্ধর্ব্ব, কিম্পুরুষ ও কিন্নরেরা এই বলিয়া গান করিয়াছিল, 'মনস্বী বলি অতি দুষ্কর কার্য্য করিলেন, যেহেতু জানিয়া শুনিয়াও আপনার রিপুকে ত্রিজগৎ দান করিলেন।' ২০

হে রাজন্! তখন অনন্ত হরির গুণত্রয়াত্মক বামন-রূপ অদ্ভুতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহাতে পৃথিবী, আকাশ, দিক্, স্বর্গ, বিবর, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, দেব এবং ঋষিরা অবস্থিত ছিলেন। ঋত্বিক্-আচার্য্য-সদস্যাদি সহিত অসুররাজ বলি মহৈশ্বর্য্যশালী হরির ত্রিগুণাত্মক শরীরে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ, বিষয় (গন্ধস্পর্শাদি) এবং জীব-যুক্ত ত্রিগুণ বিশ্ব দেখিয়াছিলেন। ২১-২২

ইন্দ্রসেন (বলি) বিশ্বমূর্ত্তি হরির পদতলে রসাতল, পদদ্বয়ে ধরণী, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্ব্বত, জানুদেশে পক্ষী সকল ও উরুদ্বয়ে মরুদ্‌গণ দর্শন করিলেন। ২৩

সেই উরুক্রম বিভুর বসনে সন্ধ্যা, গুহ্যদেশে প্রজাপতি, জঘনদেশে আত্মপ্রধান অর্থাৎ বলিপ্রধান অসুরগণ, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্তসাগর এবং বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রমালা দর্শন করিলেন। ২৪

হৃদ্যঙ্গ ধর্ম্মং স্তনয়োর্মুরারেঋর্তঞ্চ সত্যঞ্চ মনস্যথেন্দুম্ ।
শ্রিয়ঞ্চ বক্ষস্যরবিন্দহস্তাং কণ্ঠে চ সামানি সমস্তরেফান্ ॥২৫॥
ইন্দ্রপ্রধানানমরান্ ভুজেষু তৎকর্ণয়োঃ ককুভো দ্যৌশ্চ মূর্দ্ধ্নি ।
কেশেষু মেঘান্ শ্বসনং নাসিকায়ামক্ষ্ণোশ্চ সূর্য্যং বদনে চ বহ্নিম্ ॥২৬॥
বাণ্যাঞ্চ ছন্দাংসি রসে জলেশং ভ্রুবোর্নিষেধঞ্চ বিধিঞ্চ পক্ষ্মসু ।
অহশ্চ রাত্রিঞ্চ পরস্য পুংসো মন্যুং ললাটেঽধর এব লোভম্ ॥২৭॥
স্পর্শে চ কামং নৃপ রেতসাঽম্ভঃ পৃষ্ঠে ত্বধর্ম্মং ক্রমণেষু যজ্ঞম্ ।
ছায়াসু মৃত্যুং হসিতে চ মায়াং তনূরুহেষ্বোষধিজাতয়শ্চ ॥২৮॥
নদীশ্চ নাড়ীষু শিলা নখেষু বুদ্ধাবজং দেবগণানৃষীংশ্চ ।
প্রাণেষু গাত্রে স্থিরজঙ্গমানি সর্ব্বাণি ভূতানি দদর্শ বীরঃ ॥২৯॥
সর্ব্বাত্মনীদং ভুবনং নিরীক্ষ্য সর্ব্বেঽসুরাঃ কশ্মলমাপুরঙ্গ ।
সুদর্শনং চক্রমসহ্যতেজো ধনুশ্চ শার্ঙ্গং স্তনয়িত্নুঘোষম্ ॥৩০॥
পর্জ্জন্যঘোষো জলজঃ পাঞ্চজন্যঃ কৌমোদকী বিষ্ণুগদা তরস্বিনী ।
বিদ্যাধরোঽসিঃ শতচন্দ্রযুক্তস্তূণোত্তমাবক্ষয়সায়কৌ চ ॥৩১॥
সুনন্দমুখ্যা উপতস্থুরীশং পার্ষদমুখ্যাঃ সহলোকপালাঃ ।
স্ফুরৎকিরীটাঙ্গদমীনকুণ্ডলঃ শ্রীবৎসরত্নোত্তমমেখলাম্বরৈঃ ॥৩২॥

হে রাজন্! বলি সেই মুরারির হৃদয়ে ধর্ম্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনোমধ্যে চন্দ্র, বক্ষঃস্থলে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, কণ্ঠদেশে সামবেদ ও সমস্ত শব্দ দর্শন করিলেন। ২৫

বাহুসকলে ইন্দ্রপ্রধান অমরগণকে, কর্ণদ্বয়ে দিক্ সকল, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় বায়ু, চক্ষুর্দ্বয়ে সূর্য্য ও বদনে বহ্নিকে দর্শন করিলেন। ২৬

বিভুর বাক্যে চতুর্ব্বেদ, রসনায় বরুণ, ভ্রূদ্বয়ে নিষেধ ও বিধি, চক্ষুর দুই পক্ষ্মে দিবা ও রাত্রি, ললাটে মন্যু, অধরে লোভ দর্শন করিলেন। ২৭

স্পর্শে কাম, শুক্রে জল, পৃষ্ঠে অধর্ম্ম, পাদন্যাসে যজ্ঞ, ছায়ায় মৃত্যু, হাস্যে মায়া, রোম সকলে ওষধিজাতি, নাড়ীসকলে নদীসকল, নখে শিলা, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, ইন্দ্রিয় সকলে দেবতা ও ঋষিগণ এবং গাত্রে স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত ভূতকে দেখিতে পাইলেন। ২৮-২৯

হে রাজন্! সকলের আত্মা বামনের দেহে উক্তরূপে ত্রিভুবন নিরীক্ষণ করিয়া অসুরগণ চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অসহ্যবেগ সুদর্শনচক্র মেঘবৎ গম্ভীর-ধ্বনিযুক্ত শার্ঙ্গধনুঃ, আর পর্জ্জন্যতুল্য শব্দায়মান পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌমোদকী গদা, বিদ্যাধর-নামক শতচন্দ্রযুক্ত অসি এবং উত্তম ও অক্ষয় সায়কপূর্ণ তূণদ্বয়—এই সকলের ঈশ্বর, সেই ঈশকে বেষ্টন করিয়া সুনন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্ষদগণ লোকপালগণের সহিত স্তব করিতে লাগিলেন। আর ভগবান্ কিরীট, অঙ্গদ এবং মকরাকার কুণ্ডলে অলঙ্কৃত এবং রত্নোত্তম শ্রীবৎস, মেখলা এবং বসন দ্বারা ভূষিত ছিলেন। ৩০-৩২

মধুব্রতস্রগ্বনমালয়াবৃতো ররাজ রাজন্ ভগবানুরুক্রমঃ।
ক্ষিতিং পদৈকেন বলেৰ্বিচক্রমে নভঃ শরীরেণ দিশশ্চ বাহুভিঃ ॥৩৩॥

পদং দ্বিতীয়ং ক্রমতস্ত্রিবিষ্টপং ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয়মণ্বপি।
উরুক্রমস্যাঙ্ঘ্রিরুপর্য্যপর্য্যথো মহর্জনাভ্যাং তপসঃ পরং গতঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
বিশ্বরূপদর্শনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

(উক্তরূপ ভূষিত ভগবান্) ভ্রমরনিকরযুক্ত বনমালায় শোভিত হইয়া অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাহার পর একপদে বলির সকল।, শরীরে আকাশ, বাহুতে দিক্‌সকল আক্রমণ করিলেন। ৩৩

হে রাজন্! সেই ভগবান্ যৎকালে দ্বিতীয়পাদ ক্ষেপণ করিলেন, তাহাতে স্বর্গ পূর্ণ হইয়া গেল, তার পর তৃতীয় পদের জন্য তথায় অণুমাত্র স্থান রহিল না, কিন্তু সেই উরুক্রমের তৃতীয় চরণ রাখিবার জন্য স্থান না থাকায় ঐ তৃতীয় চরণ মহর্লোক, জনলোক ও তপোলোকের উপরে সত্যলোকে গিয়া উপনীত হইল। ৩৪

ইতি অষ্টম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ

সত্যং সমীক্ষ্যাব্জভবো নখেন্দুভির্হতস্বধামদ্যুতিরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো বৃহদ্‌ব্রতাঃ সনন্দনাদ্যা নরদেব যোগিনঃ ॥১॥
বেদোপবেদা নিয়মা যমান্বিতাস্তর্কেতিহাসাঙ্গপুরাণসংহিতাঃ।
যে চাপরে যোগসমীরদীপিতজ্ঞানাগ্নিনা রন্ধিতকর্ম্মকল্মষাঃ ॥২॥
ববন্দিরে যৎস্মরণানুভাবতঃ স্বায়ম্ভুবং ধাম গতা অকর্ম্মকম্।
অথাঙ্ঘ্রয়ে প্রোন্নমিতায় বিষ্ণোরুপাহরৎ পদ্মভবোঽর্হণোদকম্।
সমর্চ্চ্য ভক্ত্যাভ্যগৃণাচ্ছুচিশ্রবা যন্নাভিপঙ্কেরুহসম্ভবঃ স্বয়ম্ ॥৩॥
ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র।
স্বর্ধুন্যভূন্নভসি সা পততী নিমার্ষ্টি লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্ত্তিঃ ॥৪॥
ব্রহ্মাদয়ো লোকনাথাঃ স্বনাথায় সমাদৃতাঃ। সানুগা বলিমাজহ্রুঃ সংক্ষিপ্তাত্মবিভূতয়ে ॥৫॥
তোয়ৈঃ সমর্হণৈঃ স্রগ্‌ভির্দিব্যগন্ধানুলেপনৈঃ। ধূপৈর্দীপৈঃ সুরভিভির্লাজাক্ষতফলোৎকরৈঃ ॥৬॥
স্তবনৈর্জয়শব্দৈশ্চ তদ্বীর্য্যমহিমাঙ্কিতৈঃ। নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে নরদেব! ভগবান্ বামনের তৃতীয় চরণ সত্যলোক-গত হইল দেখিয়া তদীয় নখচন্দ্রের চন্দ্রিকা দ্বারা আবৃত ও হত-স্বীয়-প্রভ পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং মরীচি প্রভৃতি বৃহদ্‌ব্রতধারী ঋষিগণ ও সনকাদি যোগিগণ তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। ১

তদনন্তর বেদ, উপবেদ, নিয়ম, যম, তর্ক, ইতিহাস, শিক্ষাদিবেদাঙ্গ, পুরাণসংহিতা এবং যে সকল ব্যক্তির যোগরূপ সমীরণে জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপিত ও তদ্দ্বারা কর্ম্মমল ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহারাও গমন করিল। ঐ সকল ব্যক্তি ভগবৎপাদপদ্ম-স্মরণ-প্রভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন; অতএব সকলেই কর্ম্ম দ্বারা অপ্রাপ্য দুর্লভ সেই চরণপদ্মের বন্দনা করিতে লাগিলেন। ২

অনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সেই বিষ্ণুর উন্নমিত চরণে অর্হণোদক (পাদ্য) নিবেদন করিলেন এবং ভক্তি-সহকারে পূজা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩

হে নরেন্দ্র! ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জল ভগবান্ উরুক্রমের পাদপ্রক্ষালনে পূত হইয়া স্বর্গ-নদী হইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি ভগবানের নির্ম্মল কীর্ত্তিস্বরূপ হইয়া আকাশে পতিত হইতেছেন ও ত্রিলোককে পবিত্র করিতেছেন। ৪

ব্রহ্মাদি লোকপালগণ অনুচরবর্গসহ, যিনি নিজের বিভূতি সংক্ষেপ করিয়া বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেই নিজ প্রভু বিষ্ণুকে, সাদরে পূজোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ৫

শীতল জল, সুন্দর মাল্য, সুগন্ধি চন্দন, অনুলেপন, সুবাসিত ধূপ, দীপ, লাজ (খৈ), অক্ষত, ফলসকল দ্বারা এবং স্তব, তাঁহার বীর্য্য ও মহিমান্বিত জয় শব্দ দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া নৃত্য-বাদ্য ও গীত দ্বারা এবং শঙ্খ-দুন্দুভি-শব্দের দ্বারা ঐ সকল পূজোপহার উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ৬-৭

জাম্ববানৃক্ষরাজস্তু ভেরীশব্দৈর্মনোজবঃ। বিজয়ং দিক্ষু সর্ব্বাসু মহোৎসবমঘোষয়ৎ ॥৮॥
মহীং সর্ব্বাং হৃতাং দৃষ্ট্বা ত্রিপদব্যাজযাচ্ঞয়া। ঊচুঃ স্বভর্ত্তুরসুরা দীক্ষিতস্যাত্যমর্ষিতাঃ ॥৯॥
ন বা অয়ং ব্রহ্মবন্ধুর্বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ। দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নো দেবকার্য্যং চিকীর্ষতি ॥১০॥
অনেন যাচমানেন শত্রুণা বটুরূপিণা। সর্ব্বস্বং নো হৃতং ভর্ত্তুর্ন্যস্তদণ্ডস্য বর্হিষি ॥১১॥
সত্যব্রতস্য সততং দীক্ষিতস্য বিশেষতঃ। নানৃতং ভাষিতুং শক্যং ব্রহ্মণ্যস্য দয়াবতঃ ॥১২॥
তস্মাদস্য বধো ধর্ম্মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণঞ্চ নঃ। ইত্যায়ুধানি জগৃহুর্বলেরনুচরাসুরাঃ ॥ ১৩ ॥
তে সর্ব্বে বামনং হন্তুং শূলপট্টিশপাণয়ঃ। অনিচ্ছতো বলে রাজন্ প্রাদ্রবন্ জাতমন্যবঃ ॥১৪॥
তানভিদ্রবতো দৃষ্ট্বা দিতিজানীকপান্ নৃপ। প্রহস্যানুচরা বিষ্ণোঃ প্রত্যষেধন্নুদায়ুধাঃ ॥১৫॥
নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ। কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বক্সেনঃ পতত্রিরাট্ ॥১৬॥
জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বতঃ। সর্ব্বে নাগাযুতপ্রাণাশ্চমূন্তে জঘ্নুরাসুরীঃ ॥১৭॥
হন্যমানান্ স্বকান্ দৃষ্ট্বা পুরুষানুচরৈর্বলিঃ। বারয়ামাস সংরব্ধান্ কাব্যশাপমনুস্মরন্ ॥১৮॥

হে বিপ্রচিত্তে হে রাহো হে নেমে শ্রূয়তাং বচঃ।
মা যুধ্যত নিবর্ত্তধ্বং ন নঃ কালোঽয়মর্থকৃৎ ॥১৯॥

অনন্তর মনের ন্যায় দ্রুতগামী ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ভেরীধ্বনি করিয়া সকল দিকে ঐ বিজয়-মহোৎসব ঘোষণা করিয়াছিলেন। ৮

হে রাজন্! ত্রিপাদ-ভূমি-বিষয়ক কপট যাচ্ঞার দ্বারা যজ্ঞে দীক্ষিত নিজ প্রভু বলির সমস্ত পৃথিবী অপহৃত হইতে দেখিয়া অসুরগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল। ৯

অহে! এই ব্যক্তি ব্রহ্মবন্ধু নহে, মায়াবিগণের প্রধান বিষ্ণু, দ্বিজবেশে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দেবতাদের কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ১০

বটুরূপী এই শত্রু ভিক্ষুক হইয়া, যজ্ঞে দীক্ষিত অতএব অহিংসক আমাদের প্রভুর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। (যে প্রভু) সতত সত্যব্রত, বিশেষতঃ যজ্ঞে দীক্ষিত, ব্রাহ্মণভক্ত ও দয়াশীল, তিনি কখনই মিথ্যা বলিতে পারেন না। ১১-১২

অতএব ইহার প্রাণবধ করাই ধর্ম্ম, তাহাতে আমাদের স্বামিশুশ্রূষাও হইবে, এইরূপ বলিয়া বলির অনুচর অসুরগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। ১৩

হে রাজন্! বলির ইচ্ছা না থাকিলেও অসুরগণ ক্রোধে শূল ও পট্টিশ হস্তে বামনকে বধ করিতে ধাবিত হইয়াছিল। ১৪

হে রাজন্! সেই সকল দৈত্য-সেনাপতিকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া বিষ্ণুর অনুচরগণ হাস্য-পূর্ব্বক নিজ নিজ অস্ত্র উদ্যত করিয়া বাধা দিতে লাগিলেন। ১৫

হে রাজন্! নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্সেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত এবং সাত্বত, ইঁহারা সকলেই অযুত মত্তহস্তীর তুল্য অসুরসেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। ১৬-১৭

বলি মহাপুরুষের অনুচরগণ কর্ত্তৃক স্বীয় জন-গণকে নিহত দেখিয়া শুক্রাচার্য্যের শাপ স্মরণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ সৈন্যগণকে বারণ করিলেন। ১৮

(এই কথা বলিলেন) হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে নেমে! আমার বাক্য শ্রবণ কর, আর যুদ্ধ করিও না, নিবৃত্ত হও, এই কাল আমাদের পক্ষে অনুকূল নহে। ১৯

যঃ প্রভুঃ সর্ব্বভূতানাং সুখদুঃখোপপত্তয়ে। তং নাতিবর্ত্তিতুং দৈত্যাঃ পৌরুষৈরীশ্বরঃ পুমান্ ॥২০॥
যো নো ভবায় প্রাগাসীদভবায় দিবৌকসাম্। স এব ভগবানদ্য বর্ত্ততে তদ্বিপর্য্যয়ম্ ॥২১॥
বলেন সচিবৈর্বুদ্ধ্যা দুর্গমন্ত্রৌষধাদিভিঃ। সামাদিভিরুপায়ৈশ্চ কালং নাত্যেতি বৈ জনঃ ॥২২॥
ভবদ্ভির্নির্জ্জিতা হ্যেতে বহুশোঽনুচরা হরেঃ। দৈবেনর্দ্ধৈস্ত এবাদ্য যুধি জিত্বা নদন্তি নঃ ॥২৩॥
এতান্ বয়ং বিজেষ্যামো যদি দৈবং প্রসীদতি।
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং যো নোঽর্থত্বায় কল্পতে ॥২৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

পত্যুর্নিগদিতং শ্রুত্বা দৈত্যদানবযূথপাঃ। রসাং নির্ব্বিবিশূ রাজন্ বিষ্ণুপার্ষদতাড়িতাঃ ॥২৫॥
অথ তার্ক্ষ্যসুতো জ্ঞাত্বা বিরাট্ প্রভুচিকীর্ষিতম্।
ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈর্বলিং সূত্যেঽহনি ক্রতৌ ॥২৬॥
হাহাকারো মহানাসীদ্রোদস্যোঃ সর্ব্বতো দিশম্। গৃহ্যমাণেঽসুরপতৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥২৭॥
তং বদ্ধং বারুণৈঃ পাশৈর্ভগবানাহ বামনঃ। নষ্টশ্রিয়ং স্থিরপ্রজ্ঞমুদারযশসং নৃপ ॥২৮॥
পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমের্ম্মহ্যং ত্বয়াসুর। দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্ব্বা তৃতীয়মুপকল্পয় ॥২৯॥

যিনি সকল লোকের সুখ ও দুঃখ প্রদানে প্রভু, হে দৈত্যগণ! পৌরুষ দ্বারা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে কোন পুরুষ সমর্থ হইতে পারে না। ২০

যে ভগবান্ পূর্ব্বে আমাদের মঙ্গলার্থ ও দেবগণের অমঙ্গলার্থ উদ্যুক্ত ছিলেন, সেই ভগবান্ এখন তাহার বিপরীত হইয়া উঠিয়াছেন। ২১

বল, সচিব, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ওষধি এবং সামাদি উপায় দ্বারা লোক কোনরূপেই কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। ২২

হরির এই অনুচরগণকে তোমরা বহুবার পরাজিত করিয়াছ, কিন্তু আজ তাহারাই দৈব কর্ত্তৃক সমৃদ্ধ হইয়া আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। ২৩

আমাদিগের প্রতি আবার যখন দৈব প্রসন্ন হইবেন, তখন পুনরায় আমরাও ইহাদিগকে জয় করিব। অতএব যে কাল আমাদের আনুকূল্য করিবে, তোমরা এক্ষণে কেবল সেই কালের প্রতীক্ষা কর। ২৪

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দৈত্যদানবযূথপতিগণ আপনাদের অধিপতি বলির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপার্ষদগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিল। ২৫

অনন্তর তার্ক্ষ্যসুত অতিশোভমান পক্ষিরাজ গরুড়, সেই প্রভুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া যজ্ঞীয় সোমাভিষবের দিবসে বারুণপাশ দ্বারা বলিকে বন্ধন করিলেন। ২৬

হে রাজন্! প্রভবিষ্ণু ভগবান্ বিষ্ণু এইপ্রকারে বলির নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল দিকে অতিশয় হাহাকার উঠিয়াছিল। ২৭

হে রাজন্! নষ্টৈশ্বর্য্য, স্থিরবুদ্ধি, উদারযশা, বারুণপাশে বদ্ধ সেই বলিকে ভগবান্ বামন বলিলেন। ২৮

হে অসুর! তুমি আমাকে তিন পাদ ভূমি দান করিয়াছ, আমার দুই পাদে সমুদায় মহী আক্রান্ত হইয়াছে, তৃতীয় পদের ভূমি প্রদান কর। ২৯

যাবৎ তপত্যসৌ গোভির্যাবদিন্দুঃ সহোড়ুভিঃ। যাবদ্বর্ষতি পর্জ্জন্যস্তাবতী ভূরিয়ং তব ॥৩০॥
পদৈকেন ময়াক্রান্তো ভূর্লোকঃ খং দিশস্তনোঃ। স্বর্লোকস্তে দ্বিতীয়েন পশ্যতস্তে স্বমাত্মনা ॥৩১॥
প্রতিশ্রুতমদাতুস্তে নিরয়ে বাস ইষ্যতে। বিশ ত্বং নিরয়ং তস্মাদ্‌গুরুণা চানুমোদিতঃ ॥৩২॥
বৃথা মনোরথস্তস্য দূরঃ স্বর্গঃ পতত্যধঃ। প্রতিশ্রুতস্যাদানেন যোঽর্থিনং বিপ্রলম্ভতে ॥৩৩॥
বিপ্রলব্ধো দদামীতি ত্বয়াহং চাঢ্যমানিনা। তদ্ব্যলীকফলং ভুঙ্‌ক্ষ্ব নিরয়ং কতিচিৎ সমাঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে
বলিনিগ্রহোনাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দিবাকর কিরণ দ্বারা যতদূর পর্য্যন্ত উত্তাপ প্রদান করেন, যে পর্য্যন্ত চন্দ্রমা নক্ষত্রগণসহ প্রভা বিস্তার করেন, যে পর্য্যন্ত মেঘ সকল বর্ষণ করে, তৎ-পরিমিতা এই ভূমি তোমার। ৩০

আমি এক পদে সমুদায় ভূলোক আক্রমণ করিয়াছি, আমার শরীর দ্বারা আকাশ ও দিক্ সকল ব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং তোমার সমক্ষেই দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্বর্গলোক আক্রান্ত হইয়াছে, এইরূপে আমি তোমার সর্ব্বস্ব আক্রমণ করিয়াছি। ৩১

হে অসুররাজ! প্রতিশ্রুত দান না করায় তোমার নরকে বাস হওয়া উচিত, অতএব তুমি নরকে প্রবেশ কর, এ বিষয়ে তোমার গুরু শুক্রাচার্য্যও অনুমোদন করিয়াছেন। ৩২

যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত বস্তু দান না করিয়া যাচককে প্রতারিত করে, তাহার মনোরথ পরিপূর্ণ হয় না, স্বর্গ তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থিত, সে অধঃপতিত হয়। ৩৩

তুমি নিজেকে আঢ্য বলিয়া মনে কর, অথচ 'দিতেছি' বলিয়া আমাকে দিলে না, বঞ্চনা করিলে; এই মিথ্যার ফলস্বরূপ কয়েক বৎসর নরক ভোগ কর। ৩৪

ইতি অষ্টম স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং বিপ্রকৃতো রাজন্ বলির্ভগবতাসুরঃ। ভিদ্যমানোঽপ্যভিন্নাত্মা প্রত্যাহাবিক্লবং বচঃ ॥১॥

শ্রীবলিরুবাচ।

যদ্যুত্তমঃশ্লোক ভবান্মমেরিতং বচো ব্যলীকং সুরবর্য্য মন্যতে।
করোম্যৃতং তন্ন ভবেৎ প্রলম্ভনং পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্ ॥২॥

বিভেমি নাহং নিরয়াৎ পদচ্যুতো ন পাশবন্ধাদ্ব্যসনাদ্দুরত্যয়াৎ।
নৈবার্থকৃচ্ছ্রাদ্ভবতো বিনিগ্রহাদসাধুবাদাদ্ভৃশমুদ্বিজে যথা ॥ ৩ ॥

পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমর্হত্তমার্পিতম্। যং ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদশ্চাদিশন্তি হি ॥৪॥

ত্বং নূনমসুরাণাং নঃ পরোক্ষঃ পরমো গুরুঃ। যো নোঽনেকমদান্ধানাং বিভ্রংশং চক্ষুরাদিশৎ ॥৫॥

যস্মিন্ বৈরানুবন্ধেন ব্যূ(রূ)ঢ়েন বিবুধেতরাঃ।
বহবো লেভিরে সিদ্ধিং যামু হৈকান্তযোগিনঃ ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ এইরূপে বলির অপকার এবং তেজ নাশ করিলেও অবিচলিত অসুরশ্রেষ্ঠ বলি বক্ষ্যমাণ বাক্যে উত্তর দিলেন। ১

বলি বলিলেন, হে উত্তমঃশ্লোক! হে দেবশ্রেষ্ঠ! যদি আমার কথিত বাক্যকে আপনি মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমি ঐ বাক্য সত্য করিতেছি, উহা প্রতারণা হইবে না, আপনি তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। ২

হে ভগবন্! অপকীর্ত্তি হইতে যেরূপ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতেছি, নরক হইতে বা পদচ্যুতিতে অথবা পাশবন্ধন হইতে সেরূপ ভয় করি না, আর অর্থকষ্ট হইতে অথবা আপনার কৃত নিগ্রহ হইতেও তাদৃশ ভয় করি না। ৩

(ভগবৎকৃত নিগ্রহ বলির পক্ষে অপকীর্ত্তিকর নহে, ইহাই বলিতেছেন) হে ব্রহ্মন্! মান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অর্পিত পুরুষগণের দণ্ডকে আমি শ্লাঘ্যতম বলিয়া মনে করি, যে দণ্ড মাতা, পিতা, ভ্রাতা বা সুহৃদ্গণ দিতে পারেন না। [আপনি হিতৈষী হইয়া এই নিগ্রহ করাতে আমি শ্লাঘ্যই হইয়াছি]। ৪

(ভগবান্ প্রত্যক্ষভাবে দেবগণের হিতৈষী হইলেও পরোক্ষভাবে অসুরগণের হিতৈষী, এই কথা বলিতেছেন) হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয়ই আমাদের—অসুরগণের পরোক্ষ গুরু, কারণ, যে আপনি বহু মদে মত্ত আমাদের মত্ততাভ্রংশকারক জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ করিয়াছেন। ৫

একান্ত যোগিগণ যে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, যাঁহার প্রতি দৃঢ় বৈরানুবন্ধ দ্বারা বহু অসুর সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ৬

বিবৃতি—বলি কটাক্ষ করিয়া উত্তমঃশ্লোক এই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, আপনিই কপট বামনমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়াছেন,তথাপি আপনি যদি আমার বাক্য মিথ্যা মনে করেন, তাহা হইলেও আমি উহা সত্য করিব, উহা প্রতারণা হইবে না, আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ রক্ষা করুন। দুই পদে আপনি সমস্ত বিশ্ব আক্রমণ করিয়াছেন, সুতরাং আমার মস্তক আপনার পদের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা মনে করিবেন না; কারণ, বিত্ত দ্বারা যদি দুই পদের স্থান হয়, তবে বিত্ত হইতে অধিক বিত্তবানের এই মস্তক তৃতীয় পদের যোগ্য স্থান হইবে। ২

তেনাহং নিগৃহীতোঽস্মি ভবতা ভূরিকর্ম্মণা। বদ্ধশ্চ বারুণৈঃ পাশৈর্নাত্র ব্রীড়ে ন চ ব্যথে ॥৭॥

পিতামহো মে ভবদীয়সম্মতঃ প্রহ্লাদ আবিষ্কৃতসাধুবাদঃ।
ভবদ্বিপক্ষেণ বিচিত্রবৈশসং সংপ্রাপিতস্ত্বৎপরমঃ স্বপিত্রা ॥৮॥
কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ।
কিং জায়য়া সংস্থৃতিহেতুভূতয়া মর্ত্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ ॥৯॥
ইত্থং স নিশ্চিত্য পিতামহো মহান্ অগাধবোধো ভবতঃ পাদপদ্মম্।
ধ্রুবং প্রপেদে হ্যকুতোভয়ং জনাদ্ ভীতঃ স্বপক্ষক্ষপণস্য সত্তম ॥১০॥
অথাহমপ্যাত্মরিপোস্তবান্তিকং দৈবেন নীতঃ প্রসভং ত্যাজিতশ্রীঃ।
ইদং কৃতান্তান্তিকবর্ত্তি জীবিতং যয়াঽধ্রুবং স্তব্ধমতির্ন বুধ্যতে ॥১১॥

শ্রীশুক উবাচ।

তস্যেত্থং ভাষমাণস্য প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ। আজগাম কুরুশ্রেষ্ঠ রাকাপতিরিবোত্থিতঃ ॥১২॥

তমিন্দ্রসেনঃ স্বপিতামহং শ্রিয়া বিরাজমানং নলিনায়তেক্ষণম্।
প্রাংশুং পিশঙ্গাম্বরমঞ্জনত্বিষং প্রলম্ববাহুং সুভগং সমৈক্ষত ॥১৩॥

সেই ভূরিকর্ম্মা গুরু আপনা কর্ত্তৃক আমি নিগৃহীত ও বারুণপাশে বদ্ধ হইয়াছি, ইহাতে আমি লজ্জিত বা ব্যথিত নহি। ৭

(হে ভগবন্! আমার প্রতি যে দণ্ডরূপ মহানুগ্রহ হইল, আমি ইহার পাত্র নহি, আপনি নিজ ভক্তের পৌত্র বলিয়াই এই অনুগ্রহ করিয়াছেন, এই কথা বলিতেছেন) আমার পিতামহ প্রহ্লাদ আপনার প্রিয়পাত্র, তাঁহার সাধুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি তাঁহার পরম আশ্রয় ছিলেন, যদিও তিনি আপনার বিদ্বেষী স্বীয় জনক হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক বিচিত্ররূপ হিংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৮

আয়ুর অন্তে যে দেহ অবশ্য ত্যাগ করিবে, সেই এই দেহে কি প্রয়োজন? স্বজনরূপ যে দস্যুগণ মৃত্যুর পর বিত্ত হরণ করে, তাহাদেরই বা কি প্রয়োজন? যে স্ত্রী সংসারের হেতুভূতা, তাহাতেই বা কি প্রয়োজন? গৃহেই বা কি প্রয়োজন? উহাতে আয়ুর ব্যয়ই হইয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখ নাই। হে সত্তম! আমার সেই অগাধ-বুদ্ধি মহান্ পিতামহ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া জনসঙ্গে ভীত হইয়া স্বপক্ষক্ষয়কারী আপনার অকুতোভয় ধ্রুব পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯-১০

হে ভগবন্! যে সম্পদে মত্ত হইয়া জীব মৃত্যু-সন্নিহিত জীবনকে অধ্রুব জানিতে পারে না, এক্ষণে দৈব কর্ত্তৃক আমিও সেই সম্পদ্ হইতে ভ্রংশিত হইয়া আত্মরিপু আপনার নিকটে আনীত হইয়াছি। ১১

শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বলি এই-প্রকার বলিতেছিলেন, সেই সময়ে ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তথায় আগমন করিলেন। ১২

ইন্দ্রসেন (বলি) দীপ্তিশালী, পদ্মবৎ-বিশাল-নয়ন, উন্নতদেহ, পীতবসন, শ্যামবর্ণ, আজানুলম্বিত-বাহু, সুভগ স্বপিতামহ প্রহ্লাদকে দেখিয়াছিলেন। ১৩

তস্মৈ বলির্বারুণপাশযন্ত্রিতঃ সমর্হণং নোপজহার পূর্ব্ববৎ।
ননাম মূর্দ্ধাশ্রুবিলোললোচনঃ সব্রীড়নীচীনমুখো বভূব হ ॥১৪॥
স তত্র হাসীনমুদীক্ষ্য সৎপতিং হরিং সুনন্দাদ্যনুগৈরুপাসিতম্।
উপেত্য ভূমৌ শিরসা মহামনা ননাম মূর্দ্ধা পুলকাশ্রুবিক্লবঃ ॥১৫॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

ত্বয়ৈব দত্তং পদমৈন্দ্রমূর্জ্জিতং হৃতং তদেবাদ্য তথৈব শোভনম্।
মন্যে মহানস্য কৃতো হ্যনুগ্রহো বিভ্রংশিতো যচ্ছ্রিয় আত্মমোহনাৎ ॥১৬॥
যয়া হি বিদ্বানপি মুহ্যতে যতস্তৎ কো বিচষ্টে গতিমাত্মনো যথা।
তস্মৈ নমস্তে জগদীশ্বরায় বৈ নারায়ণায়াখিললোকসাক্ষিণে ॥১৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

তস্যানুশৃণ্বতো রাজন্ প্রহ্লাদস্য কৃতাঞ্জলেঃ। হিরণ্যগর্ভো ভগবানুবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১৮ ॥
বদ্ধং বীক্ষ্য পতিং সাধ্বী তৎপত্নী ভয়বিহ্বলা। প্রাঞ্জলিঃ প্রণতোপেন্দ্রং বভাষেঽবাঙ্মুখী নৃপ ॥১৯॥

কিন্তু বারুণপাশে বদ্ধ বলি প্রহ্লাদকে পূর্ব্বের ন্যায় পূজোপহার দিতে সমর্থ হইলেন না, কেবল অশ্রুপরিপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন এবং পরক্ষণেই লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। ১৪

হে রাজন্! সুনন্দাদি অনুচরগণ কর্ত্তৃক উপাসিত জগৎপতি ভগবান্ হরিকে বলির নিকটে উপবিষ্ট দর্শন করিয়া (বলিকে ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়াছেন ইহা মনে করিয়া) পুলকে পরিপূর্ণ ও অশ্রুজলে বিহ্বল মহামনা প্রহ্লাদ ভগবানের নিকটে গিয়া মস্তক দ্বারা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন। ১৫

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনিই ঐ উন্নত ঐন্দ্রপদ বলিকে দিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই তাহা লইলেন, ইহা ভালই হইয়াছে। আমার মনে হয়, আপনি বলির প্রতি মহান্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, কারণ, যে সম্পৎ আত্মাকে মুগ্ধ করে, আপনি সেই শ্রী হইতে বলিকে বিভ্রষ্ট করিয়াছেন। ১৬

হে ভগবন্! (সম্পদের মোহজনকতার কথা আর কি বলিব) যে সম্পদে বিদ্বান্ ব্যক্তিও এবং সংযত পুরুষও মুগ্ধ হয়েন এবং সম্পত্তিমান্ ব্যক্তি মাত্রই আত্মতত্ত্ব যথাবৎ দর্শন করিতে পারে না, সেই সম্পদকে কোন্ ব্যক্তি নিজের গতি বলিয়া মনে করিতে পারে, অতএব বলির সম্পৎ হরণ করিয়া আপনি অনুগ্রহই করিয়াছেন; অখিল লোকের সাক্ষী মহাকারুণিক জগদীশ্বর আপনাকে নমস্কার করি। ১৭

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অনন্তর হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মা, কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান সেই প্রহ্লাদের সমক্ষে বামনরূপী মধুসূদনকে কিছু বলিবার উপক্রম করিলেন। ১৮

হে রাজন্! সেই সময়ে বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলি পতিকে বারুণপাশে বদ্ধ দেখিয়া ভয়বিহ্বলা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ উপেন্দ্রকে প্রণাম করিলেন ও অধোমুখী হইয়া এই কথা বলিলেন। ১৯

বিবৃতি—বলি বামনকে অবোধ বলিয়াছিলেন, এবং নিজে বহু অহঙ্কার-সূচক বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎস্মরণে তাঁহার লজ্জা হইয়াছিল। ১৪

শ্রীবিন্ধ্যাবলিরুবাচ।

ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে স্বাম্যন্তু তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ কুর্য্যুঃ।
কর্ত্তুঃ প্রভোস্তব কিমস্যত আবহন্তি ত্যক্তহ্রিয়স্ত্বদবরোপিতকর্তৃবাদাঃ ॥২০॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগন্ময়। মুঞ্চৈনং হৃতসর্ব্বস্বং নায়মর্হতি নিগ্রহম্ ॥২১॥
কৃৎস্না তেঽনেন দত্তা ভূর্লোকাঃ কর্ম্মার্জ্জিতাশ্চ যে। নিবেদিতঞ্চ সর্ব্বস্বমাত্মা বিক্লবয়া ধিয়া ॥২২॥

যৎপাদয়োরশঠধীঃ সলিলং প্রদায় দূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্য্যাম্।
অপ্যুত্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীং দাশ্বানবিক্লবমনাঃ কথমার্ত্তিমৃচ্ছেৎ ॥২৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্। যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে ॥২৪॥
যদা কদাচিজ্জীবাত্মা সংসরন্নিজকর্ম্মভিঃ। নানাযোনিষ্বনীশোঽয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রজেৎ ॥২৫॥

বিন্ধ্যাবলি বলিলেন, হে ভগবন্! হে ঈশ! আপনি আপনার ক্রীড়ার্থ এই ত্রিজগৎ রচনা করিয়াছেন, পরন্তু কুবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা উহার উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। হে ভগবন্! আপনি ত্রিজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী, যাহারা আপনার প্রদত্ত কর্তৃত্ব না মানিয়া 'আমরা কর্ত্তা' বলিয়া অহঙ্কার করে, সেই নির্লজ্জগণ আপনাকে কি সমর্পণ করিবে? ২০

(এইরূপে প্রহ্লাদ ও বিন্ধ্যাবলির বাক্যে যদিও ভগবান্ বামন প্রসন্ন হইলেন, তথাপি ব্রহ্মা লোক-দৃষ্ট্যর্থ প্রার্থনা করিলেন) হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগন্ময়! এই হৃতসর্ব্বস্ব বলিকে মোচন করুন; এই বলি নিগ্রহ ভোগ করিবার যোগ্য নহে। হে ভগবন্! এই অসুরবর সকল ভূমি ও নিজ কর্ম্মার্জ্জিত লোক সকল দান করিয়াছে, যে ব্যক্তি অকাতরে সর্ব্বস্ব এবং শেষে আত্মা পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়াছে, সে নিগ্রহ ভোগ করিতে পারে না। ২১-২২

হে প্রভো! যে আপনার পাদপদ্মে অকৈতব বুদ্ধিতে জল মাত্র প্রদান করিয়া ও দূর্ব্বাঙ্কুরমাত্র দ্বারা পূজা করিয়া মানব উত্তম গতি লাভ করে, সেই আপনার পাদপদ্মে অকাতরে এই বলি ত্রিলোকী দান করিল, ইহাতে এই বলি কিরূপে নিগ্রহ পাইতে পারে? ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার অর্থ অপহরণ করিয়া থাকি। কারণ, অর্থ দ্বারা মত্ততা জন্মে, তাহাতে পুরুষ অবিনীত হইয়া সমস্ত লোককে ও আমাকে অবজ্ঞা করে, অতএব মত্ততা ও অভিমানের নিদান অর্থ অপহরণ করিলে অনুগ্রহই করা হয়। ২৩-২৪

(দুর্লভ পুরুষজন্মলাভকারী জীবের জন্মাদি-নিমিত্ত গর্ব্ব মহাহানিকর, সেই গর্ব্বের নাশ সম্পদাদির নাশে হয়, সুতরাং উহা মহান্ অনুগ্রহ এই কথা বলিতেছেন) হে ব্রহ্মন্! জীবাত্মা সর্ব্বদা পরতন্ত্র হইয়া নিজ কর্ম্ম দ্বারা কৃমি-কীটাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করে, তৎপরে পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ২৫

বিবৃতি—বিন্ধ্যাবলির বাক্যের তাৎপর্য্য এই, 'আপনাকে ত্রিজগৎ অর্পণ করিলাম, তৃতীয় চরণার্থ নিজ মস্তক দিলাম, সুতরাং আমার প্রতিশ্রুত দেওয়ায় আমার বাক্য সত্য হইল', এই প্রকারে আমার স্বামী দেহাদিতে স্বামিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বাক্যে নির্লজ্জতাই প্রকাশ পাইতেছে, যেহেতু আপনি সর্ব্বব্যাপী, অতএব মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া মোচন করুন। ২০

জন্মকর্ম্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ। যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ ॥২৬॥
মানস্তম্ভনিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ। সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেন্ন মৎপরঃ ॥২৭॥
এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ। অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি ॥২৮॥

ক্ষীণরিক্থশ্চ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ।
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুযাপিতঃ ॥২৯॥
গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ।
ছলৈরুক্তো ময়া ধর্ম্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্ ॥৩০॥

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি। সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ ॥৩১॥
তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্। যদাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ।
নোপসর্গা নিবসতাং সংভবন্তি মমেক্ষয়া ॥৩২॥
ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ভদ্রমস্তু তে। সুতলং স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যং জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ॥৩৩॥
ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি লোকেশাঃ কিমুতাপরে। ত্বচ্ছাসনাতিগান্ দৈত্যাংশ্চক্রং মে সূদয়িষ্যতি ॥৩৪॥

যদি জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও ধনাদি দ্বারা সেই পুরুষের স্তম্ভ (মত্ততা) না জন্মে, তাহাতেই আমার অনুগ্রহ। ২৬

হে ব্রহ্মন্! অভিমানরূপ অবিনয়ের কারণ ও সকলদিকে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের প্রতিকূল জন্মাদি-সত্ত্বেও আমার ভক্ত কখন মুগ্ধ হয় না। ২৭

হে ব্রহ্মন্! দৈত্যদানবগণের অগ্রণী কীর্ত্তিবর্দ্ধন এই বলি দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছে, এইজন্য অবসন্ন হইলেও মুগ্ধ হইতেছে না। ২৮

এ নির্ধন, স্থানচ্যুত, এবং শত্রু কর্ত্তৃক বদ্ধ ও তিরস্কৃত হইয়াছে, আর জ্ঞাতিগণ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ও নানা প্রকার যাতনা দিয়াছে। ২৯

ইহার গুরু (শুক্রাচার্য্য) ইহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন ও শাপ দিয়াছেন, তথাপি এই সুব্রত সত্যকে পরিত্যাগ করে নাই, আমি ছলপূর্ব্বক যে ধর্ম্ম বলিয়াছি, তাহাতেও এই সত্যবাদী সত্য পরিত্যাগ করে নাই। ৩০

(এই নিষ্ঠার জন্য) আমি ইহাকে দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য স্থান প্রদান করিয়াছি, আমি স্বয়ং ইহার আশ্রয়, সাবর্ণি-মন্বন্তরে এই বলি ইন্দ্র হইবে। ৩১

তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বলি বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত সুতলে বাস করুক, ঐ স্থানে বাসকারি-গণের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকায় আধি, ব্যাধি, শ্রম, তন্দ্রা, পরাভব ও উপসর্গ সকল হয় না। ৩২

(ব্রহ্মাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া করুণাসাগর হরি বলিকে বলিতেছেন) হে ইন্দ্রসেন! হে মহারাজ! তুমি জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া স্বর্গবাসীদের কাম্য সুতলে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। ৩৩

হে দৈত্যরাজ! লোকপালগণও তোমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, অন্যের ত কথাই নাই; যে সকল দৈত্য তোমার শাসন অতিক্রম করিবে, মদীয় সুদর্শন চক্র তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। ৩৪

বিবৃতি—আমি ভক্তের ইচ্ছায় সম্পদ্ দান করি এবং অভক্ত জন সম্পদে মুগ্ধ হয় বলিয়া তাহার সম্পদ্ হরণ করিয়া অনুগ্রহ করি। ২১

রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্ ।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্ ॥৩৫॥
তত্র দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ তে ভাব আসুরঃ ।
দৃষ্ট্বা মদনুভাবং বৈ সদ্যঃ কুণ্ঠো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে বলিমোক্ষণং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

হে বীর! আমি অনুচরবর্গ ও পরিচ্ছদসহ তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব, আর তুমি সর্ব্বদা আমাকে সেই স্থানে সন্নিহিত দেখিতে পাইবে। ৩৫

সেই সুতলে দৈত্যদানব-সঙ্গ হইতে তোমার যে অসুরভাব জন্মিবে, উহা আমার প্রভাব-দর্শনে সঙ্কুচিত হইয়া বিনষ্ট হইবে। ৩৬

ইতি অষ্টম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং পুরুষং পুরাতনং মহানুভাবোঽখিলসাধুসম্মতঃ।
বদ্ধাঞ্জলির্বাষ্পকলাকুলেক্ষণো ভক্ত্যুৎকলো গদ্গদয়া গিরাব্রবীৎ ॥১॥

শ্রীবলিরুবাচ

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈরলব্ধপূর্ব্বোঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ ॥২॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা হরিমানত্য ব্রহ্মাণং সভবং ততঃ। বিবেশ সুতলং প্রীতো বলির্মুক্তঃ সহাসুরৈঃ ॥৩॥
এবমিন্দ্রায় ভগবান্ প্রত্যানীয় ত্রিবিষ্টপম্। পূরয়িত্বাঽদিতেঃ কামমশাসৎ সকলং জগৎ ॥৪॥
লব্ধপ্রসাদং নির্ম্মুক্তং পৌত্রং বংশধরং বলিম্। নিশাম্য ভক্তিপ্রবণঃ প্রহ্লাদ ইদমব্রবীৎ ॥৫॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ।

নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদং ন শ্রীর্ন শর্ব্বঃ কিমুতাপরেঽন্যে।
যন্নোঽসুরাণামসি দুর্গপালো বিশ্বাভিবন্দ্যৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥

শুকদেব বলিলেন, পুরাণপুরুষ ভগবান্ বামন এইরূপ বলিলে, সকল সাধুসম্মত, মহানুভব, আনন্দাশ্রুকলাকুলনয়ন, কৃতাঞ্জলি বলি গদ্‌গদ বাক্যে ভক্তিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১

বলি বলিলেন, অহো! (প্রণামের কি মহিমা) আমি আপনাকে প্রণাম করি নাই, যে উদ্যম শরণাগত ভক্তের অর্থ-সম্পাদনে অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থিত, মাত্র প্রণামের সেই উদ্যম করিয়াছিলাম। এই উদ্যমের ফলেই লোকপাল অমরগণের অলব্ধপূর্ব্ব অনুগ্রহ মাদৃশ নীচ অসুরের প্রতি আপনি অর্পণ করিয়াছেন।২

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! পাশমুক্ত প্রীতিপ্রফুল্ল বলি এই কথা বলিয়া হরিকে এবং মহাদেবসহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া অনুচরবর্গের সহিত সুতলে প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্! ভগবান্ হরি এইরূপে ইন্দ্রকে ত্রিলোকী সমর্পণ করিয়া ও অদিতির কামনা পূর্ণ করিয়া স্বয়ং সকল জগৎ পালন করিয়াছিলেন। ৩-৪

এদিকে স্বীয় বংশধর পৌত্র বলিকে নির্ম্মুক্ত হইতে এবং ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে দেখিয়া ভক্তিপ্রবণ প্রহ্লাদ, ভগবান্‌কে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ৫

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে ভগবন্! বিশ্ববন্দ্যগণ যাঁহার পাদপদ্মকে বন্দনা করেন, সেই আপনি অসুর আমাদের দুর্গপাল হইলেন। এই অনুগ্রহ ব্রহ্মা, লক্ষ্মী ও মহাদেব—কেহই লাভ করিতে পারেন নাই, অন্যের কথা আর কি বলিব? ৬

বিবৃতি—হে ভগবন্! আপনি পরমেশ্বর, আমি অতি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে ত্রিলোকী দান করিব কি? আমি আপনাকে সম্যক্‌রূপে প্রণামও করি নাই, প্রণামের উদ্যমমাত্র করিয়াছি, তাহার এইরূপ মাহাত্ম্য! কোটি কোটি তপস্যা জপাদির দ্বারাও যে অনুগ্রহ লাভ করা যায় না, তাহা এই নীচ অসুর আমার প্রতি অর্পিত হইল, অতএব আপনাকে প্রণাম করার মাহাত্ম্য অত্যাশ্চর্য্য। ২

যৎপাদপদ্মমকরন্দনিষেবণেন ব্রহ্মাদয়ঃ শরণদাশ্নুবতে বিভূতীঃ।
কস্মাদয়ং কুসৃতয়ঃ খলযোনয়স্তে দাক্ষিণ্যদৃষ্টিপদবীং ভবতঃ প্রণীতাঃ ॥৭॥
চিত্রং তবেহিতমহোঽমিতযোগমায়ালীলাবিসৃষ্টভুবনস্য বিশারদস্য।
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো বিষমঃ স্বভাবো ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ ॥৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে প্রযাহি সুতলালয়ম্। মোদমানঃ স্বপৌত্রেণ জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ ॥৯॥
নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপাণিমবস্থিতম্। মদ্দর্শনমহাহ্লাদধ্বস্তকর্ম্মনিবন্ধনঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

আজ্ঞাং ভগবতো রাজন্ প্রহ্লাদো বলিনা সহ বাঢ়মিত্যমলপ্রজ্ঞো মূর্দ্ধ্ন্যাধায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥১১॥
পরিক্রম্যাদিপুরুষং সর্ব্বাসুরচমূপতিঃ। প্রণতস্তদনুজ্ঞাতঃ প্রবিবেশ মহাবিলম্ ॥১২॥
অথাহোশনসং রাজন্ হরির্নারায়ণোঽন্তিকে। আসীনমৃত্বিজাং মধ্যে সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১৩॥
ব্রহ্মন্ সন্তনু শিষ্যস্য কর্ম্মচ্ছিদ্রং বিতন্বতঃ। যত্তৎ কর্ম্মসু বৈষম্যং ব্রহ্মদৃষ্টং সমং ভবেৎ ॥১৪॥

হে আশ্রয়প্রদ! আপনার চরণপদ্মের মকরন্দ-সেবী ব্রহ্মাদি দেবগণ তত্তদ্বিভূতি ভোগ করিতেছেন, কিন্তু আমরা দুর্ব্বৃত্ত ও খলযোনি হইয়া কি-প্রকারে আপনার দাক্ষিণ্য-দৃষ্টির পাত্র হইলাম? হে অপরিমিত-যোগৈশ্বর্য্য! আপনার চরিত্র অত্যাশ্চর্য্য। আপনি যোগমায়াশক্তির লীলা দ্বারা ত্রিভুবনসৃষ্টিকারী, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মা, সমদৃষ্টিসম্পন্ন; আপনার এইরূপ বিষম স্বভাব যে, আপনি ভক্তপ্রিয় হইয়া কল্পতরুর ন্যায় আশ্রিতের কামনাপূরণ করেন। ৭-৮

ভগবান্ বলিলেন, হে বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সুতলস্থ আলয়ে গমন কর, নিজ পৌত্রসহ আনন্দ লাভ কর ও জ্ঞাতিগণের আনন্দ দান কর। তুমি প্রতিদিন সেই স্থানে গদা-হস্তে অবস্থিত আমাকে দেখিতে পাইবে, আমার দর্শন জন্য আনন্দে তোমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইবে। ৯-১০

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! নির্ম্মল-বুদ্ধি প্রহ্লাদ স্বীয় পৌত্র বলির সহিত "তাহাই করিতেছি" বলিয়া ভগবানের আদেশ মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইলেন, পরে সর্ব্বাসুর-সেনাপতি ঐ মহাত্মা সেই আদিপুরুষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তৎক্ষণাৎ মহাবিল সুতলে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বামন, অদূরে ব্রহ্মাদি দেবগণের সভায় ঋত্বিক্‌গণমধ্যে অধ্যাসীন শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন। ১১-১৩

হে ব্রহ্মন্! বলির যজ্ঞে যাহা ন্যূন হইয়াছে, অর্থাৎ অপূর্ণ আছে, উহা আপনি পূর্ণ করুন; যজমান উপস্থিত না থাকিলেও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্র কর্ম্ম সকলের বৈষম্যসমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠান করিলে যে উহা পূর্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ১৪

বিবৃতি—আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র। কেন না, আপনি সমদর্শী হইয়াও বিষমস্বভাব, ভক্তজনের প্রতিই করুণা করেন, অতএব কল্পতরু যেমন আশ্রিত ব্যক্তিরই কামনা পূর্ণ করে, সেইরূপ; অথচ আপনি অনির্ব্বাচ্য যোগমায়া-প্রভাবে অবলীলাক্রমে এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন; কারণ, আপনি তাহাতে বিশারদ, আপনি সর্ব্বাত্মা হইয়াও ভক্তপ্রিয়, ইহাই বিষম স্বভাব। ৮

শ্রীশুক্র উবাচ।

কুতস্তৎকর্ম্মবৈষম্যং যস্য কর্ম্মেশ্বরো ভবান্　যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ সর্ব্বভাবেন পূজিতঃ ॥১৫॥
মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।　সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব ॥১৬॥
তথাপি বদতো ভূমন্ করিষ্যাম্যনুশাসনম্　এতচ্ছ্রেয়ঃ পরং পুংসাং যত্তবাজ্ঞানুপালনম্ ॥১৭॥

শ্রীশুক উবাচ।

প্রতিনন্দ্য হরেরাজ্ঞামুশনা ভগবানিতি।　যজ্ঞচ্ছিদ্রং সমাধত্ত বলের্বিপ্রর্ষিভিঃ সহ ॥১৮॥
এবং বলের্মহীং রাজন্ ভিক্ষিত্বা বামনো হরিঃ।
দদৌ ভ্রাত্রে মহেন্দ্রায় ত্রিদিবং যৎ পরৈর্হৃতম্ ॥১৯॥
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা দেবর্ষিপিতৃভূমিপৈঃ।　দক্ষভৃগ্বঙ্গিরোমুখ্যৈঃ কুমারেণ ভবেন চ।
কশ্যপস্যাদিতেঃ প্রীত্যৈ সর্ব্বভূতভবায় চ ॥২০॥
লোকানাং লোকপালানামকরোদ্বামনং পতিম্ ॥২১॥
বেদানাং সর্ব্বদেবানাং ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।　মঙ্গলানাং ব্রতানাঞ্চ কল্পং স্বর্গাপবর্গয়োঃ ॥২২॥
উপেন্দ্রং কল্পয়াঞ্চক্রে পতিং সর্ব্ববিভূতয়ে।　তদা সর্ব্বাণি ভূতানি ভৃশং মুমুদিরে নৃপ ॥২৩॥
ততস্ত্বিন্দ্রঃ পুরস্কৃত্য দেবযানেন বামনম্।　লোকপালৈর্দিবং নিন্যে ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ ॥২৪॥

শুক্রাচার্য্য বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক যজ্ঞফলদাতা এবং যজ্ঞময় পুরুষ; আপনি যে বলি কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়াছেন, তাহার আর কর্ম্ম-বৈষম্য কিরূপে হইবে? ১৫

হে ভগবন্! মন্ত্র, তন্ত্র, দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তু হইতে যে যে ন্যূনতা, অর্থাৎ স্বরভ্রংশ, ক্রম-বৈপরীত্য, দক্ষিণাদির ন্যূনতা হয়, উহা আপনার নামকীর্ত্তনমাত্র নিশ্ছিদ্র হইয়া থাকে। ১৬

তাহা হইলেও, হে ভূমন্! আপনার আজ্ঞা পালন করিব, কারণ, আপনার আজ্ঞা পালন করা ইহাই পুরুষের পক্ষে পরম মঙ্গল। শুকদেব বলিলেন, ভগবান আদেশ করিয়াছেন, এইজন্য শুক্রাচার্য্য হরির বাক্য অভিনন্দিত করিয়া বিপ্রর্ষিগণসহ বলির যজ্ঞছিদ্র পূর্ণ করিয়া দিলেন। ১৭-১৮

হে রাজন্! ভগবান্ বামন হরি এই প্রকারে বলির নিকট ভূমি ভিক্ষা করিয়া তাহা এবং স্বর্গরাজ্য পর কর্ত্তৃক অপহৃত ভ্রাতা ইন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন। ১৯

তাহার পর কশ্যপ ও অদিতির প্রীতি এবং সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণের নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, রাজগণ, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি এবং সনৎকুমার ও ভব—ইঁহাদের সহিত বামনকে লোক ও লোকপালগণের অধিপতি করিলেন। ২০-২১

হে নৃপ! যদিও ইন্দ্র সর্ব্বলোকের অধিপতি, তথাপি বেদসমূহ, সকল ধর্ম্ম, যশঃ শ্রী, মঙ্গলময় ব্রত, স্বর্গ, অপবর্গ ইত্যাদির পালনে নিপুণ ইন্দ্রানুজ বামনকে সর্ব্বপ্রাণীর বিভূতির নিমিত্ত অধিপতি করিলেন; অতএব সেই সময়ে সর্ব্বপ্রাণীই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। ২২-২৩

তাহার পর লোকপালগণ ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ইন্দ্র বিমান-যোগে বামনকে অগ্রে করিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। ২৪

প্রাপ্য ত্রিভুবনং চেন্দ্র উপেন্দ্রভুজপালিতঃ। শ্রিয়া পরময়া জুষ্টো মুমুদে গতসাধ্বসঃ ॥২৫॥
ব্রহ্মা শর্ব্বঃ কুমারশ্চ ভৃগ্বাদ্যা মুনয়ো নৃপ। পিতরঃ সর্ব্বভূতানি সিদ্ধা বৈমানিকাশ্চ যে ॥২৬॥
সুমহৎ কর্ম্ম তদ্বিষ্ণোর্গায়ন্তঃ পরমদ্ভুতম্। ধিষ্ণ্যানি স্বানি তে জগ্মুরদিতিঞ্চ শশংসিরে ॥২৭॥
সর্ব্বমেতন্ময়াখ্যাতং ভবতঃ কুলনন্দন। উরুক্রমস্য চরিতং শ্রোতৄণামঘমোচনম্ ॥২৮॥
পারং মহিম্ন উরুবিক্রমতো গৃণানো যঃ পার্থিবানি বিমমে স রজাংসি মর্ত্ত্যঃ।
কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্ত্য ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য ॥২৯॥
য ইদং দেবদেবস্য হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। অবতারানুচরিতং শৃণ্বন্ যাতি পরাং গতিম্ ॥৩০॥
ক্রিয়মাণে কর্ম্মণীদং দৈবে পিত্র্যেঽথ মানুষে।
যত্র যত্রানুকীর্ত্ত্যেত তৎ তেষাং সুকৃতং বিদুঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
বলিবামনচরিতং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

হে রাজন্! উপেন্দ্রের বাহুবলে পালিত ইন্দ্র পুনর্ব্বার ত্রিভুবন প্রাপ্ত হইয়া পরমশ্রীযুক্ত ও নির্ভয় হইলেন ও পরমসুখে নিমগ্ন হইলেন। ২৫

হে নৃপ! ব্রহ্মা, ভব, সনৎকুমার, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, সর্ব্বভূত, সিদ্ধগণ, বৈমানিকগণ—ইঁহারা সকলে বিষ্ণুর ঐ অদ্ভুত সুমহৎ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন, এবং অদিতিকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ২৬-২৭

হে কুলনন্দন! উরুক্রম ভগবানের এই চরিত্র শ্রোতৃগণের পাপনাশক, ইহা সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ২৮

যে ব্যক্তি ভগবান্ উরুক্রমের বিক্রমের পার অর্থাৎ সমস্ত বিক্রম জানি বলে, সে ব্যক্তি পার্থিবরেণু সকলও সংখ্যা করিতে পারে, অর্থাৎ পার্থিব পরমাণুর গণনার ন্যায় ভগবানের নিখিল গুণগান করাও অসম্ভব। অতএব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়াছেন, জায়মান ও জাত মানবমধ্যে কোন ব্যক্তি পূর্ণস্বরূপ পুরুষের মহিমার পার পাইয়াছে কি? ২৯

হে রাজন্! অদ্ভুতকর্ম্মা দেবদেব ভগবান্ হরির অবতারানুচরিত যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন। ৩০

দৈব, পৈত্র্য অথবা লৌকিক কর্ম্ম করিবার সময়ে যে যে কর্ম্মে এই চরিত কীর্ত্তিত হয়, সেই সেই কর্ম্মই যথাবৎ কৃত হইয়া থাকে, ইহা বিদ্বান্‌গণ অবগত আছেন। ৩১

ইতি অষ্টম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। অবতারকথামাদ্যাং মায়ামৎস্যবিড়ম্বনাম্ ॥১॥
যদর্থমদধাদ্রূপং মাৎস্যং লোকজুগুপ্সিতম্। তমঃপ্রকৃতি দুর্ম্মর্ষং কর্ম্মগ্রস্ত ইবেশ্বরঃ ॥২॥
এতন্নো ভগবন্ সর্ব্বং যথাবদ্‌বক্তুমর্হসি। উত্তমঃশ্লোকচরিতং সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥৩॥

শ্রীসূত উবাচ।

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতেন ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। উবাচ চরিতং বিষ্ণোর্মৎস্যরূপেণ যৎ কৃতম্ ॥৪॥

শ্রীশুক উবাচ।

গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ। রক্ষামিচ্ছংস্তনূর্ধত্তে ধর্ম্মস্যার্থস্য চৈব হি ॥ ৫ ॥
উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ। নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাদ্ধিয়ো গুণৈঃ ॥৬॥
আসীদতীতকল্পান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ। সমুদ্রোপপ্লুতাস্তত্র লোকা ভূরাদয়ো নৃপ ॥৭॥
কালেনাগতনিদ্রস্য ধাতুঃ শিশয়িষোর্বলী। মুখতোনিঃসৃতান্ বেদান্ হয়গ্রীবোঽন্তিকেঽহরৎ ॥৮॥
জ্ঞাত্বা তদ্দানবেন্দ্রস্য হয়গ্রীবস্য চেষ্টিতম্। দধার শফরীরূপং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥
তত্র রাজঋষিঃ কশ্চিন্নাম্না সত্যব্রতো মহান্। নারায়ণপরোঽতপ্যৎ তপঃ স সলিলাসনঃ ॥১০॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রহ্মন! যাহাতে মায়া দ্বারা মৎস্যরূপের অনুকরণ নিরূপিত হইয়াছে, ভগবান্ হরির সেই আদি অবতারের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১

হে ভগবন্! ঈশ্বর কর্ম্মগ্রস্তের ন্যায় তমঃপ্রকৃতি বলিয়া দুঃসহ এবং লোকনিন্দিত মৎস্যরূপ যে কারণে ধারণ করিয়াছিলেন, আপনি এই সকল কথা আমাদিগকে বলুন; উত্তমঃশ্লোক হরির চরিত্র সকল লোকেরই সুখাবহ। ২-৩

সূত বলিলেন, পরীক্ষিৎ এই প্রকার প্রার্থনা করিলে ব্যাসতনয় শুকদেব, মৎস্যরূপে ভগবান্ বিষ্ণু যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধু, বেদ, ধর্ম্ম ও অর্থের রক্ষা ইচ্ছা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু সময়ে সময়ে দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪-৫

মায়াগুণ দ্বারা উচ্চাবচ যে সকল রূপ পরিগৃহীত হয়, তৎসমুদায়ে নিয়ন্তৃরূপে সেই ঈশ্বর বায়ুর ন্যায় ভ্রমণ করিয়াও নির্গুণত্ব-নিবন্ধন স্বয়ং উচ্চাবচত্ব ভজনা করেন না, অতএব শুদ্ধসত্ত্ব মৎস্যরূপ স্বীকার করায় তাঁহার উচ্চাবচত্বের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু মৎস্যাবতারের পরে প্রয়োজন আছে, তাহা শ্রবণ কর। অতীত কল্পের অবসানে যখন ব্রহ্মার নিদ্রাকালীন নৈমিত্তিক প্রলয় হয়, সেই সময়ে ভূরাদি লোকসকল সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইয়াছিল। ৬-৭

কালবশে আগতনিদ্র অতএব শয়নেচ্ছু বিধাতার মুখ হইতে নিঃসৃত বেদ সকলকে বিধাতার নিকটে অবস্থিত বলবান্ দানবেন্দ্র হয়গ্রীব অপহরণ করিয়াছিল। ৮

হে রাজন্! দানবেন্দ্র হয়গ্রীবের ঐ কর্ম্ম জানিতে পারিয়া ভগবান্ ঈশ্বর হরি শফরী (পুঠি) মৎস্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ৯

সেই সময়ে সত্যব্রত নামে নারায়ণপরায়ণ কোন রাজর্ষি সলিলমধ্যে বসিয়া তপস্যা করিতেন।

যোঽসাবস্মিন্ মহাকল্পে তনয়ঃ স বিবস্বতঃ। শ্রাদ্ধদেব ইতি খ্যাতো মনুত্বে হরিণার্পিতঃ ॥১১॥
একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্। তস্যাঞ্জল্যুদকে কাচিচ্ছফর্য্যেকাভ্যপদ্যত ॥১২॥
সত্যব্রতোঽঞ্জলিগতাং সহ তোয়েন ভারত। উৎসসর্জ নদীতোয়ে শফরীং দ্রবিড়েশ্বরঃ ॥১৩॥
তমাহ সাতিকরুণং মহাকারুণিকং নৃপম্। যাদোভ্যো জ্ঞাতিঘাতিভ্যো দীনাং মাং দীনবৎসল।
কথং বিসৃজসে রাজন্ ভীতামস্মিন্ সরিজ্জলে ॥১৪॥
তমাত্মনোঽনুগ্রহার্থং প্রীত্যা মৎস্যবপুর্ধরম্। অজানন্ রক্ষণার্থায় শফর্য্যাঃ স মনো দধে ॥১৫॥
তস্যা দীনতরং বাক্যমাশ্রুত্য স মহীপতিঃ। কলসাপ্সু নিধায়ৈনাং দয়ালুর্নিন্য আশ্রমম্ ॥১৬॥
সা তু তত্রৈকরাত্রেণ বর্দ্ধমানা কমণ্ডলৌ। অলব্ধ্বাত্মাবকাশং বা ইদমাহ মহীপতিম্ ॥১৭॥
নাহং কমণ্ডলাবস্মিন্ কৃচ্ছ্রং বস্তুমথোৎসহে কল্পয়ৌকঃ সুবিপুলং যত্রাহং নিবসে সুখম্ ॥১৮॥
স এনাং তত আদায় ন্যধাদৌদঞ্চনোদকে তত্র ক্ষিপ্তা মুহূর্ত্তেন হস্তত্রয়মবর্দ্ধত ॥১৯॥
ন ম এতদলং রাজন্ সুখং বস্তুমুদঞ্চনম্। পৃথু দেহি পদং মহ্যং যৎ ত্বাহং শরণং গতা ॥২০॥

সেই রাজর্ষি এই মহাকল্পে বিবস্বৎসুত হইয়া শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত এবং ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক মনুত্বে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ১১

একদা উক্ত রাজর্ষি সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে জল দ্বারা তর্পণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার অঞ্জলিস্থ জলে একটি শফরী (পুঠি মৎস্য) দৃষ্ট হইল। ১২

দ্রবিড়েশ্বর সত্যব্রত, অঞ্জলিস্থিত সলিলসহ সেই শফরীকে নদীজলে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ১৩

তখন সেই শফরী মহাকারুণিক সত্যব্রতকে অতি করুণ বাক্যে বলিল, হে মহারাজ! আপনি দীনবৎসল, আমি অতি দীনা, জ্ঞাতিঘাতী জলজন্তুগণের হস্তে নদীজলে কি প্রকারে আমাকে বিসর্জ্জন দিতেছেন? মহারাজ! আমি ভীতা, শরণাপন্না, আমাকে রক্ষা করুন। রাজর্ষি সত্যব্রত জানিতেন না যে, তাঁহার নিজের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই ভগবান্ মৎস্য-শরীর ধারণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও প্রীতিসহকারে শফরীর রক্ষার্থ মনঃ স্থির করিলেন; মৎস্যের দীনতর বাক্য-শ্রবণে রাজর্ষির দয়া জন্মিল, এবং তৎক্ষণাৎ একটি জলপূর্ণ কলসে স্থাপন করিয়া সেই শফরীকে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন। হে রাজন্! একরাত্রি-মধ্যে সেই শফরী এত বড় হইল যে, তাহার মধ্যে আর তাহার শরীরের স্থান হইল না, তখন সে রাজর্ষিকে বলিতে লাগিল। ১৪ ১৭

হে রাজন্! এই কমণ্ডলুমধ্যে আমি কষ্টে বাস করিতে ইচ্ছা করি না; এমন বিপুলায়তন স্থান কল্পনা করুন, যাহাতে আমি সুখে বাস করিতে পারি। ১৮

সেই রাজর্ষি সত্যব্রত তখন মৎস্যকে কমণ্ডলু হইতে উত্তোলিত করিয়া একটি মণিকাস্থ জলে (জালার জলে) রক্ষা করিলেন, এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই মৎস্য তিন-হস্ত-পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল। ১৯

শফরী পুনর্ব্বার রাজর্ষিকে বলিল, হে রাজন্! এই মণিকস্থোদকও আমার সুখে বাস করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, অতএব আমাকে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদান করুন, কারণ, আমি আপনার শরণাগতা। ২০

তত আদায় সা রাজ্ঞা ক্ষিপ্তা রাজন্ সরোবরে। তদাবৃত্যাত্মনা সোঽয়ং মহামীনোঽন্ববর্দ্ধত ॥২১॥
নৈতন্মে স্বস্তয়ে রাজন্নুদকং সলিলৌকসঃ। নিধেহি রক্ষাযোগেন হ্রদে মামবিদাসিনি ॥২২॥
ইত্যুক্তঃ সোঽনয়ন্মৎস্যং তত্র তত্রাবিদাসিনি। জলাশয়ে সম্মিতং তং সমুদ্রে প্রাক্ষিপজ্ঝষম্ ॥২৩॥
ক্ষিপ্যমাণস্তমাহেদমিহ মাং মকরাদয়ঃ। অদন্ত্যতিবলা বীর মাং নেহোৎস্রষ্টুমর্হসি ॥২৪॥
এবং বিমোহিতস্তেন বদতা বল্গুভারতীম্। তমাহ কো ভবানস্মান্ মৎস্যরূপেণ মোহয়ন্ ॥২৫॥

নৈবংবীর্য্যো জলচরো দৃষ্টোঽস্মাভিঃ শ্রুতোঽপি বা।
যো ভবান্ যোজনশতমহ্নাভিব্যানশে সরঃ ॥২৬॥

নূনং ত্বং ভগবান্ সাক্ষাদ্ধরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ। অনুগ্রহায় ভূতানাং ধৎসে রূপং জলৌকসাম্ ॥২৭॥
নমস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়েশ্বর। ভক্তানাং নঃ প্রপন্নানাং মুখ্যোহ্যাত্মগতির্বিভো ॥২৮॥
সর্ব্বে লীলাবতারাস্তে ভূতানাং ভূতিহেতবঃ। জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যদো রূপং যদর্থং ভবতা ধৃতম্ ॥২৯॥

তাহার পর রাজা তাহা হইতে সেই শফরীকে উত্তোলিত করিয়া সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন, পরন্তু উহাতে ক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঐ সরোবর ব্যাপিয়া ঐ মহামৎস্য বর্দ্ধিত হইল। ২১

সেই মৎস্য পুনর্ব্বার রাজর্ষিকে বলিল, হে রাজন্! আমি সলিলবাসী, এই সরোবরের জল আমার মঙ্গলের জন্য হইবে না; অতএব রক্ষাযোগ বিধান করিয়া যাহার জল ক্ষয় হয় না, তাদৃশ মহাহ্রদে আমাকে স্থাপন করুন। ২২

হে রাজন্! মৎস্য এইরূপ বলিলে, রাজর্ষি সত্যব্রত সেই মৎস্যকে লইয়া অপক্ষয়শূন্য সেই সেই জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন, পরন্তু একরাত্র-মধ্যে জলাশয় পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় পরিশেষে সেই মৎস্যকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতে গেলে তখন মৎস্য দীন বাক্যে বলিল, হে রাজন্! এই সমুদ্রে অতি বলবান্ মকরাদি জলজন্তু সকল আমাকে খাইয়া ফেলিবে, অতএব এই সাগরে আমাকে নিক্ষেপ করিবেন না। ২৩-২৭

এইরূপ মধুরভাষী মৎস্যের বাক্যে বিমোহিত সত্যব্রত সেই মৎস্যকে বলিলেন, আপনি কে? আমাকে মৎস্যরূপে বিমোহিত করিতেছেন, আমরা কস্মিন্‌কালেও এইরূপ বীর্য্যসম্পন্ন জলচর দর্শন করি নাই, আপনি একদিনের মধ্যে শরীর বর্দ্ধিত করিয়া শত-যোজন সরোবর ব্যাপ্ত করিয়াছেন। ২৫-২৬

আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্, অব্যয় নারায়ণ হরি, প্রাণীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। ২৭

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বর, হে প্রভো! আমরা আপনার ভক্ত এবং শরণাগত, আপনি আমাদের নায়ক, আত্মা ও আশ্রয়, হে ভগবন্! আপনার সকল লীলাবতারই প্রাণীদিগের মঙ্গলের জন্য, সম্প্রতি যাহার জন্য এই মৎস্যরূপ ধারণ করিলেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। ২৮-২৯

বিবৃতি—জল হইতে জলান্তরে লইয়া যাইবার সময় রক্ষা-বিধান আবশ্যক, যাহারা জলে বাস করে, তাহারা জল ব্যতীত বাঁচিতে পারে না, অতএব জলমধ্যে রাখিয়া মহাহ্রদে লইয়া যাইতে হইবে। ২২

ন তেঽরবিন্দাক্ষ পদোপসর্পণং মৃষা ভবেৎ সর্ব্বসুহৃৎপ্রিয়াত্মনঃ।
যথেতরেষাং পৃথগাত্মনাং সতামদীদৃশো যদ্বপুরদ্ভুতং হি নঃ ॥৩০॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং জগৎপতিঃ সত্যব্রতং মৎস্যবপুর্যুগক্ষয়ে।
বিহর্ত্তুকামঃ প্রলয়ার্ণবেঽব্রবীচ্চিকীর্ষুরেকান্তজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ম্ ॥৩১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সপ্তমেঽদ্যতনাদূর্দ্ধমহন্যেতদরিন্দম। নিমঙ্ক্ষ্যত্যপ্যয়াম্ভোধৌ ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্ ॥৩২॥

ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং সংবর্ত্তাম্ভসি বৈ তদা।
উপস্থাস্যতি নৌঃ কাচিদ্বিশালা ত্বাং ময়েরিতা ॥৩৩॥

ত্বং তাবদোষধীঃ সর্ব্বা বীজান্যুচ্চাবচানি চ। সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥৩৪॥
আরুহ্য বৃহতীং নাবং বিচরিষ্যস্যবিক্লবঃ। একার্ণবে নিরালোকে ঋষীণামেব বর্চ্চসা ॥৩৫॥
দোধূয়মানাং তাং নাবং সমীরেণ বলীয়সা। উপস্থিতস্য মে শৃঙ্গে নিবধ্নীহি মহাহিনা ॥৩৬॥
অহং ত্বামৃষিভিঃ সার্দ্ধং সহনাবমুদন্বতি। বিকর্ষন্ বিচরিষ্যামি যাবদ্ব্রাহ্মী নিশা প্রভো ॥৩৭॥
মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥৩৮॥

হে অরবিন্দনয়ন! দেহাদ্যভিমানী অন্য ব্যক্তিদিগের উপাসনা যেমন মিথ্যা হয়, সর্ব্বসুহৃৎ ও প্রিয় আত্মাস্বরূপ আপনার পদোপসর্পণ অর্থাৎ আনুগত্য সেইরূপ ব্যর্থ হয় না; যেহেতু আমরা আপনার ভক্ত বলিয়া আপনি ঈদৃশ অনির্ব্বচনীয় দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে এই অদ্ভুতরূপ দর্শন করাইলেন। ৩০

হে রাজন্! নৃপতি সত্যব্রত এইরূপ বলিতে লাগিলে, যুগান্তকালে মৎস্যশরীরধারী একান্ত-ভজনপ্রিয় প্রভু জগৎপতি হরি প্রলয়সমুদ্রে বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজের চিকীর্ষিত বলিলেন। ৩১

ভগবান্ বলিলেন, হে অরিন্দম! অদ্যকার দিন হইতে সপ্তম দিবসে প্রলয়ার্ণবে ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য নিমগ্ন হইবে। ৩২

হে রাজন্! যখন প্রলয়োদকে ত্রিলোক প্লাবিত হইতে থাকিবে, সেই সময়ে আমার প্রেরিত একখানি বৃহৎ তরণী তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে। ৩৩

হে রাজন্! তুমি সর্ব্বপ্রকার ওষধি এবং ক্ষুদ্র ও মহৎ বীজ সকল গ্রহণ করিয়া সপ্তর্ষিগণে পরিবৃত ও সর্ব্বপ্রাণিসমন্বিত হইয়া সেই বৃহত্তম নৌকায় আরোহণ-পূর্ব্বক অকাতরে সমুদ্রজলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। হে রাজন্! একার্ণবে আলোক থাকিবে না, কিন্তু সপ্তর্ষিগণের তেজে যে আলোক হইবে, তাহাতে ভ্রমণ করিতে পারিবে, তাহার পর প্রবল পবনে যখন সেই নৌকা কাঁপিতে থাকিবে, তখন আমি সমীপে গিয়া উপস্থিত হইব; আমার শৃঙ্গে মহাসর্পরূপ রজ্জু দ্বারা তখন ঐ নৌকাকে বন্ধন করিও। ৩৪-৩৬

ব্রাহ্মী রাত্রি যতকাল থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি সপ্তর্ষিগণের সহিত তোমাকে ও সেই নৌকাকে লইয়া বিচরণ করিব। ৩৭

হে রাজন্! তোমার প্রশ্নে পরমব্রহ্ম-পদাভিহিত আমার মহিমা তৎকালে আমি যাহা বিবৃত করিব, তুমি আমার প্রসাদলব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে পারিবে। ৩৮

ইত্থমাদিশ্য রাজানং হরিরন্তরধীয়ত। সোঽন্ববৈক্ষত তং কালং যং হৃষীকেশ আদিশৎ ॥৩৯॥

আস্তীর্য্য দর্ভান্ প্রাক্কূলান্ রাজর্ষিঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ।
নিষসাদ হরেঃ পাদৌ চিন্তয়ন্ মৎস্যরূপিণঃ ॥৪০॥

ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সর্ব্বতঃ প্লাবয়ন্মহীম্। বর্দ্ধমানো মহামেঘৈর্বর্ষদ্ভিঃ সমদৃশ্যত ॥ ৪১ ॥
ধ্যায়ন্ ভগবদাদেশং দদৃশে নাবমাগতাম্। তামারুরোহ বিপ্রেন্দ্রৈরাদায়ৌষধিবীরুধঃ ॥৪২॥
তমূচুর্মুনয়ঃ প্রীতা রাজন্ ধ্যায়স্ব কেশবম্। স বৈ নঃ সঙ্কটাদস্মাদবিতা শং বিধাস্যতি ॥৪৩॥
সোঽনুধ্যাতস্ততো রাজ্ঞা প্রাদুরাসীন্মহার্ণবে একশৃঙ্গধরোমৎস্যো হৈমো নিযুতযোজনঃ ॥৪৪॥
নিবধ্য নাবং তচ্ছৃঙ্গে যথোক্তো হরিণা পুরা। বরত্রেণাহিনা তুষ্টস্তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

অনাদ্যবিদ্যোপহতাত্মসংবিদস্তন্মূলসংসারপরিশ্রমাতুরাঃ।
যদৃচ্ছয়েহোপসৃতা যমাপ্নুয়ুর্বিমুক্তিদো নঃ পরমো গুরুর্ভবান্ ॥৪৬॥

এইরূপে সত্যব্রত রাজাকে আদেশ করিয়া ভগবান্ হরি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, তাহার পর ভগবান্ হৃষীকেশ যেরূপ আদেশ করিলেন, রাজর্ষি সত্যব্রত সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩৯

সত্যব্রত রাজা মৎস্যরূপী হরির চরণ স্মরণপূর্ব্বক কুশ সকল আস্তরণ করিয়া তদুপরি পূর্ব্বোত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন। ৪০

তাহার পর সমুদ্রনীর, তীরভূমি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বতোভাবে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া বর্ষণশীল মহামেঘ দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ইহা দেখা গেল। ৪১

রাজর্ষি সত্যব্রত ভগবান্ হরির আদেশ চিন্তা করিতে করিতে সেই স্থানে আগত একখানি নৌকা দেখিতে পাইলেন, পরে ওষধি ও লতা সকল লইয়া সপ্তর্ষিগণের সহিত রাজা সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। ৪২

এই ব্যাপারে প্রীত সপ্তর্ষিগণ রাজাকে বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ কেশবকে ধ্যান কর, তিনি আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবেন এবং আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। ৪৩

হে রাজন্! তাহার পর রাজর্ষি সত্যব্রত কর্ত্তৃক চিন্তিত হইবামাত্র একশৃঙ্গধারী নিযুত-যোজন-পরিমিত-দেহ একটি স্বর্ণময় মৎস্য তৎক্ষণাৎ মহার্ণবে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৪৪

সত্যব্রত রাজা ভগবানের পূর্ব্ব-বাক্যানুসারে সর্পরূপ রজ্জু দ্বারা সেই মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিলেন এবং তুষ্ট হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৫

রাজা সত্যব্রত বলিলেন, যাহাদের আত্মজ্ঞান অনাদি অবিদ্যায় আবৃত, অতএব যাহারা অজ্ঞানমূলক সংসার-পরিশ্রমে কাতর, তাহারা এই সংসারে সুকৃতপ্রভাবে মদাচার্য্যের আশ্রিত হইয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, আপনি সেই প্রভু আমাদের মুক্তিদাতা পরমগুরু। ৪৬

বিবৃতি—এইস্থানে যে প্রলয়ের কথা উক্ত হইয়াছে, উহা কোন্ প্রলয়, মহাপ্রলয়, অথবা ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়? মহাপ্রলয় নহে এই কথাই বলিতে হইবে, কারণ, উহাতে পৃথিব্যাদির কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সুতরাং দৈনন্দিন প্রলয় বলিতে হইবে, কিন্তু চাক্ষুষ মন্বন্তরে মৎস্যাবতার, সেই মন্বন্তরে কোন প্রলয় হয় নাই, অথচ এই স্থানে সম্বর্ত্তক মেঘের বর্ষণ কথা আছে, উহা অন্য প্রলয়ে নাই, অপর প্রলয়ে নৌকার বীজাদিসহ আরোহণও অসম্ভব, চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রলয় হইলে সপ্তম মনু হওয়াও দুর্ঘট হইত—অতএব এই প্রলয় ভগবানের মায়াকল্পিত—যেমন মার্কণ্ডেয়কে দেখান হইয়াছিল, সেইরূপ বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্য সত্যব্রতকে দেখান হয়। ৪৬

জনোঽবুধোঽয়ং নিজকর্ম্মবন্ধনঃ সুখেচ্ছয়া কর্ম্ম সমীহতেঽসুখম্।
যৎসেবয়া তাং বিধুনোত্যসন্মতিং গ্রন্থিং স ভিন্দ্যাদ্ধৃদয়ং স নো গুরুঃ ॥৪৭॥
যৎসেবয়াগ্নেরিব রুদ্ররোদনং পুমান্ বিজহ্যান্মলমাত্মনস্তমঃ।
ভজেত বর্ণং নিজমেষ সোঽব্যয়ো ভূয়াৎ স ঈশঃ পরমো গুরোর্গুরুঃ ॥৪৮॥
ন যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশমন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংসস্তমীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥৪৯॥
অচক্ষুরন্ধস্য যথাগ্রণীঃ কৃতস্তথা জনস্যাবিদুষোঽবুধো গুরুঃ।
ত্বমর্কদৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণো বৃতো গুরুর্নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাম্ ॥৫০॥
জনো জনস্যাদিশতেঽসতীং গতিং যয়া প্রপদ্যেত দুরত্যয়ং তমঃ।
ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঞ্জসা প্রপদ্যতে যেন জনো নিজং পদম্ ॥৫১॥
ত্বং সর্ব্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ।
তথাপি লোকো ন ভবন্তমন্ধধীর্জানাতি সন্তং হৃদিবদ্ধকামঃ ॥৫২॥
ত্বং ত্বামহং দেববরং বরেণ্যং প্রপদ্য ঈশং প্রতিবোধনায়।
ছিন্ধ্যর্থদীপৈর্ভগবান্ বচোভির্গ্রন্থীন্ হৃদয্যান্ বিবৃণু স্বমোকঃ ॥৫৩॥

এই অজ্ঞান লোক সকল নিজকর্ম্মে বদ্ধ হইয়া সুখের আশায় কর্ম্ম করে, অথচ তাহাতে সুখপ্রাপ্ত হয় না; যাঁহার সেবায় সেই অসদ্বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সেই আমাদের গুরু ভগবান্ হৃদয়গ্রন্থি অজ্ঞানকে দূর করুন। অগ্নির সেবায় (তাপে) যেমন রজত আপনার মলিনতা পরিত্যাগ করে, নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যাঁহার সেবায় পুরুষ অন্তঃকরণের মলরূপ তমঃ পরিত্যাগ করে ও নিজ বর্ণ অর্থাৎ স্বরূপ ভজনা করে, সেই অব্যয় ঈশ্বর আমাদের গুরু হউন; যেহেতু তিনি গুরুরও পরমগুরু। অহো! অন্যান্য দেব, গুরু, মহাজন ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া স্বয়ং যাঁহার প্রসাদের অযুত ভাগের কণা মাত্রও উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন না, হে ভগবন্! আপনি সেই লোকেশ্বর, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ৪৭-৪৯

হে প্রভো! অন্ধ জন যেমন অচক্ষুঃ ব্যক্তিকে অগ্রণী করে, সেইরূপ অবিদ্বান্ ব্যক্তিই অজ্ঞ লোককে গুরু করে, আমরা নিজ গতি জানিতে ইচ্ছা করিয়াই সূর্য্যবৎ দ্রষ্টা, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, আপনাকে গুরুরূপে বরণ করিলাম। (প্রাকৃত গুরু অনর্থের হেতু, এই কথা বলিতেছেন) হে ভগবন্! সাধারণ লোক (গুরু) লোককে অসৎ গতি অর্থাৎ অর্থ-কামাদির বিষয় উপদেশ করে, উহা দ্বারা লোক দুরত্যয় তমঃ (সংসার) লাভ করে; আপনি অব্যয় ও অমোঘ জ্ঞানই যথার্থরূপে উপদেশ করেন, উহা দ্বারা লোক সকল অনায়াসে নিজ পদ প্রাপ্ত হয়। ৫০-৫১

হে ভগবন্! যদিও আপনি সকল লোকের সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, গুরু, জ্ঞান ও অভীষ্টসিদ্ধি-স্বরূপ, তথাপি লোক সকল অন্ধ বুদ্ধি ও বদ্ধকাম হওয়ায় হৃদয়স্থ আপনাকে জানিতে পারে না। ৫২

হে ভগবন্! দেববর বরণীয় ঈশ্বর, আমি আত্ম-জ্ঞানের নিমিত্ত, আপনার শরণাগত হইলাম। হে দেব! পরমার্থপ্রকাশক বাক্য সকল দ্বারা আমার হৃদয়জাত অহঙ্কারাদি গ্রন্থি সকল ছেদন করুন, এবং নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিউন। ৫৩

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিং ভগবানাদিপূরুষঃ। মৎস্যরূপী মহাম্ভোধৌ বিহরংস্তত্ত্বমব্রবীৎ ॥৫৪॥
পুরাণসংহিতাং দিব্যাং সাংখ্যযোগক্রিয়াবতীম্। সত্যব্রতস্য রাজর্ষেরাত্মগুহ্যমশেষতঃ ॥ ৫৫ ॥
অশ্রৌষীদৃষিভিঃ সাকমাত্মতত্ত্বমসংশয়ম্। নাব্যাসীনো ভগবতা প্রোক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৫৬॥
অতীতপ্রলয়াপায় উত্থিতায় স বেধসে। হত্বাসুরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ধরিঃ ॥৫৭॥
স তু সত্যব্রতো রাজা জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ। বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ কল্পেঽস্মিন্নাসীদ্বৈবস্বতোমনুঃ ॥৫৮॥
সত্যব্রতস্য রাজর্ষের্মায়ামৎস্যস্য শার্ঙ্গিণঃ। সংবাদং মহদাখ্যানং শ্রুত্বা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥৫৯॥
অবতারো হরের্যোঽয়ং কীর্ত্তয়েদন্বহং নরঃ। সংকল্পাস্তস্য সিধ্যন্তি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৬০॥

প্রলয়পয়সি ধাতুঃ সুপ্তশক্তের্মুখেভ্যঃ শ্রুতিগণমপনীতং প্রত্যুপাদায় হত্বা।
দিতিজমকথয়দ্‌যো ব্রহ্ম সত্যব্রতানাং তমহমখিলহেতুং জিহ্মমীনং নতোঽস্মি ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে মৎস্যাবতারচরিতং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সত্যব্রত রাজর্ষি এইরূপ স্তব করিলে, আদিপুরুষ মৎস্যরূপী ভগবান্ মহাসমুদ্রে বিচরণ করিতে করিতে সেই রাজাকে তত্ত্ব উপদেশ দান করিয়াছিলেন। ৫৪

তিনি সাংখ্যযোগ-ক্রিয়াবিশিষ্ট দিব্য পুরাণ-সংহিতা (মৎস্যপুরাণ) ও অশেষ-প্রকার আত্মগুহ্য অর্থাৎ অতি গোপনীয় আত্মতত্ত্ব রাজর্ষি সত্যব্রতকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ৫৫

রাজা সত্যব্রত সপ্তর্ষিগণের সহিত নৌকায় উপবিষ্ট থাকিয়া ভগবৎপ্রোক্ত নিঃসন্দিগ্ধ সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ৫৬

সেই মৎস্যরূপী হরি হয়গ্রীব দানবকে সংহার করিয়া অতীত (পূর্ব্ব) প্রলয়ের অবসানে উত্থিত ব্রহ্মাকে পুনরায় বেদ সকল প্রত্যর্পণ করেন। ৫৭

সেই রাজর্ষি সত্যব্রত বিষ্ণুর অনুগ্রহে জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া এই কল্পে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন। ৫৮

হে রাজন্! সত্যব্রত রাজর্ষি ও মায়া-মৎস্যরূপী হরির এই সংবাদঘটিত মহৎ আখ্যান শ্রবণ করিয়া লোক সকল পাপমুক্ত হইয়া থাকে। ৫৯

যে মানব ভগবান্ হরির এই মৎস্যাবতারের কথা প্রতিদিন কীর্ত্তন করে, তাহার সকল সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় ও সেই মানব পরমগতি লাভ করে। ৬০

প্রলয়-পয়োধিজলে সুখসুপ্ত অতএব লুপ্তশক্তি বিধাতার বদন হইতে নির্গত বেদ সকল যে দানব হরণ করে, যিনি মৎস্যমূর্ত্তিতে সেই দৈত্যকে সংহার করিয়া সেই সমস্ত বেদ সত্যব্রত ও সপ্তর্ষিদিগকে বলিয়াছেন, সেই অখিল-কারণ মায়া-মৎস্যরূপধারী ভগবান্‌কে নমস্কার করি। ৬১

ইতি অষ্টম স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত

শ্রীমদ্ভাগবত

নবম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ।

মন্বন্তরাণি সর্ব্বাণি ত্বয়োক্তানি শ্রুতানি মে। বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য হরেস্তত্র কৃতানি চ ॥১॥
যোঽসৌ সত্যব্রতো নাম রাজর্ষির্দ্রবিড়েশ্বরঃ। জ্ঞানং যোঽতীতকল্পান্তে লেভে পুরুষসেবয়া ॥২॥
স বৈ বিবস্বতঃ পুত্রো মনুরাসীদিতি শ্রুতম্। ত্বত্তস্তস্য সুতাঃ প্রোক্তা ইক্ষ্বাকুপ্রমুখা নৃপাঃ ॥৩॥
তেষাং বংশং পৃথগ্ ব্রহ্মন্ বংশানুচরিতানি চ। কীর্ত্তয়স্ব মহাভাগ নিত্যং শুশ্রূষতাং হি নঃ ॥৪॥
যে ভূতা যে ভবিষ্যাশ্চ ভবন্ত্যদ্যতনাশ্চ যে।
তেষাং নঃ পুণ্যকীর্ত্তীনাং সর্ব্বেষাং বদ বিক্রমান্ ॥৫॥

শ্রীসূত উবাচ।

এবং পরীক্ষিতা রাজ্ঞা সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্। পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবান্ শুকঃ পরমধর্ম্মবিৎ ॥৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

শ্রূয়তাং মানবো বংশঃ প্রাচুর্য্যেণ পরন্তপ। ন শক্যতে বিস্তরতো বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥৭॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার নিকটে আপনার কথিত সকল মন্বন্তরেরই এবং সেই সেই মন্বন্তরে অনন্তবীর্য্য হরির কৃত কর্ম্ম সকলেরও কথা শুনিয়াছি। ১

হে যোগিন্! ঐ যে দ্রবিড়েশ্বর রাজর্ষি সত্যব্রত অতীত কালের অবসানে মহাপুরুষ-সেবা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ২

সেই সত্যব্রতই বিবস্বতের পুত্র হইয়া মনু হইয়াছেন, এই কথা আমরা শুনিয়াছি; ঐ বৈবস্বত মনুর পুত্র যে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজগণ, তাহাও আপনি বলিয়াছেন এবং আমরা শুনিয়াছি। ৩

হে ব্রহ্মন্! সেই সকল রাজগণের পৃথক্ পৃথক্ বংশ ও বংশানুচরিত নিত্য শুশ্রূষু আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। ৪

তাঁহাদের বংশে যে সকল ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা জন্মিবেন ও যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, পুণ্যকীর্ত্তি সেই সকল রাজগণের বিক্রমের কথা বলুন। ৫

সূত বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মবাদিগণের সভায় রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত পরমধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ শুকদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬

শুকদেব বলিলেন, হে শত্রুনাশন! প্রচুররূপে মনুর বংশ শ্রবণ কর, পরন্তু বহু শত বৎসরেও তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত বলিতে পারা যায় না। ৭

পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ। স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেঽন্যন্ন কিঞ্চন ॥৮॥
তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোষো হিরণ্ময়ঃ। তস্মিন্ জজ্ঞে মহারাজ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ ॥৯॥
মরীচির্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ। দাক্ষায়ণ্যাং ততোঽদিত্যাং বিবস্বানভবৎ সুতঃ ॥১০॥
ততো মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ সংজ্ঞায়ামাস ভারত। শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্ স আত্মবান্ ॥১১॥
ইক্ষ্বাকুনৃগশর্যাতিদিষ্টধৃষ্টকরূষকান্। নরিষ্যন্তং পৃষধ্রঞ্চ নভগঞ্চ কবিং বিভুঃ ॥১২॥
অপ্রজস্য মনোঃ পূর্ব্বং বসিষ্ঠো ভগবান্ কিল। মিত্রাবরুণয়োরিষ্টিং প্রজার্থমকরোদ্বিভুঃ ॥১৩॥
তত্র শ্রদ্ধা মনোঃ পত্নী হোতারং সমযাচত। দুহিত্রর্থমুপাগম্য প্রণিপত্য পয়োব্রতা ॥১৪॥

প্রেষিতোঽধ্বর্য্যুণা হোতা ব্যচরৎ তৎসমাহিতঃ।
গৃহীতে হবিষি বাচা বষট্‌কারং গৃণন্ দ্বিজঃ ॥১৫॥

হোতুস্তদ্ব্যভিচারেণ কন্যেলা নাম সাভবৎ। তাং বিলোক্য মনুঃ প্রাহ নাতিতুষ্টমনা গুরুম্ ॥১৬॥
ভগবন্ কিমিদং জাতং কর্ম্ম বো ব্রহ্মবাদিনাম্। বিপর্য্যয়মহো কষ্টং মৈবং স্যাদ্ব্রহ্মবিক্রিয়া ॥১৭॥
যূয়ং ব্রহ্মবিদো যুক্তাস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ। কুতঃ সঙ্কল্পবৈষম্যমনৃতং বিবুধেষ্বিব ॥ ১৮ ॥

হে রাজন্! যে পরমপুরুষ পর ও অপর ভূত সকলের আত্মা, অগ্রে কেবল তিনিই ছিলেন, কল্পান্তে তদ্ব্যতীত বিশ্ব অথবা অন্য কিছুই ছিল না। ৮

সেই পরমপুরুষের নাভি হইতে একটি হিরণ্ময় পদ্মকোষ হয়, হে মহারাজ! তাহাতে চতুরানন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন। ৯

সেই ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি জন্মগ্রহণ করেন, মরীচির পুত্র হয়েন কশ্যপ, সেই কশ্যপের পত্নী দক্ষ-কন্যা অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে বিবস্বান্ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১০

হে ভারত! সেই বিবস্বান্ হইতে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব নামে পুত্র উৎপন্ন হয়েন, ঐ সংযতেন্দ্রিয় শ্রাদ্ধদেব শ্রদ্ধা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে দশটি পুত্র উৎপাদন করেন। ১১

তাঁহাদের নাম ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নগভ এবং কবি। ১২

হে রাজন্! ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির জন্মের পূর্ব্বে অনপত্য মনুর সন্তানার্থ ভগবান্ বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১৩

সেই যজ্ঞে পয়োব্রতা (দুগ্ধপানপরায়ণা) মনুর পত্নী শ্রদ্ধা, হোতার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তিনি হোতাকে প্রণাম করিয়া একটি কন্যার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৪

শ্রদ্ধার প্রার্থনার পরে 'যজ্ঞ কর', এইরূপ অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হোতা হবি গৃহীত হইলে (মনোমধ্যে শ্রদ্ধার প্রার্থনায় কন্যা হউক, এই ধ্যান করিয়া) বাক্যে বষট্ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া হোম করেন। ১৫

হোতার এই ব্যভিচারে মনুর ইলা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল, সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া মনু তাদৃশ সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি গুরু বশিষ্ঠকে বলিলেন। ১৬

হে ভগবন্! আপনারা ব্রহ্মবাদী, আপনাদের এ কি বিপরীত কর্ম্ম? অহো! কি কষ্ট, এইরূপে মন্ত্রের অন্যথা হওয়া উচিত নহে, আপনারা ব্রহ্মবিদ্ যোগী ও তপস্যা দ্বারা দগ্ধপাপ; দেবগণে অনৃতের ন্যায় আপনাদিগের এরূপ সঙ্কল্পবৈষম্য কি করিয়া হইল? ১৭-১৮

নিশম্য তদ্বচস্তস্য ভগবান্ প্রপিতামহঃ। হোতুর্ব্যতিক্রমং জ্ঞাত্বা বভাষে রবিনন্দনম্ ॥১৯॥
এতৎ সঙ্কল্পবৈষম্যং হোতুস্তে ব্যভিচারতঃ। তথাপি সাধয়িষ্যে তে সুপ্রজস্ত্বং স্বতেজসা ॥২০॥
এবং ব্যবসিতো রাজন্ ভগবান্ স মহাযশাঃ। অস্তৌষীদাদিপুরুষমিলায়াঃ পুংস্ত্বকাম্যয়া ॥২১॥
তস্মৈ কামবরং তুষ্টো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। দদাবিলাঽভবৎ তেন সুদ্যুম্নঃ পুরুষর্ষভঃ ॥২২॥
স একদা মহারাজ বিচরন্ মৃগয়াং বনে। বৃতঃ কতিপয়ামাত্যৈরশ্বমারুহ্য সৈন্ধবম্ ॥২৩॥
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং শরাংশ্চ পরমাদ্ভুতান্। দংশিতোঽনুমৃগং বীরো জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥২৪॥
সুকুমারবনং মেরোরধস্তাৎ প্রবিবেশ হ। যত্রাস্তে ভগবান্ শর্ব্বো রমমাণঃ সহোময়া ॥২৫॥
তস্মিন্ প্রবিষ্ট এবাসৌ সুদ্যুম্নঃ পরবীরহা। অপশ্যৎ স্ত্রিয়মাত্মানমশ্বঞ্চ বড়বাং নৃপ ॥২৬॥
তথা তদনুগাঃ সর্ব্বে আত্মলিঙ্গবিপর্য্যয়ম্। দৃষ্ট্বা বিমনসোঽভুবন্ বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥২৭॥

শ্রীরাজোবাচ।

কথমেবংগুণো দেশঃ কেন বা ভগবন্ কৃতঃ। প্রশ্নমেনং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥২৮॥

শ্রীশুক উবাচ।

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়স্তত্র সুব্রতাঃ। দিশো বিতিমিরাভাসাঃ কুর্ব্বন্তঃ সমুপাগমন্ ॥২৯॥

হে রাজন্! মনুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রপিতামহ বশিষ্ঠ হোতার ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিলেন, পরে সূর্য্যপুত্র মনুকে বলিলেন। ১৯

হে রাজন্! তোমার হোতার ব্যতিক্রম-নিবন্ধন এইরূপ বৈষম্য হইয়াছে, তথাপি আমি নিজ তেজে তোমাকে সৎপুত্রবান্ করিব। ২০

হে রাজন্! এইরূপ কৃতনিশ্চয় মহাযশাঃ বশিষ্ঠ ইলার পুরুষত্ব কামনা করিয়া ভগবান্ আদিপুরুষের স্তব করিলেন। ২১

ভগবান্ ঈশ্বর হরি বশিষ্ঠের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠের কামনানুরূপ বর প্রদান করিলেন, তাহাতে মনুকন্যা ইলা সুদ্যুম্ন নামে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইলেন। ২২

হে মহারাজ! একদা কতিপয় অমাত্যে পরিবৃত সেই সুদ্যুম্ন সিন্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া মনোহর ধনুঃ ও পরমাদ্ভুত শর সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক নির্ভয়ে মৃগগণের পশ্চাতে অনুসরণ দ্বারা মৃগয়া করিতে করিতে উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন। ২৩-২৪

যে বনে ভগবান্ শঙ্কর উমার সহিত ক্রীড়ারত ছিলেন, সুমেরু পর্ব্বতের নিম্নে সেই সুকুমার বনে সুদ্যুম্ন প্রবেশ করিলেন। ২৫

হে নৃপ! সেই বনে প্রবেশ করিবামাত্র সুদ্যুম্ন আপনাকে স্ত্রীরূপে ও অশ্বকে ঘোটকী-মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইলেন। আর তাঁহার অনুচরগণ সকলেও সহসা স্ব স্ব লিঙ্গবিপর্য্যয় অর্থাৎ আপনাদিগকে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া পরস্পরকে অবলোকন করিতে করিতে বিমনস্ক হইয়াছিল। ২৬-২৭

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! ঐরূপ গুণযুক্ত ঐ স্থান কিরূপে হইল এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ স্থানকে ঐরূপ করিল? এই প্রশ্নের উত্তর বলুন, উহা শুনিবার জন্য আমাদের পরম কৌতূহল হইতেছে। ২৮

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! একদিন সুব্রত ঋষিগণ, ভগবান্ গিরিশকে দেখিবার জন্য দিক্ সকলকে আলোকিত করিয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ২৯

তান্ বিলোক্যাম্বিকাদেবী বিবাসা ব্রীড়িতা ভৃশম্। ভর্ত্তুরঙ্কাৎ সমুত্থায় নীবীমাশ্বথ পর্য্যধাৎ ॥৩০॥
ঋষয়োঽপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ। নিবৃত্তাঃ প্রযযুস্তস্মাৎ নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥৩১॥
তদিদং ভগবানাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া। স্থানং যঃ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ভবেদিতি ॥৩২॥
তত ঊর্দ্ধং বনং তদ্বৈ পুরুষা বর্জ্জয়ন্তি হি। সা চানুচরসংযুক্তা বিচচার বনাদ্বনম্ ॥৩৩॥
অথ তামাশ্রমাভ্যাসে চরন্তীং প্রমদোত্তমাম্। স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং বীক্ষ্য চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥৩৪॥
সাপি তং চকমে সুভ্রূঃ সোমরাজসুতং পতিম্। স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্ ॥৩৫॥
এবং স্ত্রীত্বমনুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো মানবো নৃপঃ। সস্মার স কুলাচার্য্যং বসিষ্ঠমিতি শুশ্রুম ॥৩৬॥
স তস্য তাং দশাং দৃষ্ট্বা কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ। সুদ্যুম্নস্যাশয়ন্ পুংস্ত্বমুপাধাবত শঙ্করম্ ॥৩৭॥
তুষ্টস্তস্মৈ স ভগবানৃষয়ে প্রিয়মাবহন্। স্বাঞ্চ বাচমৃতাং কুর্ব্বন্নিদমাহ বিশাম্পতে ॥৩৮॥

মাসং পুমান্ স ভবিতা মাসং স্ত্রী তব গোত্রজঃ।
ইত্থং ব্যবস্থয়া কামং সুদ্যুম্নোঽবতু মেদিনীম্ ॥৩৯॥
আচার্য্যানুগ্রহাৎ কামং লব্ধ্বা পুংস্ত্বং ব্যবস্থয়া।
পালয়ামাস জগতীং নাভ্যনন্দন্ স্ম তং প্রজাঃ ॥৪০॥

তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিবসনা অম্বিকাদেবী অতিশয় লজ্জিতা হইলেন এবং পতির ক্রোড় হইতে উঠিয়া অতি শীঘ্র কটির বসন পরিধান করিলেন। ৩০

ঋষিগণও ক্রীড়ারত হর-পার্ব্বতীর সঙ্গম দর্শন করিয়া সেই স্থান হইতে নিবৃত্ত হইলেন ও নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। ৩১

তাহার পর ভগবান্ শিব, প্রিয়তমার প্রিয়-কামনায় সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, অতঃপর যে পুরুষ এখানে প্রবেশ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী হইবে। ৩২

তাহার পর হইতে পুরুষগণ ঐ বনকে বর্জ্জন করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন পুরুষই সেই স্থানে গমন করেন না। সেই ইলা অনুচরসহিতা বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিয়াছিলেন। ৩৩

অনন্তর ভগবান্ বুধ, নিজের আশ্রমের নিকটে স্ত্রীগণে পরিবৃতা সেই প্রমদোত্তমাকে বিচরণ করিতে দেখিয়া কামভাবাপন্ন হইলেন। ৩৪

আর সেই সুদ্যুম্ন—যিনি প্রমদোত্তমা হইয়াছিলেন, তিনিও সোমতনয় বুধকে পতি করিতে ইচ্ছা করিলেন, অতঃপর ভগবান্ বুধ তাঁহার গর্ভে পুরূরবা নামে একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ৩৫

হে রাজন্! এইরূপে মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুলাচার্য্য বশিষ্ঠকে স্মরণ করিয়াছিলেন, এই কথা আমরা শুনিয়াছি। ৩৬

সেই বশিষ্ঠ সুদ্যুম্নের সেই দশা (স্ত্রীরূপ) দর্শন করিয়া দয়ায় অতিশয় পীড়িত হইলেন এবং পুনরায় তাহার পুরুষত্ব কামনায় শঙ্করসন্নিধানে গমন করিয়া স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৩৭

হে নৃপতে! বশিষ্ঠের স্তবে ভগবান্ ভব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয় এবং নিজের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত এই কথা বলিলেন। ৩৮

তোমার গোত্রজ সুদ্যুম্ন একমাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী হইবে, এইরূপ ব্যবস্থায় ঐ রাজকুমার পৃথিবী পালন করুক। হে রাজন্! ঐ প্রকারে কুলাচার্য্য বশিষ্ঠের অনুগ্রহে সুদ্যুম্ন পুংস্ত্বলাভ করিয়া ব্যবস্থাক্রমে পৃথিবী পালন করিলেও প্রজাগণ তাঁহাকে ভালবাসিত। ৩৯-৪০

তস্যোৎকলো গয়ো রাজন্ বিমলশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ। দক্ষিণাপথরাজানো বভূবুর্ধর্ম্মবৎসলাঃ ॥৪১॥
ততঃ পরিণতে কালে প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভুঃ। পুরূরবস উৎসৃজ্য গাং পুত্রায় গতো বনম্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
ইলোপাখ্যানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

হে রাজন্! সেই সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় এবং বিমল নামে তিন পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মবৎসল ছিলেন ও দক্ষিণাপথের রাজা হইয়াছিলেন। ৪১

তাহার পর বৃদ্ধবয়সে প্রতিষ্ঠানপতি সুদ্যুম্ন পুত্র পুরূরবাকে পৃথিবী সমর্পণ করিয়া বনে গমন করেন। ৪২

ইতি নবম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং গতেঽথ সুদ্যুম্নে মনুর্বৈবস্বতঃ সুতে। পুত্রকামস্তপস্তেপে যমুনায়াং শতং সমাঃ ॥১॥
ততোঽযজন্মনুর্দেবমপত্যার্থং হরিং প্রভুম্। ইক্ষ্বাকুপূর্ব্বজান্ পুত্রান্ লেভে স্বসদৃশান্ দশ ॥২॥
পৃষধ্রস্তু মনোঃ পুত্রো গোপালো গুরুণা কৃতঃ। পালয়ামাস গা যত্তো রাত্র্যাং বীরাসনব্রতঃ ॥৩॥
একদা প্রাবিশদ্গোষ্ঠং শার্দ্দূলো নিশি বর্ষতি। শয়ানা গাব উত্থায় ভীতাস্তা বভ্রমুর্ব্রজে ॥৪॥
একাং জগ্রাহ বলবান্ সা চুক্রোশ ভয়াতুরা। তস্যাস্তু ক্রন্দিতং শ্রুত্বা পৃষধ্রোঽনুসসার হ ॥৫॥
খড়্গমাদায় তরসা প্রলীনোড়ুগণে নিশি। অজানন্নচ্ছিনোদ্বভ্রোঃ শিরঃ শার্দ্দূলশঙ্কয়া ॥৬॥
ব্যাঘ্রোঽপি বৃক্ণশ্রবণো নিস্ত্রিংশাগ্রাহতস্ততঃ। নিশ্চক্রাম ভৃশং ভীতো রক্তং পথি সমুৎসৃজন্ ॥৭॥

মন্যমানো হতং ব্যাঘ্রং পৃষধ্রঃ পরবীরহা।
অদ্রাক্ষীৎ স্বহতাং বভ্রুং ব্যুষ্টায়াং নিশি দুঃখিতঃ ॥৮॥

তং শশাপ কুলাচার্য্যঃ কৃতাগসমকামতঃ। ন ক্ষত্রবন্ধুঃ শূদ্রস্ত্বং কর্ম্মণা ভবিতাঽমুনা ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সুদ্যুম্ন উক্তরূপে বনে গমন করিলে বৈবস্বত মনু পুত্র-কামনায় যমুনায় শত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ১

তাহার পর বৈবস্বত মনু সন্তানার্থ ভগবান্ হরির আরাধনা করেন, তাহাতে তিনি আত্মতুল্য ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশটি পুত্র লাভ করেন। ২

হে রাজন্! পৃষধ্র নামে যে পুত্র হইয়াছিলেন, গুরু তাঁহাকে গোপালক করেন, অতএব সেই পুত্র বীরাসন (খড়্গহস্তে রজনী-জাগরণ)-রূপ ব্রত অবলম্বন করিয়া নিশাভাগে জাগরিত হইয়া গো-সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ৩

একদিন রাত্রিতে বৃষ্টি হইতেছিল, সেই সময়ে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন শয়ান গোসকল ভীত হইয়া উঠিয়া গোষ্ঠমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ৪

সেই বলবান্ ব্যাঘ্র একটা গাভীকে গ্রহণ করিল, সেই গাভী ভয়াতুরা হইয়া কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, সেই গাভীর চীৎকার-ধ্বনি-শ্রবণে পৃষধ্র সেই শার্দ্দূলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ৫

একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে মেঘাবৃত হওয়ায় নক্ষত্রগণ বিলীন হইয়াছিল, বিশেষ দর্শন না হওয়ায় পৃষধ্র খড়্গ-গ্রহণ-পূর্ব্বক সমীপে উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র মনে করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ একটি কপিলা গাভীর শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৬

খড়্গের অগ্রভাগ দ্বারা ছিন্নকর্ণ ব্যাঘ্র অতিশয় ভীত হইয়া পথে রক্ত পরিত্যাগ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিল। ৭

শত্রুনাশন পৃষধ্র মনে করিয়াছিলেন, ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে; কিন্তু রজনী প্রভাত হইলে নিজ হস্তে নিহতা গাভীকে দেখিয়াছিলেন, অতএব তিনি দুঃখিত হইলেন। ৮

হে রাজন্! অনিচ্ছায় কৃতাপরাধ সেই পৃষধ্রকে কুলাচার্য্য এই বলিয়া শাপ দিলেন, রে পাপিষ্ঠ তুই ক্ষত্রবন্ধু হইতে পারিবি না, এই কর্ম্ম দ্বারা শূ[illegible] হইলি। ৯

এবং শপ্তস্তু গুরুণা প্রত্যগৃহ্লাৎ কৃতাঞ্জলিঃ। অধারয়দ্‌ব্রতং বীর ঊর্দ্ধরেতা মুনিপ্রিয়ম্ ॥১০॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বাত্মনি পরেঽমলে। একান্তিত্বং গতো ভক্ত্যা সর্ব্বভূতসুহৃৎসমঃ ॥১১॥
বিমুক্তসঙ্গঃ শান্তাত্মা সংযতাক্ষোঽপরিগ্রহঃ। যদৃচ্ছয়োপপন্নেন কল্পয়ন্ বৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
আত্মন্যাত্মানমাধায় জ্ঞানতৃপ্তঃ সমাহিতঃ। বিচচার মহীমেতাং জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ ॥ ১৩ ॥
এবংবৃত্তো বনং গত্বা দৃষ্ট্বা দাবাগ্নিমুত্থিতম্। তেনোপযুক্তকরণো ব্রহ্ম প্রাপ পরং মুনিঃ ॥১৪॥
কবিঃ কনীয়ান্ বিষয়েষু নিস্পৃহো বিসৃজ্য রাজ্যং সহ বন্ধুভির্বনম্।
নিবেশ্য চিত্তে পুরুষং স্বরোচিষং বিবেশ কৈশোরবয়াঃ পরং গতঃ ॥১৫॥
করূষান্মানবাদাসন্ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ। উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্ম্মবৎসলাঃ ॥১৬॥
ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ। নৃগস্য বংশ্যঃ সুমতির্ভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ ॥১৭॥
বসোঃ প্রতীকস্তৎপুত্র ওঘবানোঘবৎপিতা। কন্যা চোঘবতী নাম সুদর্শন উবাহ তাম্ ॥১৮॥
চিত্রসেনো নরিষ্যন্তাদৃক্ষস্তস্য সুতোঽভবৎ। তস্য মীঢ্বাংস্ততঃ পূর্ণ ইন্দ্রসেনস্তু তৎসুতঃ ॥১৯॥

আচার্য্য কর্তৃক অভিশপ্ত পৃষধ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, পরে ঊর্দ্ধরেতা হইয়া মুনিদের প্রিয়ব্রত (ব্রহ্মচর্য্য) ধারণ করিলেন। ১০

তাহার পর তিনি সর্ব্বাত্মা, নির্ম্মল পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি দ্বারা একান্তিত্ব লাভ করেন এবং সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেন। ১১

তিনি নিবৃত্তসঙ্গ, শান্ত-অন্তঃকরণ, সংযতেন্দ্রিয়, পরিগ্রহশূন্য হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ দ্রব্যে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন, এবং পরমাত্মায় আত্মা সমাধানপূর্ব্বক জ্ঞানতৃপ্ত হইয়া জড়, অন্ধ অথবা বধিরের মত হইয়া এই পৃথিবী বিচরণ করিলেন। ১২-১৩

হে রাজন্! পৃষধ্র ঐ প্রকার আচার-ব্যবহার-সমন্বিত হইয়া বনে গিয়া এবং উত্থিত দাবানল দর্শন করিয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশপুরঃসর শরীর ভস্মসাৎ করিয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। ১৪

হে ভারত! বিষয় সকলে স্পৃহাশূন্য, মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি বন্ধুগণসহ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ও চিত্তে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে নিবেশিত করিয়া কিশোরবয়সেই বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং [ইঁহারও বংশ নাই]। ১৫

মনুপুত্র করূষ হইতে কারূষ নামে খ্যাত ক্ষত্রিয়-জাতি উৎপন্ন হয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণভক্ত, ধর্ম্মবৎসল ও উত্তরাপথের রক্ষক ছিলেন। ১৬

এইরূপ মনুপুত্র ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্ট নামে খ্যাত ক্ষত্রিয়জাতি উৎপন্ন হয়, তাঁহারা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নৃগ-নামক যে মনু-পুত্র ছিলেন, তাঁহার সুমতি নামে পুত্র, সুমতির ভূতজ্যোতিঃ নামে পুত্র, ভূতজ্যোতির বসু নামে পুত্র হইয়াছিলেন। ১৭

বসুর পুত্র প্রতীক, তাঁহার পুত্র ওঘবান্, ওঘবানের ওঘবান্ নামে এক পুত্র ও ওঘবতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; সুদর্শন নামে রাজা ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৮

হে রাজন্! মনুপুত্র নরিষ্যন্তের পুত্র চিত্রসেন, তাঁহার পুত্র ঋক্ষ, তাঁহার পুত্র মীঢ্বান, তাঁহার পুত্র পূর্ণ, তাঁহার পুত্র ইন্দ্রসেন ছিলেন। ১৯

বীতিহোত্রস্ত্বিন্দ্রসেনাৎ তস্য সত্যশ্রবা অভূৎ। উরুশ্রবাঃ সুতস্তস্য দেবদত্তস্ততোঽভবৎ ॥২০॥
ততোঽগ্নিবেশ্যো ভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ সুতঃ। কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণো মহানৃষিঃ ॥২১॥
ততো ব্রহ্মকুলং জাতমাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ। নরিষ্যন্তান্বয়ঃ প্রোক্তো দিষ্টবংশমতঃ শৃণু ॥২২॥
নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ। ভলন্দনঃ সুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ ॥২৩॥

বৎসপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংশুস্তৎসুতং প্রমতিং বিদুঃ।
খনিত্রঃ প্রমতেস্তস্মাচ্চাক্ষুষোঽথ বিবিংশতিঃ ॥ ৪॥

বিবিংশতেঃ সুতো রম্ভঃ খনীনেত্রোঽস্য ধার্ম্মিকঃ। করন্ধমো মহারাজ তস্যাসীদাত্মজো নৃপঃ ॥২৫॥
তস্যাবিক্ষিৎ সুতো যস্য মরুত্তশ্চক্রবর্ত্ত্যভূৎ। সংবর্ত্তোঽযাজয়দ্যং বৈ মহাযোগ্যঙ্গিরঃসুতঃ ॥২৬॥

মরুত্তস্য যথা যজ্ঞো ন তথান্যোঽস্তি কশ্চন।
সর্ব্বং হিরণ্ময়ং ত্বাসীদ্‌যৎকিঞ্চাস্যস্য শোভনম্ ॥২৭॥

অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ। মরুতঃ পরিবেষ্টারো বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ ॥ ৮॥
মরুত্তস্য দমঃ পুত্রস্তস্যাসীদ্রাজবর্দ্ধনঃ। সুধৃতিস্তৎসুতো জজ্ঞে সৌধৃতেয়ো নরঃ সুতঃ ॥২৯॥
তৎসুতঃ কেবলস্তস্মাৎ ধুন্ধুমান্ বেগবাংস্ততঃ। বুধস্তস্যাভবদ্‌যস্য তৃণবিন্দুর্মহীপতিঃ ॥ ৩০ ॥
তং ভেজেঽলম্বুষা দেবী ভজনীয়গুণালয়ম্। বরাপ্সরা যতঃ পুত্রাঃ কন্যা চেলবিলাভবৎ ॥৩১॥

ইন্দ্রসেনের পুত্র বীতিহোত্র, তাঁহার পুত্র সত্যশ্রবা, তাঁহার পুত্র উরুশ্রবা, তাঁহা হইতে দেবদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ২০

স্বয়ং ভগবান্ অগ্নি দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ অগ্নিবেশ্যই কানীন ও জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত মহান্ ঋষি ছিলেন। ২১

এই অগ্নিবেশ্য হইতে আগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুল উৎপন্ন হইয়াছে। হে নৃপ! নরিষ্যন্তের বংশ বর্ণিত হইল, অতঃপর দিষ্টবংশ শ্রবণ কর। ২২

দিষ্টের পুত্র নাভাগ, ইনি কর্ম্ম দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন; ইনি অন্য নাভাগ, ইঁহার পুত্র ভলন্দন, ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি। ২৩

হে মহারাজ, বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু, তাঁহার পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র খনিত্র, তাঁহার পুত্র চাক্ষুষ, তাঁহার পুত্র বিবিংশতি, তাঁহার পুত্র রম্ভ, রম্ভের পুত্র পরম ধার্ম্মিক খনীনেত্র। তাঁহার পুত্র করন্ধম রাজা ছিলেন। ২৪-২৫

করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ, তাঁহার পুত্র মরুত্ত। ইনি চক্রবর্ত্তী হয়েন, এবং অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সম্বর্ত্ত ইঁহাকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ২৬

ঐ মরুত্তের যজ্ঞ যেমন হইয়াছিল, অন্য কোন যজ্ঞ তেমন হয় নাই। ঐ যজ্ঞে যজ্ঞপাত্রাদি যে কিছু সকলই হিরণ্ময় ও শোভন ছিল। ২৭

মরুত্তের যজ্ঞে সোমরসপানে ইন্দ্র অতিশয় হৃষ্ট হয়েন এবং দক্ষিণালাভে ব্রাহ্মণগণ আহ্লাদিত হয়েন; সেই যজ্ঞে মরুদ্‌গণ পরিবেষ্টা ও বিশ্বদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন। মরুত্তের পুত্র দম, তাঁহার পুত্র রাজবর্দ্ধন, তাঁহার পুত্র সুধৃতি, তাঁহার পুত্র নর। ২৮-২৯

নরের পুত্র কেবল, তাঁহার পুত্র ধুন্ধুমান, ধুন্ধুমানের পুত্র বেগবান্, তাঁহার পুত্র বুধ, বুধের পুত্র রাজা তৃণবিন্দু। তৃণবিন্দু বহু গুণের আধার ছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ-গুণসম্পন্ন নৃপতিকে শ্রেষ্ঠা অপ্সরা অলম্বুষা-দেবী ভজনা করেন, অলম্বুষার গর্ভে তৃণবিন্দুর কতিপয় পুত্র ও ইলবিলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হন। ৩০-৩১

যস্যামুৎপাদয়ামাস বিশ্রবা ধনদং সুতম্। প্রাদায় বিদ্যাং পরমামৃষির্যোগেশ্বরঃ পিতুঃ ॥৩২॥
বিশালঃ শূন্যবন্ধুশ্চ ধূম্রকেতুশ্চ তৎসুতাঃ। বিশালো বংশকৃদ্রাজা বৈশালীং নির্ম্মমে পুরীম্ ॥৩৩॥
হেমচন্দ্রঃ সুতস্তস্য ধূম্রাক্ষস্তস্য চাত্মজঃ। তৎপুত্রাৎ সংযমাদাসীৎ কৃশাশ্বঃ সহদেবজঃ ॥৩৪॥
কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তোঽভূদ্যোঽশ্বমেধৈরিড়স্পতিম্।
ইষ্ট্বা পুরুষমাপাগ্র্যাং গতিং যোগেশ্বরাশ্রিতাম্ ॥৩৫॥
সৌমদত্তিস্তু সুমতিস্তৎপুত্রো জনমেজয়ঃ। এতে বৈশালভূপালাস্তৃণবিন্দোর্যশোধরাঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হে রাজন্! যোগীশ্বর বিশ্রবা ঋষি পিতৃসকাশে পরম বিদ্যা লাভ করিয়া ঐ ইলবিলার গর্ভে কুবেরকে উৎপন্ন করেন। ৩২

তৃণবিন্দুর বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু এই তিন পুত্র, তন্মধ্যে বিশালই বংশকারী রাজা হন, তিনিই বৈশালীপুরী নির্ম্মাণ করেন। ৩৩

বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তাঁহার পুত্র ধূম্রাক্ষ, তাঁহার পুত্র সংযম, সংযমের কৃশাশ্ব ও দেবজ দুই পুত্র হয়। কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত, ইনি বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপতি পরমপুরুষের অর্চ্চনা করিয়া যোগেশ্বরদিগের শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৪-৩৫

সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। হে রাজন্! বৈশাল বংশে এই সকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা তৃণবিন্দু রাজার যশোধর ছিলেন। ৩৬

বিবৃতি—রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের তৃতীয় সর্গে উক্ত হইয়াছে, ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্ণিনী কুবেরমাতা ৩২

ইতি নবম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

শর্যাতির্মানবো রাজা ব্রহ্মিষ্ঠঃ সংবভূব হ। যো বা অঙ্গিরসাং সত্রে দ্বিতীয়মহরূচিবান্ ॥১॥
সুকন্যা নাম তস্যাসীৎ কন্যা কমললোচনা। তয়া সার্দ্ধং বনগতো হ্যগমচ্চ্যবনাশ্রমম্ ॥২॥
সা সখীভিঃ পরিবৃতা বিচিন্বন্ত্যঙ্ঘ্রিপান্ বনে। বল্মীকরন্ধ্রে দদৃশে খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী ॥৩॥
তে দৈবচোদিতা বালা জ্যোতিষী কণ্টকেন বৈ। অবিধ্যন্মুগ্ধভাবেন সুস্রাবাসৃক্ ততো বহিঃ ॥৪॥

শকৃন্মূত্রনিরোধোঽভূৎ সৈনিকানাঞ্চ তৎক্ষণাৎ।
রাজর্ষিস্তমুপালক্ষ্য পুরুষান্ বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥৫॥

অপ্যভদ্রং ন যুষ্মাভির্ভার্গবস্য বিচেষ্টিতম্। ব্যক্তং কেনাপি নস্তস্য কৃতমাশ্রমদূষণম্ ॥৬॥

সুকন্যা প্রাহ পিতরং ভীতা কিঞ্চিৎ কৃতং ময়া।
দ্বে জ্যোতিষী অজানন্ত্যা নির্ভিন্নে কণ্টকেন বৈ ॥৭॥

দুহিতুস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা শর্যাতির্জাতসাধ্বসঃ। মুনিং প্রসাদয়ামাস বল্মীকান্তর্হিতং শনৈঃ ॥৮॥
তদভিপ্রায়মাজ্ঞায় প্রাদাদ্দুহিতরং মুনেঃ। কৃচ্ছ্রান্মুক্তস্তমামন্ত্র্য পুরং প্রায়াৎ সমাহিতঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! মনুপুত্র শর্য্যাতি বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তিনি অঙ্গিরাদিগের সত্রে দ্বিতীয় দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ১

সেই রাজা শর্য্যাতির সুকন্যা নামে একটি কমললোচনা কন্যা ছিল। একদিন তিনি সেই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করেন ও চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। ২

সেই সুকন্যা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া বৃক্ষ হইতে ফলপুষ্পাদি চয়ন করিতে করিতে এক স্থানে বল্মীক-রন্ধ্রে খদ্যোতের ন্যায় দুইটি জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলেন। ৩

(তদবলোকনে কৌতূহলপরবশা) সেই রাজকন্যা সুকন্যা দৈবপ্রেরিত হইয়া বালসুলভ মুগ্ধতা নিবন্ধন একটি কণ্টক দ্বারা সেই দুইটি জ্যোতিঃ বিদ্ধ করেন, তাহার পরে সেই ছিদ্র হইতে অনবরত রুধির নির্গত হইতে লাগিল। ৪

তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণের মল-মূত্র নিরোধ হইল, রাজর্ষি শর্য্যাতি উহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন ও অনুচর পুরুষগণকে বলিলেন। ৫

তোমরা কি কেহ রাজর্ষি ভার্গব চ্যবনের আশ্রম দূষিত করিয়াছ? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মহর্ষির আশ্রম দূষিত করিয়া থাকিবে। ৬

তখন কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া সুকন্যা পিতাকে বলিল, হে পিতঃ! আমি না জানিয়া দুইটি জ্যোতিকে কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছি। ৭

কন্যার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া শর্য্যাতি ভীত হইলেন, তখন তিনি বল্মীকের মধ্যে অন্তর্হিত মুনিকে ধীরে ধীরে প্রসন্ন করিলেন। ৮

রাজা সেই মুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে ঐ দুহিতাটি প্রদান করেন, এইরূপে ঐ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া রাজা চ্যবন মুনির সহিত সম্ভাষণান্তে সমাহিত চিত্তে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ৯

সুকন্যা চ্যবনং প্রাপ্য পতিং পরমকোপনম্। প্রীণয়ামাস চিত্তজ্ঞা অপ্রমত্তানুবৃত্তিভিঃ ॥১০॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নাসত্যাবাশ্রমাগতৌ। তৌ পূজয়িত্বা প্রোবাচ বয়ো মে দত্তমীশ্বরৌ ॥১১॥
গ্রহং গ্রহীষ্যে সোমস্য যজ্ঞে বামপ্যসোমপোঃ।
ক্রিয়তাং মে বয়ো রূপং প্রমদানাং যদীপ্সিতম্ ॥১২॥
বাঢ়মিত্যূচতুর্বিপ্রমভিনন্দ্য ভিষকৃতমৌ। নিমজ্জতাং ভবানস্মিন্ হ্রদে সিদ্ধবিনির্ম্মিতে ॥১৩॥
ইত্যুক্তো জরয়া গ্রস্ত-দেহো ধমনিসন্ততঃ। হ্রদং প্রবেশিতোঽশ্বিভ্যাং বলীপলিতবিগ্রহঃ ॥১৪॥
পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থুরপীচ্যা বনিতাপ্রিয়াঃ। পদ্মস্রজঃ কুণ্ডলিনস্তুল্যরূপাঃ সুবাসসঃ ॥ ১৫ ॥
তান্ নিরীক্ষ্য বরারোহা সরূপান্ সূর্য্যবর্চ্চসঃ।
অজানতী পতিং সাধ্বী অশ্বিনৌ শরণং যযৌ ॥১৬॥
দর্শয়িত্বা পতিং তস্যৈ পাতিব্রত্যেন তোষিতৌ। ঋষিমামন্ত্র্য যযতুর্বিমানেন ত্রিবিষ্টপম্ ॥১৭॥
যক্ষ্যমাণোঽথ শর্য্যাতিশ্চ্যবনস্যাশ্রমং গতঃ। দদর্শ দুহিতুঃ পার্শ্বে পুরুষং সূর্য্যবর্চ্চসম্ ॥১৮॥
রাজা দুহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্। আশিষশ্চাপ্রযুঞ্জানো নাতিপ্রীতমনা ইব ॥১৯॥

এদিকে সুকন্যা পরমকোপনস্বভাব চ্যবনমুনিকে পতি লাভ করিয়া চিত্তজ্ঞা অপ্রমত্তা হইয়া অনুবৃত্তি দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিলেন। ১০

কিছুকাল পরে সেই আশ্রমে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়াছিলেন, তখন চ্যবনমুনি তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন, প্রভুগণ, আমার যৌবন প্রদান কর। ১১

প্রমদাগণের অভিলষিত যে বয়স ও রূপ তাহা আমায় দাও, তোমরা সোমপানরহিত, কখন সোমরসপান কর নাই, আমি সোমযাগ করিয়া তোমাদিগকে সোমরসপূর্ণ পাত্র প্রদান করিব। ১২

স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিপ্রবর চ্যবনের বাক্য অভিনন্দন করিয়া বলিলেন, 'তাহাই হইবে', আপনি সিদ্ধবিনির্ম্মিত এই হ্রদে অবগাহন করুন। ১৩

হে রাজন্! এইরূপে উক্ত হইয়া জরাজীর্ণ এবং শিরাব্যাপ্তকলেবর এবং বলীপলিত-গাত্র ঐ মহর্ষি সেই দুই স্বর্বৈদ্যের সহিত সেই হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ স্বর্বৈদ্যদ্বয় তাঁহাকে লইয়া হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই হ্রদ হইতে অতি সুন্দর, রমণীপ্রিয়, পদ্মমালী, কুণ্ডলধারী, সুবাসা তুল্যরূপ তিনটি পুরুষ উত্থিত হইলেন। ১৪-১৫

তিন জনকেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও সমানরূপ দেখিয়া পতিব্রতা সুন্দরী সুকন্যা পতিকে চিনিতে না করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্না হইয়াছিলেন। ১৬

সুকন্যার পাতিব্রত্যে পরিতুষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যাকে তাহার পতি দেখাইয়া দিয়া ও ঋষির সহিত সম্ভাষণ করিয়া বিমানযোগে স্বর্গপুরে গমন করিলেন। ১৭

হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে শর্য্যাতি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে চ্যবনের আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, সুকন্যার পার্শ্বে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এক পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন। ১৮

সুকন্যা রাজার পাদাভিবন্দন করিলে রাজা শর্য্যাতি আশীর্ব্বাদ না করিয়াই কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট চিত্তে দুহিতাকে বলিলেন। ১৯

চিকীর্ষিতং তে কিমিদং পতিস্ত্বয়া প্রলম্ভিতো লোকনমস্কৃতো মুনিঃ।
যৎ ত্বং জরাগ্রস্তমসত্যসম্মতং বিহায় জারং ভজসেঽমুমধ্বগম্ ॥২০॥
কথং মতিস্তেঽবগতান্যথা সতাং কুলপ্রসূতে কুলদূষণন্ত্বিদম্।
বিভর্ষি জারং যদপত্রপা কুলং পিতুশ্চ ভর্ত্তুশ্চ নয়স্যধস্তমঃ ॥২১॥
এবং ব্রুবাণং পিতরং স্ময়মানা শুচিস্মিতা। উবাচ তাত জামাতা তবৈষ ভৃগুনন্দনঃ ॥২২॥
শশংস পিত্রে তৎ সর্ব্বং বয়োরূপাভিলম্ভনম্। বিস্মিতঃ পরমপ্রীতস্তনয়াং পরিষস্বজে ॥২৩॥
সোমেন যাজয়ন্ বীরং গ্রহং সোমস্য চাগ্রহীৎ।
অসোমপোরপ্যশ্বিনোশ্চ্যবনঃ স্বেন তেজসা ॥২৪॥
হন্তুং তমাদদে বজ্রং সদ্যোমন্যুরমর্ষিতঃ। স বজ্রং স্তম্ভয়ামাস ভুজমিন্দ্রস্য ভার্গবঃ ॥২৫॥
অন্বজানংস্ততঃ সর্ব্বে গ্রহং সোমস্য চাশ্বিনোঃ।
ভিষজাবিতি যৎ পূর্ব্বং সোমাহুত্যা বহিষ্কৃতৌ ॥২৬॥
উত্তানবর্হিরানর্ত্তো ভূরিষেণ ইতি ত্রয়ঃ। শর্য্যাতেরভবন্ পুত্রা আনর্ত্তাদ্রেবতোঽভবৎ ॥২৭॥
সোঽন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্ম্মায় কুশস্থলীম্। আস্থিতোঽভুঙ্‌ক্ত বিষয়ানানর্ত্তাদীনরিন্দম।
তস্য পুত্রশতং যজ্ঞে ককুদ্মিজ্যেষ্ঠমুত্তমম্ ॥২৮॥

তোমার কি বাসনা? তোমার পতি লোকনমস্কৃত চ্যবনমুনি, তুমি তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছ, যেহেতু অসতী তুমি, জরাজীর্ণ অনভীষ্ট পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ পথিক উপপতিকে ভজনা করিতেছ। ২০

হে সৎকুলপ্রসূতে! কিরূপে তোমার বুদ্ধি বিপরীত ভাবে অর্থাৎ অসৎকুলোৎপন্নার ন্যায় অধঃপতিত হইল? ইহা কুলদূষণ; যেহেতু নির্লজ্জা হইয়া উপপতিকে অবলম্বন করিতেছ, এবং পিতার ও ভর্ত্তার কুলকে একেবারে অধঃপাতে দিতেছ? ২১

পিতা এইরূপ বলিলে শুচিস্মিতা সুকন্যা ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, হে পিতঃ! ইনি আপনার জামাতা ভৃগুনন্দন চ্যবন। পরে চ্যবনের যেরূপে রূপ-যৌবন লাভ হয়, তৎসমুদায় তিনি পিতার নিকট বর্ণন করেন, তৎশ্রবণে শর্য্যাতি বিস্মিত ও প্রীত হইয়া তনয়াকে আলিঙ্গন করিলেন। ২২-২৩

তাহার পর হে রাজন্! মহর্ষি চ্যবন শর্য্যাতিকে সোমযাগ করাইয়া যদিও অশ্বিনীকুমারেরা সোমপ নহেন, তথাপি আপনার তেজে তাঁহাদিগকে সোমরস-পূর্ণ পাত্র প্রদান করিলেন। ২৪

ক্রোধশীল তদবলোকনে তৎক্ষণাৎ জাতক্রোধ ইন্দ্র, চ্যবনকে বধ করিবার জন্য বজ্র গ্রহণ করিলেন; ভার্গব চ্যবন তখন ইন্দ্রের বজ্রসহ বাহুকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। ২৫

যদিও পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভিষগাচার্য্য বলিয়া সোমযাগে বহিষ্কৃত ছিলেন, তথাপি তদবধি সকল দেবতা তাঁহাদিগকে সোম দিতে সম্মত হইলেন। ২৬

শর্য্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিষেণ নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হন এবং আনর্ত্তের এক পুত্র হন, তাঁহার নাম রেবত। ২৭

হে অরিন্দম! সেই রেবত রাজা সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করেন ও আনর্ত্তাদি দেশসমূহ ভোগ করেন; তাঁহার একশত উত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ককুদ্মী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ২৮

ককুদ্মী রেবতীং কন্যাং স্বামাদায় বিভুং গতঃ। পুত্র্যা বরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকমপাবৃতম্ ॥২৯॥
আবর্ত্তমানে গান্ধর্ব্বে স্থিতোঽলব্ধক্ষণঃ ক্ষণম্। তদন্ত আদ্যমানম্য স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ ॥৩০॥
তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রহস্য তমুবাচ হ।
অহো রাজন্ নিরুদ্ধাস্তে কালেন হৃদি যে কৃতাঃ ॥৩১॥
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৄণাং গোত্রাণি চ ন শৃণ্মহে। কালোঽভিযাতস্ত্রিনবচতুর্যুগবিকল্পিতঃ ॥ ৩২ ॥
তদ্গচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ। কন্যারত্নমিদং রাজন্ নররত্নায় দেহি ভোঃ ॥৩৩॥
ভুবো ভারাবতারায় ভগবান্ ভূতভাবনঃ। অবতীর্ণো নিজাংশেন পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ ॥৩৪॥
ইত্যাদিষ্টোঽভিবন্দ্যাজং নৃপঃ স্বপুরমাগতঃ। ত্যক্তং পুণ্যজনত্রাসাদ্‌ভ্রাতৃভির্দিক্ষ্ববস্থিতৈঃ ॥৩৫॥
সুতাং দত্ত্বানবদ্যাঙ্গীং বলায় বলশালিনে। বদর্য্যাখ্যং গতো রাজা তপ্তুং নারায়ণাশ্রমম্ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ঐ ককুদ্মী রেবতী নাম্নী স্বীয় কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বর (পাত্র) অন্বেষণার্থ অবাধগতি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন। ২৯

সেই সময় তথায় গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছিল, অতএব অবসর না পাওয়ায় ককুদ্মী ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেন; পরে সঙ্গীতান্তে ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। ৩০

ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, হে রাজন্! তুমি যে যে ব্যক্তিকে মনস্থ করিয়াছিলে, কালপ্রভাবে তাহারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৩১

তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও নপ্তৃগণের গোত্রনামও শুনিতে পাই না, সপ্তবিংশতি-চতুর্যুগ-পরিমিতকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। ৩২

অতএব হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ মহাবলশালী বলদেব যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুমি তথায় গমন কর, সেই নররত্নকে কন্যারত্ন প্রদান কর। ৩৩

হে রাজন্! যাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তনে পুণ্য হয়, সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভূমির ভারাবতারণার্থ নিজাংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৩৪

ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ককুদ্মী ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া যক্ষগণ-ত্রাসে চতুর্দ্দিকে পলায়িত ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত নিজ পুরে আগমন করিলেন, এবং অনিন্দ্যসুন্দরী নিজ কন্যা রেবতীকে বলশালী বলদেবকে সম্প্রদান করিয়া তপস্যা করিবার জন্য বদরী নামক নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। ৩৫-৩৬

ইতি নবম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নাভাগো নভগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরঃ কবিম্। যবিষ্ঠং ব্যভজন্ দায়ং ব্রহ্মচারিণমাগতম্ ॥১॥
ভ্রাতরোঽভাঙ্‌ক্ত কিং মহ্যং ভজাম পিতরং তব।
ত্বাং মমার্য্যাস্ততাভাঙ্ক্ষুর্মাপুত্রক তদাদৃথাঃ ॥২॥
ইমে অঙ্গিরসঃ সত্রমাসতেঽদ্য সুমেধসঃ। ষষ্ঠং ষষ্ঠমুপেত্যাহঃ কবে মুহ্যন্তি কর্ম্মণি ॥৩॥
তাংস্ত্বং শংসয় সূক্তে দ্বে বৈশ্বদেবে মহাত্মনঃ। তে স্বর্যন্তো ধনং সত্রপরিশেষিতমাত্মনঃ ॥৪॥
দাস্যন্তি তেঽথ তানার্চ্ছ তথা স কৃতবান্ যথা। তস্মৈ দত্ত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্রপরিশেষণম্ ॥৫॥
তং কশ্চিৎ স্বীকরিষ্যন্তং পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ। উবাচোত্তরতোঽভ্যেত্য মমেদং বাস্তুকং বসু ॥৬॥

(নভগের পুত্র নাভাগ অম্বরীষ, ইনি মহাভাগবত হন, ইঁহার চরিত্র বলিবার পূর্ব্বে ইঁহার পিতা নভগের নিষ্কপট চরিত্র বলিতেছেন) শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! নাভাগ নভগের পুত্র ; নাভাগ দীর্ঘ কাল গুরুকুলে বাস করায় তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মনে করিয়া তাঁহাকে বাদ দিয়া বিত্ত সকল নিজেরা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন ; কিন্তু ব্রহ্মচারী নাভাগ গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ কনিষ্ঠ ও বিদ্বান্ ভ্রাতাকে দায়স্বরূপ পিতাকে দিয়াছিলেন। ১

নাভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমাকে কি ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছ? ভ্রাতারা বলিল, আমরা তোমার নিমিত্ত পিতাকেই অংশস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছি, তুমি পিতাকে গ্রহণ কর। নাভাগ পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, হে তাত! আমার জ্যেষ্ঠগণ আপনাকে আমার ভাগ বলিয়া দিয়াছেন, অতএব আপনি আমার। পিতা বলিলেন, বৎস! তুমি তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না, তাহারা তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে, আমি দায়-তুল্য ভোগ্য বস্তু নহি। ২

(তাহারা যখন আমাকেই তোমার ভাগ বলিয়া দিয়াছে, তখন আমিই তোমার জীবনোপায় বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর) সুমেধা এই আঙ্গিরসগণ এক্ষণে যজ্ঞ করিতেছেন, বিহিত ষড়হ যাগ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা প্রত্যেক ষষ্ঠ দিবসে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সূক্ত-বিশেষ না জানায় তদনুষ্ঠানে মুগ্ধ হইতেছেন অর্থাৎ তাঁহারা ঐ কার্য্যে ভুল করিতেছেন। ৩

তুমি সেই মহাত্মাদিগকে বৈশ্বদেব-সূক্ত দুইটি বলিয়া দিবে, তাঁহারা কর্ম্মান্তে যখন স্বর্গে গমন করিবেন, তখন সত্রের অবশিষ্ট ধন অবশ্যই তোমাকে দিয়া যাইবেন, তুমি অবিলম্বে তাঁহাদিগের নিকট গমন কর। নাভাগ পিতার আদেশ প্রতিপালন করিলেন, সেই সকল আঙ্গিরসও যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন তাঁহাকে প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ৪-৫

নাভাগ যখন সেই ধন গ্রহণ করিতে উদ্যত হন, তখন কৃষ্ণবর্ণ কোন পুরুষ উত্তরদিক্ হইতে আসিয়া বলিলেন, এই বাস্তুগত ধন সকল আমার। ৬

মমেদমৃষিভির্দত্তমিতি তর্হি স্ম মানবঃ। স্যান্নৌ তে পিতরি প্রশ্নঃ পৃষ্টবান্ পিতরং তথা ॥৭॥
যজ্ঞবাস্তুগতং সর্ব্বমুচ্ছিষ্টমৃষয়ঃ ক্বচিৎ। চক্রুর্হি ভাগং রুদ্রায় স দেবঃ সর্ব্বমর্হতি ॥৮॥
নাভাগস্তং প্রণম্যাহ তবেশ কিল বাস্তুকম্। ইত্যাহ মে পিতা ব্রহ্মন্ শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ॥৯॥
যৎ তে পিতাবদদ্ধর্ম্মং ত্বঞ্চ সত্যং প্রভাষসে। দদামি তে মন্ত্রদৃশো জ্ঞানং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১০॥
গৃহাণ দ্রবিণং দত্তং মৎসত্রপরিশেষিতম্। ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো রুদ্রো ভগবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ ॥১১॥
য এতৎ সংস্মরেৎ প্রাতঃ সায়ঞ্চ সুসমাহিতঃ। কবির্ভবতি মন্ত্রজ্ঞো গতিঞ্চৈব তথাত্মনঃ ॥১২॥
নাভাগাদম্বরীষোঽভূন্মহাভাগবতঃ কৃতী। নাস্পৃশদ্‌ব্রহ্মশাপোঽপি যং ন প্রতিহতঃ ক্বচিৎ ॥১৩॥
শ্রীরাজোবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি রাজর্ষেস্তস্য ধীমতঃ। ন প্রাভূদ্‌যত্র নির্ম্মুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দুরত্যয়ঃ ॥১৪॥
শ্রীশুক উবাচ।
অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্। অব্যয়াঞ্চ শ্রিয়ং লব্ধ্বা বিভবঞ্চাতুলং ভুবি ॥১৫॥
মেনেঽতিদুর্লভং পুংসাং সর্ব্বং তৎ স্বপ্নসংস্তুতম্।
বিদ্বান্ বিভবনির্ব্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্ ॥১৬॥

তাহার উত্তরে নাভাগ বলিলেন, এই ধন সকল আমার, এইমাত্র ঋষিরা আমাকে দিয়াছেন। রুদ্র বলিলেন, এই ধন আমার কি তোমার, ইহা তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর। তখন নাভাগ পিতার নিকট আসিয়া রুদ্রোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাহার পিতা বলিলেন, বৎস, দক্ষযজ্ঞে যে সকল বস্তু অধিক হইয়াছিল ঋষিরা যজ্ঞভূমি-গত তৎসমুদায় রুদ্রের ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, অধিকন্তু সেই ঈশ্বর সকলই পাইবার যোগ্য। নাভাগ পিতার নিকট এই কথা শুনিয়া, রুদ্রের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং রুদ্রদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে ঈশ! যজ্ঞভূমিগত সকল ধনই আপনার, এই কথা আমার পিতা বলিয়াছেন, অতএব হে ব্রহ্মন্! আমি মস্তক অবনত করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা করি। ৭-৯

নাভাগের বিনয়ে ও সত্য ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া রুদ্রদেব বলিলেন, যেহেতু, তোমার পিতা ধর্ম্মবাক্য বলিয়াছেন এবং তুমিও সত্য কথা বলিয়াছ, এই জন্য মন্ত্রদ্রষ্টা তোমাকে আমি জ্ঞানরূপ সনাতন ব্রহ্ম প্রদান করিতেছি। আর এই সত্রাবশিষ্ট ধন তোমাকে দিলাম, তুমি গ্রহণ কর, এই কথা বলিয়া ধর্ম্মবৎসল ভগবান্ রুদ্র অন্তর্হিত হইলেন। ১০-১১

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সমাহিত হইয়া ইহা স্মরণ করেন, তিনি বিদ্বান্ ও মন্ত্রজ্ঞ হন এবং আত্মগতি লাভ করেন। এই নাভাগের পুত্র কৃতী মহাভাগবত অম্বরীষ। যে ব্রহ্মশাপ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, সেই ব্রহ্মশাপও এই অম্বরীষকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ১২-১৩

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ভগবন্! যাঁহার প্রতি দুরতিক্রমণীয় ব্রহ্মদণ্ড প্রযুক্ত হইলেও পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১৪

শুকদেব বলিলেন, মহাভাগ অম্বরীষ রাজা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ্ ও ভূতলের অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন; যদিও ঐ সকল পদার্থ পুরুষদিগের অতিশয় দুর্ল্লভ, তথাপি তিনি উহাকে স্বপ্নের ন্যায় অবস্তু মনে করিতেন, কারণ, বিদ্বান্ ব্যক্তিও বিভবে অথবা বিভবনাশে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৫-১৬

বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু। প্রাপ্তোভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎস্মৃতম্ ॥১৭॥

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥১৮॥

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥১৯॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥২০॥

এবং সদাকর্ম্মকলাপমাত্মনঃ পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে।
সর্ব্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ ॥২১॥

ঈজেঽশ্বমেধৈরধিযজ্ঞমীশ্বরং মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ।
ততৈর্বসিষ্ঠাসিতগোতমাদিভির্ধন্বন্যভিস্রোতমসৌ সরস্বতীম্ ॥২২॥

যস্য ক্রতুষু গীর্ব্বাণৈঃ সদস্যা ঋত্বিজো জনাঃ। তুল্যরূপাশ্চানিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত সুবাসসঃ ॥২৩॥

আর ঐ রাজর্ষি অম্বরীষ, ভগবান্ বাসুদেবে এবং তাঁহার ভক্ত সাধুজনের প্রতি পরমভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইজন্য এই বিশ্ব তাঁহার নিকট লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ বোধ হইত। ১৭

তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে বাক্য সকলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আর হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে করদ্বয়কে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন এবং অচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮

আর নয়নদ্বয়কে ভগবান্ মুকুন্দ-মূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির-দর্শনে এবং অঙ্গসঙ্গকে অর্থাৎ আলিঙ্গনকে ভগবদ্ভৃত্যজনের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎ-পাদপদ্ম-সংযোগে তুলসীর যে সৌরভ তদ্গ্রহণে, এবং রসনাকে ভগবানের প্রতি নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদনে তৎপর করিয়াছিলেন। ১৯

আর তাঁহার পদদ্বয় শ্রীহরির ক্ষেত্র-গমন-কার্য্যে ও মস্তক হৃষীকেশের পাদাভিবন্দনে নিযুক্ত ছিল, তাঁহার কাম ছিল ভগবানের দাস্য করিতে, পরন্তু স্রক্ চন্দনাদি-বিষয়ে কাম (অভিলাষ) ছিল না, যাহাতে ভগবদ্জনের প্রতি রতি হয়, তাঁহার সেই কামনাই ছিল। ২০

তিনি এই প্রকারে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিপূর্ব্বক আপনার যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ যজ্ঞপতি ভগবান্ অধোক্ষজে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে রাজ্য পালন করিতেন। ২১

সেই রাজা অম্বরীষ, সরস্বতী স্রোতোভিমুখী তীর্থসমূহে যে যজ্ঞ সকলের অঙ্গভূতা দক্ষিণা মহাবিভূতি দ্বারা বর্দ্ধিত এবং যাহা বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতমাদি মহর্ষিগণের দ্বারা সম্পাদিত, তাদৃশ বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞাধিপতি ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন। ২২

ঐ অম্বরীষের যজ্ঞে ঋত্বিক্ ও সদস্যসমূহ দেবগণের তুল্যরূপ, সুবসন-পরিধানকারী ও নিমেষশূন্য দেখা গিয়াছিল, (আশ্চর্য্যময় যজ্ঞ দর্শনে ঔৎসুক্য নিবন্ধন সদস্য প্রভৃতিরা নির্নিমেষ ছিলেন)। ২৩

স্বর্গো ন প্রার্থিতো যস্য মনুজৈরমরপ্রিয়ঃ। শৃণ্বদ্ভিরুপগায়দ্ভিরুত্তমঃশ্লোকচেষ্টিতম্ ॥২৪॥
সংবর্দ্ধয়ন্তি যৎকামাঃ স্বারাজ্যে পরিভাবিতাঃ। দুর্লভা নাপি সিদ্ধানাং মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ ॥২৫॥
স ইত্থং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ।
স্বধর্ম্মেণ হরিং প্রীণন্ সর্ব্বান্ কামান্ শনৈর্জহৌ ॥২৬॥
গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিবস্তুষু।
অক্ষয্যরত্নাভরণাম্বরাদিষ্বনন্তকোষেষ্বকরোদসন্মতিম্ ॥২৭॥
তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্। একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্ ॥২৮॥
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যা তুল্যশীলয়া। যুক্তঃ সংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্ ॥২৯॥
ব্রতান্তে কার্ত্তিকে মাসি ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ।
স্নাতঃ কদাচিৎ কালিন্দ্যাং হরিং মধুবনেঽর্চ্চয়ৎ ॥৩০॥
মহাভিষেকবিধিনা সর্ব্বোপস্করসম্পদা। অভিষিচ্যাম্বরাকল্পৈর্গন্ধমাল্যার্হণাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥
তদ্গতান্তরভাবেন পূজয়ামাস কেশবম্। ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাভাগান্ সিদ্ধার্থানপি ভক্তিতঃ ॥৩২॥

যে অম্বরীষের প্রজা সকল ভগবান্ উত্তমঃ-শ্লোকের চরিত্র শ্রবণে ও কীর্ত্তনে রত থাকিয়া অমরপ্রিয় স্বর্গও প্রার্থনা করিত না, স্বর্গসুখাপেক্ষা তাহাদের ভগবচ্চরিত্রশ্রবণ-কীর্ত্তনে-অধিক আনন্দ হইত, সুতরাং অম্বরীষের কথা আর কি বলিব। ২৪

হৃদয়মধ্যে মুকুন্দকে সর্ব্বদা দর্শনকারী যে অম্বরীষের লোক সকলকে সিদ্ধগণেরও দুর্ল্লভস্বরূপ সুখ দ্বারা অতিশয়িত ভোগ সকল সুখী করিতে পারিত না। ২৫

সেই অম্বরীষ রাজা, উক্তরূপ ভক্তিযোগ ও তপস্যাযুক্ত স্বধর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ হরিকে প্রীত করিতে করিতে ক্রমশঃ সমস্ত অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ২৬

আর তাঁহার গৃহ, কলত্র, পুত্র, বন্ধু, গজ, রথ, অশ্ব, অক্ষয় রত্ন, বসন, ভূষণ ও অনন্তকোষে উপেক্ষা জন্মিয়াছিল। ২৭

(অম্বরীষ কিরূপে শত্রুজয় করিতেন, তাহা বলিতেছেন) ভগবান্ হরি অম্বরীষের একান্ত ভক্তি-ভাবে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিপ্রগণের ভয়োৎপাদক এবং ভক্তজনের সর্ব্বতোভাবে রক্ষক সেই সুদর্শন-চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। ২৮

(রাজর্ষির স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, ভক্তি প্রভৃতির যথা বলিয়া যে কার্য্যে ব্রহ্মদণ্ড তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, সেই কথা বলিবার জন্য দ্বাদশীব্রতের কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! রাজর্ষি অম্বরীষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার বাসনায় সমানচরিত্রা মহিষীর সহিত দ্বাদশী-ব্রত করিয়াছিলেন। ২৯

একদা ব্রতাবসানে কার্ত্তিকমাসে ত্রিরাত্র উপবাসী রাজা যমুনায় স্নান করিয়া মধুবনে ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

তিনি মহাভিষেক-বিধি-অনুসারে সর্ব্বপ্রকার উপচার দিয়া অভিষেক করিয়া পরে বসন, ভূষণ, গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা, একাগ্রচিত্তে ভগবান্ কেশবের পূজা করিয়াছিলেন, তদনন্তর মহাভাগ্যবান্ সিদ্ধার্থ অর্থাৎ আপ্তকাম ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিলেন। ৩১-৩২

গবাং রুক্মবিষাণীনাং রূপ্যাঙ্ঘ্রীণাং সুবাসসাম্। পয়ঃশীলবয়োরূপ-বৎসোপস্করসম্পদাম্ ॥ ৩৩ ॥
প্রাহিণোৎ সাধুবিপ্রেভ্যো গৃহেষু ন্যর্ব্বুদানি ষট্। ভোজয়িত্বা দ্বিজানগ্রে স্বাদ্বন্নং গুণবত্তমম্ ॥৩৪॥
লব্ধকামৈরনুজ্ঞাতঃ পারণায়োপচক্রমে। তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষাদ্দুর্ব্বাসা ভগবানভূৎ ॥৩৫॥
তমানর্চ্চাতিথিং ভূপঃ প্রত্যুত্থানাসনার্হণৈঃ। যযাচেঽভ্যবহারায় পাদমূলমুপাগতঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রতিনন্দ্য স তাং যাচ্ঞাং কর্ত্তুমাবশ্যকং গতঃ।
নিমমজ্জ বৃহদ্ধ্যায়ন্ কালিন্দীসলিলে শুভে ॥৩৭॥
মুহূর্ত্তার্দ্ধাবশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণং প্রতি। চিন্তয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো দ্বিজৈস্তদ্ধর্ম্মসঙ্কটে ॥৩৮॥
ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে। যৎকৃত্বা সাধু মে ভূয়াদধর্ম্মো বা ন মাং স্পৃশেৎ ॥৩৯॥
অম্ভসা কেবলেনাথ করিষ্যে ব্রতপারণম্। আহুরব্ভক্ষণং বিপ্রা হ্যশিতং নাশিতঞ্চ তৎ ॥৪০॥
ইত্যপঃ প্রাশ্য রাজর্ষিশ্চিন্তয়ন্ মনসাচ্যুতম্। প্রত্যাচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বিজাগমনমেব সঃ ॥৪১॥
দুর্ব্বাসা যমুনাকূলাৎ কৃতাবশ্যক আগতঃ। রাজ্ঞাভিনন্দিতস্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া ॥৪২॥

পরে স্বর্ণশৃঙ্গী, রৌপ্যখুরা, শোভন বস্ত্রাচ্ছাদিতা, দুগ্ধ, চরিত্র, বয়স, রূপ, বৎস প্রভৃতি সম্পদ্‌যুক্তা ছয় অর্ব্বুদ অর্থাৎ ষাট কোটি গাভী সাধু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন, সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া সেই লব্ধকাম ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি-ক্রমে স্বয়ং পারণ করিবার উপক্রম করিলেন, ঠিক সেই সময়ে ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার আলয়ে অতিথি হইলেন। ৩৩ ৩৫

রাজা অম্বরীষ প্রত্যুত্থান, আসন দান, অভিবাদ-নাদি দ্বারা সেই অতিথির পূজা করিলেন, পরে বিনীতভাবে চরণসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া ভোজনার্থ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ৩৬

তিনি সাধু-প্রকৃতি রাজার প্রার্থনায় উল্লাস প্রকাশ করিয়া সম্মত হইলেন ও আবশ্যক নৈয়মিক মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম করিবার জন্য গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে যমুনার পবিত্র জলে নিমগ্ন হই-লেন। ৩৭

এদিকে ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্বাদশীর অর্দ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারণ করিবার জন্য ধর্ম্ম-সঙ্কটে পতিত হইয়া কি করা যায় অর্থাৎ অতিথিকে ফেলিয়া পারণ করা যায় না এবং দ্বাদশীও অতিক্রম করা যায় না সুতরাং এমতাবস্থায় কি করা উচিত ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ৩৮

রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণাতিক্রমে যেরূপ অধর্ম্ম, দ্বাদশীতে পারণ না করিলেও সেইরূপ ব্রতবৈগুণ্য-দোষ-সম্ভাবনা, আমি এখন কি করি, কি করিলে আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ হয় এবং অধর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। ৩৯

(ব্রাহ্মণগণের সহিত এইরূপ বিবেচনা করিয়া নিজে নিশ্চয় করিতেছেন) জল মাত্র দ্বারা আমি পারণ করিব ; কারণ, ব্রাহ্মণগণ জল-ভক্ষণকে ভোজন ও অভোজন দুই-ই বলিয়াছেন। ৪০

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! রাজর্ষি অম্বরীষ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মনে মনে বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে করিতে জল-পান করিয়া দ্বিজাগমন দেখিতে পাইলেন, অর্থাৎ রাজার পারণান্তেই দুর্ব্বাসা তথায় উপস্থিত হইলেন। ৪১

দুর্ব্বাসা যমুনার কূলে আবশ্যক কর্ম্ম সমাপন করিয়া আগমন করিলেন, ও রাজা কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তিনি রাজার আচরণ নিজ বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারিলেন। ৪২

মন্যুনা প্রচলদ্গাত্রো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ। বুভুক্ষিতশ্চ সুতরাং কৃতাঞ্জলিমভাষত ॥৪৩॥
অহো অস্য নৃশংসস্য শ্রিয়োন্মত্তস্য পশ্যত। ধর্ম্মব্যতিক্রমং বিষ্ণোরভক্তস্যেশমানিনঃ ॥৪৪॥
যো মামতিথিমায়াতমাতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ। অদত্ত্বা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্ ॥৪৫॥
এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষপ্রদীপিতঃ।
তয়া স নির্ম্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানলোপমাম্ ॥৪৬॥
তামাপতন্তীং জ্বলতীমসিহস্তাং পদা ভুবম্। বেপয়ন্তীং সমুদ্বীক্ষ্য ন চচাল পদান্নৃপঃ ॥৪৭॥
প্রাগ্দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা। দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ ॥৪৮॥
তদভিদ্রবদুদ্বীক্ষ্য স্বপ্রয়াসঞ্চ নিষ্ফলম্। দুর্ব্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণপরীপ্সয়া ॥৪৯॥
তমন্বধাবদ্ভগবদ্রথাঙ্গং দাবাগ্নিরুদ্ধূতশিখো যথাহিম্।
তথানুষক্তং মুনিরীক্ষমাণো গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ ॥৫০॥
দিশো নভঃ ক্ষ্মাং বিবরান্ সমুদ্রান্ লোকান্ সপালাংস্ত্রিদিবং গতঃ সঃ।
যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ ॥৫১॥

ক্রোধে কম্পিত-কলেবর, ভ্রুকুটি-কুটিলানন, বিশেষতঃ বুভুক্ষিত দুর্ব্বাসা কৃতাঞ্জলি রাজাকে বলিলেন। ৪৩

অহো! এই নৃশংস ঐশ্বর্য্যমদমত্ত বিষ্ণুর অভক্ত ঈশ্বরাভিমানী রাজা অম্বরীষের ধর্ম্মাতিক্রম দেখ। ৪৪

এই রাজা আগত অতিথি আমাকে আতিথ্যকরণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া এবং আমাকে ভোজন প্রদান না করিয়া নিজে ভোজন করিয়াছে, সত্বই ইহার ফল দেখাইতেছি। ৪৫

এইরূপ বলিতে বলিতে রোষে প্রদ্দীপিত দুর্ব্বাসা নিজ মস্তক হইতে জটা উৎপাটন করিয়া রাজার নিমিত্ত কালানলতুল্য একটা কৃত্যা করিয়া শক্তি নির্ম্মাণ করিলেন। ৪৬

খড়্গহস্তা, প্রজ্বলিতা এবং পদভরে পৃথিবীকে কম্পিতকারিণী আগতপ্রায়া সেই কৃত্যাকে সম্যক্ অবলোকন করিয়াও রাজা স্বস্থান হইতে একপদমাত্রও বিচলিত হইলেন না। ৪৭

ক্রুদ্ধ সর্পকে যেমন বহ্নি দগ্ধ করে, সেইরূপ ভৃত্যরক্ষার জন্য মহাত্মা মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট সুদর্শন চক্র সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়াছিল। ৪৮

দুর্ব্বাসা সেই চক্রকে তাঁহার দিকে আসিতে, অথচ নিজের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে দেখিয়া প্রাণরক্ষার জন্য ভীত হইয়া সকল দিকেই দৌড়িয়াছিলেন। ৪৯

হে রাজন্! শিখাযুক্ত উদ্ধত দাবানল যেমন বনস্থ সর্পের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভগবানের চক্র পলায়মান মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল, তাহাকে পশ্চাদনুসরণ করিতে দেখিয়া মুনি সুমেরুপর্ব্বতের প্রবেশ করিবার বাসনায় সেই দিকে বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। ৫০

দুর্ব্বাসা দৌড়াইতে দৌড়াইতে দিক্ সকলে, আকাশে, পৃথিবীতে, পাতালে, সমুদ্রে, লোকপালসহ লোক সকলে ও স্বর্গে গমন করিলেন; কিন্তু যেখানে যান, সেই স্থানেই দুষ্প্রসহ সুদর্শনকে দর্শন করিলেন। ৫১

অলব্ধনাথঃ স যদা কুতশ্চিৎ সংত্রস্তচিত্তোঽরণমেষমাণঃ।
দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্বিধাতস্ত্রাহ্যাত্মযোনেঽজিততেজসো মাম্ ॥৫২॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ কালাত্মনো যস্য তিরোঽভবিষ্যৎ ॥৫৩॥
অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না মূর্দ্ধ্ন্যর্পিতং লোকহিতং বহামঃ ॥৫৪॥
প্রত্যাখ্যাতো বিরিঞ্চেন বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ।
দুর্ব্বাসাঃ শরণং যাতঃ শর্ব্বং কৈলাসবাসিনম্ ॥৫৫॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি যস্মিন্ পরেঽন্যেঽপ্যজজীবকোশাঃ।
ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ ॥৫৬॥
অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ। কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম্ম আসুরিঃ ॥৫৭॥
মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ। বিদাম ন বয়ং সর্ব্বে যন্মায়াং মায়য়াবৃতাঃ ॥৫৮॥

সেই দুর্ব্বাসা আশ্রয়াভিলাষে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া যখন কুত্রাপি আপনার পরিত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন সন্ত্রস্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং কাতর কণ্ঠে বলিলেন, হে বিধাতঃ! হে আত্মযোনে! বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ৫২

ব্রহ্মা বলিলেন, দ্বিপরার্দ্ধ-সংজ্ঞকক্রীড়াবসানে অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধ-সংজ্ঞক কাল অতীত হইলে ক্রীড়াবসানে কালস্বরূপ যে বিষ্ণু সমুদায় দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে ভ্রূভঙ্গমাত্রে ব্রহ্মাণ্ড সমেত আমার এই স্থান তিরোহিত হইবে। ৫৩

আমি (ব্রহ্মা), ভব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি প্রজেশ ভূতেশ ও সুরেশ প্রভৃতি অমরগণ—আমরা সকলে যাঁহার নিয়মাধীন হইয়া ভগবদর্পিত লোকহিতকর নিয়ম মস্তকে বহন করিয়া থাকি, (তুমি তাঁহার ভক্তদ্রোহী, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য নাই)। এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত অথচ বিষ্ণুচক্র দ্বারা উপতাপিত হইয়া দুর্ব্বাসা কৈলাসবাসী শঙ্করের শরণাগত হইলেন। ৫৪-৫৫

শঙ্কর বলিলেন, হে তাত! যে পরমেশ্বরে ঈদৃশ দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড-সদৃশ সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে নাশ প্রাপ্ত হয়, এবং যাঁহার বিষয়ে আমরা বহুবার ভ্রান্ত হইয়া থাকি, আমরা সেই মহাপুরুষ-সমীপে কিছুই করিতে পারিব না, তথায় আমাদের প্রভুত্ব নাই। ৫৬

হে বৎস! আমি (শঙ্কর), সনৎকুমার, নারদ, ভগবান্ ব্রহ্মা এবং যাহার আন্তরিক তমঃ দূর হইয়াছে, সেই কপিল, ব্যাসদেব, দেবল, ধর্ম্ম, আসুরি এবং মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য সিদ্ধেশ্বরগণ, আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যাঁহার মায়া জানিতে পারি নাই, পরন্তু আমরা তাঁহার মায়ায় আবৃত হইয়া রহিয়াছি। ৫৭-৫৮

তস্য বিশ্বেশ্বরস্যেদং শস্ত্রং দুর্ব্বিষহং হি নঃ। তমেব শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি ॥৫৯॥
ততো নিরাশো দুর্ব্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ। বৈকুণ্ঠাখ্যং যদধ্যাস্তে শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়া সহ ॥৬০॥

সংদহ্যমানোঽজিতশস্ত্রবহ্নিনা তৎপাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ।
আহাচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো কৃতাগসং মাঽব হি বিশ্বভাবন ॥৬১॥
অজানতা তে পরমানুভাবং কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়াণাম্।
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাতর্মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি ॥৬২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥৬৩॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা। শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকাং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥৬৪॥

যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥৬৫॥

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥৬৬॥

সেই বিশ্বেশ্বরের এই শস্ত্র (চক্র), সুতরাং আমাদেরও ইহা সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বিষহ, অতএব তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। ৫৯

সেই শঙ্করের নিকটেও নিরাশ হইয়া দুর্ব্বাসা যেখানে ভগবান্ শ্রীনিবাস লক্ষ্মীর সহিত বাস করিতেছেন, সেই ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ৬০

ভগবান্ অজিতের অস্ত্রতেজে দহ্যমান, অতএব কম্পিতকলেবর দুর্ব্বাসা ভগবানের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, হে অনন্ত! হে অচ্যুত! হে সাধুজনের অভীপ্সিতপ্রদ! হে প্রভো! হে বিশ্বভাবন! কৃতাপরাধ আমাকে রক্ষা করুন। ৬১

(অপরাধের কথা বলিয়া নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিতেছেন) হে ভগবন্! আমি আপনার প্রিয় ভক্তগণের প্রভাব না জানিয়া এই অপরাধ করিয়াছি, হে বিধাতঃ! আপনি সেই অপরাধের মার্জ্জনা করুন, (আপনার ভক্তদ্রোহীর নিষ্কৃতি নাই, ইহাও বলিতে পারেন না) যাঁহার নাম-মাত্র-কীর্ত্তনে নরকস্থ ব্যক্তিও মুক্তি পায়, তাঁহার অসাধ্য কি আছে? ৬২

ভগবান্ বলিলেন, হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরাধীন, সুতরাং অস্বতন্ত্রের তুল্য; ভক্তজন আমার প্রিয়, এই কারণে সাধু ভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছে। ৬২

হে ব্রহ্মন্! আমি যাহাদের পরা গতি, সেই সাধু ভক্তজন ব্যতীত আমি আমাকে এবং নিত্য-বর্ত্তমান ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পদ্‌কেও ভালবাসি না। ৬৪

যে সকল ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহলোক ও পরলোক সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হয়, আমি কি-প্রকারে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে উৎসাহী হইতে পারি? ৬৫

হে ব্রহ্মন্! সাধ্বী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করেন, সেইরূপ আমাতে যাঁহাদের হৃদয় আবদ্ধ, যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধু, সেই সকল ভক্তগণ ভক্তি দ্বারা আমাকে বশীভূত করেন। ৬৬

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥৬৭॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥৬৮॥
উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ। অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাহি মাচিরম্।
প্রহিতং প্রহর্ত্তুঃ কুরুতেহশিবম্ ॥৬৯॥
তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে। তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পতে কর্ত্তুরন্যথা ॥৭০॥
ব্রহ্মাংস্তদ্গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্। ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥৭১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধেঽম্বরীষচরিতে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমার সেবায় যাহারা পূর্ণ অর্থাৎ আমার সেবা করিয়া অন্য কোন কামনা না থাকায় সর্ব্বদা তৃপ্ত, তাহারা চির অবিনশ্বর সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ও কামনা করে না; সুতরাং কালে যাহার নাশ হয়, তাদৃশ বস্তুতে তাহাদের অভিলাষ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ৬৭

হে বিপ্র! সাধুগণ আমার হৃদয় অর্থাৎ আমি সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে ধ্যান করি, এবং আমি সাধুগণের হৃদয় অর্থাৎ সাধুগণ সর্ব্বদা আমাকে ধ্যান করেন, সেই সাধুগণ আমা ব্যতীত কিছু জানেন না, আর আমিও তাঁহাদের ব্যতীত কিছু জানি না। ৬৮

অতএব হে মুনিবর! এই আমি উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। আত্মাভিচার যে স্থান হইতে হইয়াছে, তুমি তাহার নিকট গমন কর, বিলম্ব করিও না। সাধুগণের প্রতি (হিংসা বুদ্ধিতে) যে তেজ প্রহিত হয়, তাহাতে নিজেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে। ৬৯

হে ব্রহ্মন্! তপস্যা ও বিদ্যা এই উভয়ই ব্রাহ্মণদিগের নিঃশ্রেয়সকর ইহা সত্য; কিন্তু দুর্ব্বিনীত কর্ত্তার পক্ষে ঐ উভয়ই বিপরীত ফল জন্মাইয়া দিয়া থাকে। ৭০

অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমি নাভাগতনয় অম্বরীষের নিকটে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সেই মহাভাগ রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহাতেই তোমার শান্তি হইবে। ৭১

ইতি নবম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্ব্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ। অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ ॥১॥

তস্য সোদ্যমমাবীক্ষ্য পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ। অস্তাবীৎ তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশম্ ॥২॥

অম্বরীষ উবাচ।

ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্য্যস্ত্বং সোমো জ্যোতিষাংপতিঃ। ত্বমাপস্ত্বং ক্ষিতির্ব্ব্যোম বায়ুর্ম্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ ॥৩॥

সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয়। সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে ॥৪॥

ত্বং ধর্ম্মস্ত্বমৃতং সত্যং ত্বং যজ্ঞোঽখিলযজ্ঞভুক্।
ত্বং লোকপালঃ সর্ব্বাত্মা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্ ॥৫॥

নমঃ সুনাভাখিলধর্ম্মসেতবে হ্যধর্ম্মশীলাসুরধূমকেতবে।
ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধবর্চ্চসে মনোজবায়াদ্ভুতকর্ম্মণে গৃণে ॥৬॥

ত্বত্তেজসা ধর্ম্মময়েন সংহৃতং তমঃ প্রকাশশ্চ দৃশো মহাত্মনাম্।
দুরত্যয়স্তে মহিমা গিরাং পতে ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎপরাবরম্ ॥৭॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট চক্রাগ্নিতাপিত দুর্ব্বাসা অম্বরীষের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখিত হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ১

রাজর্ষি অম্বরীষ দুর্ব্বাসার উদ্যম দেখিয়া ও পাদ-স্পর্শে লজ্জিত হইয়া অত্যন্ত কৃপাপীড়িত হইয়া হরির অস্ত্র সুদর্শন-চক্রের স্তব করিলেন। ২

হে সুদর্শন! তুমি অগ্নি, তুমিই ভগবান্ সূর্য্য, তুমিই নক্ষত্রপতি চন্দ্রমা, তুমিই জল, তুমিই ভূমি, তুমিই আকাশ, তুমিই বায়ু, তুমি তন্মাত্র সকল, তুমিই ইন্দ্রিয়সমূহ, অর্থাৎ তোমার শক্তি দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি সকলে কার্য্য করিতেছে। ৩

হে সুদর্শন! হে সহস্রার! হে অচ্যুতপ্রিয়! হে সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্! হে পৃথ্বীপতে! আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি এই ব্রাহ্মণের প্রতি মঙ্গলময় হও। ৪

(ব্রাহ্মণরক্ষণ তোমারই উপযুক্ত, এই কথা বলিতেছেন) হে সুদর্শন! তুমি ধর্ম্ম, তুমি ঋত, তুমি সত্য, তুমি যজ্ঞ, তুমি অখিল-যজ্ঞ-ভোক্তা, তুমি লোকপাল, তুমি সকলের আত্মা, তুমি ঈশ্বরের পরম সামর্থ্য। ৫

হে সুনাভ! তুমি অদ্ভুতকর্ম্মা, যেহেতু অখিল ধর্ম্মের তুমি সেতু, অতএব অধর্ম্মশীল অসুরগণের ধূম-কেতু অর্থাৎ দাহক, তুমি ত্রৈলোক্যরক্ষক, তুমি অত্যুজ্জ্বল তেজ, তুমি মনের ন্যায় শীঘ্রগতি, আমি তোমাকে নমস্কার করি। ৬

হে সুদর্শন! তোমার ধর্ম্মময় তেজো দ্বারা অন্ধকার সংহৃত হইয়াছে এবং মহাত্মাদিগের দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে। হে গীষ্পতে! তোমার মহিমা দুরত্যয়। সৎ, অসৎ, পর, অবর ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ, কারণ, সূর্য্যাদির প্রকাশও তোমা হইতে হইয়া থাকে। ৭

বিবৃতি—তদৈক্ষত ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে জানা যায়—ভগবদ্দর্শন হইতে সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দর্শনই সুদর্শন এই মনে করিয়া স্তব করা হইয়াছে। ৫

যদা বিসৃষ্টস্ত্বমনঞ্জনেন বৈ বলং প্রবিষ্টোঽজিতদৈত্যদানবম্।
বাহূদরোর্বঙ্ঘ্রিশিরোধরাণি বৃশ্চন্নজস্রং প্রধনে বিরাজসে ॥৮॥
স ত্বং জগত্ত্রাণ-খলপ্রহাণয়ে নিরূপিতঃ সর্ব্বসহো গদাভৃতা।
বিপ্রস্য চাস্মৎকুলদৈবহেতবে বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ ॥৯॥
যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্ম্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ। কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥১০॥
যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥১১॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইতি সংস্তুবতো রাজ্ঞো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্। অশাম্যৎ সর্ব্বতো বিপ্রং প্রদহদ্রাজযাচ্ঞয়া ॥১২॥
স মুক্তোঽস্ত্রাগ্নিতাপেন দুর্ব্বাসাঃ স্বস্তিমাংস্ততঃ। প্রশশংস তমুর্ব্বীশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ ॥১৩॥
দুর্ব্বাসা উবাচ।
অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে। কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥১৪॥
দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥১৫॥
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥১৬॥

হে অজিত! যখন অনঞ্জন ভগবান্ হরি কর্তৃক তুমি বিসৃষ্ট হও, তখন দৈত্যদানবগণ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের বাহু, উদর, উরু, চরণ ও স্কন্ধ সকল ছেদন করিয়া সমরাঙ্গনে বিরাজ করিয়া থাক। ৮

হে সুদর্শন! সেই তুমি গদাধর কর্তৃক জগতের ত্রাণ ও খলের বিনাশ করিবার জন্য নিরূপিত হইয়াছ, তুমি সর্ব্বসহ, আমাদের কুলের সর্ব্ব সৌভাগ্যের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর, ইহা করিলেই আমাদিগের প্রতি মহান্ অনুগ্রহ করা হইবে। ৯

হে সুদর্শন! আমার যদি কোন দান অথবা যজ্ঞ-সুকৃত থাকে, অথবা যদি আমি সুন্দররূপে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং যদি ব্রাহ্মণ আমাদের কুলের দেবতা হয়েন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বিজ্বর (নিরাপদ) হউন। ১০

একমাত্র ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া সর্ব্ব-গুণের আশ্রয়; তিনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই দ্বিজ বিজ্বর হউন। ১১

শুকদেব বলিলেন, রাজা অম্বরীষ এইপ্রকার স্তব করিতে থাকিলে, যিনি সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণের গাত্রদাহ করিতেছিলেন, সে বিষ্ণুচক্র সুদর্শন, রাজার প্রার্থনায় প্রশান্ত হইলেন। ১২

অস্ত্রাগ্নিতাপমুক্ত সেই দুর্ব্বাসা তখন স্বস্তিলাভ করিলেন এবং তাহার পর সেই রাজাকে বহু আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রশংসা করিলেন। ১৩

দুর্ব্বাসা বলিলেন, অহো! অনন্তদাসদিগের অদ্ভুত মহত্ত্ব অদ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল। হে রাজন্! আমি কৃতাপরাধ, তথাপি তুমি আমার কল্যাণ-চেষ্টা করিতেছ। ১৪

যে সকল ব্যক্তি সাত্বতশ্রেষ্ঠ হরিকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই সাধুমহাত্মগণের দুষ্কর অথবা দুস্ত্যজ কি আছে? ১৫

যাঁহার নাম-শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল হয়, তীর্থপাদ সেই ভগবানের দাসদিগের কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট থাকে? ১৬

রাজন্নমনুগৃহীতোঽহং ত্বয়াতিকরুণাত্মনা। মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ ॥১৭॥
রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া। চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ ॥ ১৮ ॥
সোঽশিত্বাদৃতমানীতমাতিথ্যং সার্ব্বকামিকম্। তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥১৯॥
প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব ভাগবতস্য বৈ। দর্শনস্পর্শনালাপৈরাতিথ্যেনাত্মমেধসা ॥২০॥
কর্ম্মাবদাতমেতৎ তে গায়ন্তি স্বঃস্ত্রিয়ো মুহুঃ। কীর্ত্তিং পরমপুণ্যাঞ্চ কীর্ত্তয়িষ্যতি ভূরিয়ম্ ॥২১॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং সংকীর্ত্ত্য রাজানং দুর্ব্বাসাঃ পরিতোষিতঃ। যযৌ বিহায়সামন্ত্র্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকম্ ॥২২॥
সংবৎসরোঽত্যগাত্তাবদ্‌যাবতা নাগতো গতঃ। মুনিস্তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষো রাজাব্ভক্ষো বভূব হ ॥২৩॥

গতেঽথ দুর্ব্বাসসি সোঽম্বরীষো দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরৎ।
ঋষেবিমোক্ষং ব্যসনঞ্চ বীক্ষ্য মেনে স্ববীর্য্যঞ্চ পরানুভাবম্ ॥২৪॥
এবং বিধানেকগুণঃ স রাজা পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে।
ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং যয়াবিরিঞ্চ্যান্নিরয়াংশ্চকার ॥২৫॥

হে রাজন্! অতিশয় দয়াবান্ তোমা কর্ত্তৃক আমি অনুগৃহীত হইয়াছি, যেহেতু তুমি আমার অপরাধকে পশ্চাতে রাখিয়া অর্থাৎ লক্ষ্য না করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। ১৭

এদিকে দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমনাকাঙ্ক্ষায় এ যাবৎ অকৃতাহার রাজা অম্বরীষ দুর্ব্বাসার চরণদ্বয় ধারণ ও নমস্কারাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। ১৮

সাদরে সমানীত সর্ব্বাভিলাষসম্পাদক অতিথি-সৎকারোপযুক্ত অন্নাদি গ্রহণ করিয়া দুর্ব্বাসা পরিতৃপ্ত হইলেন এবং রাজাকে সাদরে বলিলেন, হে রাজন্! তুমিও আহার কর। ১৯

হে রাজন্! পরমভাগবত তোমার দর্শন, স্পর্শন ও আলাপে এবং তোমার আতিথ্য ও আত্মবুদ্ধিতে আমি প্রীত ও অনুগৃহীত হইয়াছি। ২০

স্বর্গবাসী রমণীগণ তোমার এই নির্ম্মল কর্ম্ম সর্ব্বদা গান করিবেন এবং পৃথিবীস্থ মানবগণ তোমার এই পবিত্র কীর্ত্তি সতত কীর্ত্তন করিবে। ২১

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজার এইরূপ প্রশংসা এবং তাঁহার সহিত গমনকালীন সম্ভাষণ করিয়া আকাশ-পথে অহৈতুক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ২২

দুর্ব্বাসা মুনি গমন করিয়া যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসিলেন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত সম্বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল এবং সেই পর্য্যন্ত রাজা অম্বরীষ মুনির দর্শনাকাঙ্ক্ষায় জলমাত্রাহারী হইয়াছিলেন। ২৩

দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলে সেই রাজা অম্বরীষ ব্রাহ্মণ-ভোজন দ্বারা পবিত্রিত অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন এবং ঋষির বিপদ ও বিপন্মুক্তি দর্শন করিয়া নিজের ধৈর্য্যাদিরূপ বীর্য্যও একমাত্র ভগবানেরই প্রভাব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ২৪

হে ভারত! এই-প্রকার অনেক-গুণসম্পন্ন সেই রাজা অম্বরীষ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে পরম ভক্তি পোষণ করিতেন, সেই ভক্তির প্রভাবে তিনি ব্রহ্মপদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার ভোগকে নরকতুল্য মনে করিতেন। ২৫

শ্রীশুক উবাচ।

অথাম্বরীষস্তনয়েষু রাজ্যং সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ।
বনং বিবেশাত্মনি বাসুদেবে মনো দধদ্ধ্বস্তগুণপ্রবাহঃ ॥২৬॥

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ। সঙ্কীর্ত্তয়ন্নমুধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ ॥২৭॥
অম্বরীষস্য চরিতং যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ। মুক্তিং প্রয়ান্তি তে সর্ব্বে ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধেঽম্বরীষোপাখ্যানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শুকদেব বলিলেন, তদনন্তর ঐ ধীর অম্বরীষ আপনার তুল্য শীলবান্ পুত্রগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন; তিনি ভগবান্ বাসুদেবে আত্মমন ধারণ করাতে তদীয় গুণপ্রবাহ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ২৬

হে রাজন্! অম্বরীষ রাজার এই পবিত্র উপাখ্যান যে ব্যক্তি কীর্ত্তন ও সতত ধ্যান করেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত হইয়া থাকেন। ২৭

আর যে সকল মানব ভক্তিসহকারে মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে অনায়াসে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন। ২৮

ইতি নবম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বিরূপঃ কেতুমান্ শম্ভুরম্বরীষসুতাস্ত্রয়ঃ। বিরূপাৎ পৃষদশ্বোঽভূৎ তৎপুত্রস্তু রথীতরঃ ॥১॥
রথীতরস্যাপ্রজস্য ভার্য্যায়াং তন্তবেঽর্থিতঃ। অঙ্গিরা জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ সুতান্ ॥২॥
এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুনস্ত্বাঙ্গিরসাঃ স্মৃতাঃ। রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥৩॥
ক্ষুবতস্তু মনোর্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ সুতঃ। তস্য পুত্রশতজ্যেষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ ॥৪॥
তেষাং পুরস্তাদভবন্নার্য্যাবর্ত্তে নৃপা নৃপ। পঞ্চবিংশতিঃ পশ্চাচ্চ ত্রয়ো মধ্যেঽপরেঽন্যতঃ ॥৫॥
স একদাষ্টকাশ্রাদ্ধে ইক্ষ্বাকুঃ সুতমাদিশৎ। মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মাচিরম্ ॥৬॥
তথেতি স বনং গত্বা মৃগান্ হত্বা ক্রিয়ার্হণান্। শ্রান্তো বুভুক্ষিতো বীরঃ শশঞ্চাদদপস্মৃতিঃ ॥৭॥
শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদ্‌গুরুঃ। চোদিতঃ প্রোক্ষণায়াহ দুষ্টমেতদকর্ম্মকম্ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বিরূপ, কেতুমান্ ও শম্ভু, এই তিন জন অম্বরীষের পুত্র, বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর। ১

সন্তান-উৎপাদনের জন্য প্রার্থিত হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরা নিঃসন্তান রথীতরের ভার্য্যাতে ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন কতিপয় পুত্র উৎপাদন করেন। ২

হে রাজন্! অঙ্গিরা হইতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারা রথীতরের ক্ষেত্রে প্রসূত হওয়ায় যদিও রথীতর-গোত্র হইয়াছিল, তথাপি অঙ্গিরার ঔরসে জন্মিয়াছিল বলিয়া আঙ্গিরস বলিয়াও বিখ্যাত হইয়াছিল; ইহারা ক্ষত্রিয়গোত্রান্বিত ব্রাহ্মণ, এইজন্য অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ৩

হাঁচিবার সময় মনুর নাসিকা হইতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়, ঐ ইক্ষ্বাকুর একশত সন্তান হয়, তন্মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডক—ইঁহারা শ্রেষ্ঠ। ৪

সেই শতপুত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশতি জন আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগে ও পঞ্চবিংশতি জন আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম-ভাগে, তিন জন মধ্যভাগে, অপর সকলে দক্ষিণে ও উত্তরে রাজা হন। ৫

একদিন সেই ইক্ষ্বাকু অষ্টকাশ্রাদ্ধে পুত্র বিকুক্ষিকে আদেশ করিলেন, হে বিকুক্ষে! মেধ্য মাংস শীঘ্র আনয়ন কর, যাও, বিলম্ব করিও না। ৬

বিকুক্ষি "তাহাই করিতেছি" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ বনে যাইয়া শ্রাদ্ধার্হ বহু মৃগ বধ করিলেন। পরে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় বিস্মৃতিক্রমে ঐ হত পশুর মধ্য হইতে একটা শশক লইয়া ভক্ষণ করি-লেন। ৭

পরে অবশিষ্ট মাংস পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন, ইক্ষ্বাকু সেই মাংস প্রোক্ষণার্থ কুলগুরু বশিষ্ঠকে নিয়োগ করিলে তিনি রাজাকে বলিলেন, এই মাংস দূষিত হইয়াছে, ইহা কর্ম্মার্হ নহে। ৮

বিবৃতি—মনুর দশ-পুত্র-মধ্যে পৃষধ্র ও কবির বংশ ছিল না, কারণ, ঐ দুই জন সংসারে বিরক্ত ছিলেন। অপর করূষাদি সপ্তপুত্রের বংশ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ইক্ষ্বাকুর বংশ অতিশয় বিস্তীর্ণ বলিয়া শুটীকটাহন্যায়ানুসারে পরে বলা যাইতেছে। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে, ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণ আসমুদ্র আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে এক এক মণ্ডলে এক এক জন রাজা হইয়াছিলেন। ৪-৫

জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎ কর্ম্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ। দেশান্নিঃসারয়ামাস সুতং ত্যক্তবিধিং রুষা ॥৯॥
স তু বিপ্রেণ সংবাদং জ্ঞাপকেন সমাচরন্। ত্যক্ত্বা কলেবরং যোগী স তেনাবাপ যৎ পরম্ ॥১০॥
পিতর্য্যুপরতেহভ্যেত্য বিকুক্ষিঃ পৃথিবীমিমাম্।
শাসদীজে হরিং যজ্ঞৈঃ শশাদ ইতি বিশ্রুতঃ ॥১১॥
পুরঞ্জয়স্তস্য সুত ইন্দ্রবাহ ইতীরিতঃ। ককুৎস্থ ইতি চাপ্যুক্তঃ শৃণু নামানি কর্ম্মভিঃ ॥১২॥
কৃতান্ত আসীৎ সমরো দেবানাং সহ দানবৈঃ।
পার্ষ্ণিগ্রাহোবৃতোবীরো দেবৈর্দৈত্যপরাজিতৈঃ ॥১৩॥
বচনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনঃ প্রভোঃ। বাহনত্বে বৃতস্তস্য বভূবেন্দ্রো মহাবৃষঃ ॥১৪॥
স সন্নদ্ধো ধনুর্দ্দিব্যমাদায় বিশিখান্ শিতান্। স্তূয়মানস্তমারুহ্য যুযুৎসুঃ ককুদি স্থিতঃ ॥১৫॥
তেজসাপ্যায়িতো বিষ্ণোঃ পুরুষস্য মহাত্মনঃ।
প্রতীচ্যাংদিশি দৈত্যানাং ন্যরুণৎ ত্রিদশৈঃ পুরম্ ॥১৬॥
তৈস্তস্য চাভূৎ প্রধনং তুমুলং লোমহর্ষণম্। যমায় ভল্লৈরনয়দ্দৈত্যান্ যেহভিযযুর্ম্মৃধে ॥ ১৭ ॥

রাজা গুরু কর্ত্তৃক অভিহিত পুত্রের কর্ম্ম জানিতে পারিয়া রোষবশে সেই ত্যক্তবিধি (হীনাচার) পুত্রকে দেশ হইতে নিঃসারিত করিয়া দিলেন। ৯

তাহার পর ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠের সহিত আত্মজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, পরিশেষে রাজ্য-ভোগে বিরক্ত হইয়া যোগী হইলেন এবং যোগ দ্বারা কলেবর ত্যাগ করিয়া পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ১০

পিতা উপরত (মৃত) হইলে বিকুক্ষি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, এবং তিনি বহুতর যজ্ঞ দ্বারা হরির আরাধনা করিয়াছিলেন; তিনি শশাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ১১

শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়, ইনি ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ নামে উক্ত হয়েন, যোগ-কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার ঐ সকল নাম হয়, তাহা শ্রবণ কর। ১২

পূর্ব্বকালে দানবগণের সহিত দেবগণের বিশ্ব-বিনাশন সমর হইয়াছিল; ঐ যুদ্ধে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত দেবগণ সহায় হইবার জন্য বীরবর পুরঞ্জয়কে বরণ করেন। পুরঞ্জয় বলিলেন—ইন্দ্র যদি আমার বাহন হন, তবে আমি দৈত্যগণকে বধ করিব। এইরূপে বাহন হইতে ইন্দ্র প্রথমে লজ্জায় অস্বীকার করেন, পরে দেবদেব বিষ্ণুর বাক্যে স্বীকৃত হইয়া পুরঞ্জয়ের বাহন হইবার জন্য মহাবৃষভ হইয়াছিলেন। ১৩-১৪

তদনন্তর বর্ম্মপরিহিত পুরঞ্জয় শাণিত বাণ সকল ও দিব্য ধনু লইয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ও দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সেই বৃষের ককুদের উপর অবস্থিত হইলেন। ১৫

পরে পুরঞ্জয়, পরমপুরুষ বিষ্ণুর তেজে বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণসহ পশ্চিমদিকে দৈত্যগণের পুরী অবরোধ করিয়াছিলেন। ১৬

তাহার পর দানবগণের সহিত তাঁহার তুমুল রোম-হর্ষণকর যুদ্ধ হইয়াছিল, যে সকল দৈত্য যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইল, সেই দৈত্যগণকেই ভল্ল দ্বারা যমের নিকট প্রেরণ করিলেন। ১৭

বিবৃতি—এইরূপে ইন্দ্র বাহন হওয়ায় পুরঞ্জয়ের ইন্দ্রবাহন নাম হয়। ১৪

তস্যেষুপাতাভিমুখং যুগান্তাগ্নিমিবোল্বণম্। বিসৃজ্য দুদ্রুবুর্দৈত্যা হন্যমানাঃ স্বমালয়ম্ ॥১৮॥
জিত্বা পুরং ধনং সর্ব্বং সস্ত্রীকং বজ্রপাণয়ে। প্রত্যযচ্ছৎ স রাজর্ষিরিতি নামভিরাহৃতঃ ॥১৯॥
পুরঞ্জয়স্য পুত্রোঽভূদনেনাস্তৎসুতঃ পৃথুঃ। বিশ্বগন্ধিস্ততশ্চন্দ্রো যুবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ ॥২০॥
শ্রাবস্তস্তৎসুতো যেন শ্রাবস্তী নির্ম্মমে পুরী। বৃহদশ্বস্তু শ্রাবস্তিস্ততঃ কুবলয়াশ্বকঃ ॥ ২১ ॥
যঃ প্রিয়ার্থমুতঙ্কস্য ধুন্ধুনামাসুরং বলী। সুতানামেকবিংশত্যা সহস্রৈরহনদ্বৃতঃ ॥২২॥
ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতস্তৎসুতাস্তে চ জজ্বলুঃ। ধুন্ধোর্মুখাগ্নিনা সর্ব্বে ত্রয় এবাবশেষিতাঃ ॥২৩॥
দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ ভদ্রাশ্ব ইতি ভারত। দৃঢ়াশ্বপুত্রো হর্য্যশ্বো নিকুম্ভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥২৪॥
বহুলাশ্বো নিকুম্ভস্য কৃশাশ্বোঽথাস্য সেনজিৎ। যুবনাশ্বোঽভবৎ তস্য সোঽনপত্যো বনং গতঃ ॥২৫॥
ভার্য্যাশতেন নির্ব্বিণ্ণ ঋষয়োঽস্য কৃপালবঃ। ইষ্টিং স্ম বর্ত্তয়াঞ্চক্রুরৈন্দ্রীং তে সুসমাহিতাঃ ॥২৬॥

রাজা তদ্‌যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশি তর্ষিতঃ।
দৃষ্ট্বা শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্ ॥২৭॥

উত্থিতাস্তে নিশম্যাথ ব্যুদকং কলসং প্রভো। পপ্রচ্ছুঃ কস্য কর্ম্মেদং পীতং পুংসবনং জলম্ ॥২৮॥

তখন দৈত্যগণ প্রহৃত হইয়া অতি তীব্র প্রলয়-কালীন অগ্নিতুল্য তাঁহার বাণপাতাভিমুখ পরিত্যাগ করিয়া নিজালয় পাতালে পলায়ন করিয়াছিল। ১৮

সেই রাজর্ষি পুরঞ্জয় এইরূপে স্ত্রীগণসহ ধন সকল ও দৈত্যপুরী জয় করিয়া বজ্রধর ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ঐ সকল কর্ম্ম দ্বারা তিনি পুরঞ্জয় ইন্দ্রবাহ ককুৎস্থ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। ১৯

পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, তৎপুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি, তাঁহার পুত্র চন্দ্র, তাঁহার পুত্র যুবনাশ্ব। ২০

যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, ইনি শ্রাবস্তীপুরী নির্ম্মাণ করেন, শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব ও বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব। ২১

এই মহাবলশালী রাজা কুবলয়াশ্ব, উতঙ্ক ঋষির প্রিয়ার্থ নিজের একবিংশতিসহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করেন। ২২

এই কার্য্যে কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুমার নামে খ্যাত হন, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ সকলেই ধুন্ধুর মুখাগ্নি দ্বারা জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন, কেবল দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব এই তিন জনমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, তাঁহার পুত্র নিকুম্ভ। ২৩-২৪

নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, তাঁহার পুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ, তাঁহার পুত্র যুবনাশ্ব; ইনি নিঃসন্তান হওয়ায় বনে গমন করেন। ২৫

শত ভার্য্যার সহিত যুবনাশ্ব বনে গিয়াও সর্ব্বদা বিষণ্ণ ভাবে থাকিতেন। তদ্দর্শনে বনবাসী ঋষিগণ তাঁহার প্রতি দয়ালু হয়েন, এবং সন্তানার্থ সমাহিত চিত্তে তাঁহারা ইন্দ্রদৈবত যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করেন। ২৬

হে রাজন্! যজ্ঞ-আরম্ভের পর একদিন নিশি-যোগে যুবনাশ্ব তৃষিত হইয়া ঐ যজ্ঞস্থানে জলের নিমিত্ত প্রবেশ করেন; ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণকে তথায় নিদ্রিত দর্শন করিয়া নিজেই কলসীর মন্ত্রপূত জল পান করিয়াছিলেন। ২৭

নিদ্রোত্থিত ব্রাহ্মণগণ জলশূন্য কলস দেখিয়া বলিলেন, এ কর্ম্ম কাহার? কে এই পুত্রোৎপাদন-নিমিত্ত রক্ষিত জল পান করিয়াছেন? ২৮

রাজ্ঞা পীতং বিদিত্বা বৈ ঈশ্বরপ্রহিতেন তে। ঈশ্বরায় নমশ্চক্রুরহো দৈববলং বলম্ ॥২৯॥
ততঃ কাল উপাবৃত্তে কুক্ষিং নির্ভিদ্য দক্ষিণম্। যুবনাশ্বস্য তনয়শ্চক্রবর্ত্তী জজান হ ॥৩০॥
কং ধাস্যতি কুমারোঽয়ং স্তন্যং রোরূয়তে ভৃশম্।
মান্ধাতা বৎস মারোদীরিতীন্দ্রো দেশিনীমদাৎ ॥৩১॥
ন মমার পিতা তস্য বিপ্রদেবপ্রসাদতঃ। যুবনাশ্বোঽথ তত্রৈব তপসা সিদ্ধিমন্বগাৎ ॥৩২॥
ত্রসদ্দস্যুরিতীন্দ্রোঽঙ্গ বিদধে নাম যস্য বৈ। যস্মাৎ ত্রসন্তি হ্যুদ্বিগ্না দস্যবো রাবণাদয়ঃ ॥৩৩॥
যৌবনাশ্বোঽথ মান্ধাতা চক্রবর্ত্ত্যবনীং প্রভুঃ। সপ্তদ্বীপবতীমেকঃ শশাসাচ্যুততেজসা ॥ ৩৪ ॥
ঈজে চ যজ্ঞং ক্রতুভিরাত্মবিদ্ভূরিদক্ষিণৈঃ। সর্ব্বদেবময়ং দেবং সর্ব্বাত্মকমতীন্দ্রিয়ম্ ॥৩৫॥
দ্রব্যং মন্ত্রো বিধির্যজ্ঞো যজমানস্তথর্ত্বিজঃ। ধর্ম্মো দেশশ্চ কালশ্চ সর্ব্বমেতদ্‌যদাত্মকম্ ॥৩৬॥
যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি। তৎ সর্ব্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥৩৭॥
শশবিন্দোর্দুহিতরি বিন্দুমত্যামধান্নৃপঃ। পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ যোগিনম্।
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাশৎ সৌভরিং বব্রিরে পতিম্ ॥৩৮॥

ঈশ্বরপ্রেরিত রাজা যুবনাশ্ব স্বয়ং ঐ জল পান করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা 'অহো! দৈববলই বল' এই বলিয়া ঈশ্বরকে নমস্কার করিয়াছিলেন। ২৯

অনন্তর সময় পূর্ণ হইলে যুবনাশ্বের দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করিয়া চক্রবর্ত্তি-লক্ষণাক্রান্ত একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। ৩০

তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ যখন বলিতে লাগিলেন, এই বালক স্তন্যের জন্য অতিশয় রোদন করিতেছে, কি পান করিবে? 'আমাকে পান করিবে,' এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বালকের মুখে তর্জ্জনী প্রদান করিলেন, এইজন্য ঐ বালকের নাম মান্ধাতা হইয়াছিল। ৩১

মান্ধাতার পিতা যুবনাশ্ব দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রসাদে মরেন নাই, তপস্যা দ্বারা সেই বনেই কালান্তরে সিদ্ধি লাভ করেন। ৩২

যেহেতু রাবণাদি দস্যুগণ মান্ধাতার প্রতাপে উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হইয়াছিল, সেই কারণে ইন্দ্র মান্ধাতার 'ত্রসদ্দস্যু' এই নাম করিয়াছিলেন। ৩৩

হে রাজন্! তদনন্তর যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা সম্রাট্ হইয়া ভগবান্ অচ্যুতের তেজে একাকী সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পালন করিলেন। ৩৪

সেই আত্মবিৎ মান্ধাতা, প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ ও ক্রতু দ্বারা যিনি দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজমান, ঋত্বিক্, ধর্ম্ম, দেশ ও কাল এই সকল স্বরূপ সেই সর্ব্বদেবময় সর্ব্বাত্মক অতীন্দ্রিয় দেবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ৩৫-৩৬

যে স্থানে সূর্য্য উদিত হয়েন ও যেস্থানে সূর্য্য অস্তমিত হন, এই পর্য্যন্ত স্থান যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয়। ৩৭

মান্ধাতা, শশবিন্দুর কন্যা ইন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও যোগী মুচুকুন্দ পুত্র উৎপাদন করেন; তাঁহাদের পঞ্চাশৎসংখ্যক ভগিনী অর্থাৎ মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা সকলেই সৌভরি ঋষিকে পতিত্বে বরণ করেন। ৩৮

যমুনান্তর্জ্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরং তপঃ। নির্বৃতিং মীনরাজস্য দৃষ্ট্বা মৈথুনধর্ম্মিণঃ ॥৩৯॥
জাতস্পৃহো নৃপং বিপ্রঃ কন্যামেকামযাচত।
সোঽপ্যাহ গৃহ্যতাং ব্রহ্মন্ কামং কন্যা স্বয়ংবরে ॥৪০॥
স বিচিন্ত্যাপ্রিয়ং স্ত্রীণাং জরঠোঽহমসম্মতঃ। বলীপলিত এজৎক ইত্যহং প্রত্যুদাহৃতঃ ॥৪১॥
সাধয়িষ্যে তথাত্মানং সুরস্ত্রীণামভীপ্সিতম্। কিং পুনর্মনুজেন্দ্রাণামিতি ব্যবসিতঃ প্রভুঃ ॥৪২॥
মুনিঃ প্রবেশিতঃ ক্ষত্রা কন্যান্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ। বৃতঃ স রাজকন্যাভিরেকঃ পঞ্চাশতা বরঃ ॥৪৩॥
তাসাং কলিরভূদ্ভূয়াংস্তদর্থেঽপোহ্য সৌহৃদম্। মমানুরূপো নায়ং ব ইতি তদ্গতচেতসাম্ ॥৪৪॥
স বহ্বৃচস্তাভিরপারণীয়তপঃশ্রিয়ানর্ঘ্যপরিচ্ছদেষু।
গৃহেষু নানোপবনামলাম্ভঃসরঃসু সৌগন্ধিককাননেষু ॥৪৫॥
মহার্হশয্যাসনবস্ত্রভূষণস্নানানুলেপাভ্যবহারমাল্যকৈঃ।
স্বলঙ্কৃতস্ত্রীপুরুষেষু নিত্যদা রেমেঽনুগায়দ্দ্বিজভৃঙ্গবন্দিষু ॥৪৬॥
যদ্গার্হস্থ্যন্তু সংবীক্ষ্য সপ্তদ্বীপবতীপতিঃ। বিস্মিতঃ স্তম্ভমজহাৎ সার্ব্বভৌমশ্রিয়ান্বিতম্ ॥৪৭॥

হে রাজন্! সৌভরি ঋষি, যমুনার জলমধ্যে পরম তপস্যা করিতেছিলেন, তিনি মৈথুনধর্ম্মী মীনরাজের সুখ দর্শন করায় ঐ বিষয়ে তাঁহার অতিশয় স্পৃহা জন্মিয়াছিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ জল হইতে উঠিয়া রাজা মান্ধাতার নিকটে পত্ন্যর্থ একটি কন্যা প্রার্থনা করেন, তখন সেই মান্ধাতাও বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বয়ম্বরে আপনি ইচ্ছানুরূপ কন্যা গ্রহণ করুন। ৩৯-৪০

তখন সেই সৌভরি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি জরাজীর্ণ, লোলচর্ম্মা, পক্বকেশ ও বয়সের আতিশয্যে আমার মস্তক কম্পিত হয়, আমি তাপস, এই বলিয়াই বুঝি রাজার অসম্মতি, তাহাতেই ইনি আমাকে স্ত্রীগণের অপ্রিয় বিবেচনা করিয়া ছলক্রমে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমি নিজেকে তাদৃশ সুন্দর করিব, যাহাতে মনুজেন্দ্র-রমণীদিগের ত কথাই নাই, সুরস্ত্রীগণেরও অভীপ্সিত হইব, এই বলিয়া তিনি সেই রূপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ৪১-৪২

তাহার পর অন্তঃপুরের প্রতীহার কর্ত্তৃক ঐ মুনি সমৃদ্ধিশালী কন্যান্তঃপুরে প্রবেশিত হইলেন, তখন সেই এক সৌভরিকে পঞ্চাশটি কন্যাই পতিত্বে বরণ করিলেন। সৌভরি ঋষিকে বররূপে পাইবার জন্য সেই রাজকন্যাদিগের মধ্যে সোদর-সৌহার্দ্দ দূরীভূত হইল। তাহারা তদ্গতচিত্ত হইয়া 'ইনি আমারই অনুরূপ বর, তোমাদের নহে', এই বলিয়া পরস্পর কলহ করিয়াছিলেন। ৪৩-৪৪

মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন সৌভরি ঋষি, অপার তপঃপ্রভাবে বিরচিত অমূল্য পরিচ্ছদযুক্ত, নানা উপবন ও স্বচ্ছজল কহ্লারপরিপূর্ণ সরোবরবিশিষ্ট এবং মহামূল্য শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, স্নান, অনুলেপন, আহার্য্য, মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত স্ত্রী-পুরুষগণ পরিসেবিত, এবং প্রতিনিয়ত ভ্রমর,পক্ষী ও বন্দিগণের গানে মুখরিত গৃহসমূহে সেই রাজকন্যাগণসহ বিহার করিতেন। ৪৫-৪৬

হে রাজন্! যে সৌভরির গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম দর্শন করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর পতি সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্যশালী মান্ধাতা বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং নিজের সাম্রাজ্য-গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৪৭

এবং গৃহেষ্বভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ। সেবমানো নচাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ ॥৪৮॥
স কদাচিদুপাসীন আত্মাপহ্নবমাত্মনঃ। দদর্শ বহ্বৃচাচার্য্যো মীনসঙ্গসমুত্থিতম্ ॥৪৯॥
অহো ইমং পশ্যত মে বিনাশং তপস্বিনঃ সচ্চরিতব্রতস্য।
অন্তর্জলে বারিচরপ্রসঙ্গাৎ প্রচ্যাবিতং ব্রহ্ম চিরং ধৃতং যৎ ॥৫০॥
সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষুঃ সর্ব্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্বহিরিন্দ্রিয়াণি।
একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে যুঞ্জীত তদ্ব্রতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ ॥৫১॥
একস্তপস্ব্যহমথাম্ভসি মৎস্যসঙ্গাৎ পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহস্রসর্গঃ।
নান্তং ব্রজাম্যুভয়কৃত্যমনোরথানাং মায়াগুণৈর্হৃতমতির্বিষয়েঽর্থভাবঃ ॥৫২॥
এবং বসন্ গৃহে কালং বিরক্তো ন্যাসমাস্থিতঃ। বনং জগামানুযযুস্তৎপত্ন্যঃ পতিদেবতাঃ ॥৫৩॥
তত্র তপ্ত্বা তপস্তীব্রমাত্মদর্শনমাত্মবিৎ। সহৈবাগ্নিভিরাত্মানং যুযোজ পরমাত্মনি ॥৫৪॥
তাঃ স্বপত্যুর্মহারাজ নিরীক্ষ্যাধ্যাত্মিকীং গতিম্। অন্বীয়ুস্তৎপ্রভাবেন শান্তমগ্নিমিবার্চ্চিষঃ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে সৌভর্য্যুপাখ্যানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সৌভরি ঋষি এইপ্রকারে গৃহাশ্রমে অভিরত থাকিয়া যদিও বিবিধ সুখে বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিলেন, তথাপি ঘৃতবিন্দু দ্বারা যেমন বহ্নির পরিতৃপ্তি হয় না, সেইরূপ কিছুতেই তাঁহার পরিতৃপ্তি বোধ হইল না। ৪৮

কোন এক সময়ে সেই বহ্বৃচাচার্য্য সৌভরি ঋষি নির্জ্জনে বসিয়া আপনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে মৎস্যসঙ্গ-নিবন্ধন আপনার যে তপস্যার হানি হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলেন।৪৯

(আক্ষেপ করিয়া ঋষি আপনা হইতে বলিলেন,) অহো! সাধুচরিতব্রত তপস্বী আমার এই বিনাশ (পতন) দর্শন কর, জলমধ্যে জলচর-সঙ্গে থাকাতে চিরকালের উপার্জ্জিত তপস্যা-রত্ন বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে দাম্পত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, আর ইন্দ্রিয় সকলকে বাহিরে সঙ্গ করিতে দিবেন না, এবং একাকী নির্জ্জনে বিচরণ করিবেন ও অনন্ত ঈশ্বরে চিত্ত যোগ করিবেন; যদি কখন সঙ্গের প্রয়োজন হয়, তবে ঈশ্বরার্থ ধর্ম্মপর সাধুর সঙ্গই করিবে। ৫০-৫১

আমি একাকী জলমধ্যে তপস্যা করিতেছিলাম, তথায় মৎস্যসঙ্গ-বশে আমার দারপরিগ্রহ করিতে বাসনা হয়, তাহাতে পঞ্চাশৎ-সংখ্যক হইয়াছিলাম, তদনন্তর সেই পঞ্চাশৎ বনিতার প্রত্যেকে শতপুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চসহস্র হইয়াছি, তথাপি ঐহিক, পারত্রিক কার্য্য-বিষয়ক মনোরথ সকলের অন্ত প্রাপ্ত হইতেছে না। মায়াগুণ আমার বুদ্ধিকে হরণ করিয়াছে, সেইজন্য বিষয়কেই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছি। হে রাজন্! সৌভরি মুনি কিছুকাল এই ভাবে গৃহে বাস করিতে করিতে বিরক্ত হন, পরে সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনে গমন করিলেন, তখন তাঁহার পতিব্রতা পত্নীরাও তাঁহার অনুগমন করিলেন। ৫২-৫৩

আত্মজ্ঞ ঐ মুনি যাহাতে আত্মদর্শন হয়, তাহার জন্য তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন, পরে অগ্নিত্রয়ের সহিত আত্মাকে পরমাত্মায় যোগ করিলেন। ৫৪

হে মহারাজ! সৌভরি-পত্নীগণ নিজ পতির আধ্যাত্মিকী গতি অর্থাৎ পরব্রহ্মে লয় অবলোকন করিয়া, বহ্নিশিখা যেমন বহ্নির সঙ্গে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পতির প্রভাবে পতির অনুগমন করিয়াছিলেন। ৫৫

ইতি নবম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ

মান্ধাতুঃ পুত্রপ্রবরো যোঽম্বরীষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। পিতামহেন প্রবৃতো যৌবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ।
হারীতস্তস্য পুত্রোঽভূন্মান্ধাতৃপ্রবরা ইমে ॥ ১ ॥
নর্ম্মদা ভ্রাতৃভির্দত্তা পুরুকুৎসায় যোরগৈঃ। তয়া রসাতলং নীতো ভুজগেন্দ্রপ্রযুক্তয়া ॥২॥
গন্ধর্ব্বানবধীৎ তত্র বধ্যান্ বৈ বিষ্ণুশক্তিধৃক্। নাগাল্লব্ধবরঃ সর্পাদভয়ং স্মরতামিদম্ ॥ ৩॥
ত্রসদ্দস্যুঃ পৌরকুৎসো যোঽনরণ্যস্য দেহকৃৎ।
হর্য্যশ্বস্তৎসুতস্তস্মাৎ প্রারুণোঽথ ত্রিবন্ধনঃ ॥ ৪ ॥
তস্য সত্যব্রতঃ পুত্রস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ। প্রাপ্তশ্চাণ্ডালতাং শাপাদ্গুরোঃ কৌশিকতেজসা ॥৫॥
সশরীরো গতঃ স্বর্গমদ্যাপি দিবি দৃশ্যতে। পাতিতোঽবাক্‌শিরা দেবৈস্তেনৈব স্তম্ভিতো বলাৎ ॥৬॥
ত্রৈশঙ্কবো হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ। যন্নিমিত্তমভূদ্‌যুদ্ধং পক্ষিণোর্বহুবার্ষিকম্ ॥ ৭ ॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অম্বরীষ নামে খ্যাত যিনি মান্ধাতার শ্রেষ্ঠ তনয় ছিলেন, তিনি পিতামহ যুবনাশ্ব কর্ত্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত হওয়ায় মান্ধাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব, তাঁহার পুত্র হারীত। ইঁহারা অর্থাৎ অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, হারীত এই তিনজন মান্ধাতৃগোত্রমধ্যে প্রধান। ১

হে রাজন্! উরগগণ যে ভগিনী নর্ম্মদাকে পুরুকুৎসের নিকট সম্প্রদান করেন, সেই নর্ম্মদা ভুজগেন্দ্র-প্রেরিতা হইয়া পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া যান। তথায় বিষ্ণুশক্তিধারী পুরুকুৎস বধার্হ বহু গন্ধর্ব্বকে নিহত করেন এবং আপনি নাগরাজ সকাশে অত্যুত্তম বর প্রাপ্ত হয়েন। সেই বর এই যে, নর্ম্মদার এই রসাতল আনয়নাদি ব্যাপার যাহারা স্মরণ করিবে, তাহাদিগের সর্পভয় থাকিবে না। ২-৩

পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু, তাঁহার পুত্র অনরণ্য, তাঁহার পুত্র হর্য্যশ্ব, তাঁহা হইতে প্রারুণ জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র ত্রিবন্ধন। ৪

ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, ইনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত, ইনি গুরু বশিষ্ঠের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু পরে বিশ্বামিত্র-মুনি-প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন, এবং অদ্যাবধি আকাশে দৃষ্ট হন। দেবতারা তাঁহাকে অবাক্‌শিরা করিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় বলে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৫-৬

ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, ইঁহার নিমিত্ত পরস্পর শাপে পক্ষীর অর্থাৎ আড়ী ও বকের রূপপ্রাপ্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বহু বৎসরব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। ৭

বিবৃতি—ত্রিশঙ্কু নামের কারণ হরিবংশে উক্ত হইয়াছে, পিতার অসন্তোষ, গুরুর দুগ্ধবতী গো-বধ, অপ্রোক্ষিত মাংসভক্ষণ, এই তিনটি দোষ সংঘটিত হওয়ায় ত্রিশঙ্কু নাম হয়। ৫

এ সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস আছে, বিশ্বামিত্র মুনি হরিশ্চন্দ্রকে রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়া তাহার দক্ষিণাচ্ছলে সর্ব্বস্ব অপহরণ করেন ও হরিশ্চন্দ্রকে বহু যাতনা প্রদান করেন, তৎশ্রবণে বশিষ্ঠ ঋষি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকটে যান এবং অন্যায় আচরণ জন্য 'তুমি আড়ী পক্ষী হও' বলিয়া শাপ দেন, বিশ্বামিত্রও 'তুমি বক হও' বলিয়া প্রতিশাপ দেন, পরে সেই আড়ী ও বকের পরস্পর দীর্ঘকাল যুদ্ধ হয়। ৭

সোঽনপত্যো বিষণ্ণাত্মা নারদস্যোপদেশতঃ। বরুণং শরণং যাতঃ পুত্রো মে জায়তাং প্রভো ॥৮॥
যদি বীরো মহারাজ তেনৈব ত্বাং যজে ইতি। তথেতি বরুণেনাস্য পুত্রো জাতস্তু রোহিতঃ ॥৯॥

জাতঃ সুতো হ্যনেনাঙ্গ মাং যজস্বেতি সোঽব্রবীৎ।
যদা পশুর্নির্দ্দশঃ স্যাদথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥১০॥

নির্দ্দশে চ স আগত্য যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ। দন্তাঃ পশোর্যজ্জায়েরন্নথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥১১॥
যস্তা জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ। যদা পতন্ত্যস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥১২॥

পশোর্নিপতিতা দন্তা যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ।
যদা পশোঃ পুনর্দন্তা জায়ন্তেঽথ পশুঃ শুচিঃ ॥১৩॥

পুনর্জ্জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ।
সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোঽথ পশুঃ শুচিঃ ॥১৪॥

ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহযন্ত্রিতচেতসা। কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো দেবস্তমৈক্ষত ॥১৫॥

ঐ হরিশ্চন্দ্র প্রথমে অনপত্য ছিলেন, তিনি পুত্রের জন্য সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। একদা দেবর্ষি নারদের উপদেশে জলাধিপতি বরুণের শরণাপন্ন হইয়া, ‘হে প্রভো! আমার পুত্র হউক,’ এই বলিয়া বর প্রার্থনা করেন। ৮

যদি আমার বীরপুত্র উৎপন্ন হয়, তবে তাহার দ্বারা আমি আপনার যজ্ঞ করিব। ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বরুণ বলিলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে এক পুত্র হয়। ৯

তখন বরুণ আসিয়া রাজার নিকট বলিলেন, হে রাজন্! তোমার পুত্র হইয়াছে, এখন ইহার দ্বারা আমার যজ্ঞ কর। তদুত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে দেব! দশদিন বয়ঃক্রম অতীত না হইলে পশু পূত ও যজ্ঞার্হ হয় না। ১০

দশদিন অতীত হইলে বরুণ আসিয়া বলিলেন, হে রাজন্! এখন যজ্ঞ কর, তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দন্ত জন্মিলেই পশু মেধ্য হয়। ১১

অনন্তর দন্ত জন্মিলে বরুণ আসিয়া বলিলেন, হে রাজন্! তোমার পুত্রের দন্ত উঠিয়াছে, এখন যাগ কর, তাহা শ্রবণে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, উহার এই দন্ত সকল যখন পতিত হইবে, তখন এ পশু মেধ্য হইবে। ১২

কিয়দ্দিন পরে রোহিতের দন্ত নিপতিত হইলে বরুণ পুনরায় হরিশ্চন্দ্র সমীপে আসিয়া বলিলেন, হে রাজন্! পশুর দন্ত সকল পতিত হইয়াছে, এখন যজ্ঞ কর, তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দন্ত ভগ্ন হইয়া পুনশ্চ দন্ত না জন্মিলে পশু পূত হয় না। ১৩

পুনর্ব্বার বরুণ আসিয়া বলিলেন, হে রাজন্! তোমার পুত্রের দ্বিতীয়বার দন্ত জন্মিয়াছে, এখন যজ্ঞ কর, ইহাতে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে দেব! ক্ষত্রিয় পশু যখন কবচবন্ধনযোগ্য হয়, তখন শুচি হইয়া থাকে, আমার পুত্র এখনও তাদৃশ হয় নাই। ১৪

হে কৌরব্য! পুত্রের প্রতি অনুরাগ-নিবন্ধন স্নেহপাশ-বদ্ধ-চিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র কালহরণার্থ যে যে সময় নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, বরুণ-দেবও সেই সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগি-লেন। ১৫

রোহিতস্তদভিজ্ঞায় পিতুঃ কর্ম্ম চিকীর্ষিতম্। প্রাণপ্রেপ্সুর্ধনুষ্পাণিররণ্যং প্রত্যপদ্যত ॥ ১৬ ॥
পিতরং বরুণগ্রস্তং শ্রুত্বা জাতমহোদরম্। রোহিতো গ্রামমেয়ায় তমিন্দ্রঃ প্রত্যষেধত ॥১৭॥
ভূমেঃ পর্য্যটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ। রোহিতায়াদিশচ্ছক্রঃ সোঽপ্যরণ্যেঽবসৎসমাম্ ॥১৮॥
এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে তথা। অভ্যেত্যাভ্যেত্য স্থবিরোবিপ্রো ভূত্বাহ বৃত্রহা ॥১৯॥
ষষ্ঠং সংবৎসরং তত্র চরিত্বা রোহিতঃ পুরীম্। উপব্রজন্নজীগর্ত্তাদক্রীণান্মধ্যমং সুতম্।
শুনঃশেফং পশুং পিত্রে প্রদায় সমবন্দত ॥২০॥
ততঃ পুরুষমেধেন হরিশ্চন্দ্রো মহাযশাঃ। মুক্তোদরোঽযজদ্দেবান্ বরুণাদীন্ মহৎকথঃ ॥২১॥
বিশ্বামিত্রোঽভবত্তস্মিন্ হোতা চাধ্বর্য্যুরাত্মবান্। জমদগ্নিরভূদ্ব্রহ্মা বসিষ্ঠোঽয়াস্যসামগঃ ॥২২॥
তস্মৈ তুষ্টো দদাবিন্দ্রঃ শাতকৌম্ভময়ং রথম্। শুনঃশেফস্য মাহাত্ম্যমুপরিষ্টাৎ প্রবক্ষ্যতে ॥২৩॥
সত্যং সারং ধৃতিং দৃষ্ট্বা সভার্য্যস্য স ভূপতেঃ।
বিশ্বামিত্রো ভৃশং প্রীতোদদাববিহতাং গতিম্ ॥২৪॥

ইতিমধ্যে রোহিত পিতার অভীপ্সিত কর্ম্ম অর্থাৎ আপনাকে পশু করিয়া বরুণদেবের যাগকরণেচ্ছা অবগত হইয়া, প্রাণরক্ষার বাসনায় ধনুষ্পাণি হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। ১৬

পরে রোহিত পিতাকে বরুণগ্রস্ত অতএব জলোদর-রোগার্ত্ত শ্রবণ করিয়া গ্রামে আসিতেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র গ্রামে যাইতে নিষেধ করিলেন। ১৭

(পরে ইন্দ্র রোহিতকে বলিলেন,) তীর্থ ক্ষেত্রের সেবা হয় বলিয়া ভূ-পর্য্যটন পুণ্যজনক, তুমি ভূ-পর্য্যটনই কর, ইন্দ্র রোহিতকে এইরূপ আদেশ করেন, রোহিতও সম্বৎসরকাল অরণ্যে বাস করিলেন। ১৮

এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে যখন রোহিত প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করেন, সেই সেই সময়েই ইন্দ্র বৃদ্ধ বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া ঐ প্রকার বলেন; অতএব রোহিত ষষ্ঠ সম্বৎসর পর্য্যন্ত অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার পর প্রত্যাগমন করিয়া যখন পুরীসমীপে আসিলেন, তখন অজীগর্ত্তের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে অজীগর্ত্তের নিকট ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং পিতাকে ঐ পশু দিয়া প্রণাম করিলেন। ১৯ ২০

তদনন্তর মহাযশা মহাজন প্রসিদ্ধ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র নরমেধ দ্বারা বরুণাদি দেবতার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে বরুণ কর্ত্তৃক তাঁহার জলোদর-রোগ প্রশমিত হয়। ২১

হরিশ্চন্দ্রের এই নরমেধ-যজ্ঞে বিশ্বামিত্র মুনি হোতা, যমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা, অয়াস্য মুনি উদ্গাতা হইয়াছিলেন। ২২

এই যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রকে স্বর্ণময় একখানি রথ প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! শুনঃশেফের মাহাত্ম্য পরে (বিশ্বামিত্রের সন্তানোপাখ্যান-প্রসঙ্গে) বলিব। ২৩

হে রাজন্! সভার্য্য রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্য, সামর্থ্য এবং ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে অবিহতা গতি (জ্ঞান) প্রদান করিয়াছিলেন। ২৪

মনঃ পৃথিব্যাং তামদ্ভিস্তেজসাপোঽনিলেন তৎ। খে বায়ুং ধারয়ংস্তচ্চ ভূতাদৌ তং মহাত্মনি ॥২৫॥
তস্মিন্ জ্ঞানকলাং ধ্যাত্বা তয়া জ্ঞানং বিনির্দ্দহন্। হিত্বা তাং স্বেন ভাবেন নির্ব্বাণসুখসংবিদা।
অনির্দ্দেশ্যাপ্রতর্ক্যেণ তস্থৌ বিধ্বস্তবন্ধনঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥.

ঐ রাজা হরিশ্চন্দ্র, মন পৃথিবীতে ধারণ অর্থাৎ পৃথিবীর সহিত একত্রিত করিয়া পরে ঐ পৃথিবীকে জলের সহিত এক করিলেন, তাহার পর সেই জলকে তেজের সহিত একীকৃত করিয়া সেই তেজকে বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিলেন, পরে বায়ুকে আকাশে ধারণ করিয়া সেই আকাশকে অহঙ্কারে যোগ করিলেন, পরে সেই অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে মিলিত করিলেন; তাহাতে জ্ঞানকলার ধ্যান করিয়া তাহার দ্বারা আত্মার আবরক অজ্ঞানকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, পরে নির্ব্বাণ-সুখ-সম্বিদ দ্বারা জ্ঞানাংশ ত্যাগ করিয়া মুক্তবন্ধন হইয়া অপ্রতর্ক্য ও অনির্দ্দেশ্যস্বরূপে অবস্থিত হইলেন। ২৫-২৬

ইতি নবম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়।

হংহো

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

হরিতো রোহিতসুতশ্চম্পস্তস্মাদ্বিনির্ম্মিতা। চম্পাপুরী সুদেবোঽতো বিজয়ো যস্য চাত্মজঃ ॥১॥
ভরুকস্তৎসুতস্তস্মাদ্বৃকস্তস্যাপি বাহুকঃ। সোঽরিভির্হৃতভূ রাজা সভার্য্যো বনমাবিশৎ ॥২॥
বৃদ্ধং তং পঞ্চতাং প্রাপ্তং মহিষ্যনুমরিষ্যতী। ঔর্ব্বেণ জানতাত্মানং প্রজাবন্তং নিবারিতা ॥৩॥
আজ্ঞায়াস্যৈ সপত্নীভির্গরো দত্তোঽন্ধসা সহ। সহ তেনৈব সংজাতঃ সগরাখ্যো মহাযশাঃ।
সগরশ্চক্রবর্ত্ত্যাসীৎ সাগরো যৎসুতৈঃ কৃতঃ ॥৪॥
যস্তালজঙ্ঘান্ যবনান্ শকান্ হৈহয়বর্ব্বরান্। নাবধীদ্গুরুবাক্যেন চক্রে বিকৃতবেশিনঃ ॥৫॥
মুণ্ডান্ শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকেশার্দ্ধমুণ্ডিতান্। অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোঽপরান্ ॥৬॥
সোঽশ্বমেধৈরযজত সর্ব্ববেদসুরাত্মকম্। ঔর্ব্বোপদিষ্টযোগেন হরিমাত্মানমীশ্বরম্।
তস্যোৎসৃষ্টং পশুং যজ্ঞে জহারাশ্বং পুরন্দরঃ ॥৭॥
সুমত্যাস্তনয়া দৃপ্তাঃ পিতুরাদেশকারিণঃ। হয়মন্বেষমাণাস্তে সমন্তান্ন্যখনন্মহীম্ ॥ ৮ ॥

শুকদেব বলিলেন, রোহিতের পুত্র হরিত, তাঁহার পুত্র চম্প, এই চম্পই চম্পা পুরী নির্ম্মাণ করেন, চম্পের পুত্র সুদেব, তাঁহার পুত্র বিজয়। ১

বিজয়ের পুত্র ভরুক, তাঁহার পুত্র বৃক, বৃক হইতে বাহুকের জন্ম হয়, শত্রুগণ এই বাহুকের রাজ্য অপহরণ করিয়া লওয়ায় তিনি ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ২

বাহুক বৃদ্ধ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মহিষী অনুমৃতা হইতে উদ্যোগ করেন, মহর্ষি ঔর্ব্ব ঐ রাজমহিষী সগর্ভা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত করেন। ৩

সপত্নীগণ, রাজমহিষী গর্ভবতী ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার গর্ভনাশের জন্য তাঁহাকে অন্নের সহিত গর (বিষ) প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গর (বিষ) সহিতই পুত্র জন্মে, এই কারণে ঐ পুত্র সগর নামে আখ্যাত হন। ঐ সগর মহাযশস্বী সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ সাগর খনন করেন। ৪

হে রাজন্! সগর রাজা স্বীয় গুরু ঔর্ব্বের আদেশে তালজঙ্ঘ, যবন, হৈহয়, শক এবং বর্ব্বর, এই সকল জাতীয়গণের প্রাণনাশ করেন নাই, পরন্তু উহাদিগকে বিকৃতবেশ-সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৫

কোন জাতিকে মুণ্ড অথচ শ্মশ্রুধারী, কোন জাতিকে মুক্তকেশ অথচ অর্দ্ধমুণ্ডিত, কোন জাতিকে অন্তর্বাসহীন, অর্থাৎ কেবল বহির্বাসধারী এবং কোন জাতিকে বহির্বাসহীন কেবল কৌপীনধারী করিলেন। ৬

হে রাজন্! ঐ সগর রাজার গুরু মহর্ষি ঔর্ব্বের উপদিষ্ট উপায়ে বহু অশ্বমেধ দ্বারা সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বদেবময় পরমাত্মা পরমেশ্বর হরির আরাধনা করেন, তাঁহার যজ্ঞার্থ উৎসৃষ্ট পশু অশ্ব ইন্দ্র হরণ করিয়াছিলেন। ৭

(সগর রাজার দুই পত্নী ছিল, সুমতি ও কেশিনী) হে রাজন্! (অশ্ব অপহৃত হইলে) সগর সুমতির বলদৃপ্ত পুত্রগণকে অশ্বান্বেষণে আদেশ করেন। তাঁহারা পিতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে চারিদিকে পৃথিবী খনন করিয়াছিলেন। ৮

প্রাগুদীচ্যাং দিশি হয়ং দদৃশুঃ কপিলান্তিকে। এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচনঃ ॥৯॥
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইতি ষষ্টিসহস্রিণঃ। উদায়ুধা অভিযযুরুন্মিমেষ তদা মুনিঃ ॥১০॥
স্বশরীরাগ্নিনা তাবন্মহেন্দ্রহৃতচেতসঃ। মহদ্ব্যতিক্রমহতা ভস্মসাদভবন্ ক্ষণাৎ ॥১১॥

ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জিতা নৃপেন্দ্রপুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি।
কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে জগৎপবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ ॥১২॥
যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌর্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যয়ম্।
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ পরাত্মভূতস্য কথং পৃথঙ্‌মতিঃ ॥১৩॥

যোঽসমঞ্জস ইত্যুক্তঃ স কেশিন্যা নৃপাত্মজঃ।
তস্য পুত্রোঽংশুমান্নাম পিতামহহিতে রতঃ ॥১৪॥

অসমঞ্জস আত্মানং দর্শয়ন্নসমঞ্জসম্। জাতিস্মরঃ পুরা সঙ্গাদ্‌যোগী যোগাদ্বিচালিতঃ ॥১৫॥

আচরন্ গর্হিতং লোকে জ্ঞাতীনাং কর্ম্ম বিপ্রিয়ম্।
সরয্বাং ক্রীড়তো বালান্ প্রাস্যদুদ্বেজয়ন্ জনম্ ॥১৬॥

তাঁহারা পূর্ব্ব-উত্তর দিকে ভগবান্ কপিলদেবের নিকটে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব দেখিয়াছিলেন, এই ব্যক্তিই অশ্বাপহরণকারী চোর, নয়ন নিমীলিত করিয়া বসিয়া আছে। এই পাপাত্মাকে মারিয়া ফেল, মারিয়া ফেল, এই বলিয়া ষাট হাজার সগরপুত্র অস্ত্র উদ্যত করিয়া কপিলদেবের অভিমুখে গমন করিল; সেই সময়ে কপিলমুনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। ৯-১০

ইন্দ্র সগরপুত্রগণের নিকট বলিয়াছিলেন, ঐ মুনি তোমাদের অশ্বচোর; (সেই ইন্দ্রবাক্যে) জ্ঞানশূন্য সগরপুত্রগণ কপিলদেবকে মারিবার জন্য উদ্যত হন, এই মহদ্ব্যতিক্রমের ফলে তাঁহারা হত এবং তৎক্ষণাৎ নিজেদের শরীরাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন। ১১

হে রাজন্! কোন কোন ব্যক্তি বলেন, সগরপুত্রগণ কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে ভর্জ্জিত হইয়াছিল, সে কথা ভাল নহে; কারণ, ভগবান্ কপিল শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি, তাঁহার আত্মা জগৎপাবন। আকাশে পার্থিব ধূলির যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ তাঁহাতে ক্রোধময় তমোগুণ সম্ভব হইতে পারে না। যে কপিলদেবের প্রবর্ত্তিত সাংখ্য-জ্ঞানময়ী দৃঢ় নৌকা দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তি অনায়াসে দুরত্যয় মৃত্যুপথ এই ভব-সমুদ্র পার হইয়া থাকেন, সেই বিদ্বান্ সর্ব্বভূতে সমদর্শী সর্ব্বজ্ঞ মহামুনির শত্রু-মিত্রাদি পৃথক্ বুদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? ১২-১৩

অসমঞ্জস নামে খ্যাত সগরের যে পুত্র ছিলেন, তিনি কেশিনীর গর্ভে সগরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পুত্র অংশুমান্, ইনি পিতামহ সগরের হিতকার্য্যে রত থাকিতেন। ১৪

হে রাজন্! সগরপুত্র অসমঞ্জস পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন এবং সঙ্গজন্য যোগভ্রষ্ট হয়েন; কিন্তু তিনি জাতিস্মর ছিলেন, তিনি নিজেকে লোক-সমক্ষে অর্থতঃও অসমঞ্জস দেখাইতেন অর্থাৎ অন্যায় কার্য্য করিতেন, তিনি লোকের উদ্বেগ জন্মাইবার জন্য লোকগর্হিত কার্য্য ও জ্ঞাতিদিগের অপ্রিয় কর্ম্ম করিতেন এবং ক্রীড়ারত বালকদিগকে সরযূর জলে নিক্ষেপ করিতেন। ১৫-১৬

এবংবৃত্তঃ পরিত্যক্তঃ পিত্রা স্নেহমপোহ্য বৈ। যোগৈশ্বর্য্যেণ বালাংস্তান্ দর্শয়িত্বা ততো যযৌ ॥১৭॥
অযোধ্যাবাসিনঃ সর্ব্বে বালকান্ পুনরাগতান্। দৃষ্ট্বা বিসিস্মিরে রাজন্ রাজা চাপ্যন্বতপ্যত ॥১৮॥
অংশুমাংশ্চোদিতো রাজ্ঞা তুরগান্বেষণে যযৌ। পিতৃব্যখাতানুপথং ভস্মান্তি দদৃশে হয়ম্ ॥১৯॥

তত্রাসীনং মুনিং বীক্ষ্য কপিলাখ্যমধোক্ষজম্।
অস্তৌৎ সমাহিতমনাঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতোমহান্ ॥২০॥

অংশুমানুবাচ।

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোঽজনো ন বুধ্যতেঽদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ।
কুতোঽপরে তস্য মনঃশরীরধীবিসর্গসৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ ॥২১॥
যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানা গুণান্ বিপশ্যন্ত্যত বা তমশ্চ।
যন্মায়য়া মোহিতচেতসস্ত্বাং বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃপ্রকাশাঃ ॥২২॥
তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাবপ্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ।
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভির্বিভাব্যং কথং বিমূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি ॥২৩॥
প্রশান্তমায়াগুণকর্ম্মলিঙ্গমনামরূপং সদসদ্বিমুক্তম্।
জ্ঞানোপদেশায় গৃহীতদেহং নমামহে ত্বাং পুরুষং পুরাণম্ ॥২৪॥

পিতা সগর এইরূপ চরিত্রবিশিষ্ট অসমঞ্জকে স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া পরিত্যাগ করিলে, তিনি যোগৈশ্বর্য্য-প্রভাবে সেই সকল বালককে পুনর্ব্বার আনিয়া সকলকে দেখান,পরে তিনি বাহিরে চলিয়া যান। এদিকে অযোধ্যাবাসী লোকেরা অসমঞ্জস কর্ত্তৃক নিহত পরে পুনরাগত স্বস্ব বালকগণকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, এবং রাজাও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭-১৮

রাজা সগর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অংশুমান্ অশ্ব-অন্বেষণে গমন করেন, তিনি পিতৃব্যগণের খনিত পথে গমন করিয়া ভস্মরাশি-সমীপে অশ্ব দেখিয়াছিলেন। সেই মহান্ অংশুমান্ সেই স্থানে উপবিষ্ট কপিলনামক বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সমাহিত চিত্তে স্তব করিলেন। ১৯-২০

হে ভগবন্! জন্মহীন অর্থাৎ ব্রহ্মা অদ্যাপি আপনা অপেক্ষা পর অর্থাৎ পরমেশ্বর আপনাকে সমাধি দ্বারা দেখিতে পাইলেন না এবং যুক্তি দ্বারা অবগত হইতে পারিলেন না। যে অন্য অর্ব্বাচীনগণ সেই ব্রহ্মার মনঃ শরীর এবং বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্ট ও যাহারা আবার সেই সৃষ্টগণের সৃষ্ট, তাদৃশ অজ্ঞ আমরা আপনাকে কিরূপে দেখিতে পাইব? ২১

যাহারা দেহধারী, ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধিই যাহাদের প্রধান অর্থাৎ যাহারা বুদ্ধিপরতন্ত্র, এবং আপনার মায়ায় বিমুগ্ধচিত্ত, সুতরাং বাহিরেই যাহাদের প্রকাশ অর্থাৎ যাহারা বহির্বিজ্ঞান-সম্পন্ন, সেই সকল ব্যক্তি গুণ সকলকেই দেখে, অথবা কেবল তমকেই দেখে, আত্ম-সংস্থ আপনাকে জানিতে পারে না। ২২

যাঁহাদের মায়াগুণ-নিমিত্ত ভেদ-মোহ তিরোহিত হইয়াছে, সেই সনন্দাদি মুনিগণ যাঁহাকে ভাবনা করেন, যিনি জ্ঞানঘনস্বরূপ, সেই আপনাকে বিমূঢ় আমি কিরূপে চিন্তা করিব? ২৩

হে প্রশান্ত! মায়াগুণই আপনার বিশুদ্ধ সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম, এবং ব্রহ্মাদি রূপই আপনার লিঙ্গ, আপনি কার্য্য-কারণ হইতে বিযুক্ত, এই কারণে নাম-রূপশূন্য, কেবল জ্ঞানোপদেশের জন্য এই শুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন, আপনি পুরাণ-পুরুষ, আমি আপনাকে কেবল নমস্কার করি। ২৪

ত্বন্মায়ারচিতে লোকে বস্তুবুদ্ধ্যা গৃহাদিষু। ভ্রমন্তি কামলোভের্ষ্যা-মোহবিভ্রান্তচেতসঃ ॥২৫॥
অদ্য নঃ সর্ব্বভূতাত্মন্ কামকর্ম্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ। মোহপাশো দৃঢ়শ্ছিন্নো ভগবংস্তব দর্শনাৎ ॥২৬॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্থং গীতানুভাবস্তং ভগবান্ কপিলো মুনিঃ। অংশুমন্তমুবাচেদমনুগ্রাহ্য ধিয়া নৃপ ॥২৭॥
শ্রীভগবানুবাচ।
অশ্বোঽয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপশুস্তব। ইমে চ পিতরো দগ্ধা গঙ্গাম্ভোঽর্হন্তি নেতরৎ ॥২৮॥
তং পরিক্রম্য শিরসা প্রসাদ্য হয়মানয়ৎ। সগরস্তেন পশুনা যজ্ঞশেষং সমাপয়ৎ ॥২৯॥
রাজ্যমংশুমতে ন্যস্য নিস্পৃহো মুক্তবন্ধনঃ। ঔর্ব্বোপদিষ্টমার্গেন লেভে গতিমনুত্তমাম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে সগরোপাখ্যানমষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

আপনার মায়ারচিত এই লোকে বস্তু বুদ্ধি করিয়া কাম, লোভ, ঈর্ষ্যা এবং মোহ দ্বারা বিভ্রান্ত-চিত্ত মানবগণ গৃহাদিতে ভ্রমণ করে। ২৫

হে সর্ব্বভূতাত্মন্! হে ভগবন্! অদ্য আপনার দর্শন হওয়ায় আমাদিগের কাম কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় সকলের আশ্রয় মোহরূপ দৃঢ়পাশ ছিন্ন হইল। ২৬

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অংশুমান্ এই রূপে ভগবান্ কপিলদেবের প্রভাব গান করিলে ভগবান্ কপিলমুনি, অংশুমান্ কৃপার পাত্র এই বুদ্ধিতে অংশুমান্‌কে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ২৭

ভগবান্ বলিলেন, হে বৎস! এই অশ্ব তোমার পিতামহের যজ্ঞীয় পশু, সুতরাং ইহাকে লইয়া যাও। এই তোমার পিতৃগণ দগ্ধ হইয়াছেন, ইঁহারা একমাত্র গঙ্গাজলই পাইবার যোগ্য, অন্য জল নহে, অর্থাৎ গঙ্গাজল ভিন্ন ইঁহাদের সদ্গতি হইবে না। ২৮

তখন অংশুমান্ মুনিকে মস্তক দ্বারা প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রসন্ন করিলেন এবং যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করিলেন, সগর রাজা সেই অশ্ব দ্বারা যজ্ঞ-শেষ সমাপন করিলেন। ২৯

যজ্ঞ-সমাপনান্তে সগররাজ নিস্পৃহ ও বন্ধন-মুক্ত হইলেন এবং অংশুমানের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গুরূপদিষ্ট যোগপথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিলেন। ৩০

ইতি নবম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অংশুমাংশ্চ তপস্তেপে গঙ্গানয়নকাম্যয়া। কালং মহান্তং নাশক্নোত্ততঃ কালেন সংস্থিতঃ ॥১॥
দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশক্তঃ কালমেযিবান্। ভগীরথস্তস্য সুতস্তেপে স সুমহৎ তপঃ ॥২॥
দর্শয়ামাস তং দেবী প্রসন্না বরদাস্মি তে। ইত্যুক্তঃ স্বমভিপ্রায়ং শশংসাবনতো নৃপঃ ॥৩॥
কোঽপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে। অন্যথা ভূতলং ভিত্ত্বা নৃপ যাস্যে রসাতলম্ ॥৪॥
কিঞ্চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘম্। মৃজামি তদঘং ক্বাহং রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥৫॥

শ্রীভগীরথ উবাচ।

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥৬॥

ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্ত্বাত্মা শরীরিণাম্। যস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু ॥৭॥
ইত্যুক্ত্বা স নৃপো দেবং তপসাঽতোষয়চ্ছিবম্। কালেনাল্পীয়সা রাজংস্তস্যেশশ্চাশ্বতুষ্যত ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! গঙ্গানয়ন-বাসনায় অংশুমান্‌ও দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু গঙ্গানয়নে সমর্থ হন নাই, কিছুকাল পরে কালবশে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১

অংশুমানের পুত্র দিলীপ, তিনিও পিতার ন্যায় গঙ্গানয়নে অকৃতকার্য্য এবং কালগ্রাসে পতিত হন, তাঁহার পুত্র ভগীরথ সুমহৎ তপস্যা করেন। ২

সেই তপস্যায় গঙ্গাদেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগীরথ অবনত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় (অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার-প্রার্থনা) ব্যক্ত করিলেন। ৩

গঙ্গাদেবী বলিলেন, হে নৃপ! আমি যখন আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইব, তখন কোন ব্যক্তিকে আমার বেগ ধারণ করিতে হইবে, নচেৎ ভূতল ভেদ করিয়া আমি রসাতলে যাইব। ৪

অপিচ হে রাজন্! আমি পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না, কারণ, মনুষ্যেরা আমাতে পাপ প্রক্ষালন করিবে, সেই পাপ আমি কোথায় ক্ষালন করিব? এ বিষয়ে তুমি উপায় চিন্তা কর। ৫

রাজা ভগীরথ বলিলেন, মাতঃ! সন্ন্যাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ লোকপাবন, তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গসঙ্গ দ্বারা আপনার ঐ পাপ হরণ করিবেন, কারণ, তাঁহাদের অন্তরে পাপহারী হরি নিত্য বিরাজ করেন। ৬

আর শাটী যেমন সূত্র সকলে ওতপ্রোত থাকে, সেইরূপ যাঁহাতে এই বিশ্ব ওতপ্রোত আছে, শরীরিগণের আত্মা রুদ্র, সেই তোমার বেগ ধারণ করিবেন। ৭

হে রাজন্! সেই নৃপতি ভগীরথ এই কথা বলিয়া তপস্যা দ্বারা দেবদেব শিবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ঈশ্বর অল্পকালেই সেই ভগীরথের প্রতি আশু তুষ্ট হইলেন। ৮

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্ব্বলোকহিতঃ শিবঃ। দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ ॥৯॥
ভগীরথঃ স রাজর্ষির্নিন্যে ভুবনপাবনাম্। যত্র স্বপিতৄণাং দেহা ভস্মীভূতাঃ স্ম শেরতে ॥১০॥
রথেন বায়ুবেগেন প্রয়ান্তমনুধাবতী। দেশান্ পুনন্তী নির্দ্দগ্ধানাসিঞ্চৎ সগরাত্মজান্ ॥১১॥
যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি। সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ ॥১২॥
ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ। কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ ॥১৩॥
নহ্যেতৎ পরমাশ্চর্য্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্। অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ ॥ ১৪ ॥
সন্নিবেশ্য মনো যস্মিন্ শ্রদ্ধয়া মুনয়োঽমলাঃ। ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যো যাতাস্তদাত্মতাম্ ॥১৫॥
শ্রুতো ভগীরথাজ্জজ্ঞে তস্য নাভোঽপরোঽভবৎ। সিন্ধুদ্বীপস্ততস্তস্মাদযুতায়ুস্ততোঽভবৎ ॥১৬॥
ঋতুপর্ণো নলসখো যোঽশ্ববিদ্যাময়ান্নলাৎ। দত্ত্বাক্ষহৃদয়ঞ্চাস্মৈ সর্ব্বকামস্তু তৎসুতঃ ॥১৭॥
ততঃ সুদাসস্তৎপুত্রো মদয়ন্তীপতির্নৃপঃ। আহুর্মিত্রসহং যং বৈ কল্মাষাঙ্ঘ্রিমুত কচিৎ।
বসিষ্ঠশাপাদ্রক্ষোঽভূদনপত্যঃ স্বকর্ম্মণা ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বলোকের হিতকারী শঙ্কর রাজা ভগীরথের প্রার্থিত গঙ্গাধারণ 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া সাবধান হইয়া হরির পাদস্পর্শে পূতজলা গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন। ৯

সেই রাজর্ষি ভগীরথ, যেস্থানে আপনার পিতৃ-পুরুষগণের দেহ সকল ভস্মীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, সেইস্থানে ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গাকে লইয়া গিয়াছিলেন। ১০

তিনি বায়ুবৎ বেগগামী রথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া দেশ সকলকে পবিত্র করিতে করিতে নির্দ্দগ্ধ সগরসন্তানদিগকে স্বীয় সলিলে আসিক্ত করিলেন। ১১

হে রাজন্! সগরপুত্রগণ ব্রহ্মদণ্ডে হত হইয়াও কেবলমাত্র দেহভস্ম দ্বারা যাঁহার সলিল স্পর্শমাত্রে স্বর্গে গমন করিয়াছিল, (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিলে কি হয় তাহা বিবেচনা কর)। ১২

সগরসন্তানগণ ভস্মীভূত দেহস্পর্শ মাত্রে যাঁহার জলে স্বর্গগামী হইল, যে সকল ধৃতব্রত ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহার সেবা করিবে, তাহারা যে স্বর্গে গমন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? ১৩

হে রাজন্! অনন্তের চরণপদ্ম হইতে প্রসূতা সংসারনাশিনী গঙ্গার যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা পরমাশ্চর্য্য নহে। ১৪

হে রাজন্! নির্ম্মলচিত্ত মুনিগণ যে অনন্তে শ্রদ্ধা-সহকারে মনোনিবেশ করিয়া দুস্ত্যজ দেহ-সম্বন্ধ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্তই তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার পাদপ্রভবা গঙ্গার প্রভাব অনির্ব্বচনীয়। ১৫

উক্ত ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তাঁহার পুত্র নাভ, নাভ হইতে সিন্ধুদ্বীপ উৎপন্ন হন, তাঁহার পুত্র অযুতায়ুঃ। ১৬

অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, তিনি নলের সখা, অক্ষ-হৃদয় (দ্যূতবিদ্যারহস্য) নলকে প্রদান করিয়া তাঁহা হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র সর্ব্ব-কাম। ১৭

সর্ব্বকামের পুত্র সুদাস, এই রাজা মদয়ন্তীর পতি, ইঁহাকে কখন 'মিত্রসহ' কখন বা 'কল্মাষপাদ' বলা হয়। ইনি বশিষ্ঠ-শাপে রাক্ষস হইয়াছিলেন এবং নিজ কর্ম্মদোষে নিঃসন্তান হইয়াছিলেন। ১৮

শ্রীরাজোবাচ।

কিংনিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদাসস্য মহাত্মনঃ। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ কথ্যতাং ন রহো যদি ॥১৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

সৌদাসো মৃগয়াং কিঞ্চিচ্চরন্ রক্ষো জঘান হ। মুমোচ ভ্রাতরং সোঽথ গতঃ প্রতিচিকীর্ষয়া ॥২০॥

সংচিন্তয়ন্নঘং রাজ্ঞঃ সূদরূপধরো গৃহে। গুরবে ভোক্তুকামায় পক্ত্বা নিন্যে নরামিষম্ ॥২১॥

পরিবেক্ষ্যমাণং ভগবান্ বিলোক্যাভক্ষ্যমঞ্জসা।

রাজানমশপৎ ক্রুদ্ধো রক্ষো হ্যেবং ভবিষ্যসি ॥২২॥

রক্ষঃকৃতং তদ্বিদিত্বা চক্রে দ্বাদশবার্ষিকম্। সোঽপ্যপোঽঞ্জলিমাদায় গুরুং শপ্তুং সমুদ্যতঃ ॥২৩॥

বারিতো মদয়ন্ত্যাপো রুশতীঃ পাদয়োর্জহৌ। দিশঃ খমবনীং সর্ব্বং পশ্যন্ জীবময়ং নৃপঃ ॥২৪॥

রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ। ব্যবায়কালে দদৃশে বনৌকোদম্পতী দ্বিজৌ ॥২৫॥

ক্ষুধার্ত্তো জগৃহে বিপ্রং তৎপত্ন্যাহাকৃতার্থবৎ। ন ভবান্ রাক্ষসঃ সাক্ষাদিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ॥২৬॥

মদয়ন্ত্যাঃ পতির্বীর নাধর্ম্মং কর্ত্তুমর্হসি। দেহি মেঽপত্যকামায়া অকৃতার্থং পতিং দ্বিজম্ ॥২৭॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত মহাত্মা সৌদাসের প্রতি গুরুদেব বশিষ্ঠের শাপ হইয়াছিল, যদি ইহা রহস্যজনক না হয়, তবে উহা বলুন; আমরা উহা জানিতে ইচ্ছা করি। ১৯

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সৌদাস মৃগয়া করিতে (বনে) গিয়া কোন একটা রাক্ষসকে বধ করেন এবং সেই রাক্ষসের ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই নিশাচর ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার বাসনায় চলিয়া গেল। ২০

সেই নিশাচর রাজার অনিষ্ট করিবার মানসে পাচকবেশ ধারণ করিয়া রাজগৃহে অবস্থান করিয়াছিল। একদিন সে ভোজনেচ্ছু গুরুদেব বশিষ্ঠকে নরমাংস আনিয়া দিয়াছিল। ২১

নরমাংস পরিবেশন করিতে দেখিয়া দিব্যনেত্রে উহা অভক্ষ্য বস্তু ইহা জানিতে পারিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, তুমি এইরূপ নরমাংসাশী রাক্ষস হও। ২২

পরে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাক্ষসে ঐরূপ করিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া অভিশাপকে দ্বাদশ বার্ষিক করিয়াছিলেন, অর্থাৎ রাজার প্রতি অন্যায় ভাবে শাপ দেওয়ায় দুঃখিত হইয়া ঐ শাপের ভোগকাল দ্বাদশ বৎসর নির্দ্দেশ করেন। রাজা সৌদাসও জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া গুরুকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পত্নী মদয়ন্তী রাজাকে শাপ দিতে বারণ করিলে, রাজা দিক্ সকল, আকাশ ও পৃথিবী সকলই জীবময় দর্শন করিয়া সেই তীক্ষ্ণজল সকল নিজ পাদদ্বয়ে পরিত্যাগ করিলেন। ২৩-২৪

এইরূপে রাজা সৌদাস রাক্ষসভাবাপন্ন হইলেন, এবং পদদ্বয়ে কল্মাষতা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পরে রাক্ষসভাবাপন্ন রাজা সৌদাস বনে গমন করিয়া রতিক্রীড়ানিরত বনবাসী দ্বিজদম্পতীকে দেখিয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত্ত রাজা ব্রাহ্মণকে আহারার্থ গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার পত্নী দীনা হইয়া বলিলেন, হে রাজন্! তুমি রাক্ষস নহ, তুমি ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে একজন মহাবীর। ২৫-২৬

হে বীর! তুমি মদয়ন্তীর পতি, সুতরাং অধর্ম্ম করিতে পার না, অতএব পুত্রকামা আমাকে ঐ অকৃতার্থ দ্বিজ পতিকে প্রদান কর। ২৭

দেহোঽয়ং মানুষো রাজন্ পুরুষস্যাখিলার্থদঃ। তস্মাদস্য বধো বীর সর্ব্বার্থবধ উচ্যতে ॥২৮॥
এষ হি ব্রাহ্মণোবিদ্বাংস্তপঃশীলগুণান্বিতঃ আরিরাধয়িষুর্ব্রহ্ম মহাপুরুষসংজ্ঞিতম্
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন ভূতেষ্বন্তর্হিতং গুণৈঃ ॥২৯॥
সোঽয়ং ব্রহ্মর্ষিবর্য্যস্তে রাজর্ষিপ্রবরাদ্বিভো। কথমর্হতি ধর্ম্মজ্ঞ বধং পিতুরিবাত্মজঃ ॥৩০॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সৌহৃদম্। বিদ্যাবিবেকসম্পন্নাঃ শীলমেতদ্বিদুর্ব্বুধাঃ ॥৩১॥
তস্য সাধোরপাপস্য ভ্রূণস্য ব্রহ্মবাদিনঃ। কথং বধং যথা বভ্রোর্মন্যতে সম্মতো ভবান্ ॥৩২॥
যদ্যয়ং ক্রিয়তে ভক্ষ্যস্তর্হি মাং খাদ পূর্ব্বতঃ। জীবিষ্যে বিনা যেন ক্ষণঞ্চ মৃতকং যথা ॥৩৩॥
এবং করুণভাষিণ্যা বিলপন্ত্যা অনাথবৎ। ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাখাদৎ সৌদাসঃ শাপমোহিতঃ ॥৩৪॥
ব্রাহ্মণী বীক্ষ্য দিধিষুং পুরুষাদেন ভক্ষিতম্। শোচন্ত্যাত্মানমুর্ব্বীশমশপৎ কুপিতা সতী ॥৩৫॥
যস্মান্মে ভক্ষিতঃ পাপ কামার্ত্তায়াঃ পতিস্ত্বয়া। তবাপি মৃত্যুরাধানাদকৃতপ্রজ্ঞ দর্শিতঃ ॥৩৬॥
এবং মিত্রসহং শপ্ত্বা পতিলোকপরায়ণা। তদস্থীনি সমিদ্ধেঽগ্নৌ প্রাস্য ভর্ত্তুর্গতিং গতা ॥৩৭॥

হে রাজন্! এই মানুষ-দেহ পুরুষের অখিল পুরুষার্থ (চতুর্ব্বর্গ) প্রদান করে, এই কারণে এই ব্রাহ্মণের বধকে সর্ব্বার্থ-বধ বলা যায়। ২৮

হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ এবং তপস্যা শীল ও গুণযুক্ত। মহাপুরুষ-সংজ্ঞক যে পরব্রহ্ম গুণযোগে সর্ব্বভূতে আত্মভাবে অন্তর্হিত আছেন, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা এইরূপ চিন্তা দ্বারা ইনি তাঁহার আরাধনা করিতে বাসনা করেন। ২৯

অতএব হে প্রভো! হে ধর্ম্মজ্ঞ! রাজর্ষিপ্রবর তোমা হইতে, পিতা হইতে সন্তানের ন্যায় এই বিপ্রর্ষি কিরূপে নিহত হইতে পারেন? ৩০

হে রাজন্! যাঁহারা বিদ্যা বিবেকসম্পন্ন, তাঁহারা কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ করিয়া থাকেন, এবং এই সর্ব্বভূতে দয়া করাকেই পণ্ডিতগণ 'শীল' বলিয়া জানেন। ৩১

হে রাজন্! আপনি সাধুজনসম্মত, এবম্বিধ অপাপ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের বধ গোবধের তুল্য, আপনি ইহা কিরূপে সাধু বলিয়া মনে করেন? ৩২

পরন্তু আমি যাঁহাকে ব্যতীত ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না, আমার সেই এই পতিকে যদি আপনি ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মৃতপ্রায়া আমাকে অগ্রে ভক্ষণ করুন। ৩৩

হে কুরুবর্য্য! এইরূপ ভাবে অতি করুণভাষিণী বিপ্রপত্নী অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিলেও তাঁহারই সমক্ষে ব্যাঘ্র যেমন পশুকে খায়, সেইরূপ শাপমুগ্ধ সৌদাস রাজা ব্রাহ্মণকে খাইয়াছিলেন। ৩৪

তখন ব্রাহ্মণী গর্ভাধানকর্ত্তা পতিকে পুরুষাদ রাজা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে দেখিয়া নিজের জন্য অনুশোচনা করিতে করিতে কুপিতা হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, হে পাপিষ্ঠ! হে বিবেকহীন! যেহেতু তুমি কামার্ত্তা আমার পতিকে রতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভক্ষণ করিয়াছ, সেই কারণে তোমারও রতি হইতে মৃত্যু হইবে। ৩৫-৩৬

হে রাজন্! পতিলোকপরায়ণা সেই ব্রাহ্মণী মিত্রসহ রাজাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া এবং প্রজ্বলিত বহ্নিতে পতির অস্থি সকল নিক্ষেপ করিয়া স্বামীর গতি অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথবা পতির অস্থি অগ্নিতে দিয়া নিজে অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করেন। ৩৭

বিশাপো দ্বাদশাব্দান্তে মৈথুনায় সমুদ্যতঃ। বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণীশাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ ॥৩৮॥
অত ঊর্দ্ধং স তত্যাজ স্ত্রীসুখং কর্ম্মণাঽপ্রজাঃ। বসিষ্ঠস্তদনুজ্ঞাতো মদয়ন্ত্যাং প্রজামধাৎ ॥৩৯॥
সা বৈ সপ্ত সমা গর্ভমবিভ্রন্ন ব্যজায়ত। জঘ্নেঽশ্মনোদরং তস্যাঃ সোঽশ্মকস্তেন কথ্যতে ॥৪০॥

অশ্মকাদ্বালিকো জজ্ঞে যঃ স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ।
নারীকবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোঽভবৎ ॥৪১॥

ততো দশরথস্তস্মাৎ পুত্র ঐড়বিড়িস্ততঃ। রাজা বিশ্বসহো যস্য খট্বাঙ্গশ্চক্রবর্ত্ত্যভূৎ ॥৪২॥
যো দেবৈরর্থিতো দৈত্যানবধীদ্যুধি দুর্জ্জয়ঃ। মুহূর্ত্তমায়ুর্জ্ঞাত্বৈত্য স্বপুরং সন্দধে মনঃ ॥৪৩॥

ন মে ব্রহ্মকুলাৎ প্রাণাঃ কুলদৈবান্ন চাত্মজাঃ।
ন শ্রিয়ো ন মহী রাজ্যং ন দারাশ্চাতিবল্লভাঃ ॥৪৪॥

নচাস্মেঽপি মতির্মহ্যমধর্ম্মে রমতে ক্বচিৎ। নাপশ্যমুত্তমঃশ্লোকাদন্যৎ কিঞ্চন বস্ত্বহম্ ॥৪৫॥

দ্বাদশ-বৎসরান্তে রাজা মিত্রসহ বিগতশাপ হয়েন, পরে তিনি মৈথুনার্থ উদ্যত হইলে মহিষী তাঁহাকে ব্রাহ্মণীর শাপবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক ঐ উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করেন। ৩৮

ইহার পর হইতে রাজা স্ত্রীসুখ পরিত্যাগ করেন, এইরূপে তিনি নিজ কর্ম্ম দ্বারা নিঃসন্তান হয়েন; সেই রাজার অনুজ্ঞাক্রমে মহর্ষি বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভে সন্তান জন্মাইয়াছিলেন। ৩৯

সেই রাজমহিষী সাত বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তান প্রসূত হইল না, তখন বশিষ্ঠই মদয়ন্তীর গর্ভে অশ্ম (প্রস্তর) দ্বারা আঘাত করেন, তাহাতে সেই গর্ভ হইতে এক পুত্র হয়, অশ্ম দ্বারা আঘাত করায় পুত্র হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম অশ্মক হয়। ৪০

অশ্মক হইতে বালিকের উৎপত্তি হয়, স্ত্রীলোকেরা বেষ্টন করিয়া পরশুরাম হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে, এই নিমিত্ত তিনি নারীকবচ নামে অভিহিত হয়েন, আর পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে তিনিই ক্ষত্রিয়-বংশের মূল হইয়াছিলেন, এইজন্য 'মূলক' বলিয়াও অভিহিত হয়েন। ৪১

মূলকের পুত্র দশরথ, তাঁহার পুত্র ঐড়বিড়ি, তাহার পুত্র রাজা বিশ্বসহ, তাঁহার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী খট্বাঙ্গ। ৪২

ঐ খট্বাঙ্গ রাজা দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি বরদানার্থ উদ্যত দেবগণের নিকট নিজের এক মুহূর্ত্তমাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে জানিতে পারিয়া নিজপুরে আগমন-পূর্ব্বক পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ৪৩

তিনি এই নিশ্চয় করেন, কুলদেব ব্রাহ্মণকুল হইতে আমার প্রাণ, পুত্র, ধন, সম্পদ্, পৃথিবী, রাজ্য এবং বনিতাও প্রিয়তর নহে। ৪৪

বিবৃতি—মহাভারতে আদিপর্ব্বে ১৭৫-১৭৬ অধ্যায়ে এই কল্মাষপাদ-বৃত্তান্ত অন্যরূপ আছে। মদয়ন্তীর পরিবর্ত্তে দময়ন্তী নাম ছিল, এবং বশিষ্ঠের পরিবর্ত্তে অন্য কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন, রাজা বশিষ্ঠপুত্র শক্তিকে খাইয়া ফেলেন, পরে শক্তির স্ত্রী অদৃশ্যন্তীকে আহার করিতে ধাবিত হইলে বশিষ্ঠ মন্ত্রপূত জল দ্বারা রাজার রাক্ষসত্ব দূর করেন, এবং রাজার ইচ্ছায় তিনিই মদয়ন্তীর গর্ভাধান করেন। বহুকালেও প্রসব না হওয়ায় রাজ্ঞী প্রস্তর দ্বারা গর্ভে আঘাত করেন, পরে দ্বাদশবর্ষান্তে একটি পুত্র হয়, উহার নাম অশ্মক। ৪০

দেবৈঃ কামবরো দত্তো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ। ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ ॥৪৬॥
যে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম্। ন বিদন্তি প্রিয়ং শশ্বদাত্মানং কিমুতাপরে ॥৪৭॥
অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং গুণেষু গন্ধর্ব্বপুরোপমেষু।
রূঢ়ং প্রকৃত্যাত্মনি বিশ্বকর্ত্তুর্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥৪৮॥
ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা নারায়ণগৃহীতয়া। হিত্বান্যভাবমজ্ঞানং ততঃ স্বং ভাবমাস্থিতঃ ॥৪৯॥
যত্তদ্ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্। ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাত্বতাঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
খট্বাঙ্গচরিতং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

আর আমার মতি অত্যল্প অধর্ম্মেও রত হয় না, এবং উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আমি দেখিতে পাই নাই। ৪৫

ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ আমাকে অভিলষিত বর দিতেছেন, কিন্তু ভূতভাবন ভগবান্ হরিতে আমার ভাব থাকায় আমি সেই বরও গ্রহণ করিব না। ৪৬

যাহাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই সকল দেবতারাও নিজ হৃদয়ে অবস্থিত প্রিয়তম আত্মাকে জানিতে পারেন না; ইহাতে অপরে জানিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কি ? ৪৭

গন্ধর্ব্বপুরীর ন্যায় যাহা মিথ্যা, পরমেশ্বর মায়ারচিত গুণ সকল থাকায় যে আসক্তি স্বভাবতঃ আত্মাতে জন্মিয়া থাকে, বিশ্বকর্ত্তার প্রভাবে সেই আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আমি কেবল তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেছি। ৪৮

হে রাজন্! খট্বাঙ্গ রাজা নারায়ণ বিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেহাদ্যভিমানরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বীয়ভাবে অবস্থিত হইয়াছিলেন।৪৯

যাহা সূক্ষ্ম পর এবং রাগাদির অবিধেয়, এজন্য যাহা শূন্যবৎ কল্পিত হয়, অথচ অশূন্যস্বরূপ, যাঁহার প্রতি ভক্তজনগণ 'ভগবান্ বাসুদেব' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম। ৫০

ইতি নবম নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

খট্বাঙ্গাদ্দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ। অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্দশরথোঽভবৎ ॥ ১ ॥

তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো হরিঃ। অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
রামলক্ষ্মণভরত-শত্রুঘ্না ইতি সংজ্ঞয়া ॥ ২ ॥

তস্যানুচরিতং রাজন্নৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি ত্বয়া সীতাপতের্মুহুঃ ॥৩॥

গুর্ব্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্।
বৈরূপ্যাৎ সূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষা রোপিতভ্রূবিজৃম্ভ-
ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহনঃ কোশলেন্দ্রোঽবতাম্নঃ ॥৪॥

বিশ্বামিত্রাধ্বরে যেন মারীচাদ্যা নিশাচরাঃ। পশ্যতো লক্ষ্মণস্যৈব হতা নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ ॥৫॥

যো লোকবীরসমিতৌ ধনুরৈশমুগ্রং সীতাস্বয়ম্বরগৃহে ত্রিশতোপনীতম্।
আদায় বালগজলীল ইবেক্ষুযষ্টিং সজ্যীকৃতং নৃপ বিকৃষ্য বভঞ্জ মধ্যে ॥৬॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! খট্বাঙ্গ হইতে দীর্ঘবাহু জন্মগ্রহণ করেন, দীর্ঘবাহু হইতে মহাযশা রঘুর জন্ম হয়। ঐ রঘুর পুত্র মহারাজ অজ, ঐ অজ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। ১

ব্রহ্মময় সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি দেবগণের প্রার্থনায় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত,শত্রুঘ্ন এই চারি নামে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ২

হে রাজন্! তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ, ঐ সীতাপতি রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন তাহা তুমিও বারম্বার শ্রবণ করিয়াছ। অতএব এক্ষণে সংক্ষেপে উহা শ্রবণ কর। ৩

যিনি গুরুর জন্য অর্থাৎ পিতৃসত্যপালনের জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া অতিশয় সুকুমার এমন কি প্রিয়তমার পাণিস্পর্শেরও অযোগ্য পদ্মপদেই বনভূমিতে বিচরণ করেন, এবং হনুমান্ অথবা সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ যাঁহার পথ-শ্রান্তি দূর করিতেন, সূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া বৈরূপ্য করাতে সূর্পণখার পরামর্শানুসারে রাবণ কর্ত্তৃক যাঁহার প্রিয়া সীতা অপহৃতা হন, এবং প্রিয়া-বিরহজাত ক্রোধে যাঁহার ভ্রূ-বিজৃম্ভনে সমুদ্র ত্রস্ত হয় এবং যিনি সেতু বন্ধন করিয়া খল রাবণাদি-কাননের দাবানল-স্বরূপ হন, সেই কোশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৪

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে যে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমক্ষে মারীচাদি প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫

যে রামচন্দ্র সীতাস্বয়ম্বর-গৃহে বীরপুরুষ-সমাজমধ্যে তিনশত বাহক কর্ত্তৃক উপনীত শ্রেষ্ঠ শিবধনুঃ বালগজের লীলানুকরণে অবলীলাক্রমে গুণযুক্ত করিয়া ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় আকর্ষণ-পূর্ব্বক মধ্যদেশে ভগ্ন করেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬

জিত্বানুরূপগুণশীলবয়োঙ্গরূপাং সীতাভিধাং শ্রিয়মুরস্যভিলব্ধমানাম্ ।
মার্গে ব্রজন্ ভৃগুপতের্ব্যনয়ৎ প্ররূঢ়ং দর্পং মহীমকৃত যস্ত্রিররাজবীজাম্ ॥৭॥
যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নিদেশং স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্য্যঃ ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ ॥৮॥
রক্ষঃস্বসুর্ব্যকৃতরূপমশুদ্ধবুদ্ধেস্তস্যাঃ খরত্রিশিরদূষণমুখ্যবন্ধূন্ ।
জঘ্নে চতুর্দ্দশসহস্রমপারণীয়কোদণ্ডপাণিরটমান উবাস কৃচ্ছ্রম্ ॥৯॥
সীতাকথাশ্রবণদীপিতহৃচ্ছয়েন সৃষ্টং বিলোক্য নৃপতে দশকন্ধরেণ ।
জঘ্নেঽদ্ভুতৈণবপুষাশ্রমতোঽপকৃষ্টো মারীচমাশু বিশিখেন যথা কমুগ্রঃ ॥১০॥
রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্বিপিনেঽসমক্ষ্যং বৈদেহরাজদুহিতর্য্যপযাপিতায়াম্ ।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার ॥১১॥
দগ্ধ্বাত্মকৃত্যহতকৃত্যমহন্ কবন্ধং সখ্যং বিধায় কপিভির্দয়িতাগতিং তৈঃ ।
বুদ্ধ্বাথ বালিনি হতে প্লবগেন্দ্রসৈন্যের্বেলামগাৎ স মনুজোঽজভবার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥১২॥

হে রাজন্ ! যে সীতা নাম্নী স্ত্রী পূর্ব্বে লক্ষ্মী নামে নিজের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিয়া মান লাভ করেন, এবং যাঁহার গুণ, শীল, বয়স, অঙ্গসৌষ্ঠব, রূপ আপনার অনুরূপ, তাঁহাকে জয় করিয়া পথে লইয়া যাইবার সময়ে যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী-ক্ষত্রিয়কুলান্ত-চারী দর্পোদ্ধত পরশুরামের সঞ্জাত দর্প চূর্ণ করেন, সেই রাম আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭

যে রামচন্দ্র সত্যপাশে নিবদ্ধ স্ত্রৈণ পিতারও আদেশ মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ভার্য্যার সহিত যিনি রাজ্য, শ্রী, প্রণয়ী, সুহৃৎ ও নিবাসস্থান, যোগী-দিগের সহর্ষে প্রাণত্যাগের ন্যায় ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি রাবণ-ভগিনী কামাতুরা সূর্পণখার (নাসা-কর্ণ-ছেদনে) রূপ বিকৃত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং অসহনীয় ধনুষ্পাণি হইয়া সেই সূর্পণখার বন্ধু-বান্ধব খর দূষণ ত্রিশিরা প্রভৃতি চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন এবং বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কষ্টে বাস করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮-৯

তাহার পর সীতার সৌন্দর্য্য-বার্ত্তা-শ্রবণে রাবণের কামানল উদ্দীপিত হইলে সেই রাবণ যখন সীতা-হরণোদ্দেশ্যে মারীচ-নামক রাক্ষসকে আশ্রম হইতে রামকে দূরে লইয়া যাইবার জন্য প্রেরণ করে, তখন মারীচ অদ্ভুত অর্থাৎ স্বর্ণময় মৃগরূপে রামকে আশ্রম হইতে বহুদূরে লইয়া যায় ; তাহার পর রুদ্রদেব যেমন দক্ষকে বধ করেন, সেইরূপ মারীচকে যিনি বধ করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১০

তাহার পর রাক্ষসাধম রাবণ বৃকের ন্যায় বিদেহ-রাজ-দুহিতা সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেলে প্রিয়াবিযুক্ত রাম স্ত্রীসঙ্গিগণের গতি এই প্রকার হয় ইহা প্রখ্যাপিত করিয়া ভ্রাতার সহিত দীনের ন্যায় বিপিনে বিচরণ করিয়াছিলেন। ১১

ব্রহ্মা ও মহেশ যাঁহার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করেন, সেই মানবমূর্ত্তি রাম তাঁহার কার্য্যে হতকৃত্য অর্থাৎ সীতাকে রক্ষা করিবার জন্য রাবণের সহিত যুদ্ধে নিহত এবং শাস্ত্রীয় বিধানে দাহশূন্য জটায়ুকে শাস্ত্রোক্ত বিধানে পুত্রবৎ দাহ করিয়া পরে কবন্ধকে বধ করেন, তদনন্তর বালী নিহত হইলে বানরগণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রিয়তমার অবস্থিতি-স্থান জানিতে পারিয়া সমুদ্র-তীরে গমন করিয়াছিলেন। ১২

যদ্রোষবিভ্রমবিবৃত্তকটাক্ষপাতসংভ্রান্তনক্রমকরো ভয়গীর্ণঘোষঃ।
সিন্ধুঃ শিরস্যর্হণং পরিগৃহ্য রূপী পাদারবিন্দমুপগম্য বভাষ এতৎ ॥১৩॥
ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো নু বিদাম ভূমন্ কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্।
যৎ সত্ত্বতঃ সুরগণা রজসঃ প্রজেশা মন্যোশ্চ ভূতপতয়ঃ স ভবান্ গুণেশঃ ॥১৪॥
কামং প্রযাহি জহি বিশ্রবসোঽবমেহং ত্রৈলোক্যরাবণমবাপ্নুহি বীর পত্নীম্।
বধ্নীহি সেতুমিহ তে যশসো বিতত্যৈ গায়ন্তি দিগ্বিজয়িনো যমুপেত্য ভূপাঃ ॥১৫॥
বদ্ধোদধৌ রঘুপতির্বিবিধাদ্রিকূটৈঃ সেতুং কপীন্দ্রকরকম্পিতভূরুহাঙ্গৈঃ।
সুগ্রীবনীলহনুমৎপ্রমুখৈরনীকৈর্লঙ্কাং বিভীষণদৃশাবিশদগ্রদগ্ধাম্ ॥১৬॥
সা বানরেন্দ্রবলরুদ্ধবিহারকোষ্ঠশ্রীদ্বারগোপুরসদোবলভীবিটঙ্কা।
নির্ভজ্যমানধিষণধ্বজহেমকুম্ভশৃঙ্গাটকা গজকুলৈর্হ্রদিনীব ঘূর্ণা ॥১৭॥
রক্ষঃপতিস্তদবলোক্য নিকুম্ভকুম্ভধূম্রাক্ষদুর্ম্মুখসুরান্তনরান্তকাদীন্।
পুত্রং প্রহস্তমতিকায়বিকম্পনাদীন্ সর্ব্বানুগান্ সমহিনোদথ কুম্ভকর্ণম্ ॥১৮॥

বিভীষণের পরামর্শ-মত রাম ত্রিরাত্র সমুদ্রের আরাধনা করেন, তাহাতে সমুদ্রের সাক্ষাৎ না হওয়ায় তিনি যে ক্রোধলীলার অনুকরণ-করণে বিস্তৃত কটাক্ষপাত করেন, তদ্দর্শনে নক্র-মকরাদি জলজন্তুগণ সংভ্রান্ত হয় এবং ভয়ে সমুদ্রের গর্জ্জন বন্ধ হয়, তখন সমুদ্র মস্তকে অর্ঘ্যাদি পূজোপহার লইয়া মুর্ত্তিমান হইয়া রামচন্দ্রের পাদপদ্ম-সমীপে আগমন করেন এবং এই কথা বলেন। ১৩

হে ভূমন্! আমরা জড়বুদ্ধি, সুতরাং নির্ব্বিকার আদিপুরুষ জগৎপতি আপনাকে জানিতে পারি নাই, যাঁহার সত্ত্বগুণ হইতে দেবগণ, রজোগুণ হইতে প্রজাপতিগণ এবং তমোগুণ হইতে ভূতপতিগণ উৎপন্ন হয়েন, আপনি সেই গুণেশ্বর। ১৪

হে ভগবন্! আপনি যথেচ্ছ গমন করুন, ও বিশ্রবার পুরীষপ্রায় ত্রিলোকের ক্লেশদায়ক রাবণকে বধ করুন, হে বীর! পত্নীকে লাভ করুন, যশো-বিস্তারের জন্য এই সমুদ্রমধ্যে সেতু বন্ধন করুন। যে সেতুবন্ধে আসিয়া বিশ্বজয়িরাজগণ আপনার যশোগান করিবে। (সাগরের বাক্য-শ্রবণান্তে) রামচন্দ্র বিবিধ পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বারা, যে শৃঙ্গ সকলের গাত্রজাত বৃক্ষ সকল কপীন্দ্রদিগের করস্পর্শে অতিশয় কম্পিত হইতেছিল, তাহা দ্বারা সমুদ্রমধ্যে সেতু বন্ধন করিলেন, পরে বিভীষণের পরামর্শানুসারে সুগ্রীব নীল ও হনুমৎ-প্রমুখ বানরসৈন্যগণসহ যে লঙ্কা পূর্ব্বে সীতান্বেষণ-কালে দগ্ধ হইয়াছিল, সেই লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। ১৫-১৬

রামচন্দ্র সসৈন্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র গজসমূহ দ্বারা হ্রদিনীর ন্যায় লঙ্কাপুরী ঘূর্ণিতপ্রায় হইয়াছিল, কারণ, কপীন্দ্রদিগের সেনাগণ তত্রস্থ ক্রীড়াস্থল, ধান্যাগার, কোষ, গৃহাদির দ্বার, পুরদ্বার, সভা, বড়ভী অর্থাৎ প্রাসাদের অগ্রভাগাচ্ছাদনী এবং কপোত-পালিকা প্রভৃতি অবরুদ্ধ করিতে লাগিল, আর বেদী পতাকা স্বর্ণকলস ও চতুষ্পথ প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া দিল। রাক্ষসপতি রাবণ ইহা অবলোকন করিয়া, নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্ম্মুখ, দেবান্তক, নরান্তকাদি বীরগণ এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎ, আর প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পনাদি সকল অনুচরগণকে ও পরে কুম্ভকর্ণকে প্রেরণ করিয়াছিল। ১৭-১৮

তাং যাতুধানপৃতনামসিশূলচাপ-প্রাসর্ষ্টিশক্তিশর-তোমরখড়্গদুর্গাম্ ।
সুগ্রীবলক্ষ্মণমরুৎসুতগন্ধমাদনীলাঙ্গদর্ক্ষপনসাদিভিরন্বিতোঽযাৎ ॥১৯॥
তেঽনীকপা রঘুপতেরভিপত্য সর্ব্বে দ্বন্দ্বং বরূথমিভপত্তিরথাশ্বযোধৈঃ ।
জঘ্নুর্দ্রুমৈর্গিরিগদেষুভিরঙ্গদাদ্যাঃ সীতাভিমর্ষহতমঙ্গলরাবণেশান্ ॥২০॥
রক্ষঃপতিঃ স্ববলনষ্টিমবেক্ষ্য রুষ্ট আরুহ্য যানকমথাভিসসার রামম্ ।
স্বঃস্যন্দনে দ্যুমতি মাতলিনোপনীতে বিভ্রাজমানমহনন্নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ ॥২১॥
রামস্তমাহ পুরুষাদপুরীষ যন্নঃ কান্তাসমক্ষমসতাপহৃতা শ্ববৎ তে ।
ত্যক্তত্রপস্য ফলমদ্য জুগুপ্সিতস্য যচ্ছামি কাল ইব কর্ত্তুরলঙ্ঘ্যবীর্য্যঃ ॥২২॥
এবং ক্ষিপন্ ধনুষি সন্ধিতমুৎসসর্জ্জ বাণং স বজ্রমিব তদ্ধৃদয়ং বিভেদ ।
সোঽসৃগ্বমন্ দশমুখৈর্ন্যপতদ্বিমানাদ্ধাহেতি জল্পতি জনে সুকৃতীব রিক্তঃ ॥২৩॥
ততো নিষ্ক্রম্য লঙ্কায়া যাতুধান্যঃ সহস্রশঃ । মন্দোদর্য্যা সমং তত্র প্ররুদন্ত্য উপাদ্রবন্ ॥২৪॥
স্বান্ স্বান্ বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণেষুভিরর্দ্দিতান্ । রুরুদুঃ সুস্বরং দীনা ঘ্নন্ত্য আত্মানমাত্মনা ॥২৫॥

অসি, শূল, ধনুঃ, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, শর, তোমর ও খড়্গ দ্বারা অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ সেই রাক্ষস-সেনামধ্যে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান্, গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান্ এবং পনসাদি সমন্বিত হইয়া রামচন্দ্র গমন করিয়াছিলেন। ১৯

হে রাজন্! রঘুপতি রামচন্দ্রের ঐ সকল অঙ্গদাদি সেনানায়কগণ হস্তী, পদাতি, রথ, অশ্বরূপ চতুর্ব্বিধ রাবণ-সৈন্যমধ্যে অভিপতিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছিল এবং সীতাভিমর্ষণে নষ্ট-মঙ্গল রাবণ যাহাদের নাথ, সেই রাক্ষস-সৈন্যগণকে বৃক্ষ, পর্ব্বত, গদা, বাণ দ্বারা বিনাশ করিয়াছিল। ২০

রাক্ষসপতি রাবণ নিজ-সৈন্য-বিনাশ দর্শন করিয়া রুষ্ট হইয়াছিল এবং পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই সময়ে মাতলি কর্ত্তৃক আনীত দীপ্তিমান দেবেন্দ্রের রথে বিরাজমান রামচন্দ্রকে শাণিত ক্ষুরপ্র অস্ত্র সকল দ্বারা প্রহার করিয়াছিল। ২১

রাম সেই রাবণকে বলিলেন, হে রাক্ষস-পুরীষ! তুই কুকুরের ন্যায় আমার অসমক্ষে আমার বনিতাকে অপহরণ করিয়াছিস, অতএব অলঙ্ঘ্যবীর্য্য কাল যেমন অধর্ম্মাচারী পুরুষকে তাহার কৃত কর্ম্মের ফল প্রদান করেন, অলঙ্ঘ্যবীর্য্য আমিও সেইরূপ নির্লজ্জ নিন্দিত-কর্ম্মকারী তোকে সেই কৃত কর্ম্মের ফল দিতেছি। ২২

এই প্রকার ভর্ৎসনা করিতে করিতে রাম ধনুকে যোজিত বাণ পরিত্যাগ করিলেন, বজ্রের ন্যায় ঐ বাণ রাবণের হৃদয় ভেদ করিলে, তখন সেই রাবণ দশ মুখে রক্ত বমন করিতে করিতে পুষ্পক বিমান হইতে ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তি যেমন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পতিত হয় সেইরূপ পতিত হইল, তদবলোকনে সকল লোক হাহাকার করিতে লাগিল। ২৩

রাবণ নিহত হইলে পর লঙ্কা হইতে নির্গত হইয়া সহস্র সহস্র রাক্ষসী মন্দোদরীর সহিত রোদন করিতে করিতে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ২৪

অবশিষ্ট রাক্ষসীগণ লক্ষ্মণের বাণে নির্ভিন্ন স্ব স্ব বন্ধুগণকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ নিজ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিল। ২৫

হা হতাঃ স্ম বয়ং নাথ লোকরাবণ রাবণ। কং যায়াচ্ছরণং লঙ্কা ত্বদ্বিহীনা পরার্দ্দিতা ॥২৬॥
ন বৈ বেদ মহাভাগ ভবান্ কামবশং গতঃ।
তেজোঽনুভাবং সীতায়া যেন নীতোদশামিমাম্ ॥২৭॥
কৃতৈষা বিধবা লঙ্কা বয়ঞ্চ কুলনন্দন। দেহঃ কৃতোঽন্নং গৃধ্রাণামাত্মা নরকহেতবে ॥২৮॥
শ্রীশুক উবাচ।
স্বানাং বিভীষণশ্চক্রে কোশলেন্দ্রানুমোদিতঃ। পিতৃমেধবিধানেন যদুক্তং সাম্পরায়িকম্ ॥২৯॥
ততো দদর্শ ভগবানশোকবনিকাশ্রমে। ক্ষামাং স্ববিরহব্যাধিং শিংশপামুলমাশ্রিতাম্ ॥৩০॥
রামঃ প্রিয়তমাং ভার্য্যাং দীনাং বীক্ষ্যান্বকম্পত। আত্মসন্দর্শনাহ্লাদ-বিকসন্মুখপঙ্কজাম্ ॥৩১॥
আরোপ্যারুরুহে যানং ভ্রাতৃভ্যাং হনুমদ্‌যতঃ। বিভীষণায় ভগবান্ দত্ত্বা রক্ষোগণেশতাম্।
লঙ্কামায়ুশ্চ কল্পান্তং যযৌ চীর্ণব্রতঃ পুরীম্ ॥৩২॥
অবকীর্য্যমাণঃ কুসুমৈর্লোকপালার্পিতৈঃ পথি। উপগীয়মানচরিতঃ শতধৃত্যাদিভির্মুদা ॥৩৩॥
গোমূত্রযাবকং শ্রুত্বা ভ্রাতরং বল্কলাম্বরম্। মহাকারুণিকোঽতপ্যজ্জটিলং স্থণ্ডিলেশয়ম্ ॥৩৪॥

(তাহারা বলিল) হে নাথ! হে লোকরাবণ রাবণ! আমরা হত হইলাম, তোমার বিহনে শত্রু-নিপীড়িতা লঙ্কা কাহার শরণাপন্না হইবে? ২৬

হে মহাভাগ! তুমি কামের বশীভূত হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলে, জনকনন্দিনী সীতার অনুভাব জানিতে পার নাই, তাহাতেই এই দশা প্রাপ্ত হইলে। ২৭

হে কুলনন্দন! এই লঙ্কাকে ও আমাদিগকে বিধবা করিয়াছ, এবং তুমি নিজের দোষে তোমার দেহ গৃধ্রগণের ভক্ষ্য ও আত্মাকে নরকে পাতিত করিয়াছ। ২৮

শুকদেব বলিলেন, অনন্তর বিভীষণ কোশলেন্দ্র রামের অনুমোদনক্রমে পিতৃমেধ-বিধানানুসারে জ্ঞাতি-গণের শাস্ত্রোক্ত ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া-কলাপ করিয়াছিলেন। ২৯

তাহার পর ভগবান্ রামচন্দ্র, অশোকবনিকা-শ্রমে শিংশপা-বৃক্ষমূলে অবস্থিতা ক্ষীণা, অতএব স্বীয় বিরহরূপ ব্যাধিগ্রস্তা সীতাকে দেখিয়াছিলেন। ৩০

রামচন্দ্র, প্রিয়তমা দীনা এবং আত্মসন্দর্শনে প্রফুল্লবদনা ভার্য্যাকে দেখিয়া অনুকম্পা করিলেন। ৩১

পরে ভগবান্ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সহ সীতাকে পুষ্পক যানে আরোহণ করাইয়া হনুমানের সহিত নিজযানে আরোহণ করিলেন, এবং বিভীষণকে রক্ষোগণের অধীশ্বরত্ব, লঙ্কা ও দীর্ঘ-আয়ুঃ প্রদান করিয়া ব্রতসমাপনান্তে অযোধ্যাপুরী গমন করিলেন। ৩২

পথে রামচন্দ্রের উপরে লোকপালগণের করোন্মুক্ত পুষ্পবৃষ্টি পড়িতে লাগিল, এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ আনন্দে রামচরিত্র গান করিতে লাগিলেন। ৩৩

রামচন্দ্র পথে যাইতে যাইতে শুনিলেন, ভ্রাতা ভরত অযোধ্যার বহির্ভাগে শিবির করিয়া জটিল ও স্থণ্ডিলশায়ী এবং বল্কলাম্বরধারী হইয়া আছেন, প্রাণ-ধারণার্থ গোমূত্রপক যবান্নমাত্র ভোজন করেন, অতএব মহাকারুণিক রাম ভরতের জন্য সন্তাপ করিতে লাগিলেন। ৩৪

ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরামাত্যপুরোহিতৈঃ।
পাদুকে শিরসি ন্যস্য রামং প্রত্যুদ্যতোঽগ্রজম্ ॥৩৫॥

নন্দিগ্রামাৎ স্বশিবিরাৎ গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ। ব্রহ্মঘোষেণ চ মুহুঃ পঠদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৩৬॥
স্বর্ণকক্ষপতাকাভির্হৈমৈশ্চিত্রধ্বজৈ রথৈঃ। সদশ্বৈরুক্মসন্নাহৈর্ভটৈঃ পুরটবর্ম্মভিঃ ॥৩৭॥
শ্রেণীভির্ব্বারমুখ্যাভির্ভৃত্যৈশ্চৈব পদানুগৈঃ। পারমেষ্ঠ্যান্যুপাদায় পণ্যান্যুচ্চাবচানি চ।
পাদয়োর্ন্যপতৎ প্রেম্না বিক্লিন্নহৃদয়েক্ষণঃ ॥৩৮॥

পাদুকে ন্যস্য পুরতঃ প্রাঞ্জলির্বাষ্পলোচনঃ। তমাশ্লিষ্য চিরং দোর্ভ্যাং স্নাপয়ন্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥৩৯॥
রামো লক্ষ্মণসীতাভ্যাং বিপ্রেভ্যো যেঽর্হসত্তমাঃ।
তেভ্যঃ স্বয়ং নমশ্চক্রে প্রজাভিশ্চ নমস্কৃতঃ ॥৪০॥

ধুন্বন্ত উত্তরাসঙ্গান্ পতিং বীক্ষ্য চিরাগতম্। উত্তরাঃ কোশলা মাল্যৈঃ কিরন্তো ননৃতুর্মুদা ॥৪১॥
পাদুকে ভরতোঽগৃহ্ণাচ্চামরব্যজনোত্তমে। বিভীষণঃ সসুগ্রীবঃ শ্বেতচ্ছত্রং মরুৎসুতঃ ॥৪২॥
ধনুর্নিষঙ্গাঞ্ছত্রুঘ্নঃ সীতা তীর্থকমণ্ডলুম্। অবিভ্রদঙ্গদঃ খড়্গং হৈমং চর্ম্মর্ক্ষরাণ্ নৃপ ॥৪৩॥

ভরত, রাম আসিলেন, শুনিতে পাইয়া পৌরবর্গ, অমাত্য ও পুরোহিতগণের সহিত মিলিত হইয়া ও রামের পাদুকাদ্বয় মস্তকে লইয়া আনিবার নিমিত্ত অগ্রজ রামের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ৩৫

নন্দিগ্রামে অবস্থিত স্বীয় শিবির হইতে গীত-বাদ্য-ধ্বনির সহিত ও অধ্যয়নকারী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-গণের বেদধ্বনির সহিত ভরত রামের প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিলেন। ৩৬

আর যে সকলের প্রান্তভাগ স্বর্ণমণ্ডিত, তাদৃশ বহু পতাকা ও চিত্রধ্বজে শোভিত সদশ্বযুক্ত অসংখ্য স্বর্ণময় রথ, বর্ম্মবদ্ধ বহু সৈনিক, শ্রেণীবদ্ধ বহু বারাঙ্গনা এবং পদচারী বহুতর ভৃত্যসহ রাজোচিত ছত্র-চামর-ব্যজনাদি ও উচ্চাবচ বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া প্রেমাশ্রুধারায় বিক্লিন্ন-হৃদয়-নয়ন সেই ভরত রামচন্দ্রের পদদ্বয়ের উপরে নিপতিত হইয়া-ছিলেন। ৩৭-৩৮

কৃতাঞ্জলিপুটে পাদুকাদ্বয় সম্মুখে স্থাপন করিয়া পরে অশ্রুপূর্ণলোচনে ভরত অবস্থিত হইলে রাম নয়ন-জলে স্নান করাইতে করাইতে দীর্ঘকাল বাহু দ্বারা ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। ৩৯

পরে প্রজাগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত ব্রাহ্মণগণকে ও যাঁহারা পূজনীয় কুলবৃদ্ধ তাঁহাদিগকে স্বয়ং নমস্কার করিয়া-ছিলেন। ৪০

আর উত্তরকোশলস্থ সমস্ত মানব, বহুকালের পর আপনাদিগের অধিপতিকে আগত দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন এবং স্ব স্ব উত্তরীয় বস্ত্র কম্পিত করিয়াছিল এবং হর্ষে পুষ্পমাল্য বর্ষণ ও নৃত্য করিতে লাগিল। ৪১

হে রাজন্! রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করেন, তখন ভরত পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিভীষণ ও সুগ্রীব চামর এবং ব্যজন লইয়াছিলেন, পবনতনয় শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিলেন। ৪২

শত্রুঘ্ন ধনুক ও তূণ, সীতা তীর্থোদকের কমণ্ডলু, আর অঙ্গদ খড়্গ ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ বর্ম্ম ধারণ করিলেন। ৪৩

পুষ্পকস্থো নুতঃ :ঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ।
বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চন্দ্র ইবোদিতঃ ॥৪৪॥

ভ্রাত্রাভিনন্দিতঃ সোঽথ সোৎসবাং প্রাবিশৎপুরীম্। প্রবিশ্য রাজভবনং গুরুপত্নীঃ স্বমাতরম্ ॥৪৫॥
গুরূন্ বয়স্যাবরজান্ পূজিতঃ প্রত্যপূজয়ৎ। বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চৈব যথাবৎ সমুপেয়তুঃ ॥৪৬॥

পুত্রান্ স্বমাতরস্তাস্ত প্রাণাংস্তন্ব ইবোত্থিতাঃ।
আরোপ্যাঙ্কেভিষিঞ্চন্ত্যোবাষ্পৌঘৈর্বিজহুঃ শুচঃ ॥৪৭॥

জটা নির্ম্মুচ্য বিধিবৎ কুলবৃদ্ধৈঃ সমং গুরুঃ। অভ্যষিঞ্চদ্‌যথৈবেন্দ্রং চতুঃসিন্ধুজলাদিভিঃ ॥৪৮॥
এবং কৃতশিরঃস্নানঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ। স্বলঙ্কৃতৈঃ সুবাসোভির্ভ্রাতৃভির্ভার্য্যয়া বভৌ ॥৪৯॥
অগ্রহীদাসনং ভ্রাত্রা প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ। প্রজাঃ স্বধর্ম্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ।
জুগোপ পিতৃবদ্রামো মেনিরে পিতরঞ্চ তম্ ॥৫০॥

ত্রেতায়াং বর্ত্তমানায়াং কালঃ কৃতসমোঽভবৎ। রামে রাজনি ধর্ম্মজ্ঞে সর্ব্বভূতসুখাবহে ॥৫১॥
বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিন্ধবঃ। সর্ব্বে কামদুঘা আসন্ প্রজানাং ভরতর্ষভ ॥৫২॥
নাধিব্যাধিজরাগ্লানি-দুঃখশোকভয়ক্লমাঃ। মৃত্যুশ্চানিচ্ছতাং নাসীদ্রামে রাজন্যধোক্ষজে ॥৫৩॥

পুষ্পকে অবস্থিত ভগবান্ রামচন্দ্র নারীগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া গ্রহগণবেষ্টিত উদিত চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করিয়াছিলেন। ৪৪

অনন্তর তিনি ভ্রাতা কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া উৎসবান্বিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করেন, এবং রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কৈকেয়ী প্রভৃতি গুরুপত্নীগণ ও নিজ মাতা এবং গুরুজনদিগের পূজা করিলেন এবং বয়স্য ও কনিষ্ঠগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহাদিগকে পূজা করিলেন; পরে সীতা ও লক্ষ্মণ যথানিয়মে গুরুজনদিগের সন্নিধানে গমন করিলেন। ৪৫-৪৬

প্রাণ দেহে ফিরিয়া আসিলে সেই দেহ যেমন উঠিয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ নিজ নিজ পুত্রকে আসিতে দেখিয়া মাতৃগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুত্রগণকে ক্রোড়ে লইয়া বাষ্পজলে অভিষিক্ত করিতে করিতে শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। ৪৭

অনন্তর বশিষ্ঠ মুনি কুলবৃদ্ধগণসহ জটা মোচন করাইয়া চতুঃসাগর প্রভৃতির জল দ্বারা দেবেন্দ্রের ন্যায় রামচন্দ্রের অভিষেক করিলেন। ৪৮

হে রাজন্! রামচন্দ্র এইরূপে শিরঃস্নাত হইয়া সুশোভন বস্ত্র, মাল্য ও ভূষণে অলঙ্কৃত হইলেন এবং সুন্দর বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যার সহিত দীপ্তি পাইয়াছিলেন। ৪৯

তদনন্তর ভ্রাতা ভরত প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করাইলে রামচন্দ্র রাজসিংহাসন গ্রহণ করিলেন এবং স্বধর্ম্মনিরত বর্ণাশ্রমগুণযুক্ত প্রজাগণকে পিতার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন, প্রজাগণও তাঁহাকে পিতা বলিয়া মনে করিতে থাকিল। ৫০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময়ে ত্রেতাযুগ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা সত্যযুগের তুল্য হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রাণীর সুখাবহ ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র রাজা হইলে বন, নদী, পর্ব্বত, বর্ষ, দ্বীপ, সমুদ্র সকলই প্রজাগণের কামধুক্ হইয়াছিল, অধোক্ষজ রাম রাজা হইলে প্রজাগণের আধি ব্যাধি জরা গ্লানি দুঃখ শোক ভয় ক্লান্তি এবং অনিচ্ছায় মৃত্যু ছিল না। ৫১-৫৩

একপত্নীব্রতধরো রাজর্ষিচরিতঃ শুচিঃ। স্বধর্ম্মং গৃহমেধীয়ং শিক্ষয়ন্ স্বয়মাচরৎ ॥৫৪॥
প্রেম্নানুবৃত্ত্যা শীলেন প্রশ্রয়াবনতা সতী। ধিয়া হ্রিয়া চ ভাবজ্ঞা ভর্ত্তুঃ সীতাহরন্মনঃ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
শ্রীরামচরিতে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

তিনি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করেন নাই, এবং পবিত্র-স্বভাব ছিলেন, রাজর্ষিদিগের অনুষ্ঠিত গৃহমেধীর স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়া প্রজাদিগকে উহা শিক্ষা দিতেন, এবং ভাবজ্ঞা সীতাদেবী বিনয়াবনতা হইয়া প্রণয় আনুগত্যশীলতা বুদ্ধি এবং লজ্জা দ্বারা পতির মন হরণ করিতে তৎপরা হইলেন। ৫৪-৫৫

ইতি নবম স্কন্ধে দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

ভগবানাত্মনাত্মানং রাম উত্তমকল্পকৈঃ। সর্ব্বদেবময়ং দেবমীজেহথাচার্য্যবান্ মখৈঃ ॥১॥
হোত্রেঽদদাদ্দিশং প্রাচীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং প্রভুঃ। অধ্বর্য্যবে প্রত্যচ্যং বা উত্তরাং সামগায় সঃ ॥২॥
আচার্য্যায় দদৌ শেষাং যাবতী ভূস্তদন্তরা। মন্যমান ইদং কৃৎস্নং ব্রাহ্মণোঽর্হতি নিস্পৃহঃ ॥৩॥
ইত্যয়ং তদলঙ্কারবাসোভ্যামবশেষিতঃ। তথা রাজ্ঞ্যপি বৈদেহী সৌমঙ্গল্যাবশেষিতা ॥৪॥
তে তু ব্রহ্মণ্যদেবস্য বাৎসল্যং বীক্ষ্য সংস্তুতম্। প্রীতাঃ ক্লিন্নধিয়স্তস্মৈ প্রত্যর্প্যেদং বভাষিরে ॥৫॥
অপ্রত্তং নস্ত্বয়া কিং নু ভগবন্ ভুবনেশ্বর। যন্নোঽন্তর্হৃদয়ং বিশ্য তমো হংসি স্বরোচিষা ॥৬॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে। উত্তমঃশ্লোকধুর্য্যায় ন্যস্তদণ্ডার্পিতাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ৭ ॥
কদাচিল্লোকজিজ্ঞাসুর্গূঢ়ো রাত্র্যামলক্ষিতঃ। চরন্ বচোঽশৃণোদ্রামো ভার্য্যামুদ্দিশ্য কস্যচিৎ ॥৮॥
নাহং বিভর্ম্মি ত্বাং দুষ্টামসতীং পরবেশ্মগাম্।
স্ত্রৈণো হি বিভৃয়াৎ সীতাং রামো নাহং ভজে পুনঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, ভগবান্ রামচন্দ্র আচার্য্যযুক্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গযুক্ত উত্তম যাগযজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদেবময় পরমদেব আপনাকেই অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ১

সেই ভগবান্ রাম, হোতাকে পূর্ব্বদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্ এবং সামগকে উত্তরদিক্ দান করিয়াছিলেন। ২

এবং ঐ দিক্‌সকলের মধ্যস্থিত যত ভূমি ছিল, ঐ সমুদায় নিস্পৃহ ব্রাহ্মণই পাইতে পারেন, ইহা মনে করিয়া নিস্পৃহ রাম অবশিষ্ট সমস্ত ভূমি আচার্য্যকে দিয়াছিলেন। ৩

এই প্রকারে দান করায় রামচন্দ্রের বসন ও ভূষণ মাত্র অবশিষ্ট ছিল, আর রাজমহিষী সীতারও মাঙ্গল্য আভরণমাত্র অবশিষ্ট হইল। ৪

পরন্তু ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ প্রশংসিত বৎসলতা দর্শন করিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ প্রীত ও স্নেহবিগলিত-চিত্ত হইয়া তৎসমুদয় রামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ-পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিলেন। ৫

হে ভগবন্! হে ভুবনেশ্বর! আপনি আমাদিগকে কি না দিয়াছেন? যেহেতু আপনি আমাদের হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভাব দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন। ৬

ব্রহ্মণ্যদেব অকুণ্ঠমেধাবী রামচন্দ্রকে নমস্কার করি, যিনি ন্যস্তদণ্ড অর্থাৎ অহিংস্র মুনিদিগের হৃদয়ে নিজ পাদপদ্ম অর্পণ করিয়াছেন, সেই উত্তমঃশ্লোকদিগের অগ্রগণ্য রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। ৭

তাহার পর রামচন্দ্র কোন এক সময়ে প্রজাগণের হৃদয়ের অভিপ্রায় জানিবার বাসনায় ছদ্মবেশে রাত্রি-কালে অন্যের অলক্ষিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ভার্য্যার উদ্দেশে কথিত, কোন এক ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। ৮

সেই ব্যক্তি বলিয়াছিল, তুমি পরগৃহগামিনী অসতী দুষ্টা, তোমাকে ভরণ পোষণ করিব না, স্ত্রৈণ রাম পরগৃহস্থিতা সীতাকে পুনরায় ভরণ-পোষণ করিতে পারেন, আমি রাম নহি, আর তোমাকে ভজনা করিব না। ৯

ইতি লোকাদ্বহুমুখাদ্দুরারাধ্যাদসংবিদঃ। পত্যা ভীতেন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্ ॥১০॥

অন্তর্ব্বত্ন্যাগতে কালে যমৌ সা সুষুবে সুতৌ।

কুশো লব ইতি খ্যাতৌ তয়োশ্চক্রে ক্রিয়া মুনিঃ ॥১১॥

অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ লক্ষ্মণস্যাত্মজৌ স্মৃতৌ। তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতে ॥১২॥

সুবাহুঃ শ্রুতসেনশ্চ শত্রুঘ্নস্য বভূবতুঃ। গন্ধর্ব্বান্ কোটিশো জঘ্নে ভরতো বিজয়ে দিশাম্ ॥১৩॥

তদীয়ং ধনমানীয় সর্ব্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ। শত্রুঘ্নশ্চ মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসম্।

হত্বা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্ ॥১৪॥

মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্ত্রা বিবাসিতা। ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হ ॥১৫॥

তৎশ্রুত্বা ভগবান্ রামো রুন্ধন্নপি ধিয়া শুচঃ।

স্মরংস্তস্যা গুণাংস্তাংস্তান্ নাশক্নোদ্রোদ্ধুমীশ্বরঃ ॥১৬॥

স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গ এতাদৃক্ সর্ব্বত্র ত্রাসমাবহঃ। অপীশ্বরাণাং কিমুত গ্রাম্যস্য গৃহচেতসঃ ॥১৭॥

তত ঊর্দ্ধং ব্রহ্মচর্য্যং ধারয়ন্নজুহোৎ প্রভুঃ। ত্রয়োদশাব্দসাহস্রমগ্নিহোত্রমখণ্ডিতম্ ॥ ১৮॥

স্মরতাং হৃদি বিন্যস্য বিদ্ধং দণ্ডককণ্টকৈঃ। স্বপাদপল্লবং রাম আত্মজ্যোতিরগাৎ ততঃ ॥১৯॥

অজ্ঞান, দুরারাধ্য, বহুমুখ (যাহারা কিছু না জানিয়া কল্পনা করিয়া বহু কথা বলে) রাষ্ট্রান্তরের লোকের মুখে এইপ্রকার কথা শ্রবণে সীতাপতি রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সীতা বাল্মীকির আশ্রমে গমন করেন। ১০

সেই সীতা পরিত্যাগকালে গর্ভবতী ছিলেন, তিনি সময় পূর্ণ হইলে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করেন, উঁহারা কুশ ও লব নামে খ্যাত হয়, বাল্মীকিমুনি তাহাদের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সকল করিয়াছিলেন। ১১

হে রাজন্! অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামে লক্ষ্মণের দুই পুত্র হইয়াছিল, এবং ভরতেরও তক্ষ এবং পুষ্কল নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। ১২

শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শ্রুতসেন নামক দুই পুত্র হইয়াছিল, ভরত দিগ্বিজয়কালে কোটি কোটি গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করেন, এবং তাহাদের ধন আনিয়া রাজাকে অর্পণ করেন, এদিকে শত্রুঘ্ন মধুদৈত্যের পুত্র লবণ-নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া মধুবনে মথুরানাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন। ১৩-১৪

এদিকে জনকাত্মজা সীতা স্বামিকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইয়া যে দুইটি পুত্র প্রসব করেন, কিছুদিন পরে ঐ দুইটি পুত্রকে বাল্মীকি মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি স্বীয় পতি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ধ্যান করিতে করিতে পৃথিবীবিবরে প্রবেশ করিয়ছিলেন। ১৫

ভগবান্ রামচন্দ্র সীতার পাতাল-প্রবেশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিবলে শোককে নিবারণ করিলেও তাঁহার গুণ সকল স্মরণ হওয়ায় তিনি ঈশ্বর হইলেও সম্পূর্ণরূপে সেই শোক অবরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৬

হে রাজন্! স্ত্রী ও পুরুষের প্রসঙ্গ সর্ব্বত্রই এইরূপ ত্রাসজনক, ঈশ্বরদিগেরও যখন ভয়াবহ, তখন গৃহাসক্তচিত্ত গ্রাম্য পুরুষের কথা আর কি? ১৭

ইহার পর অর্থাৎ সীতার পাতালপ্রবেশের পর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া ভগবান্ রামচন্দ্র ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর যাবৎ অগ্নিহোত্র করিয়াছিলেন। ১৮

ইহার পর রামচন্দ্র ভক্তজনগণের হৃদয়ে দণ্ডকারণ্যের কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ স্বীয় পাদপল্লব বিন্যস্ত রাখিয়া নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। ১৯

নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্তলীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ।
রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ ॥২০॥
যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোঽধুনাপি গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্।
তন্নাকপালবসুপালকিরীটজুষ্টপাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ॥২১॥
স যৈঃ স্পৃষ্টোঽভিদৃষ্টো বা সংবিষ্টোঽনুগতোঽপি বা।
কোশলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥২২॥
পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈরুপধারয়ন্। আনৃশংস্যপরো রাজন্ কর্ম্মবন্ধৈর্বিমুচ্যতে ॥২৩॥
শ্রীরাজোবাচ।
কথং স ভগবান্ রামো ভ্রাতৄন্ বা স্বয়মাত্মনঃ।
তস্মিন্ বা তেঽন্ববর্ত্তন্ত প্রজাঃ পৌরাশ্চ ঈশ্বরে ॥২৪॥
শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
অথাদিশদ্দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৄংস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ। আত্মানং দর্শয়ন্ স্বানাং পুরীমৈক্ষত সানুগঃ ॥২৫॥

যাঁহার প্রভাব অপেক্ষা অধিক অথবা তত্তুল্য প্রভাব হয় না এবং যিনি দেবগণের প্রার্থনায় লীলার্থ শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই রঘুপতি রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধন, অথবা অস্ত্রসমূহ দ্বারা রাক্ষস-বধ ইত্যাদি কার্য্য কবিগণ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বর্ণন করিলেও ইহা তাঁহার যশঃ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, তাঁহার শত্রুবধ ব্যাপারে কপিগণ কি সহায় হইবে? অতএব সুগ্রীবাদি-সমীপে রামচন্দ্রের আশ্রয়-গ্রহণ যেরূপ লীলামাত্র, রাক্ষসবধাদিও সেইরূপ লীলামাত্র জানিবে। ২০

যাঁহার নির্ম্মল পাপঘ্ন যশঃ দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া দিক্‌হস্তিগণের আচ্ছাদন-পট্টস্বরূপ হইয়াছে বলিয়া অদ্যাপি রাজসভা সকলে ঋষিগণ গান করিয়া থাকেন, এবং স্বর্গপালক বসুপালগণের কিরীটে যাঁহার পাদপদ্ম সেবিত সেই রঘুপতি রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করি। ২১

অযোধ্যাবাসী যে সকল পুণ্যাত্মা ব্যক্তি রামচন্দ্রকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিয়াছিলেন, কিম্বা যাঁহারা তাঁহার ভজনা করিয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা তাঁহার আনুগত্য করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্যক্তি যোগিগণ-গম্য পুণ্যস্থানে গমন করিয়াছিলেন। ২২

হে রাজন্! যে পুরুষ আনৃশংস্যপরায়ণ হইয়া রামচরিত্র শ্রবণ করেন, তিনি অসংশয়ে কর্ম্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত হয়েন। ২৩

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! ভগবান্ রামচন্দ্র স্বয়ং কি প্রকারে বর্ত্তমান ছিলেন? এবং আপনার অংশ যে ভ্রাতৃত্রয়, তাঁহাদের প্রতি তিনি কিরূপ ব্যবহার করিতেন? আর সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্বরূপ রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও প্রজাগণ এবং পুরবাসীরা কিরূপ আচরণ করিত? ২৪

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ত্রিভুবনেশ্বর রামচন্দ্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ার্থ আদেশ করেন, তিনি জ্ঞাতি প্রভৃতি আত্মীয়গণের প্রতি আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া অনুচরগণসহ নিরন্তর পুরী দর্শন করিতেন। ২৫

আসিক্তমার্গাং গন্ধোদৈঃ করিণাং মদশীকরৈঃ। স্বামিনং প্রাপ্তমালোক্য মত্তাং বা সুতরামিব ॥২৬॥
প্রাসাদগোপুরসভা-চৈত্যদেবগৃহাদিষু। বিন্যস্তহেমকলসৈঃ পতাকাভিশ্চ মণ্ডিতান্ ॥২৭॥

পূগৈঃ সবৃন্তৈ রম্ভাভিঃ পট্টিকাভিঃ সুবাসসাম্।
আদর্শৈরংশুকৈঃ স্রগ্‌ভিঃ কৃতকৌতুকতোরণাম্ ॥২৮॥

তমুপেয়ুস্তত্র তত্র পৌরা অর্হণপাণয়ঃ। আশিষো যুযুজুর্দ্দেব পাহীমাংপ্রাক্ত্বয়োদ্ধৃতাম্ ॥২৯॥
ততঃ প্রজা বীক্ষ্য পতিং চিরাগতং দিদৃক্ষয়োৎসৃষ্টগৃহাঃ স্ত্রিয়ো নরাঃ।
আরুহ্য হর্ম্ম্যাণ্যরবিন্দলোচনমতৃপ্তনেত্রাঃ কুসুমৈরবাকিরন্ ॥ ৩০ ॥

অথ প্রবিষ্টঃ স্বগৃহং জুষ্টং স্বৈঃ পূর্ব্বরাজভিঃ। অনন্তাখিলকোষাঢ্যমনর্ঘোরুপরিচ্ছদম্ ॥৩১॥
বিদ্রুমোড়ুম্বরদ্বারৈর্বৈদূর্য্যস্তম্ভপঙ্‌ক্তিভিঃ। স্থলৈর্মারকতৈঃ স্বচ্ছৈর্ভ্রাজৎস্ফটিকভিত্তিভিঃ ॥৩২॥

চিত্রস্রগ্‌ভিঃ পট্টিকাভির্বাসোমণিগণাংশুকৈঃ।
মুক্তাফলৈশ্চিদুল্লাসৈঃ কান্তকামোপপত্তিভিঃ ॥৩৩॥

ধূপদীপৈঃ সুরভিভির্মণ্ডিতং পুষ্পমণ্ডনৈঃ। স্ত্রীপুংভিঃ সুরসঙ্কাশৈর্জুষ্টং ভূষণভূষণৈঃ ॥৩৪॥

গন্ধবারি ও হস্তিগণের মদবিন্দু দ্বারা যে পুরীর পথ সকল সিক্ত হইয়াছিল, সেই পুরী নিজ পতিকে আসিতে দেখিয়া সুতরাং যেন উন্মত্তের ন্যায় হইত। ঐ পুরীর প্রাসাদ, গোপুর, সভা, চৈত্য ও দেবগৃহ সকল জলপূর্ণ সুবর্ণ-কলস ও পতাকা দ্বারা মণ্ডিত হইত এবং বৃন্তসহ গুবাক, রম্ভা ও সুশোভন বসনপট্টিকা, আদর্শ, বস্ত্র, মাল্য ইত্যাদি দ্বারা স্থানে স্থানে মঙ্গল-তোরণ রচিত হইত। সেই পুরী সানুচর রাম দেখিতেন। ২৬-২৮

আর যেখানে যেখানে রামচন্দ্র গমন করিতেন, পুরবাসিগণ উপায়ন হস্তে লইয়া সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইত এবং এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত, হে দেব! পূর্ব্বে আপনি বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইহাকে প্রতিপালন করুন। ২৯

অনন্তর সুদীর্ঘকালের পর আগত নিজেদের অধিপতি পদ্মলোচন রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া দেখিবার প্রবল বাসনায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অতৃপ্তনেত্র হইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া হর্ম্ম্যে আরোহণ করিত এবং তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিত। ৩০

তাহার পর পূর্ব্বরাজগণসেবিত, অনন্ত অখিল কোষাগারযুক্ত ও অমূল্য প্রচুর পরিচ্ছদযুক্ত স্বভবনে রামচন্দ্র প্রবেশ করিতেন। ৩১

সেই ভবনের দ্বারে দেহলী বিদ্রুমময়, স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্য্যময়, গৃহতল মরকতময় ও ভিত্তি সকল স্ফটিকময়, এবং অতিশয় উদ্দীপ্ত ছিল। ৩২

আর সেই ভবন বিচিত্র পুষ্পমাল্য, উৎকৃষ্ট পট্টিকা এবং বসন ও রত্নসমূহের কিরণে উদ্দীপিত, এবং কোন স্থানে বা উজ্জ্বল মুক্তাফলে কমনীয় ভোগসাধন দ্রব্যসমূহে সর্ব্বতোভাবে মনোহর ছিল। ৩৩

সুগন্ধি ধূপ-দীপে সুবাসিত, নানাবিধ পুষ্পমালায় সজ্জিত, আর অলঙ্কার-সমূহের অলঙ্কারস্বরূপ দেব-সদৃশ স্ত্রী পুরুষে সেই গৃহ সেবিত ছিল। ৩৪

তস্মিন্ স ভগবান্ রামঃ প্রিয়য়া স্নিগ্ধয়েষ্টয়া। রেমে স্বারামধীরাণামৃষভঃ সীতয়া কিল ॥৩৫॥
বুভুজে চ যথাকালং কামান্ ধর্ম্মমপীড়য়ন্। বর্ষপূগান্ বহূন্ নৃণামভিধ্যাতাঙ্‌ঘ্রিপল্লবঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
শ্রীরামচরিতং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ভগবান্ রামচন্দ্র যদিও আত্মারাম মুনিগণের অগ্রগণ্য, তথাপি তিনি সেই ভবনে স্বীয় স্নিগ্ধা প্রিয়া সীতার সহিত ক্রীড়া করিতেন। ৩৫

আর অন্য কোন ব্যক্তিকে পীড়া না দিয়া বহুকাল যাবৎ যথাকালে অন্যান্য অভিলষিত সকল ভোগ করিয়াছিলেন, তদানীন্তন মানবমাত্র তাঁহার পাদপদ্মের অনুধ্যান করিত। ৩৬

ইতি নবম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

কুশস্য চাতিথিস্তস্মান্নিষধস্তৎসুতো নভঃ। পুণ্ডরীকোঽথ তৎপুত্রঃ ক্ষেমধন্বাভবৎ ততঃ ॥১॥
দেবানীকস্ততোঽনীহঃ পারিযাত্রোঽথ তৎসুতঃ। ততো বলস্থলস্তস্মাদ্বজ্রনাভোঽর্কসম্ভবঃ ॥২॥
স্বগণস্তৎসুতস্তস্মাদ্বিধৃতিশ্চাভবৎ সুতঃ। ততো হিরণ্যনাভোঽভূদ্‌যোগাচার্য্যস্তু জৈমিনেঃ ॥৩॥
শিষ্যঃ কৌশল্য আধ্যাত্ম্যং যাজ্ঞবল্ক্যোঽধ্যগাদ্‌যতঃ। যোগং মহোদয়মৃষিৰ্হৃদয়গ্রন্থিভেদকম্ ॥৪॥
পুষ্পো হিরণ্যনাভস্য ধ্রুবসন্ধিস্ততোঽভবৎ। সুদর্শনোঽথাগ্নিবর্ণঃ শীঘ্রস্তস্য মরুঃ সুতঃ ॥৫॥
সোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ। কলেরন্তে সূর্য্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ ॥৬॥
তস্মাৎ প্রসুশ্রুতস্তস্য সন্ধিস্তস্যাপ্যমর্ষণঃ। মহস্বাংস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিশ্ববাহুরজায়ত ॥ ৭ ॥
ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ তক্ষকো ভবিতা পুনঃ। ততো বৃহদ্বলো যস্তু পিত্রা তে সমরে হতঃ ॥৮॥
এতে হীক্ষ্বাকুভূপালা অতীতাঃ শৃণ্বনাগতান্। বৃহদ্বলস্য ভবিতা পুত্রো নাম্না বৃহদ্রণঃ ॥৯॥
উরুক্রিয়ঃ সুতস্তস্য বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যতি। প্রতিব্যোমস্ততো ভানুর্দিবাকো বাহিনীপতিঃ ॥১০॥
সহদেবস্ততো বীরো বৃহদশ্বোঽথ ভানুমান্। প্রতীকাশ্বো ভানুমতঃ সুপ্রতীকোঽথ তৎসুতঃ ॥১১॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! শ্রীরাম-সুত কুশের পুত্র অতিথি, তাঁহার পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নভ, তাঁহার পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা। ১

ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, তাঁহার পুত্র অনীহ, অনীহের পুত্র পারিযাত্র, তাঁহার পুত্র বলস্থল, তাঁহার পুত্র বজ্রনাভ, ইনি সূর্য্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ২

বজ্রনাভের পুত্র স্বগণ, তাঁহার পুত্র বিধৃতি, তাঁহার পুত্র হিরণ্যাভ, ইনি জৈমিনির শিষ্য এবং যোগাচার্য্য ছিলেন, এই কোশলরাজের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য মহাসিদ্ধিদায়ক ও হৃদয়গ্রন্থিভেদক অধ্যাত্মযোগ অভ্যাস করেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, তাঁহার পুত্র ধ্রুবসন্ধি, তাঁহার পুত্র সুদর্শন, তাঁহার পুত্র অগ্নিবর্ণ, তাঁহার পুত্র শীঘ্র, তাঁহার পুত্র মরু। ৩-৫

ঐ মরু যোগসিদ্ধ হইয়া কলাপ-গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি কলির অন্তে নষ্ট সূর্য্যবংশকে পুনর্ব্বার পুত্রোৎপাদন দ্বারা প্রবর্ত্তিত করিবেন। ৬

ঐ মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তাঁহার পুত্র সন্ধি, সন্ধির পুত্র অমর্ষণ, তাঁহার পুত্র মহস্বান্, তাঁহা হইতে বিশ্ববাহু উৎপন্ন হয়েন। ৭

বিশ্ববাহুর পুত্র প্রসেনজিৎ, তাঁহা হইতে তক্ষক উৎপন্ন হন, তক্ষক হইতে বৃহদ্বল উৎপন্ন হন, ইঁহাকে তোমার পিতা অভিমন্যু সমরে নিহত করিয়াছিলেন। ৮

হে রাজন্! উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় অতীত নরপতি, পরে যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের কথা শ্রবণ কর। বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামে পুত্র হইবেন। ৯

বৃহদ্রণের পুত্র বৎসবৃদ্ধ হইবেন, ইনি সুমহৎ ক্রিয়াকলাপ করিবেন, বৎসবৃদ্ধের পুত্র প্রতিব্যোম, তাঁহা হইতে ভানু, তাঁহা হইতে সেনাপতি দিবাকরের জন্ম হইবে। ১০

দিবাকরের পুত্র সহদেব, তাঁহার পুত্র বৃহদশ্ব, তাঁহার পুত্র ভানুমান্, ভানুমানের পুত্র প্রতীকাশ্ব, তাঁহার পুত্র সুপ্রতীক। ১১

ভবিতা মরুদেবোঽথ সুনক্ষত্রোঽথ পুষ্করঃ। তস্যান্তরীক্ষস্তৎপুত্রঃ সুতপাস্তদমিত্রজিৎ ॥১২॥
বৃহদ্রাজস্তু তস্যাপি বর্হিস্তস্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ। রণঞ্জয়স্তস্য সুতঃ সঞ্জয়ো ভবিতা ততঃ ॥১৩॥
তস্মাচ্ছাক্যোঽথশুদ্ধোদো লাঙ্গলস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ ॥১৪॥
রণকো ভবিতা তস্মাৎ সুরথস্তনয়স্ততঃ। সুমিত্রো নাম নিষ্ঠান্ত এতে বার্হদ্বলান্বয়াঃ ॥১৫॥
ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
শ্রীরামবংশানুকীর্ত্তনং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সুপ্রতীকের মরুদেব নামে পুত্র হইবে, তাঁহার পুত্র সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্রের পুত্র পুষ্কর হইবেন, পুষ্করের পুত্র অন্তরীক্ষ, তাঁহার পুত্র সুতপা, তাঁহার পুত্র অমিত্রজিৎ। ১২

অমিত্রজিৎ হইতে বৃহদ্রাজ, তাঁহা হইতে বর্হি, বর্হি হইতে কৃতঞ্জয়, তাঁহার পুত্র রণঞ্জয়, তাঁহা হইতে সঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবেন। ১৩

সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য, তাঁহার পুত্র শুদ্ধোদ, তাঁহার পুত্র লাঙ্গল, তাঁহার পুত্র প্রসেনজিৎ, তাঁহার পুত্র ক্ষুদ্রক হইবেন। ক্ষুদ্রক হইতে রণক হইবেন, তাঁহার সুরথ নামে পুত্র হইবে, তাঁহার পুত্র সুমিত্র উৎপন্ন হইবেন, এই স্থানেই এই বংশ সমাপ্ত হইবে, ইঁহারা বৃহদ্বলের বংশ। ১৪-১৫

হে রাজন্! ইক্ষ্বাকুগণের এই বংশ সুমিত্রান্ত হইবে অর্থাৎ এই বংশে সুমিত্র শেষ রাজা হইবেন, যেহেতু সুমিত্রক রাজ্য প্রাপ্ত হইলে কলিকালে ঐ বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। ১৬

বিবৃতি—দেবীভাগবতে ধ্রুবসন্ধি ও তৎপুত্র সুদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সুদর্শন কাশী-রাজকন্যা শশিকলাকে বিবাহ করেন, ইনি রাজ্য হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন, পরে দৈবানুগ্রহে সকল জয় করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, এই বংশসূচীতে যে সকল নাম দেখা যায়, অন্য পুরাণে ইহার বিপরীত দেখা যায়। ১৬

ইতি নবম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নিমিরিক্ষ্বাকুতনয়ো বসিষ্ঠমবৃতর্ত্বিজম্। আরভ্য সত্রং সোঽপ্যাহ শক্রেণ প্রাগ্বৃতোঽস্মি ভোঃ॥১॥
তং নির্ব্বর্ত্ত্যাগমিষ্যামি তাবন্মাং প্রতিপালয়। তুষ্ণীমাসীদ্গৃহপতিঃ সোঽপীন্দ্রস্যাকরোন্মখম্॥২॥
নিমিশ্চলমিদং বিদ্বান্ সত্রমারভতাত্মবান্। ঋত্বিগ্ভিরপরৈস্তাবন্নাগমদ্যাবতা গুরুঃ॥৩॥
শিষ্যব্যতিক্রমং বীক্ষ্য তং নির্ব্বর্ত্ত্যাগতো গুরুঃ।
অশপৎ পততাদ্দেহো নিমেঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥৪॥
নিমিঃ প্রতিদদৌ শাপং গুরবেঽধর্ম্মবর্ত্তিনে। তবাপি পততাদ্দেহো লোভাদ্ধর্ম্মমজানতঃ॥৫॥
ইত্যুৎসসর্জ্জ স্বং দেহং নিমিরধ্যাত্মকোবিদঃ। মিত্রাবরুণয়োর্জজ্ঞে উর্ব্বশ্যাং প্রপিতামহঃ॥৬॥
গন্ধবস্তুষু তদ্দেহং নিধায় মুনিসত্তমাঃ। সমাপ্তে সত্রযাগে চ দেবানূচুঃ সমাগতান্॥৭॥
রাজ্ঞো জীবতু দেহোঽয়ং প্রসন্নাঃ প্রভবো যদি। তথেত্যুক্তে নিমিঃ প্রাহ মাভূন্মে দেহবন্ধনম্॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি, ইনি বশিষ্ঠকে ঋত্বিক্‌রূপে বরণ করেন, সেই বশিষ্ঠ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া নিমিকে বলিলেন, হে রাজন্! আমি পূর্ব্বেই ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত হইয়াছি। ১

আমি ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপন করিয়া আসিব, তাবৎকাল তুমি আমার প্রতীক্ষা কর, তখন গৃহপতি নিমি মৌনী রহিলেন, বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। ২

তৎপরে সুধীর নিমি, এই জীবন অস্থির, আজ আছে, কাল না-ও থাকিতে পারে, ইহা নিশ্চয় করিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠ যে পর্য্যন্ত আসিলেন না, সেই সময়েই অর্থাৎ তাঁহার অনুপস্থিতি-সময়ে অন্য ঋত্বিক্‌গণ দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৩

অনন্তর বশিষ্ঠমুনি ইন্দ্রের সত্র সমাপন করিয়া নিমির ভবনে আগমন করিয়া ও শিষ্যের অন্যায় দর্শন করিয়া "এই পণ্ডিতাভিমানী নিমির দেহ পতিত হউক" এই বলিয়া নিমিকে শাপ প্রদান করিলেন। ৪

নিমিও অধর্ম্মবর্ত্তী গুরুকে প্রতিশাপ প্রদান করেন। নিমি বলিলেন, তুমিও লোভপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিলে না, তোমারও দেহ পতিত হউক। ৫

এই বলিয়া নিমি দেহ বিসর্জ্জন করিলেন, এবং অধ্যাত্ম-বিষয়ে পণ্ডিত বশিষ্ঠও দেহ ত্যাগ করেন, পরে উর্ব্বশী-দর্শনে মিত্র ও বরুণের শুক্র স্খলিত হয়, উহা কুম্ভে রক্ষা করা হইলে আমার প্রপিতামহ বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ৬

এদিকে মুনিগণ নিমি রাজার দেহ গন্ধবস্তু-মধ্যে রক্ষা করিলেন। অনন্তর ক্রতু সমাপ্ত হইলে পর উপস্থিত দেবগণকে এই কথা নিবেদন করিলেন। ৭

হে দেবগণ! আপনারা যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও আপনারা যদি সমর্থ হয়েন, তবে রাজার দেহ সজীব হইয়া উত্থিত হউক। দেবতারা বলিলেন, তথাস্তু, তখন গন্ধবস্তুমধ্য হইতে নিমি বলিলেন, আর কখনও যেন আমার দেহবন্ধন না হয়। ৮

বিবৃতি—প্রপিতামহ-পদে বৃদ্ধপ্রপিতামহ বুঝিতে হইবে। ৬

যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ। ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ ॥৯॥
দেহং নাবরুরুৎসেঽহং দুঃখশোকভয়াবহম্। সর্ব্বত্রাস্য যতোমৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা ॥১০॥

দেবা ঊচুঃ।

বিদেহ উষ্যতাং কামং লোচনেষু শরীরিণাম্। উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতোঽধ্যাত্মসংস্থিতঃ ॥১১॥
অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ। দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত ॥১২॥
জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্বৈদেহস্তু বিদেহজঃ। মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্ম্মিতা ॥১৩॥
তস্মাদুদাবসুস্তস্য পুত্রোঽভূন্নন্দিবর্দ্ধনঃ। ততঃ সুকেতুস্তস্যাপি দেবরাতো মহীপতে ॥১৪॥
তস্মাদ্বৃহদ্রথস্তস্য মহাবীর্য্যঃ সুধৃৎপিতা। সুধৃতের্ধৃষ্টকেতুর্বৈ হর্য্যশ্বোঽথ মরুস্ততঃ ॥১৫॥
মরোঃ প্রতীপকস্তস্মাজ্জাতঃ কৃতরথো যতঃ। দেবমীঢ়স্তস্য পুত্রো বিশ্রুতোঽথ মহাধৃতিঃ ॥১৬॥
কৃতিরাতস্ততস্তস্মান্মহারোমা চ তৎসুতঃ। স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥১৭॥

ততঃ সীরধ্বজো জজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীম্।
সীতাসীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎসীরধ্বজঃ স্মৃতঃ ॥১৮॥

হরিভক্ত মুনিগণ বিয়োগ-ভয়ে কাতর হইয়া কদাপি এই দেহযোগ ইচ্ছা করেন না, পরন্তু মুক্তির জন্য কেবল ভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করিয়া থাকেন। ৯

মানবদেহ দুঃখ, শোক ও ভয়ের আস্পদ এবং তাহা আর আমি ধারণ করিতে বাসনা করি না। মৎস্য সকলের যেমন জলমধ্যে মৃত্যু হয়, সেইরূপ পবিত্র দেহের মৃত্যু-সম্ভাবনা আছে। ১০

দেবগণ বলিলেন, হে বিদেহ ! তুমি লোকসকলের নয়নসমূহে যথেচ্ছাক্রমে বাস কর, তদবধি অধ্যাত্ম-সংস্থিত নিমি উন্মেষ ও নিমেষে লক্ষিত হয়েন। ১১

তদনন্তর মহর্ষিগণ অরাজক রাজ্যে প্রজাগণের ভয় সম্ভাবনা করিয়া নিমিরাজার দেহ মন্থন করিয়াছিলেন, তাহাতে একটি কুমার উৎপন্ন হইল। ১২

সেই কুমার অসামান্য জন্ম দ্বারা জনক-নামা হইলেন এবং বিদেহ নিমির দেহ হইতে জন্ম বলিয়া বৈদেহ-নামা হন, আর মন্থন হইতে জন্ম বলিয়া তিনি মিথিলানামা, মিথিলাপুরী তিনি নির্ম্মাণ করেন। ১৩

ঐ জনকের পুত্র উদাবসু, তাঁহার পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র সুকেতু, তাঁহার পুত্র দেবরাত। ১৪

দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, তাঁহার পুত্র মহাবীর্য্য, তাঁহার পুত্র সুধৃতি, তাঁহার পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁহার পুত্র হর্য্যশ্ব, তাঁহার পুত্র মরু। ১৫

মরুর পুত্র প্রতীপ, তাঁহা হইতে কৃতরথ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র দেবমীঢ়, তাঁহার পুত্র বিশ্রুত, বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি। ১৬

মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত, তাঁহার পুত্র মহারোমা, মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা, তাঁহার পুত্র হ্রস্বরোমা। ১৭

হ্রস্বরোমার পুত্র সীরধ্বজ, ইনি যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করিবার সময় ইঁহার লাঙ্গলের অগ্রে সীতা দেবী উৎপন্না হন, এইজন্য ইঁহার নাম সীরধ্বজ হইয়াছিল। ১৮

বিবৃতি—দেবগণ যে বর প্রদান করেন, উহাতে লোচনে নিমেষরূপে নিমি অবস্থান করেন, ইহাতে তাঁহার দেহসম্বন্ধও হয় নাই, এবং মুনিগণ যে তাঁহার জীবন চাহিয়াছিলেন তাহাও সিদ্ধ হইল, নিমি দেহহীন হইয়া লোকলোচনে উন্মেষ ও নিমেষ প্রবর্ত্তকরূপে লক্ষিত হইয়া তদবধি আছেন। ১১

কুশধ্বজস্তস্য পুত্রস্ততো ধর্ম্মধ্বজো নৃপঃ। ধর্ম্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ ॥১৯॥
কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিক্যস্তু মিতধ্বজাৎ। কৃতধ্বজসুতো রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদঃ ॥২০॥
খাণ্ডিক্যঃ কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞো ভীতঃ কেশিধ্বজাদ্দ্রুতঃ।
ভানুমাংস্তস্য পুত্রোঽভূচ্ছতদ্যুম্নস্তু তৎসুতঃ ॥২১॥
শুচিস্তু তনয়স্তস্মাৎ সনদ্বাজঃ সুতোঽভবৎ। ঊর্দ্ধকেতুঃ সনদ্বাজাদজোঽথ পুরুজিৎসুতঃ ॥২২॥
অরিষ্টনেমিস্তস্যাপি শ্রুতায়ুস্তৎসুপার্শ্বকঃ। ততশ্চিত্ররথো যস্য ক্ষেমাধির্মিথিলাধিপঃ ॥২৩॥
তস্মাৎ সমরথস্তস্য সুতঃ সত্যরথস্ততঃ। আসীদুপগুরুস্তস্মাদুপগুপ্তোঽগ্নিসম্ভবঃ ॥ ২৪ ॥
বস্বনন্তোঽথ তৎপুত্রো যুযুধো যৎসুভাষণঃ। শ্রুতস্ততো জয়স্তস্মাদ্বিজয়োঽস্মাদৃতঃ সুতঃ ॥২৫॥
শুনকস্তৎসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো ধৃতিস্ততঃ। বহুলাশ্বো ধৃতেস্তস্য কৃতিরস্য মহাবশী ॥২৬॥
এতে বৈ মৈথিলা রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদাঃ। যোগেশ্বর-প্রসাদেন দ্বন্দ্বৈর্মুক্তা গৃহেষ্বপি ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
সূর্য্যবংশকীর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মধ্বজের কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ নামে দুই পুত্র হয়। ১৯

তন্মধ্যে কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ, আর মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। হে রাজন্! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ আত্মবিদ্যাবিশারদ ছিলেন, এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তিনি কেশিধ্বজের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান, তাঁহার পুত্র শতদ্যুম্ন। ২০-২১

শতদ্যুম্নের পুত্র শুচি, শুচি হইতে সনদ্বাজ উৎপন্ন -হন, সনদ্বাজের পুত্র ঊর্দ্ধকেতু, তাঁহার পুত্র অজ, তাঁহার পুত্র পুরুজিৎ। ২২

পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি, তাঁহারপুত্র শ্রুতায়ু, তাঁহার পুত্র সুপার্শ্ব, সুপার্শ্বের পুত্র চিত্ররথ, তাঁহার পুত্র ক্ষেমাধি মিথিলার রাজা হন। ২৩

ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ, তাঁহার পুত্র সত্যরথ, সত্যরথের পুত্র উপগুরু, তাঁহা হইতে অগ্নির অংশ উপগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ২৪

উপগুপ্তের পুত্র বস্বনন্ত, তাঁহার পুত্র যুযুধ, তাঁহার পুত্র সুভাষণ, সুভাষণের পুত্র শ্রুত, তাঁহার পুত্র জয়, তাঁহার পুত্র বিজয়, তাঁহার পুত্র ঋত। ২৫

ঋতের পুত্র শুনক, তাঁহার পুত্র বীতিহব্য, তাঁহার পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব, তাঁহার পুত্র মহাবশী কৃতি। হে রাজন্! মিথিলা দেশের এই রাজগণ সকলেই আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত, যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগীশ্বরদিগের প্রসাদে গৃহে বাস করিয়াও সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-বিমুক্ত ছিলেন। ২৬ ২৭

ইতি নবম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অথাতঃ শ্রূয়তাং রাজন্ বংশঃ সোমস্য পাবনঃ। যস্মিন্নৈলাদয়ো ভূপাঃ কীর্ত্ত্যন্তে পুণ্যকীর্ত্তয়ঃ ॥১॥
সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভিহ্রদসরোরুহাৎ। জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈঃ ॥২॥
তস্য দৃগ্‌ভ্যোঽভবৎ পুত্রঃ সোমোঽমৃতময়ঃ কিল। বিপ্রৌষধ্যুড়ুগণানাং ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পতিঃ ॥৩॥
সোঽযজদ্রাজসূয়েন বিজিত্য ভুবনত্রয়ম্। পত্নীং বৃহস্পতের্দর্পাৎ তারাং নামাহরদ্বলাৎ ॥৪॥
যদা স দেবগুরুণা যাচিতোঽভীক্ষ্ণশো মদাৎ। নাত্যজৎ তৎকৃতে জজ্ঞে সুরদানববিগ্রহঃ ॥৫॥
শুক্রো বৃহস্পতের্দ্বেষাদগ্রহীৎ সাসুরোড়ুপম্। হরো গুরুসুতং স্নেহাৎ সর্ব্বভূতগণাবৃতঃ ॥৬॥
সর্ব্বদেবগণোপেতো মহেন্দ্রো গুরুমন্বয়াৎ। সুরাসুরবিনাশোঽভূৎ সমরস্তারকাময়ঃ ॥ ৭ ॥
নিবেদিতোঽথাঙ্গিরসা সোমং নির্ভর্ৎস্য বিশ্বকৃৎ। তারাং স্বভর্ত্রে প্রাযচ্ছদন্তর্বত্নীমবৈৎ পতিঃ ॥৮॥
ত্যজ ত্যজাশু দুষ্প্রজ্ঞে মৎক্ষেত্রাদাহিতং পরৈঃ।
নাহং ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্য্যাং স্ত্রিয়ং সান্তানিকোঽসতি ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! অনন্তর চন্দ্রের পবিত্র বংশ শ্রবণ কর, যে বংশে পুণ্যকীর্ত্তি ঐল প্রভৃতি রাজগণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ১

হে রাজন্! সহস্রশীর্ষা পরমপুরুষ ভগবানের নাভি-হ্রদ-কমল হইতে বিধাতা উৎপন্ন হন। বিধাতার পুত্র অত্রি, ইনি গুণে পিতৃতুল্য ছিলেন। ২

সেই অত্রির নেত্র হইতে অমৃতময় সোম-নামক পুত্র উৎপন্ন হয়েন, ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ সোমকে বিপ্র ও ওষধি ও নক্ষত্রগণের অধিপতি করিয়াছিলেন। ৩

সেই সোম ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন, বৃহস্পতির পত্নী তারাকে দর্পোদ্ধত সোম বলপূর্ব্বক অপহরণ করেন। ৪

(দেব-দানব-বিগ্রহের কারণ বলিতেছেন) হে রাজন্! দেবগুরু-বৃহস্পতি বারম্বার চন্দ্রের নকট স্বীয় পত্নীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু মদমত্ততা প্রযুক্ত গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন না, তাহার নিমিত্ত দেবদানব-যুদ্ধ হইয়াছিল। ৫

বৃহস্পতির উপরে দ্বেষভাব থাকায় শুক্রাচার্য্য নিজের শিষ্য অসুরগণের সহিত সোমকে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সোমের পক্ষ অবলম্বন করেন, আর ভগবান্ হর, অঙ্গিরার নিকট বিদ্যালাভ করেন, এই জন্য স্নেহে ভূতগণসহ গুরুপুত্র বৃহস্পতিকে গ্রহণ করেন। ৬

সকল দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রও গুরু বৃহস্পতির অনুগামী হইলেন, ইহার পরেই তারার নিমিত্ত সুরাসুর-বিনাশক তার-নিমিত্তক সংগ্রাম হইয়াছিল। ৭

অনন্তর এই অঙ্গিরা পুত্রবধূহরণ ও তজ্জন্য তারকাময় যুদ্ধ-বৃত্তান্ত ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করেন, তাহাতে বিশ্বকর্ত্তা সোমকে ভর্ৎসনা করিয়া তারাকে তাহার পতি বৃহস্পতির হস্তে প্রদান করেন, তখন পতি বৃহস্পতি তারা গর্ভবতী বলিয়া জানিতে পারেন। ৮

অনন্তর বৃহস্পতি তারাকে বলিলেন, হে দুষ্প্রজ্ঞে! আমার ক্ষেত্র হইতে অন্য কর্ত্তৃক অর্পিত বীজ পরিত্যাগ কর, হে অসতি! আমি সন্তানার্থী বলিয়া স্ত্রী বলিয়া তোমাকে ভস্মসাৎ করিব না। ৯

ততাজ ব্রীড়িতা তারা কুমারং কনকপ্রভম্। স্পৃহামাঙ্গিরসশ্চক্রে কুমারে সোম এব চ ॥১০॥
মমায়ং ন তবেত্যুচ্চৈস্তস্মিন্ বিবদমানয়োঃ। পপ্রচ্ছুর্ঋষয়ো দেবা নৈবোচে ব্রীড়িতা তু সা ॥১১॥
কুমারো মাতরং প্রাহ কুপিতোঽলীকলজ্জয়া। কিং ন বোচস্যসদ্বৃত্তে আত্মাবদ্যং বদাশু মে ॥১২॥
ব্রহ্মা তাং রহ আহূয় সমপ্রাক্ষীচ্চ সান্ত্বয়ন্। সোমস্যেত্যাহ শনকৈঃ সোমস্তং তাবদগ্রহীৎ ॥১৩॥
তস্যাত্মযোনিরকৃত বুধ ইত্যভিধাং নৃপ। বুদ্ধ্যা গম্ভীরয়া যেন পুত্রেণাপোড়ুরাণ্মুদম্ ॥১৪॥
ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং য উদাহৃতঃ। তস্য রূপগুণৌদার্য্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্ ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্বোর্ব্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা। তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরার্দ্দিতা ॥ ১৬ ॥
মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাদাপন্না নরলোকতাম্। নিশাম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্ ॥১৭॥
ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে। স তাং বিলোক্য নৃপতির্হর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা দেবীং হৃষ্টতনূরুহঃ ॥১৮॥

তখন তারা অতিশয় লজ্জিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কনককান্তি একটি কুমারকে (গর্ভ হইতে) পরিত্যাগ করিলেন, ঐ সুন্দর কুমারের প্রতি বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়েই স্পৃহা করিয়াছিলেন। ১০

তখন 'আমার এই পুত্র, তোমার নহে' এই কথা উচ্চৈঃস্বরে উভয়ে উভয়কে বলিয়া বিবাদ করিতে থাকিলে পুত্রের জন্য তাহাদের বিবাদ দেখিয়া দেবগণ ও মুনিগণ তারাকে 'এই পুত্র কাহার' ইহা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু অত্যন্ত লজ্জিতা তারা কিছুই বলিলেন না। ১১

তখন কুমার জননীর অলীক লজ্জায় কুপিত হইয়া জননীকে বলিল, হে অসদ্বৃত্তে! নিজের দোষ কেন বলিতেছ না, শীঘ্র আমার নিকট আপনার দোষ বল। ১২

তখন ব্রহ্মা তারাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা-প্রদান-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! 'এই পুত্র কাহার তাহা আমাকে বল' তখন তারা ধীরে ও নিম্নস্বরে বলিলেন, এই কুমার সোমের। এই কথা শ্রবণমাত্র চন্দ্র ঐ কুমারকে গ্রহণ করিলেন। ১৩

হে রাজন্! ব্রহ্মা ঐ বালকের 'বুধ' এই নাম করিয়াছিলেন, তাহার গভীর বুদ্ধি দেখিয়া নক্ষত্রপতি সোম পরম হর্ষ প্রাপ্ত হয়েন। ১৪

সেই বুধের পুত্র পুরূরবা ইলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহার কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, সেই পুরূরবার রূপ, গুণ, উদারতা, শীল, ধন ও বিক্রম দেবসভায় দেবর্ষির মুখে শ্রবণ করিয়া কামশরে পীড়িত উর্ব্বশীদেবী পুরূরবার নিকটে স্বয়ং আগমন করিয়াছিলেন। ১৫-১৬

(উর্ব্বশী মানবসমীপে কিরূপে গেল, তাহা বলিতেছেন) হে রাজন্! মিত্র ও বরুণের শাপে যে সময়ে ঐ অপ্সরা মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান পুরূরবার কথা শুনিয়া ধৈর্য্য-ধারণ-পূর্ব্বক পুরূরবার নিকটে উপস্থিত হইল। হে রাজন্! উর্ব্বশীকে অবলোকন করিয়া পুরূরবা হর্ষে উৎফুল্ল-নয়ন ও রোমাঞ্চিত-গাত্র হইয়া মধুর বাক্যে দেবীকে বলিয়াছিলেন। ১৭-১৮

বিবৃতি—পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উর্ব্বশীর মনুষ্যভাবপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। একদা ইন্দ্র উর্ব্বশীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে পদ্মাক্ষি! তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ কর, উর্ব্বশীও দেবরাজের বাক্যে সম্মতা হইয়া গমন করিল, পরে মিত্র তাহাকে রূপলাবণ্যযুক্ত দেখিয়া বলিলেন, দেবি! তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ

শ্রীরাজোবাচ।

স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিম্।
সংরমস্ব ময়া সাকং রতির্নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥১৯॥

উর্ব্বশ্যুবাচ।

কস্যাস্ত্বয়ি ন সজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর। যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতে হ রিরংসয়া ॥২০॥
এতাবুরণকৌ রাজন্ ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ। সংরংস্যে ভবতা সাকং শ্লাঘ্যঃ স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ ॥২১॥
ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ।
বিবাসসং তৎ তথেতি প্রতিপেদে মহামনাঃ ॥২২॥
অহো রূপমহো ভাবো নরলোকবিমোহনম্।
কো ন সেবেত মনুজো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাম্ ॥২৩॥
তয়া স পুরুষশ্রেষ্ঠো রময়ন্ত্যা যথার্হতঃ। রেমে সুরবিহারেষু কামং চৈত্ররথাদিষু ॥২৪॥
রমমাণস্তয়া দেব্যা পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধয়া। তন্মুখামোদমুষিতো মুমুদেঽহর্গণান্ বহূন্ ॥২৫॥

রাজা বলিলেন, হে বরারোহে! তোমার সুখে আগমন হইল ত? তুমি উপবেশন কর, আমরা তোমার প্রিয় করিব। হে নিতম্বিনি! তুমি আমার সহিত রমণ কর, বহু বৎসর যাবৎ আমাদের পরম সুখে রমণ হউক। ১৯

উর্ব্বশী বলিল, হে সুন্দর! তোমার প্রতি কাহার মনঃ ও নয়ন আসক্ত না হইবে? যেহেতু তোমার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইলে রমণেচ্ছায় কেহই তথা হইতে বিচ্যুত হইতে চাহে না। ২০

(উর্ব্বশী শাপাবসানে প্রতিজ্ঞাভঙ্গচ্ছলে প্রস্থান করিবার মানসে বলিল) হে রাজন্! এই দুইটি মেষ তোমার নিকট ন্যাসস্বরূপ থাকিল, ইহাদিগকে রক্ষা কর। হে মানদ! আমি তোমার সহিত রমণ করিব, তুমি স্ত্রীগণের শ্লাঘার যোগ্য বর। ২১

হে বীর! ঘৃতই আমার ভক্ষ্য হইবে, এবং মৈথুন-সময় ভিন্ন অন্য সময়ে নগ্নাবস্থায় তোমাকে দেখিতে পারিব না, উর্ব্বশীর এই সকল বাক্য 'তাহাই হইবে,' বলিয়া মহামনা পুরূরবা অঙ্গীকার করিলেন। এবং রাজা বলিলেন, হে সুন্দরি! তোমার নরলোকমোহনকারী আশ্চর্য্য রূপ ও আশ্চর্য্য ভাব! আর তুমি স্বর্গবাসিনী দেবী স্বয়ং আগমন করিয়াছ, ইহাতে কোন্ মনুষ্য তোমার সেবা না করিবে? ২২-২৩

হে রাজন্! এই কথা বলিয়া পুরুষপ্রধান পুরূরবা যথাযোগ্যরূপে রমণকার্য্য-সম্পাদনে ব্যাপৃতা উর্ব্বশীর সহিত দেবগণের ক্রীড়াস্থল চৈত্ররথাদি স্থান সকলে যথেচ্ছভাবে রমণ করিয়াছিলেন। ২৪

হে রাজন্! পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধা সেই উর্ব্বশীর সহিত রমমাণ ও উর্ব্বশীর মুখ-সৌরভে প্রলোভিত রাজা বহুকাল পর্য্যন্ত আনন্দ ভোগ করিলেন। ২৫

কর, তৎপশ্চাৎ বরুণও ঐ প্রকার প্রার্থনা করিলেন, তখন উর্ব্বশী, মিত্র ও বরুণ কাহারও বাক্যে সম্মতা হইলেন না এবং বলিলেন, আমি বহু পূর্ব্বে দেবরাজ কর্ত্তৃক বৃত হইয়াছি, সুতরাং তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া আপনাদের মনোরথ পূর্ণ করিব, তৎশ্রবণে মিত্র ও বরুণ উভয়েই এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, হে বরাঙ্গনে! তোমার এই ধর্ম্ম মিথ্যা, তুমি স্বর্গে বাস করিবার যোগ্যা নহ, অতএব মনুষ্যলোকে গিয়া সোমবংশজাত পুরূরবাকে ভজনা কর। তখন উর্ব্বশীও পুরূরবার রূপলাবণ্য-শ্রবণে কামার্ত্তা হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন। ১৭

অপশ্যন্নুর্ব্বশীমিন্দ্রো গন্ধর্ব্বান্ সমচোদয়ৎ। উর্ব্বশীরহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে ॥২৬॥
ত উপেত্য মহারাত্রে তমসি প্রত্যুপস্থিতে। উর্ব্বশ্যা উরণৌ জহ্রুর্ন্যস্তৌ রাজনি জায়য়া ॥২৭॥
নিশম্যাক্রন্দিতং দেবী পুত্রয়োর্নীয়মানয়োঃ। হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ॥২৮॥
যদ্বিস্রম্ভাদহং নষ্টা হৃতাপত্যা চ দস্যুভিঃ। যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্ ॥২৯॥
ইতি বাক্‌শায়কৈর্ব্বিদ্ধঃ প্রতোদৈরিব কুঞ্জরঃ। নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবস্ত্রোঽভ্যদ্রবদ্রুষা ॥৩০॥
তে বিসৃজ্যোরণৌ তত্র ব্যদ্যোতন্ত স্ম বিদ্যুতঃ। আদায় মেষাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত সা পতিম্ ॥৩১॥
ঐলোঽপি শয়নে জায়ামপশ্যন্ বিমনা ইব। তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ শোচন্ বভ্রামোন্মত্তবন্মহীম্ ॥৩২॥
স তাং বীক্ষ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাঞ্চ তৎসখীঃ। পঞ্চ প্রহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুরূরবাঃ ॥৩৩॥
অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি। মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ ॥৩৪॥

এদিকে ইন্দ্র সুরপুরে উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া গন্ধর্ব্বগণকে আদেশ করিলেন, উর্ব্বশী কোথায় আছে, তাহাকে শীঘ্র লইয়া আইস, উর্ব্বশীরহিত আমার এই স্থান শোভা পায় না। ২৬

সেই গন্ধর্ব্বগণ মধ্যরাত্রে যখন গাঢ় অন্ধকার উপস্থিত হইল, সেই সময়ে উর্ব্বশী যে মেষদ্বয় রাজার নিকট ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছিলেন, উহাদিগকে আসিয়া হরণ করিয়াছিল। ২৭

মেষদ্বয়কে উর্ব্বশী পুত্রতুল্য জ্ঞান করিত, সেই মেষদ্বয় গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার সময় আর্ত্তস্বরে রোদন করে, উর্ব্বশী ঐ আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া (রাজার নিকট হইতে প্রস্থান করিবার বাসনায় খেদ করিতে করিতে বলিল) হায়! আমি এই কুনাথ অথচ বীরাভিমানী নপুংসক রাজা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলাম, এই কাপুরুষের নিকটে থাকায় আমার পুত্রদ্বয় হৃত হইতে পারিল। ২৮

ইহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমি নষ্ট হইলাম, আমার অপত্যগুলি দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইল, ইনি দিবাকালে পুরুষ আর রাত্রিতে নারীর ন্যায় ভীত হইয়া শুইয়া থাকেন। ২৯

হে রাজন্! অঙ্কুশবিদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় উর্ব্বশীর ঐরূপ বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বিবস্ত্র রাজা পুরূরবা খড়্গ লইয়া ক্রোধে দস্যুর অনুসরণ করিলেন। ৩০

তথায় মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ দীপ্তিশালী সেই গন্ধর্ব্বগণ বিশেষরূপে দীপ্তি পাইয়াছিল, মেষদ্বয়কে লইয়া রাজা গৃহে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ দীপ্তিতে উর্ব্বশী নগ্ন রাজাকে দেখিতে পাইলেন। ৩১

(রাজার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হওয়ায় উর্ব্বশী সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল) অনন্তর পুরূরবা শয্যায় পত্নী উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাওয়ায় অত্যন্ত বিমনা হইলেন, তদ্‌গতচিত্ত ও বিকলেন্দ্রিয় রাজা শোক করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৩২

কিয়দ্দিন পরে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে সেই উর্ব্বশী ও তাহার পাঁচটি সখীকে দেখিতে পাইয়া প্রহৃষ্টবদন রাজা পুরূরবা এই শোভন বাক্য বলিয়াছিলেন। ৩৩

অহো জায়ে! থাক, থাক, হে ভীষণে! আমি অদ্যাপি সুস্থ হই নাই, আমাকে সুস্থ না করিয়া পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না, আইস, আমরা দুইজনে, একত্র বসিয়া কথা বলি। ৩৪

হৃদেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি দূরং হৃতস্ত্বয়া। খাদন্ত্যেনং বৃকা গৃধ্রাস্ত্বৎপ্রসাদস্য নাস্পদম্ ॥৩৫॥

উর্ব্বশ্যুবাচ।

মা মৃথাঃ পুরুষোঽসি ত্বং মাস্ম ত্বাদ্যুর্ব্বৃকা ইমে।
কাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা ॥৩৬॥

স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ ক্রূরা দুর্ম্মর্ষাঃ প্রিয়সাহসাঃ। ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিস্রব্ধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত ॥৩৭॥

বিধায়ালীকবিস্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ। নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ॥৩৮॥

সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বরঃ। রংস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ ॥৩৯॥

অন্তর্ব্বত্নীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরীম্। পুনস্তত্র গতোঽব্দান্তে উর্ব্বশীং বীরমাতরম্ ॥৪০॥

উপলভ্য মুদা যুক্তঃ সমুবাস তয়া নিশাম্। অথৈনমুর্ব্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরম্ ॥৪১॥

গন্ধর্ব্বানুপধাবেমাংস্তুভ্যং দাস্যন্তি মামিতি। তস্য সংস্তুবতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নৃপ।
উর্ব্বশীং মন্যমানস্তাং সোঽবুধ্যত চরন্ বনে ॥৪২॥

স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি। ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্ত্তত ॥৪৩॥

হে দেবি! আমার এই সুকুমার দেহ এইখানে পতিত হইতেছে, যে দেহ তোমার অনুগ্রহের আস্পদ নহে, তাহাকে বৃক ও গৃধ্রগণ খাইয়া ফেলিবে। ৩৫

উর্ব্বশী বলিল, হে রাজন্! তুমি মরিও না, তুমি পুরুষ, সুতরাং ধৈর্য্য অবলম্বন কর, আর এই ইন্দ্রিয়রূপ বৃকগণ যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে, হে রাজন্! স্ত্রীগণের কুত্রাপি সখ্য হয় না, তাহাদের হৃদয় বৃকের হৃদয়-তুল্য। ৩৬

হে রাজন্! স্ত্রীগণ অকরুণ, ক্রূর-স্বভাব, ক্ষমা-শূন্যা, এবং সাহসপ্রিয়া, তাহারা অল্প বিষয়ের নিমিত্তও বিশ্বস্ত পতি অথবা ভ্রাতাকে বধ করিয়া থাকে। ৩৭

অধিকন্তু যাহারা পুংশ্চলী, স্বেচ্ছাচারিণী, তাহারা সৌহার্দ্দকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া অজ্ঞ পুরুষের নিকট বাহ্য অলীক প্রণয় প্রদর্শন করে, এবং গোপনে সর্ব্বদাই নূতন নূতন, পুরুষকে অভিলাষ করিয়া থাকে। হে রাজন্! তুমি সম্বৎসরান্তে একরাত্রমাত্র আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পারিবে, তাহাতেই তোমার অপরাপর সন্তান উৎপন্ন হইবে। ৩৮-৩৯

অনন্তর পুরূরবা সেই দেবীকে গর্ভবতী দেখিয়া নিজপুরাতে গমন করিলেন, এবং বৎসরান্তে পুনর্ব্বার সেইস্থানে যাইয়া বীর-প্রসবিনী উর্ব্বশীকে নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দিত হইলেন ও তাহার সহিত এক রাত্র বাস করিয়াছিলেন, অনন্তর উর্ব্বশী সেই দীন রাজাকে বলিলেন। ৪০-৪১

উর্ব্বশী বলিল, হে রাজন্! তুমি এই গন্ধর্ব্ব-গণের অনুসরণ কর, ইহারা আমাকে তোমার হস্তে প্রদান করিবে। তাহার পর পুরূরবা গন্ধর্ব্বগণের স্তব করিলে তাহারা রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি অগ্নিস্থালী প্রদান করিল, (অভিপ্রায় এই যে, ইহার দ্বারা কর্ম্ম করিয়া তুমি উর্ব্বশীকে লাভ করিবে) সেই রাজা অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বশী মনে করিয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে প্রতিবুদ্ধ হইলেন, তাঁহার ভ্রম দূর হইল অর্থাৎ এ উর্ব্বশী নহে কিন্তু অগ্নিস্থালী, ইহা বুঝিলেন। ৪২

তদনন্তর অগ্নিস্থালী বনে রাখিয়া ও গৃহে গমন করিয়া রাত্রিতে তাহাই ধ্যান করিতে থাকিলে ত্রেতাযুগ-প্রবৃত্তি সময়ে রাজার হৃদয়ে কর্ম্মবোধক বেদত্রয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ৪৩

স্থালীস্থানং গতোঽশ্বত্থং শমীগর্ভং বিলক্ষ্য সঃ। তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্ব্বশীলোককাম্যয়া ॥৪৪॥
উর্ব্বশীং মন্ত্রতো ধ্যায়ন্নধরারণিমুত্তরাম্। আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যত্তৎ প্রজননং প্রভুঃ ॥৪৫॥
তস্য নির্ম্মথনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ। ত্রয্যা স বিদ্যয়া রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিবৃৎ ॥৪৬॥
তেনাযজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্। উর্ব্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্ব্বদেবময়ং হরিম্ ॥৪৭॥
এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥৪৮॥
পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ। অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্ব্বমেযিবান্ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
ঐলোপাখ্যানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

তাহার পর রাজা যেস্থানে অগ্নিস্থালী রাখিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তথায় যাইয়া মধ্যে শমীবৃক্ষযুক্ত একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষকে দেখিলেন এবং তাহার দ্বারা উর্ব্বশীলোক-কামনায় একটি অরণি নির্ম্মাণ করেন ও তদ্দ্বারা অগ্নি মন্থন করেন। ৪৪

হে রাজন্! পুরূরবা মন্ত্রানুসারে অধর অরণিটি উর্ব্বশী ও উত্তর অরণিকে আত্মা বোধ করিয়া ঐ উভয় অরণির মধ্যস্থিত কাষ্ঠখণ্ডকে পুত্ররূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৪৫

অনন্তর অরণিমন্থনে বিভাবসু বহ্নি উৎপন্ন হইলেন, ঐ অগ্নি ত্রয়ী-বিদ্যা-বিহিত-আধান-সংস্কার দ্বারা ত্রিবৃৎ অগ্নিকে অর্থাৎ আহবনীয়াদি ত্রিরূপ-বিশিষ্ট অগ্নিকে আপনার পুত্র বলিয়া কল্পনা করিলেন। ৪৬

রাজা উর্ব্বশী-লোক-কামনায় সেই অগ্নি দ্বারা সর্ব্বদেবময় যজ্ঞেশ ভগবান্ হরির যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। ৪৭

হে রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে সকল বাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ, দেবতাও একমাত্র নারায়ণ, অগ্নিও একমাত্র এবং লৌকিক বর্ণও হংস নামে একমাত্র ছিল। ৪৮

পরে ত্রেতাযুগের প্রথমে পুরূরবা হইতে বেদত্রয় হয়। হে রাজন্! সেই অগ্নিরূপ পুত্র দ্বারা পুরূরবা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৯

বিবৃতি—সত্যযুগে প্রায় সকলেই সত্ত্বগুণ-প্রধান ও ধ্যাননিষ্ঠ ছিলেন, রজঃপ্রধান ত্রেতাযুগে বেদাদি-বিভাগ হয় ও কর্ম্মমার্গ প্রকটিত হয়। ৪৯

ইতি নবম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ঐলস্য চোর্ব্বশীগর্ভাৎ ষড়াসন্নাত্মজা নৃপ। আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ু রয়োঽথ বিজয়ো জয়ঃ ॥১॥
শ্রুতায়োর্বসুমান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ। রয়স্য সুত একশ্চ জয়স্য তনয়োঽমিতঃ ॥২॥
ভীমস্তু বিজয়স্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ। তস্য জহ্নুঃ সুতো গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য যোঽপিবৎ।
জহ্নোস্তু পূরুস্তস্যাথ বলাকশ্চাত্মজোঽজকঃ ॥৩॥
ততঃ কুশঃ কুশস্যাপি কুশাম্বুস্তনয়ো বসুঃ। কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীৎ কুশাম্বুজঃ ॥৪॥
তস্য সত্যবতীং কন্যামৃচীকোঽযাচত দ্বিজঃ। বরং বিসদৃশং মত্বা গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ ॥৫॥
একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চ্চসাম্। সহস্রং দীয়তাং শুল্কং কন্যায়াঃ কুশিকা বয়ম্ ॥৬॥
ইত্যুক্তস্তন্মতং জ্ঞাত্বা গতঃ স বরুণান্তিকম্। আনীয় দত্ত্বা তানশ্বানুপযেমে বরাননাম্ ॥৭॥
স ঋষিঃ প্রার্থিতঃ পত্ন্যা শ্বশ্র্বা চাপত্যকাম্যয়া। শ্রপয়িত্বোভয়ৈর্মন্ত্রৈশ্চরুং স্নাতুং গতো মুনিঃ ॥৮॥
তাবৎ সত্যবতী মাত্রা স্বচরুং যাচিতা সতী। শ্রেষ্ঠং মত্বাঽনয়াযচ্ছন্মাত্রে মাতুরদৎ স্বয়ম্ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! ঐলের উর্ব্বশী-গর্ভে ছয়টি পুত্র হয়, তাহাদের নাম, আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয়, জয়। ১

তন্মধ্যে শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়, রয়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত, বিজয়ের পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তাঁহার পুত্র হোত্রক, এবং হোত্রক হইতে সেই বিখ্যাত জহ্নুর জন্ম হয়। জহ্নুই গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। ২-৩

জহ্নুর পুত্র পুরু, তাঁহার পুত্র বলাক, বলাকের পুত্র অজক, অজক হইতে কুশ জন্মগ্রহণ করেন। কুশের কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ এই চারি-পুত্র হয়, তন্মধ্যে কুশাম্বু হইতে গাধি জন্মগ্রহণ করেন। ৪

সেই গাধির কন্যা সত্যবতীকে ঋচীক-নামক ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন, গাধি ঐ বর কন্যার পক্ষে বিসদৃশ মনে করিয়া ভার্গব ঋচীককে বলিলেন। ৫

হে ব্রাহ্মণ! যাহাদের দক্ষিণ অথবা বামকর্ণ শ্যামবর্ণ, এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্রের তুল্য জ্যোতিঃ, তাদৃশ সহস্রসংখ্যক অশ্ব আমার কন্যার শুল্ক, ইহা অধিক মনে করিবেন না, আমরা কুশিকবংশোদ্ভব। ৬

হে রাজন্! সেই ঋষি এই প্রকার উক্ত হইয়া গাধির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বরুণের নিকটে গেলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে তাদৃশ সহস্র অশ্ব আনয়ন করিয়া ও তাহা শুল্কস্বরূপ গাধিকে প্রদান করিয়া সেই বরাননা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ৭

কিয়ৎকাল পরে পত্নী ও শ্বশ্রূ উভয়েই পুত্র কামনা করিয়া সেই ঋষি ঋচীকের নিকট পুত্রবর প্রার্থনা করেন, তখন ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র উভয় মন্ত্রে উভয়ের জন্য উভয় চরুপাক করিয়া ঋষি স্নান করিতে গমন করেন। ৮

এই সময়ে সত্যবতীর জননী কন্যার চরু শ্রেষ্ঠ, উহার যে পুত্র হইবে সে উত্তম হইবে, ইহা মনে করিয়া সত্যবতীর চরু তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন; সত্যবতীও মাতার প্রার্থনায় ব্রাহ্মমন্ত্রাভিমন্ত্রিত স্বীয় চরু মাতাকে প্রদান করিয়া ক্ষাত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত জননীর চরু ভোজন করেন। ৯

তদ্বিদিত্বা মুনিঃ প্রাহ পত্নীং কষ্টমকারষীঃ। ঘোরো দণ্ডধরঃ পুত্রো ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥১০॥
প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা মৈবং ভূরিতি ভার্গবঃ। অথ তর্হি ভবেৎ পৌত্রো জমদগ্নিস্ততোঽভবৎ ॥১১॥
সা চাভূৎ সুমহৎপুণ্যা কৌশিকী লোকপাবনী।
রেণোঃ সুতাং রেণুকাং বৈ জমদগ্নিরুবাহ যাম্ ॥১২॥
তস্যাং বৈ ভার্গবঋষেঃ সুতা বসুমদাদয়ঃ। যবীয়ান্ যজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥১৩॥
যমাহুর্বাসুদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বো য ইমাং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্ ॥১৪॥
দৃপ্তং ক্ষত্রং ভুবো ভারমব্রহ্মণ্যমনীনশৎ। রজস্তমোবৃতমহন্ ফল্গুন্যপি কৃতেঽংহসি ॥১৫॥
শ্রীরাজোবাচ।
কিং তদংহো ভগবতো রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ। কৃতং যেন কুলং নষ্টং ক্ষত্রিয়াণামভীক্ষ্ণশঃ ॥১৬॥
শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
হৈহয়ানামধিপতিরর্জ্জুনঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ। দত্তং নারায়ণাংশাংশমারাধ্য পরিকর্ম্মভিঃ ॥১৭॥
বাহূন্ দশশতং লেভে দুর্দ্ধর্ষত্বমরাতিষু। অব্যাহতেন্দ্রিয়ৌজঃ শ্রীতেজোবীর্য্যযশোবলম্ ॥১৮॥
যোগেশ্বরত্বমৈশ্বর্য্যং গুণা যত্রাণিমাদয়ঃ। চচারাব্যাহতগতির্লোকেষু পবনো যথা ॥১৯॥

স্নানান্তে প্রত্যাগত মুনি উহা জানিতে পারিয়া পত্নীকে বলিলেন, অহো! তুমি অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ, চরু-বিপর্য্যয় করাতে তোমার ঘোর দণ্ডধর পুত্র হইবে এবং তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মবিত্তম হইবে। সত্যবতী অনেক বিনয়াদি করিয়া মুনিকে প্রসন্ন করিলে এবং এইরূপ যেন না হয় এই প্রার্থনা করিলে মুনি বলিলেন, তোমার পৌত্র ঐরূপ ক্ষাত্রধর্ম্মা হইবে, তাহার পর সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি নামে পুত্র হইয়াছিলেন। ১০-১১

সেই সত্যবতী লোকপাবনী মহাপুণ্যা কৌশিকী নদী হইয়া রহিলেন, হে রাজন্! জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। ১২

সেই রেণুকার গর্ভে জমদগ্নি ঋষির বসুমান্ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে 'রাম' এই নামে বিখ্যাত পুত্র সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাসুদেবাংশ ও হৈহয়-কুলান্তক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তিনি এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ১৩-১৪

জমদগ্নিপুত্র রাম, অতি ক্ষুদ্র অপরাধ করিলেও দৃপ্ত, বেদ ও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধচারী অতএব পৃথিবীর ভারস্বরূপ রজঃ ও তমোগুণাবৃত বহুতর ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিয়াছিলেন। ১৫

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! অজিতেন্দ্রিয় রাজন্যগণ ভগবান্ রামের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন? যাহাতে বারম্বার ক্ষত্রিয়গণের কুল নষ্ট হইল। ১৬

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! হৈহয়দিগের অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, পরিচর্য্যা-কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের অংশাংশ দত্তাত্রেয়কে আরাধনা করিয়া সহস্রবাহু ও অরাতিগণের দুর্দ্ধর্ষত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আর দত্তাত্রেয়ের সেবা দ্বারা ঐ রাজার অব্যাহতেন্দ্রিয়, সামর্থ্য, সম্পদ্, প্রভাব, বীর্য্য, বল, যোগেশ্বরত্ব, আর যাহাতে অণিমাদিগুণ বিরাজমান তাদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভও হইয়াছিল, অতএব তিনি পবনের ন্যায় অপ্রতিহতগতি হইয়া সকল লোক অবাধে ভ্রমণ করিতেন। ১৭-১৯

স্ত্রীরত্নৈরাবৃতঃ ক্রীড়ন্ রেবাম্ভসি মদোৎকটঃ।
বৈজয়ন্তীং স্রজং বিভ্রদ্রুরোধ সরিতং ভুজৈঃ ॥২০॥
বিপ্লাবিতং স্বশিবিরং প্রতিস্রোতঃ সরিজ্জলৈঃ। নামৃষ্যৎ তস্য তদ্বীর্য্যং বীরমানী দশাননঃ ॥২১॥
গৃহীতো লীলয়া স্ত্রীণাং সমক্ষং কৃতকিল্বিষঃ। মাহিষ্মত্যাং সংনিরুদ্ধো মুক্তো যেন কপির্যথা ॥২২॥
স একদা তু মৃগয়াং বিচরন্ বিজনে বনে। যদৃচ্ছয়াশ্রমপদং জমদগ্নেরুপাবিশৎ ॥ ২৩ ॥
তস্মৈ স নরদেবায় মুনিরর্হণমাহরৎ। সসৈন্যামাত্যবাহায় হবিষ্মত্যা তপোধনঃ ॥২৪॥
স বৈ রত্নন্তু তদ্দৃষ্ট্বা আত্মৈশ্বর্য্যাতিশায়নম্। তন্নাদ্রিয়তাগ্নিহোত্র্যাং সাভিলাষঃ সহৈহয়ঃ ॥২৫॥
হবির্ধানীমৃষের্দর্পান্নরান্ হর্ত্তুমচোদয়ৎ। তে চ মাহিষ্মতীং নিন্যুঃ সবৎসাং ক্রন্দতীং বলাৎ ॥২৬॥
অথ রাজনি নির্যাতে রাম আশ্রমমাগতঃ। শ্রুত্বা তৎ তস্য দৌরাত্ম্যং চুক্রোধাহিরিবাহতঃ ॥২৭॥
ঘোরমাদায় পরশুং সতূণং বর্ম্ম কার্ম্মুকম্। অন্বধাবত দুর্ম্মর্ষো মৃগেন্দ্র ইব যূথপম্ ॥২৮॥

একদা ঐ অর্জ্জুন বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া বহুতর রমণীরত্নের সহিত নর্ম্মদা-সলিলে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, মদোন্মত্ততাপ্রযুক্ত কেলি করিতে করিতে বাহু সকল দ্বারা হঠাৎ একবার সেই রেবার স্রোত রোধ করিয়া ফেলিলেন। ২০

(সেই সময়ে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া মাহিষ্মতী পুরীর নিকটে শিবির-স্থাপন-পূর্ব্বক ঐ নদীর তটে দেবার্চ্চনা করিতেছিল, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জলপ্রবাহ রুদ্ধ করাতে) নদীর স্রোত প্রতিকূল হইয়া তট-নিকটবর্ত্তী প্রদেশ প্লাবিত করিতেছিল, প্রতিকূল স্রোতের জলে আপনার শিবির আপ্লাবিত দেখিয়া বীরাভিমানী দশানন অর্জ্জুনের ঐ বীর্য্য সহ্য করিলেন না। ২১

রাবণ তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনকে অভিভব করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। হে রাজন্! রমণীগণের সমক্ষে রাবণ ঐ প্রকার অপরাধ করে, তাহাতে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া মাহিষ্মতীপুরীতে লইয়া গেলেন, এবং বানরের ন্যায় কিয়দ্দিন অবরুদ্ধ রাখিয়া পরে অবজ্ঞাভরে মুক্ত করিয়া দেন। ২২

(এক্ষণে অর্জ্জুন-কৃত অপরাধ প্রদর্শন করিতেছেন) হে রাজন্! একদা অর্জ্জুন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া বিজন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ জমদগ্নিমুনির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। ২৩

তপোধন জমদগ্নিমুনি একটিমাত্র কামধেনু দ্বারা সৈন্য-সামন্ত-মন্ত্রি-বাহনসমেত সেই নরদেব অর্জ্জুনের আতিথ্য সম্পাদন করিলেন। ২৪

সেই হৈহয়গণসহ বর্ত্তমান অর্জ্জুন নিজের ঐশ্বর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ মুনির সেই ধেনু-রত্ন দেখিয়া সেই অগ্নিহোত্র-সম্পাদিকা ধেনুর প্রতি অভিলাষযুক্ত হইলেন, অতএব মুনির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ২৫

তখন অর্জ্জুন ভৃত্যগণকে ঋষির কামধেনু হরণ করিতে সদর্পে আদেশ প্রদান করেন, এবং তাহারা বলপূর্ব্বক রোদন-পরায়ণা সবৎসা সেই ঋষির কামধেনুকে মাহিষ্মতী পুরীতে লইয়া গিয়াছিল। ২৬

অনন্তর রাজা আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে পর রাম আশ্রমে আসিলেন, এবং রাজা অর্জ্জুনের দৌরাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আহত সর্পের ন্যায় তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎক্ষণাৎ ঘোরতম পরশু, তূণ, মহাধনু, ও বর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিংহ যেমন যূথপতি হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, দুঃসহ রাম সেইরূপ রাজা অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ২৭-২৮

তমাপতন্তং ভৃগুবর্য্যমোজসা ধনুর্দ্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধম্ ।
ঐণেয়চর্ম্মাম্বরমর্কধামভির্যুতং জটাভির্দদৃশে পুরীং বিশন্ ॥২৯॥

অচোদয়দ্ধস্তিরথাশ্বপত্তিভির্গদাসিবাণর্ষ্টিশতঘ্নিশক্তিভিঃ ।
অক্ষৌহিণীঃ সপ্তদশাতিভীষণাস্তা রাম একো ভগবানসূদয়ৎ ॥৩০॥

যতো যতোঽসৌ প্রহরৎপরশ্বধো মনোঽনিলৌজাঃ পরচক্রসূদনঃ ।
ততস্ততশ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরা নিপেতুরুর্ব্ব্যাং হতসূতবাহনাঃ ॥৩১॥

দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দ্দমে রণাজিরে রামকুঠারশায়কৈঃ ।
বিবৃক্‌ণবর্ম্মধ্বজচাপবিগ্রহং নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্রুষা ॥৩২॥

অথার্জ্জুনঃ পঞ্চশতেষু বাহুভির্ধনুঃষু বাণান্ যুগপৎ স সন্দধে ।
রামায় রামোঽস্ত্রভৃতাং সমগ্রণীস্তান্যেকধন্বেষুভিরচ্ছিনৎ সমম্ ॥৩৩॥

পুনঃ স্বহস্তৈরচলান্ মৃধেঽঙ্ঘ্রিপান্ উৎক্ষিপ্য বেগাদভিধাবতো যুধি ।
ভুজান্ কুঠারেণ কঠোরনেমিনা চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং ত্বহেরিব ॥৩৪॥

কৃত্তবাহোঃ শিরস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহরৎ। হতে পিতরি তৎপুত্রা অযুতং দুদ্রুবুর্ভয়াৎ ॥৩৫॥

হে রাজন্! অগ্নিহোত্রের ধেনু হরণ করিয়া মাহিষ্মতীপুরী প্রবেশ করিতে করিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, তেজস্বী, ধনুর্দ্ধর, বাণ পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-সমন্বিত, কৃষ্ণাজিন-পরিহিত, সূর্য্য-তুল্য উজ্জ্বল জটাযুক্ত আগতপ্রায় ভৃগুশ্রেষ্ঠ রামকে দেখিয়াছিলেন। ২৯

রাজা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এবং গদা, অসি, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নী ও শক্তি দ্বারা অতিশয় ভীষণ রামকে মারিবার জন্য সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, রাম একাকী সেই সকল সৈন্যকে বিনাশ করিলেন। ৩০

মনও পবনের তুল্য বলশালী, পরশু-প্রহারকারী, পরপক্ষ-সুদন ঐ রাম যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে, সৈন্যগণ ছিন্নোরু, ছিন্ন-ভুজ, ছিন্ন-কন্ধর, ছিন্ন-সারথি-বাহন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। ৩১

হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন, রুধির-ধারায় কর্দ্দমময় রণাঙ্গনে পরশুরামের কুঠার ও বাণ-প্রহারে বর্ম্ম ধ্বজ বাণ ও কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রায় সকল সৈন্যকেই যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া ক্রোধে যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। ৩২

অনন্তর অর্জ্জুন রামকে প্রহার করিবার জন্য পঞ্চশত ধনুকে পঞ্চশতবাণ একসময়ে সন্ধান করিলেন, অস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ রাম এক ধনু ও বাণ দ্বারা সেই সকল বাণ ও ধনুকে একসঙ্গে কাটিয়া ফেলি-লেন। ৩৩

ধনু ও বাণ কাটা গেলে পর অর্জ্জুন সহস্র হস্তে পর্ব্বত ও বৃক্ষ সকল উৎপাটিত করিয়া তৎসহ রামের দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে বেগে ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে জামদগ্ন্য রাম কঠোরাগ্র কুঠার দ্বারা সর্পফণার ন্যায় তাহার বাহু সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৩৪

তাহার পর রাম ছিন্নবাহু অর্জ্জুনের পর্ব্বত-শৃঙ্গ-তুল্য মস্তক ছিন্ন করিয়া আনিলেন। হে রাজন্! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নিহত হইবামাত্র তাহার দশ সহস্র পুত্র ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। ৩৫

অগ্নিহোত্রীমুপাবর্ত্ত্য সবৎসাং পরবীরহা। সমুপেত্যাশ্রমং পিত্রে পরিক্লিষ্টাং সমর্পয়ৎ ॥৩৬॥
স্বকর্ম্ম তৎ কৃতং রামঃ পিত্রে ভ্রাতৃভ্য এবচ। বর্ণয়ামাস তৎ শ্রুত্বা জমদগ্নিরভাষত ॥৩৭॥
রাম রাম মহাবাহো ভবান্ পাপমকারষীৎ। অবধীন্নরদেবং যৎ সর্ব্বদেবময়ং বৃথা ॥৩৮॥
বয়ং হি ব্রাহ্মণাস্তাত ক্ষময়ার্হণতাং গতাঃ। যয়া লোকগুরুর্দেবঃ পারমেষ্ঠ্যমগাৎ পদম্ ॥৩৯॥
ক্ষময়া রোচতে লক্ষ্মীর্ব্রাহ্মী সৌরী যথা প্রভা। ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্তুষ্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥৪০॥
রাজ্ঞো মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্‌গুরুঃ। তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যঙ্গাচ্যুতচেতনঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে পরশুরামচরিতে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর পরশুরাম সবৎসা অগ্নিহোত্রীয় ধেনু লইয়া আশ্রমে আসিলেন, এবং পরহস্ত-গমনে পরিক্লিষ্টা সেই ধেনুকে পিতার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৩৬

পরে রাম স্বকৃত কর্ম্ম পিতা ও ভ্রাতাদের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই কথা শ্রবণ করিয়া জমদগ্নি বলিলেন। ৩৭

হে রাম! হে মহাবাহো! তুমি পাপ করিয়াছ, কারণ, সর্ব্বদেবময় নরদেব অর্জ্জুনকে বৃথা হত্যা করিয়াছ। ৩৮

হে তাত! আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাগুণেই পূজ্য হইয়াছি, ঐ গুণ সামান্য নহে, কারণ, ক্ষমার দ্বারাই ব্রহ্মা লোকগুরু হইয়া পরমেশ্বর-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৯

হে বৎস! ক্ষমা দ্বারা সূর্য্য-সম্বন্ধিনী প্রভার ন্যায় ব্রাহ্মী শ্রী শোভা প্রাপ্ত হয়, এবং ক্ষমাশীল পুরুষদিগের উপর ভগবান্ ঈশ্বর হরি আশু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ৪০

হে বৎস! মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার বধ ব্রহ্মবধ অপেক্ষা গুরুতর, অতএব তুমি অচ্যুতের চিন্তাপরায়ণ হইয়া তীর্থ-সেবা দ্বারা ঐ পাপ দূর কর। ৪১

ইতি নবম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

পিত্রোপশিক্ষিতো রামস্তথেতি কুরুনন্দন। সংবৎসরং তীর্থযাত্রাং চরিত্বাশ্রমমাব্রজৎ ॥১॥

কদাচিদ্রেণুকা যাতা গঙ্গায়াং পদ্মমালিনম্। গন্ধর্ব্বরাজং ক্রীড়ন্তমপ্সরোভিরপশ্যত ॥ ২ ॥

বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা। হোমবেলাং ন সস্মার কিঞ্চিচ্চিত্ররথস্পৃহা ॥৩॥

কালাত্যয়ং তং বিলোক্য মুনেঃ শাপবিশঙ্কিতা। আগত্য কলসং তস্থৌ পুরোধায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥৪॥

ব্যভিচারং মুনির্জ্ঞাত্বা পত্ন্যাঃ প্রকুপিতোঽব্রবীৎ।

ঘ্নতৈনাং পুত্রকাঃ পাপামিত্যুক্তাস্তে ন চক্রিরে ॥৫॥

রামঃ সঞ্চোদিতঃ পিত্রা ভ্রাতৄন্ মাত্রা সহাবধীৎ। প্রভাবজ্ঞো মুনেঃ সম্যক্ সমাধেস্তপসশ্চ সঃ ॥৬॥

বরেণ চ্ছন্দয়ামাস প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ। বব্রে হতানাং রামোঽপি জীবিতঞ্চাস্মৃতিং বধে ॥৭॥

উত্তস্থুস্তে কুশলিনো নিদ্রাপায় ইবাঞ্জসা। পিতুর্বিদ্বাংস্তপোবীর্য্যং রামশ্চক্রে সুহৃদ্বধম্ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! পিতার উপদেশে পরশুরাম "তাহাই করিতেছি" বলিয়া গমন করিলেন এবং সম্বৎসর কাল তীর্থযাত্রা করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ১

কোন এক সময়ে জমদগ্নি-পত্নী রেণুকা গঙ্গায় গমন করিলে তথায় পদ্মমালী গন্ধর্ব্বরাজকে অপ্সরোগণসহ ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলেন। ২

রেণুকা জল আনিবার জন্য নদীতে গমন করিয়াছিলেন, ক্রীড়ারত গন্ধর্ব্বরাজকে অবলোকন করায় ঐ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের প্রতি তিনি ঈষৎ স্পৃহাবতী হইয়া তথায় দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহাতে হোম-সময় যে অতিক্রান্ত হইতেছিল, তাহা তিনি স্মরণ করিলেন না। ৩

অনন্তর রেণুকা আপনিই কালাতিক্রম লক্ষ্য করিয়া ও মুনি শাপ দিবেন এই ভয়ে ভীতা হইয়া সত্বর আশ্রমে আসিলেন এবং অগ্রে কলসীটি রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন। ৪

জমদগ্নি-মুনি পত্নীর ব্যভিচার জানিতে পারিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন, পরে পুত্রগণকে বলিলেন, হে পুত্রগণ! এই পাপিষ্ঠাকে বধ কর, কিন্তু ঐরূপ উক্ত হইয়া পুত্রেরা তাহা করিলেন না। ৫

পরশুরাম জমদগ্নির সমাধি ও তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন, সুতরাং পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে বধ করিয়াছিলেন। ৬

তদনন্তর সত্যবতীনন্দন জমদগ্নি প্রীত হইয়া রামকে যথেচ্ছ বর গ্রহণ করিতে বলিলেন, রামও হত ব্যক্তিগণের পুনর্জীবন ও উহাদের ঐ বধ-বৃত্তান্ত যেন স্মরণ-পথে না আসে এই বর প্রার্থনা করিলেন। ৭

তখন জমদগ্নির বরে হত ব্যক্তিরা কুশলযুক্ত হইয়া নিদ্রাপগমে লোকে যেমন গাত্রোত্থান করে, সেইরূপ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়াছিল, (পরশুরাম এইরূপ নিন্দিত কর্ম্ম কেন করিলেন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন) পরশুরাম পিতার তপোবীর্য্য বিশেষরূপে জানিতেন, তাহাতেই সুহৃদ্বধ করিয়াছিলেন। ৮

বিবৃতি—পরশুরাম মাতা এবং ভ্রাতৃগণের বধার্থ পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অবিচলিত ভাবেই ঐ কার্য্য করেন। কারণ, পিতার আদেশ অবশ্যপালনীয়, স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া আদেশ অমান্য করিলে ভ্রাতৃগণের ন্যায় তাঁহাকেও অভিশপ্ত হইতে হইবে, তিনি ইহাও জানিতেন যে, পিতাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, পিতার তপঃপ্রভাবে পুনরায় ইহাদিগকে জীবিত করিতে পারিবেন, এই সকল বুঝিয়াই রাম মাতা ও ভ্রাতৃগণকে বধ করেন। ৬

যেঽর্জ্জুনস্য সুতা রাজন্ স্মরন্তঃ স্বপিতুর্ব্বধম্। রামবীর্য্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম্ম ন ক্বচিৎ ॥৯॥
একদাশ্রমতো রামে সভ্রাতরি বনং গতে। বৈরং সিষাধয়িষবো লব্ধচ্ছিদ্রা উপাগমন্ ॥১০॥
দৃষ্ট্বাগ্ন্যাগার আসীনমাবেশিতধিয়ং মুনিম্। ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে জঘ্নুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ ॥১১॥
যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ। প্রসহ্য শির উৎকৃত্য নিন্যুস্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ ॥১২॥

রেণুকা দুঃখশোকার্ত্তা নিঘ্নন্ত্যাত্মানমাত্মনা।
রাম রামেতি তাতেতি বিচুক্রোশোচ্চকৈঃ সতী ॥১৩॥

তদুপশ্রুত্য দূরস্থা হা রামেত্যার্ত্তবৎস্বনম্। ত্বরয়াশ্রমমাসাদ্য দদৃশুঃ পিতরং হতম্ ॥১৪॥

তে দুঃখরোষামর্ষার্ত্তিশোকবেগবিমোহিতাঃ।
হা তাত সাধো ধর্ম্মিষ্ঠ ত্যক্ত্বাস্মান্ স্বর্গতোভবান্ ॥১৫॥

বিলপ্যৈবং পিতুর্দ্দেহং নিধায় ভ্রাতৃষু স্বয়ম্। প্রগৃহ্য পরশুং রামঃ ক্ষত্রান্তায় মনো দধে ॥১৬॥

গত্বা মাহিষ্মতীং রামো ব্রহ্মঘ্নবিহতশ্রিয়ম্।
তেষাং স শীর্ষভী রাজন্ মধ্যে চক্রে মহাগিরিম্ ॥১৭॥

হে রাজন্! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যে সকল পুত্র ছিল, তাহারা পরশুরামের বীর্য্যে পরাভূত হইয়া ও আপনাদের পিতার বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কুত্রাপি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ৯

একদিন ভ্রাতৃগণসহ রাম আশ্রম হইতে বনে গমন করিলে ঐ অর্জ্জুন-পুত্রেরা ছিদ্র পাইয়া-বৈর-সাধন মানসে সেই আশ্রমে গমন করিল। ১০

সেই পাপ নিশ্চয় অর্থাৎ ব্রহ্মবধে কৃত-সঙ্কল্প অর্জ্জুনতনয়গণ অগ্নিহোত্র-গৃহের মধ্যে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোক নারায়ণে চিত্ত নিবেশিত করিয়া উপবিষ্ট জমদগ্নি-মুনিকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বধ করিয়াছিল। ১১

অতি দীনা, শোককাতরা রামমাতা অতি নিষ্ঠুর সেই ক্ষত্রিয়াধমদের নিকট পতির প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু উহারা বলপূর্ব্বক মুনির মস্তক কাটিয়া লইয়া গেল। ১২

রাম-মাতা রেণুকা দুঃখ ও শোকে কাতরা হইয়া আপনিই আপনাকে আঘাত করিতে করিতে হা-রাম হা-রাম হা-তাত বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ১৩

দূরস্থিত জমদগ্নি-পুত্রগণ ঐ আর্ত্ত হা-রাম ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিদ্রুত আশ্রমে প্রবেশ করেন, এবং তথায় পিতাকে নিহত দর্শন করেন। ১৪

তাঁহারা দুঃখ, ক্রোধ, অমর্ষ, কাতরতা ও শোক-বেগে বিমোহিত হইলেন, এবং হা-তাত! হা সাধো! হা ধর্ম্মিষ্ঠ! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন, এবম্বিধ বহু বিলাপ করিলেন। অনন্তর রাম পিতার মৃতদেহ ভ্রাতৃগণের নিকটে রাখিয়া ভয়ঙ্কর পরশু গ্রহণ করিলেন ও ক্ষত্রিয়বংশ বিনাশ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৫-১৬

হে রাজন্! রাম ব্রহ্মঘ্নগণ কর্ত্তৃক বিনষ্টশ্রী মাহিষ্মতীপুরীতে গমন করিয়া অর্জ্জুনের পুত্রগণের মস্তক দ্বারা পুরীর মধ্যে একটি বৃহৎ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন। ১৭

তদ্রক্তেন নদীং ঘোরামব্রহ্মণ্যভয়াবহাম্। হেতুং কৃত্বা পিতৃবধং ক্ষত্রেঽমঙ্গলকারিণি ॥১৮॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ। সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্ হ্রদান্ নব ॥১৯॥
পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আধায় বর্হিষি। সর্ব্বদেবময়ং দেবমাত্মানমযজন্মখৈঃ ॥২০॥
দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্।
অধ্বর্য্যবে প্রতীচীং বৈ উদ্গাত্রে উত্তরাং দিশম্ ॥২১॥
অন্যেভ্যোঽবান্তরদিশঃ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ। আর্য্যাবর্ত্তমুপদ্রষ্ট্রে সদস্যেভ্যস্ততঃ পরম্ ॥২২॥
ততশ্চাবভৃথস্নান-বিধূতাশেষকিল্বিষঃ। সরস্বত্যাং মহানদ্যাং রেজে ব্যব্‌ভ্রইবাংশুমান্ ॥২৩॥
স্বদেহং জমদগ্নিস্তু লব্ধ্বা সংজ্ঞানলক্ষণম্।
ঋষীণাং মণ্ডলে সোঽভূৎ সপ্তমো রামপূজিতঃ ॥২৪॥
জামদগ্ন্যোঽপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ। অগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্ত্তয়িষ্যতি বৈ বৃহৎ ॥২৫॥
আস্তেঽদ্যাপি মহেন্দ্রাদ্রৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ। উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ ॥২৬॥
এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অবতীর্য্য পরং ভারং ভুবোঽহন্ বহুশো নৃপান্ ॥২৭॥

তাহাদের রক্তে ব্রহ্মদ্বেষিগণের ভয়াবহ এক নদী করিলেন, এবং ক্ষত্রিয়গণ অন্যায়-বৃত্ত হইলে পিতৃ-বধকে নিমিত্ত করিয়া রাম একবিংশতি বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন এবং তাহাদের রুধিরোদকে পূর্ণ নয়টি হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮-১৯

তদনন্তর পরশুরাম নিহত পিতার মস্তক তাঁহার দেহে যোজিত করিয়া ও কুশোপরি রাখিয়া বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদেবময় আত্মাকে অর্চ্চনা করিলেন। ২০

সেই যজ্ঞে হোতাকে পূর্ব্বদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ-দিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্, ও উদ্গাতাকে উত্তর-দিক্ দক্ষিণা দিলেন। ২১

অন্যান্য ঋত্বিক্‌দিগকে দান করিয়া উপদ্রষ্টা কশ্যপকে মধ্যস্থল আর্য্যাবর্ত্ত দান করিলেন, ইহার পর যাহা অবশিষ্ট ছিল, উহা সদস্যগণকে প্রদান করিলেন। ২২

তাহার পর মহানদী সরস্বতীতে অবভৃথ স্নান করায় রাম অশেষ-পাপমুক্ত হইয়া মেঘশূন্য দিবাকরের ন্যায় বিরাজ করিয়াছিলেন। ২৩

রামপূজিত জমদগ্নি স্মৃতিমাত্রাবিশিষ্ট দেহ লাভ করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হইলেন। ২৪

হে রাজন্! কমললোচন ভগবান্ রামও আগামী মন্বন্তরে বেদ-প্রবর্ত্তিত করিবেন, অর্থাৎ তিনিও বেদ-প্রবর্ত্তক সপ্তর্ষিগণের মধ্যে এক জন হইবেন। ২৫

সেই রাম ন্যস্তদণ্ড (অহিংস্র) ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া অদ্যাপি মহেন্দ্র-পর্ব্বতে বর্ত্তমান আছেন, সিদ্ধচারণগণ তাঁহার বিচিত্র চরিত্র গান করিতেছে। ২৬

হে রাজন্! এই প্রকারে ভগবান্ বিশ্বাত্মা হরি ভৃগুকুলে অবতীর্ণ হইয়া বহুবার ক্ষত্রিয় বধ করিয়া পৃথিবীর পরম ভার হরণ করেন। ২৭

বিবৃতি—এই সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, রাম-জননী রেণুকা পতিহত্যার জন্য একবিংশতিবার নিজের উদরে আঘাত করেন, তাহাতেই পরশুরাম এক-বিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ১৯

কশ্যপোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ। জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ো বিদুঃ। ইহাদের মধ্যে জমদগ্নি সপ্তম। ২৪

গাধেরভূন্মহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ। তপসা ক্ষাত্রমুৎসৃজ্য যো লেভে ব্রহ্মবর্চ্চসম্ ॥২৮॥
বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপ। মধ্যমস্তু মধুচ্ছন্দ মধুচ্ছন্দস এব তে ॥২৯॥
পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেফং দেবরাতঞ্চ ভার্গবম্। আজীগর্ত্তং সুতানাহ জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতাম্ ॥৩০॥
যো বৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ। স্তুত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন্ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ ॥৩১॥
যো রাতো দেবযজনে দেবৈর্গাধিষু তাপসঃ। দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেফস্তু ভার্গবঃ ॥৩২॥

যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ।
অশপৎ তান্ মুনিঃ ক্রুদ্ধো ম্লেচ্ছা ভবত দুর্জ্জনাঃ ॥৩৩॥

স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্দ্ধং পঞ্চাশতা ততঃ। যন্নো ভবান্ সংজানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ম্ ॥৩৪॥
জ্যেষ্ঠং মন্ত্রদৃশং চক্রুস্ত্বামন্বঞ্চো বয়ং স্ম হি। বিশ্বামিত্রঃ সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ।

যে মানং মেঽনুগৃহ্ণন্তো বীরবন্তমকর্ত্ত মাম্ ॥৩৫॥

গাধি হইতে জ্বলন্ত অনলের তুল্য মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। হে রাজন্! ইনি তপঃ-প্রভাবে ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। হে রাজন্! এই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র হয়, তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দ, তাহাতে সকলেই মধুচ্ছন্দস্ বলিয়া উক্ত হইতেন। ২৮-২৯

মহাতপা বিশ্বামিত্র অজীগর্ত্ত-তনয় ভার্গব শুনঃ-শেফকে দেবরাত-নামক স্বীয় পুত্র করিয়া অপর পুত্র-গণকে বলিলেন, তোমরা ইহাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া মান্য কর। হে রাজন্! এই শুনঃশেফ পিতা অজীগর্ত্ত কর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্র রাজার নরমেধ যজ্ঞে পুরুষ-পশুরূপে বিক্রীত এবং প্রজেশাদি দেবগণের স্তব করিয়া পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেবযজনে (যজ্ঞে) দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হন, এবং গাধিবংশে দেবরাত বলিয়া খ্যাত হন, ভৃগুবংশে তাঁহার নাম শুনঃশেফ। ৩০-৩২

মধুচ্ছন্দগণ জ্যেষ্ঠ ছিল, তাহারা দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করাকে নিজেদের অকুশলজনক বলিয়া মনে করিল, সুতরাং পিতার আদেশ পালন করিল না, ইহাতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া বলিলেন, হে দুর্জ্জনগণ! তোমরা ম্লেচ্ছ হও।৩৩

পরে মধ্যমপুত্র মধুচ্ছন্দ পঞ্চাশৎ কনিষ্ঠের সহিত পিতার নিকটে গিয়া বলিলেন, আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব, যাহা অনুমতি করেন, আমরা তাহাই স্বীকার করিব; ইহা বলিয়া মন্ত্রদর্শী শুনঃশেফকে আপনাদের জ্যেষ্ঠ করিলেন, এবং সকলে একবাক্যে বলিলেন, আমরা সকলেই আপনার অনুগামী হইব। এতৎ শ্রবণে বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া পুত্রদিগকে বলিলেন, হে বৎসগণ! তোমরা আমার কথা রক্ষা করিয়া আমাকে পূজ্য ও পুত্রবান্ করিয়াছ, সুতরাং তোমরাও আমার বরে পুত্রবান্ হইবে। ৩৪-৩৫

বিবৃতি—বিশ্বামিত্রতনয়গণমধ্যে ভার্গব অজীগর্ত্ত-নন্দন দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্ব অবগত হওয়া যায়, আশ্বলায়ন ঋষিগণ বৌধায়ন প্রভৃতি কৌশিকগণের দেবরাত-প্রবরত্ব বলিয়াছেন। কোন বংশের অবান্তর ভেদকেই প্রবর বলে, বংশান্তর প্রবর হয় না, স্মৃতিও বলিয়াছেন,

"এক এব ঋষির্যাবৎ প্রবরেষ্বনুবর্ত্ততে।
তাবৎ সমানগোত্রত্বং বিনাভৃগ্বঙ্গিরোগণাৎ।"

তাহা হইলে ভৃগুবংশীয় দেবরাত কিরূপে কৌশিকগণের প্রবর হয়েন, এই আশঙ্কার সমাধান করিয়া বলিয়াছেন, দেবরাতকে পুত্র করিয়া তাহাকে জ্যেষ্ঠ করিবার নিমিত্ত পুত্রগণকে বিশ্বামিত্র অনুরোধ করেন ইত্যাদি। ৩০

এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমন্বিত। অন্যে চাষ্টকহারীতজয়ক্রতুমদাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
এবং কৌশিকগোত্রন্তু বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথগ্বিধম্। প্রবরান্তরমাপন্নং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
শ্রীপরশুরামচরিতং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

হে কুশিকগণ! এই দেবরাত তোমাদের কৌশিকগোত্রজ, যেহেতু ইনি আমার পুত্র হইয়াছেন, অতএব তোমরা ইঁহার অনুগত হও। হে রাজন্! বিশ্বামিত্রের ইহা ভিন্ন অষ্টক, হারীত, জয়, ক্রতুমান, প্রভৃতি অন্য অনেক সন্তান ছিল। ৩৬

এই প্রকারে অনুগৃহীত অপর এক ব্যক্তি পুত্র-রূপে স্বীকৃত হওয়ায় বিশ্বামিত্রের পুত্র দ্বারা কৌশিক-গোত্র নানাপ্রকার হয়, অর্থাৎ কতকগুলি অভিশপ্ত, কতকগুলি প্রবরান্তর প্রাপ্ত হয়, দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ করাতেই এইরূপ ঘটিয়াছিল। ৩৭

ইতি নবম স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ। নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রম্ভশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১॥
অনেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবৃধোঽন্বয়ম্। ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ ॥ ২ ॥
কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ। শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ ॥৩॥
কাশ্যস্য কাশিস্তৎপুত্রো রাষ্ট্রো দীর্ঘতমঃপিতা। ধন্বন্তরির্দৈর্ঘতমস আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ।
যজ্ঞভুগ্বাসুদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রার্ত্তিনাশনঃ ॥ ৪ ॥
তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য জজ্ঞে ভীমরথস্ততঃ। দিবোদাসো দ্যুমাংস্তস্মাৎ প্রতর্দ্দন ইতি স্মৃতঃ ॥৫॥
স এব শত্রুজিৎ বৎস ঋতধ্বজ ইতীরিতঃ। তথা কুবলয়াশ্বেতি প্রোক্তোঽলর্কাদয়স্ততঃ ॥৬॥
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ। নালর্কাদপরো রাজন্ বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥৭॥
অলর্কাৎ সন্ততিস্তস্মাৎ সুনীথোঽথ নিকেতনঃ। ধর্ম্মকেতুঃ সুতস্তস্মাৎ সত্যকেতুরজায়ত ॥৮॥
ধৃষ্টকেতুস্ততস্তস্মাৎ সুকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ। বীতিহোত্রোঽস্য ভর্গোঽতো ভার্গভূমিরভূন্নৃপ ॥৯॥
ইতীমে কাশয়ো ভূপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়ায়িনঃ। রম্ভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! পুরূরবার আয়ু নামে যে পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহার পাঁচটি পুত্র হয়—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রম্ভ, অনেনা। তাঁহাদের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র, তাঁহার তিন-পুত্র হইয়াছিল, কাশ্য, কুশ এবং গৃৎসমদ। তন্মধ্যে গৃৎসমদ হইতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র শৌনক বহ্বৃচপ্রবর ও ঋষি হয়েন। ১-৩

কাশ্যের পুত্র কাশি, তাঁহার পুত্র রাষ্ট্র, তাঁহার পুত্র দীর্ঘতমা, দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক, যজ্ঞভোজী বাসুদেবের অংশ, এবং স্মৃত হইবামাত্র রোগ জন্য ক্লেশ বিনাশ করেন। সে যাহা হউক, ঐ ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান, তাঁহার পুত্র ভীমরথ, তাঁহা হইতে দিবোদাস জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র দ্যুমান, তাঁহাকে প্রতর্দ্দনও বলা হইত। ৪-৫

আর তিনিই শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ, ও কুবলয়াশ্ব নামে অভিহিত হইতেন, ঐ দ্যুমানের অলর্কাদি অনেক পুত্র হয়। ৬

হে রাজন্! অলর্ক ভিন্ন অন্য কোন রাজা যুবা থাকিয়া ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টিশতবর্ষ রাজ্য ভোগ করেন নাই। ৭

অলর্ক হইতে সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র সুনীথ, তাঁহার পুত্র নিকেতন, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মকেতু, তাঁহা হইতে সত্যকেতু উৎপন্ন হন। ৮

সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁহা হইতে ক্ষিতীশ্বর সুকুমার জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র বীতিহোত্র, তাঁহার পুত্র ভর্গ, ভর্গের পুত্র ভর্গভূমি। ৯

হে রাজন্! এই সকল রাজা কাশিবংশীয়, এবং কাশির প্রপিতামহ ক্ষত্রবৃদ্ধের অন্বয়ের অনুগামী ছিলেন, রম্ভের পুত্র রভস, তাঁহার পুত্র গম্ভীর, তাঁহার পুত্র অক্রিয়। ১০

বিশ্বস্তি—শ্রীকৃষ্ণাবতার যে বংশজাত, সেই বংশ অতিবিস্তৃত বলিয়া পূর্ব্বে অন্য বংশসকল বর্ণিত হইয়াছে

তদ্গোত্রং ব্রহ্মবিজ্জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ। শুদ্ধস্ততঃ শুচিস্তস্মাচ্চিত্রকৃদ্ধর্ম্মসারথিঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ শান্তরজা জজ্ঞে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্।
রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্ পুত্ত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥১২॥

দেবৈরভ্যর্থিতো দৈত্যান্ হত্বেন্দ্রায়াদদাদ্দিবম্। ইন্দ্রস্তস্মৈ পুনর্দত্ত্বা গৃহীত্বা চরণৌ রজেঃ।
আত্মানমর্পয়ামাস প্রহ্লাদাদ্যরিশঙ্কিতঃ ॥ ১৩ ॥

পিতর্য্যুপরতে পুত্ত্রা যাচমানায় নো দদুঃ। ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রায় যজ্ঞভাগান্ সমাদদুঃ ॥১৪॥

গুরুণা হূয়মানেঽগ্নৌ বলভিৎ তনয়ান্ রজেঃ। অবধীদ্ভ্রংশিতান্ মার্গান্ন কশ্চিদবশেষিতঃ ॥১৫॥

কুশাৎ প্রতিঃ ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ সঞ্জয়স্তৎসুতো জয়ঃ।
ততঃ কৃতঃ কৃতস্যাপি জজ্ঞে হর্য্যবলো নৃপঃ ॥১৬॥

সহদেবস্ততো হীনো জয়সেনস্তু তৎসুতঃ। সংকৃতিস্তস্য চ জয়ঃ ক্ষত্রধর্ম্মা মহারথঃ।
ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া ভূপা ইমে শৃণ্বথ নাহুষান্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
আয়ুর্বংশো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অক্রিয়ের সন্তান ব্রহ্মবিৎ হইয়াছিলেন, অতঃপর অনেনার বংশ শ্রবণ কর, অনেনার পুত্ত্র শুদ্ধ, শুদ্ধের পুত্ত্র শুচি, তাঁহা হইতে ধর্ম্মসারথি চিত্রকুতের উৎপত্তি হয়। ১১

চিত্রকুতের পুত্ত্র শান্তরজা, তিনি জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানী ছিলেন, একারণ পুত্ত্রোৎপাদন করেন নাই, হে রাজন্! রজির অপরিমিত-বলশালী পাঁচশত পুত্ত্র হইয়াছিল। ১২

একদা রজি দেবতাদিগের প্রার্থনায় দানব বধ করিয়া দেবরাজকে স্বর্গপুরী প্রদান করেন, তাহাতে মহেন্দ্র তাঁহার চরণ-গ্রহণ-পূর্ব্বক ঐ পুরী তাঁহার হস্তে দিয়া প্রহ্লাদাদির ভয়ে আত্মপর্য্যন্ত সমর্পণ করেন। ১৩

রজির মৃত্যুর পর দেবরাজ রজির পুত্ত্রগণের নিকট যখন স্বীয় স্বর্গপুরী যাচ্ঞা করিলেন, তখন তাহারা ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রদান করিল না এবং তাহারা স্বর্গের অধিপতি হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে লাগিল। ১৪

দেবগুরু বৃহস্পতি (রজিপুত্ত্রগণের বুদ্ধিভ্রংশার্থ) অগ্নিতে হোম করিতে আরম্ভ করিলে, নীতিপথভ্রষ্ট সেই রাজপুত্ত্রগণকে ইন্দ্র বধ করেন, এক জনও অবশিষ্ট ছিল না। ১৫

হে রাজন্! ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্ত্র যে কুশ, তাঁহার পুত্ত্র প্রতি, প্রতির পুত্ত্র সঞ্জয়, তাঁহার পুত্ত্র জয়, জয়ের পুত্ত্র কৃত, তাঁহার পুত্ত্র হর্য্যবল, তাঁহার পুত্ত্র সহদেব, তাঁহার পুত্ত্র হীন, হীনের পুত্ত্র জয়সেন, তাঁহার পুত্ত্র সংকৃতি, তাঁহার পুত্ত্র ক্ষাত্রধর্ম্মনিষ্ঠ মহারথ জয়, ইঁহারা নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর নহুষের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ১৬-১৭

ইতি নবম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ কৃতিঃ। ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ ॥ ১ ॥
রাজ্যং নৈচ্ছদ্‌যতিঃ পিত্রা দত্তং তৎপরিণামবিৎ। যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষ আত্মানং নাববুধ্যতে ॥২॥
পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্রাণ্যা ধর্ষণাদ্দ্বিজৈঃ। প্রাপিতেঽজগরত্বং বৈ যযাতিরভবন্নৃপঃ ॥৩॥
চতসৃষ্বাদিশদ্দিক্ষু ভ্রাতৄন্ ভ্রাতা যবীয়সঃ। কৃতদারো জুগোপোর্ব্বীং কাব্যস্য বৃষপর্ব্বণঃ ॥৪॥

শ্রীরাজোবাচ।

ব্রহ্মর্ষির্ভগবান্ কাব্যঃ ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ। রাজন্যবিপ্রয়োঃ কস্মাদ্বিবাহঃ প্রাতিলৌমিকঃ ॥৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

একদা দানবেন্দ্রস্য শর্ম্মিষ্ঠা নাম কন্যকা সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী ॥৬॥
দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেঽবলা ॥ ৭ ॥
তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহ্রুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ ॥৮॥
বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্। সহসোত্তীর্য্য বাসাংসি পর্য্যধুর্ব্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৯॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দেহধারী পুরুষের ছয় ইন্দ্রিয়ের তুল্য নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিয়তি ও কৃতি নামে ছয়টি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যতি রাজ্যের পরিণামবিৎ ছিলেন অর্থাৎ রাজ্যের অনর্থাবহত্ব জানিতেন এবং যে রাজ্যে প্রবিষ্ট পুরুষ আত্মজ্ঞান হারায়, সেই রাজ্য পিতা নহুষ প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ১-২

ইন্দ্রাণীর প্রতি ধৃষ্ট ব্যবহার জন্য পিতা নহুষ অগস্ত্যাদি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্বর্গভ্রষ্ট ও অজগরত্ব প্রাপিত হইলে নহুষের মধ্যমপুত্র যযাতিই রাজা হন। যযাতি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে চারিদিক্ শাসন করিতে আজ্ঞা দান করেন, এবং আপনি শুক্রাচার্য্য ও বৃষপর্ব্বার দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবীকে পালন করিয়াছিলেন। ৩-৪

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মর্ষি এবং নহুষপুত্র রাজা যযাতি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম বিবাহ কি-প্রকারে হইল? ৫

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন! একদিন দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্বার শর্ম্মিষ্ঠানাম্নী কন্যা সহস্রসখীযুক্ত হইয়া গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত পুষ্পিত বৃক্ষসঙ্কুল পুরোদ্যানে বিচরণ করিয়াছিলেন, ঐ উদ্যান বিকসিত পদ্মযুক্ত সরোবরের তীরে অবস্থিত ছিল; শর্ম্মিষ্ঠা ভ্রমরগণের অব্যক্ত মধুর গান শুনিয়া তথায় বিচরণ করিয়াছিলেন। ৬-৭

সেই কন্যাগণ জলাশয়ের নিকটে গিয়া তীরে পরিহিত বস্ত্র রাখিয়া জলমধ্যে নামিল, ও পরস্পরের গাত্রে জল ছিটাইয়া দিতে লাগিল, এইরূপে তাহারা সেই সরোবরে জলবিহার করিয়াছিল। ৮

এই সময়ে দেবদেব গিরিশ দেবীর সহিত বৃষে আরোহণ করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঐ কন্যারা লজ্জিত হইল, এবং তীরে উঠিয়া বসন পরিধান করিয়াছিল। ৯

শর্ম্মিষ্ঠাঽজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ। স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ ॥১০॥
অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম্ম হ্যসাম্প্রতম্। অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ॥১১॥
যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে।
ধার্য্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ ॥১২॥
যান্ বন্দন্ত্যপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ। ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥১৩॥
বয়ং তত্রাপি ভৃগবঃ শিষ্যোঽস্যা নঃ পিতাসুরঃ। অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী ॥১৪॥
এবং ক্ষিপন্তীং শর্ম্মিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাষত। রুষা শ্বসন্ত্যুরঙ্গীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা ॥১৫॥
আত্মবৃত্তমবিজ্ঞায় কত্থসে বহু ভিক্ষুকি। কিং ন প্রতীক্ষসেঽস্মাকং গৃহান্ বলিভুজো যথা ॥১৬॥
এবংবিধৈঃ সুপরুষৈঃ ক্ষিপ্ত্বাচার্য্যসুতাং সতীম্।
শর্ম্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে বাসশ্চাদায় মন্যুনা ॥১৭॥
তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতির্ম্মৃগয়াং চরন্। প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ ॥১৮॥
দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে। গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ ॥১৯॥

শর্ম্মিষ্ঠা ব্যস্ততাপ্রযুক্ত জানিতে না পারিয়া গুরুপুত্রীর বস্ত্র নিজের মনে করিয়া পরিধান করিল, ইহাতে গুরুপুত্রী দেবযানী কুপিতা হইয়া এই কথা বলিলেন, অহো! এই দাসীর অন্যায় কর্ম্ম তোমরা সকলে অবলোকন কর, কুক্কুরী যেমন যজ্ঞের হবি গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় এই দাসী আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। ১০-১১

অহো! যাঁহারা তপস্যা দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা পরমপুরুষ হরির মুখস্বরূপ এবং যাঁহারা ব্রহ্ম ধারণ করেন ও যাঁহারা মঙ্গলময় বেদমার্গ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আর সকল লোকের নাথ সুরেশ্বরগণ ও বিশ্বাত্মা লোকপাবক ভগবান্ শ্রীনিবাসও যাঁহাদিগকে বন্দনা করেন ও যাঁহাদের উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃই পূজ্য, তন্মধ্যে আবার আমরা মহাপ্রভাব ভৃগুবংশে উৎপন্ন, এই দাসীর পিতা অসুর বৃষপর্ব্বা আমাদের শিষ্য, এ অসতীর স্পর্দ্ধা দেখ, শূদ্রজাতির বেদধারণের ন্যায় আমাদের ধারণীয় বসন পরিধান করিল। ১২-১৪

হে রাজন্! গুরুপুত্রী দেবযানী এইরূপ তিরস্কার করিতে থাকিলে শর্ম্মিষ্ঠা রুষ্টা হইয়া ধর্ষিতা সর্পিণীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং ক্রোধে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বলিল। ১৫

হে ভিক্ষুকি! নিজের বৃত্তান্ত না জানিয়া বহু শ্লাঘার কথা তুই বলিয়াছিস্, কাকের ন্যায় তুই কি আমাদের গৃহের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিস না? ১৬

হে রাজন্! শর্ম্মিষ্ঠা এবম্বিধ বহু পরুষবাক্য দ্বারা সতী গুরুকন্যা দেবযানীকে ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোধে দেবযানীর বসন লইয়া সেই বস্ত্র ও দেবযানীকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ১৭

শর্ম্মিষ্ঠা গৃহে গমন করিলে পর যযাতি মৃগয়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপনীত এবং জলাহরণ করিতে গিয়া দেবযানীকে কূপমধ্যে দেখিয়াছিলেন। ১৮

রাজা যযাতি দয়াপরতন্ত্র হইয়া সেই বিবস্ত্রা দেবযানীকে নিজের উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিয়া এবং হস্ত দ্বারা দেবযানীর হস্ত গ্রহণ করিয়া কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ১৯

তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা। রাজংস্ত্বয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞ্জয় ॥২০॥
হস্তগ্রাহোঽপরো মাভূদ্‌গৃহীতায়াস্ত্বয়া হি মে।
এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ ॥২১॥
যদিদং কূপমগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম। ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ।
কচস্য বার্হস্পত্যস্য শাপাদ্‌যমশপং পুরা ॥ ২২ ॥
যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপহৃতমাত্মনঃ। মনস্তু তদ্গতং বুদ্ধ্বা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥২৩॥
গতে রাজনি সা ধীরে তত্র স্ম রুদতী পিতুঃ। ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্ব্বমুক্তং শর্ম্মিষ্ঠয়া কৃতম্ ॥২৪॥
দুর্ম্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্।
স্তুবন্ বৃত্তিঞ্চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ ॥২৫॥
বৃষপর্ব্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্। গুরুং প্রসাদয়ন্মূর্দ্ধ্না পাদয়োঃ পতিতঃ পথি ॥২৬॥

শুক্রকন্যা দেবযানী সেই যযাতিকে প্রেমপরিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, হে পরপুরঞ্জয়! হে রাজন্! আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, আমি এই প্রার্থনা করি, যে কর আপনি একবার গ্রহণ করিলেন, অন্য ব্যক্তি যেন সেই কর পুনরায় গ্রহণ না করে। হে রাজন্! আমাদের এই সম্বন্ধ (প্রতিলোম বলিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ সম্বন্ধ) ঈশ্বর-কৃত, ইহা পুরুষকার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই; আমি যখন কূপমগ্না হইয়াছিলাম, সেই সময় যে আপনার দর্শন হয়, ইহা দৈবকৃত, পুরুষকৃত নহে। হে মহাভুজ! কোন ব্রাহ্মণ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন না, বৃহস্পতির পুত্র কচ আমাকে এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন, এবং আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলাম। ২০-২২

অশাস্ত্রীয়ত্ব-নিবন্ধন অনভিপ্রেত হইলেও দৈব কর্ত্তৃক প্রাপিত মনে করিয়া এবং আপনার অন্তঃকরণকে দেবযানীর প্রতি সকাম দেখিয়া (অধর্ম্মে আমার মন প্রবৃত্ত হয় না ইহা নিশ্চয় করিয়া) তাঁহার ঐ বাক্য নরদেব যযাতি গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ দেবযানীর প্রস্তাবে তিনি স্বীকৃত হইলেন। ২৩

বীরবর রাজা যযাতি চলিয়া গেলে সেই দেবযানী তথায় বসিয়া রোদন করিতে করিতে শর্ম্মিষ্ঠা যাহা করিয়াছিল, তাহা সকলই পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। ২৪

কন্যার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্ষুণ্ণচিত্ত ভগবান্ শুক্রাচার্য্য পৌরোহিত্যবৃত্তির কুৎসা এবং উঞ্ছ-বৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে কন্যার সহিত দৈত্যপুর হইতে নির্গত হইলেন। ২৫

অসুরগণকে পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের জয় সম্পাদন করিব, এইরূপ যাঁহার বক্তব্য, সেই গুরুকে এতাদৃশ শত্রুপক্ষাবলম্বী বুঝিতে পারিয়া বৃষপর্ব্বা সত্বর গুরুর নিকটে গিয়া পথিমধ্যে গুরুর পদতলে পতিত হইলেন, এবং মস্তক দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ২৬

বিবৃতি—বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা গ্রহণ করেন, সেই সময়ে দেবযানী তাঁহাকে পতি করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু কচ গুরুপুত্রী আমার পূজনীয়া, এই মনে করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই; প্রত্যাখ্যাতা হইয়া দেবযানী কচকে বলিলেন, তোমার বিদ্যা নিষ্ফল হউক, তখন কচ বলিলেন, তোমারও ব্রাহ্মণপতি হইবে না, এইরূপ পরস্পর শাপবৃত্তান্ত মহাভারতে আদিপর্ব্বে ও মৎস্যপুরাণে আছে। ২২

ক্ষণার্দ্ধমন্যুর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ।
কামোঽস্যাঃ ক্রিয়তাং রাজন্নৈনাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ॥২৭॥

তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্। পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু ॥২৮॥

পিত্রা দত্তা দেবযান্যৈ শর্ম্মিষ্ঠা সানুগা তদা। স্বানাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্।
দেবযানীং পর্য্যচরৎ স্ত্রীসহস্রেণ দাসবৎ ॥ ২৯ ॥

নাহুষায় সুতাং দত্ত্বা সহ শর্ম্মিষ্ঠয়োশনা। তমাহ রাজন্ শর্ম্মিষ্ঠামধাস্তল্পে ন কর্হিচিৎ ॥৩০॥

বিলোক্যৌশনসীং রাজন্ শর্ম্মিষ্ঠা সুপ্রজাং ক্বচিৎ। তমেব বব্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতৌ সতী ॥৩১॥

রাজপুত্র্যার্থিতোঽপত্যে ধর্ম্মঞ্চাবেক্ষ্য ধর্ম্মবিৎ। স্মরন্ শুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত ॥৩২॥

যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত। দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পূরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥৩৩॥

গর্ভসম্ভবমাসুর্য্যা ভর্ত্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী। দেবযানী পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা ॥৩৪॥

ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র ক্রোধ-প্রকাশকারী গুরু শুক্রাচার্য্য, শিষ্য বৃষপর্ব্বাকে বলিলেন, হে রাজন্! এই আমার কন্যার অভিলাষ পূর্ণ কর, আমি ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তাহাই হউক, বলিয়া বৃষপর্ব্বা তথায় অবস্থিত হইলে দেবযানী নিজের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আমি পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া যেখানে যাইব, তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সখীগণসহ সেই স্থানে আমার অনুগামিনী হইবে। ২৭-২৮

পিতা বৃষপর্ব্বা কর্ত্তৃক সহচরীগণসহ শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর হস্তে অর্পিতা হইয়াছিলেন, তিনি আত্মীয়গণের তাদৃশ সঙ্কট এবং কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া স্ত্রী-সহস্রসহ দাসীর ন্যায় দেবযানীর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, (অথবা শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলে আত্মীয়গণের সঙ্কট এবং শুক্রের অবস্থানে কার্য্যের গৌরব বিবেচনা করিয়া পিতা বৃষপর্ব্বা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে প্রদান করেন ও তিনি দাসীর ন্যায় সহস্র স্ত্রীসহ দেবযানীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন)। ২৯

অনন্তর শুক্রাচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দেবযানীকে নহুষপুত্র যযাতিকে সংপ্রদান করিয়া বলিলেন, যদিও শর্ম্মিষ্ঠাকে আমার কন্যার সহিত তোমাকেই দিতেছি, তথাপি তুমি শর্ম্মিষ্ঠাকে কখনও নিজের শয্যায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৩০

হে রাজন্! কোন সময়ে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে পুত্রবতী দেখিয়া ঋতুকাল উপস্থিত হইলে আপনার সখীর পতি যযাতিকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিলেন। ৩১

রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া রাজা উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেন, যদিও তাঁহার শুক্রাচার্য্যের বাক্য স্মরণ-পথে ছিল, তাহা হইলেও এই দৈবপ্রাপ্ত সঙ্গ তিনি স্বীকার করিলেন। ৩২

দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুইপুত্র প্রসব করেন, আর বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিনপুত্র প্রসব করেন। ৩৩

হে রাজন্! আপনার ভর্ত্তা হইতে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে ইহা অবগত হইবামাত্র অভিমানিনী দেবযানী ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিলেন। ৩৪

বিবৃতি—সন্তানার্থ ঋতুকালে রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনাপূরণে ধর্ম্ম এবং শুক্রবাক্যে শর্ম্মিষ্ঠা-সঙ্গ অকর্ত্তব্য এই উভয় ভাবিয়া রাজার চিত্ত দোলায়মান হইয়াছিল, তিনি দৈবপ্রাপিত সঙ্গ করিলেন। ৩২

প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্। ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥৩৫॥
শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপূরুষ। ত্বাং জরাবিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্ ॥৩৬॥
শ্রীযযাতিরুবাচ।

অতৃপ্তোঽস্ম্যদ্য কামানাং ব্রহ্মন্ দুহিতরি স্ম তে।
ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোঽভিধাস্যতি ॥৩৭॥

ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত। যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ ॥৩৮॥
মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েম্বহম্। বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ ॥৩৯॥
শ্রীযদুরুবাচ।
নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব। অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পূরুষঃ ॥৪০॥
তুর্ব্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যুশ্চানুশ্চ ভারত। প্রত্যাচখ্যুরধর্ম্মজ্ঞা হ্যনিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ ॥৪১॥
অপৃচ্ছৎ তনয়ং পূরুং বয়সোনং গুণাধিকম্। ন ত্বমগ্রজবদ্‌বৎস মাং প্রত্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৪২॥

কামুক যযাতি বহুতর স্তুতিবাক্যে প্রিয়াকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তাঁহার অনুগামী হয়েন; কিন্তু পাদসম্বাহনাদি দ্বারাও তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলেন না। ৩৫

হে মহারাজ! (কন্যার মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া) শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে বলিলেন, রাজন্! তুমি স্ত্রীকামী হইয়া মিথ্যা আচরণ করিয়াছ, অতএব হে মন্দ! এই কারণে মানবগণের বিরূপকারিণী জরা তোমার শরীরে প্রবেশ করিবে। ৩৬

যযাতি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার দুহিতায় কামভোগ দ্বারা আমি এখনও তৃপ্ত হই নাই; তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন, তবে যদি কোন ব্যক্তি তোমার জরা গ্রহণ করে, তবে তাহার বয়স দ্বারা তোমার ইচ্ছানুরূপ কামোপভোগ করিতে পারিবে। ৩৭

হে রাজন্! যযাতি এইরূপ জরা-সংক্রমণের বর প্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে বলিলেন, হে যদো! তাত! তুমি আমার জরা গ্রহণ কর এবং তোমার নিজের বয়স আমাকে দাও। ৩৮

হে বৎস! তোমার মাতামহকৃত এই জরা, তুমি ইহা গ্রহণ কর, আমি এখনও বিষয়োপভোগে তৃপ্তি লাভ করি নাই, অতএব তোমার বয়স দ্বারা কয়েক বৎসরকাল আমি বিহার করিব। ৩৯

যদু বলিলেন, হে পিতঃ! বয়সের মধ্য-সময়ে প্রাপ্ত আপনার জরা গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না, কারণ, গ্রাম্য সুখভোগ না করিয়া কোন পুরুষ তাহাতে বিতৃষ্ণ হইতে পারে না। ৪০

হে রাজন্! ইহার পর তুর্ব্বসু দ্রুহ্যু ও অনু —ইহারাও পিতা কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া ঐরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহারা ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও অনিত্য যৌবনাদি পদার্থে নিত্য বুদ্ধিযুক্ত ছিল, সুতরাং তাহারা যে পিত্রাজ্ঞা পালন করিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? ৪১

ইহার পর যযাতি বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে অধিক পূরুকে জরা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, হে বৎস! তুমি অগ্রজগণের ন্যায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পার না অর্থাৎ তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। ৪২

শ্রীপূরুরুবাচ

কো নু লোকে মনুষ্যেন্দ্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্।
প্রতিকর্ত্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্বিন্দতে পরম্ ॥৪৩॥
উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্য্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ।
অধমোঽশ্রদ্ধয়া কুর্য্যাদকর্ত্তোচ্চরিতং পিতুঃ ॥৪৪॥

ইতি প্রমুদিতঃ পূরুঃ প্রত্যগৃহ্লাজ্জরাং পিতুঃ। সোঽপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে নৃপ ॥৪৫॥
সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক্ পিতৃবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ। যথোপজোষং বিষয়ান্ জুজুষেঽব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৬॥
দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্দেহবস্তুভিঃ। প্রেয়সঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ ॥৪৭॥
অযজদ্যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ। সর্ব্বদেবময়ং দেবং সর্ব্ববেদময়ং হরিম্ ॥৪৮॥
যস্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্নীব জলদাবলিঃ। নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ ॥৪৯॥
তমেব হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশয়ম্। নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুঃ ॥৫০॥
এবং বর্ষসহস্রাণি মনঃষষ্ঠৈর্মনঃসুখম্। বিদধানোঽপি নাতৃপ্যৎ সার্ব্বভৌমঃ কদিন্দ্রিয়ৈঃ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে যাযাতেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

পুরু বলিলেন, হে মনুষ্যেন্দ্র! যে পিতার প্রসাদে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহলোকে কোন্ পুরুষ সেই জন্মদাতা পিতার প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হয়? ৪৩

যে পুত্র পিতার চিন্তিত বিষয় আপনা হইতে সম্পাদন করে, সে পুত্র উত্তম, আদিষ্ট হইয়া যে করে, সে পুত্র মধ্যম, অশ্রদ্ধায় পিতৃনিয়োগ-পালনকারী পুত্র অধম, আর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও যে পুত্র আদেশ পালন করে না, সে পিতার বিষ্ঠামাত্র। ৪৪

এই প্রকার বলিয়া আহ্লাদ-প্রকাশ-পূর্ব্বক পুরু পিতার জরা গ্রহণ করিলেন, যযাতিও পুত্র-যৌবনের দ্বারা বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৫

সপ্তদ্বীপপতি সম্রাট্ যযাতি পিতার ন্যায় প্রজা-গণকে যথাযথ পালন করিতে এবং অব্যাহতেন্দ্রিয় হইয়া নিজের ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। ৪৬

আর প্রেয়সী দেবযানীও মনঃ, বাক্য, দেহ এবং অন্যান্য বস্তু দ্বারা নির্জ্জনে প্রতিদিন প্রিয়তমের পরম-প্রীতি জন্মাইতে আরম্ভ করিলেন। ৪৭

হে রাজন্! অনন্তর যযাতি রাজা বহুতর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্ববেদস্বরূপ যজ্ঞপুরুষ হরির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ৪৮

আকাশে জলদাবলির ন্যায় যাহাতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বপ্ন বা মনোরথের ন্যায় নানারূপে প্রতিভাত হয় ও না-ও হয়, সেই পরমগুহ্য অন্তর্যামী ভগবান্ বাসুদেবকে হৃদয়ে অবস্থাপিত করিয়া অতি সূক্ষ্ম সেই নারায়ণকে নিরাশী যযাতি যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ৪৯-৫০

হে রাজন্! এইরূপে বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম রাজা যযাতি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিয়াও বিষয়লোলুপ ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই ৫১

ইতি নবম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

স ইত্থমাচরন্ কামান্ স্ত্রৈণোপহ্নবমাত্মনঃ। বুদ্ধ্বা প্রিয়ায়ৈ নির্ব্বিণ্ণো গাথামেতামগায়ত ॥১॥
শৃণু ভার্গব্যমূং গাথাং মদ্বিধাচরিতং ভুবি। ধীরা যস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ ॥২॥
বস্ত একো বনে কশ্চিদ্বিচিন্বন্ প্রিয়মাত্মনঃ। দদর্শ কূপে পতিতাং স্বকর্ম্মবশগামজাম্ ॥৩॥
তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বস্তঃ কামী বিচিন্তয়ন্। ব্যধত্ত তীর্থমুদ্ধৃত্য বিষাণাগ্রেণ রোধসি ॥৪॥

সোত্তীর্য্য কূপাৎ সুশ্রোণী তমেব চকমে কিল।
তয়া বৃতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্ব্যোহজাঃ কান্তকামিনীঃ ॥৫॥

পীবানং শ্মশ্রুলং প্রেষ্ঠং মীঢ্বাংসং যাভকোবিদম্। স একোহজবৃষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্দ্ধনঃ।
রেমে কামগ্রহগ্রস্ত আত্মানং নাববুধ্যত ॥ ৬ ॥

তমেব প্রেষ্ঠতময়া রমমাণমজান্যয়া। বিলোক্য কূপসংবিগ্না নামৃষ্যদ্বস্তকর্ম্ম তৎ ॥৭॥
তং দুর্হৃদং সুহৃদ্রূপং কামিনং ক্ষণসৌহৃদম্। ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতা যযৌ ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! সেই স্ত্রৈণ রাজা যযাতি এই প্রকার বিষয়ভোগ করিতে করিতে একদা নিজের এই আত্মবঞ্চন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন ও প্রিয়তমা দেবযানীকে এই গাথা বলিয়াছিলেন। ১

হে ভার্গবি! আমার ন্যায় ব্যক্তির আচরিত ঐ গাথা শ্রবণ কর, বনবাসী ধীরগণ ঐ গ্রামবাসীর জন্য শোক করিয়া থাকেন। ২

এক ছাগ (পুরুষ) বনমধ্যে (সংসারে) আপনার প্রিয় বিষয় অন্বেষণ করিতে করিতে স্বকর্ম্ম-বশে কূপমধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইল। ৩

সেই কামী ছাগ কূপপতিতা ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিয়া কূপ-তটে আপনার শৃঙ্গাগ্র দ্বারা মৃত্তিকাদি উদ্ধরণ করিয়া ছাগীর নির্গমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। ৪

সেই সুন্দরী ছাগী কূপ হইতে উঠিয়া সেই ছাগকে কামনা করিয়াছিল, সেই ছাগী ঐ ছাগকে বরণ করিলে অন্যান্য বহুতর ছাগীও তাহাকে পুষ্ট, রতি-সমর্থ, রেতঃসেক্তা এবং মৈথুনপণ্ডিত, শ্মশ্রুল, নব যুবা দেখিয়া ঐ ছাগের প্রতি অভিলাষিণী হইল। সেই সকল বহু ছাগীর রতিবর্দ্ধন সেই এক অজ, বৃষ কামরূপ গ্রহে গ্রস্ত হইয়া তাহাদের সহিত কেলি করিয়াছিল, সে আপনাকে জানিতে পারিল না। ৫-৬

যে ছাগী কূপে পড়িয়াছিল, সে নিজ হইতে প্রিয়তমা অন্য ছাগীর সহিত নিজের প্রিয়তমকে সর্ব্বদা রমমাণ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধা হইল, ছাগের ঐ কর্ম্ম তাহার সহ্য হইল না। ৭

অতএব সুহৃদ্রূপী অথচ দুষ্টহৃদয় ক্ষণসৌহার্দ্দ ইন্দ্রিয়াসক্ত কামুক সেই ছাগকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত হইয়া স্বামীর (দেহকর্ত্তার) নিকটে গমন করিল। ৮

সোঽপি চানুগতঃ স্ত্রৈণঃ কৃপণস্তাং প্রসাদিতুম্।
কুর্ব্বন্নিড়বিড়াকারং নাশক্নোৎ পথি সন্ধিতুম্ ॥৯॥

তস্য তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যচ্ছিনদ্রুষা। লম্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সন্দধেঽর্থায় যোগবিৎ ॥১০॥
সংবদ্ধবৃষণঃ সোঽপি হ্যজয়া কূপলব্ধয়া। কালং বহুতিথং ভদ্রে কামৈর্নাদ্যাপি তুষ্যতি ॥১১॥
তথাহং কৃপণঃ সুভ্রু ভবত্যাঃ প্রেমযন্ত্রিতঃ। আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া ॥১২॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥১৩॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥১৪॥
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষ্বমঙ্গলম্। সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥১৫॥

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামোদ্রুতং ত্যজেৎ ॥১৬॥

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥১৭॥

অতিশয় স্ত্রৈণ অতএব স্ত্রী-বিচ্ছেদে কাতর সেই ছাগও তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য শব্দ করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইল না। ৯

সেই অজার প্রভু কোন ব্রাহ্মণ সেই ছাগের লম্বমাণ বৃষণ (অণ্ডকোষ) ক্রোধে ছেদন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে সম্ভোগাসমর্থ করিলেন, পরন্তু ঐ ব্রাহ্মণ উপায়জ্ঞ ছিলেন, অতএব আপনার পুত্রীর কামভোগার্থ পুনরায় ঐ অণ্ড যোজন করিলেন, অর্থাৎ পুনর্ব্বার উহাকে রতিশক্তি প্রদান করিলেন। ১০

হে ভদ্রে! সেই ছাগ উক্তরূপে সম্বদ্ধ বৃষণ অর্থাৎ রতিশক্তি-সম্পন্ন হইয়া কূপলব্ধা সেই ছাগীর সহিত বিষয়ভোগে বহুকাল অতিবাহিত করিল, কিন্তু কামসেবার দ্বারা অদ্যাপি তাহার পরিতোষ জন্মে নাই। ১১

হে সুভ্রু! ঐ ছাগের ন্যায় আমিও তোমার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া অতিশয় দীন হইয়াছি, তোমার মায়ায় মোহিত হওয়াতে আমি নিজেকে জানিতে পারিতেছি না। ১২

হে ভদ্রে! পৃথিবীতে ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী, যত আছে তৎসমুদায়েও কামহত পুরুষের মনস্তৃপ্তি হইতে পারে না। ১৩

ফলতঃ বিষয় সকলের উপভোগ দ্বারা কাম কদাপি উপশম প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু ঘৃত দ্বারা বহ্নির ন্যায় বিষয়ভোগে উহা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৪

কিন্তু যখন পুরুষ সর্ব্বভূতে অমঙ্গলভাব অর্থাৎ হিংসাদি ভাবনা করেন, তখন সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সেই পুরুষের সকল দিকই সুখময় হয়। ১৫

অতএব দুর্ম্মতি জনগণের যাহা দুস্ত্যজ এবং জরাজীর্ণ ব্যক্তির নিকটেও যাহা জীর্ণ হয় না, আর যাহা দুঃখরাশি বহন করে, সুখার্থী পুরুষ সেই তৃষ্ণাকে অতি দ্রুত পরিত্যাগ করিবেন। ১৬

মাতা কিম্বা ভগিনী অথবা কন্যার সহিতও নির্জ্জনে একাসনে থাকিবে না, কারণ, ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় বলবান্, উহারা বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। ১৭

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোঽসকৃৎ। তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে ॥১৮॥
তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্। নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥১৯॥
দৃষ্টং শ্রুতমসদ্‌বুদ্ধা নানুধ্যায়েন্ন সংদিশেৎ। সংসৃতিঞ্চাত্মনাশঞ্চ তত্র বিদ্বান্ স আত্মদৃক্ ॥২০॥
ইত্যুক্ত্বা নাহুষো জায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ। দত্ত্বা স্বজরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ ॥২১॥
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দ্রুহ্যুং দক্ষিণতো যদুম্। প্রতীচ্যাং তুর্ব্বসুং চক্রে উদীচ্যামনুমীশ্বরম্ ॥২২॥
ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বস্য পূরুমর্হত্তমং বিশাম্। অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ ॥২৩॥
আসেবিতং বর্ষপূগান্ ষড়্‌বর্গং বিষয়েষু সঃ। ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥২৪॥

স তত্র নির্ম্মুক্তসমস্তসঙ্গ আত্মানুভূত্যা বিধুতত্রিলিঙ্গঃ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ ॥২৫॥

শ্রুত্বা গাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাত্মনঃ।
স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈক্লব্যাৎ পরিহাসমিবেরিতম্ ॥২৬॥

হে ভদ্রে! নিরন্তর বিষয় সকল উপভোগ করায় আমার পূর্ণ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তথাপি সেই সকল বিষয়ে অনুক্ষণই আমার তৃষ্ণা জন্মিতেছে। ১৮

অতএব আমি এই সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ও পরব্রহ্মে মন অর্পণ করিয়া শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু ও নিরহঙ্কার হইয়া বনে মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব। ১৯

হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়কে অসৎ জানিয়া উহাদের অনুধ্যান না করেন এবং উহাকে উপভোগও না করেন, বিষয়ের অনুধ্যানে ও উপভোগে সংসার ও আত্মনাশ হয় ইহা জানেন, তিনিই আত্মদর্শী। ২০

হে রাজন্! নহুষনন্দন যযাতি এই কথা নিজ পত্নী দেবযানীকে বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে তাহার বয়স (যৌবন) প্রদান করিলেন, এবং তাহার নিকট হইতে নিজের জরা গ্রহণ করিলেন এবং নিস্পৃহ হইলেন। ২১

দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণদিকে যদুকে, পশ্চিমদিকে তুর্ব্বসুকে এবং উত্তরদিকে অনুকে রাজা করিয়াছিলেন। ২২

পরে অখিল ভূমণ্ডলের আধিপত্যে প্রিয়তম পুত্র পূরুকে অভিষিক্ত করিয়া এবং পূরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে পুরুর অধীনে সংস্থাপন করিয়া নিজে বনে গমন করিয়াছিলেন। ২৩

হে রাজন্! সেই যযাতি বহুকাল যাবৎ যে বিষয়-সমূহ ষড়িন্দ্রিয় সাহায্যে ভোগ করিয়াছিলেন, উহা ক্ষণকালের মধ্যেই, জাত পক্ষী যেমন নিজের জন্মনীড় ত্যাগ করে, সেইরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ২৪

বনে নির্ম্মুক্ত-সমস্ত-সঙ্গ সেই বিখ্যাত যযাতি, আত্মানুভব দ্বারা ত্রিগুণাত্মক-লিঙ্গরহিত হইলেন, পরে নির্ম্মল পরব্রহ্ম বাসুদেবে অচিরেই ভাগবতী গতি লাভ করিলেন। ২৫

দেবযানী ঐ গাথা শ্রবণ করিয়া উহাকে নিজের নিবৃত্তিমার্গের প্রোৎসাহনকর এবং স্ত্রী ও পুরুষের স্নেহ বিকলতাপ্রযুক্ত পরিহাসের বাক্যের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন। ২৬

সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্। বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ ॥২৭॥
সর্ব্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী। কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ ॥২৮॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে। সর্ব্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে যাযাতং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

পানীয়শালায় যেমন লোক সকল মিলিত হয়, সেইরূপ সংসারে সুহৃদ্‌গণের মিলন হয়, এবং সকলেই ঈশ্বর-পরতন্ত্র সুতরাং কাহারও কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, সকলই ভগবানের মায়া-রচিত ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং স্বপ্ন-তুল্য সকল বিষয়ে সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভার্গবী দেবযানী কৃষ্ণে মন সমাহিত করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ২৭-২৮

হে ভগবন্! আপনি বিধাতা, সর্ব্বভূতের নিবাস-ভূমি, পরমশান্ত, অতি বৃহৎ, আপনাকে নমস্কার করি। ২৯

নবম স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

পূরোর্ব্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি ভারত। যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥১॥

জনমেজয়ো হ্যভূৎ পূরোঃ প্রচিন্বাংস্তৎসুতস্ততঃ।
প্রবীরোঽথ মনস্যুর্বৈ তস্মাচ্চারুপদোঽভবৎ ॥২॥

তস্য সুদ্যুরভূৎ পুত্ত্রস্তস্মাদ্বহুগবস্ততঃ। সংযাতিস্তস্যাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥৩॥

ঋতেয়ুস্তস্য কক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুঃ কৃতেয়ুকঃ। জলেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ ধর্ম্মসত্যব্রতেয়বঃ ॥ ৪ ॥

দশৈতেঽপ্সরসঃ পুত্ত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ। ঘৃতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্য জগদাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

ঋতেয়োরন্তিনাবোঽভূৎ ত্রয়স্তস্যাত্মজা নৃপ। সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ ॥৬॥

তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ। পুত্ত্রোঽভূৎ সুমতেরেভির্দুষ্মন্তস্তৎসুতো মতঃ ॥৭॥

দুষ্মন্তো মৃগয়াং যাতঃ কণ্বাশ্রমপদং গতঃ। তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়া মণ্ডয়ন্তীং রমামিব ॥ ৮ ॥

বিলোক্য সদ্যো মুমুহে দেবমায়ামিব স্ত্রিয়ম্।
বভাষে তাং বরারোহাং ভটৈঃ কতিপয়ৈর্বৃতঃ ॥৯॥

তদ্দর্শনপ্রমুদিতঃ সংনিবৃত্তপরিশ্রমঃ। পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥১০॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং বহু রাজর্ষি ও বহু ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই পূরুবংশ বর্ণন করিব। ১

পূরু হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র প্রচিন্বান্, তাঁহার পুত্র প্রবীর, তাঁহার পুত্র মনস্যু, মনস্যুর পুত্র চারুপদ। ২

চারুপদের পুত্র সুদ্যু, তাঁহার পুত্র বহুগব, তাঁহার পুত্র সংযাতি, তাঁহার পুত্র অহংযাতি, তাঁহার পুত্র রৌদ্রাশ্ব। ৩

রৌদ্রাশ্বের ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে দশটি পুত্র হয়, উহাদের নাম যথা—ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সত্যেয়ু ব্রতেয়ু, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ বনেয়ু। হে রাজন্! যেমন দশ ইন্দ্রিয় জগতের আত্মভূত সূক্ষ্ম প্রাণ-বায়ুর বশবর্ত্তী, সেইরূপ ঐ দশপুত্র রৌদ্রাশ্বের বশবর্ত্তী ছিলেন। ৪-৫

ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব, তাঁহার সুমতি ধ্রুব ও অপ্রতিরথ নামে তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব। ৬

কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, তাঁহা হইতে প্রস্কন্নাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হয়েন, রন্তিনাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুমতি, তাঁহার পুত্র রেভি, রেভির পুত্র দুষ্মন্ত। ৭

একদিন রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে বহির্গত হইয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। সেই কণ্বাশ্রমে উপবিষ্টা এবং লক্ষ্মীর ন্যায় নিজ দেহ-প্রভায় সেই আশ্রম-শোভাকারিণী দেবমায়াতুল্যা এক রমণীকে অবলোকন করিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই রমণীর দর্শনে প্রহৃষ্ট ও বিগতপরিশ্রম, কতিপয়-সৈন্যপরিবৃত রাজা দুষ্মন্ত সেই সুন্দরী রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। কাম-সন্তপ্ত রাজা হাসিতে হাসিতে অতি মধুর বাক্যে সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮-১০

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কস্যাসি হৃদয়ঙ্গমে। কিং ত্বিচ্ছিকীর্ষিতং ত্বত্র ভবত্যা নির্জনে বনে ॥১১॥
ব্যক্তং রাজন্যতনয়াং বেদ্ম্যহং ত্বাং সুমধ্যমে। ন হি চেতঃ পৌরবাণামধর্মে রমতে কচিৎ ॥১২॥

শ্রীশকুন্তলোবাচ।

বিশ্বামিত্রাত্মজৈবাহং ত্যক্তা মেনকয়া বনে। বেদৈতদ্ভগবান্ কণ্বো বীর কিং করবাম তে ॥১৩॥
আস্যতাং হ্যরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামর্হণঞ্চ নঃ। ভুজ্যতাং সন্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে ॥১৪॥

শ্রীদুষ্মন্ত উবাচ।

উপপন্নমিদং সুভ্রু জাতায়াঃ কুশিকান্বয়ে। স্বয়ং হি বৃণতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদৃশং বরম্ ॥১৫॥
ওমিত্যুক্তে যথাধর্ম্মমুপযেমে শকুন্তলাম্। গান্ধর্ব্ববিধিনা রাজা দেশকালবিধানবিৎ ॥১৬॥
অমোঘবীর্য্যো রাজর্ষির্মহিষ্যাং বীর্য্যমাদধে। শ্বোভূতে স্বপুরং যাতঃ কালেনাসূত সা সুতম্ ॥১৭॥
কণ্বঃ কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ। বদ্ধ্বা মৃগেন্দ্রং তরসা ক্রীড়তি স্ম স বালকঃ ॥১৮॥
তং দুরত্যয়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা। হরেরংশাংশসম্ভূতং ভর্ত্তুরন্তিকমাগমৎ ॥ ১৯ ॥

হে কমলপত্রাক্ষি! হৃদয়ঙ্গমে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কি জন্য এই নির্জ্জন বনে বসিয়া আছ? ১১

হে সুমধ্যমে! তুমি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়কন্যা—এই বলিয়াই আমি তোমাকে জানিতেছি, কারণ, পৌরবগণের অন্তঃকরণ কখনও অধর্ম্মে রত হয় না। (যখন তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন তুমি আমার বিবাহ-যোগ্যা ক্ষত্রিয়কন্যা হইবে। কারণ, পৌরবগণ অধর্ম্মজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না)।১২

শকুন্তলা বলিলেন, হে রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের আত্মজা, মাতা মেনকা এই বনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এই সকল বৃত্তান্ত মহর্ষি কণ্ব জানেন, হে বীর! আমি তোমার কি করিব তাহা বল? ১৩

হে অরবিন্দাক্ষ! তুমি এস্থানে উপবেশন কর, এবং আমাদের পূজা গ্রহণ কর, আশ্রমে বহু নীবার-তণ্ডুল আছে, তুমি এখানে ভোজন কর, আর যদি তোমার অভিরুচি হয়, তবে এখানে অবস্থান কর। ১৪

দুষ্মন্ত বলিলেন, হে ভদ্রে! হে সুভ্রু! কুশিক-বংশে জাতা তোমার এই আচরণ উপযুক্তই হইয়াছে, রাজকন্যারা সদৃশ বরকে স্বয়ং বরণ করিয়া থাকেন। ১৫

শকুন্তলা হাঁ বলিয়া একথা স্বীকার করিলে, দেশকাল-বিধানবিৎ রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ববিধি-অনুসারে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৬

অমোঘবীর্য্য রাজর্ষি দুষ্মন্ত, মহিষী শকুন্তলাতে বীর্য্য আধান করিলেন, এবং পরদিন স্বীয়পুরে প্রস্থান করিলেন, যথাকালে শকুন্তলা একটি পুত্র প্রসব করিলেন। ১৭

মহর্ষি কণ্ব সেই বনে জাত কুমারের সমুচিত জাত-কর্ম্মাদি ক্রিয়া করিয়াছিলেন, হে রাজন্! ঐ বালক নিজ বলে সিংহকে আবদ্ধ করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিত। ১৮

প্রমদোত্তমা শকুন্তলা দুরন্ত-বিক্রম, বিষ্ণুর অংশাংশসম্ভূত সেই বালককে লইয়া ভর্ত্তার নিকটে গমন করিলেন। ১৯

যদা ন জগৃহে রাজা ভার্য্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ। শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং খে বাগাহাশরীরিণী ॥২০॥
মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ। ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥২১॥
রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ। ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ॥২২॥
পিতর্য্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ। মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি ॥২৩॥

চক্রং দক্ষিণহস্তেঽস্য পদ্মকোষোঽস্য পাদয়োঃ।
ঈজে মহাভিষেকেণ সোঽভিষিক্তোঽধিরাড়্বিভুঃ ॥২৪॥

পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যৈর্গঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ। মামতেয়ং পুরোধায় যমুনামনু চ প্রভুঃ ॥২৫॥
অষ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান্ ববন্ধ প্রদদদ্বসু। ভরতস্য হি দৌষ্মন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ।

সহস্রং বদ্বশো যস্মিন্ ব্রাহ্মণা গা বিভেজিরে ॥২৬॥

ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং হ্যশ্বান্ বদ্ধা বিস্মাপয়ন্ নৃপান্। দৌষ্মন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ ॥২৭॥

যখন কোন মতেই রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার অনিন্দিত ভার্য্যা ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন না, তখন শ্রবণকারী সর্ব্বপ্রাণীর সমক্ষে অর্থাৎ তাহারা শুনিতে পায়, এই-রূপে আকাশে অশরীরিণী বাণী রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল। ২০

হে দুষ্মন্ত! মাতা ভস্ত্রা অর্থাৎ চর্ম্মপাত্রবৎ আধার-মাত্র, পিতারই পুত্র, যেহেতু আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, অতএব আপন পুত্রকে গ্রহণ করিয়া পালন কর, শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না। ২১

হে নরদেব! যে ব্যক্তি রেতঃসেক করে, পুত্র তাহাকেই যম-ভবন হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে, তুমিই এই গর্ভাধান করিয়াছিলে, শকুন্তলা সত্য কথাই বলিয়াছে। ২২

(আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দুষ্মন্ত পুত্র ও ভার্য্যাকে) গ্রহণ করেন, কিছুকাল পরে) পিতা দুষ্মন্ত উপরত (মৃত) হইলে মহাযশস্বী শকুন্তলার পুত্র ভরত সিংহাসনারূঢ় হইয়া চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সেই হরির অংশ ভরতের মহিমা অদ্যাপি ভূমণ্ডলে গীত হইয়া থাকে। ২৩

ঐ রাজার দক্ষিণ হস্তে চক্রের ও পদদ্বয়ে পদ্ম-কোষের চিহ্ন ছিল, তিনি মহাভিষেক দ্বারা অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া গঙ্গাতীরে পঞ্চপঞ্চাশৎ পবিত্র অশ্ব দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ তিনি গঙ্গাকূলে পঞ্চান্নটি অশ্বমেধ করিয়াছিলেন এবং মমতানন্দন ভরদ্বাজকে পুরোহিত করিয়া যমুনার তীরে অষ্ট-সপ্ততিসংখ্যক মেধ্য অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন, প্রকৃষ্ট গুণযুক্ত দেশে দুষ্মন্তনন্দন ভরতের যজ্ঞীয় অগ্নি প্রণীত হইয়াছিল, তিনি সেই সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ধন দান করিয়াছিলেন, সেই অগ্নি প্রণয়নকালে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ এক এক বদ্ব অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লক্ষের সপ্তাধিকশত ভাগে বিভক্ত ১৩০৮৪ সংখ্যক গাভী বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ২৪-২৬

দুষ্মন্তনন্দন ভরত একেবারে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শতসংখ্যক অশ্ব বন্ধন করিয়া নৃপগণকে বিস্ময়ান্বিত এবং দেবগণের বিভবকেও অতিক্রম করেন; ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই, কারণ, তিনি হরির অংশ বলিয়া হরিকে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ২৭

বিবৃতি—সাচীগুণ শব্দে প্রকৃষ্ট গুণবান্ দেশকে বুঝায়, ত্রয়োদশ সহস্র চতুরশীতি সংখ্যায় এক বদ্ব হয়। ২৬

মৃগান্ শুক্লদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীবৃতান্। অদাৎ কর্ম্মণি মষ্ণারে নিযুতানি চতুর্দ্দশ ॥২৮॥
ভরতস্য মহৎ কর্ম্ম ন পূর্ব্বে নাপরে নৃপাঃ। নৈবাপুর্নৈব প্রাপ্স্যন্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা ॥২৯॥

কিরাতহূণান্ যবনান্ পৌণ্ড্রান্ কঙ্কান্ খশাঙ্ককান্।
অব্রহ্মণ্যনৃপাংশ্চাহন্ ম্লেচ্ছান্ দিগ্বিজয়েঽখিলান্ ॥৩০॥
জিত্বা পুরাসুরা দেবান্ যে রসৌকাংসি ভেজিরে।
দেবস্ত্রিয়োরসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পুনরাহরৎ ॥৩১॥

সর্ব্বান্ কামান্ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী। সমাস্ত্রিনবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্ত্তয়ৎ ॥৩২॥
স সম্রাড়্লোকপালাখ্যমৈশ্বর্য্যমধিরাট্শ্রিয়ম্। চক্রঞ্চাস্খলিতং প্রাণান্মৃষেত্যুপররাম হ ॥৩৩॥
তস্যাসন্ নৃপ বৈদর্ভ্যঃ পত্ন্যস্তিস্রঃ সুসম্মতাঃ। জঘ্নুস্ত্যাগভয়াৎ পুত্রান্ নানুরূপা ইতীরিতে ॥৩৪॥
তস্যৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্। মরুৎসোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ ॥৩৫॥

আর সেই ভরত কর্ম্মবিশেষে অথবা তীর্থে শ্বেতদন্ত কৃষ্ণকায় চতুর্দ্দশনিযুত-সংখ্যক শ্রেষ্ঠ হস্তীকে হিরণ্য-পরিবৃত করিয়া দান করিয়াছিলেন। ১৮

হস্ত দ্বারা যেমন স্বর্গকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ ভরতের মহৎ কর্ম্ম সকল, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী রাজারা প্রাপ্ত হন নাই এবং প্রাপ্ত হইবেনও না। ১৯

ভরত দিগ্বিজয়কালে নিখিল কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক প্রভৃতি অব্রহ্মণ্য রাজগণকে ও সমস্ত ম্লেচ্ছ জাতিকে বধ করিয়াছিলেন। ২০

পূর্ব্বকালে অসুরগণ দেবগণকে জয় করিয়া রসাতলে বাস করিতেছিল এবং সেই বলশালী অসুর-গণ দেব-স্ত্রীগণকেও রসাতলে লইয়া গিয়াছিল, অথবা অসুরেরা অপর লোক দ্বারা দেবাঙ্গনাগণকে রসাতলে লইয়া গিয়াছিল, অথবা দূত প্রেরণ করিয়া দেবাঙ্গনা-দিগকে রসাতলে লইয়াছিল, ভরত সেই অসুরদিগকে জয় করিয়া দেবাঙ্গনাগণকে পুনরায় আনয়ন করেন। ২১

হে রাজন্! মহাত্মা ভরতের রাজত্বকালে স্বর্গ ও পৃথিবী প্রজাগণের সর্ব্বদা সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতেন, অর্থাৎ উপযুক্ত বর্ষণ করিয়া ও উপযুক্ত শস্য জন্মাইয়া প্রজাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেন, এবং ভরত সাতাইশ হাজার বৎসরকাল পর্য্যন্ত সকল দিকে অব্যাহত চক্র (সেনা অথবা আদেশ) প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ২২

কিয়ৎকাল রাজ্যভোগের পর মহারাজ ভরত লোকপালদিগের ঐশ্বর্য্য এবং অধিরাজের সম্পত্তি ও অস্খলিত সৈন্য ও আত্মপ্রাণ সকলই অলীক এইরূপ বিচার করিয়া বিষয় হইতে উপরত হইলেন। ২৩

সেই সম্রাট্ ভরতের বিদর্ভদেশীয় তিনটি সুসম্মত পত্নী ছিলেন, 'এই পুত্র অনুরূপ নহে' এই কথা পতি বলিলে তাঁহারা ব্যভিচার-শঙ্কায় রাজা আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন এই ভয়ে স্ব স্ব পুত্রকে বিনষ্ট করিতেন, (বারম্বার পুত্র দর্শনে ও তাহাদের বৈসাদৃশ্যানুসন্ধানের দ্বারা আমাদিগকেই ব্যভিচারিণী মনে করিয়া ত্যাগ করিবেন, এই মনে করিয়া তাঁহারা পুনঃপুনঃ পুত্রহত্যা করিতেন)। ২৪

এইরূপে ভরতের বংশ ব্যর্থ হইলে তিনি পুত্রের জন্য মরুদ্গণের ও সোমের যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে মরুদ্গণ সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার হস্তে ভরদ্বাজ-নামক পুত্র সমর্পণ করেন। ২৫

অন্তর্ব্বত্ন্যাং ভ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতিঃ।
প্রবৃত্তো বারিতো গর্ভং শপ্ত্বা বীর্য্যমুপাসৃজৎ ॥৩৬॥
তং ত্যক্তুকামাং মমতাং ভর্ত্তুস্ত্যাগবিশঙ্কিতাম্। নামনির্ব্বচনং তস্য শ্লোকমেনং সুরা জগুঃ ॥৩৭॥
মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতে। যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্ ॥৩৮॥
চোদ্যমানা সুরৈরেবং মত্বা বিতথমাত্মজম্। ব্যসৃজন্মরুতোঽবিভ্রন্ দত্তোঽয়ং বিতথেঽন্বয়ে ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে পুরুবংশকীর্ত্তনে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

(ভরদ্বাজের জন্ম-বৃত্তান্ত ও সমর্পণ-প্রকার চারিটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন) হে রাজন্! বৃহস্পতি ভ্রাতৃপত্নী মমতা যখন গর্ভবতী ছিলেন সেই সময়ে একদিন ঐ ভ্রাতৃভার্য্যায় মৈথুনার্থ প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে গর্ভস্থ বালক বৃহস্পতিকে বীর্য্যাধান করিতে নিষেধ করেন, কামান্ধ বৃহস্পতি গর্ভস্থ বালককে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্ধ হও বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন, এবং বলপূর্ব্বক বীর্য্যসেক করেন। ২৬

স্বামী ব্যভিচারিণী শঙ্কা করিয়া পাছে পরিত্যাগ করেন এই ভয়ে ভীতা উতথ্যপত্নী মমতা যখন ঐ কুমারটিকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন দেবগণ ঐ বালকের নাম-নির্ব্বচনরূপ একটি শ্লোক উল্লেখ করেন। ২৭

পুত্রকে ত্যাগ করিতে উদ্যতা মমতাকে বৃহস্পতি বলিলেন, হে মূঢ়ে! (এ বালক একের ক্ষেত্রে অপরের বীর্য্যে দুইজন হইতে জন্মিল, অতএব এ কুমার স্বামীরও পুত্র সুতরাং ভর্ত্তার ভয় না করিয়া) দ্বাজ অর্থাৎ দুইজনের পুত্রকে তুমি ভরণ কর। উত্তরে মমতা বলিলেন, হে বৃহস্পতে! তোমা ও আমা হইতে জাত এই পুত্রকে তুমি পোষণ কর, আমি একাকিনী কেন দুই জনের জাত সন্তানকে পোষণ করিব? পিতা ও মাতা অর্থাৎ বৃহস্পতি ও মমতা এই প্রকার বলিয়া বিবাদ করিতে করিতে ঐ বালককে পরিত্যাগ করিয়া যান, এই কারণে ইঁহার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে। ২৮

হে রাজন্! দেবগণ এই প্রকার বলিতে থাকিলেও ব্যভিচারোৎপন্ন সেই বালককে ব্যর্থ (নিষ্প্রয়োজনক) মনে করিয়া উতথ্যভার্য্যা পরিত্যাগ করিলেন, মরুদ্গণ ঐ বালকটি লইয়া গিয়া প্রতিপালন করেন, যখন ভরতবংশ বিতথ হইবার উপক্রম হইল, তখন মরুদ্গণ রাজা ভরতকে ঐ পুত্রটি সমর্পণ করেন। ২৯

বিবৃতি—বৃহস্পতির শাপে গর্ভস্থ উতথ্যপুত্র অন্ধ দীর্ঘতমা হয়েন, তিনি পাদপ্রহার দ্বারা বৃহস্পতির আস্থিত বীর্য্য যোনির বাহিরে নিঃসারিত করেন, ভূমিতে পতিত ঐ বীর্য্য সদ্যই একটি বালক হয় ৩৬

ইতি নবম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বিতথস্য সুতান্মন্যোর্বৃহৎক্ষত্রো জয়স্ততঃ। মহাবীর্য্যো নরো গর্গঃ সংকৃতিস্তু নরাত্মজঃ ॥১॥
গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সংকৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন। রন্তিদেবস্য মহিমা ইহামুত্র চ গীয়তে ॥২॥
বিয়দ্বিত্তস্য দদতো লব্ধং লব্ধং বুভুক্ষতঃ। নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুম্বস্য সীদতঃ ॥৩॥
ব্যতীয়ুরষ্টচত্বারিংশদহান্যপিবতঃ কিল। ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ং প্রাতরুপস্থিতম্ ॥৪॥

কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তকুটুম্বস্য ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং জাতবেপথোঃ।
অতিথির্ব্রাহ্মণঃ কালে ভোক্তুকামস্য চাগমৎ ॥৫॥

তস্মৈ সংব্যভজৎ সোঽন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। হরিং সর্ব্বত্র সংপশ্যন্ স ভুক্ত্বা প্রযযৌ দ্বিজঃ ॥৬॥
অথান্যো ভোক্ষ্যমাণস্য বিভক্তস্য মহীপতেঃ। বিভক্তং ব্যভজৎ তস্মৈ বৃষলায় হরিং স্মরন্ ॥৭॥
যাতে শূদ্রে তমন্যোঽগাদতিথিঃ শ্বভিরাবৃতঃ। রাজন্ মে দীয়তামন্নং সগণায় বুভুক্ষতে ॥৮॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বিতথের পুত্র মন্যু; মন্যুর বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ এই পাঁচটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে নরের পুত্র সংকৃতি। ১

হে পাণ্ডুনন্দন! সংকৃতির পুত্র গুরু ও রন্তিদেব, রন্তিদেবের মহিমা ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদা গীত হইয়া থাকে। ২

উদ্যম ব্যতীত যাহার ভোগ্য বিত্ত দৈবাধীন হইয়া উপস্থিত হইত, অথবা যাহার বিত্ত নিরন্তর ব্যয়ে নিযুক্ত হইত, তিনি স্বয়ং বুভুক্ষিত থাকিয়াও যখন যাহা লাভ করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা দান করিতেন। তিনি নিষ্কাম, অথচ ধীর ছিলেন, সুতরাং সপরিবারে ক্ষুধায় অবসন্ন থাকিতেন। এক সময় জলমাত্র পান না করিয়া তাঁহার আটচল্লিশ দিন অতীত হইয়াছিল, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর কষ্টপ্রাপ্ত কম্পিত-কলেবর সপরিজন রাজার নিকট উনপঞ্চাশত্তম দিবসের প্রাতঃকালে ঘৃত পায়স সংযাব ও জল উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি উহা ভোজন করিতে যাইবেন এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৩-৫

তখন শ্রদ্ধান্বিত সেই রাজা রন্তিদেব, আদর করিয়া সেই অন্ন তাঁহাকে বিভাগ করিয়া দিলেন, কারণ, তিনি সর্ব্বভূতে হরিকে দেখিতে পাইতেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন। ৬

অনন্তর বিভাগাবশিষ্ট সেই অন্নাদি স্বীয় পরিবারদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে একজন শূদ্র অতিথি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, রন্তিদেব ভগবান্ হরিকে স্মরণ করিয়া সেই বিভক্ত অবশিষ্টান্ন তাহাকেও বিভাগ করিয়া দিলেন। ৭

ভোজনান্তে শূদ্র অতিথি চলিয়া গেলে, কুক্কুরগণে পরিবৃত আর একজন অতিথি আসিয়া বলিল, হে রাজন্! আমি কুক্কুরগণসহ বুভুক্ষিত, সুতরাং ইহাদের সহিত আমাকে অন্ন প্রদান কর। ৮

বিবৃতি—ভরতের বংশ বিতথ (ব্যর্থ) হইলে মরুদ্গণ ভরদ্বাজকে দত্তক পুত্র প্রদান করেন, এজন্য কুমার ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয়ের দত্তকপুত্র বলিয়া ক্ষত্রিয় হয়েন এবং বংশ বিতথ হইলে উঁহাকে দত্তক গ্রহণ করা হইয়াছিল বলিয়া উঁহার নাম বিতথ রাখা হয়। ১

স আদৃত্যাবশিষ্টং যদ্বহুমানপুরস্কৃতম্। তচ্চ দত্ত্বা নমশ্চক্রে শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে বিভুঃ ॥৯॥
পানীয়মাত্রমুচ্ছেষং তচ্চৈকপরিতর্পণম্। পাস্যতঃ পুক্কশোঽভ্যাগাদপো দেহ্যশুভায় মে ॥১০॥
তস্য তাং করুণাং বাচং নিশম্য বিপুলশ্রমম্। কৃপয়া ভৃশসন্তপ্ত ইদমাহামৃতং বচঃ ॥ ১১ ॥

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥১২॥

ক্ষুত্তৃট্‌শ্রমো গাত্রপরিভ্রমশ্চ দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্ব্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তোর্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে ॥১৩॥

ইতি প্রভাষ্য পানীয়ং ম্রিয়মাণঃ পিপাসয়া। পুক্কশায়াদদাদ্ধীরো নিসর্গকরুণো নৃপঃ ॥১৪॥
তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্। আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্মায়া বিষ্ণুবিনির্ম্মিতাঃ ॥১৫॥

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্ ॥১৬॥

রাজা ঐ ব্যক্তিকে বহু আদর করিয়া বহুমান-পুরঃসর যাহা কিছু অন্ন অবশিষ্ট ছিল, সেই সমুদায় কুক্কুরপতি ও কুক্কুরগণকে প্রদান করিয়া নমস্কার করিলেন। ৯

পরে সকল দিয়া একজনের মাত্র তৃপ্তি হয় এমত জল অবশিষ্ট ছিল, রাজা তাহাই পান করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, এমত সময়ে একজন অশুভ-দর্শন চণ্ডাল আসিয়া বলিল, মহারাজ! এই অশুভ ব্যক্তিকে জল প্রদান করুন। ১০

সেই অশুভ ব্যক্তির করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণাময় অতিশয় দুঃখিত রন্তিদেব অতিশয় শ্রান্ত চণ্ডালকে এই অমৃতময় বাক্য বলিয়াছিলেন। ১১

আমি ঈশ্বরের নিকট অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ গতি অথবা মোক্ষও কামনা করি না, আমার প্রার্থনা এই যে, আমি অখিল-দেহধারী প্রাণিগণের অন্তরে স্থিত হইয়া যেন তাহাদের দুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে সকল দেহধারী দুঃখরহিত হয়। ১২

(নিজে রন্তিদেব কেন দুঃখ প্রার্থনা করিতেছেন? ইহার উত্তরে পরদুঃখনিবৃত্তির দ্বারাই তাঁহার সর্ব্ব-দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, এই কথা বলিতেছেন) জীবন-ধারণ করিতে ইচ্ছুক এই দীন জীবের জীবনধারণার্থ জল প্রদান করিলেই আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, গাত্রঘূর্ণন, কাতরতা, ক্লান্তি, খেদ, বিষাদ ও মোহ এই সমুদায় নিবৃত্ত হইবে, এইপ্রকার বলিয়া স্বভাবতঃ দয়ালু মহারাজা রন্তিদেব স্বয়ং পিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়াও সেই পুক্কশকে আপনার পানীয় জল প্রদান করিয়াছিলেন। ১৩-১৪

ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের ফলদাতা ত্রিভুবনের অধীশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণ রন্তিদেবের পরীক্ষার্থ বিষ্ণু-বিনির্ম্মিত মায়ারূপে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কুক্কুরপতি ও চণ্ডালরূপে রন্তিদেবের নিকটে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা রন্তিদেবকে নিজ নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। ১৫

কিন্তু রন্তিদেব সেই সকলকে নমস্কার করিয়া নিঃসঙ্গ ও বিগতস্পৃহ হইলেন, এবং ভক্তিসহকারে কেবল ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন, অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। ১৬

ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্ব্বতোঽনন্যরাধসঃ। মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত ॥১৭॥
তৎপ্রসঙ্গানুভাবেন রন্তিদেবানুবর্ত্তিনঃ। অভবন্ যোগিনঃ সর্ব্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥১৮॥
গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ব্রহ্ম হ্যবর্ত্তত। দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্য্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ ॥১৯॥
পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ। বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রোঽভূদ্ধস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্ ॥২০॥
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ হস্তিনঃ। অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ ॥২১॥
অজমীঢ়াদ্বৃহদিষুস্তস্য পুত্রো বৃহদ্ধনুঃ। বৃহৎকায়স্ততস্তস্য পুত্র আসীজ্জয়দ্রথঃ ॥ ২২ ॥
তৎসুতো বিশদস্তস্য স্যেনজিৎ সমজায়ত। রুচিরাশ্বো দৃঢ়হনুঃ কাশ্যো বৎসশ্চ তৎসুতাঃ ॥২৩॥
রুচিরাশ্বসুতঃ পারঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ। পারস্য তনয়ো নীপস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ ॥২৪॥
স কৃত্ব্যাং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তমজীজনৎ। যোগী স গবি ভার্য্যায়াং বিষ্বক্‌সেনমধাৎ সুতম্ ॥২৫॥
জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্ত্রং চকার হ। উদক্‌সেনস্ততস্তস্মাদ্ভল্লাটো বার্হদীষবাঃ ॥ ২৬ ॥

হে রাজন্! রন্তিদেব নরপতি, ঈশ্বরাতিরিক্ত ফলান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া চিত্তকে ঈশ্বরাবলম্বী অর্থাৎ ঈশ্বর-চিন্তায় একাগ্র করিলে তাঁহার নিকট সেই গুণময়ী মায়া স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। ১৭

আর রন্তিদেবের অনুগামী জনগণ রন্তিদেবের সঙ্গ-প্রভাবে নারায়ণপরায়ণ যোগী হইয়াছিলেন। ১৮

(মন্যুপুত্র নরের বংশ বলিয়া ইদানীং মন্যুপুত্র-গর্গের বংশ বলিতেছেন) গর্গ হইতে শিনি উৎপন্ন হয়েন, তাঁহার পুত্র গার্গ্য, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ প্রবর্ত্তিত হইলেন, মন্যুর অপর পুত্র মহাবীর্য্য হইতে দুরিতক্ষয় উৎপন্ন হয়েন, তাঁহার ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি নামে তিন পুত্র হয়, ইঁহারা তিন জনে ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; মন্যুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, ইঁহা হইতে হস্তিনাপুর হয়। ১৯-২০

অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে হস্তীর তিন পুত্র হয়, অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। ২১

আর অজমীঢ় হইতে বৃহদিষু নামে অন্য এক পুত্র হয়, তাঁহার পুত্র বৃহদ্ধনু, তাঁহার পুত্র বৃহৎকায়, তাঁহার পুত্র জয়দ্রথ। ২২

জয়দ্রথের পুত্র বিষদ, তাঁহার পুত্র শ্যেনজিৎ, শ্যেনজিতের পুত্র রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস। তন্মধ্যে রুচিরাশ্বের পুত্র পার, তাঁহার পুত্র পৃথুসেন, পারের অপর পুত্র নীপ, নীপের শতপুত্র হইয়াছিল। ২৩ ২৪

আর নীপ শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই ব্রহ্মদত্ত যোগী ছিলেন, তিনি সরস্বতী-নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বিষ্বক্‌সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন, ইনি জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, বিষ্বক্‌সেনের পুত্র উদক্‌সেন, ইঁহার পুত্র ভল্লাট, ইঁহারা সকলে বৃহদিষুর বংশধর। ২৫-২৬

বিবৃতি—ভাগবতের মতে শুকদেব জন্মমাত্রই গৃহ ত্যাগ করেন, অথচ হরিবংশে—দেবীভাগবতে আছে, শুক পিতৃকন্যা বীরিণীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি পাঁচটি পুত্র, ও কৃত্বী নাম্নী কন্যা উৎপাদন করেন, যিনি ব্রহ্মদত্তের জননী ও অনুহরাজার পত্নী, যিনি যোগিনী ছিলেন ইত্যাদি। ইহার সিদ্ধান্তে শ্রীধর স্বামী বলেন, এই বংশ ছায়াশুকের, পিতার কাতরতা দেখিয়া শুক ব্যাসের সান্ত্বনার্থ ছায়াশুক রাখিয়া যান, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পাঠে জানা যায়, কলিযুগপ্রবৃত্তির পর ব্যাস ভাগবত নির্ম্মাণ করেন। আরণ্য গজ যেমন বন্ধন সহ্য করিতে পারে না, ইনি সেইরূপ

যবীনরো দ্বিমীঢ়স্য কৃতিমাংস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ। নাম্না সত্যধৃতিস্তস্য দৃঢ়নেমিঃ সুপার্শ্বকৃৎ ॥২৭॥
সুপার্শ্বাৎ সুমতিস্তস্য পুত্রঃ সন্নতিমাংস্ততঃ।
কৃতী হিরণ্যনাভাদ্ যো যোগং প্রাপ্য জগৌস্ম ষট্ ॥২৮॥
সংহিতা প্রাচ্যসাম্নাং বৈ নীপোহ্যুগ্রায়ুধস্ততঃ। তস্য ক্ষেম্যঃ সুবীরোঽথ সুবীরস্য রিপুঞ্জয়ঃ ॥২৯॥
ততো বহুরথো নাম পুরুমীঢ়োঽপ্রজোঽভবৎ। নলিন্যামজমীঢ়স্য নীলঃ শান্তিস্তু তৎসুতঃ ॥৩০॥
শান্তেঃ সুশান্তিস্তৎপুত্রঃ পুরুজোঽর্কস্ততোঽভবৎ।
ভর্ম্ম্যাশ্বস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্ মুদ্গলাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥
যবীনরো বৃহদ্বিশ্বঃ কাম্পিল্যঃ সঞ্জয়ঃ সুতাঃ।
ভর্ম্ম্যাশ্বঃ প্রাহ পুত্রা মে পঞ্চানাং রক্ষণায় হি ॥৩২॥
বিষয়াণামলমিমে ইতি পঞ্চালসংজ্ঞিতাঃ।
মুদ্গলাদ্ ব্রহ্মনির্ব্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গাল্যসংজ্ঞিতম্ ॥৩৩॥
মিথুনং মুদ্গলাদ্ভার্ম্ম্যাদ্দিবোদাসঃ পুমানভূৎ।
অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্তু গোতমাৎ ॥৩৪॥

দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, তাঁহার পুত্র কৃতিমান্, কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি, তাঁহার পুত্র দৃঢ়নেমি, তাঁহার পুত্র সুপার্শ্ব। ২৭

সুপার্শ্ব হইতে সুমতি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র সন্নতিমান্, তাঁহার পুত্র কৃতী, যিনি হিরণ্যনাভের নিকট যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্যসামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগ পূর্ব্বক অধ্যাপনা করেন, সেই কৃতি হইতে উগ্রায়ুধ নীপ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র ক্ষেম্য, তাঁহার পুত্র সুবীর, সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়। ২৮-২৯

হে রাজন্! রিপুঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। (অজমীঢ়ের দুইটি বংশ বলা হইয়াছে, অপর বংশের কথা বলিতেছেন) হে রাজন্! অজমীঢ়ের নলিনী নাম্নী ভার্য্যায় নীল নামে একপুত্র হয়, তাহার পুত্র শান্তি। শান্তির পুত্র সুশান্তি, তাঁহার পুত্র পুরুজ, তাঁহার পুত্র অর্ক, অর্কের পুত্র ভর্ম্ম্যাশ্ব, তাঁহার মুদ্গলাদি পঞ্চ পুত্র হইয়াছিল। ৩০-৩১

এই পাঁচজনের নাম মুদ্গল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব, কাম্পিল্য ও সঞ্জয়। ভর্ম্ম্যাশ্ব বলিয়াছেন, আমার এই পাঁচ পুত্র পঞ্চ বিষয় রক্ষণে সমর্থ, এই কারণে তাহাদের পঞ্চাল সংজ্ঞা হয়, মুদ্গল হইতে মৌদগল্য নামে ব্রহ্মগোত্র হইয়াছিল। ৩২-৩৩

ভর্ম্ম্যাশ্ব-পুত্র মুদ্গল হইতে নরমিথুন অর্থাৎ যমজ সন্তান হয়, তন্মধ্যে দিবোদাস পুরুষ ও অহল্যা কন্যা। সেই অহল্যায় গৌতম হইতে শতানন্দের উৎপত্তি হয়। ৩৪

সংসারবন্ধন সহ্য করিতে অক্ষম ছিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া জাবালি-কন্যা বীটিকাকে মনে মনে ভার্য্যা করিয়াছিলেন, জাবালিও ব্যাসকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন, ব্যাস তাহাতে বীর্য্যাধান করেন, সেই গর্ভ একাদশ বর্ষ অতীত হয়, দ্বাদশ বর্ষে ব্যাস গর্ভস্থ বালককে নিঃসৃত হইতে বলিলে গর্ভস্থ বালক বলিল, মায়া থাকিতে আমি জন্মিব না, তখন ব্যাস-বাক্যে মায়া অপসৃত হইলে শুক জন্মগ্রহণ করেন ও তৎপরেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। দেবীভাগবতে আছে, শুক জনক রাজার উপদেশে বিবাহ করেন ও পুত্র-কন্যা উৎপাদন করেন। ২৫

তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্ব্বেদবিশারদঃ। শরদ্বাংস্তৎসুতো যস্মাদুর্ব্বশীদর্শনাৎ কিল ॥৩৫॥
শরস্তম্বেঽপতদ্রেতো মিথুনং তদভূৎ শুভম্। তদ্দৃষ্ট্বা কৃপয়াগৃহ্ণাৎ শান্তনুর্মৃগয়াং চরন্।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
ভরতবংশানুবর্ণনে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি, তিনি ধনুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র শরদ্বান্, উর্ব্বশী দর্শনে যে শরদ্বানের শুক্র শরস্তম্বে পতিত হয়, সেই শুক্র হইতে শুভ নরমিথুন উৎপন্ন হয়, শান্তনু রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া দৈবাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পান, এবং কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া আইসেন, উহাদের মধ্যে পুরুষটির নাম কৃপ এবং বালিকাটির নাম কৃপী, ইনি দ্রোণপত্নী হইয়াছিলেন। ৩৫-৩৬

ইতি নবম স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

মিত্রায়ুশ্চ দিবোদাসাচ্চ্যবনস্তৎসুতো নৃপ। সুদাসঃ সহদেবোঽথ সোমকো জন্তুজন্মকৃৎ ॥১॥
তস্য পুত্রশতং তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ সুতঃ। স তস্মাদ্ দ্রুপদো জজ্ঞে সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ ॥২॥
দ্রুপদাদ্ দ্রৌপদী তস্য ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সুতাঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ধৃষ্টকেতুর্ভার্ম্যাঃ পাঞ্চালকা ইমে ॥৩॥
যোঽজমীঢ়সুতো হ্যন্য ঋক্ষঃ সংবরণস্ততঃ। তপত্যাং সূর্য্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ ॥৪॥
পরীক্ষিঃ সুধনুর্জহ্নুর্নিষধশ্চ কুরোঃ সুতাঃ। সুহোত্রোঽভূৎ সুধনুষশ্চ্যবনোঽথ ততঃ কৃতী ॥৫॥
বসুস্তস্যোপরিচরে বৃহদ্রথমুখাস্ততঃ। কুশাম্বমৎস্যপ্রত্যগ্রাশ্চেদিপাদ্যাশ্চ চেদিপাঃ ॥৬॥
বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রোঽভূদৃষভস্তস্য তৎসুতঃ। জজ্ঞে সত্যহিতোঽপত্যং পুষ্পবাংস্তৎসুতোজহুঃ ॥৭॥
অন্যস্যামপি ভার্য্যায়াং সকলে দ্বে বৃহদ্রথাৎ। যে মাত্রা বহিরুৎসৃষ্টে জরয়া চাভিসন্ধিতে।
জীব জীবেতি ক্রীড়ন্ত্যা জরাসন্ধোঽভবৎ সুতঃ ॥৮॥
ততশ্চ সহদেবোঽভূৎ সোমাপির্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ। পরীক্ষিরনপত্যোঽভূৎ সুরথো নাম জাহ্নবঃ ॥৯॥
ততো বিদূরথস্তস্মাৎ সার্ব্বভৌমস্ততোঽভবৎ। জয়সেনস্তত্তনয়ো রাধিকোঽতোঽযুতায়্বভূৎ ॥১০॥
ততশ্চাক্রোধনস্তস্মাদ্দেবাতিথিরমুষ্য চ। ঋক্ষস্তস্য দিলীপোঽভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজঃ ॥১১॥

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু, তাঁহার পুত্র চ্যবন, তাঁহার পুত্র সুদাস, তাঁহার পুত্র সহদেব, তাঁহার পুত্র সোমক, সেই রাজার শত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জন্তু জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্র পৃষত, এই পৃষত হইতে সর্ব্বসম্পৎসমন্বিত দ্রুপদ জন্মগ্রহণ করেন। ১-২

দ্রুপদ হইতে দ্রৌপদী কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ইঁহারা সকলে পাঞ্চাল সংজ্ঞিত ভর্ম্ম্যাশ্বের বংশধর। ৩

(অজমীঢ়ের বংশান্তর বলিতেছেন) হে রাজন্! অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্র ঋক্ষ, তাঁহার পুত্র সংবরণ, সেই সংবরণ হইতে সূর্য্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্র-পতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। ৪

পরীক্ষিঃ, সুধনুঃ, জহ্নু ও নিষধ এই চারি জন কুরুর পুত্র, তন্মধ্যে সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তাঁহার পুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃতী। ৫

কৃতির পুত্র উপরিচরবসু, তাঁহা হইতে বৃহদ্রথ প্রমুখ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র ও চেদিপ প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই চেদিপতি। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তাঁহার পুত্র ঋষভ, তাঁহার পুত্র সত্যহিত, তাঁহার পুত্র পুষ্পবান্, তাঁহার পুত্র জহু। ৬-৭

হে রাজন্! বৃহদ্রথের অন্য ভার্য্যায় দুই খণ্ড সন্তান জন্মিয়াছিল, পরে তাহার মাতা ঐ খণ্ড দুইটিকে বাহিরে ফেলিয়া দেয়, পর জরা নাম্নী রাক্ষসী ঐ খণ্ড দুইটিকে একত্র করিয়া জীবিত হও, জীবিত হও, বলিয়া খেলা করিয়াছিল, তাহাতে সেই বালক জীবিত হয় ও জরাসন্ধ নাম হয়, জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, সহদেবের পুত্র সোমাপি, তাঁহা হইতে শ্রুতশ্রবা উৎপন্ন হয়েন, পরীক্ষিঃ নিঃসন্তান ছিলেন, জহ্নুর পুত্র সুরথ, তাঁহার পুত্র বিদূরথ, তাঁহার পুত্র সার্ব্বভৌম, তাঁহার পুত্র জয়সেন, তাঁহার পুত্র রাধিক, তাঁহা হইতে অযুতায়ু উৎপন্ন হয়েন, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তাঁহার পুত্র দেবাতিথি, দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষ হইতে দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার আত্মজ প্রতীপ। ৮-১১

দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহ্লীক ইতি চাত্মজাঃ। পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাপিস্তু বনং গতঃ ॥১২॥

অভবচ্ছান্তনু রাজা প্রাঙ্মহাভিষসংজ্ঞিতঃ।
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ ॥১৩॥

শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ। সমা দ্বাদশ তদ্রাজ্যে ন ববর্ষ যদা বিভুঃ ॥১৪॥

শান্তনুর্ব্রাহ্মণৈরুক্তঃ পরিবেত্তাঽয়মগ্রভুক্। রাজ্যং দেহ্যগ্রজায়াশু পুররাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে ॥১৫॥

এবমুক্তো দ্বিজৈর্জ্যেষ্ঠং ছন্দয়ামাস সোঽব্রবীৎ।
তন্মন্ত্রিপ্রহিতৈর্বিপ্রৈর্বেদাদ্বিভ্রংশিতো গিরা ॥১৬॥

বেদবাদাতিবাদান্ বৈ তদা দেবো ববর্ষ হ।
দেবাপির্যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ ॥১৭॥

সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি।
বাহ্লীকাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ভূরিভূরিশ্রবাস্ততঃ ॥১৮॥

শলশ্চ শান্তনোরাসীদ্গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্। সর্ব্বধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ ॥১৯॥

দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক এই তিনজন প্রতীপের পুত্র, পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেবাপি বনে গমন করেন। ১২

প্রতীপের মধ্যম পুত্র শান্তনু রাজা হইলেন, ইনি পূর্ব্বজন্মে মহাভিষ নামক রাজা ছিলেন, ইনি যাহা যাহা কর দ্বারা স্পর্শ করিতেন, উহা জীর্ণ হইলেও যৌবন প্রাপ্ত হইত এবং তাঁহার স্পর্শে পরম শান্তি লাভ করিত বলিয়া এই কর্ম্ম দ্বারা তিনি শান্তনু নাম প্রাপ্ত হয়েন, যখন দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁহার রাজ্যে দেবতা বর্ষণ করিলেন না। ১৩-১৪

(শান্তনু বৃষ্টি না হইবার কারণ ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলে) ব্রাহ্মণগণ শান্তনুকে বলিলেন, হে রাজন্! তুমি অগ্রজের রাজ্য ভোগ করিতেছ, সুতরাং পরিবেত্তা হইয়াছ, অতএব শীঘ্র পুর ও রাষ্ট্রবৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্রজকে রাজ্য প্রদান কর। ১৫

ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে শান্তনু বনে গিয়া জ্যেষ্ঠকে রাজ্য গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত বহু চেষ্টা করেন, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনই ধর্ম্ম ইত্যাদি বলিয়া রাজ্যগ্রহণার্থ প্রার্থনা করেন। পরন্তু ইতি-পূর্ব্বেই শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার দেবাপিকে পাষণ্ড করিয়া রাজ্যের অযোগ্য করিবার জন্য তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণগণকে পাঠাইয়াছিল, ঐ ব্রাহ্মণগণ পাষণ্ড-মতানুযায়ি কথা দ্বারা বেদ-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করাতে দেবাপি শান্তনুর প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া বেদবাদের নিন্দাসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন, (সুতরাং শান্তনুর রাজ্য গ্রহণে দোষ রহিল না), তখন যথা-কালে বর্ষণ হইতে থাকিল, দেবাপি যোগ অবলম্বন করিয়া কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। ১৬-১৭

কলিযুগে সোমবংশ নষ্ট হইলে সত্যযুগের প্রথমে ইনি সোমবংশ স্থাপন করিবেন। বাহ্লীক হইতে সোমদত্ত উৎপন্ন হয়েন, সোমদত্তের ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল নামে তিন পুত্র হয়, শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে আত্মজ্ঞ সেই ভীষ্ম জন্মিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত ও বিদ্বান্ ছিলেন। ১৮-১৯

বীরযূথাগ্রণীর্যেন রামোঽপি যুধি তোষিতঃ। শান্তনোর্দাসকন্যায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ সুতঃ ॥২০॥
বিচিত্রবীর্য্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ। যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা ॥২১॥
বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোঽহমিদমধ্যগাম্।
হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥২২॥
মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ। বিচিত্রবীর্য্যোঽথোবাহ কাশিরাজসুতে বলাৎ ॥২৩॥
স্বয়ংবরাদুপানীতে অম্বিকাম্বালিকে উভে। তয়োরাসক্তহৃদয়ো গৃহীতো যক্ষ্মণা মৃতঃ ॥২৪॥
ক্ষেত্রেঽপ্রজস্য বৈ ভ্রাতুর্মাত্রোক্তো বাদরায়ণঃ। ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিদুরঞ্চাপ্যজীজনৎ ॥২৫॥
গান্ধার্য্যাং ধৃতরাষ্ট্রস্য জজ্ঞে পুত্রশতং নৃপ। তত্র দুর্য্যোধনো জ্যেষ্ঠো দুঃশলা চাপি কন্যকা ॥২৬॥
শাপান্মৈথুনরুদ্ধস্য পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাং মহারথাঃ। জাতা ধর্ম্মানিলেন্দ্রেভ্যো যুধিষ্ঠিরমুখাস্ত্রয়ঃ ॥২৭॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্র্যাং নাসত্যদস্রয়োঃ। দ্রৌপদ্যাং পঞ্চপঞ্চভ্যঃ পুত্রাস্তে পিতরোঽভবন্ ॥২৮॥
যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ শ্রুতসেনো বৃকোদরাৎ। অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকীর্ত্তিস্তু শতানীকস্তু নাকুলিঃ ॥২৯॥
সহদেবসুতো রাজন্ শ্রুতকর্ম্মা তথাঽপরে।
যুধিষ্ঠিরাৎ তু পৌরব্যাং দেবকোঽথ ঘটোৎকচঃ ॥৩০॥

ভীষ্ম বীরযূথের অগ্রণীও ছিলেন, যিনি যুদ্ধে পরশুরামকে পরিতুষ্ট করেন। শান্তনুর দাশকন্যা সত্যবতীতে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়, চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে নিহত হয়, যে দাশকন্যাতে পরাশর হইতে সাক্ষাৎ হরির কলা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ অবতীর্ণ হয়েন, যাঁহা হইতে বেদ রক্ষিত হয় এবং যাঁহার নিকট আমি ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। সেই ভগবান্ বাদরায়ণ নিজ শিষ্য পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া শান্ত নিজপুত্র আমাকে ভাগবত শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। শান্তনুনন্দন বিচিত্রবীর্য্য স্বয়ম্বর হইতে বলপূর্ব্বক আনীত অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন, ঐ দুই স্ত্রীতে বিচিত্রবীর্য্য অত্যন্ত আসক্ত হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হয়েন। ২০-২৪

মাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ভগবান্ বাদরায়ণ অপুত্রক সহোদর ভ্রাতার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে উৎপাদন করেন্। ২৫

হে রাজন্! তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী নাম্নী পত্নীতে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে, ঐ পুত্রগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন, এবং একটি কন্যা হইয়াছিল, উহার নাম দুঃশলা। ২৬

হে রাজন্! মৃগয়ানিরত পাণ্ডু মৈথুনরত মৃগবধ করেন, ঐ মৃগের শাপে তিনি মৈথুনব্যাপারে নিষিদ্ধ হয়েন, তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম বায়ু ও ইন্দ্র হইতে যুধিষ্ঠিরাদি তিন পুত্র হয়। ২৭

আর তাঁহার মাদ্রী নাম্নী ভার্য্যায় অশ্বিনীকুমার-দ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র জন্মে, এই পাঁচজন হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচজন পুত্র হয়; ইঁহারা তোমার পিতৃব্য ছিলেন। ২৮

হে রাজন্! যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে শ্রুতসেন, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক, সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা; ইহা ভিন্ন ইঁহাদের অপর পুত্রগণও জন্মগ্রহণ করেন, যথা—যুধিষ্ঠির হইতে পৌরবীর গর্ভে দেবক নামে এক পুত্র হয়, ভীমসেন হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে পুত্র জন্মে। ২৯-৩০

ভীমসেনাৎ হিড়িম্বায়াং কাল্যাং সর্ব্বগতস্ততঃ। সহদেবাৎ সুহোত্রস্তু বিজয়াসূত পার্ব্বতী ॥৩১॥

করেণুমত্যাং নকুলো নরমিত্রং তথার্জ্জুনঃ। ইরাবন্তমুলুপ্যাং বৈ সুতায়াং বভ্রুবাহনম্।

মণিপূরপতেঃ সোঽপি তৎপুত্রঃ পুত্রিকাসুতঃ ॥৩২॥

তব তাতঃ সুভদ্রায়ামভিমন্যুরজায়ত। সর্ব্বাতিরথজিদ্বীর উত্তরায়াং ততো ভবান্ ॥৩৩॥

পরিক্ষীণেষু কুরুষু দ্রৌণের্ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা। ত্বঞ্চ কৃষ্ণানুভাবেন সজীবো মোচিতোঽন্তকাৎ ॥৩৪॥

তবেমে তনয়াস্তাত জনমেজয়পূর্ব্বকাঃ। শ্রুতসেনো ভীমসেন উগ্রসেনশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩৫॥

জনমেজয়স্ত্বাং বিদিত্বা তক্ষকান্নিধনং গতম্। সর্পান্ বৈ সর্পযাগাগ্নৌ স হোষ্যতি রুষান্বিতঃ ॥৩৬॥

কালষেয়ং পুরোধায় তুরং তুরগমেধষাট্।
সমন্তাৎ পৃথিবীং সর্ব্বাং জিত্বা যক্ষ্যতি চাধ্বরৈঃ ॥৩৭॥

তস্য পুত্রঃ শতানীকো যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ত্রয়ীং পঠন্।
অস্ত্রজ্ঞানং ক্রিয়াজ্ঞানং শৌনকাৎ পরমেষ্যতি ॥৩৮॥

এবং ভীমসেন হইতে তাঁহার অপর ভার্য্যা কালীর গর্ভে সর্ব্বগত নামে পুত্র হয়। এবং সহদেব হইতে তৎপত্নী পর্ব্বতদুহিতা বিজয়া সুহোত্র নামে এক পুত্র প্রসব করেন। নকুল করেণুমতী নাম্নী ভার্য্যায় নরমিত্র নামে পুত্র উৎপাদন করেন। সেইরূপ অর্জ্জুন নাগকন্যা উলুপীতে ইরাবান্ নামক পুত্র উৎপাদন করেন, আর মণিপুরপতির কন্যাতে বভ্রুবাহন নামক পুত্র উৎপাদন করেন, কিন্তু সেই বভ্রুবাহন পুত্রিকা-পুত্র, এইজন্য সে অর্জ্জুনের পুত্র নহে, মণিপুররাজেরই পুত্র হয়। ৩১-৩২

অর্জ্জুনের অপর ভার্য্যা সুভদ্রাতে তোমার পিতা অভিমন্যু উৎপন্ন হয়েন, তিনি সকল অধিরথগণ-জেতা মহাবীর ছিলেন, তাঁহার ঔরসে উত্তরার গর্ভে তোমার জন্ম হয়। ৩৩

হে রাজন্! কুরুবংশ পরিক্ষীণ হইলে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রতেজে তুমি দগ্ধ হও, পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে যমের হস্ত হইতে জীবনসহ তুমি মোচিত হও। হে তাত! এক্ষণে তোমার জনমেজয় প্রভৃতি এই সকল পুত্র যথা—জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন। ৩৪-৩৫

জনমেজয়, তক্ষক হইতে তোমার নিধনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোষবশে সর্প-যজ্ঞাগ্নিতে সর্প সকলকে হোম করিবে। ৩৬

তোমার ঐ পুত্র জনমেজয় কালষেয় তুর নামক ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে এবং সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া অন্যান্য বহুযজ্ঞ করিবে (অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত ভবিষ্য বৃত্তান্ত বলিতে-ছেন) হে রাজন্! জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যাদি মুনির নিকট বেদ পাঠ করেন, এবং ক্রিয়া জ্ঞান লাভ করিতে (কৃপাচার্য্য হইতে) অস্ত্র-জ্ঞান ও শৌনক হইতে পরমাত্ম জ্ঞান লাভ করিবেন। ৩৭-৩৮

বিবৃতি—বিবাহের সময়ে কন্যার পিতা বরের সহিত যদি এইরূপ সর্ত্ত করিয়া কন্যা দান করেন যে, এই কন্যার যে পুত্র হইবে, সেই পুত্র আমার, তাহা হইলে ঐ কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে পুত্রিকাপুত্র বলে, বভ্রুবাহন পুত্রিকাপুত্র ছিলেন বলিয়া পাণ্ডবদের দায়াদ হন নাই। ৩২

সহস্রানীকস্তৎপুত্রস্ততশ্চৈবাশ্বমেধজঃ। অসীমকৃষ্ণস্তস্যাপি নেমিচক্রস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩৯ ॥
গজাহ্বয়ে হৃতে নদ্যা কৌশাম্ব্যাং সাধু বৎস্যতি। উক্তস্ততশ্চিত্ররথস্তস্মাচ্ছুচিরথঃ সুতঃ ॥৪০॥
তস্মাচ্চ বৃষ্টিমাংস্তস্য সুষেণোঽথ মহীপতিঃ। সুনীথস্তস্য ভবিতা নৃচক্ষুর্যৎ সুখীনলঃ ॥৪১॥
পরিপ্লবঃ সুতস্তস্মান্মেধাবী সুনয়াত্মজঃ। নৃপঞ্জয়স্ততো দূর্বস্তিমিস্তস্মাজ্জনিষ্যতি ॥৪২॥
তিমের্বৃহদ্রথস্তস্মাচ্ছতানীকঃ সুদাসজঃ। শতানীকাদ্দুর্দমনস্তস্যাপত্যং মহীনরঃ ॥ ৪৩ ॥
দণ্ডপাণির্নিমিস্তস্য ক্ষেমকো ভবিতা যতঃ। ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ ॥৪৪॥
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ।
অথ মাগধরাজানো ভাবিনো যে বদামি তে ॥৪৫॥
ভবিতা সহদেবস্য মার্জ্জারির্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ। ততো যুতায়ুস্তস্যাপি নিরমিত্রোঽথ তৎসুতঃ ॥৪৬॥
সুনক্ষত্রঃ সুনক্ষত্রাদ্বৃহৎসেনোঽথ কর্ম্মজিৎ। ততঃ সুতঞ্জয়াদ্বিপ্রঃ শুচিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥৪৭॥
ক্ষেমোঽথ সুব্রতস্তস্মাদ্ধর্ম্মসূত্রঃ সমস্ততঃ। দ্যুমৎসেনোঽথ সুমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ ॥৪৮॥
সুনীথঃ সত্যজিদথ বিশ্বজিদ্যদ্রিপুঞ্জয়ঃ। বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
শান্তনুবংশকীর্ত্তনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

শতানীকের পুত্র সহস্রানীক, তাঁহা হইতে অশ্বমেধ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার পুত্র অসীমকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র নেমিচক্র। ৩৯

নেমিচক্রের রাজত্বকালে গঙ্গানদী কর্ত্তৃক হস্তিনাপুর অপহৃত হইলে নেমিচক্র কৌশাম্বীতে বাস করিবেন, নেমিচক্রের উক্ত নামে পুত্র হইবে, তাঁহার পুত্র চিত্ররথ, তাঁহার পুত্র শুচিরথ হইবে। ৪০

শুচিরথের পুত্র বৃষ্টিমান, তাঁহার সুষেণ নামে পুত্র হইবে, সুষেণের সুনীথ নামে পুত্র হইবে, তাঁহার পুত্র নৃচক্ষু, তাঁহা হইতে সুখীনল জন্মগ্রহণ করিবে। ৪১

সুখীনলের পুত্র পরিপ্লব, তাঁহা হইতে সুনয় জন্মিবে, তাঁহার পুত্র মেধাবী, তাঁহার পুত্র নৃপঞ্জয়, তাঁহার পুত্র দূর্ব্ব, এবং দূর্ব্ব হইতে তিমি জন্মগ্রহণ করিবে। তিমি হইতে বৃহদ্রথ এবং বৃহদ্রথ হইতে সুদাস ও সুদাস হইতে শতানীক জন্মিবে, শতানীকের পুত্র দুর্দ্দম, তাঁহার পুত্র মহীনর। ৪২-৪৩

মহীনরের পুত্র দণ্ডপাণি, তাঁহার পুত্র নিমি, তাঁহার পুত্র ক্ষেমক উৎপন্ন হইবে, দেবর্ষিসৎকৃত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যোনি এই বংশ ক্ষেমককে রাজা পাইয়া কলিযুগে অবসান প্রাপ্ত হইবে, ইহার পর মগধ বংশীয় যে সকল রাজা হইবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি। ৪৪-৪৫

জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের মার্জ্জারি নামে পুত্র হইবে, তাঁহার পুত্র শ্রুতশ্রবা, তাঁহার পুত্র যুতায়ু, তাঁহার তনয় নরমিত্র, তৎসুত সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্রের পুত্র বৃহৎসেন, তাঁহার পুত্র কর্ম্মজিৎ, তাঁহার পুত্র সুতঞ্জয়, সুতঞ্জয় হইতে বিপ্র নামে নরপতি হইবে, বিপ্রের শুচি নামে পুত্র হইবে। ৪৬-৪৭

শুচির পুত্র ক্ষেম, তাঁহা হইতে সুব্রত জন্মগ্রহণ করিবে, সুব্রতের পুত্র ধর্ম্মসূত্র, তাঁহার পুত্র সম, ঐ সম হইতে দ্যুমৎসেন উৎপন্ন হইবেন, তাঁহার পুত্র সুমতি, তাঁহা হইতে সুবল, সুবলের পুত্র সুনীথ, তাঁহার পুত্র বিশ্বজিৎ, তাঁহা হইতে রিপুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবে, হে রাজন্! সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বৃহদ্রথবংশীয় এই ভূপালগণ রাজত্ব করিবেন। (অতঃপর যাঁহারা রাজা হইবেন, দ্বাদশ স্কন্ধে তাহা বর্ণিত হইবে)। ৪৮-৪৯

ইতি নবম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরেক্ষুশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ। সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়স্তৎসুতস্ততঃ ॥ ১॥

জনমেজয়স্তস্য পুত্রো মহাশালো মহামনাঃ। উশীনরস্তিতিক্ষুশ্চ মহামনস আত্মজৌ ॥ ২ ॥

শিবির্ব্বরঃ কৃমির্দ্দক্ষশ্চত্বারোশীনরাত্মজাঃ। বৃষাদর্ভঃ সুবীরশ্চ মদ্রঃ কেকয় আত্মবান্ ॥৩॥

শিবেশ্চত্বার এবাসংস্তিতিক্ষোশ্চ রুষদ্রথঃ। ততো হোমোঽথসুতপা বলিঃ সুতপসোঽভবৎ ॥৪॥

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ সুহ্মপুণ্ড্রৌড্রসংজ্ঞিতাঃ। জজ্ঞিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ ॥৫॥

চক্রুঃ স্বনাম্না বিষয়ান্ ষড়িমান্ প্রাচ্যকাংশ্চ তে। খলপানোঽঙ্গতো জজ্ঞে তস্মাদ্দিবিরথস্ততঃ ॥৬॥

সুতো ধর্ম্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোঽপ্রজাঃ। রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা ॥৭॥

শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ যাম্। দেবেঽবর্ষতি যং রামা আনিন্যুর্হরিণীসুতম্ ॥৮॥

নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈর্ব্বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ। স তু রাজ্ঞোঽনপত্যস্য নিরূপ্যেষ্টিং মরুত্বতে ॥৯॥

প্রজামদাদ্দশরথো যেন লেভেঽপ্রজাঃ প্রজাঃ। চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্তু তৎসুতঃ ॥১০॥

বৃহদ্রথো বৃহৎকর্ম্মা বৃহদ্ভানুশ্চ তৎসুতাঃ। আদ্যাদ্বৃহন্মনাস্তস্মাজ্জয়দ্রথ উদাহৃতঃ ॥ ১১ ॥

শুকদেব বলিলেন, অনুর সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু নামে তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে সভানরের পুত্র কালনর, তাঁহা হইতে সৃঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। ১

সৃঞ্জয় হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন, জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল, তাঁহার পুত্র মহামনা, উশীনর ও তিতিক্ষু এই দুই জন মহামনার আত্মজ। ২

উশীনরের চারি পুত্র যথা—শিবি, বর, কৃমি এবং দক্ষ, তন্মধ্যে শিবির চারি পুত্র হয়, যথা—বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয়। তিতিক্ষু হইতে জয়দ্রথ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র হোম, তাঁহার পুত্র সুতপাঃ, সুতপা হইতে বলি উৎপন্ন হয়েন। ৩-৪

ঐ বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা হইতে অঙ্গ, বঙ্গ,কলিঙ্গ প্রভৃতি এবং সুহ্ম,পুণ্ড্র, ওড্র নামে বহু নরপতি উৎপন্ন হয়েন। তাঁহারা স্ব স্ব নামে ঐ ছয়টি জনপদ এবং প্রাচ্যদেশ সকল স্ব স্ব বিষয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অঙ্গ নামক রাজা হইতে খলপান উৎপন্ন হয়েন, খলপানের পুত্র দিবিরথ। ৫-৬

দিবিরথের পুত্র ধর্ম্মরথ, তাঁহার পুত্র চিত্ররথ, ইঁনি নিঃসন্তান রোমপাদনামে খ্যাত ছিলেন, রোমপাদ দশরথের সখা, সুতরাং নিঃসন্তান সখা রোমপাদকে দশরথ নিজ কন্যা শান্তাকে পুত্রার্থ দান করিয়াছিলেন, যে শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গমুনি বিবাহ করেন। হে রাজন্! রোমপাদ রাজার রাজ্যে কোন কারণে কিয়ৎকাল দেবতা বারি বর্ষণ করেন না, তাহাতে রাজার অনুমতিক্রমে বারাঙ্গনাগণ তপোবনে গিয়া গীত, বাদ্য, নাট্য, বিভ্রম, বিলাস, এবং আলিঙ্গন ও পূজা দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। (ঋষ্যশৃঙ্গ আসিবামাত্র বৃষ্টি হয়) সেই ঋষ্যশৃঙ্গমুনি অপুত্রক রাজা রোমপাদের মরুদযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে পুত্র দান করেন এবং ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া অপুত্রক রাজা দশরথ চারি পুত্র লাভ করেন, রোমপাদ রাজা হইতে চতুরঙ্গ উৎপন্ন হয়েন, তাঁহার পুত্র পৃথুলাক্ষ। ৭-১০

পৃথুলাক্ষের বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম্মা ও বৃহদ্ভানু নামে তিনপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বৃহন্মনা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র জয়দ্রথ। ১১

স্য সংভূত্যাং ততো ধৃতিরজায়ত। ততো ধৃতব্রতস্তস্য সৎকর্ম্মাধিরথস্ততঃ ॥১২॥
যোঽসৌ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ মঞ্জুষান্তর্গতং শিশুম্।
কুন্ত্যাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোঽকরোৎ সুতম্ ॥১৩॥
বৃষসেনঃ সুতস্তস্য কর্ণস্য জগতীপতে। দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো বভ্রুঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ ॥১৪॥
আরব্ধস্তস্য গান্ধারস্তস্য ধর্ম্মস্ততো ধৃতঃ। ধৃতস্য দুর্ম্মদস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসং শতম্ ॥১৫॥
ম্লেচ্ছাধিপতয়োঽভূবন্নুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ। তুর্ব্বসোশ্চ সুতোবহ্নির্ব্বহ্নের্ভর্গোঽথ ভানুমান্ ॥১৬॥
ত্রিভানুস্তৎসুতোঽস্যাপি করন্ধম উদারধীঃ। মরুত্তস্তৎসুতোঽপুত্রঃ পুত্রং পৌরবমন্বভূৎ ॥১৭॥
দুষ্মন্তঃ স পুনর্ভেজে স্ববংশং রাজ্যকামুকঃ। যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্ব্বংশং নরর্ষভ ॥১৮॥
বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্। যদোর্ব্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৯॥
যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ। যদোঃ সহস্রজিৎ ক্রোষ্টানলোরিপুরিতি শ্রুতাঃ ॥২০॥
চত্বারঃ সূনবস্তত্র শতজিৎ প্রথমাত্মজঃ। মহাহয়ো রেণুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তৎসুতাঃ ॥২১॥
ধর্ম্মস্তু হৈহয়সুতো নেত্রঃ কুন্তেঃ পিতা ততঃ। সোহঞ্জিরভবৎ কুন্তের্মহিষ্মান্ ভদ্রসেনকঃ ॥২২॥
দুর্ম্মদো ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতবীর্য্যসূঃ। কৃতাগ্নিঃ কৃতবর্ম্মা চ কৃতৌজা ধনকাত্মজাঃ ॥২৩॥

জয়দ্রথের পুত্র বিজয় সংভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, বিজয়ের পুত্র ধৃতি, তাঁহার পুত্র ধৃতব্রত, তাঁহার পুত্র সৎকর্ম্মা, তাঁহা হইতে অধিরথ জন্মগ্রহণ করেন, এই অধিরথ গঙ্গাতীরে ক্রীড়া করিতে করিতে কুন্তী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মঞ্জুষামধ্যে স্থিত কানীন শিশু প্রাপ্ত হইয়া নিজের অনপত্যতা নিবন্ধন ঐ কানীন-শিশুকে নিজ তনয় করিয়াছিলেন। ১২-১৩

হে জগতীপতে! ঐ পুত্রের নাম কর্ণ, তাঁহার পুত্র বৃষসেন। যযাতির অপর পুত্র দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু, তাঁহার পুত্র সেতু, তাঁহার পুত্র আরব্ধ, তাঁহার পুত্র গান্ধার, তৎপুত্র ধর্ম্ম, তাঁহা হইতে ধৃত উৎপন্ন হয়েন, ধৃতের পুত্র দুর্ম্মদ, তাঁহা হইতে প্রচেতা উৎপন্ন হয়েন, প্রচেতার শতপুত্র, উহারা উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছে। যযাতির অপর পুত্র তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তাঁহার পুত্র ভর্গ, তাঁহা হইতে ভানুমান্ উৎপন্ন হয়েন। ১৪-১৬ ,

ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু, তাঁহার পুত্র উদারমতি করন্ধম, তাঁহার পুত্র মরুত্ত, ইনি অপুত্রক সুতরাং পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্র করেন, কিন্তু সেই দুষ্মন্ত রাজ্যকামুক হইয়া আপনার পৌরব বংশ লাভ করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশ বর্ণন করিতেছি, মানবগণের সর্ব্বপাপহর মহাপুণ্যজনক যদুর বংশ শ্রবণ করিয়া মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৭-১৯

যে যদুবংশে ভগবান্ পরমাত্মা নরাকার হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যদুর সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপু নামে বিখ্যাত চারি পুত্র হয়, তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, তাঁহার মহাহয়, রেণুহয় ও হৈহয় নামে তিন পুত্র হয়। ২০-২১

হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম, তাঁহার পুত্র নেত্র, তাঁহার পুত্র কুন্তি, তাঁহার পুত্র সোহঞ্জি, তাঁহার পুত্র মহিষ্মান্, তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন। ২২

ভদ্রসেনের দুর্ম্মদ ও ধনক নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে ধনকের কৃতকার্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা নামে চারি পুত্র হয়। ২৩

অর্জ্জুনঃ কৃতবীর্য্যস্য সপ্তদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ। দত্তাত্রেয়াদ্ধরেরংশাৎ প্রাপ্তযোগমহাগুণঃ ॥২৪॥
ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ। যজ্ঞদানতপোযোগৈঃ শ্রুতবীর্য্যদয়াদিভিঃ ॥২৫॥
পঞ্চাশীতিসহস্রাণি হ্যব্যাহতবলঃ সমাঃ। অনষ্টবিত্তস্মরণো বুভুজেঽক্ষয্যষড়্ বসু ॥২৬॥
তস্য পুত্রসহস্রেষু পঞ্চৈবোর্ব্বরিতা মৃধে। জয়ধ্বজঃ শূরসেনো বৃষভো মধুরূর্জ্জিতঃ ॥২৭॥
জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ। ক্ষত্রং যত্তালজঙ্ঘাখ্যমৌর্ব্বতেজোঽপসংহৃতম্ ॥২৮॥
তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো বৃষ্ণিঃ পুত্রো মধোঃ স্মৃতঃ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্বৃষ্ণিজ্যেষ্ঠং যতঃ কুলম্ ॥২৯॥
মাধবা বৃষ্ণয়ো রাজন্ যাদবাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ। যদুপুত্রস্য চ ক্রোষ্টোঃ পুত্রো বৃজিনবাংস্ততঃ ॥৩০॥
স্বাহিতোঽতো বিশদ্গুর্বৈ তস্য চিত্ররথস্ততঃ। শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভাগো মহানভূৎ।
চতুর্দ্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্ত্যপরাজিতঃ ॥ ৩১ ॥
তস্য পত্নীসহস্রাণাং দশানাং সুমহাযশাঃ। দশলক্ষসহস্রাণি পুত্রাণাং তাস্বজীজনৎ ॥ ৩২ ॥
তেষান্তু ষট্ প্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ। ধর্ম্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য যাট্ ॥৩৩॥

তাঁহাদের মধ্যে কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন, তিনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনি ভগবান্ হরির অংশ দত্তাত্রেয় হইতে যোগগুণ প্রাপ্ত হয়েন। ইহা সুনিশ্চিত যে, অন্য নরপতিরা যজ্ঞ, দান তপস্যা, যোগ, বেদাধ্যয়ন এবং শৌর্য্য-বীর্য্য দয়াদি দ্বারা ঐ মহাত্মার গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ২৪-২৫

যাঁহার নামস্মরণে বিত্ত নাশ হয় না, সেই অব্যাহতপরাক্রম রাজা অর্জ্জুন পঞ্চাশীতি সহস্রবর্ষ-কাল অক্ষয় ষড়িন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিয়া-ছিলেন। ২৬

ঐ অর্জ্জুনের সহস্র পুত্র হয়, তন্মধ্যে পাঁচজনমাত্র সংগ্রামে অবশিষ্ট ছিল, তাঁহাদের নাম জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু ও উর্জ্জিত। ২৭

তন্মধ্যে জয়ধ্বজ হইতে তালজঙ্ঘ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার শত পুত্র হয়, ঐ সকল তালজঙ্ঘা নামক ক্ষত্রিয়কে সগর ঔর্ব্ব তেজের দ্বারা উপসংহার করেন। ২৮

তালজঙ্ঘ-পুত্রগণের মধ্যে বীতিহোত্র জ্যেষ্ঠ, তাঁহার পুত্র মধু, তাঁহার পুত্র বৃষ্ণি। মধুর শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বৃষ্ণি জ্যেষ্ঠ ছিলেন, যাঁহা হইতে ঐ কুল। হে রাজন্! এই কারণে এই বংশীয়গণকে মাধব, বৃষ্ণি বা যাদব নামে অভিহিত করা হয়। মধুর পুত্র ক্রোষ্টু, তাঁহার পুত্র বৃজিনবান্। ২৯-৩০

বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিত, তাঁহার পুত্র বিশদ্গু, তাঁহার পুত্র চিত্ররথ, তাঁহা হইতে মহাযোগী মহাভাগ শশবিন্দুর উৎপত্তি হয়, তিনি তত্তৎ জাতির শ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ মহারত্নের (হস্তী, অশ্ব, রথ, স্ত্রী, বাণ, নিধি, মালা, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র ও বিমান ইত্যাদির) স্বামী এবং স্বয়ং অপরাজিত রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। ৩১

সেই শশবিন্দুর দশসহস্র পত্নী ছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক পত্নীতে এক লক্ষ সন্তান হওয়ায় তাঁহা হইতে দশ লক্ষ সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। ৩২

সেই সমস্ত পুত্রগণমধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্ত্তি, পুণ্যযশা প্রভৃতি ছয়জন প্রধান ছিলেন। তন্মধ্যে পুণ্যযশার পুত্র ধর্ম্ম, তাঁহার পুত্র উশনা, তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ৩৩

তৎসুতো রুচকস্তস্য পঞ্চাসন্নাত্মজাঃ শৃণু। পুরুজিদ্রুক্মরুক্মেষুপৃথুজ্যামঘসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
জ্যামঘস্ত্বপ্রজোঽপ্যন্যাং ভার্য্যাং শৈব্যাপতির্ভয়াৎ। নাবিন্দচ্ছক্রভবনাদ্ভোজ্যাং কন্যামহারষীৎ।
রথস্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমমর্ষিতা ॥৩৫॥
কেয়ং কুহকমৎস্থানং রথমারোপিতেতি বৈ। স্নুষা তবেত্যভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ ॥৩৬॥
অহ বন্ধ্যাঽসপত্নী চ স্নুষা মে যুজ্যতে কথম্। জনয়িষ্যসি যং রাজ্ঞি তস্যেয়মুপযুজ্যতে ॥৩৭॥
অন্বমোদন্ত তদ্বিশ্বেদেবাঃ পিতর এব চ। শৈব্যা গর্ভমধাৎ কালে কুমারং সুষুবে শুভম্।
স বিদর্ভ ইতি প্রোক্ত উপযেমে স্নুষাং সতীম্ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
যদুবংশকথনে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

উশনার পুত্র রুচক, তাঁহার পঞ্চপুত্র হয়, উঁহাদের নাম শ্রবণ কর, পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু এবং জ্যামঘ। ৩৪

শৈব্যাপতি জ্যামঘ নিঃসন্তান ছিলেন, ভার্য্যার ভয়ে তিনি অন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই। একদা জ্যামঘ ইন্দ্রভবন হইতে ভোজ্যা নাম্নী এক কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, শৈব্যা রথস্থা সেই কন্যাকে দেখিয়া, অমর্ষিতা হইয়া পতিকে বলিলেন। ৩৫

হে কুহক! এ কন্যা কে? আমার নিকটে রথে আরোহণ করাইয়া আনিয়াছ? জ্যামঘ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ইনি তোমার স্নুষা (পুত্রবধূ) এই উত্তর দিলে শৈব্যা বিস্মিতা হইয়া পতিকে বলিলেন, হে রাজন্! আমি বন্ধ্যা এবং আমার সপত্নী নাই, তবে আমার পুত্রবধূ কি প্রকারে সঙ্গত হয়? জ্যামঘ বলিলেন, হে রাজ্ঞি! তুমি যে পুত্র উৎপন্ন করিবে, ইনি তাঁহার পত্নী হইবেন। ৩৬-৩৭

জ্যামঘের এই বাক্য বিশ্বেদেবগণ ও পিতৃগণ অনুমোদন করিয়াছিলেন, ইহার পর যথাকালে শৈব্যা গর্ভবতী হয়েন এবং যথাকালে শুভলক্ষণান্বিত একটি কুমারকে প্রসব করেন, সেই কুমার বিদর্ভ নামে খ্যাত হয়েন এবং পরে ঐ সাধ্বী স্নুষাকে বিবাহ করেন। ৩৮

ইতি নবম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

তস্যাং বিদর্ভোঽজনয়ৎ পুত্রৌ নাম্না কুশক্রথৌ। তৃতীয়ং রোমপাদঞ্চ বিদর্ভকুলনন্দনম্ ॥১॥
রোমপাদসুতো বভ্রুর্বভ্রোঃ কৃতিরজায়ত। উশিকস্তৎসুতস্তস্মাচ্চেদিশ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ॥২॥
ক্রথস্য কুন্তিঃ পুত্রোঽভূদ্বৃষ্ণিস্তস্যাথ নির্বৃতিঃ। ততো দশার্হোনাম্নাভূৎ তস্য ব্যোম সুতস্ততঃ ॥৩॥
জীমূতো বিকৃতিস্তস্য যস্য ভীমরথঃ সুতঃ। ততো নবরথঃ পুত্রো জাতো দশরথস্ততঃ ॥৪॥
করম্ভিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাত্মজঃ দেবক্ষত্রস্ততস্তস্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ ॥ ৫ ॥
পুরুহোত্রস্বনোঃ পুত্রস্তস্যায়ুঃ সাত্বতস্ততঃ। ভজমানো ভজির্দ্দিব্যো বৃষ্ণির্দেবাবৃধোঽন্ধকঃ ॥৬॥
সাত্বতস্য সুতাঃ সপ্ত মহাভোজশ্চ মারিষ ভজমানস্য নিম্নোচিঃ কিঙ্কণো ধৃষ্টিরেব চ ॥৭॥
একস্যামাত্মজাঃ পত্ন্যামন্যস্যাঞ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ শতাজিচ্চ সহস্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভো ॥৮॥
বভ্রুর্দ্দেবাবৃধসুতস্তয়োঃ শ্লোকৌ পঠন্ত্যমূ যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সংপশ্যামস্তথান্তিকাৎ ॥৯॥
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দ্দেবাবৃধঃ সমঃ। পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ ষট্‌সহস্রাণি চাষ্ট চ ॥১০॥
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দ্দেবাবৃধাদপি। মহাভোজোঽতিধর্ম্মাত্মা ভোজা আসন্তদন্বয়ে ॥১১॥

শুকদেব বলিলেন, বিদর্ভ সেই পত্নীতে কুশ ও ক্রথ নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিদর্ভ-কুলনন্দন রোমপাদ নামক তৃতীয় পুত্র উৎপাদন করেন। ১

রোমপাদের পুত্র বভ্রু, বভ্রু হইতে কৃতি জন্মগ্রহণ করেন, কৃতির পুত্র উশিক, তাঁহা হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নরপতিগণ উৎপন্ন হয়েন। ২

হে রাজন্! বিদর্ভপুত্র ক্রথের পুত্র কুন্তি, তাঁহার পুত্র বৃষ্ণি, তাঁহার পুত্র নির্বৃতি, তাঁহা হইতে দশার্হ নামা পুত্র হয়, দশার্হের পুত্র ব্যোম। ৩

ব্যোম হইতে জীমূত উৎপন্ন হয়েন, তাঁহার পুত্র বিকৃতি, তাঁহার পুত্র ভীমরথ, তাঁহা হইতে নবরথ পুত্র জন্মে, তাঁহা হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। ৪

দশরথের পুত্র শকুনি, তাঁহার পুত্র করম্ভি, করম্ভির পুত্র দেবরাত, তাঁহার পুত্র দেবক্ষত্র, তাঁহার পুত্র মধু, তাঁহা হইতে কুরুবশ উৎপন্ন হয়েন। ৫

কুরুবশের পুত্র অন্ধ, তাঁহার পুত্র পুরুহোত্র, তাঁহার পুত্র আয়ুঃ, তাঁহার পুত্র সাত্বত, হে রাজন্! সাত্বতের সাত পুত্র, তাঁহাদের নাম যথা—ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক এবং মহাভোজ। ভজমানের এক পত্নীর গর্ভে নিম্নোচি, কিঙ্কণ ও ধৃষ্টি এই তিন পুত্র হয়, অপর স্ত্রীতে শতাজিৎ সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ এই তিন পুত্র হয়। ৬-৮

দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। এই পিতা ও পুত্রের প্রসঙ্গে কবিগণ দুইটি শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন, 'আমরা দূর হইতে যেমন শুনিতে পাই—নিকটে তদ্রূপই দেখিতে পাই, মহাত্মা বভ্রু মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর দেবাবৃধ রাজা দেবতার সমান, ঐ বংশে পঞ্চষষ্টি এবং ষট্ সহস্র ও অষ্ট সংখ্যক পুরুষ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বভ্রু ও দেবাবৃধ হইতে অর্থাৎ তাঁহাদের উপদেশে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।' সাত্বত মহাভোজ অতিশয় ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাঁহার বংশে ভোজগণ উৎপন্ন হয়েন। ৯-১১

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রঃ পুত্রোঽভূদ্‌যুধাজিচ্চ পরন্তপ। শিনিস্তস্যানমিত্রশ্চ নিম্নোঽভূদনমিত্রতঃ ॥১২॥
সত্রাজিতঃ প্রসেনশ্চ নিম্নস্যাথাসতুঃ সুতৌ। অনমিত্রসুতো যোঽন্যঃ শিনিস্তস্য চ সত্যকঃ ॥১৩॥
যুযুধানঃ সাত্যকির্বৈ জয়স্তস্য কুণিস্ততঃ। যুগন্ধরোঽনমিত্রস্য বৃষ্ণিঃ পুত্রোঽপরন্ততঃ ॥১৪॥
শ্বফল্কশ্চিত্ররথশ্চ গান্দিন্যাস্তু শ্বফল্কতঃ। অক্রূরপ্রমুখা আসন্ পুত্রা দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ ॥১৫॥
আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ মৃদুরো মৃদুবিদ্‌গিরিঃ। ধর্ম্মবৃদ্ধঃ সুকর্ম্মা চ ক্ষত্রোপেক্ষোঽরিমর্দ্দনঃ ॥১৬॥
শত্রুঘ্নো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহুশ্চ দ্বাদশ। তেষাং স্বসা সুচারাখ্যা দ্বাবক্রূরসুতাবপি ॥১৭॥
দেববানুপদেবশ্চ তথা চিত্ররথাত্মজাঃ। পৃথুর্ব্বিদূরথাদ্যাশ্চ বহবো বৃষ্ণিনন্দনাঃ ॥১৮॥
কুকুরো ভজমানশ্চ শুচিঃ কম্বলবর্হিষঃ। কুকুরস্য সুতো বহ্নির্ব্বিলোমা তনয়স্ততঃ ॥১৯॥
কপোতরোমা তস্যানুঃ সখা যস্য চ তুম্বুরুঃ। অন্ধকাদ্দুন্দুভিস্তস্মাদবিদ্যোতঃ পুনর্ব্বসুঃ ॥২০॥
তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহুকাত্মজে। দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ ॥২১॥
দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্দ্ধনঃ। তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥২২॥
শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা। সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥২৩॥

হে পরন্তপ! সাত্বত-পুত্র বৃষ্ণির সুমিত্র ও যুধাজিৎ নামক দুইপুত্র হয়, যুধাজিতের পুত্র শিনি ও অনমিত্র, অনমিত্রের পুত্র নিম্ন। ১২

নিম্নের সত্রাজিৎ ও প্রসেন নামক দুই পুত্র, অনমিত্রের অপর পুত্র যে শিনি, তাঁহার পুত্র সত্যক। ১৩

সত্যকের পুত্র যুযুধান, তাঁহার পুত্র জয়, জয়ের আত্মজ কুণি, তাঁহা হইতে যুগন্ধর। হে রাজন্! অনমিত্রের বৃষ্ণি নামে অপর এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্ররথ, শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর ভিন্ন আর দ্বাদশটি বিখ্যাত সন্তান হয়। ১৪ ১৫

(শ্বফল্কের দ্বাদশ পুত্রের নাম যথা)—অসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুরি, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদন এবং প্রতিবাহু, এই দ্বাদশ জন, ইঁহাদের সুচারা নাম্নী একটি ভগিনী হইয়াছিল। অক্রূরের দুই পুত্র দেববান্ ও উপদেব। চিত্ররথের পুত্র পৃথু, তদ্ভিন্ন বিদূরথ প্রভৃতি বহুতর সন্তান হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই বৃষ্ণি-কুলনন্দন। ১৬-১৮

কুকুর, ভজমান, শুচি, কম্বলবর্হিষ, (এই চারি জন অন্ধকের পুত্র), (বিষ্ণুপুরাণ মতে), তন্মধ্যে কুকুরের পুত্র বহ্নি, তাঁহার পুত্র বিলোমা। ১৯

বিলোমার পুত্র কপোতরোমা, তাঁহার পুত্র অনু, এই অনুর তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্ব সখা ছিলেন, অন্ধক অনুর পুত্র, অন্ধক হইতে দুন্দুভি উৎপন্ন হয়েন, তাঁহা হইতে অবিদ্য, তাঁহার পুত্র পুনর্ব্বসু। ২০

পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক এবং কন্যা আহুকী। তন্মধ্যে আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র, তন্মধ্যে দেবকের চারিটি পুত্র যথা—দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন, ইঁহাদের সাতটি ভগিনী ছিল, যথা—ধৃতদেবী, শান্তিদেবী, উপদেবী, শ্রীদেবী, দেবরক্ষিতা, সহদেবী ও দেবকী, এই সাত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। ২১ ২৩

বিবৃতি—অক্রূর প্রমুখের অর্থ স্বামিপাদ অক্রূর ভিন্ন এইরূপ অতদ্‌গুণ বহুব্রীহি সমাসবলে করিয়াছেন, সেই অর্থই মূলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৫

কংসঃ সুনামা ন্যগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সুহূস্তথা। রাষ্ট্রপালোঽথ ধৃষ্টিশ্চ তুষ্টিমানোগ্রসেনয়ঃ ॥২৪॥
কংসা কংসবতী কঙ্কা শূরভূ রাষ্ট্রপালিকা। উগ্রসেনদুহিতরো বসুদেবানুজস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥
শূরো বিদূরথাদাসীদ্ভজমানস্তু তৎসুতঃ। শিনিস্তস্মাৎ স্বয়ং ভোজোহৃদিকস্তৎসুতো মতঃ॥২৬॥
দেবমীঢ়ঃ শতধনুঃ কৃতবর্ম্মেতি তৎসুতাঃ। দেবমীঢ়স্য শূরস্য মারিষা নাম পত্ন্যভূৎ ॥২৭॥
তস্যাং স জনয়ামাস দশপুত্রানকল্মষান্। বসুদেবং দেবভাগং দেবশ্রবসমানকম্ ॥২৮॥
সৃঞ্জয়ং শ্যামকং কঙ্কং শমীকং বৎসকং বৃকম্। দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি ॥২৯॥
বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্। পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ৩০ ॥
রাজাধিদেবী চৈতেষাং ভগিন্যঃ পঞ্চ কন্যকাঃ। কুন্তেঃ সখ্যুঃ পিতা শূরো হ্যপুত্রস্য পৃথামদাৎ ॥৩১॥
সাপ দুর্ব্বাসসো বিদ্যাং দেবহূতিং প্রতোষিতাৎ। তস্যা বীর্য্যপরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিঃ ॥৩২॥
তদৈবোপাগতং দেবং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসা। প্রত্যয়ার্থং প্রযুক্তা মে যাহি দেব ক্ষমস্ব মে ॥৩৩॥
অমোঘং দেবসন্দর্শমাদধে ত্বয়ি চাত্মজম্। যোনির্যথা ন দুষ্যেত কর্ত্তাহং তে সুমধ্যমে ॥৩৪॥

কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ঋষ্টি ও তুষ্টিমান্ ইহারা উগ্রসেনের পুত্র। ২৪

কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ, রাষ্ট্রপালিকা, এই পাঁচটি উগ্রসেনের কন্যা এবং বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের ভার্য্যা হইয়াছিল। ২৫

(অন্ধকের চারি পুত্র, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র কুকুরের বংশ বলা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় পুত্র ভজমানের বংশ বলিতেছেন) ভজমান-পুত্র বিদূরথ হইতে শূর জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র ভজমান, তাঁহা হইতে শিনির জন্ম হয়, শিনির পুত্র ভোজ, তাঁহার পুত্র হৃদিক। ২৬

হৃদিকের দেবমীঢ়, শতধনু ও কৃতবর্ম্মা, এই তিন পুত্র হয়, তন্মধ্যে দেবমীঢ়ের পুত্র শূর; তাঁহার মারিষা নামে এক পত্নী ছিল, তাঁহার গর্ভে শূর দশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহাদের নাম যথা—বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবস্, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, সমীক, বৎসক এবং বৃক, ঐ বসুদেবের জন্মকালে দেব-দুন্দুভি এবং ঢকা বাজিয়াছিল, এই কারণে হরির প্রাদুর্ভাবস্থান বসুদেবকে আনক-দুন্দুভি বলিয়া থাকে। বসুদেবাদি দশ জনের ভগিনী শূরের পাঁচটি কন্যা হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম যথা—পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা এবং রাজাধিদেবী, শূর আপনার সখা কুন্তিরাজকে অপুত্রক দেখিয়া আপনার তনয়া পৃথাকে দান করিয়াছিলেন। ঐ পৃথা দুর্ব্বাসাকে পরিচর্য্যা দ্বারা পরিতুষ্ট করেন, তাহাতে দুর্ব্বাসার নিকট 'দেবহূতি' বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েন, সেই বিদ্যার শক্তি পরীক্ষার্থ একদিন পৃথা শুচি হইয়া সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ২৭-৩২

সেই সময়েই সূর্য্যদেবকে আগত দেখিয়া পৃথা বিস্মিতচিত্তা হইয়াছিলেন এবং বলিলেন, হে দেব! আমি কেবল পরীক্ষার্থ—বিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছিলাম, (পরন্তু আপনার দ্বারা কোন কার্য্য করাইবার অভিসন্ধিতে বিদ্যা প্রয়োগ করি নাই) আপনি চলিয়া যাউন, আমাকে ক্ষমা করুন। ৩৩

সূর্য্য বলিলেন, হে সুমধ্যমে! দেবদর্শন অমোঘ অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না, আমি তোমার গর্ভাধান করিব, যাহাতে তোমার যোনি দুষ্ট না হয়, আমি তাহা করিয়া দিব। ৩৪

ইতি তস্যাং স আধায় গর্ভং সূর্য্যো দিবং গতঃ। সদ্যঃ কুমারঃ সংজজ্ঞে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥৩৫॥
তং সা ত্যজন্ নদীতোয়ে কৃচ্ছ্রাল্লোকস্য বিভ্যতী।
প্রপিতামহস্তামুবাহ পাণ্ডুর্বৈ সত্যবিক্রমঃ ॥৩৬॥
শ্রুতদেবাং তু কারূষো বৃদ্ধশর্ম্মা সমগ্রহীৎ। যস্যামভূদ্দন্তবক্র ঋষিশপ্তো দিতেঃ সুতঃ ॥৩৭॥
কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীর্ত্তিমবিন্দত। সন্তর্দ্দনাদয়স্তস্যাং পঞ্চাসন্ কৈকয়াঃ সুতাঃ ॥৩৮॥
রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ জয়সেনোঽজনিষ্ট হ। দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রুতশ্রবসমগ্রহীৎ ॥ ৩৯ ॥
শিশুপালঃ সুতস্তস্যাঃ কথিতস্তস্য সম্ভবঃ। দেবভাগস্য কংসায়াং চিত্রকেতুবৃহদ্বলৌ ॥৪০॥
কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ সুবীর ইষুমাংস্তথা। বকঃ কঙ্কাৎ তু কঙ্কায়াং সত্যজিৎপুরুজিৎতথা ॥৪১॥
সৃঞ্জয়ো রাষ্ট্রপাল্যাঞ্চ বৃষদুর্ম্মর্ষণাদিকান্। হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শূরভূম্যাঞ্চ শ্যামকঃ ॥৪২॥
মিশ্রকেশ্যামপ্সরসি বৃকাদীন্ বৎসকস্তথা। তক্ষপুষ্করশালাদীন্ দূর্ব্বাক্ষ্যাং বৃক আদধে ॥৪৩॥
সুমিত্রার্জ্জুনপালাদীন্ সমীকাৎ তু সুদামনী। আনকঃ কর্ণিকায়াং বৈ ঋতধামাজয়াবপি ॥৪৪॥
পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা। দেবকী প্রমুখাশ্চাসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ ॥৪৫॥

এই কথা বলিয়া সূর্য্যদেব পৃথার গর্ভাধান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় পৃথার একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ৩৫

লোকভয়ে ভীতা পৃথা সেই পুত্রকে নদীজলে পরিত্যাগ করেন, হে মহারাজ! অনন্তর সত্যবিক্রম তোমার প্রপিতামহ পাণ্ডু পৃথাকে বিবাহ করেন। ৩৬

করূষরাজ বৃদ্ধশর্ম্মা শূরনন্দিনী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন, যাঁহার গর্ভে ঋষিশপ্ত দিতিনন্দন দন্তবক্র নামে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৭

কেকয়রাজ ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্ত্তিকে লাভ করেন, তাঁহার গর্ভে সন্তর্দ্দনাদি পাঁচটি তনয় জন্মিয়াছিল। ৩৮

জয়সেন রাজা, রাজাধিদেবীতে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন, আর চেদিরাজ দম, ঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করেন। ৩৯

শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপাল, তাঁহার উৎপত্তি-বিবরণ বলিয়াছি। (অতঃপর বসুদেব-ভ্রাতৃগণের পত্নী ও পুত্রগণের কথা বলিতেছেন) দেবভাগের ভার্য্যা কংসা, তাঁহাতে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল নামে দুই পুত্র হয়। ৪০

দেবশ্রবসের ভার্য্যা কংসবতী, তাঁহার গর্ভে সুবীর ও ইষুমান্ জন্মগ্রহণ করেন। কঙ্ক হইতে কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ উৎপন্ন হয়েন। ৪১

সৃঞ্জয় রাষ্ট্রপালী নাম্নী পত্নীতে বৃষ, দুর্ম্মর্ষণাদি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। শ্যামক শূরভূমি নাম্নী ভার্য্যাতে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ নামক পুত্রদ্বয়কে উৎপাদন করেন। ৪২

বৎসক মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরায় বৃকাদি পুত্রগণ উৎপাদন করেন। বৃক দূর্ব্বাক্ষী নাম্নী ভার্য্যায় তক্ষঃ পুষ্কর মাল্যাদি পুত্রকে উৎপাদন করেন। ৪৩

সুদামনী, শমীক হইতে সুমিত্র অর্জ্জুনপালাদি পুত্রগণকে প্রসব করেন, আনক (স্বীয় পত্নী) কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয় নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ৪৪

হে রাজন্! বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা ও দেবকী প্রমুখ পত্নীগণ ছিলেন। ৪৫

বলং গদং সারণঞ্চ দুর্ম্মদং বিপুলং ধ্রুবম্। বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীমুদপাদয়ৎ ॥৪৬॥
সুভদ্রো ভদ্রবাহুশ্চ দুর্ম্মদো ভদ্র এব চ। পৌরব্যাস্তনয়া হ্যেতে ভূতাদ্যা দ্বাদশাভবন্ ॥৪৭॥
নন্দোপনন্দকৃতকশূরাদ্যা মদিরাত্মজাঃ। কৌশল্যা কেশিনং ত্বেকমসূত কুলনন্দনম্ ॥৪৮॥
রোচনায়ামতো জাতা হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ। ইলায়ামুরুবল্কাদীন্ যদুমুখ্যানজীজনৎ ॥ ৪৯ ॥
বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভেঃ। শান্তিদেবাত্মজা রাজন্ প্রশমপ্রথিতাদয়ঃ ॥৫০॥
রাজন্যকল্পবর্ষাদ্যা উপদেবাসুতা দশ। বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়াস্তু ষট্ সুতাঃ ॥৫১॥
দেবরক্ষিতয়া লব্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ। বসুদেবঃ সুতানষ্টাবাদধে সহদেবয়া ॥ ৫২ ॥
প্রবরশ্রুতমুখ্যাংশ্চ সাক্ষাদ্ধর্ম্মো বসূনিব। বসুদেবস্তু দেবক্যামষ্ট পুত্রানজীজনৎ ॥ ৫৩ ॥
কীর্ত্তিমন্তং সুষেণঞ্চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ। ঋজুং সম্মর্দ্দনং ভদ্রং সঙ্কর্ষণমহীশ্বরম্ ॥ ৫৪ ॥
অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল। সুভদ্রা চ মহাভাগা তব রাজন্ পিতামহী ॥৫৫॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ। তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥৫৬॥
নহ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্ম্মণো বা মহীপতে। আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ ॥৫৭॥

বসুদেব রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব ও কৃতাদি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। ৪৬

পৌরবীর গর্ভে সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ ও ভদ্র প্রভৃতি দ্বাদশটি পুত্র জন্মে। ৪৭

মদিরার গর্ভে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে। কৌশল্যা, কেশি নামক কুলনন্দন একটি মাত্র পুত্র প্রসব করেন। ৪৮

রোচনার গর্ভে হস্ত, হেমাঙ্গদ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। ইলার গর্ভে যদুশ্রেষ্ঠ উরু বল্কল প্রভৃতিকে উৎপাদন করেন। ৪৯

ধৃতদেবীর গর্ভে বসুদেব হইতে বিপৃষ্ঠ জন্মগ্রহণ করে, শান্তিদেবাতে প্রশম, প্রথিত প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। ৫০

উপদেবার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশটি সন্তান হয়। শ্রীদেবার বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয়টি পুত্র হয়। ৫১

দেবরক্ষিতা গদ প্রভৃতি নয়টি পুত্র লাভ করেন। ৫২

যেমন ধর্ম্ম অষ্টবসুকে উৎপাদন করেন, সেইরূপ বসুদেব সহদেবাতে প্রবর, শ্রুতমুখ্য প্রভৃতি অষ্ট পুত্র উৎপাদন করেন, ঐরূপ বসুদেব দেবকীতেও অষ্টপুত্র উৎপাদন করেন, যথা—কীর্ত্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দ্দন, ভদ্র, অহীশ্বর সংকর্ষণ। ৫৩-৫৪

হে রাজন্! বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র হরি স্বয়ং হইয়াছিলেন, আর তোমার পিতামহী মহাভাগা সুভদ্রাও তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়েন। ৫৫

হে রাজন্! যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে ভগবান্ ঈশ্বর হরি আপনাকে সৃজন করেন। ৫৬

নচেৎ যিনি মায়া-নিয়ন্তা, সঙ্গ-বিহীন, সর্ব্বসাক্ষী এবং সর্ব্বগত, তাঁহার মায়াবিনোদ ব্যতিরেকে তাঁহার জন্ম অথবা কর্ম্মের কি হেতু হইতে পারে? ৫৭

যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় হি।
অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায় চেষ্যতে ॥ ৫৮ ॥

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নৃপলাঞ্ছনৈঃ। ভুব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ ॥৫৯॥
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়ানি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ। সহসংকর্ষণশ্চক্রে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৬০ ॥

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্যশঃ ॥৬১॥

যস্মিন্ সৎকর্ণপীযূষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ।
শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্ম্মবাসনাম্ ॥৬২॥

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ। শ্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বৎ কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ ॥৬৩॥
স্নিগ্ধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাক্যৈর্বিক্রমলীলয়া। নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্ত্যা সর্ব্বাঙ্গরম্যয়া ॥৬৪॥

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎ কপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥৬৫॥

যাঁহার মায়াচেষ্টিত জীবের স্থিতি, উৎপত্তি ও নাশের জন্য হয়, এবং অনুগ্রহ জন্মাদিনিবৃত্তির জন্য ও আত্মলাভের জন্য হইয়া থাকে। অথবা যাঁহার মায়াচেষ্টিত জীবের পক্ষে অনুগ্রহস্বরূপ, যেহেতু উহাই সৃষ্ট্যাদির কারণ, অতএব যিনি সর্ব্বজীবের অনুগ্রাহক, তাঁহার কর্ম্মাদির পারতন্ত্র্য নিবন্ধন জন্মাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না। ঐ মায়াচেষ্টিত শুনিলেও জীবের জন্মাদি নিবৃত্তি হয় ও মোক্ষ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ৫৮

হে রাজন্! বহু বহু রাজচিহ্নধারী অসুরগণ পৃথিবী আক্রমণ করাতে পৃথিবী মহা ভারাক্রান্তা হয়েন, তাঁহার ভার অপনোদনের নিমিত্তও ভগবানের ঐ উদ্যম জানিবে। ৫৯

সুরেশ্বরগণ মনের দ্বারাও যে সকল কর্ম্ম তর্ক করিয়া উঠিতে পারেন না, ভগবান্ মধুসূদন সঙ্কর্ষণসহ তৎসমুদায় অবলীলাক্রমে সম্পাদন করেন। ৬০

(সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ইচ্ছামাত্রই সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেও, নিজ যশোবিস্তার দ্বারা ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এই কথা বলিতেছেন) কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত দুঃখ, শোক ও অজ্ঞাননাশক এবং পুণ্যজনক যশ বিস্তার করিয়াছেন। ৬১

সৎপুরুষদিগের কর্ণামৃত এবং শ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ যে যশঃ একবারমাত্র শ্রবণরূপ অঞ্জলি দ্বারা পান করিলে পুরুষ কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডুবংশীয় মানবগণ সকলেই সেই ভগবানের চরিত্রের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। ৬২-৬৩

সেই ভগবান্ স্নিগ্ধ-সস্মিতদর্শন, উদার-বাক্য, বিক্রম লীলা, এবং সমস্ত অবয়ব ও রম্যমূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত মনুষ্যলোককে আনন্দিত করিয়াছিলেন। ৬৪

মকর-কুণ্ডল দ্বারা মনোহর কর্ণ এবং উজ্জ্বল কপোল দ্বারা সুন্দর অতএব নিত্যোৎসবময় যাঁহার বদন নয়ন দ্বারা পান করিয়া আনন্দিত নর ও নারীগণ তৃপ্ত হয়েন নাই, পরন্তু নিমেষ থাকায় দর্শনের ব্যাঘাত হওয়ায় নিমেষকর্ত্তা নিমির প্রতি কুপিত হইতেন। ৬৫

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্‌ব্রজমেধিতার্থো হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ।
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ন্ জনেষু ॥৬৬॥
পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণামন্তঃসমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ।
দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে যদুবংশকীর্ত্তনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

(সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বর্ণন করিতেছেন) হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবার পরই পিতৃগৃহ হইতে ব্রজে গমন করেন, তথায় শত্রুগণকে বধ করিয়া ব্রজবাসিগণের স্বার্থ সম্পাদন করেন, পরে বহুতর বিবাহ করিয়া সেই সকল রমণীতে শত শত পুত্র উৎপাদন করিয়া ও লোক-সমাজে স্বকীয় বেদ পথ প্রচার করিয়া বহু যজ্ঞ দ্বারা তিনি আপনারই অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। সেই ভগবান্ কুরুগণের পরস্পরের মধ্যে সমুত্থিত কলহ দ্বারা পৃথিবীর গুরুতর ভার নষ্ট করিয়া এবং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত সৈন্যগণকে দৃষ্টিমাত্রে ধ্বংস করিয়া, (অর্জ্জুনের) জয় ঘোষণা করিয়া এবং উদ্ধবের নিকট পরম তত্ত্ব উপদেশ করিয়া নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। ৬৬-৬৭

ইতি নবম স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নবম স্কন্ধ সমাপ্ত